O

(189) Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Mohammad (Entally—Calcutta).

P

(190) Pal, Shri Bijoy (Asansol—Burdwan).
(191) Pal, Shri Kanai (Santipur—Nadia).
(192) Pal, Shri Probhakar (Singur—Hooghly).
(193) Pal, Dr. Radha Krishna (Arambagh West—Hooghly).
(194) Pandit, Shri Krishna Pada (Khanakul—Hooghly).
(195) Pemantle, Shrimati Olive (Nominated).
(196) Platel, Shri R. E. (Nominated).
(197) Poddar, Shri Badri Prasad (Jorasanko—Calcutta).
(198) Pramanik, Shri Puranjoy (Jamalpur—Burdwan).
(199) Pramanik, Shri Rajani Kanta (Panskura East—Midnapur).
(200) Pramanik, Shri Tarapada (Amta—Howrah).
(201) Prasad, Shri Shiromani (Nalhati—Birbhum).

R

(202) Raha, Shri Sanat Kumar (Berhampur—Murshidabad).
(203) Rai, Shri Deo Prakash (Darjeeling—Darjeeling).
(204) Raikut, Shri Bhupendra Deb (Kharia—Jalpaiguri).
(205) Ray, Dr. Anath Bandhu (Sultora—Bankura).
(206) Ray, Shri Birendra Narayan (Murshidabad—Murshidabad).
(207) Ray, Shri Kamini Mohan (Mainaguri—Jalpaiguri).
(208) Ray, Shri Siddhartha Shankar (Bhowanipur—Calcutta).
(209) Ray Chaudhury, Shri Khagendra Kumar (Sonarpore—24-Parganas).
(210) Roy, Shri Arabinda (Udayanarayanpur—Howrah).
(211) Roy, Shri Aswini (Bhatar—Burdwan).
(212) Roy, Shri Bankim Chandra (Keshpur—Midnapur).
(213) Roy, Shri Bijay Kumar (Sital Kuchi—Cooch Behar).
(214) Roy, Shri Ganesh Prosad (Beliaghata South—Calcutta).
(215) Roy, Dr. Indrajit (Chandrakona—Midnapur).
(216) Roy, Shri Monoranjan (Bijpur—24-Parganas).
(217) Roy, Dr. Narayan Chandra (Vidyasagar—Calcutta).
(218) Roy, Shri Nepal Chandra (Jorabagan—Calcutta).
(219) Roy, Shri Pranab Prosad (Rajarhat—24-Parganas).
(220) Roy, Shri Tarapada (Purulia—Purulia).
(221) Roy Prodhan, Shri Amarendra Nath (Mekliganj—Cooch Behar).

Volume XXXVI—No. 3

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Thirty-Sixth Session

(July—September, 1963)

(From 27th August, 1963 to 6th September, 1963)

The 27th, 28th, 29th, 30th August, 1963 and 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th September, 1963

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly

Price—Rs 16.50

The Minister of State for Agriculture:

(ক) যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা হইবার পর মালদহ জেলায় খাদ্য (শাকসাব্জি ও আলু) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত নূতন প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে—

(১) শাকসব্জির বীজ ও সারের বণ্টন এবং ইহার জন্য শাকসব্জির বীজ ও সারের বাবত যথাক্রমে একর প্রতি ১০ টাকা ও ২০ টাকা সহায়ক দানের ব্যবস্থাকরণ; এবং

(২) শাকসব্জি ও আলুর চাষের জন্য ঋণ প্রদান;

(৩) নলকূপ সেচের এলাকাভুক্ত জমির জন্য শতকরা ৫০ টাকা হারে সহায়কের ভিত্তিতে আলু, পেয়াজ ও অন্যান্য শাকসব্জির বীজের বণ্টন।

মালদহ জেলার কোন্ কোন্ স্থানে উপরি-উক্ত প্রকল্পগুলি কার্যকরী করা হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ বর্তমানে দেওয়া সম্ভব নহে কেননা উহা প্রস্তুত নাই।

(খ) এইসব পরিকল্পনাগুলির প্রত্যেকটির জন্য কত ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ সহজ লভ্য নহে, সুতরাং বর্তমানে উহা দেওয়া সম্ভব নহে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে উক্ত প্রকল্পগুলি যথাসময়ে ও যথারীতি আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে মালদহ জেলায় শাকসব্জি ও আলুর উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

Grant-in-aid to Sonarkundu S. P. Junior High School

554. (Admitted question No. 893.)

শ্রীশিরোমণি প্রসাদ : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য নয় যে, সোনারকুণ্ডু এস পি জুনিয়ার হাই স্কুলের ১৯৬২-৬৩ সালের গ্র্যান্ট-ইন-এইড এখনও পর্যন্ত পায় নাই;

(খ) উক্ত ১৯৬২-৬৩ সালের গ্র্যান্ট-ইন-এইড না পাইবার কারণ কি; এবং

(গ) কবে নাগাত উক্ত গ্র্যান্ট পাইবার সম্ভাবনা আছে?

The Minister for Education:

(ক) হ্যাঁ, সত্য।

(খ) সোনারকুণ্ডু এস পি জুনিয়ার হাই স্কুলের ১৯৬২-৬৩ সালের গ্র্যান্ট-ইন-এইড এর দরখাস্ত সময়মত না পাওয়ায় সেকেন্ডারী বোর্ড সময়মত টাকা মঞ্জুর করিতে পারেন নাই।

(গ) বোর্ড ইতিমধ্যে গ্র্যান্ট দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই মাসের মধ্যেই গ্র্যান্ট পাইবেন।

Adult Schools in the Barind area, Malda

555. (Admitted question No. 901.)

শ্রীনিমাই মুর্মু : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মালদহ জেলায় বারিন্দ এলাকায় সরকারী খরচে পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত এবং কোন্ থানার কোন্ ইউনিয়নে ঐ বিদ্যালয়গুলি অবস্থিত;

(খ) ঐ বিদ্যালয়গুলি গত পাঁচ বৎসরের প্রতি সনে সরকার কর্তৃক কত সাহায্য পাইয়াছে; এবং

(গ) ঐ বিদ্যালয়গুলিতে কি পরিমাণ ছাত্র বর্তমানে শিক্ষা লাভ করিতেছে?

The Minister for Education:

(ক) অনুরূপ নৈশ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪২টি। কোন্ থানার কোন্ ইউনিয়নে এই বিদ্যালয়গুলি অবস্থিত তাহার একটি তালিকা (ক বিবরণী) লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) এই সম্পর্কে 'খ' বিবরণী লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল

(গ) ১,০৩২ জন।

Government aids for Scheduled and Tribal Students under Nalhati Police-station, Birbhum

565. (Admitted question No. 1089.)

শ্রীশিরোমণি প্রসাদঃ আদিবাসি-মঙ্গল বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বীরভূম জেলার নলহাটী থানার অধীন কোন্ কোন্ স্কুলে ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬২-৬৩ সালে তফসিলী ও আদিবাসী কতগুলি ছাত্রের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইবার জন্য আবেদনপত্র পাইয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে কতগুলি ছাত্রকে সাহায্য দিয়াছেন ; এবং

(খ) তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দিবার জন্য কি কি বিষয় বিবেচনা করা হয়?

The Minister for Tribal Welfare:

(ক) নিম্নে রক্ষিত বিবরণী দ্রষ্টব্য।

(খ) একাধিকবার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ না হইলে আদিবাসী ও ৪১টি অধিকতর অনুন্নত তফসিলী সম্প্রদায়ের সকল ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বেতন বাবত অর্থ সাহায্য করা হয়। অন্যান্য সাহায্য, যেমন ছাত্রাবাসের ব্যয়, পুস্তক ক্রয়, মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষার ফি ইত্যাদি দিবার জন্য ছাত্রের মেধা, অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা, বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

Statement refered to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 565.

বিবরণী

বিদ্যালয়ের নাম		প্রাপ্ত আবেদন পত্রের সংখ্যা					
		১৯৬০-৬১		১৯৬১-৬২		১৯৬২-৬৩	
		আদিবাসী	তফসিলী	আদিবাসী	তফসিলী	আদিবাসী	তফসিলী
উচ্চ বিদ্যালয়							
(১) নলহাটি	--	৬	৯	৫	৬	--	১২
(২) মিত্রভূম	--	--	৫	--	১৪	--	৩১
(৩) ভদ্রপুর	--	--	৭	--	১০	--	২৩
(৪) লোহাপুর জুনিয়র হাইস্কুল	--	--	১২	--	৯	--	৭
(৫) বাউটিয়া	--	--	--	--	৩	২	৯
(৬) ভবানন্দপুর	--	৭	৪	--	৫	৩	৮
(৭) কয়-আ	--	--	৪	--	৪	--	১০
(৮) সোনারকুণ্ড	--	৪	৫	৩	৫	৫	৭
(৯) রামপুর	--	--	--	--	৫	--	৫
(১০) উজিরপুর	--	--	৫	--	৪	--	৫
(১১) মাদুরা	--	--	--	--	--	--	৫
(১২) তেজহাটি	--	--	৪	--	৭	--	৬

Volume XXXVI—No. 3

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Thirty-Sixth Session

(July—September, 1963)

(From 27th August, 1963 to 6th September, 1963)

The 27th, 28th, 29th, 30th August, 1963 and 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th September, 1963

WEST BENGAL LEGISLATURE LIBRARY
Acc No [illegible]
Dated [illegible]
Call No [illegible]
Price [illegible]

Published by authority of the Assembly under Rule 53 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly

এই সভায় বহুবার কৃষিজ পণ্যের খাতে ন্যায্য দাম চাষীরা পান তার জন্য আলোচনা হয়েছে এবং আমরা মনে করি যদি গ্রামে গ্রামে এই রকম অয়্যার হাউস করে দিয়ে দিতে পারি বেসরকারী লোকেরা এই সমস্ত অয়্যার হাউস করতে পারেন সরকারী লাইসেন্স নিয়ে—তাতে চাষীদের জিনিসপত্র রাখা সুবিধা হবে, তার সংগে সংগে ঋণের ব্যবস্থাও হবে। সেইজন্য আমরা এই বিল এনেছি এবং এই বিলের মোটামুটি বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা পড়ে দিচ্ছি। এই অয়্যার হাউস কর্পোরেশন যা আছে সেটাও পুরোপুরি হিসাবে আমাদের জনসাধারণও অয়্যার হাউস করতে পারবে সরকারের লাইসেন্স দ্বারা। এটার বিশেষ কতকগুলি উদ্দেশ্য হল

the development of rural credit is the ultimate goal, it is necessary for the expansion of rural credit facilities that the receipts for the agricultural produce deposited in the warehouses already set up by the State Warehousing Corporation should be made legally transferable and negotiable. This will enable the depositors to obtain bank advances against such receipts.

ষ্টেট গভর্ণমেন্টের অয়্যার হাউসিং কর্পোরেশান এখানে যেসব অয়্যার হাউস করেছেন তার যে রসিদ সেটা লিগালী নিগোসিয়েবল নয়, সেটার উপর বেসরকারী ভাবে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কিছু কিছু ঋণ দিচ্ছেন বটে কিন্তু সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক তা মানতে রাজী হচ্ছেন না। সেজন্য আরো বিশেষ করে এই বিলটা পাশ করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া

[2-40—2-50 P.m.]

The State Warehousing Corporation cannot by their own efforts cover the entire State with warehouses within a reasonable period. It is, therefore, necessary to encourage the establishment of independent warehouses, through issue of licence on voluntary basis, where farmers can deposit their agricultural produce and obtain legally negotiable and transferable receipts; and the warehouses to be set up for storing agricultural produce should be built according to approved design and on scientific principles and so should be amenable to spervision and control.

অতএব মাননীয় সদস্যগণ দেখলেন যে এই বিল অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। মাননীয় সদস্যগণ যেসব সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন তা দেখে মনে হচ্ছে তাঁরা বিলকে মোটামুটি সমর্থন করেন কারণ মৌলিক কোন পরিবর্তন এর দ্বারা তাঁরা প্রস্তাব করেন নি। তাঁরা কতগুলি মামুলি প্রস্তাব করেছেন কাজেই আমি আশাকরি এরকম একটা প্রগতিশীল এবং বৈপ্লবিক বিলকে আপনারা সকলেই সমর্থন করবেন।

Shri Tarun Kumar Sen Gupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রিমহাশয় যে বিল আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন সেই বিল সম্বন্ধে বলেছেন যে এই বিলটি ছোট হলেও খুব যে গুরুত্বপূর্ণ বিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেছেন যে, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যেরা যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন তা দেখে এমন মনে হয়না যে তাঁরা এই বিলের বিরোধীতা করছেন। অয়্যারহাউসের ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমাদের কোন বিরোধিতা নেই—অন্ততঃ আমার নেই। কিন্তু আইনের ভেতর যেভাবে এবং যাদের অয়্যারহাউস করবার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে সেখানে ওনার সংগে আমাদের ঘোরতর মত-বিরোধ রয়েছে। স্যার, এর প্রধান কারণ হচ্ছে তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার যে বই কেন্দ্রীয় সরকার বা প্ল্যানিং কমিশন বার করেছেন তাতে বিশেষকরে এই অয়্যারহাউস সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, অয়্যারহাউস কেন করতে হবে এবং কি উদ্দেশ্যে করতে হবে। সেখানে কি বলা হয়েছে? সেখানে বলা হয়েছে যে, আজ আমাদের দেশে গ্রোয়ার-দের এবং কনজিউমার্স-দের স্বার্থে প্রাইস লাইন-কে যদি ঠিকভাবে রাখতে হয় এবং হোর্ডার্স এবং ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্স-দের হাতে ফুড গ্রেন গিয়ে যাতে না পড়ে তার জন্য গভর্নমেন্ট কন্ট্রোলড অয়্যারহাউসেস করতে হবে এবং সাধারণ মানুষ যাতে করতে পারে তার জন্য কো-অপারেটিভকে প্রায়োরিটি দিতে হবে। কিন্তু এই আইনের একটা জায়গায়ও লেখা নেই যে কো-অপারেটিভকে বেশী সুযোগ দেওয়া হবে। এখানে আমরা দেখছি ইন্ডিভিজুয়াল লোককে এই অয়্যারহাউস

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমার কাছে এরকম কোন স্পেসিফিক কেস নেই।

শ্রী অবণীকুমার বসু : মাননীয়া মন্ত্রিমহোদয়া কি জানাবেন যে এই ১৬৫২টি ফ্যামিলি এরা প্রত্যেকেই এলিজিবিল রিফিউজী কিনা?

দি অনারেবল আভা মাইতি : এলিজিবিল না হলে পেতে পারতো না।

শ্রী গোপাল ব্যানার্জী : সাধারণ উদ্বাস্তু হিসাবে যে কথাটা বলা হল যে সাধারণ উদ্বাস্তু হয় নি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটা কোন তারিখ?

দি অনারেবল আভা মাইতি : সেটা আপনি জানেন তো ভাল করে।

শ্রী গোপাল ব্যানার্জী : যারা ১৯৫০ সালের জুন, জুলাই মাসে দরখাস্ত করেছিল সাধারণ উদ্বাস্তু হিসাবে, যাদের উনি বল্লেন তাদের কোন কোন বিভাগ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে যে একমাত্র আমরা জুলাই আগষ্ট মাসের পরিবারদের পুনর্বসতির প্রশ্ন বিবেচনা করছি অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট সময় ১৯৫০ সালের পর যারা দরখাস্ত করেছিল সাধারণ উদ্বাস্তু আপনার ভাষায় তারা কেউ পুনর্বসতি পায় নি এটা মন্ত্রিমহাশয়া জানেন কি?

দি অনারেবল আভা মাইতি : এটা সত্য নয়, আমি আসার পরও অনেক প্লট দিয়েছি।

শ্রী গোপাল ব্যানার্জী : আপনারা পিক এান্ড চুজ করেছেন এটা যা বল্লেন আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু প্রাইওরিটি হিসাবে তাঁরা পান নি, এটা জানেন কি আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে এরকম চিঠি গেছে?

দি অনারেবল আভা মাইতি : এটা ঠিকই যে আমরা পিক এ্যান্ড চুজ করেছি, কারণ যাকে মনে করেছি একখণ্ড না দিলেই নয় তাকে দিয়েছি কিন্তু এটা ঠিক যে প্রাইওরিটি না করলে হতে পারে না। যত দরখাস্তকারী আমাদের হাতে রয়েছে তারা যে জায়গা পছন্দ করে সেই ধরণের জায়গা না পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই দেরী হবে এবং প্রাইওরিটি আমাদের আনতে হবে। পিক এ্যান্ড চুজের যে কথা বলা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই করা হয়েছে। সেখানে টি বি রোগী, এক্স টি বি রোগী ইত্যাদি রয়েছে এরকম বিভিন্ন ধরণের কেসে পিক এ্যান্ড চুজ করতে হয়েছে।

শ্রী গোপাল ব্যানার্জী : এই পিক এ্যান্ড চুজের ভিত্তি কি আমরা পিক এ্যান্ড চুজের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারবো কিনা, না সেটা আপনাদের ডিসক্রিসান?

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমি আগেই বলেছি যে সাধারণতঃ টি বি রোগী হলে আমরা পিক এ্যান্ড চুজ করি।

শ্রী অবণীকুমার বোস : মাননীয়া মন্ত্রীমহোদয়া জানাবেন কি যে এই যে ১৬৫২টা ফ্যামিলী বাস করছে মুসলমান পরিত্যক্ত বাড়ীতে এদের মধ্যে কতগুলি বাড়ীর ওপর বাড়ী পুনর্দখল পাবার জন্য দরখাস্ত পড়েছে?

দি অনারেবল আভা মাইতি : নোটীশ চাই।

শ্রী গোপাল ব্যানার্জী : মন্ত্রীমহাশয়া জানাবেন কি ১৯৬২-৬৩ সালে যাদের এলিজিবিল রিফিউজী বলছেন, এদের মধ্যে কতজন পুনর্বসতি পেয়েছে?

দি অনারেবল আভা মাইতি : নোটীশ দিলে সংখ্যাটা বলতে পারবো।

শ্রী গোপাল ব্যানার্জী : এদের কতজনকে দিতে পারবেন বলে আশা করছেন?

দি অনারেবল আভা মাইতি : নোটীশ দিলে বলতে পারবো।

শ্রী গোপাল ব্যানার্জী : আপনার ডিপার্টমেন্টের হাতে কত জমি আছে? আপনি জব্যবে একথা বলেছেন যে প্রথমতঃ জমি, দ্বিতীয়তঃ উদ্বাস্তু এবং অনুদ্বাস্তু মিলিয়ে থাকার ফলে,

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Shrimati PADMAJA NAIDU

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Chief Minister, Minister-in-charge of the General Administration, Political, Police, Defence, Special Passport, Press, Anti-Corruption and Enforcement Branches of the Home Department and the Departments of Development, Food and Supplies; Agriculture and Health.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Departments of Public Works, and Housing.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Judicial and Legislative Department and Constitution and Elections Branch of the Home Department.

The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI, Minister-in-charge of the Department of Education.

The Hon'ble TARUN KANTI GHOSH, Minister-in-charge of the Departments of Commerce and Industries, Cottage and Small Scale Industries and Co-operation.

The Hon'ble SANKARDAS BANERJI, Minister-in-charge of the Department of Finance excluding the Small Savings Branch and the Transport Branch of the Home Department.

The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY, Minister-in-charge of the Jails and Social Welfare Branches of the Home Department and the Small Savings Branch of the Finance Department.

The Hon'ble SYAMADAS BHATTACHARYYA, Minister-in-charge of the Department of Land and Land Revenue.

The Hon'ble JAGANNATH KOLAY, Minister-in-charge of the Department of Excise, Publicity Branch of the Home Department and of Parliamentary Affairs, and Chief Government Whip.

The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE, Minister-in-charge of the Departments of Local Self-Government and Panchayats, Community Development and Extension Services, and Tribal Welfare.

The Hon'ble ABHA MAITI, Minister-in-charge of the Departments of Refugee Relief and Rehabilitation and Relief.

The Hon'ble S. M. FAZLUR RAHMAN, Minister-in-charge of the Departments of Animal Husbandry and Veterinary Services, Fisheries; and Forests.

The Hon'ble BIJOY SINGH NAHAR, Minister-in-charge of the Department of Labour.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

The causes of the accident cannot possibly be determined until otherwise further investigations have been made. Officers of the Calcutta Police visited the spot soon after the accident. The Calcutta Police have instituted a case and are proceeding with investigations. The officials of the Eastern Railway also visited the spot soon after the accident for preliminary enquiry and a departmental enquiry is understood to have been taken up already by the Railway authorities. The officers of the Calcutta State Transport Corporation also inspected the spot immediately after the occurrence. After these enquiries have been completed, the causes of the accident will be known.

Shri Joynal Abedin: A statement will be made on Wednesday.

শ্রীহেমন্তকুমার বসু : স্পীকার স্যার, আপনাকে একটি টেলিগ্রাম পড়ে শুনাচ্ছি।

B category ration card holders excluded from rice supply and 'A' category holders supplied with one-third rice throughout Cooch Behar District. Great discontent amongst people prevails. Rice stock in Government godown alarming. Rice price increasing rapidly. Immediate resumption system demanded.

এই টেলিগ্রাম এসেছে কুচবিহার থেকে। বি' ক্যাটাগরি কার্ড হোল্ডার-দের রেশন দেওয়া হচ্ছে না এবং এ ক্যাটাগরিকে ১/৩ দেওয়া হচ্ছে। তাদের এক কে. জি. চাল. দুই কে জি. গম দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে হাউস-এর এবং আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Demand of classification of food movement prisoners as political prisoners in the jails and walk out the opposition members in protest

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : স্পীকার মহোদয়, গত ৩১শে আগস্ট পি. এস. পি-এর নেতৃত্বে যে খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়েছে সেই উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হয়েছে তাদের সংগে যে আচরণ করা হচ্ছে তা রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষেত্রে হয় না—তাদের অর্ডিনারি প্রিসনার্স-দের মত ট্রিট করা হচ্ছে। এ নিয়ে এডজোর্নমেন্ট মোশন ছিল; কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় একটা অদ্ভুত বিবৃতি দিলেন। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে জিনিস অর্জন করা হয়েছে এবং তার মধ্যে কংগ্রেস দলের অবদান যথেষ্ট ছিল তা আজ অবহেলিত হচ্ছে। আমাদের অন্যতম সভ্য, শ্রমিকদের অন্যতম নেতা এবং নানা-রকম কাজের......অন্যতম

[noises & interruptions]

লালমোহন—তিনি একজন সাংবাদিক এবং বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে তিনি অনশন ধর্মঘট করছেন।

মিস্টার স্পীকার : আপনি প্রতিবাদ করার জন্য বক্তৃতা করতে পারেন না।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : আমি বলছি দীর্ঘদিন ধরে যে নীতি স্বীকৃত এবং ডাঃ রায় যাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং বংগ বিহার আন্দোলনের সময় যারা জেলে গিয়েছিলেন তাদের রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে গণ্য করতে হয়েছিল, কারণ, আদালত অবমাননা করার জন্য তারা জেলে যায় নি......

মিস্টার স্পীকার : আপনি তো এটেনশান ড্র করেছেন। নাউ প্লিজ সিট ডাউন।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : আমি শুধু এটুকু বলতে চাই দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যে নীতি স্বীকৃত হয়েছে সেটা ডাঃ রায়ও স্বীকার করেছেন এবং গত বংগ বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল এবং তখন যাঁরা আদালত অমান্য করেছিলেন তাঁদেরও রাজনৈতিক বন্দী বলে বলেছে। এই যে আন্দোলন এটা খাদ্যদ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, বাঁচার জন্য সত্যাগ্রহ—তারা আদালতকে অপমান করবার জন্য সেখানে যায়নি। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে সরকারকে এই নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে হবে।

মিঃ স্পীকার: আপনি তো এ্যাটেনসন ড্র করেছেন।

শ্রীহেমন্ত কুমার বসু: স্যার, কাশীবাবু যেকথা বলেছেন আমিও তা সমর্থন করি। তারা এই যে আন্দোলন করছে এটা তারা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট করছে কাজেই তাদের সকলকেই ক্লাসিফিকেসন দিতে হবে। কাজেই এই সম্বন্ধে আমি চিফ মিনিস্টারের কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট চাচ্ছি। তারা কেউ কোর্ট-কে অপমান করবার জন্য যায়নি।

MINISTERS OF STATE

The Hon'ble SOURINDRA MOHAN MISRA, Minister of State for the Department of Education.

The Hon'ble TENZING WANGDI, Minister of State for the Department of Animal Husbandry and Veterinary Services.

The Hon'ble SMARAJIT BANDYOPADHYAY, Minister of State for the Department of Agriculture.

*The Hon'ble CHARU CHANDRA MAHANTY, Minister of State for the Supplies Branch of the Department of Food and Supplies.

*The Hon'ble CHITTARANJAN ROY, Minister of State for the Department of Co-operation.

The Hon'ble ARDHENDU SEKHAR NASKAR, Minister of State for the Department of Excise, and Deputy Chief Government Whip.

*The Hon'ble ASHUTOSH GHOSH, Minister of State for the Transport Branch of the Home Department, and Deputy Chief Government Whip.

The Hon'ble BIJESH CHANDRA SEN, Minister of State for the Departments of Development, Public Works, Housing, and Deputy Chief Government Whip.

The Hon'ble Dr. PROBODH KUMAR GUHA, Minister of State for the Departments of Labour, and Health.

The Hon'ble Dr. SUSHIL RANJAN CHATTOPADHYAY, Minister of State for the Department of Health.

The Hon'ble PROMATHA RANJAN THAKUR, Minister of State for the Department of Tribal Welfare.

DEPUTY MINISTERS

Shri SYED KAZEM ALI MEERZA, Deputy Minister for the Department of Public Works.

Shri Md. ZIA-UL-HAQUE, Deputy Minister for the Department of local Self-Government and Panchayats.

Shrimati MAYA BANERJEE, Deputy Minister for the Department of Education, Community Development and Extension Services and the Department of Local Self-Government and Panchayats.

Shri TARA PADA ROY, Deputy Minister for the Department of Irrigation and Waterways.

Shri KANAI LAL DAS, Deputy Minister for the Department of Land and Land Revenue.

Shri JAINAL ABEDIN, Deputy Minister for the Departments of Health, Animal Husbandry and Veterinary Services, Fisheries and Forests.

Shrimati SHAKILA KHATUN, Deputy Minister for the Departments of Refugee Relief and Rehabilitation, and Relief.

Shri MUKTI PADA CHATTERJI, Deputy Minister for the Departments of Education; Land and Land Revenue.

Shri MAHENDRA NATH DAKUA, Deputy Minister for the Department of Commerce and Industries.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council

পদ্ধতি সরকারের অবলম্বন করা উচিত ছিল এবং তাতে আমরা আরও খুসী হতাম। আজকে যে কড়াকড়ি, বিধিনিষেধ এই আইনের মধ্যে রাখা হয়েছে তাতে আমার বক্তব্য হচ্ছে সেই বিধি-নিষেধ এই চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করবার পর যদি আরোপ করতেন তাহলে মনে হয় সরকার বা বিরোধীদলের কোন লোকের আপত্তি থাকতনা। স্যার, ফ্যাকালটি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিলের মধ্যে যে বিধান দেওয়া হয়েছে তাতে দেখছি ১৯ জন সদস্যের মধ্যে১০ জন সরকার মনোনীত এবং ৯ জন নির্বাচিত। বিধানসভার আগের অধিবেশনে আমরা বলেছিলাম যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হোক এবং নমিনেটেড সদস্যের সংখ্যা ৪ জনের বেশী হওয়া উচিত নয় বা অর্ধেকের কম হওয়া উচিত এবং নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা অর্ধেকের বেশী হবে। স্যার, ক্লজ বাই ক্লজ আলোচনার সময় আমি আরও বক্তব্য রাখব, কিন্তু এখন সমালোচনা না করে মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এই অনুরোধ রাখতে চাই যে, এই ফ্যাকাল্টি গঠণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যাতে আরও বেশী ভাবে প্রয়োগ করা যায় তার জন্য তিনি যেন চিন্তা করেন। তারপর, এই ফ্যাকাল্টি-তে সরকার পক্ষ থেকে যেসব মনোনীত সদস্য থাকবেন তাঁদের সম্পর্কে একটা কথা আছে। এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি সকলে ভাল চোখে দেখেন না এবং গত অধিবেশনের পর বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে, গ্রামে গিয়ে যে গুঞ্জন শুনেছি তাতে বুঝেছি এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তাররা বলছেন যে আমাদের সমূহ ক্ষতি হবে—অর্থাৎ তাঁদের যে একচেটিয়া করাবার ছিল সেটা নাকি খর্ব হবে। শুধু তাই নয়, এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি যাতে চালু না হয় এবং বাংলাদেশের মাটিতে যাতে শিকড় গাড়তে না পারে তারজন্যও তাঁরা চেষ্টা করছেন।

আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ জানাই যে তিনি যখন ফ্যাকাল্টিতে সদস্য মনোনয়ণ করবেন তখন যাদের এই হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে মনোভাব রয়েছে প্রচ্ছন্নভাবে এবং প্রকাশ্যভাবে সেইসব সদস্যের যেন মনোনয়ণ না দেওয়া হয়। তা নাহলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। যেকথা হেমন্তবাবু বলেছেন, সনৎবাবু বলেছেন ডিস্ক্রিমি-নেশন তুলে দিতে হবে। পার্ট এ এবং পার্ট বি সেটা অন্য ক্ষেত্রে চলতে পারে। যেখানে চিকিৎসক হিসাবে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, যেখানে মানুষের জীবন মরণ সমস্যার ক্ষেত্রে ঔষধপত্র প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে সেখানে তাদের অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কেন সেটা আমি বুঝতে পাচ্ছি না। মানুষের জীবনের চেয়ে বড় নিশ্চয়ই আর কোন সম্পদ নেই। সেজন্য মানুষের অসুখে যে লোকটা ক্ষমতা পাচ্ছে মরণোন্মুখ লোকের চিকিৎসা করবার তাকে কি করে বি লাইসেন্স দেওয়া যেতে পারে তা ভাবতে পারি না। মানুষের সব চাইতে বড় সম্পদ নিয়ে যারা কারবার করছে, সেই চিকিৎসকদের সার্টেন এ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর ক্ষেত্রে কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে, ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে আমি বুঝতে পাচ্ছি না। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এটা বিবেচনা করুন এবং যাতে পার্ট এ এবং বি-এর মধ্যে ডিস্ক্রিমিনেশন তুলে দেওয়া যায় এবং সমস্ত সুযোগ এবং সুবিধা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা পেতে পারেন তার জন্য বিভিন্ন সংশোধনী যেগুলি আছে তা বিবেচনা করুন।

আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে, গত অধিবেশনে যখন হোমিওপ্যাথিক স্কুল বা কলেজের যাদের লাইসেন্স নেই ডিগ্রী নেই সেই সব ক্ষেত্রে একটা খসড়া আইন দিয়েছিলেন যে যারা ১০ বছর বা তার অধিক সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছে তাদের একটা লাইসেন্স দেওয়া হবে একটা পরীক্ষার পর, আমি সেখানে বলেছিলাম একটা সাজেশন দিয়েছিলাম যে এটা যেন পাঁচ বছর করা হয়। এটা আনন্দের কথা মন্ত্রিমহাশয় আরও নেমে এসেছেন পাঁচ বছর করার জন্য যে অনুরোধ করেছিলাম সেটা তিনি রেখেছেন, তিনি সেটা তিন বছর করেছেন। এখন যারা তিন বছর বা তার অধিককাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছেন তাঁরাই চিকিৎসক বলে স্বীকৃত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে পরীক্ষা না নেওয়ার কথাটা খুব জোর দিয়ে বলতে পারিনা, কারণ ডাঃ অনাথবন্ধু রায় মহাশয় যে কথা বলেছেন যে কিছু চটি বই পড়ে গ্রামের কিছু কিছু লোক চিকিৎসা করে, এক্ষেত্রে যেহেতু তারা চিকিৎসা করছে এবং তার জন্যই যদি লাইসেন্স দেওয়া হয় তাদের হাতে মানুষের যে অমূল্য সম্পদ জীবনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। সেক্ষেত্রে আমার অনুরোধ যে পরীক্ষা নেওয়া হবে সে পরীক্ষা যেন হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে হয়। এবং পরীক্ষার বিষয়বস্তু যেন হোমিওপ্যাথিতেই সীমাবদ্ধ থাকে।

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker ...	The Hon'ble KESHAB CHANDRA BASU.
Deputy Speaker	Shri ASHUTOSH MALLICK.

SECRETARIAT

Secretary ...	Shri PRITITOSH RAY, M.A., LL.B., Higher Judicial Service
Deputy Secretary	Shri A. K. CHUNDER, B.A. (Hons.), (Sal.), M.A., LL.B. (Cantab.), LL.B. (Dublin), Barrister-at-Law
Deputy Secretary	Shri SYAMAPADA BANERJEA, B.A., LL.B.
Additional Assistant Secretary	Shri RAFIQUL HAQUE, B.A.
Additional Assistant Secretary	Shri KHAGENDRANATH MUKERJI, B.A., LL.B.
Committee Officer and Assistant Secretary (ex-officio)	Shri BIMAL CHANDRA BHATTACHARYYA, B.A., LL.B.
Registrar ...	Shri ANIL CHANDRA CHATTERJI
Editor of Debates	Shri SANKAR PRASAD MUKHERJI, B.A.
Chief Reporter	Shri PRAFULLA KUMAR BANERJEE
Gazetted Personal Assistant to Speaker and the Private Secretary to Speaker	Shri SANTOSH KUMAR BANERJEE and Shri BENOY KUMAR SEN, B.A.

Taxis and buses in Calcutta

683. (Admitted question No. 1235.)

Shri Birendra Narayan Ray:

স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কলিকাতায় কয়টি (১) ট্যাক্সি, (২) সরকারী বাস এবং (৩) বেসরকারী বাস চালু আছে; এবং

(খ) গত ছয় মাসে উক্ত সরকারী এবং বেসরকারী বাসে দৈনিক আনুমানিক কতজন লোক যাতায়াত করিয়াছেন?

The Minister for Home (Transport):

(ক) কলিকাতায় (১) ২,০৫৯টি ট্যাক্সি, (২) ৭০৬টি সরকারী বাস এবং (৩) ৭৪টি বেসরকারী বাস চালু আছে।

(খ) সরকারী বাসে দৈনিক আনুমানিক ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার লোক যাতায়াত করিয়াছেন। বেসরকারী বাস সম্পর্কে হিসাব পাওয়া যায় নাই।

Development Block in Pingla police-station

684. (Admitted question No. 1256.)

Shri Ananga Mohan Das:

সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকার্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানাতে কোন্ সনে এন ই এস ব্লক স্থাপিত হইয়াছে;

(খ) বর্তমান ব্লক অফিসার কোন্ তারিখে কাজে যোগ দিয়াছেন;

(গ) গত ১৯৬২ সালে কোন্ কোন্ তারিখে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট কমিটির মিটিং ডাকা হইয়াছে; এবং

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, বিধানসভা চলাকালীন ব্লক ডেভেলপমেণ্ট কমিটির মিটিং ডাকা উচিত নহে বলিয়া সরকারী নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে?

The Minister for Community Development and Extension Service:

(ক) ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে।

(খ) ১৪ই এপ্রিল ১৯৬২।

(গ) ১৭ই মার্চ ১৯৬২; ৩০এ মে ১৯৬২; এবং ২৭এ অগাষ্ট ১৯৬২।

(ঘ) এইরূপ নির্দেশ আছে যে, বিধানসভা ও পরিষদ অথবা লোকসভা ও রাজ্যসভা চলাকালীন কোন জরুরি বিষয়ের মীমাংসার জন্য ব্লক ডেভেলপমেণ্ট কমিটির মিটিং যদি ডাকার দরকার হয় তবে মিটিংএর দিনটি যথাসম্ভব রবিবার বা ছুটির দিনে ধার্য করা উচিত।

Number of rickshaws, hand-pulled carts in Calcutta

685. (Admitted question No. 1268.)

Shri Birendra Narayan Ray:

স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

কলিকাতা শহরে (১) রিক্সা, (২) ঠেলাগাড়ি, (৩) গরু ও মহিষেরগাড়ি কতগুলি আছে?

The Minister for Home (Transport):

কলিকাতা শহরে (১) ৬,০০০টি রিক্সা, (২) ১১,৪৮০টি ঠেলাগাড়ি, (৩) ৭৬৫টি গরু ও মহিষের গাড়ি আছে।

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Bari Moktar, Shri (Jalangi—Murshidabad)
(2) Abdul Gaffur, Shri (Swarupanagar—24-Parganas)
(3) Abdul Latif, Shri (Hariharpara—Murshidabad)
(4) Abdullah, Shri S. M. (Garden Reach—24-Parganas)
(5) Abul Hashem, Shri (Magrahat West—24-Parganas)
(6) Abul Mansur Habibullah, Shri Syed (Manteswar—Burdwan)
(7) Adhikary, Shri Sailendra Nath (Bhagabangola—Murshidabad).
(8) Ahamed Ali Mufti, Shri (Maheshtola—24-Parganas)
(9) Ashadulla Choudhury, Shri (Sujapur—Malda)

B

(10) Bagdi, Shri Lakhan (Raniganj—Burdwan)
(11) Baidya, Shri Ananta Kumar (Sandeshkhali—24-Parganas)
(12) Baksi, Shri Monoranjan (Ausgram—Burdwan)
(13) Bankura, Shri Aditya Kumar (Sabang—Midnapore)
(14) Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit (Karimpur—Nadia)
(15) Banerjee, Shri Baidyanath (Suri—Birbhum)
(16) Banerjee, Shri Bejoy Kumar (Rashbehari Avenue—Calcutta)
(17) Banerjee, Shri Gopal (Khardah—24-Parganas)
(18) Banerjee, Shri Jaharlal (Khandaghosh—Burdwan)
(19) Banerjee, Shrimati Maya (Kakdwip—24-Parganas)
(20) Banerji, Shri Sankardas (Tehatta—Nadia)
(21) Barman, Shri Shyama Prosad (Kaliaganj—West Dinajpur)
(22) Basu, Shri Abani Kumar (Uluberia South—Howrah)
(23) Basu, Shri Amarendra Nath (Burtola South—Calcutta)
(24) Basu, Shri Debi Prosad (Nabadwip—Nadia)
(25) Basu, Shri Gopal (Naihati—24-Parganas)
(26) Basu, Shri Hemanta Kumar (Shampukur—Calcutta)
(27) Basu, Shri Jagat (Beliaghata North—Calcutta)
(28) Basu, Shri Jyoti (Baranagar—24-Parganas)
(29) Basu, The Hon'ble Keshab Chandra (Sukeas Street—Calcutta)
(30) Basunia, Shri Sunil (Cooch Behar South—Cooch Behar)
(31) Bauri, Shri Nepal (Para—Purulia)
(32) Bazlur Rahaman Dargapuri, Maulana (Deganga—24-Parganas)
(33) Beri, Shri Daya Ram (Bhatpara—24-Parganas)
(34) Besterwitch, Shri A. H. (Madarihat—Jalpaiguri)
(35) Bhaduri, Shri Panchu Gopal (Serampore—Hooghly)
(36) Bhagat, Shri Budhu (Nagrakata—Jalpaiguri)
(37) Bhattacharyya, Shri Abani (Bankura—Bankura)

যাচ্ছে। আমরা এই হাউসে খবর পেলাম যে অনেক জেলায় অনেক সম্মানিত ব্যক্তি, অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ঐ রেডক্রসের নানারকম জিনিস বিতরণের নাম করে আত্মসাৎ করে বিভিন্ন উপায়ে ঐ প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান সারা পৃথিবীর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। আর্ত মানুষ, দুস্থ মানুষ, পীড়িত মানুষের যাতে এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ উপযুক্ত সেবা করতে পারা যায় সেই কথাই প্রচার হয়ে থাকে। আমি বলতে চাই যেটুকু কাজ ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা হবে সে দুর্নীতি যুক্ত হোক আর আদর্শ স্থানীয় হোক, সেই কাজের ধাক্কা গিয়ে লাগবে সমস্ত পৃথিবীতে। আমাদের বাংলাদেশে যে দুর্নীতি এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ চলছে সেই দুর্নীতিকে ঢাকবার জন্য বোধ হয় এই বিল আনা হয়েছে। রেডক্রস বিল সংশোধন করে যাতে ভালভাবে কাজ চলতে পারে এবং মোর রিপ্রেজেনটেটিভ হলে দুর্নীতি আর নাও হতে পারে এই একটা ভাব দেখান বা প্রচার করার উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে। কিন্তু যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে ঐ রেডক্রশ সোসাইটির মধ্যে, আর্ত মানুষকে সেবার নামে তাদের উদ্ধারের নামে যে দুর্নীতি চলেছে সেই দুর্নীতি এই সামান্য সংশোধনের মাধ্যমে যে দূর করা যাবে না এটা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন।

[2-10—2-20 p.m.]

রেডক্রস সোসাইটিকে যদি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এবং দুর্নীতিবদ্ধ লোকের প্রভাবমুক্ত করতে হয় যাতে নিরপেক্ষভাবে সেটা চলতে পারে এবং সেই সোসাইটি দ্বারা মানুষের প্রকৃত সেবা হয় দলমতনির্বিশেষে—সেভাবে লক্ষ্য রেখে যদি একটা বিল তৈরী করা যায় তাহলে রেডক্রসের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। তা না হলে এইভাবে ম্যানেজিং কমিটি বদলে ৬ জনের জায়গায় ১৫ জন, ১১ থেকে বাড়িয়ে আনলিমিটেড্ মেম্বারের ম্যানেজিং কমিটিতে ব্যবস্থা করলে বা ঐ অফিসিয়াল মেম্বার নিলে দুর্নীতি দূর হবে না এটা জনসাধারণ বিশ্বাস করে। মন্ত্রিমহাশয় অবশ্য বলেছেন যে ভবিষ্যতে নূতন বিল নিয়ে আসা যেতে পারে যাতে ভাল ভাবে এই প্রতিষ্ঠান চলে, আমারও অনুরোধ যে যাতে এই রেডক্রস সোসাইটি দলমতনির্বিশেষে প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের চলা উচিৎ। কারণ রেডক্রস প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক হাতীয়ার হিসাবে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে কাজে লাগানো উচিত নয়। মানবতার দিক থেকে এটা অত্যন্ত গুরুতর অন্যায় এবং এই অপরাধ জনসাধারণ ক্ষমা করবে না, কারণ তাদেরও বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে তারা ঘর সংসার করে। কোন প্রতিষ্ঠান কিভাবে ব্যবহার করছে তা তারা বুঝতে পারে। সেজন্য আমার অনুরোধ স্বাস্থ্যমন্ত্রির কাছে যে এই রেডক্রস সোসাইটি সম্বন্ধে তিনি যেন একটা লক্ষ্য রাখেন যাতে এই রেডক্রস সোসাইটি কোন দলীয় ব্যাপার বা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতীয়ার হিসাবে না ব্যবহার হয়। আজকে আমাদের সমাজে একশ্রেণীর লোক দেখা যাচ্ছে যে তারা সেবা প্রতিষ্ঠানের নামে, কোন কাজের নামে দুর্নীতির বাসা বেঁধে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজেদের অর্থ উপায়ের একটা কেন্দ্র করে সেদিকে ধাবিত হন। সেজন্য আমার স্বাস্থ্যমন্ত্রির কাছে অনুরোধ যে সেই প্রকৃতির লোক যাতে এই সোসাইটি বা এইরকম সেবা প্রতিষ্ঠানে না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিৎ। তিনি যে মোর রিপ্রেজেনটেটিভের কথা বলেছেন ম্যানেজিং কমিটিতে, তাতে যেভাবে অন্যান্য সদস্যদের নেবার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার দ্বারা মোর রিপ্রেনটেটিভ হবে না, যেভাবে আগে ছিল এখনও ঠিক সেইভাবে হবে—এদিক আর ওদিক, তাতে করে মোর রিপ্রেজেনটেটিভের কোন ব্যবস্থা হবে না। অবশ্য এই বিলের আমাদের ২টা অ্যামেন্ডমেন্ট আছে, সেই অ্যামেন্ডমেন্টের উপর যখন দ্বিতীয়বার আলোচনা আরম্ভ হবে তখন আমরা বলবো কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রির ভেবে দেখা উচিৎ যে এই বিল আবার ভাল করে এই হাউসে নিয়ে এসে যাতে রেডক্রস সোসাইটি মানুষের প্রকৃত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাহায্য করতে পারে, আর্তকে উদ্ধার করতে পারে—এরকমভাবে সেই প্রতিষ্ঠান যাতে আমাদের দেশে গড়ে উঠে এবং যেসব দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তার যাতে উচ্ছেদ হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান যাতে প্রকৃত কাজে ব্যস্ত থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করা উচিৎ। সুতরাং আমি তাঁকে অনুরোধ করছি যে এই করে আমাদের নাম যাতে ভারতবর্ষ এবং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি একটা নূতন বিল যেন আনেন।

(38) Bhattacharyya, Shri Bejoy Krishna (Howrah East—Howrah).
(39) Bhattacharjee, Shri Jagadish Chandra (Siliguri—Darjeeling)
(40) Bhattacharyya, Dr. Kanai Lal (Howrah South—Howrah).
(41) Bhattacharyya, Shri Mrigendra (Daspur—Midnapore)
(42) Bhattacharjee, Shri Nani (Kalchini—Jalpaiguri)
(43) Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas (Panskura West—Midnapore)
(44) Bhowmik, Shri Barendra Krishna (Mal—Jalpaiguri)
(45) Biswas, Shri Manindra Bhusan (Bagdah—24-Parganas)
(46) Blanche Shri C. L. (Nominated).
(47) Bose, Dr. Maitreyee (Fort - Calcutta)
(48) Bose Shri Promode Ranjan (Kaliachak—Malda)

C

(49) Chakravarty, Shri Haridas (Barabani—Burdwan)
(50) Chakravarty, Shri Hrishikesh (Egra - Midnapore)
(51) Chakravarty, Shri Jnantosh (Joynagar North—24-Parganas)
(52) Chatterjee, Shri Mukti Pada (Jangipur Murshidabad)
(53) Chattopadhyay, Shri Brindabon (Balagarh—Hooghly)
(54) Chattopadhyay, Dr. Susil Ranjan (Balurghat - West Dinajpur)
(55) Chattoraj, Dr. Radhanath (Labpur—Birbhum)
(56) Choubey, Shri Narayan (Kharagpur - Midnapore)
(57) Chowdhury, Shri Birendra Nath (Dhaniakhali—Hooghly).
(58) Chowdhury, Shri Subodh (Katwa—Burdwan)
(59) Chunder, Dr. Pratap Chandra (Muchipara—Calcutta)

D

(60) Dakua Shri Mahendra Nath (Mathabhanga—Cooch Behar)
(61) Das, Shri Abanti Kumar (Khajuri - Midnapore)
(62) Das, Shri Ambika Charan (Sagardighi - Murshidabad)
(63) Das, Shri Anadi (Howrah West Howrah)
(64) Das, Shri Ananga Mohan (Mayna Midnapore)
(65) Das Dr. Bhusan Chandra (Mathurapur South 24-Parganas)
(66) Das, Shri Dinabandhu (Hasnabad—24-Parganas)
(67) Das, Shri Gobardhan (Mayureshwar—Birbhum)
(68) Das, Shri Gakul Behari (Onda—Bankura)
(69) Das Dr. Kanai Lal (Galsi Burdwan)
(70) Das, Shri Khagendra Nath (Falta—24-Parganas)
(71) Das, Shri Mahatab Chand (Sutahata Midnapore)
(72) Das, Shri Narayandas (Mongalkot—Burdwan)
(73) Das, Shri Nikhil (Burtola North—Calcutta)
(74) Das Shri Radhanath (Pandua—Hooghly)
(75) Das, Shri Shambhu Gopal (Bharatpur—Murshidabad).

Shri Nikhil Das : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th November, 1963.

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু: মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে রেডক্রশের বিলটা অ্যামেণ্ড করা হচ্ছে, ওরিজিন্যাল বিলটা ১৯২০ সালে তৈরী হয়েছিল। এবং ওরিজিন্যাল বিলটা আমি পড়েছিলাম সেই বিলটা তৈরী হয়েছিল যখন ব্রিটিশরাজত্ব আমাদের দেশে চলছিল। কিন্তু আমাদের দেশ ১৫ বৎসর হল স্বাধীন হল এবং রেডক্রস পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা দাবত্য প্রতিষ্ঠান এবং এই রেডক্রস নিয়ে বহু রকম গন্ডগোল চলছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমাদের সরকার বাহাদুর এই বিষয়টির আমূল পরিবর্তন করে একটা নূতন বিলে পরিণত করবার চেষ্টা আজ পর্যন্ত করলেন না। এবং এই সেসনেও যেটা আনা হল, তাদের দলীয় স্বার্থের কোথায় বাধাসৃষ্টি হচ্ছে সেইটাকে পূরণ করবার জন্য দু'একটি ছোটখাট অ্যামেণ্ডমেন্ট তাঁরা আনবেন। কিন্তু এই বিলটাকে আমূলে পরিবর্তন করে তার জেলা, তার লোকাল, তার কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে তার ফাংকসন, তার সমস্ত কিছুর যদি একটা আমূল পরিবর্তন করা হ'ত তাহলে এই যে বাংলাদেশের বুকে রেডক্রশকে নিয়ে দলীয় রাজনীতি চলছে, এবং চুরি জুয়াচুরি সর্বকিছু চলছে সেটা হয়ত বন্ধ করবার দিকে খানিকটা অগ্রসর হওয়া যেতো। অবশ্য আমি জানি এই সরকার যদি চুরি জুয়াচুরি বন্ধ করেন তাহলে তাদের পক্ষে গদীতে থাকাই মুশকিল হয়ে যাবে। সেই জন্য বহুভাবে তাঁরা চুরি জুয়াচুরির প্রশ্রয় দিচ্ছেন তেমনি রেডক্রস নিয়েও তাঁরা চুরি জুয়াচুরি করছেন। এইটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে রেডক্রস মানবতার সেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যে রেডক্রশের একটা মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্য রয়েছে, যে রেডক্রশ আজকে পৃথিবীর দুস্থ মানুষকে সেবা করবার জন্যে দলমত নির্বিশেষে চলে আসছে সেই রেডক্রসকে নিয়ে আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনীতির খেলা চলে সেটা কারো কাছে অবিদিত নয়। আমি সেইজন্য এই বিলের অ্যামেণ্ডমেন্ট-এর আলোচনার প্রথমেই মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এই অনুরোধ করবো যে এই রেডক্রসকে যাতে দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত না করা হয়, তার জন্য তিনি একটু বিশেষ নজর দিন এবং তা যদি দেন তাহলে রেডক্রস সত্যই আজকে পশ্চিমবঙ্গের দুস্থ মানুষের কাছে একটা সেবার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। কাগজে কলমে এটা সেবার বস্তু হয়ে থাকলেও আমরা যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করি, আমরা দেখেছি যে এই প্রতিষ্ঠানটার মধ্যে এমন গলদ ঢুকেছে যে তাতে সাধারণ মানুষ কিছুমাত্র উপকৃত হয়না। প্রথমতঃ সেই গলদের কারণ হচ্ছে এই যে, রেডক্রস যে কমিটি হয় সেই কমিটি কাকে নিয়ে করা হয়, কে করে; তা কিন্তু জনসাধারণ মোটেই জানতে পারে না। স্টেট গভর্ণমেন্ট-র তরফ থেকে করা হয়; কি গভর্ণরের তরফ থেকে করা হয়; কি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করেন, কি এস ডি ও করেন, পাবলিকের তা জানবার কোন ক্ষমতা নেই যে কে সেই কমিটি করে দেয়। এমন কি জনসাধারণ জানেন না যে সেই কমিটির সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্ট বা কমিটি মেম্বার কে কে। তার ফলে হয় কি রেডক্রস-এর মাল কখন কি যাচ্ছে, কোথায় কি যাচ্ছে, কত মণ গম গেল, কত টিন দুধ গেল সেটা জানবার কোন উপায় নেই। কংগ্রেসের ব্যক্তিবিশেষ ছাড়া, কংগ্রেসের জেলা, মহকুমা বা মন্ডল কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছাড়া আর কোন লোক জানতে পারে না যে কি কি মাল গেল আর কাকে কাকে দেওয়া হল তার লিস্ট কি, তার তালিকা কি, বা কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হয় কিনা এটা জানবার উপায় নেই। তার ফলে হয়েছে কি, এটা একটা চুরির খোলা ময়দান সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় নির্বাচিত যাঁরা জনপ্রতিনিধি এম এল এ, এম এল সি, বা এম পি আছেন আমরা দেখেছি অন্ততঃ আমাদের জেলায় অন্য জায়গায় আছে কিনা জানিনা—তাঁদের সঙ্গেও এই বিষয়টা নিয়ে কখনও আলোচনা করা হয় না। জি আর ডিস্ট্রিবিউসন বিলি করার ব্যাপারে বহু গলদ থাকলে পরেও সেখানে একটা কমিটি আছে, সেখানে তবুও একটি চেক-আপ করবার জায়গা আছে, দুর্নীতি হলে আমরা জানতে পাই। যদি মহকুমা শাসক মহাশয় একটু ভাল থাকেন, বা বি ডি ও মহাশয় একটু ভাল থাকেন তাহলে হয়ত কিছু কিছু দুর্নীতি বন্ধ করা যায়। কিন্তু একেবারে যদি কংগ্রেসের পেটোয়া লোক হয় তাহলে দুর্নীতি বন্ধ হয় না। কিন্তু এই রেডক্রশ-র ব্যাপারে সে সুযোগটাও নেই সেইজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এইটা অন্ততঃ তাঁরা দেখবেন।

(76) Das, Shrimati Santi (Chakdah—Nadia).
(77) Das, Shri Sudhir Chandra (Contai South—Midnapore).
(78) Das Adhikury, Shri Radhanath (Pataspur—Midnapore).
(79) Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath (Jalpaiguri—Jalpaiguri).
(80) Das Gupta, Shri Sunil (Cooch Behar North—Cooch Behar).
(81) Das Gupta, Dr. Susil (Cossipur—Calcutta).
(82) Das Mahapatra, Shri Balai Lal (Ramnagar—Midnapore).
(83) Dey, Shri Jiban Krishna (Tufanganj—Cooch Behar).
(84) Dey, Shri Kanai Lall (Chanditala—Hooghly)
(85) Dey, Shri Tarapada (Domjur—Howrah)
(86) Dhar, Shrimati Charu Shila (Bongaon—24-Parganas).
(87) Dhara, Shri Sushil Kumar (Mahishadal—Midnapore).
(88) Dhibar, Shri Radhika (Bishnupur—Bankura)
(89) Doloi, Shri Nagen (Ghatal—Midnapore)
(90) Dutt, Shri Ramendra Nath (Raiganj—West Dinajpur)
(91) Dutta, Shri Asoke Krishna (Barasat—24-Parganas)
(92) Dutta, Shrimati Sudha Rani (Raipur—Bankura)

F

(93) Fazlur Rahman, The Hon'ble S. M. (Nakasipara—Nadia).

G

(94) Gayen, Shri Brindaban (Mathurapur North West—24-Parganas)
(95) Ghosh, Shri Deb Saran (Beldanga—Murshidabad)
(96) Ghosh, Shri Ganesh (Belgachia—Calcutta)
(97) Ghosh, Shri Sambhu Charan (Chinsurah—Hooghly)
(98) Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti (Habra—24-Parganas)
(99) Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar (Bagnan—Howrah)
(100) Golam Yazdani, Dr. (Kharba—Malda)
(101) Guha, Shri Kamal Kanti (Dinhata—Cooch Behar)
(102) Guha, Dr. Probodh Kumar (Raina—Burdwan)

H

(103) Haldar, Shri Haralal (Budge Budge—24-Parganas)
(104) Haldar, Shri Mahananda (Chapra—Nadia)
(105) Halder, Shri Hrishikesh (Kulpi—24-Parganas)
(106) Halder, Shri Jagadish Chandra (Diamond Harbour—24-Parganas).
(107) Hamal, Shri Bhadra Bahadur (Jore Bangalow—Darjeeling)
(108) Hansda, Shri Debnath (Nayagram—Midnapore)
(109) Hansda, Shri Jaleswar (Ranibandh—Bankura)
(110) Hansdah, Shri Bhusan (Mahammad Bazar—Birbhum).
(111) Hazra, Shri Monoranjan (Uttarpara—Hooghly)
(112) Hazra, Shri Parbati Charan (Tarakeswar—Hooghly)
(113) Hembram, Shri Kamala Kanta (Chhatna—Bankura).

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

I

(114) Ishaque, Shri A K M (Bhangar—24-Parganas)

J

(115) Jalan, The Hon'ble Iswar Das (Barabazar—Calcutta).
(116) Jana, Shri Mrityunjoy (Kharagpur Local Midnapore).
(117) Jana, Shri Prabir Chandra (Nandigram South– Midnapore
(118) Jehangir Kabir Shri (Haroa- 24-Parganas)
(119) Josse, Shri Lakshmi Ranjan (Kalimpong– Darjeeling
(120) Joynal Abedin, Shri (Itahar - West Dinajpur)

K

(121) Karam Hossain, Shri (Taltola Calcutta)
(122) Kazim Ali Meerza Shri Syed (Lalgola Murshidabad)
(123) Khalil Sayeed, Shri (Kushmandi West Dinajpur)
(124) Khamrai Shri Niranjan (Salboni Midnapore)
(125) Khan, Shri Gurupada (Patrasayer Bankura)
(126) Khan, Shri Satyanarayan (Jagathballavpur – Howrah)
(127) Kisku, Shri Mangla (Gangarampur —West Dinajpur)
(128) Kolay, The Hon'ble Jagannath (Kotulpur – Bankura)
(129) Konar, Shri Hare Krishna (Kalna– Burdwan)
(130) Kuiry, Shri Daman (Arsa Purulia)
(131) Kundu Shri Gour Chandra (Ranaghat Nadia)

L

(132) Lahiri, Shri Somnath (Alipur Calcutta)
(133) Lutfal Haque Shri (Suti Murshidabad)

M

(134) Mahammed Ataque Shri Chowdhury (Chopra -West Dinajpur).
(135) Mahammad Giasuddin, Shri (Farakka - Murshidabad)
(136) Mahanty, Shri Charu Chandra (Dantan Midnapore)
(137) Mahata Shri Mahendra Nath (Jhargram - Midnapore)
(138) Mahata, Shri Padak (Balarampur – Purulia)
(139) Mahata, Shri Surendra Nath (Gopiballavpur —Midnapore)
(140) Mahato, Shri Debendra Nath (Jhalda Purulia)
(141) Mahato, Shri Girish (Manbazar —Purulia)
(142) Maitra, Shri Anil (Ballygunge Calcutta)
(143) Maitra, Shri Birendra Kumar (Harischandrapur – Malda)
(144) Maitra, Shri Kashi Kanta (Krishnagar —Nadia).
(145) Maiti, The Hon'ble Abha (Bhagabanpur – Midnapore)
(146) Maity, Shri Bijoy Krishna (Contai North—Midnapur)
(147) Maity, Shri Subodh Chandra (Nandigram North—Midnapur)
(148) Majhi, Shri Budhan (Kashipur—Purulia)

(149) Majhi, Shri Kandru (Banduan—Purulia).
(150) Majumdar, Shri Apurba Lal (Panchla—Howrah).
(151) Majumdar, Shrimati Niharika (Rampurhat—Birbhum)
(152) Mallick, Shri Asutosh (Indpur—Bankura)
(153) Mandal, Shri Adwaita (Jaipur—Purulia)
(154) Mandal, Shri Bhakti Bhusan (Dubrajpur—Birbhum)
(155) Mandal, Shri Krishna Prasad (Narayangarh—Midnapur)
(156) Mandal, Shri Siddheswar (Rajnagar—Birbhum)
(157) Manya, Shri Murari Mohan (Syampur—Howrah)
(158) Misra, The Hon'ble Sourindra Mohan (Manikchak—Malda).
(159) Mitra, Shrimati Biva (Kalighat—Calcutta)
(160) Mitra, Dr Gopikaranjan (Hirapur—Burdwan)
(161) Mitra, Shrimati Ila (Maniektola—Calcutta)
(162) Mohammad Hayat Ali Shri (Goalpokhar—West Dinajpur).
(163) Mohammad Israil, Shri (Naoda—Murshidabad)
(164) Mondal, Shri Amarendra (Jamuria—Burdwan)
(165) Mondal, Shri Bijoy Bhusan (Uluberia North—Howrah).
(166) Mondal, Shri Dulal Chandra (Sankrail—Howrah)
(167) Mondal, Shri Rajkrishna (Kalinagar—24-Parganas)
(168) Mondal, Shrimati Santilata (Bishnupur East—24-Parganas).
(169) Mondal, Shri Sishuram (Gangajalghati—Bankura).
(170) Mookerjee, Shri Naresh Nath (Chowringhee—Calcutta).
(171) Mukherjee, Shri Girija Bhusan (Bhadreswar—Hooghly)
(172) Mukherjee, Shri Pijus Kanti (Alipurduars—Jalpaiguri)
(173) Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar (Howrah North—Howrah)
(174) Mukherjee, Shri Shankar Lal (Bally—Howrah)
(175) Mukherjee, Shri Ajoy Kumar (Tamluk—Midnapore)
(176) Mukherjee, Dr Santosh Kumar (Debra—Midnapore)
(177) Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal (Durgapur—Burdwan)
(178) Mukhopadhyay, Shri Bhabani (Chandernagore—Hooghly).
(179) Mukhopadhyay, Shri Manik Chandra (Barjora—Bankura).
(180) Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi (Taldangra—Bankura)
(181) Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath (Behala—24-Parganas).
(182) Murmu, Shri Nathaniel (Tapan—West Dinajpur)
(183) Murmu, Shri Nimai Chand (Habibpur—Malda)

N

(184) Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh (Bowbazar—Calcutta).
(185) Naskar, The Hon'ble Ardhendu Shekhar (Magrahat East—24-Parganas).
(186) Naskar, Shri Khagendra Nath (Canning—24-Parganas)
(187) Nawab Jani Meerza, Shri Syed (Raninagar—Murshidabad).
(188) Noronha, Shri Clifford (Nominated)

S

(222) Saha, Shri Abhoy Pada (Khargram—Murshidabad).
(223) Saha, Dr. Biswanath (Jangipara—Hooghly).
(224) Saha, Shri Dhaneswar (Ratua—Malda)
(225) Saha Shri Jamini Bhusan (Noapara—24-Parganas)
(226) Santra, Shri Jugal Charan (Bishnapur West—24-Parganas)
(227) Saren, Shri Mangal Chandra (Binpur—Midnapur).
(228) Sarkar, Shri Dharanidhar (Malda—Malda).
(229) Sarkar, Shri Sakti Kumar (Baruipur—24-Parganas)
(230) Sarkar, Shri Narendra Nath (Haringhata—Nadia)
(231) Sen, Shri Bijesh Chandra (Basirhat—24-Parganas).
(232) Sen, Shri Narendra Nath (Ekbalpur—Calcutta)
(233) Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra (Arambagh East—Hooghly)
(234) Sen, Shri Santi Gopal (English Bazar—Malda)
(235) Sen Gupta, Shri Niranjan (Tollygunj—Calcutta)
(236) Sen Gupta, Shri Tarun Kumar (Dum Dum—24-Parganas)
(237) Shakila Khatun, Shrimati (Basanti—24-Parganas)
(238) Shamasuddin Ahmed, Shri (Murarai—Birbhum)
(239) Shamsul Bari, Shri Syed (Midnapur—Midnapur)
(240) Sharma, Shri Jaynarayan (Kulti—Burdwan)
(241) Shukla, Shri Krishna Kumar (Titagarh—24-Parganas)
(242) Singha, Shri Hiralal (Falakata—Jalpaiguri)
(243) Singh, Shri Radhakrishna (Bolpur—Birbhum)
(244) Singhadeo, Shri Raj Rajeswari Prasad (Hura—Purulia)
(245) Singhadeo, Shri Sankar Narayan (Raghunathpur—Purulia)
(246) Sinha, Kumar Jagadish Chandra (Kandi—Murshidabad)
(247) Sinha, Shri Phanis Chandra (Karandighi—West Dinajpur).
(248) Soren, Shri Suchand (Memari—Burdwan)

T

(249) Tanti, Shri Anadi Mohan (Joynagar South—24-Parganas)
(250) Tarkatirtha, Shri Bimalananda (Purbasthali—Burdwan)
(251) Thakur, Shri Promatha Ranjan (Hanskhali—Nadia)
(252) Thakur, Shri Shreemohan (Ketugram—Burdwan).
(253) Tudu, Shrimati Tushar (Garhbeta—Midnapur)

W

(254) Wangdi, The Hon'ble Tenzing (Phansidewa—Darjeeling)

Z

(255) Ziaul Haque, Shri Md (Baduria—24-Parganas)
(256) Vacant (Burdwan—Burdwan).

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Legislative Building, Calcutta, on Tuesday, the 27th August, 1963, at 12 noon.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble KESHAB CHANDRA BASU in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 7 Hon'ble Ministers of State, 8 Deputy Ministers and 156 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[12—12-10 p.m.]

Supply of filtered water at Lalbagh

***274.** (Admitted question No. *1156.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ সহরে পরিস্রুত কলের জল (ফিলটার্ড ট্যাপ ওয়াটার) সরবরাহের যে পরিকল্পনা আছে তাহার কার্য কতদিনের মধ্যে শুরু হইবে?

শ্রীজয়নাল আবেদীন : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে জল সরবরাহ ব্যবস্থা খাতে যে অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্বৃত্ত কার্যসমূহের জন্য প্রয়োজন হইবে। অবশিষ্ট অর্থে যে সামান্য কয়েকটি প্রকল্প (স্কীম) গ্রহণ স্থিরীকৃত হইয়াছে তন্মধ্যে লালবাগ সহরের জল সরবরাহ প্রকল্পটি (স্কীম) কে স্থান দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। উপরোক্ত খাতে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া গেলে এই প্রকল্পটি বিবেচনা করা যাইবে।

Shri Birendra Narayan Roy:
কোন্ বছর এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল?

Shri Joynal Abedin:
যখন থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান রচিত হয়েছিল সেই বছর।

Shri Birendra Narayan Roy:
কোন বছর হয়েছিল সেটা বলুন।

Shri Joynal Abedin:
প্ল্যান যখন তৈরী হয় ওয়ান ইয়ার অ্যাডভান্স, বোধ করি ১৯৬১ কি ১৯৬২।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
মন্ত্রিমহাশয় বল্লেন যে, থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান আরম্ভকালে এই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, এবং তার এক বছর আগেও নেওয়া হয়ে থাকতে পারে, তাহলে ১৯৬০ হবে নাকি?

Shri Joynal Abedin:
হ্যাঁ তাই হবে।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
ভালভাবে জানেন না?

Shri Joynal Abedin:
আমি যা জানি বলেছি।

Shri Gopal Banerjee:
কত টাকা বরাদ্দ হয়েছিল?

Shri Joynal Abedin :
১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

Shri Gopal Banerjee :
বাঁধানোর কথা ছিল, সেটা কি হয় নি?

Shri Joynal Abedin :
এখনও সম্ভবপর হয়নি।

Shri Gopal Banerjee :
ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর কোন ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম কি এক্সিকিউট হয়েছে?

Shri Joynal Abedin :
কিছু কিছু হচ্ছে।

Shri Gopal Banerjee :
তার মধ্যে লালবাগ আছে কি?

Shri Joynal Abedin :
না।

Shri Sailendra Nath Adhikary :
ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন জলের ব্যাপারে প্ল্যান করেছিলেন, তার মধ্যে লালবাগকেও ইনক্লুড করা হয়েছিল, তারপরে কি এমন অবস্থা হল যার জন্য সেটা গ্রহণ করলেন না?

Shri Joynal Abedin :
আমিতো সেকথা বলেছি, সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান-এ ঠিক হয়েছিল যেগুলি স্পিল ওভার ওয়ার্ক সেগুলি এক্সিকিউট করা হবে অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যান যেগুলি সেগুলিকে প্রায়রিটি দেওয়া হয়েছে। লালবাগকে প্রায়রিটি দেওয়া হয় নি।

Shri Birendra Narayan Roy :
কতটাকা মঞ্জুর হয়েছিল?

Shri Joynal Abedin :
মঞ্জুর করা হয় নি, একটা এস্টিমেট পাওয়া গিয়েছিল।

Shri Birendra Narayan Roy :
কংগ্রেসের পরাজয়ের জন্যই কি পরিস্রুত জলের সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে?

Shri Joynal Abedin :
সম্পূর্ণ অসত্য কথা।

T.B patients

***275.** (Admitted question No. *1162.)

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস : স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) এই রাজ্যে টি বি রোগীর চিকিৎসার জন্য কোথায় কোথায় হাসপাতাল আছে ও উহাদের প্রত্যেকটিতে কয়টি করিয়া শয্যা আছে,

(খ) এই রাজ্যে কত টি বি রোগী আছে,

(গ) হাসপাতালে ভর্তির জন্য কতগুলি দরখাস্ত বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে;

(ঘ) এইপ্রকার রোগী ভর্তির ব্যাপারে কি কি বিষয় বিবেচনা করা হয়; এবং

(ঙ) গুরুতরভাবে আক্রান্ত ও বাড়ীতে রাখা নিরাপদ নয় এইরূপ ধরনের টি বি রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তির কি ব্যবস্থা আছে?

Shri Joynal Abedin :
(ক) একটি বিস্তারিত তালিকা নিম্নে স্থাপিত হইয়াছে।

(খ) সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নহে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুযায়ী পশ্চিমবংগের জনসংখ্যার শতকরা ১·৭ জন যক্ষারোগী বলিয়া অনুমান করা হয়। এই ভিত্তিতে এই রাজ্যে যক্ষা রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৬ লক্ষ।

(গ) ১,৯১২টি।

(ঘ) সরকারী হাসপাতালের শয্যাগুলিতে এবং বেসরকারী হাসপাতালে সরকার সংরক্ষিত শয্যাগুলিতে রোগী ভর্ত্তির জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি আছে। এ কমিটি রোগীর রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভর্ত্তির নির্দেশ দেন। রোগীর অর্থনৈতিক অবস্থার কথাও বিবেচনা করা হয়।

(ঙ) রোগী যদি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক ভর্ত্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন তবে স্বাস্থ্য অধিকর্তা এরূপ স্থলে রোগীকে ভর্ত্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন।

Statement referred to in the reply to item (ক) of Assembly Question No. *1162

District	Name of the Hospital	Government	Private	Total
Burdwan ..	Bejoy Chand Hospital	24	..	24
	Central Hospital (Clinic) Asansol ..	12	..	12
	Police Hospital	4	..	4
	Jail Hospital	2	..	2
Bankura ..	Sadar Hospital	12	..	12
	Police Hospital	2	..	2
Birbhum .	District Hospital	20	..	20
	Suri Jail Hospital	30	..	30
	Niramoy TB Sanatorium ..	242	8	250
Midnapore ..	District Hospital .. .	20	..	20
	Central Jail Hospital ..	5	..	5
	Police Hospital .. .	20	..	20
	M R Bangur Sanatorium Digri .	317	..	317
	Kharagpur E. F R Hospital ..	12	..	12
	Kharagpur Railway Hospital .	12	..	12
Hooghly ..	District Hospital	20	..	20
	T. B. Hospital, Serampore ..	3	35	38
	Gourhati T. B. Hospital ..	31	35	66
	Walsh Hospital	2	..	2

District	Name of the Hospital	Government	Private	Total
	Chinsurah A. G. Hospital ..	20	..	20
	Bansberia R C Hospital ..	4	..	4
	Chinsurah Police Hospital ..	24	..	24
Howrah ..	Howrah Central Hospital ..	6	..	6
	Howrah Police Hospital ..	24	..	24
	Belur A G Hospital	10	..	10
24-Parganas	K S Ray T B Hospital .	296	424	720
	Dum Dum Central Jail Hospital	12	.	12
	Barrackpore Police Hospital ..	25		25
Nadia ..	Kanchrapara T B Hospital ..	925		925
	Krishnagar Sadar Hospital .	4	..	4
	Police Hospital, Krishnagar .	4	.	4
	Dhubulia T B Hospital	1,000		1,000
	Dhubulia Relief Camp Hospital ..	25	.	25
Malda ..	District Hospital .. .	20	.	20
Murshidabad	Rao J N Roy Hospital ..	6	..	6
	Berhampore Police Hospital .	12		12
Cooch Behar	J D Hospital .. .	90	..	90
	Police Hospital . .	6	..	6
Darjeeling .	S B Dey Sanatorium, Kurseong ..	25	269	294
	Darjeeling T B Hospital .	30	..	30
	Chateris Hospital, Kalimpong	37	..	37
	Kurseong Sub-divisional Hospital ..	28	..	28
Purulia ..	Sadar Hospital	10	..	10
Jalpaiguri ..	Sadar Hospital	20	..	20
	Police Hospital	4	..	4
	Rani Ashrumati T B Hospital and Clinic	34	24	58
	Jalpaiguri Jail Hospital ..	10	..	10

District	Name of the Hospital	Government	Private	Total
West Dinajpur	Balurghat General Hospital ..	20	..	20
Calcutta ..	Medical College Hospital ..	24	..	24
	Calcutta Police Hospital ..	43	..	43
	R G Kar Medical College Hospital	58	..	58
	Presidency Jail Hospital ..	11	..	11
	Alipore Central Jail Hospital ..	12	..	12
	Islamia Hospital	.	2	2
	Patipukur T B Hospital .	10	79	89
	Balananda Brahmachari Sevayatan	10	47	57
	Dock Hospital Kidderpore .	.	4	4
	Chittaranjan Hospital ..	16	53	69
Ranchi ..	R K Mission T B Sanatorium (Reserved for West Bengal Government)	25	..	25
		3,730	980	1,710

Shri Anangamohan Das:

মোট কতগুলি শয্যা আছে?

Shri Joynal Abedin:

গভর্ণমেণ্ট বেড আছে ৩ হাজার ৭৩০, প্রাইভেট বেড আছে ৯৮০, একুনে ৪ হাজার ৭১০।

Shri Anangamohan Das:

যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ৬ লক্ষ টি বি রোগাক্রান্ত হয়েছে যদি বেডের সংখ্যা ৪ হাজার মাত্র হয় তাহলে রুগীদের চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হবে?

Shri Joynal Abedin: Chest clinic-cum-domiciliary treatment এর ব্যবস্থা আছে, যে সমস্ত রুগীদের বাড়ীতে রাখা নিরাপদ নয় তাদের জন্যই যতটা সম্ভব হাসপাতালে ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

Shri Anangamohan Das:

তাদের জন্য কোন স্পেশাল ব্যবস্থা আছে কি না?

Shri Joynal Abedin:

রুগীদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। যদি গৃহে রেখে চিকিৎসা করান সম্ভব হয় তাহলে হেল্থ সেণ্টার, হসপিটাল থেকে রেজিস্টার্ড প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার দ্বারা চিকিৎসা করান হলে বিনা পয়সায় ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

Shri Anangamohan Das :

আপনি যে সংখ্যা বলেছেন সেটা ৬ লক্ষ, আমরা মনে করি আরো বেশি হতে পারে।

Shri Joynal Abedin :

এটা আপনার মত।

Mr. Speaker :

নো কোশ্চেন অফ অপিনিয়ান।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি জেলাগুলিতে ডোমিসিলিয়ারী ট্রিটমেন্ট এর কি ব্যবস্থা আছে?

Shri Joynal Abedin :

জেলাতে যে সমস্ত হাসপাতাল আছে, প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার ও সাবসিডিয়ারি হেল্থ সেন্টার আছে সেখান থেকে রুগীদের ফ্রি ঔষধ বিতরণ করা হয়।

[12-10—12-20 p.m.]

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

মাননীয় মন্ত্রি মহাশয় কি জানেন যে গ্রামাঞ্চল থেকে এই মহাকুমা বা জেলা হাসপাতালগুলিতে এসে প্রতি সপ্তাহে রোগীদের ওষুধ নিয়ে যেতে যা খরচ হয় তাতে ওষুধের দামের চেয়ে বেশী পড়ে যায়?

Shri Joynal Abedin :

আমরা তো প্রাইমারী, সাবসিডিয়ারী হেল্থ সেন্টারের মাধ্যমে ওষুধ দিয়ে থাকি এবং যদি আমরা মনে করি যে একাধিকক্রমে বেশী দিনের ওষুধ দিতে হবে আমরা তারও ব্যবস্থা করে রেখেছি।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন প্রাইমারী এবং সাবসিডিয়ারী হেল্থ সেন্টারগুলিতে যে কোন রোগী গেলে তাদের সেই রোগের চিকিৎসা হয় কি হয় না?

Shri Joynal Abedin :

চিকিৎসা হয় বলে আমার কাছে তথ্য আছে।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি এই তথ্য সংগ্রহ করবেন যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলিতে এই রোগের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বর্তমানে নেই?

Shri Joynal Abedin :

যে ব্যবস্থা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলিতে আছে সেই ব্যবস্থা উপযুক্ত বলেই আছে।

Shri Birendra Narayan Roy :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন মুর্শিদাবাদ জেলা শহরে কটা টি বি বেড আছে?

Shri Joynal Abedin :

মুর্শিদাবাদ কে. এন. রায়. হাসপাতালে ৬টা সরকারী বেড আছে এবং বহরমপুর পুলিশ হাসপাতালে ১২টা টি বি বেড আছে।

Shri Sailendranath Adhikari :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে টি বি রোগী ইনডিজেন্ট এবং পুওর বলে যাদের বিনা পয়সায় ওষুধ দেওয়া হচ্ছে পথ্যের অভাবে সেই ওষুধ পাওয়ার পরেও তাদের রোগ সারছে না এবং কয়েকজন এর মধ্যে মারাও গেছে।

Shri Joynal Abedin :

এ কথা আমাদের জানা নেই এবং যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য তুলেছেন সেটা অভিমতের প্রশ্ন।

Shri Sailendranath Adhikari :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে এই টি বি রোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে হাংগার?

Shri Joynal Abedin :

এ কথা আমাদের জানা নেই।

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে আমাদের এই দেশে ৬ লক্ষ টি বি রোগী আছে এবং তাদের জন্য ৪ হাজার ৭ শো ১০টা বেড আছে। তাহলে কত লোক রোজ কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা না করার জন্য এই রকমভাবে মারা যাচ্ছে এ কথা আপনি স্বীকার করবেন? আপনার মতে ৪ হাজার ৭ শো ১০টা বেড আছে। যেখানে ৬ লক্ষ রোগী সেখানে হাসপাতালে না যেতে পেরে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে এ কথা আপনি স্বীকার করেন?

Shri Joynal Abedin :

আমি বলছি হাসপাতাল ছাড়া ডোমিসিলারী ট্রিটমেন্ট-এর ব্যবস্থা প্রত্যেক জায়গায় আছে। সুতরাং যদি উনি মনে করেন যে মানুষ মরণশীল তাহ'লে যে কোন রোগী শুধু টি বি রোগী কেন, মারা যেতে পারে।

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন আমাদের এই ভারতবর্ষের বাহিরে যে কোন জায়গাতে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা করালে রোগী বেঁচে যায়?

Shri Joynal Abedin :

শুধু বাইরে কেন ভারতবর্ষেও যক্ষ্মার চিকিৎসা হবার পর লোক মরে না।

Shri Balailal Das Mahapatra:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বল্লেন যে বাড়ীতে প্রাইমারী এবং সাবসিডিয়ারী হেল্থ সেণ্টারের মারফৎ চিকিৎসা করার ব্যবস্থা হচ্ছে। তিনি কি বলবেন বাংলাদেশের সর্বত্র প্রাইমারী এবং সাবসিডিয়ারী হেল্থ সেন্টার করা হয়েছে কিনা?

Shri Joynal Abedin :

প্রাইমারী এবং সাবসিডিয়ারী হেল্থ সেন্টার ছাড়াও আমি বলেছি, মাননীয় সদস্য ভাল করে শুনেননি, রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিসনার প্রাইভেট হলেও তাঁর মারফৎ ওষুধ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকি।

Shri Balailal Das Mahapatra :

মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি ইনজেকসনের যে ব্যবস্থা আছে যে তারা বাড়ী পর্যন্ত না গেলে তাদের ইনজেকসন হয় না সেজন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন? রোগীর পক্ষে ডাক্তারের বাড়ীতে বা হাসপাতালে যাওয়া সম্ভবপর নয় সাবসিডিয়ারী এবং প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে যাওয়া সম্ভবপর নয় সেখানে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? ধরুন যেমন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন ওষুধ ইনজেকসন করা হয় তার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

Shri Joynal Abedin :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ইনজেকসন ছাড়া যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে আছে এবং প্রত্যেক রোগীকে ইনজেকসন দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়নি।

Shri Kamal Kanti Cuha :

আপনি বল্লেন যে প্রাইভেট ডাক্তারদের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে করা হচ্ছে। বাংলা দেশের কতজন প্রাইভেট ডাক্তারের মাধ্যমে টি বি রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং কোথায় কোথায় হচ্ছে?

Shri Joynal Abedin :

মাননীয় সদস্য যদি পৃথক প্রশ্ন করে জানতে চন তো আমি জানাতে পারি, এখন আমার হাতে সে তথ্য নাই।

Dr. Narayan Chandra Ray :

মন্ত্রিমহাশয় একথা বলেছেন যে যক্ষ্মা রোগীদের ১,৯১২টি দরখাস্ত আছে। আপনি কি অবগত আছেন যে গত বছর পর্যন্ত প্রত্যেকটা আলাদা হাসপাতালে ২।৩ হাজারের উপর করে দরখাস্ত ছিল যেটা যোগ করলে এর চেয়ে বেশী হয়।

Shri Joynal Abedin :

সে তথ্য আমার কাছে নেই।

Dr. Narayan Chandra Ray :

এই সংখ্যা কবেকার সংখ্যা এবং এটা সকল হাসপাতালের মিলিত সংখ্যা কিনা এবং প্রত্যেক আলাদা হাসপাতালে বোর্ড আছে কিনা?

Shri Joynal Abedin :

প্রত্যেক হাসপাতালে আলাদা বোর্ড নাই যে সংখ্যা আমার কাছে এখন আছে সেই সংখ্যা আপনাদের কাছে জানিয়েছি।

Dr. Narayan Chandra Ray :

আপনি কি অবগত আছেন গত বছর পর্যন্ত প্রত্যেক হাসপাতালে আলাদা সিলেকসন বোর্ড এবং আলাদা নাম্বার ছিল? আপনার তথ্য কবেকার এবং আগের যেগুলি স্ট্যান্ডিং এ্যাপ্লিকেশনস্ আছে এবং কি খবর এসব সম্বন্ধে একটু বলুন।

Shri Joynal Abedin :

আগের তথ্য আমি বলেছি, তবে মাননীয় সদস্য যে তথ্যের উল্লেখ করেছেন সে তথ্য আমার জানা নেই। এখন একটা সেন্ট্রাল সিলেকসন কমিটি সমস্ত ভর্তির তত্ত্বাবধান করে থাকেন। তাদের হাতে বর্তমানে যে দরখাস্ত আছে সেই সংখ্যা আমি উল্লেখ করে দিয়েছি।

Dr. Narayan Chandra Ray :

সাধারণ মানুষ একথা জানেন না যে তাদের আগেকার করা দরখাস্ত নাকোচ হয়ে গেছে। সেজন্য জিজ্ঞাসা করছি সেন্ট্রাল কমিটি কবেকার এবং পুরানো আবেদনকারিরা একথা জানেন কিনা?

Shri Joynal Abedin :

আমি তো সেকথা আগেই বলেছি যে পুরানো দরখাস্ত এবং প্রত্যেক হাসপাতালে আগে যে বোর্ড ছিল তাদের সেই সমস্ত দরখাস্ত সমূহ বিবেচনা করে তাদের মীমাংসা নিষ্পত্তি করে দেয়া হয়েছে। এখন যে সিলেকসন বোর্ড আছে টি বি রোগী ভর্তির ব্যাপারে তাদের কাছে যে সমস্ত দরখাস্ত দেয়া হয়েছে সেই সব দরখাস্তের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল সেটা তাদের জানিয়ে দেয়া হয়।

Shri Sanat Kumar Raha :

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে ফ্রি ডোমিসিলারী ট্রিটমেন্টের দরুণ যে ফ্রি মেডিসিন দেবার ব্যবস্থা আছে সেই মেডিসিন প্রেসক্রাইব কে করেন এবং কত দিনের মধ্যে সেই মেডিসিন পাওয়া যায়?

Shri Joynal Abedin :

গভর্ণমেন্ট হসপিটাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের ডাক্তার এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিসনার যদি রেজিস্টার্ড হন, তিনি সুপারিশ করে পাঠালে সেই হসপিটাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

Shri Sanat Kumar Raha :

মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে এই মেডিসিন প্রেসক্রাইবিং অথরিটি এবং সেই মেডিসিন দেয়ার যোগ্য ব্যক্তি ডি এম ও সদর হাসপাতালের এবং তিনি প্রেসক্রিপসন অথোরাইজ করলেও ফ্রি মেডিসিন সংগে সংগে স্টক থেকে আসে না, তার জন্য ২।৩ দিন রোগীকে ঘুরতে হয়?

শ্রীজয়নাল আবেদীন: ডি এম ও অন্যতম প্রেসক্রাইবিং অথোরাইট হতে পারেন কিন্তু একমাত্র প্রেসক্রাইবিং অথোরিটি তো নন্, আর ওষুধ যে আসে না এ তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীলুৎফল হক : মন্ত্রিমহাশয় এ সংবাদ জানেন কি যে, রুরাল এরিয়ার অনেক রোগী ফ্রি মেডিসিন যাতে পায় তারজন্য চিফ মেডিকেল অফিসার-এর কাছ থেকে পার্মিসন নিয়ে হেল্থ সেন্টারে যায় এবং হেল্থ সেন্টারে গিয়ে দিনের পর দিন ঘুরে এই উত্তর পায় যে, এখন স্টক নেই, মেডিসিন নেই—যখন আসবে তখন দেব?

[12-20—12-30 p.m.]

শ্রীজয়নাল আবেদীন: সাময়িকভাবে কোন হাসপাতালে ঔষধ কম থাকতে পারে কিন্তু একথা সত্য নয় যে, ওষধ আনতে গিয়ে ঘুরে আসে।

শ্রীমতী শান্তি দাস: উপমন্ত্রিমহাশয় যে তথ্য আমাদের সামনে পেশ করলেন তাতে দেখা যাচ্ছে রোগীর তুলনায় টি বি বেড-এর সংখ্যা কম। কাঁচড়াপাড়ায় এক বছর হোল অপারেসন কেস বন্ধ আছে কারণ ওখানকার জেনারেটরটি নষ্ট হয়ে গেছে। ৫ হাজার টাকা খরচ করে জেনারেটরটি নূতন করে তৈরী করে তবে অপারেসন কেস নিতে পারে কিন্তু ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুসারে দেখছি ফরেন একচেঞ্জ-এর জন্য ৯৫ হাজার টাকা দিয়ে তৈরী করা হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা সত্য কিনা এবং যদি সত্য হয় তাহলে সেই জেনারেটরটি পুনরায় যাতে কাজে ব্যবহৃত হতে পারে তার জন্য কি ব্যবস্থা করবেন?

শ্রীজয়নাল আবেদীন: কাঁচড়াপাড়া হাসপাতাল সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য এখানে নেই। পরে প্রশ্ন করলে জানাব।

শ্রীনিখিল দাস: মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি যে, এই হাসপাতালগুলোতে সিট পেতে হলে এবং এখান থেকে ঔষধ পেতে হলে উপযুক্ত তদারক এবং উপযুক্ত টাকা খরচ না করলে তা পাওয়া যায় না?

শ্রীজয়নাল আবেদীন : একথা সম্পূর্ণ অসত্য।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : মন্ত্রিমহাশয় কিছু তথ্য পেশ করলেন এবং ডোমিসিলিয়ারি ট্রিটমেন্ট-এর কথা বললেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই ডোমিসিলিয়ারি ট্রিটমেন্ট-এ কতগুলি রোগী কিংবা কত পারসেন্ট রোগী রোগমুক্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন তথ্য আপনার কাছে আছে কিনা?

শ্রীজয়নাল আবেদীন : তথ্য নিশ্চয়ই দিতে পারি। তবে এখনই নয়, পৃথক প্রশ্ন করলে দেব।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, ডোমিসিলিয়ারি ট্রিটমেন্ট-এ আপনারা যে ঔষধ দিচ্ছেন তাতে এ্যাকচুয়ালী লোকের কোন উপকার হচ্ছে কিনা, সেই তথ্য রাখার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

শ্রীজয়নাল আবেদীন : তথ্য রাখার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ডোমিসিলিয়ারি ট্রিটমেন্ট-এর উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে সমস্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : সেই তথ্য থেকে আপনার এই ধারণা হয়েছে কি যে এর দ্বারা রোগীর রোগ সেরে যাচ্ছে?

শ্রীজয়নাল আবেদীন: আমার ধারণা হয়েছে ডোমিসিলিয়ারি ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ হসপিটাল ট্রিটমেন্ট।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : আমরা জানি এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রোগী সারতে পারে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে ডোমিসিলিয়ারি ট্রিটমেন্ট করছেন তাতে আপনার কাছে এরকম কোন তথ্য আছে কিনা যার দ্বারা আপনি বলতে পারেন যে আপনাদের এই এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে?

শ্রীজয়নাল আবেদীন: একে এক্সপেরিমেন্ট মনে করছি না, এর দ্বারা আমরা চিকিৎসা এবং সেবার ব্যবস্থা করেছি।

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : এতে আপনারা সাকসেসফুল হয়েছেন কিনা জানাবেন কি?

[নো রিপ্লাই]

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী: মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে, এর আগে যারা দরখাস্ত করেছিল তাদের দরখাস্ত সিলেকসন কমিটি বিবেচনা করে সিলেক্ট করে এক হাজার কততে এনে দাঁড় করিয়েছেন। অর্থাৎ আগের বছর যারা দরখাস্ত করেছিল তাদের সিলেকসন কমিটি কন্‌সিডার করে যা দাঁড় করিয়েছেন তার সংখ্যা এক হাজারের উপর এবং উনি আরও বলেছেন যে বহু দরখাস্ত নেগলেক্টেড হয়ে গেছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সিলেকসন করবার সময় সিলেকসন কমিটি যে সমস্ত পিটিসন বাদ দিলেন এবং বললেন অন্যভাবে চিকিৎসা করা যেতে পারে তাদের পিটিসন কিসের ভিত্তিতে বাদ দিলেন?

শ্রীজয়নাল আবেদীন : মাননীয় সদস্য আমার দেওয়া সব উত্তর শোনেননি। যদি শুধু অতিরিক্ত প্রশ্ন করার বাসনা থাকে তাহলে তার সঙ্গত উত্তর দেওয়া যায় না।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী : আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন যে আমাদের বাসনা আছে—বাসনা তো নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু ওঁর রসনা এই রকম যদি হয় তাহলে স্যার..........আমি বলছি স্যার, যে একটু আগে উনি বলেছিলেন যে ১ হাজারের উপর দরখাস্ত এইভাবে ট্রিটেড হয়েছে যেটা ডাঃ নারাণ রায় প্রশ্ন করেছিলেন এবং ডাঃ নারাণ রায় দেখিয়েছিলেন যে প্রত্যেকটি জায়গা থেকে দরখাস্ত এসেছিল এবং সেগুলি ট্রিটেড হয় নি—আপনি তার উত্তরে বলেছিলেন যে একটা বোর্ড আছে যারা সেগুলো বাছাই করে করেছে—এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে তারা যে বাছাই করলো সেখানে কি প্রসেস ছিল—কিভাবে কোনটাকে রিজেক্ট তারা করে ইত্যাদি। সেইভাবে কি আপনাদের কোন একটা মেথডিক্যাল ডিরেকসন আছে কিনা?

মিঃ স্পীকার: উনি কোন পলিসি আছে কিনা সেটা জানতে চেয়েছেন.... .

দি অনারেবল প্রফুল্ল চন্দ্র সেন : আমাদের যে বোর্ড আছে তাতে বিশেষজ্ঞরা আছেন—এবং এঁরা বিচার করে যে কেসটা মনে করেন এখনই তাকে ভর্তি করা উচিত তাদের ভর্তি করেন।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় : আমি তাঁর উত্তরের উপর ভিত্তি করে তাঁকে একটা খবর দিচ্ছি—উনি জানেন না হয়তো সেজন্য জানাচ্ছি। প্রত্যেক আলাদা হাসপাতালে একটি আলাদা সিলেকসন বোর্ড ছিল এবং প্রত্যেক বোর্ডের হাতে ৭।৮ হাজার করে দরখাস্ত ছিল এবং সেখানে কখনই ৭-৮ শো'র বেশী প্রোভাইড করা যায় নি-তাই আমি বলছি নূতন সেন্ট্রাল অর্গানাইজেসন হবার সময় পুরোন দরখাস্ত বিভিন্ন বোর্ডের কাছে যা ছিল জমা তার কি হোল? তারা যে বেড পাবো এই আশা করে বসে আছে মরবার জন্য তাদের কি হোল? জানিনা সেগুলি পচে গেছে কিনা?

They have been washed off

মিঃ স্পীকার: আপনার প্রশ্ন হচ্ছে পেন্‌ডিং পুরানো এপ্লিকেশনগুলো কি হোল।

দি অনারেবল প্রফুল্ল চন্দ্র সেন : (ক) প্রশ্নে ছিল যে হাসপাতালে ভর্তির জন্য কতগুলি দরখাস্ত বর্তমানে 'বর্তমান' সরকারের বিবেচনাধীন আছে তার উত্তরে মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ১ হাজার না কত আছে

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় : এখন গত বছরের দরখাস্ত তাহলে কি তার সীট নেই—প্রত্যেক বছরই দরখাস্ত করতে হবে?

দি অনারেবল প্রফুল্ল চন্দ্র সেন : কিন্তু প্রশ্নটা দেখুন যে 'বর্তমানে' কত এবং উনিও উত্তর দিয়েছেন-এবং এর পর আপনারা যারা বলছেন তিনি তাতে বা'র বার বলছেন যে তথ্য নেই—উনি তো বার বারই এই কথাই বলছেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী: স্যার, উনি বল্‌লেন যে 'বর্তমানে'—তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই 'বর্তমানে' কথাটা আছে বলেই ...

মিঃ স্পীকার : না আমি তা বলছি না—উনি তো বারবার বলছেন—মিঃ আবেদীন তো আনসার করেছেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী : না—না—আমি আপনার মাধ্যমে প্রশ্ন করছি যে এই জিনিসটা বিচার করতে গেলে তার মানদন্ডটা কি—কিভাবে আমরা বর্তমনটা বুঝবো সেটাই বলছি।

শ্রীসনৎকুমার রাহাঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানিয়েছেন যে মুর্শিদাবাদ জেলায় আমাদের গভর্ণমেন্টের সদর হাসপাতালে ৬টি সীট আছে পুলিশ হাসপাতালে ১২টি সীট আছে টি বি-র —মুর্শিদাবাদ জেলায় ২৫ হাজার লোকের মধ্যে সাধারণের জন্য ৬টি সীট আর পুলিশের জন্য ১২টি সীট এটা কোন নীতির ভিত্তিতে হয়েছে?

শ্রীজয়নাল আবেদীন : যদি নীতির প্রশ্ন তোলেন তাহলে তখন তার জবাব দেবো—বর্তমানে এটা যা আছে তাই বলেছি—নীতির প্রশ্ন করুন তাহলে পরে জবাব দেবো।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : নাবানবাবু প্রশ্ন করেছিলেন পেন্ডিং দরখাস্ত যেগুলি ছিল সেগুলি কি হোল . . . . .

মিঃ স্পীকার : উনি তো বলেছেন যে তা তিনি জানেন না- এখন জানি না বলেছেন তারপর তো আমরা কিছু করতে পারি না।

Crimes committed in Coaljan colony

***276.** (Admitted question No *1186)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত গোয়ালজান কলোনীতে অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং

(খ) সত্য হইলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন?

[12-30—12-40 p m] X07201(- -21) 70]

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : (ক) ইহা ঠিক নহে।

(খ) এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : গত ৬ মাসে গোয়ালজান কলোনীতে কি ধরণের অপরাধ হয়েছে আপনি জানেন কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : অপরাধের সংখ্যা খুবই কম। আমি বলেছি গত ৬ মাসে

Only one case of outraging modesty was reported at the police station. The Headmaster of the Goaljan Colony Junior High School on the 13th July 1963 complained that one Kalipada Swarnaker of the Colony outraged the modesty of a girl student of the school on the 12th July 1963 This refers to Berhampore P S Case No such and such and is under investigation It is not true that the occurence took place in the presence of the Police

এছাড়া আর কোন কেস নেই ৬ মাসের মধ্যে।

শ্রীসনতকুমার রাহা : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি, সেখানে চোলাই মদের ব্যবসা চালাবার জন্য যথেষ্ট মামলা এবং ডাইরী পুলিশ ষ্টেশনে করা হয়েছে?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : হাঁ, এ পর্যন্ত ইল্লিসিট ডিষ্টিলেশন জন্য ৭ জন লোককে ধরা হয়েছে এবং ৬টি কেস হয়েছে। এর মধ্যে ৬ মাসের আগে যা হয়েছে তা বাদান। ৬ মাসের মধ্যে যা হয়েছে তাই বলেছি।

শ্রীসনতকুমার রাহা : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি, গোয়ালজান কলোনীতে ফেরিঘাট নিয়ে প্রায় ১০।১২টি কেস বহরমপুর পুলিশ ষ্টেশনে রুজু করা হয়েছে?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : হাঁ, এ পর্যন্ত ইল্লিসিট ডিষ্টিলেশন জন্য ৭ জন গুলি মামলা হয়েছে।

শ্রীসনতকুমার রাহা : তাহলে অপরাধের সংখ্যা তিনি যা বললেন যে বৃদ্ধি পায়নি এবং প্রশ্ন উঠেনা সেখানে আমার বক্তব্য একটা এলাকার অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা আমরা বুঝি আমার কনস্টিটিউয়েন্সি সেটা, সেখানে লোকের দুর্গতির সীমা নেই, তাদের মধ্যে অসামাজিক অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে অথচ উনি সেটিকে বৃদ্ধি নয় বলেছেন। চোলাই মদ, ফেরিঘাট স্কুল, এবং সেখানে বিভিন্ন জিনিষপত্র পাকিস্তানে পাচার করা হচ্ছে এগুলি কি অপরাধ নয়?

দি অনারেবেল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: অপরাধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে এই ৬ মাসের মধ্যে এমন প্রমাণ আমার কাছে নেই।

শ্রীসনতকুমার রাহা : আমার প্রশ্ন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সরকারের দৃষ্টিটি সেদিকে আছে কিনা এবং এবং তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : প্রশ্ন ছিল, সরকার কি অবগত আছেন সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত গোরালজান কলোনীতে অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা সম্প্রতি।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: একথা কি জানেন যে ঐখানে দুইটি বে-আইনী ফেরিঘাট পুলিশের সহযোগিতায় চলছে?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : পুলিশের সহযোগিতায় চলছে কিনা জানিনা তবে দলাদলির জন্য ফেরিঘাট নিয়ে কেস চলছে।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : কোন ব্যক্তির কি ফেরিঘাট থাকতে পারে জমিদারী উচ্ছেদের পর?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : একটা আনঅথরাইস্‌ড ফেরি সার্ভিস ছিল সেই নিয়ে মামলা হচ্ছে।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : ঐ যে বলছেন একটি ছাত্রীর শালীনতা হানি করা হয়েছিল সেটা পুলিশের সামনে করা হয়েছিল জানেন কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আগেই বলেছি যে পুলিশের সামনে হয়নি।

Latrines for Digha passengers

***277.** (Admitted question No *1205)

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস : উন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) দীঘা উন্নয়ন উপদেষ্টা পর্যদের সুপারিশ অনুযায়ী দীঘা খড়্গপুর বাসরুটে প্রস্রাবাগার ও পায়খানা নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কিনা

(খ) উত্তর যদি হাঁ হয় তাহলে, এই পরিকল্পনার কাজ কবে আরম্ভ হইবে এবং

(গ) উত্তর যদি না হয় তাহলে এই পরিকল্পনা গ্রহণ না করিবার কারণ কি?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee :

(ক) দীঘা উন্নয়ন উপদেষ্টা পর্যদের সুপারিশ অনুযায়ী দীঘা-খড়্গপুর বাসরুটে সুবিধামত স্থানে প্রস্রাবাগার ও পায়খানাসহ দুইটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করিবার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

(খ) সঠিক তারিখ বলা সম্ভব নয় তবে যথাশীঘ্র সম্ভব নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করা হইবে।

(গ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Shri Sailendra Nath Adhikary :

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বললেন যথাশীঘ্র এগুলির ব্যবস্থা করা হবে। আমি জিজ্ঞাসা করছি একটা ডেট বলতে পারেন কি যে এবছরের মধ্যে কি ওবছরের মধ্যে হবে?

Mr. Speaker: That has been already answered.

Shri Balailal Das Mahapatra :

একটা কি দুটো করা হবে বলেছেন সেটা কোন জায়গায় করা হবে?

The Hon'ble Sailakumar Mukherjee

দীঘা-খড়্গপুর বাস রুটে এবং তারজন্য ট্যুরিষ্ট ডিপার্টমেণ্ট ব্যবস্থা করছেন।

Shri Balailal Das Mahapatra :

কোন জায়গায় হবে পার্টিকুলারলি বলুন। আমি বলছি কাঁথি, এগ্রা, বেলদা এই সমস্ত জায়গায় খুব ভীড় হয় যাত্রীরা বাস থেকে নেমে প্রস্রাব পায়খানা করার সুযোগ পায় না।

The Hon'ble Sailakumar Mukherjee :

আপনাকে বলে দিচ্ছি দীঘা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটি গত ১৩ই জুন ইহার তৃতীয় বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেন যে দীঘা-খড়্গপুর বাস রুটের ১১৩ মাইল পথে প্রস্রাবাগার ও পায়খানা সহ দুইটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২ই আগষ্ট মেদিনীপুর জেলা শাসককে অনুরোধ করা হয়েছে পূর্ত বিভাগের নির্বাহ বাস্তুকারের সংগে পরামর্শ করে দুইটি সুবিধামত স্থান নির্বাচন করে তিনি যেন অন্যান্য বিশদ বিবরণসহ তাঁর সুপারিশ উন্নয়ন দপ্তরের টুরিষ্ট বিভাগের কাছে পাঠিয়ে দেন। জেলা শাসকের কাছ থেকে এখনও উত্তর পাওয়া যায় নি। উত্তর পাওয়া গেলে যথাকর্তব্য গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যে নির্বাহ বাস্তুকারকে নক্সা প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Tourist house in Murshidabad district

***278.** (Admitted question No *1238.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: উন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহাসিক এবং দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শনেচ্ছুক টুরিস্টদের জন্য যে টুরিস্ট ভবন তৈয়ারী করার সরকারী পরিকল্পনা আছে তাহা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এবং

(খ) ঐ উদ্দেশ্যে কোন স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

(ক) এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য জমি বায়না করা হইয়াছে (১½ একর) এবং প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈয়ারী হইয়াছে।

(খ) হ্যাঁ, বহরমপুরে।

Shri Birendra Narayan Ray :

আপনি বললেন বহরমপুরে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে, কিন্তু মুর্শিদাবাদের দর্শনীয় স্থানগুলি সব মুর্শিদাবাদ শহরে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি বলেছি বহরমপুরে হয়েছে অন্য কোন জায়গায় করার কথা এখানে তাই আসে না।

Shri Sanat Kumar Raha:

বহরমপুরে যে টুরিষ্ট ভবন করার ব্যবস্থা হয়েছে কোন বছর থেকে টুরিষ্টরা ওই ভবন ব্যবহার করতে পারবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

প্ল্যান এন্ড এষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছে এবং আমরা এ্যাডমিনিসট্রেটিভ এ্যাপ্রুভাল-এর ব্যবস্থা করছি। একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা খরচ হবে। কিন্তু এখন আমরা দেখছি আরও বেশী কিছু খরচ হতে পারে জমি টমি নিয়ে। কতদিনে হবে বলতে পারছি না।

Shri Sanat Kumar Raha :

মুর্শিদাবাদের দর্শনীয় স্থানগুলি সম্পর্কে এ্যাটাচড লাইব্রেরী গাইড, ম্যাপ ইত্যাদি থাকবে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এ প্রশ্ন থেকে ওটা আসে না।

Amdarbar of the Chief Minister

***279.** (Admitted question No *1250.)

শ্রীনিখিল দাস : স্বরাষ্ট্র বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) মুখ্যমন্ত্রীর আমদরবার বন্ধ হইয়া যাইবার কারণ কি;

(খ) আমদরবারগ্নলিতে মোট কত লোক তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন;

(গ) সাক্ষাৎকারিগণ মোট কত আবেদন ও অভিযোগপত্র পেশ করিয়াছিলেন; এবং

(ঘ) উক্ত আবেদন ও অভিযোগ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে কি?

[12-40—12-50 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) এমার্জেন্সী অর্থাৎ জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবার পর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

(খ) ও (গ) জনসাধারণের বিপুল সাড়া পাওয়ার জন্য পৃথকভাবে কোন রেকর্ড রাখা সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া বলা যাইতেছে না।

(ঘ) হাঁ, সম্ভবপর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

Shri Nikhil Das:

এই যে আমদরবার করা হয়েছিল এর উদ্দেশ্য কি ছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

জনসংযোগ।

Shri Nikhil Das:

শুধু দেখা করা এটাই উদ্দেশ্য ছিল, না যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপারে কোন অভাব অভিযোগ দেবে সে সম্পর্কে এনকোয়ারী করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করাও এর উদ্দেশ্য ছিল?

Mr. Speaker:

একটু আগেই এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

Shri Nikhil Das:

স্যার, অনেক লোক তাঁর সংগে দেখা করেছেন, তিনি বল্লেন তাঁরা কে কি অভিযোগ করেছেন বলা সম্ভব নয়, কারণ তার রেকর্ড নাই। যদি রেকর্ড না থাকে তাহলে লোকের অভাব অভিযোগের কথা শুনে কি হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

গণসংযোগ মানে অভাব অভিযোগ শ্রবণ করা।

Shri Nikhil Das:

রেকর্ড না থাকলে অভাব অভিযোগের ব্যবস্থা হবে কি করে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সম্ভবপর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

Shri Nikhil Das: The answer is not specific;

কয়টা ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করা হয়েছে?

Mr. Speaker:

উনি তো বলেছেন সম্ভবপর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

Shri Gopal Banerjee:

মুখ্যমন্ত্রী কি আবার আমদরবার করবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

প্রয়োজন মনে হলে করব।

Shri Gopal Banerjee:

কবে করবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বলা তো হয়েছে প্রয়োজন মনে হলে করব।

Shri Nikhil Das:

একথা কি সত্য যে, নিম্নস্তরের একজন সরকারী কর্মচারী উর্ধতন কোন সরকারী কর্মচারী

সম্পর্কে কোন অভিযোগ আমদববাবে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রির কাছে করেছিলেন যার ফলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

না।

Shri Nikhil Das:

এটা কি সত্য মুখ্যমন্ত্রীর চেহারা দেখাবার জন্য এটা করা হয়েছিল?

No reply

Shri Sailendra Nath Adhikary:

আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি দেশে যখন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হল এবং যখন দেশের জনসাধারণের মনোবল অটুট রাখবার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেখা দিল ঠিক সেইসময় জনসংযোগ বন্ধ করে দিলেন কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

জরুরী অবস্থার উদ্ভব হবার পর থেকে এটা বন্ধ করা হয়েছে।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

আমি প্রশ্ন করেছি যখন জনসংযোগ করার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল জরুরী অবস্থা দেখা দেওয়ার ফলে ঠিক সেইসময় এটা বন্ধ করলেন কেন?

Mr. Speaker:

তিনি তো বলেছেন এমারজেন্সি হওয়ার জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন,—ওপিনিয়ন জিজ্ঞাসা করা চলে না।

Shri Bhakti Bhusan Mondal:

আমদববাব করেছিলেন কবে বলুন তো?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বলতে পারি না।

Shri Bhakti Bhusan Mondal:

বন্ধ করলেন কবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বলতে পারি না।

Shri Bhakti Bhusan Mondal:

এমারজেন্সি কবে হয়েছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই প্রশ্ন উঠে না।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:

এই যে আমদববাব এর কোথা থেকে উৎপত্তি?

Mr Speaker:

এই প্রশ্ন উঠে না।

Ranaghat A. C. Hospital

***280.** (Admitted question No. *1251.)

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) রানাঘাট এ জি হাসপাতালের বর্তমান সুপারিন্টেন্ডেন্ট কোন সালে এই হাসপাতালে আসিয়াছেন,

(খ) এই সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর বিরুদ্ধে সরকার কোন অভিযোগ পাইয়াছেন কি না,

(গ) অভিযোগ পাইয়া থাকিলে এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে;

(ঘ) ইহা কি সত্য যে উক্ত হাসপাতালে (১) জলসরবরাহ পর্যাপ্ত নয়, (২) বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা হয় নাই, এবং (৩) অ্যাম্বুলেন্স ও ফোন-এর কোন ব্যবস্থা নাই;

(ঙ) সত্য হইলে এ বিষয় সরকার কী ব্যবস্থা করিতেছেন, এবং

(চ) এই হাসপাতালে ঔষধপত্র প্রয়োজনমত সরবরাহ না হওয়ার ফলে বহু রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত হইতেছে বলিয়া সরকার কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?

Shri Joynal Abedin:

(ক) ১৯৫৮ সালের ১৫ই জুলাই।

(খ) হাঁ।

(গ) অভিযোগ তদন্ত করা হইয়াছে এবং অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

(ঘ)(১) হাঁ।

(২) হাঁ।

(৩) হাঁ।

(ঙ)(১-৩) পর্যাপ্ত জল সরবরাহের জন্য আরও একটি নলকূপ খনন এবং বৈদ্যুতিক আলো দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সাধারণত মফস্বলের এ-জি হাসপাতালের জন্য কোন অ্যাম্বুল্যান্স বা ফোন এর ব্যবস্থা করা হয় না।

(চ) না।

Shri Gour Chandra Kundu:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাধারণত কত বছর থাকেন?

Shri Joynal Abedin:

নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, সাধারণতঃ আমরা তিন বছর রাখি।

Shri Gour Chandra Kundu:

এখানে ৫ বছর রাখছে কারণ কি?

Shri Joynal Abedin:

তিনি যোগ্যতা সহকারে কাজ করেছেন বলে।

Shri Gour Chandra Kundu:

পশ্চিমবংগের আর কোন হাসপাতালে কি এরকম যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তার বা মেডিক্যাল অফিসার নাই?

Shri Joynal Abedin:

সে কথাতো আমি বলিনি। ৫ বছরও থাকতে পারেন।

Shri Gour Chandra Kundu :

সাধারণতঃ ৩ বছর রাখেন, এই লোকটিকে ৫ বছর রাখার কারণ কি?

Shri Joynal Abedin :

আমরা এঁর বদলির কথা চিন্তা করছিলাম, এমন সময় এমারজেন্সি ইমপোজড হল।

Shri Gour Chandra Kundu

এমারজেন্সি ইমপোজড হবার পরে কি কোন ডাক্তার বদলি হননি?

Shri Joynal Abedin :

প্রশাসনিক কাজে যেখানে অত্যাবশ্যক মনে হয়েছে সেখানে বদলি করা হয়েছে।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

এ জি হসপিটাল এর কোন সুপারিন্টেন্ডেন্ট কি বদলি হননি?

Shri Joynal Abedin:

যখন অপরিহার্য মনে হয়েছে বদলি করা হয়েছে।

Shri Narayan Choubey :

কি কি অভিযোগ পেয়েছেন বলবেন কি?

Shri Joynal Abedin :

অভিযোগ হয়েছিল টাকা নিয়ে পেসেন্ট ভর্তি করেন।

[12-50—2-00 p.m.]

শ্রীনারায়ণ চৌবেঃ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি এই যে এনকোয়ারী হয়েছে এই এনকোয়ারী অফিসার কে ছিলেন?

শ্রীজয়নাল আবেদীনঃ সি এম ও এইচ, নদীয়া।

শ্রীনারায়ণ চৌবেঃ এই এনকোয়ারীর রিপোর্ট কবে গেছে বলতে পারেন কি?

শ্রীজয়নাল আবেদীনঃ এনকোয়ারী রিপোর্ট সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু বলে দিচ্ছি—২৯ শে জুন, ১৯৬২।

শ্রীলুৎফল হকঃ এই যে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারী হয়েছিল এই এনকোয়ারী কি যারা অভিযোগ করেছিল তাদের সামনে হয়েছিল?

শ্রীজয়নাল আবেদীনঃ আমি বলেছি যে এই তদন্তের আগে যারা অভিযোগ করেছিল তাদের লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তদন্তের সময় উপস্থিত থাকার জন্য। যারা অভিযোগ করেছিল তারা উপস্থিত ছিল না। সি এম ও এইচ শত চেষ্টা করেও তাদের খোঁজ করতে পারেন নি।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ঃ এই হাসপাতালে কত দিনে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ, বিদ্যুত সরবরাহ হবে বলে আশা করছেন?

শ্রীজয়নাল আবেদীনঃ সঠিক বলতে পারা সম্ভব নয়।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জীঃ এই হাসপাতালটা কতদিন হয়েছে?

শ্রীজয়নাল আবেদীন ঃ ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে এটা চলে আসছে।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জীঃ এটা তাহলে এখনও টেমপোরারী লিস্টে চলছে?

শ্রীজয়নাল আবেদীনঃ এখনও এর স্ট্যাটাস টেমপোরারী।

শ্রীবলাইলাল দাস মহাপাত্রঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন এ জি হাসপাতালগুলির জন্য বছরে কত টাকার ওষুধ বরাদ্দ রয়েছে এবং কতদিন অন্তর অন্তর দেওয়া হয়?

শ্রীজয়নাল আবেদীনঃ সাধারণ হাসপাতালের যা বরাদ্দ তার থেকে এদের পৃথক কোন বরাদ্দ নেই। তবে এই হাসপাতালের জন্য যদি কোন প্রশ্ন করেন তাহলে পৃথক নোটিশ দিলে আমি বলতে পারব।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারীঃ এই হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্টের মাতুল আপনার দপ্তরের উচ্চ চাকরিতে আছে। আপনি কি জানেন তিনি মামার জোরে আছেন?

শ্রীজয়নাল আবেদীনঃ না।

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডুঃ আপনি বললেন অভিযোগের তদন্তের সময় ডাকা হয়েছিল কিন্তু আসেনি। অভিযোগের তদন্ত করার জন্য করে ডাকা হয়েছিল এবং অভিযোগটা নারী ঘটিত কিনা সেটা বলবেন কি?

শ্রীজয়নাল আবেদীনঃ আমি আগেই বলেছি সি এম ও এইচ তদন্ত করতে যাওয়ার আগে অফিসিয়াল চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন। ভিত্তিহীন অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অপ্রয়োজন বলে মনে করি।

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডুঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন হাসপাতালে কটা টিউবওয়েল আছে?

শ্রীজয়নাল আবেদীনঃ একটা।

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডুঃ কতগুলি রোগী আছে?

শ্রীজয়নাল আবেদীনঃ একশোটা।

Jute-production in 1962

***281.** (*Admitted question No. *1259.*)

শ্রীনির্মল দাস : *কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—*

(ক) ১৯৬২ সনে পশ্চিম বাংলায় কত পাট উৎপাদন হইয়াছে, এবং

(খ) ১৯৬২ সনে খোলাবাজারে পাটের দাম কত ছিল?

দি অনারেবল স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়: (ক) ৩১১২·৮ হাজার বেল (১ বেল=৪০০ পাউন্ড)

(খ) (১) মণ প্রতি প্রাথমিক মূল্য (যে মূল্য কৃষক পাইয়াছে) ছিল ২০ টাকা ও ৩১·৯৪ নয়া পয়সার মধ্যে।

(২) এই রাজ্যের সেকেন্ডারী জুট মার্কেটে মণ প্রতি উক্ত পাটের মূল্য ছিল ২০·৭৬ নয়া পয়সা ও ৩৩·৩৫ নয়া পয়সার মধ্যে।

শ্রীনির্মল দাস: জুট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির মারফত যে দামে কেনা হয়েছে সেটা কি ৩১ টাকা দর?

দি অনারেবল স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়: এটা হচ্ছে প্রাইমারী মার্কেট মানে চাষীদের কাছে যে দামটায় পাওয়া যায়।

শ্রীনির্মল দাস : কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির মারফৎ যেটা কিনেছেন তার নিম্নতম দরটা কত বাঁধা ছিল?

দি অনারেবল স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়: এটা হল গ্রামের নিম্নতম দর। কালকে ৩০ টাকা আসাম বটম গভর্ণমেণ্ট অব ইন্ডিয়া বেঁধে দিয়েছেন।

Shri Kamal Kanti Cuha :
আপনি বল্লেন ২০ টাকা যেটা ৩১ টাকা পর্যন্ত ছিল—৩১ টাকা কোন্ কোন্ মাসে ছিল বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
এক এক জেলায় এক এক রকম ছিল জলপাইগুড়ি জেলায় সেপ্টেম্বর মাসে ছিল ২৫ ৯৮ নয়া পয়সা, অক্টোবরে ২২·৬২, নভেম্বর মাসে ২১·৭৫, ডিসেম্বর মাসে ২১ টাকা, জানুয়ারী মাসে ২৩ টাকা, ফেব্রুয়ারী মাসে ২৬·৬ নঃ পঃ, মার্চ মাসে ২৬·৯০ নঃ পঃ, এপ্রিল মাসে ২২·৭৫, মে মাসে ২২ ৮০, জুন মাসে ২৩ টাকা। দেখা যাচ্ছে বনগাঁ-এ সেপ্টেম্বর মাসে ছিল ৩১ ৯৪, অক্টোবরে ৩০ ৫৩, নভেম্বর মাসে ২৭ ৬৭ —এই রকম কোন কোন জায়গায় ২৯·৫০, কোন জায়গায় ২৮ টাকা, কোন জায়গায় ২৭·৩৩ এর সংখ্যা ছিল।

Shri Kamal Kanti Cuha:
পাটের বাজারে জলপাইগুড়িতে পাটের কোন গুরুত্ব নেই, যেখানে কোচবিহার জেলায় পাটের গুরুত্ব রয়েছে পাটের বাজারে আপনি জলপাইগুড়ির হিসাব দিলেন, কোচবিহার জেলার হিসাবটা দিবেন কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
কোচবিহারে সেপ্টেম্বর মাসে ছিল ২৩ ৮০, অক্টোবরে ২২ ২৫, নভেম্বরে ২০ টাকা, ডিসেম্বরে ২০·৫, জানুয়ারীতে ২১·৮৯, ফেব্রুয়ারীতে ২৪·৫, মার্চে ২১·৪৪, এপ্রিলে ২২·২৩, মে মাসে ২৩·৪, জুনে ২২·৮২।

Shri Kamal Kanti Cuha:
তা হলে দেখা যাচ্ছে কোচবিহারে কোন সময়ে ২৩ টাকার বেশী উঠেনি—আপনি যে ৩১ টাকার কথা বল্লেন এটা কোন জেলায় উঠেছিল?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
আমি তো বলেছি ২৪ পরগণার বনগাঁতে।

Shri Sailendranath Adhikary:
মুর্শিদাবাদ জেলায় কি দর ছিল এই পিরিয়ডে?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
মুর্শিদাবাদ জেলায় হোয়াইট বটম ছিল সেপ্টেম্বর মাসে ২৮ টাকা, অক্টোবরে ২৬·৯৪, নভেম্বরে

২৪·৪৯, ডিসেম্বরে ২২·৯৫, জানুয়ারীতে ২২·৭০, ফেব্রুয়ারীতে ২২ টাকা, মার্চে ২২·৯০ এপ্রিলে ২৩ টাকা, মে মাসে ২০ টাকা, জুনে ২৩ টাকা।

Shri Gour Chandra Kundu:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে ইস্ট পাকিস্তানে পাটের দাম মণকরা অত্যন্ত কম এবং সেখানকার কম দামের পাট আমাদের পশ্চিমবংগের নদীয়া জেলার বর্ডার দিয়া চোরাই চালান দিয়ে আনার জন্য পাটের দাম ফল করে- এই চোরাই চালান বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করছেন?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

চোরাই চালান এত বেশী আসে না যার জন্য দাম কমে যাবে।

Shri Birendra Narayan Roy:

কত পাট আসে পাকিস্তান থেকে?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

সে খবর আমি এখন দিতে পারবো না।

Shri Kamal Kanti Cuha:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে কোচবিহার জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, কাষ্টমস সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং কোচবিহার জেলায় সমস্ত এস ডি ও রা মিলে একটা কনফারেন্স করেছেন যাতে পাকিস্তান থেকে এত বেআইনভাবে যে পাট আসছে তাকে কি করে প্রতিরোধ করা যায় এবং তার জন্য একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা সেখানে গড়ে তুলেছেন?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

তারা যদি কনফারেন্স করে থাকেন তো ভালই।

Shri Kamal Kanti Cuha:

আপনি বলছেন যে এতবেশী পাট আসে না যার জন্য পাটের দাম ফল করছে কিন্তু বেশী আসে বলেই তো তাঁরা একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন এটা কি জানেন?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

সেটা কোচবিহার জেলার পক্ষে বেশী আসতে পারে কিন্তু সারা পশ্চিমবাংলার পক্ষে বেশী আসে না।

Shri Nikhil Das:

আপনি যে ২০ টাকা দামে বল্লেন পাট বিক্রী হয় প্রডিউসারদের এই পাট গ্রো করতে মণ প্রতি যে খরচ পড়ে এই ২০ টাকা কি তার চেয়ে কম নয়?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

কৃষকদের পাট তৈরী করতে মণ প্রতি কত খরচ পড়ে সে সম্বন্ধে নানামত আছে, তবে ব্যাক্তিগত ভাবে আমি মনে করি এরচেয়ে বেশী হলে কৃষকদের সুবিধা হয়।

Shri Gour Chandra Kundu:

পাটের দাম কম যাওয়ার ফলে কৃষকরা যে অসুবিধায় পড়েছে সেটা দূর করবার জন্য আগামী মরশুমে পশ্চিমবংগ সরকারের তরফ থেকে ৩৫ টাকা মণ দরে পাট কেনার ব্যবস্থার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি? বা একটা নিম্নতম দর বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

দর বাঁধাটা আমাদের হাতে নয়, কেননা এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের অন্তর্ভুক্ত। ভারত গভর্ণমেণ্ট দর বেঁধে দেন, ৩০ টাকা, দর বেঁধে দিয়েছেন। তবে আমাদের যে ওয়ারহাউজিং কেস আসছে এটা হলে চাষীদের পক্ষে সুবিধা হবে।

Mr. Speaker: Question time is over.

Starred questions to which answers were laid on the table.

Minimum price of rice

***282.** (*Admitted question No. *1260.*)

শ্রীনিখিল দাস: খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—ধানের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দিবার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Minister for food and Supplies:
ধানের নিম্নতম দর কেন্দ্রীয় সরকার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নির্ধারণ করেন। রাজ্যসরকারের এ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা নাই।

Proposal for a chest clinic at Aurangabad

***283.** (Admitted question No. *1261.)

শ্রীলুৎফল হক্‌: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার অরঙ্গাবাদ অঞ্চলে কোন চেষ্ট-ক্লিনিক স্থাপন সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন কি,

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, উক্ত চেষ্ট-ক্লিনিকের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে কিনা, এবং

(গ) উক্ত ক্লিনিকের স্থাপন উদ্দেশ্যে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে সরকার কোন অনুদান পাইয়াছেন কিনা?

The Minister for Health:

(ক) প্রশ্ন উঠে না

(খ) (গ) হাঁ।

Sinking and re-sinking of tube-wells at Suti

***284.** (Admitted question No. *1264.)

শ্রীলুৎফল হক্‌: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) ১৯৬২-৬৩ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী কেন্দ্রে কতগুলি নলকূপ (সিংকিং অ্যান্ড রি-সিংকিং) মঞ্জুর করা হইয়াছিল,

(খ) ইহার মধ্যে কতগুলির স্থাপনা কার্য সমাধা হইয়াছে, এবং

(গ) যেগুলির খননকার্য সমাধা হয় নাই, তাহা কেন হয় নাই?

The Minister for Health

(ক) মোট ২৪ টী নলকূপ (সিংকিং এ্যান্ড রিসিংকিং) মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

(খ) দুইটী নূতন নলকূপ স্থাপনার কার্য সমাধা হইয়াছে।

(গ) উপরোক্ত নলকূপগুলির কার্য যে ঠিকাদারকে বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার ত্রুটীর জন্য উহা সময়মত সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। সে কারণ উক্ত ঠিকাদারকে বাতিল করিয়া নূতন ঠিকাদার নিয়োগ করতঃ অসমাপ্ত কার্যগুলি যাহাতে আত সত্বর সমাপ্ত করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

Minority Commission

***285.** (Admitted question No. *1265.) **Shri Abdul Latif:** will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Political) Department be pleased to state—

(a) the function of the Minority Commission of West Bengal

(b) the works that are being done by them at present ; and

(c) the names of the members of the Minority Commission?

The Minister for Home (Political) :

(a) The function of the Minority Commission has been laid down in the Agreement between the Prime Ministers of India and Pakistan of April, 1950. Briefly, its function is to advise Government on matters relating to Minority Affairs as covered by the said Agreement.

(b) & (c) Till August 1, 1963, two members of the Commission had been carrying out the work entrusted to the Commission. As the members became ineligible to continue in the Commission their membership has been terminated with effect from the aforesaid date, and the question of reconstitution of the Commission is under examination of the Government.

Pending reconstitution of the Minority Commission, West Bengal, the day-to-day functions of the Commission are being carried on by the Secretary to the Commission.

Further starred question to which answer was laid on the table.

Sinking of tubewells in Haldibari police-station.

***221.** (Admitted question No. *830.)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান : উন্নয়নবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেখলিগঞ্জ মহকুমা উন্নয়ন কমিটি কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি থানার জলসংকট মোচনের জন্য সরকার মঞ্জুরীকৃত পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৯৬২-৬৩ সালে যে ১৭১টি কূপ খননের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল তাহার মধ্যে একটি কূপও খনন করা হয় নাই, এবং

(খ) সত্য হইলে কি কি কারণে কূপ খনন এখনও সম্ভবপর হয় নাই?

The Minister for Development

(ক) ১৯৬২-৬৩ সালে মেখলীগঞ্জ মহকুমার অধীন হলদীবাড়ী থানায় লোকাল ডেভেলেপমেণ্ট ওয়ার্কস প্রোগ্রামের আওতায় পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য ২৫,৬৫০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু উক্ত প্রকল্পের অধীন কোন কূপ খনন উক্ত বৎসরে সম্ভব হয় নাই।

(খ) পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণ প্রয়োজনীয় সিমেণ্ট সময়মত সংগ্রহ করিতে না পারায় কোন কূপ খনন সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া কুচবিহার জেলা উন্নয়ন পর্যৎ ১১-২-৬৩ তারিখের পূর্বে প্রকল্পগুলি অনুমোদন করিতে সমর্থ হন নাই।

UNSTARRED QUESTIONS TO WHICH WRITTEN ANSWERS WERE LAID ON THE TABLE

Promotion of Agricultural Workers

551. (Admitted question No. 843.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা: কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬২ সালে কৃষি বিভাগের কর্মিগণের মধ্য হইতে কতজনকে এ্যাসিস্টেণ্ট এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন অফিসার পদে উন্নীত করা হইয়াছে,

(খ) উক্ত অফিসারদের সকলেই উক্ত পদে কার্য করিতেছেন কিনা,

(গ) পদোন্নতির জন্য কি কি বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছে,

(ঘ) ইহা কি সত্য যে উক্ত অফিসারদের কেহ কেহ পদোন্নতি লাভ করিবার পরও নূতন পদে যোগদান করেন নাই, এবং

(ঙ) সত্য হইলে ইহার কারণ কি?

The Minister of State for Agriculture:

(ক) ২৪৪ জনকে।

(খ) হ্যাঁ, করিতেছেন।

(গ) (১) কৃষি পরিদর্শক, ক্ষেত্র সহায়ক, পাটক্ষেত্র সহায়ক, খাদ্যোৎপাদন সহায়ক, গ্রামসেবক, কৃষি প্রদর্শক, ইউনিয়ন কৃষি সহায়ক এবং ফিলড্‌ম্যান হিসাবে অন্যূন দশ বৎসর কার্য করিয়া থাকা চাই,

(২) ঐ দশ বৎসরের মধ্যে অন্যূন পাঁচ বৎসরের হাতেকলমে কৃষি কাজ করার অভিজ্ঞতা,

(৩) ঐ দশ বৎসরের মধ্যে ন্যূনপক্ষে এক বৎসরকাল সরকারী কোন কৃষি শিক্ষা নিকেতনে অথবা অনুমোদিত অন্য কোন কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত থাকা চাই,

(৪) পদোন্নতির জন্য স্থায়ীপদে নিযুক্ত থাকা চাই,

(৫) সরকারী ৩০১৫(৫০) নং স্মারক তারিখ ১৮-৮-৬১ বর্ণিত নীতি অনুসারে পদোন্নতি স্থিরীকৃত হয়।

(ঘ) ইহা সত্য নহে।

(ঙ) 'ঘ'-এর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

Provident Fund money of Berhampur Municipal employees

552. (Amitted question No 848)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) ইহা কি সত্য যে, বহরমপুর পৌরসংস্থা তাহার কর্মচারীগণের প্রভিডেন্ট ফান্ড হইতে ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে বিভিন্ন দফায় ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত মোট ৯০,৭৩৬·৫৫ নয়া পয়সা তুলিয়া লইয়াছেন এবং অদ্যাবধি সে টাকা পরিশোধ করেন নাই।

(খ) সত্য হইলে উক্ত কর্মচারিগণ তাহাদের প্রদত্ত অর্থের সুদ হইতে বঞ্চিত হইবেন কিনা, এবং

(গ) উক্ত টাকা সুদ সহ প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা দিবার কোন নির্দেশ সরকার দিতেছেন কিনা?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats:

(ক) ১৯৫৩-৫৪ সালে বহরমপুর পৌরসভার কমিশনারগণ উক্ত পৌরসভার কর্মচারিগণের প্রভিডেন্ট ফান্ডের আমানতি টাকা হইতে ৪০,০০০ টাকা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত ঋণ ১৯৫৫-৫৬ সালে পরিশোধ করিয়াছেন।

উক্ত ঋণ ব্যতীত ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসরই পৌরসভার কর্মচারিগণের বেতন হইতে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবত যথারীতি টাকা কাটিয়া লওয়া সত্ত্বেও মোট ৫০,৭৩৬·৫৫ নয়া পয়সা উক্ত ফান্ডে পৌরকর্তৃপক্ষ জমা দেন নাই। উক্ত টাকার মধ্যে ১৯৬০-৬১ সাল হইতে ১৯৬৩ সালের ৫ই আগষ্ট পর্যন্ত মোট ১৭,৩৭৬·৫০ নয়া পয়সা পৌরকর্তৃপক্ষ শোধ করিয়াছেন।

(খ) না। পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদের হার অনুযায়ী উক্ত ঋণের উপর সুদ দেওয়া সরকার ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করিয়াছেন।

(গ) সুদ সহ ঋণ পরিশোধ করার জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Schemes for the increase of Food Production in Malda district

553. (Amitted question No 851)

ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি : কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা হইবার পর মালদহ জেলায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা কোথায় কোথায় অবলম্বন করা হইয়াছে, এবং

(খ) এইসব পরিকল্পনাগুলি প্রত্যেকটির জন্য কত ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে এবং কাজ আরম্ভ হইয়াছে কিনা?

Statement referred to in reply to clause (ka) of the unstarred question No. 555.

'ক' বিবরণী

Re : Names of unions and thanas under which the Night Schools are situated.

Thana		Union-Anchal	Name of the Night Schools
Gazole	1	Alal Anhal-2	(i) Alal Mahila Samity
			(ii) Paharpurta Night School
	2	Karkach Anchal-1	Amaitor S. E. Centre
	3.	Dewtola Anchal-2	(i) Dhaoel S. E. Centre
			(ii) Dhaoel Mahila Samiti
	4	Chacknagar Anchal 1	Chack S. E. Centre
	5	Salaidanga Anchal 1	Manikor S. E. Centre
	6	Sahazedpur Anchal 1	Rampur Mahila Samiti.
	7	Gazole Anchal 2	(i) Gazole Mahila Samiti
			(ii) Durgapur S. E. Centre
	8	Bairgachi Anchal 3	(i) Kalabad S. E. Centre
			(ii) Saharol Night School
			(iii) Akalpur Night School
	9	Majhra Anchal 2	(i) Hariramput Mahila Samiti
			(ii) Parol A. E. Centre
	10	Ramganj Anchal 3	(i) Krishnagar S. E. Centre
			(ii) Sardarpur Night School
			(iii) Shimuljhuri Night School
[illegible]	1	Rishipur Anchal 2	(i) Rishipur Mahila Samiti
			(ii) Rishipur S. E. Centre
	2	Aiho-Anchal 1	(i) Aiho Mahila Samiti
	3.	Bulbulchandi Anchal-4	(i) Soladanga A. E. Centre
			(ii) Manahorpur S. E. Centre
			(iii) Anail S. E. Centre
			(iv) Bulbulchandi Mahila Samiti.
	4	Aktail Anchal-2	(i) Kendpukur Mahila Samiti
			(ii) Tapashar Night School

Thana.	Union-Anchal	Name of the Night Schools.
	5 Baidyapur Anchal-3	(i) Harishchandrapur S E Centre.
		(ii) Harishchandrapur Mahila Samiti
		(iii) Basantapur Night School
	6 Dhumapur Anchal 2	(i) Mahila Samiti Singabad
		(ii) Chandihar S E Centre
	7 Mangalpura Anchal 3	(i) Nakail Mahila Samiti
		(ii) Khochakandor S E Centre
	8 Jagail Anchal 1	Nimbari Mahila Samiti
	9 Habibpur Anchal 1	Haldarpara A E Centre
	1 Jagdala Union 2	(i) Jagdala A E Centre
		(ii) Ashrampur A E Centre
	2 Pakuahat Union 1	Mirzapur Night School
	3 Palashbari Union 2	(i) Bhadreswar Night School
		(ii) Dihatti Night School

Statement referred to in reply to clause (kha) of unstarred question No 555

'খ' বিবরণী

Regarding amount of Government grants distributed to the Night Schools during the last five years

Year	Total amount spent.
	Rs
1958 59	5 610 00
1959-60	6 220 00
1960-61	6,600 00
1961 62	6,360 00
1962 63	8 910 00

Monthly Allowance to Political Workers of Ghatal Subdivision, Midnapore

556. (Admitted question No. 909.)

শ্রীমৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য : অর্থ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার কাহাকে কাহাকে কোন্ তারিখ হইতে মাসিক কত টাকা করিয়া রাজনৈতিক ভাতা দেওয়া হইতেছে,

(খ) মাসিক ভাতা ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক কর্মীদের কাহাকে কত দফায় কত টাকা কোন্ কোন্ তারিখে (লাম্প গ্রান্ট) এককালীন অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হইয়াছে,

(গ) ইহা কি সত্য যে, এই মহকুমার কাহাকে কাহাকে রাজনৈতিক ভাতা কয়েকমাস দেওয়ার পর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে,

(ঘ) সত্য হইলে, তাহার কারণ কি, এবং

(ঙ) বর্তমানে এই মহাকুমার কতজনের রাজনৈতিক কর্মীভাতা পাওয়ার আবেদন বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং তাঁহাদের নাম কি?

Minister of Finance :

(ক) হইতে (ঙ) প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী-সংকলন সময়সাপেক্ষ। জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সংগৃহীত হইবার পর যথা সময়ে বিধানসভায় পেশ করা হইবে।

Pay-protection of Teachers of City Jubilee U.P. School, Calcutta

557. (Admitted question No 941) **Shri Sanat Kumar Raha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

(a) if it is a fact that the teachers of City Jubilee U P School, Calcutta-7, are not getting the benefit of pay-protection as provided for in the Government Order No 853-Edn (D), dated the 3rd 9th March, 1962, and

(b) if so, reasons therefor?

The Minister for Education: (a) and (b) Pending clarification of certain points, payment of grants for a few months was withheld The District Inspector of Schools has since taken steps to make payment of the said grant

Accommodation of Court Hazat in Asansol Court

558. (Admitted question No 943) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state

(a) whether the Government is aware that the existing capacity of the Court Hazat (lock-up) in the Asansol Court is insufficient to accommodate the male under-trials and that the female under-trials are to remain outside the lock-up and are put into inconveniences?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative will the Hon'ble Minister be pleased to state-

(i) if the total under-trials out-numbered the accommodating capacity of the said Hazat on any date between March, 1963 to June, 1963;

(ii) if so, the relevant dates, and

(iii) whether the Government has any proposal to increase the accomodating capacity of the said Hazat?

The Minister for Land and Land Revenue:

(a) Yes.
(b) (i) and (iii) Yes.
(ii) On several days during the period.

Package Programme Loans in Bhater and Ausgram Blocks, Burdwan

559. (Admitted question No. 946.)

শ্রীঅশ্বিনী রায় : কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য বর্ধমান জেলার ভাতার ও আউসগ্রাম ১ নং ও ২ নং উন্নয়ন ব্লকের জন্য প্রতিটি ব্লককে ইন্টেন্সিভ কাল্টিভেসন স্কীম-এ কত টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে,

(২) উক্ত মঞ্জুরীকৃত ঋণের কত পরিমাণ নগদ অর্থ এবং কত পরিমাণ সার ও বীজ বাবদ ২২এ জুলাই পর্যন্ত ব্যয় করা হইয়াছে, এবং

(৩) প্রতি ব্লকে প্রদত্ত ঋণের মধ্যে—
(১) ১০ বিঘা পর্যন্ত
(২) তদূর্ধ্ব ২০ বিঘা পর্যন্ত
(৩) তদূর্ধ্ব ৩০ বিঘা পর্যন্ত
জমির মালিকের সংখ্যা ও ঋণের পরিমাণ কত?

The Minister of State for Agriculture:

	ভাতার ব্লক				আউস গ্রাম ১নং ব্লক	২নং ব্লক
	টাকা				টাকা	টাকা
(১)	৫,৬৯,২৩০.০০	--	--	--	১,৪১,০৫২.০০	৪,০৯,০০০.০০
(২)	নগদ অর্থ বাবদ ৪,৮০,৬৮২.০০	--	--	--	১,২৪,৪১০.০০	৪,০৬,৯৯৫.০০,
	সার ও বীজ বাবদ ৮৮,৫৪৮.০০	--	--	--	১৬,৬৩৭.০০	০২,০০৫.০০,
মোট	৫,৬৯,২৩০,০০ টাকা	--	--	--	১,৪১,০৫২.০০	৪,০৯,০০০.০০

(৩) মালিকের সংখ্যা		ঋণের পরিমাণ	মালিকের সংখ্যা		ঋণের পরিমাণ	মালিকের সংখ্যা		ঋণের পরিমাণ
		টাকা			টাকা			টাকা
৯২৫	--	১,৫৫,২৯৫.০০	২১০	--	৩১,৫৫৫.০০	১,০১১	--	১,৫৮,০১৫.০০
৮১৮	--	২,০৪,৪১৫.০০	২৮০	--	৫৭,২১৫.০০	১,২৫১	--	১,৯৯,৪২৫.০০
২৯৩	--	১,৪৬,৫০০.০০	১৪৬	--	৪৪,৮১২.০০	৪১৮	--	১,০২,০৯০.০০

Lift Irrigation Scheme in Burdwan district

560. (*Admitted question No 985.*) **Shri Aswini Roy:** Will the Minister of State for Agriculture be pleased to state—

(*a*) whether the Government has any scheme to introduce the Lift Irrigation system in the Damodar Valley Command area in the district of Burdwan;

(*b*) if so—

(i) the names of the places where this system will be introduced, and

(ii) the estimated acreage to be irrigated in Aman and Rabi seasons?

The Minister of State for Agriculture: (*a*) There is no general scheme for installing Lift Irrigation units in the Damodar Valley Command area.

(*b*) (i) and (ii) Do not arise.

Central Sericultural Research Station, Berhampore

561 (Admitted question No. 991.) **Shri Deb Saran Ghosh:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cottage and Small Scale Industries Department be pleased to state—

(a) what is the total area of land and the exact valuation of the land and building so far transferred (made over) to the Central Sericulture Research Station at Berhampore and its Sub-station at Kalimpong by the Government of West Bengal and what are terms and conditions of this transfer,

(b) what contribution, if any, has been made by the Central Sericulture Research Station at Berhampore since 1956 in the field of Sericulture Industry of West Bengal,

(c) whether the Government of West Bengal has any contemplation to set up units for Sericulture Research work of its own at Berhampore and Malda,

(d) if so, for what purpose, and

(e) what is the relation between the Central Sericulture Research Station at Berhampore and State (West Bengal) Sericulture Department?

The Minister for Cottage and Small Scale Industries: (a) About 150 bighas of land and buildings standing thereon have been transferred to the Government of India for development of Central Sericulture Research Station at Berhampore and its Sub-station at Kalimpong during the period from 1943 to 1960 The details of the approximate valuation are given below:

	Rs.
1943	
Land (about 24 bighas) and building at Kalimpong	1,30,000
Land (about 40 bighas) and building at Berhampore	2,00,000
1960	
Land (about 87 bighas)	1,70,000
	5,00,000

Land and buildings have been made over free of cost. No terms and conditions have been imposed

(b) No remarkable contribution has yet been made in the field of the Sericulture Industry of West Bengal, research work is carried out exclusively to find the fittest hybrid races for the West Bengal climate and condi-

tion. The menace of the Uji fly prevalent in West Bengal is being tackled by the Institute at Berhampore. In addition research work on the best type of mulberry particularly for the Hill areas is being experimented upon at Kalimpong.

(c) There is, at present, no contemplation to set up any full-fledged research unit either at Berhampore or at Malda, although some experimental and selection work on mulberry and silk-worm races is being carried out to tackle the local problems.

(d) Does not arise

(e) Cordial

Collection of Agriculture and Group Loan in Tufanganj Subdivision

562. (Admitted question No 1003.)

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে : ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত তুফানগঞ্জ মহকুমায় প্রদত্ত কৃষি লোন ও গ্রুপ লোনের মোট কত টাকা অদ্যাবধি আদায় করা গিয়াছে,

(খ) উক্ত টাকা আদায়ের জন্য কত সংখ্যক ক্রোক ও সার্টিফিকেট জারী করতে হয়েছে, এবং

(গ) ক্রোক এবং সার্টিফিকেট দ্বারা আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ কত?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) ৮,১৭,৯৪৭ টাকা।

(খ) সার্টিফিকেট ১,৩১৩, ক্রোক—৮৬০।

(গ) ১,০৫,৬৫১ টাকা।

Establishment of a Mental Hospital in Murshidabad district

563. (Admitted question No 1067.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় উন্মাদদিগের আবাস ও চিকিৎসাগার সংস্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

(খ) পরিকল্পনা থাকলে, কোথায় এবং কবে উহা সংস্থাপিত হইবে?

The Minister for Health:

(ক) হ্যাঁ, আছে।

(খ) বহরমপুরস্থিত 'বোরস্টাল স্কুল' গৃহে ৩৫০-শয্যাবিশিষ্ট একটি উন্মাদ চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইবে। উক্ত স্কুলের বর্তমান গৃহসমূহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাধন নতুন গৃহ-নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় কার্যের জন্য ১৪·৬৯ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হইয়াছে।

District-wise Tribal College Students in West Bengal

564. (Admitted question No 1070.)

শ্রীনিমাই চাঁদ মুর্মু : আদিবাসি-মঙ্গল বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -

(ক) পশ্চিম বাংলায় কোন জেলায় কোন কোন কলেজে পাঠরত আদিবাসী ছাত্রছাত্রী আছে, এবং

(খ) তাহাদের মধ্যে সরকার কর্তৃক বাৎসরিক সাহায্যের হার কোথায় কত?

The Minister for Tribal Welfare:

(ক) চলতি বৎসর সংক্রান্ত তথ্য বর্তমানে সংগৃহীত নাই। তবে ১৯৬২-৬৩ সালের তথ্য নিম্নে 'চ' বিবরণীতে দ্রষ্টব্য।

(গ) শিক্ষার স্তর ভেদে সাহায্যের পরিমাণ বিভিন্ন, কিন্তু স্থান ভেদে উহার কোন তারতম্য নাই। কলেজকে দেয় সকল ফি এবং তৎসহ নিম্নে বর্ণিত 'ছ' বিবরণীতে উল্লিখিত হারে মাসিক সাহায্য দেওয়া হয়।

Statement referred to in reply to clause (ka) of unstarred question No. 564.

'চ' বিবরণী

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে সকল কলেজে ১৯৬২-৬৩ সালে আদিবাসী ছাত্র অধ্যয়ন করিত তাহার তালিকা

জেলার ও কলেজের নাম

কলিকাতা:

(১) সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
(২) আনন্দমোহন কলেজ
(৩) বেথুন কলেজ
(৪) মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ
(৫) চারুচন্দ্র কলেজ
(৬) সেন্ট পলস্ কলেজ
(৭) সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (মহিলা)
(৮) সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজ
(৯) বিদ্যাসাগর কলেজ
(১০) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
(১১) আশুতোষ কলেজ
(১২) স্কটিশ চার্চ কলেজ
(১৩) মেডিক্যাল কলেজ
(১৪) শ্যামাপ্রসাদ কলেজ
(১৫) উমেশচন্দ্র কলেজ
(১৬) আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ
(১৭) সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (সান্ধ্য)
(১৮) বিদ্যাসাগর কলেজ (সান্ধ্য)
(১৯) হেরম্বচন্দ্র কলেজ
(২০) ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুল

দার্জিলিং:

(১) শিলিগুড়ি কলেজ
(২) দার্জিলিং গভর্ণমেন্ট কলেজ
(৩) সেন্ট জোসেফস্ কলেজ
(৪) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

২৪-পরগনা:

(১) খোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ
(২) বঙ্কিম সরদার কলেজ
(৩) বসিরহাট কলেজ
(৪) সুন্দরবন হাজি দশরথ কলেজ
(৫) [illegible]

(১) বাঁকুড়া খ্রীস্টান কলেজ
(২) কে. জি. ইঞ্জিনীয়ারিং ইন্সটিটিউট
(৩) বাঁকুড়া সাম্মিলনী কলেজ
(৪) রামানন্দ কলেজ

(১) নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ
(২) নেতাজী মহাবিদ্যালয়
(৩) রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ
(৪) বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়
(৫) রাজা পিয়ারীমোহন কলেজ
(৬) শ্রীরামপুর কলেজ

জেলার ও কলেজের নাম

(১) মেদিনীপুর কলেজ
(২) গড়বেতা কলেজ
(৩) খড়্গপুর কলেজ
(৪) রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
(৫) রাজা নরেন্দ্রলাল খান উইমেন্স কলেজ
(৬) পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ
(৭) সেবায়তন মহাবিদ্যালয়
(৮) ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ
(৯) ঝাড়গ্রাম পলিটেক্নিক

(১) মেমারী বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল কলেজ
(২) বর্ধমান রাজ কলেজ

(১) জলপাইগুড়ি পলিটেক্নিক
(২) আলিপুরদুয়ার কলেজ

(১) ভিক্টোরিয়া কলেজ
(২) দিনহাটা কলেজ

(১) শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ
(২) নরসিংহ দত্ত কলেজ

(১) জে কে কলেজ
(২) নিস্তারিণী কলেজ

বীরভূম:

(১) ইন্সটিটিউট অফ হাইয়ার এডুকেশন

(২) বোলপুর কলেজ

মালদহ:

(১) মালদহ কলেজ

পশ্চিম দিনাজপুর:

(১) বালুরঘাট কলেজ

Statement referred to in reply to clause (kha) of unstarred question No. 564

'খ' বিবরণী

	Course of study (1)	Monthly rates for hostellers (2)	Monthly rates for Day Scholars (3)
		Rs	Rs
I	Pre-University, I.Sc., I.A., I.Com., I.Sc. Agr., B.Sc., B.A., B.Com.	[illegible]	[illegible]
II	M.Sc., M.A., M.Com., LL.B. and Final Year Hons. courses	50	35
III	D.Sc., D.Litt., Ph.D.	60	45
IV	Diploma courses in Agriculture, Veterinary Science, Hygiene and Public Health course, Sanitary Inspector's course, Pre-Engineering and Pre-Medical course	30	27
V	Diploma and Degree courses in Indian Medicine	40	27
VI	Teacher's Training and Physical Education		
	(a) Undergraduate course	40	27
	(b) Post graduate course	50	35
VII	B.Sc. in Agriculture, B.V.Sc.	50	35
VIII	Post graduate course in Agriculture	60	45
IX.	Bachelor of Nursing and Bachelor of Pharmacy	65	50
X.	Diploma/Certificate courses in Engineering, Technology, Architecture, Medicine and courses for Overseers, and Draftsmen	65	50
XI.	Degree courses in Engineering, Technology, Architecture and Medicine	75	60
XII.	Trade courses, e.g., Telegraphy, Book-keeping, Shorthand, Tailoring, Tanning and Leather goods manufacture		Ad hoc financial assistance at the rate of Rs. 20 per month (inclusive of fees)

বিদ্যালয়ের নাম	মঞ্জুরীকৃত আবেদন পত্রের সংখ্যা					
	১৯৬০-৬১		১৯৬১-৬২		১৯৬২-৬৩	
	আদিবাসী	তফসিলী	আদিবাসী	তফসিলী	আদিবাসী	তফসিলী
উচ্চ বিদ্যালয়						
(১) নলহাটি	৬	৭	৫	৪	--	৬
(২) মিত্রভূম	--	৪	--	১৩	--	১১
(৩) ভদ্রপুর	--	৬	--	৮	--	১৮
(৪) লোহাপুর	--	১০	--	৯	--	১
জুনিয়র হাইস্কুল						
(৫) বাউটিয়া	--	--	--	২	২	৩
(৬) ভবানন্দপুর	৭	৪	--	৫	৩	৩
(৭) কয়-থা	--	৩	--	৪	--	৭
(৮) সোনারকুণ্ড	৪	৩	৩	৪	৫	৫
(৯) রামপুর	--	--	--	৪	--	২
(১০) উজিরপুর	--	৩	--	২	--	১
(১১) মাদুরা	--	--	--	--	--	৩
(১২) তেজহাটি	--	২	--	৫	--	৪

Schemes for construction of embankments in West Dinajpur district

566. (Admitted question No 1095) ..

শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্ত : সেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট হইতে কোন বাঁধ তৈরী করার পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে কোন্ কোন্ বাঁধ এ বৎসর হইতে এবং তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ বাঁধ হইবে?

The Minister for Irrigation and Waterways:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) এই বৎসর নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি কার্যকরী করা হইতেছে—

(১) পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার অধীনে পুনর্ভবা নদীর পূর্ব তীরস্থ এলাকার ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য বাঁধ নির্মাণ, এবং

(২) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আত্রেয়ী নদীর ভূমিক্ষয় হইতে বালুরঘাট শহর সংরক্ষণের জন্য বাঁধ নির্মাণ।

নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনায় কার্যকরী করার প্রস্তাব আছে—

(১) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার অধীনে কাঞ্চনাবিল জলনিষ্কাশন পরিকল্পনা,

(২) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বংশীহারি থানার অধীনস্থ বরুণদারার উপর রেগুলেটর সহ বাঁধ নির্মাণ ; এবং

(৩) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার পুনর্ভবা নদীর দক্ষিণ তীর ও টেংগন নদীর বাম তীর সংরক্ষণের জন্য বাঁধ নির্মাণ।

Fire Service Station in Murshidabad district

567. (Admitted question No. 1101.) **Shri SANAT KUMAR RAHA:**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government and Panchayats Department be pleased to state—

(a) whether there is any Fire Service Station in the district of Murshidabad,

(b) if so, where,

(c) if not, whether Government considers the desirability of setting up a Station at Berhampore town, and

(d) if so, when it will be started

The Minister for Local Self-Government and Panchayats: (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Yes.

(d) No idea about the time can be given now as this is dependent on various factors, e.g., acceptance of the proposal by Government, availability of finance, meeting of foreign exchange difficulties involved in importing those fire fighting appliances from abroad which are not manufactured in the country.

Tagore Society of Calcutta

568. (Admitted question No. 1125.)

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ: শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কলিকাতায় টেগোর সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে,

(খ) কবে নাগাদ এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের কাজ শেষ হইবে,

(গ) এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দাজ কত টাকা ব্যয় হইবে,

(ঘ) এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা সাহায্য করিয়াছেন,

(ঙ) 'টেগোর সোসাইটি' পরিচালনার ভার কাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হইয়াছে কিনা; এবং

(চ) হইয়া থাকিলে 'সোসাইটি' পরিচালকদের নাম কি?

The Minister for Education:

এ সম্পর্কে আমাদের কোনও সংবাদ নাই।

J.L.R.O. Office in West Bengal

569. (Admitted question No. 587.)

শ্রীনগেন্দ্র ভট্টাচার্য: ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবাংলার কোন্ জেলায় কয়টি জে এল আর ও অফিস খোলা হইয়াছে এবং তাহাদের ঠিকানা কি,

(খ) (১) প্রতি জে এল আর ও প্রতি কতজন কর্মচারী রহিয়াছেন এবং

(২) ইহাদের কতজনের চাকরি স্থায়ী, কতজনের অস্থায়ী,

(গ) (১) প্রতি জে এল আর ও'র অন্তর্ভুক্ত কতজন তহশীলদার আছেন,

(২) উক্ত তহশীলদারদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব আছে কি ; এবং

(৩) প্রস্তাব থাকিলে, কতদিনে এদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে পরিগণিত করা হইবে?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) লাইব্রেরী টেবিলে সংস্থাপিত পুস্তিকার ১ম ও ২য় কলম হইতে তাহা জানা যাইবে।

(খ) (১) ১৩ জন।

(২) সকলেই অস্থায়ী।

(গ) (১) লাইব্রেরী টেবিলে সংস্থাপিত পুস্তিকার ৬ষ্ঠ কলম হইতে তাহা জানা যাইবে।

(২) তহশীলদারগণকে পার্ট টাইম সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। উহাদিগকে ফুল টাইম কর্মচারীরূপে গণ্য করার কোন প্রস্তাব আপাততঃ নাই।

(৩) প্রশ্ন উঠে না।

Central Co-operative and Mortgage Banks in Burdwan District

570. (Admitted question No. 948.)

শ্রীঅশ্বিনী রায়: সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬৩-৬৪ সালে বর্ধমান জেলার প্রতিটি মহকুমায়—

(১) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক মাধ্যমে, ও

(২) জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক মাধ্যমে বরাদ্দকৃত ঋণের পরিমাণ কত, এবং

(খ) ১৯৬৩-৬৪ সালের ২৫এ জুলাই পর্যন্ত উক্ত প্রতি মহকুমায় কত পরিমাণ ঋণ উক্ত—

(১) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও

(২) জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক মারফত কতজনকে দেওয়া হইয়াছে?

The Minister for Co-operation:

(ক) (১) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক মহকুমা প্রতি কোনও ঋণের পরিমাণ বরাদ্দ করে নাই এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্যও কিছু করা হয় নাই।

(২) মহকুমা অনুযায়ী জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ পূর্বাহ্নে বরাদ্দ করা হয় না। প্রাপ্ত দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

(খ) (১) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণ—

(১-৪-৬৩ হইতে ২৫-৭৬৩)

						ঋণী সংখ্যা	প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ টাকা
সদর	..	..	..	..	..	১৯,৯০৮	৭১,১০,৪৩১.৯০
আসানসোল	..	..	..	..	..	৮৬৫	২,০৭,৪৫৫.৫২
কাটোয়া	..	..	..	..	..	৪,০১৪	৮,৫১,৭৬০.০০
কালনা	..	..	..	..	..	৪,২০৯	১১,৬৯,৪০০.০০

(২) বর্ধমান ভূমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণ—

(১-৪-৬৩ হইতে ২৫-৭-৬৩)

						ঋণী জনসংখ্যা	ঋণের পরিমাণ টাকা
বৰ্দ্ধমান সদর	..	..	..	..	..	৮৮	১,৭৬,৩৭০.০০
আসানসোল	..	..	..	..	..	৫	৫,৮০০.০০
কালনা	..	..	..	..	..	১	৫৫০.০০
কাটোয়া	..	..	..	..	..	৬	১০,৪৫০.০০

(At this stage the House was adjourned for an hour.)

[After adjournment]

[2—2-10p.m.]

Message

Secretary (Sj. P. Roy): The following message has been received from the West Bengal Legislative Council, namely :—

"Message

The West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 23rd August, 1963, agreed to the West Bengal Zilla Parishads Bill, 1963, without any amendment

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council"

Calcutta,
The 24th August, 1963.

Sir, I beg to lay a copy of the Message on the table

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Mr. Speaker : I have received five notices of Calling Attention, namely

(1) Relief measures taken in the flood affected areas of North Bengal by Shri Sunil Basunia, Shri Sunil Das Gupta, Shri Amarendra Nath Roy Pradhan, Shri Kamal Kanti Guha and Shri Bejoy Kumar Roy

(2) Non-availability of spirit and its effect on the Pharmaceutical industries—by Shri Kashi Kanta Maitra

(3) Damages in Nakshalbari P.S., Siliguri Sub-division due to flood in Meti River—by Shri Jagadish Chandra Bhattacharjee

(4) Hooliganism due to inattention of Police at Mirzapur in Beldanga P.S., District Murshidabad by Shri Mohammad Israil and Shri Abdul Latif

(5) Hooliganism due to inattention of Police at Mirzapur in Beldanga P.S. District Murshidabad by Shri Birendra Narayan Ray

I have selected the notice of Shri Sunil Basunia, Shri Sunil Das Gupta, Shri Amarendra Nath Roy Pradhan, Shri Kamal Kanti Guha and Shri Bejoy Kumar Roy on the subject of relief measures taken in the flood affected areas of North Bengal

Hon'ble Minister will please make a statement or give a date when the statement will be made

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar : A statement will be made day after tomorrow.

Mr. Speaker : Hon'ble Minister will kindly make a statement on the Calling Attention Notice given by Shri Sanat Kumar Raha regarding sinking and re-sinking of tubewells

Shri Joynal Abedin : Sir, with reference to the Calling Attention Notice given by Shri Sanat Kumar Raha I wish to make the following statement

Under the Rural Water Supply Scheme of the State the present target is one source for each 400 people and at least one source in each village. A tentative (thanawise) programme of works (sinking and re-sinking of tube-wells etc.) generally on the above principles, to be undertaken during the year, is drawn up by the Chief Engineer, Public Health Engineering, West Bengal as early as possible in the previous year according to the possible availability of funds so that the programme may be finalised as soon as the budget allotment is known. A copy of this programme is sent to the res-

pective District Officers for the approval of the District Health Committee District Officers are required to return this programme duly approved by th District Health Committees with modifications, if any, necessitated by loca circumstances and in consultation with Regional Health Committees an Thana Water Supply Committees The programme of works as finally settle is executed through the agency of the Public Health Engineering Directorate

The scheme provides for voluntary local contribution in cash or in kin towards the individual projects of water supply in pursuance of the polic to encourage local efforts of the people, but the primary consideration in th matter of selection of sites is the local need and the poor locality is not ex cluded for lack of local contribution

Pin pointed sites for water sources are normally selected on the basis o the recommendation of the local Committees But during the year 1961-6 there was no provision in the State Budget for construction of new wate sources. There was only a provision of Rs 38 lakhs for spill-over work from the 2nd plan. However, funds were made available in the latter part o the year 1961-62 for the construction of 4,000 sources of water Owing t availability of fund at a late stage the usual practice of selection of site through Health Committees was not followed The Director of Health Ser vices was authorised to select sites for the said 4,000 sources in consultation with the Chief Engineer, Public Health Engineering This was a specia arrangement for 1961-62 programme and there was no intention of curtailing the existing powers of Local Committee for selection of sites for future pro gramme No new programme for 1962-63 was made Spill-over works o the previous year were carried out in the year 1962-63 The fresh programme for 1963-64 has also not yet been prepared Spill-over works of the previous year are being carried out even in 1963-64. The current year's budget pro sion is Rs 27 lakhs only which is however proposed to be augmented

Besides Rural Water Supply Programmes of the Department of Health Water Supply Works in rural areas are also undertaken under other different programmes such as Community Development and Extension Service Pro gramme, Local Development Programme and Tribal Welfare Schemes admi nistered respectively by the Development Department and Tribal Welfar Department of this Government The procedure for selection of sites through Health Committees as enumerated in the foregoing paragraph is followed only in respect of Rural Water Supply Programmes administered by the Department of Health and not in respect of other Programmes For the purpose of even distribution and effective co-ordination a uniform procedure for selection of sites through Block Development Committees (in lieu of present Health Committees) who now select sites for C D & E S Programme is under contemplation of this Department but no final deci sion has yet been taken

The sinking of new tubewells or re-sinking of derelict tubewells is taken up under the annual programme of Rural Water Supply fixed up in accordance with the principles referred to before and having regard to the availability of fund in the Health budget Where the villagers are agreeable to supply free unskilled labour, such works of re-sinking of derelict tubewells are undertaken by the Public Health Engineering Directorate with the aid of the boring sets distributed among districts @ 2 to 3 sets per district The value of this free unskilled labour constitutes only a fraction of the total cost of re-sinking since the cost of materials representing about 65% of the total cost as well as the cost of the departmental skilled staff are required to be borne by Govt Although a number of applications for re-sinking works according to the above procedure are received by the Public Health Engineering Directorate from the villagers, all of them cannot be entertained due to the limitation of the Rural Water Supply Fund as well as the capacity of the boring sets. No application has however so

far been received by the Public Health Engineering Directorate where villagers expressed their intention to bear the entire cost of the re-sinking of the derelict tubewells

Mr. Speaker : Hon'ble Minister in charge of the Home (Jails) Department will please make a statement on the alleged maltreatment of the Satyagrahi prisoners of the food movement in different jails, called attention yesterday by Shri Sailendra Nath Adhikary

The Hon'ble Ardhendu Sekhar Naskar : A statement will be made tomorrow

RULING ON PRIVILEGE MOTION RAISED BY SHRI BIRENDRA NARAYAN RAY

Mr. Speaker : I have received a notice from Shri Birendra Narayan Ray for raising a question of breach of privilege inasmuch as Hon'ble Syamadas Bhattacharyya had earlier stated in reply to certain questions that there had been no double realisation of rent from the tenants in the Murshidabad district belonging to the Tagore Raj Estate while Shri Ray has submitted certain rent receipts of the Tagore Raj Estate and a Certificate of Public Demand of the State Government to show that there had in fact been such double realisation in respect of a particular tenant

I have already ruled that such inaccuracy in the statement of a Hon'ble Minister does not **ipso facto** amount to a breach of privilage, but the Minister may always correct his statement if he is so satisfied on a member pointing it out to him, through me

I have therefore referred the matter to the Hon'ble Minister concerned, who may correct the information if necessary

Report of the Business Advisory Committee.

[2-10—2-20 p.m.]

Mr. Speaker : I present the sixteenth report of the Business Advisory Committee which at its meeting held in my chamber today at 11-30 a.m. considered the question of allocation of time for the remaining Government Bills to be disposed of during the current session. The recommendation of the Committee as to the allocation of time for disposal of the Bills are as follows :—

Name of Bills	Time alloted
(1) The West Bengal Warehouses Bill, 1963	10 Hours
(2) The West Bengal Homoepathic System of Medicine Bill, 1963, as passed by the Council	10 Hours
(3) The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963	3 Hours
(4) The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections), Repealing Bill, 1963	2 Hours

The Hon'ble Ardhendu Sekhar Naskar : Sir, I beg to move that the 16th report of the Business Advisory Committee as presented this day, the 27th August 1963, be agreed to by the House.

The motion was then put and agreed to

GOVERNMENT BILL

The Bengal Finance (Sales Tax) (Second Amendment) Bill, 1963.

The Hon'ble Sankardas Banerji: Sir, I beg leave to introduce the Bengal Finance (Sales Tax) (Second Amendment) Bill, 1963.

(The Secretary then read the title of the Bill)

Sir, I beg to move that the Bengal Finance (Sales Tax) (Second Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration.

Sir, I might inform the members of the House that this is not another taxation measure and so they need not worry themselves about it. The whole idea of moving this Second Amendment Bill is to straighten out matters which have become rather complicated as a result of a High Court judgment in the case of Essarda and Company versus State of West Bengal. By this judgment Mr. Justice Durgadas Basu held that there was some doubt regarding the construction of section 11(1) of the Bengal Finance Sales Tax Act, 1941. He says. I am reading out from the extract of the judgment and you will immediately appreciate the point—"there is some substance in the contention of the petitioner that the main order is beyond the time specified in sub-section (1) of section 11. This sub-section provides "If the Commissioner is not satisfied that the returns furnished are correct and complete, the Commissioner shall within 18 months of the expiry of such period proceed in such manner as may be prescribed to assess to the best of his judgment." He says "there is no doubt some apparent conflict between the above proposition and that in sub-section (2) (a) that no assessment under sub-section (1) shall be made after the expiry of 4 years".

Then he says, "On a reading of the two sub-sections, it would be amply clear that though four years time is allowed by the law to complete the best of judgment assessment, the determination that the assessing officer shall make best of judgment assessment after rejecting the return must take place within 18 months of the period referred to in sub-section (1)".

Now, in order to do away with this apparent conflict which the learned Judge has thought there was, we are straintening out matters and we are deleting the words "within eighteen months after the expiry of such period," so that the department should be able to go in for best of judgment assessment within four years. The idea is this. I thought about it myself and I thought that if I were to complete it within 18 months, the department will rush through and, to the prejudice of the assessees, they will hustle so much that the assessee would not get any chance of placing all his books and documents before them.

Sir, I do not know how many members of this House understand this very technical matter, but, I think, I would better explain it. Best of judgment assessment is known both to the Indian Income-Tax Act as well as the Sales Tax Act. The idea is this. There are some assessees who never file a return and then they take the risk of best of judgment assessment and sometimes it so turns out that the amount assessed leaves a sufficient margin for them to take that risk, but at other times when, after two or three attempts, best of judgment assessment takes place, it becomes so terrible that they have to come out with their books of account. That is one way. The other way which often happens is that the assessee files his return, but the Commissioner of Sales Tax or the officer in question is not at all satisfied that the books are real or genuine. So, he rejects the books and then he has to come to the conclusion as to what should be the

amount that is payable by him. For the purpose of such assessment, he proceeds on the basis of best of judgment assessment. This is always done by guess, but, of course, sometimes different data are taken into account, such as the previous year's income and so on and so forth. Now, all these years, we were proceeding on this footing that we served a notice within 18 months and, after that, best of judgment assessment used to be completed within four years. But the learned Judge seems to think that we must complete, we must decide once and for all and best of judgment assessment must take place within 18 months and not merely service of notice will do. Now, how can we decide? We can decide only after going through books of accounts. But it is not possible to go through the books of accounts within 18 months without affecting the position of the assessees which is furthest from our mind. Therefore, we are amending this statute. We are deleting the words "within eighteen months after the expiry of such period". That is the whole purpose of this Bill and nothing more.

Now, Sir, Section 11(1) runs thus: "If no returns are furnished by a registered or certified dealer in respect of any period by the prescribed date, or if the Commissioner is not satisfied that the returns furnished are correct and complete, the Commissioner shall within eighteen months after the expiry of such period, proceed in such manner". Now we are deleting the words "within eighteen months after the expiry of such period". As the law stands and as we understood it there is the rule which says that we must in any case serve a notice in the prescribed form which is laid down. But the learned Judge is definite on the point. He says merely service of notice will not do. We must examine the books and come to the conclusion within 18 months that it is a fit case for best of judgment assessment, but that is not a feasible thing. It affects the Government and it affects the assessee. These words "eighteen months" were introduced in the statute by an amending Act of 1950. Now we are doing away with it altogether and I think both the Government and the assessee would be put on a much better footing than they would have been if the law is permitted to stand as it is at this moment and inasmuch as the learned Judge came to the conclusion that there is an apparent conflict, it is the duty of the Government to do away with this apparent conflict.

[2-20—2-30 p.m.]

The motion of the Hon'ble Sankardas Banerji that the Bengal Finance (Sales Tax) (Second Amendment) Bill, 1963 be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Mr. Speaker: There is an amendment in the names of Shri Nikhil Das, Shri Nani Bhattacharjee and Shri A. H. Besterwitch, which is not in order because it is rather vague, but the honourable members can speak on the clause.

Shri Nikhil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১১নং উপর আমার যে অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল তার অর্থ ছিল মন্ত্রিমহাশয় বল্লেন ১৮ মাসের মধ্যে আমাদের সমস্ত কিছু করা সম্ভব নয়, তবে নোটিশটা ১৮ মাসের মধ্যে দেওয়া সম্ভব। এই যে সেকশন ১১ ধারা হচ্ছে যদি কেউ সেলস ট্যাক্স এর ব্যাপারে ঠিক সময় রিটার্ন না দেয়, ডিফলটার হয় তাহলে তাদের কিভাবে পানিসমেন্ট হবে, বা যদি কেউ ভুল

রিটার্ন দেয় তার বিরুদ্ধে কিভাবে প্রসিড করবেন তা নিয়ে। এই ১৮ মাস যদি একেবারে তুলে দেওয়া হয়, হাইকোর্ট-এর যা রায় রয়েছে তার ফলে ১৮ মাসের মধ্যে সমস্ত কেস শেষ করতে পারেন না এই অসুবিধা দেখা দেয়। তিনি পাশাপাশি আরেকটি কথা বলেছেন ১৮ মাসের মধ্যে নোটিশ দেওয়া সম্ভব, এবং তাঁরা আইনের ১১নং ধারার ১নং উপধারায় যে ইন্টারপ্রিটেশন করেছেন সেটা হচ্ছে, ১৮ মাসের মধ্যে নোটিশ দিলেই চলবে, কেসটা তারপরে কমপ্লিট করলেও চলবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ১৮ মাস যদি একেবারে তুলে দেওয়া হয় তাহলে নোটিশ কতদিনে দেওয়া হবে সেটা থাকে না। আমার অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল, —আমার অ্যামেন্ডমেন্টটা কেন আউট অব অর্ডার হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না, যাইহোক সেটা হল within 18 months' evasion নোটিশ ইন রাইটিং দিতে হবে যেটা তাঁরা স্বীকার করেছেন দেওয়া সম্ভব। সুতরাং সেলস ট্যাক্স জায়গাটা যেটা সবচেয়ে মূল্যবান, সেখানে যাকিছু করুন, অফিসারের উপর একটা বাইন্ডিং থাকা দরকার যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। আমার অ্যামেন্ডমেন্টটা আমি এই উদ্দেশ্য নিয়েই দিয়েছিলাম যে ১৮ মাসের মধ্যে নোটিশ সার্ভ করুন যেটা ওঁরাও বলছেন করা সম্ভব, এর পরে comma, shall, by serving notice in writing upon the proposed assessee তারপর তিনি ১৮ মান্থস এটা কোয়ালিফাই করেন, কিন্তু প্রোসিডকে কোয়ালিফাই করেননি। আগে ছিল ১৮ মানন্স-এর নোটিশ দিতে হবে, প্রোসিডকেও কোয়ালিফাই করেছিলেন। কিন্তু by serving notice in writing within 18 months এটা করুন, এবং তাঁরাও বলেছেন ১৮ মাসের মধ্যে নোটিশ দেওয়া সম্ভব। যদি একেবারে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে নোটিশ তিন-চার বৎসর পরে হবে এবং প্রসিডিং কবে শেষ হবে সেট জানা নাই, সেজন্যই আমি বলছি এই জায়গায় একটা বাইন্ডিং থাকুক। মিঃ স্পীকার স্যার সেলস ট্যাক্স ইভেশন কত জায়গায় হয় এবং কত ক্ষেত্রে রিটার্ন দেওয়া হয় না এবং কত লোক ভুল রিটার্ন দেয় এবং কত লোক ডিফলটার হয় তা আপনি জানেন। এই ইভেশন-এর দরুন এবং মিসস্টেট-মেন্ট অফ সেলস ট্যাক্স এর দরুন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট এর যে টাকা আসতে পারে সেই পুরো টাকাটা আসে না। আমরা দেখেছি বাজেটে সেলস ট্যাক্স খাতে যে পরিমাণ রেভেনিউ আসবে বলে ধরা হয় এবং পরে যখন রিভাইজড বাজেট-এ একচুয়াল ইনকাম দেখান হয় তা থেকে দেখা যায় সেলস ট্যাক্স খাতে যে টাকা রেখেছিলেন তা তারা পাননি, ইভেশন-এর জন্য পাননি তা পাননি, রিটার্ন না দেওয়ার জন্য ভুল রিটার্ন দেওয়ার জন্য তা তাঁরা পাননি। ১১নং ধারায় যা আছে তাতে এবং যদি এই ১৮ মান্থস একেবারে তুলে দেওয়া হয় তাহলে অফিসারদের উপর অফুরন্ত ক্ষমতা দেওয়া হবে যে ক্ষমতার বলে তারা পালিয়ে যাবে এবং সেলস ট্যাক্স থেকে যে রিটার্ন আসার কথা সেই রিটার্ন আসবে না। আমাদের এই অ্যামেন্ডমেন্টটা এই উদ্দেশ্য নিয়েই দেওয়া হয়েছিল, এটা কেন ইন অর্ডার হল না বুঝতে পারছি না। মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, রুলস-এ আছে যে ১৮ মান্থস এর মধ্যে নোটিশ দিতে হবে এবং সেই হিসাবেই এই আইনটার ব্যাখ্যা করে-ছিলেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হল যদি ১৮ মান্থস নোটিশ দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে সেটার সেকশন এর ক্ষেত্রে ফাঁক রেখে দিচ্ছেন। এবং কতদিনে প্রোসিড করা হবে সেদিকেও কেনই বা ফাঁক রাখছেন? আমরা সকলেই জানি গভর্ণমেন্ট রেভেনিউ এবং ইভেশন অব সেলস ট্যাক্স হয়। রিটার্ন যে কিভাবে দেয় তাও আমরা সকলেই জানি। এই সমস্তই জানা কথা। এবং এও আমাদের জানা আছে যে সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট-এর অনেক অ্যামেন্ডমেন্ট এর প্রয়োজন আছে। এই বিলের মধ্যে এই ১১নং ধারাটাই পেনাল ক্লজ, যে পেনাল ক্লজ-এর দ্বারা আমরা ইভেডারদের ধরতে পারি। সুতরাং আমার আবেদন মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এই যে যদি ১৮ মাসের মধ্যে প্রোসিড করা সম্ভব না-ই হয় তাহলে অন্ততঃ ১৮ মাসে নোটিশ দিতে হবে এই বাইন্ডিং করে দিন। আমার অ্যামেন্ডমেন্টটায় কোথায় ভুল হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না যদি মন্ত্রিমহাশয় মনে করেন আমার বক্তব্যের যে স্পীরিট সেটা ঠিক তাহলে তার ল্যাংগোয়েজটা ঠিক করে নিয়ে এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিন।

The Hon'ble Sankardas Banerji : Sir I must frankly tell you that I am not very much impressed with the argument put forward by my friend opposite. The reason is this. I considered the section in the Indian Income-tax itself and I found there is no such limitation. We have tried to bring this particular provision practically on

the same lines as the provision contained in the Indian Income-tax Act. You can take it from me that there is no provision enjoining that the assessing authorities must serve a notice within a certain time. So far as the Sales Tax Act is concerned, there is a provision regarding notice. The relevant rule is No 49 and the Form of Notice is No VI I cannot see the slightest difficulty so far as the assessee is concerned So far as the Government is concerned, I can tell the honourable member whether they believe it or not, that nobody is more anxious to collect the money than we are from the assessees The Sales Tax Act makes it obligatory, so far as the Government is concerned, that everything must be completed within four years That is already there We are not abridging the time at all and unless we proceed to complete the work within four years, the whole claim would be barred by limitation It is for the Government to see that they get the money and perhaps the honourable members appreciate that best of judgment assessment is the penal section Penal section is to penalise the people who would not come forward with a straight return or would fail to return or who would put in a dishonest return We proceed to assess according to best of judgment I think there is no difficulty The Learned Judge came to the conclusion that we have to complete everything after examining the books within 18 months Mere service of notice will not do The Government must go much further and the Government must look at the language the Learned Judge uses "No doubt there is some apparent conflict between the above provision and the sub-section (2a) that no assessment under sub-section (1) shall be made after the expiry of four years But on a reading of the two sub-sections 11(1) and 11(2a) it would be amply clear that though four years' time is allowed by the law to complete the best of judgment assessment, the determination that the assessing officer shall make best of judgment assessment after rejecting the return must take place within 18 months "

[2-30--2-40 p m]

Now, if I reject the return after examining the books, nothing remains to be done I can assess at once I will explain it to you A man files a return What the court wants the Assessing Authorities to do is not only to see that notice has been served but the court wants the Assessing Authorities also to go through the books of account decide that these books are unworthy of acceptance and reject it, and then proceed with the assessment Then, what remains to be done? The Assessing Authority who do it after examining the books, can proceed to assess almost at once There is no sense in giving him time until four years Therefore, I say, it is wholly unnecessary We shall proceed with all possible vigilance, but I do not want to rush the department because I know what happens The whole thing would be rushed, there will be no proper examination of the books of account, and they will immediately decide that best of judgment is to be applied, and proceed to assess which will bear very harshly and affect the public badly I do not want that to be done As I told you, there is no provision on the line suggested by the honourable member on the other side in the main Income Tax Act, which was enacted long before the Sale Tax Act came into force I am sorry, I do not think it is necessary, nor will it do any good.

I am opposing the amendment

The question that clause 2 do form part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Sankardas Banerji: I move that the Bengal Finance (Sales Tax) (Second Amendment) Bill, 1963, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Warehouses Bill, 1963

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay: Sir, I beg to introduce the West Bengal Warehouses Bill, 1963.

(Secretary then read the title of the Bill)

Sir, I beg to move that the West Bengal Warehouses Bill, 1963, be taken into consideration

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, এই বিলটা যদিও ছোট কিন্তু এর তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে আমাদের চাষীরা যখন ফসল কাটে তখন ফসলের দাম অত্যন্ত কম থাকে, যার ফলে চাষীদের কম দামে তাদের উৎপন্ন ফসল বিক্রি করতে হয় এবং তারা ফসল বেশী দিন ধরে রাখতে পারে না। কারণ, চাষ করার জন্য তারা যে ঋণ করে সেই ঋণ শোধ করতে হয়, সংসারের নানা খরচ নির্বাহ করতে হয় এবং যে সমস্ত দায় দেনা থাকে সেগুলি তাদের শোধ করতে হয়। এর ফলে আমাদের দেশের চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মত ঘাটতি প্রদেশে। এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন করে না। কিন্তু কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে চাষীরা যে শ্রম এবং মূলধন নিয়োগ করে সেটা যাতে উঠে আসতে পারে, তাদের যাতে লাভ হয় সেটা আমাদের দেখা দরকার। যাকে ইকনমিক ইনসিয়েটিভ বলে সেই অনুপ্রেরণা যদি আমরা না দিতে পারি তাহলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে না। গ্রামীন অর্থনীতির দিকটা বিবেচনা করে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া একটা রুরাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটি নিযুক্ত করেন। এবং তাঁরা সুপারিশ করেছেন যে কৃষকরা যাতে তাদের জিনিসপত্রের ন্যায্য দর পায় তার জন্য কৃষকদের গুদাম বা পণ্যাগারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গ্রামাঞ্চলে যাতে ঋণ পায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তদনুসারে ভারত গভর্ণমেন্ট সেই সুপারিশ মোটামুটি গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৬ সালে এগ্রিকালচারাল প্রডিউস ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন অয়্যার হাউসিং এ্যাক্ট বলে একটা আইন পাশ করেন, যার ফলে ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলাপমেন্ট অয্যার-হাউসিং বোর্ড এবং সেন্ট্রাল অয্যার হাউসিং কর্পোরেশন এবং ষ্টেট অয্যার হাউসিং কর্পোরেশন স্থাপিত হয় কিন্তু পরে দেখা গেল কাজের সুবিধার জন্য কো-অপারেটিভ থেকে অয়্যার হাউসিং অলাদা করা দরকার যেহেতু ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন এবং অয়্যার হাউসিং কর্পোরেশন অ্যাক্ট ১৯৬২ এই দুটো আইন পাশ হয় এবং এগ্রিকালচারাল প্রডিউস ডেভেলাপমেন্ট অয়্যার হাউসিং অ্যাক্ট এটা বাতিল হয়ে যায়। এই যে অয়্যার হাউসিং কর্পোরেশন অ্যাক্ট ১৯৬২ এর দ্বারা সেন্ট্রাল অয়্যার হাউসিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ষ্টেট অয়্যার হাউসিং কর্পোরেশন প্রত্যেক ষ্টেটে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাননীয় সদস্যগন অবগত আছেন ষ্টেট অয্যার হাউসিং কর্পোরেশন যেটা ওয়েষ্ট বেংগলে আছে তারা কৃষি, ফসল, বীজ, সার, এবং কৃষি যন্ত্রপাতি এগুলি অয্যার হাউসে রাখেন এবং ষ্টেট অয্যার হাউসিং-এর পক্ষে অথবা ষ্টেট গভর্ণমেন্টের পক্ষে তারা এইসব জিনিষপত্র পরিবহনের ব্যবস্থা করেন এবং অনেক সময় এগুলি বন্টন এবং বিক্রী করার ব্যবস্থা করে থাকেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অয্যার হাউসিং কর্পোরেশন ষ্টেটে বোধ হয় ৩০ টার মত অয্যার হাউস প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় বোধ হয় আরো করবেন কিন্তু এগুলি প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। আমরা গ্রামে গ্রামে যদি অয়্যার হাউস করতে না পারি এবং কৃষকদের এই সুবিধা দিতে না পারি যে তাদের ফসল যাতে ধরে রাখতে পারে এবং তার ন্যায্য দর পেতে পারে এবং তার সংগে সংগে তারা অয়্যার হাউসে যে সব কৃষিজ পণ্য রাখবেন তার রসিদ ভাল ব্যাংকে জমা দিলে সেই রসিদের এগেনষ্টে ঋণ পাবেন তাহলে তাদের অত্যন্ত অসুবিধা হবে। সুতরাং একদিকে পণ্যাগারের ব্যবস্থা, আর একদিকে ঋণের ব্যবস্থা এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের আরো বেশী সংখ্যক অয়্যার হাউস দরকার।

করবার মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই অয়্যারহাউস কেন করা হবে সে সম্বন্ধে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে মূল লক্ষ্য তার সংগে এর আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। স্যার, অয়্যারহাউস না হলে আমাদের দেশের কৃষক তার তৈরী ফসল কোথায় রাখবে এই প্রশ্ন আছে এবং সেদিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই আপনারা এটা করেছেন। কিন্তু আপনি ভাল করে ব্যাখ্যা করে বললেন না যে ওয়েস্ট বেংগল স্টেট অয়্যারহাউসিং কর্পোরেশন যেটা করেছিলেন তার রেজাল্ট কি হলো? আপনি শুধু বললেন তারা শুধু কৃষককে শস্য বা ফসল ফলাবার জন্য সাহায্য করে। কিন্তু এখানে তো তা নয়, এখানে শস্য স্টোর করা যায়, খাদ্যশস্য রাখা যায়। তারপর, আপনি আবার বলেছেন যে মুস্কিল হচ্ছে কি, সেখানে খাদ্যশস্য রেখে তারা যে রিসিট পায় সেটা যদি রিজার্ভ ব্যাংক-এ দেয় তাহলে তারা লোন পায় কিন্তু অন্য ব্যাংকে দিলে পায়না। কিন্তু অসুবিধা কি হচ্ছে সেটা তো বললেন না? কাজেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা যে অয়্যারহাউস করেছিলেন সেখানে কৃষক খদ্যাশস্য রেখে লোন পাচ্ছে না বলেই কি এই আইন আনতে হোল?

আপনারা যে কায়দায় এগুলি করলেন সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে-সেটাকে আপনারা অস্বীকার করতে চাচ্ছেন, সেটাকে ধামাচাপা দিতে চাচ্ছেন—কেন হয়েছে সেগুলি? আমি যতদূর খবর জানি যে সব জায়গায় এই ধরণের অয়্যারহাউস হয়েছে সেগুলি অধিকাংশ জায়গায় কোন কোন স্বার্থান্বেষী লোক যেসব আছে তাদের বাড়ীর সামনে করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ কৃষক সেখানে ফসল রাখতে অনেক সময় অসুবিধায় পড়ে এবং অসুবিধা ভোগ করে হয়তো রাস্তাঘাটের জন্য হয়তো বা কোন একজন জোতদার সমস্ত অয়্যারহাউসটা দখল করে নিয়েছে এবং তার জন্য সেখানে সাধারণ কৃষক গিয়ে ফসল রাখতে পারে না। একথা তিনি বললেনই না- না বলে তিনি কি বললেন যে লোন যেহেতু কৃষক পায় না তার জন্য আজকে এই ব্যবস্থা করতে হবে। প্ল্যানিং কমিশন যেখানে বার বার বলেছে এবং একথা বার বার বলা হয়েছে যে গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল করবে গভর্নমেন্ট যদি কন্ট্রোল না করে তাহলে এ প্রাইস লাইন ঠিক রাখা কোন দিন সম্ভব নয়। অবশ্য বাস্তব অবস্থায় সেটা যদিও সম্ভব নয় সেটা সরকার নিজেই স্বীকার করেছে। আবার সেখানে কি করা হয়েছে -সেখানে নূতন করে আর এক শ্রেণীর হোর্ডার সৃষ্টি করা হচ্ছে। অয়্যারহাউস হোক কোন আপত্তি নেই—কিন্তু নূতন এক শ্রেণীর সৃষ্টি করবেন আপনারা ঐ কেন্ড স্টোরেজের নামে আজকে যারা হোর্ড করে তারা আবার নূতনে ঐ অয়্যারহাউসের মালিক হবে। এবং মালিক হয়ে তারা নানা জায়গায় এবং যে কোন সময়ে তারা সেটাকে বিক্রি করবে। আপনারা তো বলেন নি যে কত মাল সেখানে থাকবে বা কি রেট হবে? সুতরাং নূতন এক শ্রেণীর হোর্ডার সৃষ্টি করছেন আপনারা। কিন্তু কেন সরকার এর দায়িত্ব নেবেন না। কেন এ মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি যে কথা প্ল্যানিং কমিশন বলেছে যে তারাই এই এই মাল কিনবে এবং বিক্রি করবে সেটা করা হচ্ছে না এবং তাকে লোন দেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। কেন আজকে সেটাকে আপনারা উৎসাহ দিচ্ছেন না? কৃষককে কেন উৎসাহ দিচ্ছেন না। কেন ইন্ডিভিজুয়্যাল লোককে উৎসাহ দিচ্ছেন? কেন আপনারা মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি যাতে দেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে যায় এবং এটা যাতে বেশীরভাগ দেশে হয় তার ব্যবস্থা করছেন না? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হোল যে একটা নূতন শ্রেণীর চোরা-কারবারী আপনারা সৃষ্টি করছেন—আমি এর উত্তর চাই- এর রিপ্লাই আপনি কিছুই করেন নি। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালের হাতে এ কারবার ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। বিশেষ করে বাংলা দেশের চালের দাম এতো হয়েছে—কিন্তু আপনারা তা কন্ট্রোল করতে পারছেন না। এখন যদি এই রকম সুযোগ তাদের দেওয়া হয় এবং আপনাদের কোন ক্ষমতা থাকবে না বিচার করবার তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে একটা নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হবে। সেইজন্য আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমি বলেছিলাম যে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি ছাড়া এই লাইসেন্স আর. কাউকেই দেবেন না এবং যদি দেন তাহলে নূতন করে দেশে শোষণ সুরু হবে এবং এই সমস্ত জিনিসের যারা মালিক হবেন তারাই শোষণ করতে উঠে পড়ে লেগে যাবে। কাজেই আমি জনমত সংগ্রহ করবার জন্য বলেছি এবং বিশেষ করে পেজেন্ট এলাকায় যারা আছেন তারা যদি এটাকে ভাল করে পড়েন তাহলে দেখবেন যে নূতন করে একটা শোষণ ব্যবস্থা হচ্ছে এবং তার আশংকাও আছে। কাজেই আমি বলছি যে এটা জনমত সংগ্রহের জন্য দেওয়া হোক।

Shri Bhakti Bhusan Mandal: I move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1963.

এই বিলটি সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে কথা বলেছেন তাতে খানিকটা এর কোথাও কোথাও প্রোগ্রেসিভ আছে এটা অস্বীকার করা যায় না। এটা নিশ্চয়ই অন্ততঃ পেজেন্ট যারা আছে তাদের কিছু সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি। কিন্তু যদি এটা একটু স্ক্রুটিনি করে দেখি তাহলে দেখবো যে আজকে যেভাবে এই বিল করা উচিত ছিল ঠিক সেইভাবে হয় নি—এইজন্য বলছি যে পৃথিবীর ইতিহাসে ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট-এর যা নজীর আছে সেখানে আমরা দেখি যে অয়্যার হাউসের একটা রোল আছে—আমরা বহু ধনতান্ত্রিক দেশে এটা দেখতে পেয়েছি।

[2-50—3 p. m.]

কিন্তু এটা যেভাবে ড্রাফটিং করা হয়েছে তাতে ঠিক সে জিনিসটি নেই। তাই আমি কয়েকটি জিনিস দেখাতে চাচ্ছি। প্রথম কথা হচ্ছে যে ক্রেডিট সোসাইটির জন্য, ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিজ-এর জন্য পেজেন্ট-এর যে ভাল অবস্থার জন্য এটা করা হয়েছে এটার জন্য সত্যিই আমি মনে করি যে খানিকটা ভাল। কিন্তু মেন জিনিস যেটা অয়্যারহাউসিং এর সেই কথাটা মন্ত্রিমহাশয় বললেন না, এবং মনে করি যে সে জিনিসটা তিনি বাদ দিয়ে দিয়েছেন। অয়্যারহাউসিং এর মূল কথা হচ্ছে যে প্রাইস লেভেল যেটা থাকে সেটা গরীব কৃষক তারা পায় না তার কারণ হচ্ছে, এই যখন অগ্রহায়ণ মাসে ধান উঠে তখন ধানের দামটা সব চেয়ে কম থাকে। এবং সেই সময় যারা মহাজন তারা পীড়ন করে তাদেরকে টাকা দেবার জন্য। এখন এই অয়্যারহাউসিং যদি হয় তাহলে দেখা যাবে যে এই অগ্রহায়ণ মাসে ঐ নূতন ধান যখন সবচেয়ে রেট কম সেই সময় তারা অয়্যারহাউসিং-এ জিনিসটা ডিপোজিট দিলো, ডিপোজিট দিয়ে একখানা রিসিট নিলো। সেই রিসিটটা যদি নেগোসিয়েবিল ইনস্ট্রুমেন্ট এ্যাক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে ৭৫ পারসেন্ট, কি ৮০ পারসেন্ট পেয়ে গ্রামের যারা মহাজন আছে তাদেরকে এই টাকাটা দিতে পারে অথচ ভাদ্র মাসে যখন দর সবচেয়ে বেশী হয় তখন তাদেরকে অর্ডার দিতে পারে যে বিক্রি করতে পারে। কিন্তু দেখা গেল এইটা না বলে ক্রেডিট ফেসিলিটিজ-এর কথাই কেবল বলছেন। আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে, এই যে প্রাইভেট এন্ট্রিপ্রেনিউর আছে বা প্রাইভেট ম্যান-কে যে দেওয়া হচ্ছে এটা কিন্তু খুবই অন্যায় হচ্ছে। কারণ আমি এই জন্যই বলছি, যে এই গভর্ণমেন্টের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি। প্রায় প্রত্যেক ব্লক-এ সেই সোসাইটির একটা করে গোডাউন করার কথা বা পরিকল্পনা আছে। তাহলে প্রাইভেট এন্টিপ্রেনিউর-কে এই জিনিসটা না দিয়ে যদি এই আইনে এই জিনিস বলা হতো যে কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি যার জন্য গভর্ণমেন্ট হতে ১৫-২০ হাজার টাকা দেয় এবং ১৫ হাজার টাকা লোন নিতে হয় এবং ৫ হাজার তারা এককালীন গ্রান্ট নেয়। সেই যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি তাদের আরো দু' একটা অয়্যারহাউসিং করার জন্য যদি আরো কিছু টাকা দেওয়া হোত তাহলে কো-অপারেটিভ স্কেল-এ আমরা দেখতে পেতাম যে সেই এক একটা অঞ্চলকে সেই সোসাইটিটায় সমস্ত অয়্যারহাউসিং-এর কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত আইনটা যদি পড়ে দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে কো-অপারেটিভ-এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রাইয়োরিটি দেওয়া হয় নি। অবশ্য ক্লজ ৩০ তে একটা কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে কো-অপারেটিভ স্টোরেজ সম্বন্ধে। কিন্তু কো-অপারেটিভ অয়্যারহাউসিং সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। কাজেই আমার মনে হয় এই আইনটিকে রি-মডেল করে; রি-ড্রাফট্ করে কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে যদি এই অয়্যারহাউসিং সিস্টেমটা চালু করা হোত তাহলে দেখা যেতো যে প্রত্যেকটি গ্রামে হয়ত ২ জন, ৪ জন, ৫ জন করে মেম্বার ঐ অয়্যারহাউসিং-এর যে একটা কমিটি হবে সে কমিটিতে থাকতে পেতো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের গভর্ণমেন্ট সাধারণতঃ প্রাইভেট লোককে কি করে সুখ সুবিধা দেওয়া যায় সেই রকম বনিয়াদে এই ড্রাফটিং করে।

বিশেষ করে আমি আরো বিস্মিত হয়েছি এই ক্লজ ৩১ এর ব্যাপারটা দেখে। ক্লজ ৩১ এ তিনি পরিষ্কার বলছেন যে

The State Government may, by notification in the Official Gazette, for reasons to be recorded, exempt any class of warehousemen from all or any of the provisions of this Act.

এর মানে এই দাঁড়ায় যে কতকগুলি জুয়াচোর লোককে এই অয়্যারহাউসিং-এর মালিকানা করার জন্য সৃষ্টি করা হবে। কি কারণ থাকতে পারে যার জন্য এই সব লোকদের অয়্যারহাউসিং-এর যে এ্যাক্ট করা হল তাতে ওদের একজেম্পট করার? এই খানেই বোঝা যায় যে গভর্নমেন্ট সব সময় ভাল কথা বলে কিন্তু খারাপ কাজ করার জন্য একটা আইনে ছিদ্র করে রেখে দেন এই ৩১ ক্লজটা দেখলে সেই কথাই মনে হয়। এই ৩১ ক্লজে বলেছেন যে অয়্যারহাউসিং-এর যা কিছু এ্যাক্ট তাদের প্রতি প্রযোজ্য হবে না। আমার মনে হয় এটা যখন ক্লজ বাই ক্লজ আলোচনা হবে তখন আমি বলবো যে এটা ডিলিট করা উচিত। কারণ যেখানে মানুষকে সমান অধিকার দেওয়া হয়, সমান ফেসিলিটিজ দেওয়া হয় সেখানে এই আইনটা বা ক্লজটা করার কি কারণ থাকতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না। আর একটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে এই যে ইউনিফর্মিটি অব ল বলে যে একটা কথা আছে এই গভর্নমেন্ট সেটা মেনে কাজ করতে চান না। এই আইনে সে জিনিসটা বেশ ভালভাবে দেখা যাচ্ছে

Clause 1(4)—It shall not apply to warehouses established under any other State law for the time being in force in this respect

একটা আইন করা হচ্ছে কিন্তু তার আগে যে আইনটা আছে তার ইমপ্লিকেশনস তার সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা না করে সেটাকে রিপিল না করে এ রকমভাবে সেটাকে বাঁচিয়ে রেখে এই আইন পাস করার কি স্বার্থকতা থাকতে পারে? এরপর দেখা যাবে এই নিয়ে মারামারি হবে। লোকে বলবে আমার সোসাইটি, আমার যে হাউস এটা আগে তৈরী করুন। ক্লজ ১, সাব-ক্লজ ৪-এতে যে কথাটা আছে সেটা ডিলিট করে একটা কম্প্রিহেনসিভ আইন করা উচিৎ। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অয়্যারহাউসেস বিল, ১৯৬৩, তাতে ওভাররাইডিং ইফেক্ট দেওয়া উচিত—ইট স্যাল নট এ্যাপ্লাই টু অয়্যারহাউসেস এস্টাব্লিস্ড আন্ডার এনি আদার স্টেট ল' ফর দি টাইম বিইং ইন ফোর্স ইন দিস্ রেসপেক্ট। আর এই কয়েকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আইনগুলি প্রণয়ন করা হচ্ছে সেই আইনগুলিতে সব সময় একটা প্রেসিজ এবং ডেফিনিট পথে করছেন না সব জায়গায় ভেগ করে রেখে দিচ্ছেন এ্যাজ প্রেস-ক্রাইবড বাই অথোরিটি অর্থাৎ চিরকালের যে ঝগড়া লেজিসলেটিভ এর সঙ্গে এক্সিকিউটিভ-এর সেখানে লেজিসলেটিভ-কে একেবারে পংগু করে দেওয়ার জন্য এবং এক্সিকিউটিভ-কে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য ওই এ্যাজ প্রেসক্রাইবড বাই অথোরিটি রেখে দেওয়া হচ্ছে। দেখান হচ্ছে কতকগুলি কনটিজেন্সি-র ব্যাপারে এ্যাজ প্রেসক্রাইবড অথোরিটি রাখা হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাবে সমস্ত মেন জিনিসগুলি ওই এ্যাজ প্রেসক্রাইবড বাই অথোরিটি হবে। তারা কিভাবে আইনটাকে নিয়ে যাবেন সেটা হাউস-এর কাছে প্রকাশ্যে বলতে চান না সেজন্যে এক্সিকিউটিভ সুপিরিওরিটি বজায় রেখেছেন লেজিসলেটিভ-এ তা প্রকাশ করেন নি। আর একটি কথা হচ্ছে গ্রান্ট অব লাইসেন্স-এখানে ঐ কথা বলা হয়েছে আজ প্রেসক্রাইবড বাই দি স্টেট এই আইনের মধ্যে খুব খারাপ জিনিস হয়েছে এ্যাপিলেট অথোরিটি গভর্নমেন্ট এ্যাপয়েন্ট করবেন। আমি বলি এই এ্যাপিলেট অথোরিটি সম্বন্ধে একটা ডেফিনিট পলিসি হওয়া দরকার। এই এ্যাপিলেট অথোরিটি একজন জুডিসিয়াল অফিসার হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে যদি জুডি-সিয়াল অফিসার হয় তাহলে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে পারেন যে ডিস্ট্রিক্ট জাজ্ বা একটা নির্দিষ্ট জুরিসডিকশন-এর মুনসেফ যাকে ইচ্ছে করতে পারেন। কিন্তু তা বলেন নি—পরে দেখা যাবে যে যে লোক কোন আইন জানে না তাকে বসিয়ে দিলেন যেমন জে, এল আর যারা কিছু জানেন না তাদের ভাগ চাষ বোর্ডের বিচারক করে দেওয়া হল। এরকম ভাবেই সরকারী কাজ চলে থাকে! এখানেও কোন স্পেসিফিক প্রভিসন রাখা হয় নি। তাই বলছি যে এই আইন মোটেই হেলপ্ ফুল হবে না। যেভাবে এই আইন তৈরী হয়েছে তাতে গ্রামের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে। সেজন্য এই আইনকে ভালভাবে রি-ড্রাফট করার জন্য এবং পাবলিক ওপিনিয়ন নেওয়ার জন্য এটাকে সারকুলেশন-এ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

3—3-10 p.m.]

Shri Dev Sharan Ghosh: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st October 1963.

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের প্রারম্ভিক বক্তৃতা শুনে একটা জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে, বাংলাদেশের উৎপাদকশ্রেণী, বিশেষকরে চাষীশ্রেণী যে তাদের উৎপাদিত মালের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এই কথা মন্ত্রিমহাশয় স্বীকার করেছেন। উৎপাদকশ্রেণী যাতে তাদের উৎপাদিত মালের ন্যায্যমূল্য পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি এই বিল আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। চাষীরা যাতে ন্যায্যমূল্য পায় তার জন্য অয়্যারহাউস-এর প্রয়োজন আছে একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই অয়্যারহাউস করতে গিয়ে যে আইন তিনি করতে যাচ্ছেন আমরা মনে করি তাতে করে তাঁদের তথাকথিত সদুদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করবে না। এই বিলে খুব পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, সরকার ব্যক্তিগত অয়্যারহাউস তৈরী করার সুযোগ এই বিলের মাধ্যমে করে দিচ্ছেন। আমরা মনে করি, আজকের দিনে চাষীর ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণ হচ্ছে গ্রামের একশ্রেণীর লোক, মহাজনশ্রেণী টাকাওয়ালা লোক আছেন যারা দাদন দিয়ে ফসল উঠার মরশুমে চাষীর আর্থিক দুর্গতির সুযোগ নিয়ে চাষীরা উৎপাদিত ফসল অল্পমূল্যে চাষীর কাছ থেকে নিয়ে নেয়, এবং এভাবে চাষীকে তারা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করে। এই ধরণের একটা বিরাট শ্রেণী প্রতি গ্রামেই আছে। আজকে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টাল অয়্যারহাউস করবার সুযোগ দেওয়া হয়, আমরা জানি কারা এই সব অয়্যারহাউস-এর মালিক হবে, এইসব অয়্যারহাউস-এর মালিক হবে ঐসব টাকাওয়ালা লোক মহাজনশ্রেণী যারা চিরকাল চাষীদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করে এসেছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ও তাঁর যে স্টেটমেন্ট সংবাদপত্রে দিয়েছে তাতে স্বীকার করেছেন যে, আজকে গ্রামের ভিতর এই ধরণের একদল ধনিক শ্রেণী ও মহাজনশ্রেণী রয়েছে। আমরা দেখেছি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি ফার্মার্স সোসাইটিতে যে ইন্টারেস্টেড পার্সন এর সংগে যাদের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে তাদের এই সব সমিতির সভ্য হওয়ার সুযোগ নাই, ফলে আমরা দেখি ফার্মার্স সোসাইটি-তে, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিতে যারা জোতদার, জমিদার, মহাজন তারাই বেনামে এই সমস্ত সমিতির সভ্য এবং তারাই চাষীদের নানভাবে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করছে। সেজন্য, স্যার, আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার চাষীদের দুর্গতি মোচন করবার জন্য সরকার যে বিল নিয়ে এসেছেন এই বিলের মাধ্যমে চাষীদের কোনপ্রকার মংগল হবে না, কারণ এই বিলের মাধ্যমে সেইসব মহাজনদেরই নূতন করে একটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমরা মনে করি যে, ব্যক্তিগত মালিকানায় অয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ মানুষকে আরো পর্যুদস্ত হতে হবে, শোষিত হতে হবে, সেজন্য আমি মনে করি ব্যক্তিগত মালিকানায় কোন অয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ বা অধিকার থাকা উচিত নয়। মন্দের ভালো হিসাবে ফার্মার্স কো-অপারেটিভ গঠন করে তার মাধ্যমে অয়্যারহাউস করবার জন্য আমি মন্ত্রিমহাশয়কে প্রস্তাব দিচ্ছি, তিনি এটা বিচার করে দেখবেন।

সর্বশেষে, এই বিলটা জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার করা হোক মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Balailal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th November, 1963.

মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, এই যে বিলটা আনা হয়েছে এই অয়্যারহাউস বিল আমি নীতিগতভাবে সমর্থন করি, কিন্তু এর মধ্যে যে সব ধারা আছে তাতে এটা জনস্বার্থবিরোধী হবে বলে মনে করি। সেজন্য আমি এই বিলের উপর অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। মন্ত্রিমহাশয় যদি সত্যিকারে কৃষকদের মংগলের জন্য এই বিলটা এনে থাকেন তাহলে তিনি দয়া করে আমার অ্যামেন্ডমেন্ট-টা একটু বিবেচনা করে দেখবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রামীন অর্থনীতিকে দৃঢ় করার জন্য এবং লোকের মধ্যে সমবায়ের চেতনা উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার এই অয়্যারহাউস স্কিম এনেছিলেন, এবং তাঁরা সেভাবে সমস্ত রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পশ্চিমবংগ ১৯৫৮ সালে একটা আইন পাস করেছেন ঠিক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই স্কীমের যে কাজ, কৃষকদের বীজ

সরবরাহ করা, সার সরবরাহ করা, এবং অন্যান্য সুযোগ দেওয়া যাতে তারা ন্যায্যমূল্য পায়, তা তাঁরা কিছুই করতে পারেন নি। তাঁরা নিজেরা স্বীকার করেছেন স্টেটমেন্ট-এ অল্প কয়টা মাত্র অয়্যারহাউস করতে পেরেছেন।

[3-10—3-20 p.m.]

এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশে কোথাও কোথাও একটা আধটা আছে, কিন্তু অকেজো অবস্থায় আছে, তার কোন কাজ নেই। আমি বলছি মেদিনীপুরে একটা আধটা আছে, তা অকেজো অবস্থায় আছে, তা কৃষকদের কোন কাজে লাগে না। নানারকম স্কীম হচ্ছে কিন্তু তা যে কাজে লাগে না সেটা সরকার এবং পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করেছেন। সমবায়কে তাঁরা কৃষি, শিল্প, সব ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা যদি পল্লীতে যাই তা'হলে দেখতে পাব ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি, অথবা সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি কিংবা মার্কেটিং সোসাইটি, যতগুলি কো-অপারেটিভ সোসাইটি হয়েছে সবগুলি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। আমি বলব সেখানকার লোক যে কো-অপারেটিভ করতে রাজী নয় তা নয়, সেখানে সরকারের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে, সুপারভিসানের অভাব রয়েছে, অনুদানের অভাব রয়েছে, সরকার যথাসময়ে তাদের ঋণ দিতে পারে না এই রকম নানাপ্রকার অভিযোগ এসেছে। যে কোন লোক যাঁরা সমবায়ের সংগে যুক্ত আছেন তাঁরা জানেন যে সমবায়ের যে আইন আছে সেই আইন অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই প্রতিবন্ধকগুলি দূর করে দিলে সমবায় জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে এবং আমি মনে করি দরিদ্র দেশের পক্ষে সমবায় একটা আশীর্বাদস্বরূপ। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে বিশেষ করে যে দেশের কৃষকরা এত দরিদ্র যে তারা এক বেলা এক সন্ধ্যা খেতে পায় সেই দেশের কাছে সমবায় আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু সে দিকে গভর্ণমেন্ট দৃষ্টি দেননি, কেবল কতকগুলি স্কীম তৈরি করছেন। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন বাংলা সরকারের মত কল্পনা বিশারদ নাকি আর কেউ নেই। কল্পনা তৈরী করতে পারেন কিন্তু কল্পনাকে কার্যকরী করতে পারেন না। এই হচ্ছে বাংলা সরকারের সম্বন্ধে লোকের ধারণা। আজকে যে বিল এনেছেন সেই বিলের ২ নম্বর ধারাতে বলা হচ্ছে এনি পার্সন—এনি পার্সন মানে কি? অথচ বলছেন যে পরিপূরক হিসাবে তাঁরা এই বিলটা এনেছেন, এনি পার্সন বলতে যে কোন লোক আসতে পারে, কোন বিত্তশালী লোক আসতে পারে। অয়্যারহাউসম্যান বলা হচ্ছে এনি পার্সন—সে লোক লক্ষপতি হতে পারে, হাজারপতি হতে পারে, বড় লোক হতে পারে। সে যদি অয়্যারহাউস করে বসে এবং সেখানে যদি কৃষকরা যায় তাহ'লে তার উপর জুলুম, অবিচার হতে পারে কিনা, তাকে হয়রানী ভোগ করতে হবে কিনা সেটা চিন্তা করে দেখবেন। সেজন্য বলছি যেখানে এনি পার্সন বলা হচ্ছে সেটাকে বদলে সেখানে কো-অপারেটিভ সোসাইটি করতে হবে। কো-অপারেটিভ ছাড়া আর কাউকে অয়্যারহাউস করতে হবে না। এটা যদি সরকার মেনে নেন, যদি প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত ভিত্তিতে এক একটা অয়্যারহাউস হয় এবং সেই অঞ্চলে যতগুলি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে তার মেম্বার হয় তা'হলে আমি মনে করি কৃষকদের ন্যায্য মূল্যে জিনিস বিক্রি করার সুবিধা হবে এবং জিনিস জমা রাখতে পারবে। আমার যে এ্যামেণ্ডমেন্ট আছে সেটা এ্যামেণ্ডমেন্টের সময়ে বলব শুধু অয়্যারহাউসম্যান যে কেবল ডিপজিট দেবে তা নয়, যে হোলসেল ডিলার হবে অর্থাৎ সেখানে যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি-গুলি অয়্যারহাউস করল বা অয়্যারহাউসের মেম্বার হ'ল তারা বাজার থেকে ধানচাল, সরষে, পাট, ইত্যাদি কিনতে পারবে এবং জমা নিতে পারবে এবং তারপর যখন ধান, সরষে, পাটের দাম উঠবে তখন তারা সেগুলি বাজারে বিক্রি করতে পারবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা না থাকার ফলে কৃষকরা পৌষ, মাঘ মাসে ১০-১২ টাকায় তাদের ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়, তারা ২০-২২ টাকা দর পায় না। আমার ধারণা যারা বড় বড় চাষী তারা ধানের দর পাচ্ছে। আজকে শুনলাম ৩০ টাকা পাটের দাম, অথচ চাষীরা ১৮-২০ টাকা দরে পাট বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু এইরকম ভাবে যদি প্রত্যেকটা পঞ্চায়েৎ বা ইউনিয়নে এক একটা অয়্যারহাউস করেন সেখানে পাট চাষীরা পাট জমা দিতে পারবে, মজুত রাখতে পারবে এবং সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে কাজ কর্ম চালাতে পারবে এবং যখন পাটের দর উঠবে তখন ধান, বীজ, সরিষা প্রভৃতি বিক্রী করতে পারবে, তোলার বীজ বিক্রী করতে পারবে। এই সুযোগ যদি থাকতো তাহ'লে

কৃষকরা বেঁচে যেতে পারতো, তারা আরো বেশী টাকা পেতে পারতো এবং মহাজনের হাত থেকে তারা রক্ষা পেত এবং তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে টাকায় ৪ পয়সা, ৬ পয়সা, ৮ পয়সা সুদ দিয়ে যে টাকা সংগ্রহ করে তা আর তাদের করতে হোত না, কারণ গভর্ণমেন্ট থেকে তারা টাকা পাবে। আজ যদি কৃষক না বাঁচে তাহ'লে বাংলাদেশও বাঁচবে না এবং বাংলাদেশের ৫ লক্ষ গ্রামকে বাঁচাবার জন্য যে অয়্যারহাউস স্কীম করা হয়েছিল বাংলা গভর্ণমেন্ট তার প্রতি উপেক্ষা, উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলেছেন। সেজন্য আমি তাঁর কাছে নিবেদন করবো যদি দেশের মুনাফাখোরদের, চোরাকাববারী মজুতদারদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে চান—যেটা সমগ্র বাংলাদেশে ছেয়ে গেছে তা'হলে এই বিলটা সেইভাবে পরিবর্তন করে আনুন, আমরা নিশ্চয়ই সেই বিলটা অভিনন্দন জানাবো। আমি সেজন্য নিবেদন করবো যে মার্কেটিং সোসাইটী করুন অথবা সমবায় ক্রেডিট সমিতি করুন আর কোন কিছুর দরকার হবেনা—অর্থাৎ বাজার থেকে তারা মাল কিনে রাখতে পারে এবং সেখান থেকে জনসাধারণ নিতে পারবে ন্যায্য মূল্যে। সেখানে হোলসেল ডিলার যদি হয়, এবং যা বিক্রী হবে তার যা লভ্যাংশ সেটা ইউনিয়নের সমস্ত কৃষকরা পাবে। সেজন্য এই বিলটিতে সেভাবে সংশোধনী এনেছি। আর একটা কথা বলতে চাই এখানে য়্যাপীলেট অথোরিটি সম্বন্ধে যা বলা আছে, সে কথা ভক্তিবাবু বলে গেছেন। আমার সেইভাবে য়্যামেন্ডমেন্ট আছে, আমি বলছি যে ডিপোজিটার অথবা অয়্যারহাউসম্যান যদি অন্যায় করে তাহ'লে তার বিচার কে করবে তার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রেসক্রাইবড্ অথোরিটি কি বলবেন, বললে কি দেয়া হবে তা আমরা জানতে পারছি না। সেজন্য আমি বলছি সরকারের সর্বদা একটা ঝোঁক, প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে আদালতের কাছে তারা যেতে চান না কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে আদালতের কাছে না যাওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। সেজন্য আমি য়্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি যে সেটা ডিস্ট্রিক্ট জাজ্ অন্ততঃপক্ষে য়্যাডিসনাল জাজ্ পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কের লোকের কাছে তাদের যেন বিচার হয়। সে অয়্যারহাউসম্যান হোক্ অথবা ডিপোজিটার হোক যদি অন্যায় করে তাহলে তার ন্যায্য বিচার হোক এটা আমরা চাই। কাজেই এই বিলের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনা দরকার। সেজন্য জনমত সংগ্রহের জন্য আমাদের যে সার্কুলেসন মোসান আছে সেটা গ্রহণ করে নিন অথবা তিনি যদি য়্যামেন্ডমেন্ট ভালভাবে গ্রহণ করে নিয়ে একটা উন্নত ধরনের বিল আনতে পারেন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। সুতরাং আমি বলবো যে গ্রামের স্বার্থের জন্য যখন বিলটা করা হয়েছে তখন এটাকে পাঠানো হোক তারা অভিমত দিক যে, যে বিলটা হবে, সেটা সত্যিকারের কৃষকদের অনুকূলে পাঠানো হোক্ তারা অভিমত দিক যে, যে বিলটা হবে, সেটা সত্যিকারের কৃষকদের স্বার্থের অনুকূলে হবে, জনসাধারণের মঙ্গল সাধন এর দ্বারা হবে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমরা সার্কুলেসনের নোটিশ দিয়েছি কাজেই এটা একটু বিবেচনা করবেন।

[3-20—3-30 p.m.]

Shri Gourchandra Kundu:

মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, এই বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, কৃষকদের যাতে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় তারা যাতে তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পায় এবং যাতে তারা লোন পায় সেইজন্যই এই বিল আনা হয়েছে। আমি মনে করি বর্তমানে যে সমস্যাটা আছে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবংগ সরকার এবং মন্ত্রিমহাশয় খুব ভালভাবে জানেন যে, কৃষকরা আজ মহাজনদের খপ্পরে পড়েছে এবং তারা তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। স্যার, আজকে প্রশ্নোত্তরকালে এ বিষয়ে সকলেই বলেছেন যে পাটের দাম ১৫-১৬-১৭ টাকায় নেমে যায় বলে কৃষক পাট চাষ করতে উৎসাহ পায় না। আমাদের পশ্চিমবংগ সরকার জানেন যে তাদের একমন পাট তৈরী করতে ২৫-২৬-২৭ টাকা লেগে যায় কাজেই তারা যদি ৩০ টাকার কমে বিক্রি করে তাহলে তাদের ক্ষতি হয়। কিন্তু সেই দাম তারা পায় না বলে সারা পশ্চিমবাংলায় পাট চাষীরা ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করেছে এবং তার ফলে সরকার স্বীকার করেছেন যে, ৩০ টাকা পাটের নিম্নতম দাম হওয়া উচিত। স্যার আমরা জানি ধান যখন ওঠে তখন কংগ্রেসের যে সমস্ত খদ্দরধারী মহাজন আছে তাদের ঘরেই সেই ধান গিয়ে ওঠে। তাঁরা চাষীদের দাদন দেন এবং ১০০ টাকা দিয়ে ২-৩ বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে নেন এবং ধান যখন ওঠে তখন ১-২ টাকা বেশী দিয়ে সমস্ত ধান চাষীদের কাছ থেকে নিয়ে নেন। এর ফলে চাষী তার ন্যায্য দাম পেল না এবং

অপর দিকে যে ধান চাষীর ঘর থেকে মহাজনদের ঘরে গিয়ে উঠল সেটা তারা হোর্ড করে রাখল এবং বাজারে যখন দাম বাড়ল তখন সেই চাল উচ্চমূল্যে বিক্রি করল। তারা চাষীর ঘর থেকে ৭-১০ টাকা দরে ধান নিয়েছে কিন্তু জনসাধারণ চাল খাচ্ছে ৩৬-৩৭ টাকা দরে যেকথা সরকার অস্বীকার করতে পারেন না। স্যার, কৃষক যে ন্যায্যমূল্য পায়না সেটা সরকার জানেন কারণ কৃষকদের টিকি বাঁধা থাকে মহাজনদের কাছে। এর কারণ হচ্ছে তারা যখন চাষ আবাদ করবার জন্য টাকা পায় না তখন মহাজনরা তাদের টাকা দেয় এবং তারপর সুদে আসলে তাদের রক্ত শোষণ করে। এই বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সরকার যে সদিচ্ছা ব্যক্ত করেছেন তাতে তাঁদের সংগে আমি একমত, কিন্তু সেই সদিচ্ছা কেন পূরণ হবে না সে কথাই বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে উনি বললেন যে সমস্ত স্টেট অয়্যারহাউস আছে সেই স্টেট অয়্যারহাউসের রসিদ যদি দেখান হয় তাহ'লে ব্যাংক থেকে লোন পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে পাবলিক অয়্যারহাউসের রসিদ দেখালে কে তাদের লোন দেবে? পাবলিক অয়্যারহাউসে চাষী যদি ধানচাল জমা রাখে তাহ'লে তাকে লোন দেবার কেউ নেই এবং সরকার যদি দায়িত্ব না নেন তাহলে মহাজনরাও তাদের লোন দেবে না। তবে যদি কোন মহাজন দেয় তাহ'লে সে নিজের স্বার্থে দেবে—অর্থাৎ চাষীর কাছ থেকে কবলা লিখে নিয়ে তারপর লোন দেবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায় চাষীর কোন উপকার হবে না এবং সেইজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে সরকারী উদ্যোগে কো-অপারেটিভ দরকার। মাননীয় সদস্য বলাইবাবু যে কথা বলেছেন আমি তাঁর সংগে একমত যে, সরকার যে সমস্ত স্টেট অয়্যার-হাউস করেছেন সেগুলি বেশীরভাগই অকেজো হয়ে রয়েছে। স্যার, আমাদের গ্রামাঞ্চল সম্বন্ধে মার্কেটিং সোসাইটি, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, অয়্যারহাউস, স্টেট অয়্যারহাউস অমুক, তমুক অনেক কিছু বলা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মফঃস্বলের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এবং জানি যে কোন চাষী এর দ্বারা উপকৃত হবে না। আজকে সমস্ত উপকার পাচ্ছে এইসব অঞ্চলের মহাজনরা এবং সেইজন্যই গ্রামের, মফঃস্বলের মহাজনরা কংগ্রেসের চরম ভক্ত এবং এগার টাকা চার আনার মেম্বার। আজকেও আমরা দেখছি এই সমস্ত মহাজনদের স্বার্থে এগুলি পুনরায় প্রবর্তন করা হচ্ছে। লাইসেন্স-এর জন্য দরখাস্ত করবেন, কিন্তু একটু বাস্তবভাবে চিন্তা যদি করেন তাহ"লে দেখবেন লাইসেন্স-এর জন্য দরখাস্ত নিশ্চয়ই চাষী করবে না বা কোন চাকুরী-জীবী, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মুদিখানার মালিক করবে না। লাইসেন্স-এর দরখাস্ত করবে তারা, যারা চালের দাম বাড়িয়ে ৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছে, যাদের রিজার্ভ ব্যাংক ৫০ লক্ষ টাকা লোন দিয়েছে এবং যারা বাংলাদেশের কোটি কোটি লোককে না খাইয়ে মারছে। অয়্যার-হাউস-এর যারা মালিক হবে তাতে আমরা দেখছি সরকার একটা বোতলের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন অর্থাৎ চোরাকারবারীদেরও ঠিক করবেন এবং মহাজনদের স্বার্থও রক্ষা করবেন। তাহ'লে কেন এই ধরনের বিল করছেন? তার কারণ হচ্ছে চাষী যাতে পাটের ন্যায্য দাম পায় এবং মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করবার জন্য যেহেতু পশ্চিমবাংলায় তারা ব্যাপক আন্দোলন সুরু করেছে সেহেতু এই অয়্যারহাউস বিল প্রণয়ন করে তাঁরা বলেছেন যে, চাষী যাতে ন্যায্য দাম পায় তার ব্যবস্থা করব, প্রাইস লাইন ঠিক করব এবং চোরাকারবারী হবে না। কিন্তু অয়্যার-হাউসের লাইসেন্স যাদের দেওয়া হবে ঐ চোরাকারবারী মুনাফাবাজ তারা ঐ অয়্যারহাউসের সুযোগ নিয়ে দেশকে সর্বস্বান্ত করবে। আমার আর একটা কথা হোল যে প্রাইস লাইনকে ঠিক রাখা দরকার যাতে জনসাধারণ ন্যায্য মূল্যে তাদের চাল তাদের জিনিসপত্র ইত্যাদি পেতে পারে। আর একটা কথা হচ্ছে যে চাষীরা যাতে তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। চাষীদের কাছে ফসলের দাম অত্যন্ত কমে যায় সেখানে পাঁচ টাকা দরে ধান বিক্রি করতে তারা বাধ্য হয়। এটা আমরা চাই না। চাষীরা যাতে তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এবং তার জন্য আর একটা দরকার হচ্ছে চাষীকে চাষাবাদের সময় প্রয়োজনীয় টাকা দেওয়া এবং মাল রেখে সে যাতে তার লোন শোধ করবার জন্য এবং সংসার যাত্রা নির্বাহ করবার জন্য টাকা পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার এবং সেই ব্যবস্থা করতে গেলে পর আজকে দরকার হচ্ছে এই যে অয়্যারহাউস—সেই অয়্যারহাউসকে আজকে স্টেটের কন্ট্রোলে আনা দরকার এবং স্টেটের কন্ট্রোল এবং কো-অপারেটিভ ছাড়া এর আর কোন উপায় নেই। ব্যক্তিগত মালিকানায় এটা ছেড়ে দিলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ প্রাইস লাইন তাহ'লে ঠিক থাকবে না। প্রাইস লাইন বাড়াবার তারা সব সময় চেষ্টা করবে এবং মুনাফা করবার চেষ্টা করবে। এবং তার থেকে প্রয়োজনীয় টাকা দেবার কোন ব্যবস্থা এই বিলে নেই যে প্রাইভেট

অয়্যারহাউস-এর রিসিট থেকে তারা টাকা পাবে। এবং কোন ব্যাঙ্ক ঐ-অয়্যারহাউস থেকে মাল দেখিয়ে লোন দিতে রাজী হবে না। সরকার থেকে যদি এই সম্বন্ধে ব্যবস্থা না হয় তাহলে লোন পাবার কোন আশা নেই, টাকা পাবার কোন আশা নেই এবং চাষীদের যে উপকার করার কথা হচ্ছে সেটা হবার কোন আশা নেই। এবং তাতে ফসলের ন্যায্য দাম হবে না। এবং যে পাট-কলের মালিকরা ঐ যে মুনাফার পর মুনাফা করে যাচ্ছে সে জিনিসটা বহাল থাকবে। সেজন্য আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করবো এই দুটো প্রভিসন গ্রহণ করবার জন্য—সেটা হচ্ছে এই প্রাইভেট অয়্যারহাউস স্কীম এটা বরবাদ করে দেওয়া হোক—স্টেট অয়্যারহাউস স্কীম নেওয়া হোক এবং আইনের মধ্যে এমন বিধান রাখা হোক যে স্টেট অয়্যারহাউস করে চাষীরা যাতে তাদের চাষাবাদের সময়, মরশুমের সময়, সে যাতে টাকা পায় এবং ঐ ফসল স্টোরে জমা রেখে সে যাতে সংসার চালাবার জন্য টাকা পায় তার ব্যবস্থা করা হোক এবং তার জন্য সব সময় সেখানে সরকারী সাহায্য যতদূর করা সম্ভব তা করা হোক। বর্তমানে কো-অপারেটিভ আন্দোলনকে প্রসার করবার জন্য আমাদের দেশে একটা আন্দোলন উঠেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেটা করবার জন্য সমস্ত ষ্টেটগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য কো-অপারেটিভ যেগুলি আছে প্রায়ই সেগুলি দুর্নীতিদুষ্ট এবং এই কো-অপারেটিভগুলির দুর্নীতিদুষ্টতা দূর করে দুর্নীতি মুক্ত করে কো-অপারেটিভগুলি যাতে এই কাজে লাগতে পারে এবং চাষীদের মধ্যে থেকে লোক নিয়ে, ছোট ছোট ব্যবসাদারদের থেকে লোক নিয়ে কো-অপারেটিভ ফর্ম করা যেতে পারে এবং সরকার থেকে সহযোগিতা ক'রে এই অয়্যারহাউস স্কীম এইভাবে করলে পর—এক একটি গঞ্জে গঞ্জে এবং মহাকুমায় এই কো-অপারেটিভ করে তার মধ্য দিয়ে চাষীরা যাতে উপযুক্ত সময়ে টাকা পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এবং এটা প্রাইস লাইন ঠিক রাখার পক্ষে অনেকখানি সহায়তা হবে, গ্রাম্য অর্থনীতিকে অনেকখানি আগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে সহায়তা হবে। সুতরাং সেইজন্য আমাদের এই সাজেসন মন্ত্রিমহাশয়কে বিশেষভাবে বিবেচনা করবার জন্য বলছি। তারপর আমার কথা হচ্ছে যে এই বিলের মধ্যে দুটি ধারা সম্বন্ধে আমি দু একটি কথা বলতে চাই। অবশ্য যখন এ্যামেন্ডমেন্ট হবে তখন এটা হবে—কিন্তু এই বিলের দুটি মারাত্মক ধারা আছে একটি হচ্ছে ৩১ নং ধারা আর একটা হচ্ছে সেকসন ১৮ (২)। ১৪ (২) তে বলা হচ্ছে যে সাবজেক্ট টু এনি এগ্রিমেন্ট বিটুইন দি অয়্যারহাউসম্যান এ্যান্ড দি ডিপোজিটার। এই একটা জিনিস আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে আজকে যে সমস্ত ব্যাংক গুদাম-গুলি করে ঐ পার্ট ডেলিভারী করে এটা গুদামওয়ালার সংগে একটা আন্ডার হ্যান্ড ব্যবস্থা হয়ে যায়। রসিদ দিয়ে দিল যে তোমার পার্ট ডেলিভারী হয়ে গেল এবং পার্ট ডেলিভারী হয়ে যাবার পর দেখা গেল যে মালটা ঠিকই বজায় আছে কেবল কাগজে কলমে একটা পার্ট ডেলিভারী হোল এবং সেটা দেখিয়ে আবার ব্যাংক থেকে টাকা নেওয়া হোল এবং সেই টাকা নিয়ে আবার মাল কিনলো আবার গুদামজাত করে এবং এই ভাবেই মহাজনরা চক্রান্ত করে। সুতরাং আজকে যদি ঐখানটা ফাঁক রেখে দেওয়া হয় তাহ'লে ঐ ছোট ছোট চাষীরা যারা মাল রাখবে তারা ঐ সুযোগ পাবে না। যে সমস্ত বড় বড় লোক তারা ঐ অয়্যারহাউসে মাল রাখবে বড় বড় মহাজনরা ঐ গুদামে মাল রাখবে তারা করবে কি? ঐ পাটের রিসিট দেখিয়ে একচুয়েলি হয়তো পার্ট ডেলিভারী হোল না—রিসিট করিয়ে নিলো অয়্যার হাউসে কিছু ২।৪ টাকা ঘুষ দিয়ে এবং সেটা করে আবার লোক দেবার ব্যবস্থা করা হোল যদি প্রভিসনটা করা হয়। সুতরাং এটা একটা মারাত্মক ধারা যেটা ব্যাংকরে ঠকিয়ে টাকা নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে যেটাতে ব্ল্যাক-মার্কেটিংয়ের সুবিধা হচ্ছে এক্সপ্যানসন চলছে সেটা সম্বন্ধে একটু দেখা দরকার।

[3-30—3-40 p.m.]

এবং সেকসন ৩১টাও যে কি সেটা আমাদের ভক্তিবাবু বলেছেন যেটা আমি বিস্তৃত বলতে চাই না, সেকসন ৩১টা মারাত্মক বলে আমি মনে করি, সেটাও বন্ধ করা দরকার। সুতরাং আমার শেষ আবেদন হল এই, মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে, যে অয়্যারহাউসিং করার জন্য যে সদিচ্ছা আপনি পোষণ করেন সেই সদিচ্ছা যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তাহ'লে বাস্তবে নেবে আসতে হবে। প্রকৃতপক্ষে গ্রাম বাংলায় যে ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার প্রতি চক্ষু বুজিয়ে রাখলে চলবে না। বাস্তব ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আজকে সেই প্রাইভেট

অয়্যারহাউসেস স্কীম পরিত্যাগ করে স্টেট অয়্যারহাউসেস ডেভেলপ করার জন্য, কো-অপারেটিভ অয়্যারহাউসেস স্কীমকে ডেভালপ করার জন্য প্রকৃতপক্ষে চাষীর মঙ্গল করবার জন্যে এই বিলকে আপনি এ্যামেণ্ড করুন এবং আপাততঃ এই বিলটাকে জনসাধারণের মধ্যে সারকুলেশন-এর জন্য দিন এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি।

Shri Bijoy Kumar Banerjee :

মিস্টার চেয়ারম্যান স্যার, এই ওয়েস্ট বেঙ্গল অয়্যারহাউসেস বিল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমি বুঝি না। তবে একটা জিনিস যা দেখতে পাচ্ছি বিল প'ড়ে সাধারণ কমনসেন্স থেকে এইটুকু বুঝছি যে এই বিলেতে কৃষকদের কোন সুখ সুবিধা দেখবার কোন ব্যবস্থা এই বিলে হয় নি বা সেই উদ্দেশ্যই এতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। খালি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি করে কন্ট্রাকটর-দের লাইসেন্স দেওয়া হবে কাকে, আবার সেই পারমিট-এর ব্যবস্থা, সেই লাইসেন্স ব্যবস্থা হচ্ছে। গভর্ণ-মেন্ট এখানে অছে। তাঁরা আমাদের কি করে এই সব অয়্যারহাউস ভালভাবে হয়, ঐ অয়্যারহাউস-এ কৃষকদের জিনিসপত্র রেখে ভাল দামে পরে বিক্রি করতে পারে এই সব যে ব্যবস্থা আমাদের সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট আইন ক'রে করে দিয়েছিল তার একটা নীতি ছিল, তার একটা দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, সেই সমস্ত আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ফলো করলেন, ফলো করবার পর এই অভিজ্ঞতা তাঁদের হল যে আমরা কিছু আর করতে পারলাম না, এখানে লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা হ'ল। আজকের দিনে যেখানে সমস্ত জিনিস জাতীয় সরকারের আয়ত্তাধীনে হওয়া উচিত সেখানে কারা এই লাইসেন্স নেবে? তাদের আণ্ডার-এ এই সমস্ত আমাদের থাকতে হবে এই ব্যবস্থা এই বিলে আছে। এই বিলে চ্যাপটার ২ দেখুন, সেখানে লাইসেন্সিং অফ অয়্যারহাউস-এর ব্যাপার, সেখান থেকে ৮নং ঐ চ্যাপটার ৩, তাতেও লাইসেন্স-এর ব্যাপার। গোটা বিলটা খালি কি করে কন্ট্রাকটরদের, ইন্ডিভিজুয়াল লাইসেন্স দিয়ে তার সুখ সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে আমাদের সমস্ত খাবার দাবার যা কিছু দেখছি, ৬৮ দফা খাবার দাবার সেখানে থাকবে। তারপর তারা কি করবে কোন দিন কে জানে। তাহ'লে এইটেই অয়্যারহাউস বিল? এতে ত, আমি জানি না কি ক'রে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র আমরা হতে চলেছি। এই যে লাইসেন্স-এর ব্যবস্থা এর আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। আর মনে করি এ বিল আমাদের কোন মতে পাশ করা উচিত নয়। এই বিলেতে এ ব্যবস্থা কোথাযও দেখলাম না যে হ্যাঁ, এই করুন তাহ'লে আমাদের কৃষকদের ভাল, আমাদের সুখ সুবিধা হবে, সে সব কথাই নেই। খালি লাইসেন্স কাকে দেবো, কি রকম লাইসেন্স নেবেন, এর পরে সাবজেক্ট টু রুলস হবে, সাবজেক্ট টু রুলস, সে রুলস জন্মে আমাদের কাছে আসবে না। কে লাইসেন্স পাবে, কি রকম লোক লাইসেন্স নেবে, তারা কারা, এ সব আর আমাদের জানবার কোন ব্যবস্থা হবে না। সরকার যদি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে না পারেন তাহ'লে কন্ট্রাক্ট দিয়ে এই রাষ্ট্র চালান না? কন্ট্রাক্ট দিয়ে দিন সমস্ত জিনিস। এ পারা যাচ্ছে না, অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে আমরা পারছি না, এ কথার এডমিসন, আমি নিজের কথা বলছি না, অন এডমিসন সরকার এগুলি লিখেছেন

The State Warehousing Corporation cannot by their own efforts cover the entire State with warehouses within a reasonable period It is, therefore, necessary to encourage the establishment of independent warehouses, through issue of licence on voluntary basis

এইসব কথা

Mr. Chairman: This is decentralisation of power, you should remember.

Shri Bijoy Kumar Banerjee :

স্যার, সবই বুঝি। ডিসেণ্ট্রালাইজেসন অব পাওয়ার বুঝে আজ তবে এখানে এসেছি। ডিসেণ্ট্রালাইজেসন অব পাওয়ার-এর কথা আর বলবেন না। ও আবার কারা সেণ্ট্রালাইজেশন করে লাইসেন্স পেলে সেত জানা আছে। আপনিও জানেন আমরাও জানি ত, এই যে ব্যাপার এ হচ্ছে কি? মিস্টার চেয়ারম্যান, এটা আমি খুব লাইট হার্টেডলি বলছি না, এ আমার অভিজ্ঞতা, এই হাউস-এ অনেকবার আমি স্পষ্টভাবে জানিয়েছি। প্রতিদিন বিল হয় সরকারের ক্ষমতা কি করে বাড়ে।

বেশ ভালভাবে কি করে একটা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেইভাবে বিল তৈরী হয়। এ কথা জোর করে বলতে পারি এই যে আইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অয়্যারহাউস বিল এখানে কৃষক কোথায়? কোথায় লেখা আছে কোথায় জিনিসপত্র রাখবে না রাখবে? তারা ভালমন্দ কিছুই জানেন না। ওই অয়্যারহাউস-এ টিন থাকবে, গাদা গাদা টিন থাকবে, কিন্তু অন্য লোক পাবে না। আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত, বিরোধীতা করা উচিত এবং আমরা তা করব। আপনারা যা খুসী করুন, কিন্তু দয়া করে বলুন ইন্ডিভিজুয়াল-কে এই সমস্ত অয়্যারহাউস-এর দায়িত্ব দেবেন না। সরকারী আওতায় এনে কিংবা কো-অপারেটিভ বেসিস-এ করার কথা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলেছেন। আমার তাই মনে হয় এই আইন কনস্টিটিউশন বিরোধী, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর ডাইরেকটিভ-এর এগেনস্ট-এ এই আইন যাচ্ছে। আসল কথা এখানে নেই। আপনি দেখেছেন কনস্টিটিউশন-এ ১৬ বার পরিবর্তন হয়েছে, এখানে কথায় কথায় এ্যামেন্ডমেন্ট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই আইন বে-আইনী হচ্ছে এটা টিকতে পারে না এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর একচেটিয়া। সুতরাং এর বিরোধিতা করছি। আর একটা কথা বলি ওই পারমিট সম্বন্ধে। ওই পারমিট-কে খুব ভয় করি। আমার দিন কতকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি ট্যাক্সি পারমিট-এর জন্য হাজার হাজার লোক সই করলেন, কিন্তু কে কটা পাবেন জানি না। এরকম লাইসেন্স কারা দেবে? বোর্ড হবে, কিন্তু কারা তারা কিছুই জানি না। এরকম করে কি একটা স্বাধীন দেশ চলা উচিত আপনি বলুন? সেজন্য বলছি স্যার, একটা মোক্ষম জায়গায় ধরেছি লাইসেন্স কন্ট্রাক্ট দেওয়ার আখড়া খোলার একটা আইন হচ্ছে। আজ যা অবস্থা তাতে মনে হয় এই কন্ট্রাকটার-দের সুখ সুবিধার জন্যই আমরা আছি। তাই তো বলছি এখানে আর একটা লাইসেন্সিং বোর্ড তৈরী হবে। আশা করি মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহ করে আমার কথা শুনবেন। না শুনলে যা হবার হবে এবং এমন কিছু হয়ত হবে যা আপনি আমি বুঝতে পারি না।

Shri Jahangir Kabir :
স্পীকার মহোদয়, আমি নীতিগতভাবে এই বিল সমর্থন করি। তবে এর ইমপ্লিকেশন সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। সে সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয় আলোকপাত করলে খুসী হব। একজিসটিং মারকেটিং সোসাইটি-র কি অবস্থা হবে এবং তার সঙ্গে এই বিলের কি সম্পর্ক? দ্বিতীয় মার্কেটিং সোসাইটি যা আছে আমরা এখান থেকে শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা চাষীকে দিচ্ছি তাতে চাষীদের কোন ডিফিকালটি হয়নি। যতই গরীব চাষী হোক তাকে অসুবিধায় পড়তে হয়নি। আজকে আপনারা যে পেইং স্লিপ দেবার প্রস্তাব করছেন তা নিয়ে চাষীরা করবে কি? যে চাষী দু এক মন পাট আনবে সে কি করে টাকা পাবে? স্টেট ব্যাঙ্ক-এ সে কি করে পেইং স্লিপ ভাঙ্গাবে জানিনা? এবং কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি যে সমস্ত ফেসিলিটিজ দিচ্ছে তার চেয়ে কি বেটার ফেসিলিটিজ অয়্যারহাউস সোসাইটিগুলি দেবে যার জন্য কৃষক উৎসাহিত হবে বুঝতে পারছিনা। ইন্ডিভিজুয়াল লোকের হাতে ইন্ডিভিজুয়াল অয়্যারহাউস দেওয়ার বিপদ ও ঝুঁকি আছে, কারণ, যারা বড় চাষী তারা সাধারণতঃই ছোট ছোট চাষীদের শোষণ করে। তাদের হাত থেকে এদের বাঁচাবার আমরা কি ব্যবস্থা করছি এ সম্পর্কে সরকারী নীতি কি জানালে খুসী হব।

3-40—3-50 p m]

Shri Kamalkanti Cuha :
মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গল অয়্যারহাউস বিলটা আমাদের সামনে এসেছে, এই বিল সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে গভর্নমেন্টের ওয়্যারহাউস যেগুলি আছে যে সম্বন্ধে আমার কয়েকটা অভিজ্ঞতা আমি মাননীয় সদস্যদের সামনে এবং মাননীয় মন্ত্রি-মহাশয়ের সামনে রাখতে চাই। এই অয়্যারহাউসগুলি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর উদ্দেশ্য শুনে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম যে কৃষকদের কিছু সুবিধা হবে। কিন্তু আজকে এই অয়্যারহাউসগুলি যেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকারের তরফ থেকে সেগুলি আমরা দেখছি যে কৃষকদের থেকে অনেক অনেক দূরে রয়েছে। আমরা দেখেছি বিশেষ করে আমার এলাকায় যে অয়্যারহাউসটা আছে সেটা দেখছি এখন কাজ করছে ফুড ডিপার্টমেণ্ট-এর ষ্টোরিং এজেন্ট হিসাবে। তার কৃষকের তামাক রাখা বা পাট রাখার কোন দরকার নাই, কৃষকের

ধান রাখার কোন দরকার নেই, আমরা দেখছি ফুড ডিপার্টমেন্ট-এর যে গম আসছে চাল আসছে সেটা এখানে রাখা হচ্ছে এবং সবচেয়ে মজার কথা যে মন্ত্রিমহাশয় তার বক্তব্যে তিনি বলবেন যে আমরা বিরোধীতা করি আমরা ভাল দিকটা দেখতে পাই না। কিন্তু এই অয়্যারহাউসটা আছে আমার এলাকায় দিনহাটা শহরে। সেই অয়্যারহাউসটা দেখা যাচ্ছে কোথায় তার গোডাউন রয়েছে ভবানী রাইস মিল বলে একটা রাইস মিল রয়েছে মাড়োয়ারীর তার যে রাইস মিল-এব কমপাউন্ড-এর মধ্যে এর গোডাউনটা রয়েছে ফলে আমরা কি দেখছি এই যে সরকারের প্রতিষ্ঠিত অয়্যারহাউসটা কি করছে সে ভবানী রাইস মিল-এর যে ওনার তার স্বার্থটাকে পরিপূর্ণ করে তুলছে। ভবানী রাইস মিল-এর যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট চাল তৈরী হয় সেই চাল ঐ অয়্যারহাউস-এ রাখা হচ্ছে আর সরকারের যে ভাল চালটা যাচ্ছে ফুড ডিপার্টমেন্ট-এর সেই চালটা ঐ ভবানী রাইস মিল-এর ওনার-এর কাছে চলে যাচ্ছে। তার ফলে কি হচ্ছে আমরা সাধারণ মানুষ আমরা রেশন কার্ড-এ একেবারে পচা নিকৃষ্ট চাল খাচ্ছি আর সরকারের তরফ থেকে যে ভাল আতব চাল যাচ্ছে বা অন্য চাল যাচ্ছে সেটা ঐ মাড়োয়ারীর ঘরে যাচ্ছে মাড়োয়ারী সেটা ৪০।৪৫ টাকায় বিক্রী করছে। তা এই অয়্যারহাউসগুলি সম্বন্ধে সরকারের নিজের প্রতিষ্ঠিত অয়্যারহাউস সম্বন্ধে যেখানে সরকারী কর্মচারী ইনচার্জ-এ আছে সেগুলির দুর্দশা এই রকম, সেগুলি যে কি কি কাজ করছে সে দিকে সরকারের লক্ষ্য নেই। এই কিছুদিন আগে অয়্যারহাউস দিবস পালিত হল, আমাদের নিমন্ত্রিত করা হল, আমরা সেখানে গেলাম, দেখলাম ডি সি থেকে আরম্ভ করে এস ডি ও বিডি ও পর্যন্ত এবং আর কিছু মাড়োয়ারী মহাজন কর্ম-চারীরা বসে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে অয়্যারহাউস কবার স্বার্থকতা কি উদ্দেশ্য কি—কৃষকের যদি উপকার কবতে চাই, একটা গ্রামেব কৃষককে সেখানে নিমন্ত্রিত করা হয়নি বা তাদের ডাকা হয়নি বলা হয়নি যে অয়্যারহাউস-এর উদ্দেশ্য কি, এই অয়্যাবহাউসগুলি কি কবছে, আমরা কিছু কিছু কৃষককে বলেছি আমাদের পার্টির তরফ থেকে যে অয়্যাবহাউস-এব যেটুকু সুখ সুবিধা পাওয়া যায় সেটুকু তোমবা গ্রহণ কববাব চেষ্টা কব। কিন্তু কৃষকবা তাদেব অসুবিধাব কথা বলেছে। আমি সেখানে ব্যক্তিগতভাবে গিয়েছি। সেখানে কি দেখলাম যদি ২০ টাকা মন দবেব পাট রাখা গেল তাকে ১৫ টাকা দেওয়া হবে। এই ১৫ টাকা দেবাব জন্য তাকে একটা রসিদ দেওয়া হল। সেই রসিদ নিয়ে দিনহাটা থেকে তাকে কুচবিহারে যেতে হল, তাব ট্রেন ভাড়া দিয়ে ১২ আনা খরচ হল আবার সেখানে গিয়ে তাকে খেতে হল তারপরে ঐ স্টেট ব্যাংক-এব কেরানীবাবু বললেন তোমার সই মিলছে না অর্থাৎ আমাকে কিছু পয়সা দাও সই মিলে যাবে। আর যদি পয়সা না দিল তাহলে তোমাকে চিনি না তুমি যে সেই লোক তোমাকে আইডেন্টিফাই কববার জন্য একজন উকিলবাবুকে ধরে নিয়ে এস—উকিলবাবুকে দুই টাকা ফি দিয়ে নিয়ে এল—তখন উকিলবাবু বললেন যে হাঁ এ সেই অমুক গ্রামেব অমুক কৃষক। তাহলে দেখুন সেই ১৫ টাকা পেতে তার ৫ টাকা খরচ হয়ে গেল। সেইজন্য আমাদেব বক্তব্য হচ্ছে যে অয়্যাবহাউস যেমন সরকারের রয়েছে তার মধ্যেই কতক ত্রুটি রয়েছে সেগুলির সংশোধনেব কোন ব্যবস্থা নেই। আজকে অয়্যারহাউস-এর মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে সরকারের প্রতিষ্ঠিত অয়্যাবহাউস দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ কভার কবতে পারছেন না—মানুষের উপকাব কবতে পারছেন না। আমি বলি ঐ অয়্যাবহাউস ৩০টি আছে যদি ৩০০টা হয় তাহলে দেখা যাবে যে কৃষক সেখানে যাচ্ছে না। কারণ কৃষককে ১৫ টাকা নিতে হলে যদি ৫ টাকা খরচ কবতে হয় এবং কৃষককে ১৫ টাকাব জন্য দুই দিন তার ক্ষেত খামারের কাজ ফেলে চাষের কাজ ফেলে গৃহস্থালীর কাজ ফেলে তাকে যদি সহরে সহরে ঘুরতে হয় তাকে যদি ব্যাংক-এ ব্যাংক-এ ঘুরতে হয় সে তখন বলবে যে আমার দুই টাকা লোকসান হোক তবুও আমি মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে সাথে সাথে পয়সা পাব। কেন না যে কৃষক আজকে এক মন দুই মন তিন মন পাট রাখবে তাব কি অবস্থা। সে পাট বিক্রি করবে তেল নুন কিনবে সে চাল কিনবে সে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনবে কিন্তু তাকে সাথে সাথে টাকা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে বলতে চাই যে সরকারের প্রতিষ্ঠিত অয়্যারহাউস যেগুলি আছে সেগুলি—যেখানে জিনিষ রাখার পরে সাথে সাথে যাতে টাকা পায় তার জন্য ঐ অয়্যারহাউস-এর যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ আছেন তারা যাতে সাথে সাথে টাকা দিতে পারেন সে ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা যারা ভুক্তভোগী ব্যাংক-এ টাকা তুলতে গেলে কি রকম এ কাউন্টার থেকে ও কাউন্টার-এ ঘুরতে হয় এই সেদিন হিমানীশ গোস্বামীর একটা গল্প

পড়ছিলাম "একটা চেকের কাহিনী"—তাকে চেক ভাঙ্গাতে কত জায়গায় ঘুড়তে হয়েছিল যার ফলে ৬ মাসের মধ্যে সে আর টাকা তুলতে পারলো না। আজকে এই যে ওয়্যারহাউস বিলটা আনা হয়েছে তা কেন আনা হল কারণ আজকে যারা কংগ্রেস দলকে গদীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা প্রত্যেককেই তো আর ট্যাক্সি-এর পারমিট দিয়ে প্রত্যেককেই তো আর লোহা আর সিমেন্ট-এর পারমিট দিয়ে পোষানো যাচ্ছে না সেজন্য কিছু পারমিট-এর ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও এরা অস্বীকার করবেন। কিন্তু এখানে এদেব অসৎ উদ্দেশ্য আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে অর্থারিটি হবে এই যে কর্তৃপক্ষ হবে কে হবে এখানে লেখা থাকলো না। কারা হবে লাইসেন্স দেবার মালিক— যেখানে পেটোয়া লোক দিয়ে হয়ত আমার এলাকায় মহেন্দ্রবাবু থাকবেন, কংগ্রেসের সভাপতি থাকবেন কংগ্রেসের সেক্রটারী থাকবেন। তারা কতকগুলি নিজস্ব লোক যারা বলদ মার্কা সিমবল-এর জন্য ভোটের ব্যবস্থা করবেন বা কংগ্রেসকে কিছু টাকা পয়সা দেবেন তাদের সেখানে অর্থারিটি করা হবে। আমবা দেখেছি প্রত্যেক জেলায় এম এল এ-দের নেওয়া হয়েছে কিন্তু কোচবিহার জেলায় যে আর টি এ হয়েছে সেখানে আমাদের কোন এম এল এ-দের নেওয়া হয়নি। আজকে কোচবিহারে যে সমস্ত কমিটি হচ্ছে তাতে কোন এম এল এ-দের নেওয়া হচ্ছে না। ঠিক সেই রকম আপনারা এখানে কি করবেন নিজস্ব সমস্ত পেটোয়া লোক দিয়ে এই কমিটি করবেন। সেজন্য আমার প্রস্তাব আপনাদের যদি সাধু উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আপনি এখানে ঘোষণা করবেন যে নির্দিষ্টভাবে কারা কারা এই কমিটিতে থাকবেন। আমার প্রস্তাব এই কমিটিতে এস ডি ও থাকুন বি ডি ও থাকুন মার্কেটিং অফিসার থাকুন, কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর থাকুন এবং সেখানকার লোকাল এম এল এ এবং এম পি থাকুন এদের নিয়ে কমিটি করা হউক। আমি জানি এ ঘোষণা করার মতন ওদের সৎসাহস নেই। কারণ এই যদি হয় তাহলে এই যে লাইসেন্স দেওয়া ঐ যে পারমিট দেওয়া ঐ যে পেটোয়া লোকদের সুবিধা করে দেওয়া এই বিলের মধ্যে যেটা সুকৌশলে রাখা হয়েছে সেটা ব্যাহত হবে। সেইজন্য মন্ত্রিমহাশয় আজকে নাম দেননি। মিষ্টার চেয়ারম্যান মহাশয়, এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে ব্যক্তিগত লোককে লাইসেন্স দেওয়া হবে সেখানে এমন কোন কথা এই আইনে বলা হচ্ছে না যে যে লোকটা এই ওয়্যারহাউস-এর লাইসেন্স পেল তাকে ঐ গ্রামের বা তার এলাকায় তার অঞ্চলের যে সমস্ত কৃষক সেই গুদামে মাল রাখতে যাবে সে মাল রাখতে হবে। এই ধরণের বাধ্যকতা নেই। ধরুণ আমি লাইসেন্স পেলাম, আমি একজন বড় মহাজন সেখানে আমার ব্যবসার সমস্ত ধান তামাক পাট রাখলাম তারপরে আমি সেই রসিদ নিয়ে আমি সরকারের কাছ থেকে ক্রি ক্রেডিট সোসাইটির কাছ থেকে টাকা যোগাড় করলাম ৭৫ পার সেন্ট আবার সেটা নিয়ে এসে আবার মাল কিনলাম আবার সেটা রেখে ৭৫ পার সেন্ট আনলাম এই-ভাবে দেখা যাবে এক দিকে আমি গুদাম করছি আর একদিকে গুদামের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসাকে দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলেছি আর যদি কোন কৃষক এসে বলে যে আমার মালটা রাখুন আমি রাখলাম না -আইনে একথা বলা হয়নি যে রাখতে হবে।

[3-50—4 p.m]

আজকে কিছু ধনী লোককে, কিছু ব্যবসায়ী লোককে সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আজকের এই আইনে আর একটা ব্যাপার রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যখনই কোন বিল আসছে বলা হচ্ছে আদালতে যাওয়া চলবে না। সেদিন হাইওয়ে বিল এসেছে, তাতেও আমরা এই কথা দেখেছি। এর আগে শিক্ষকদের ব্যাপারে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে, জেলা পরিষদ বিলে বলা হইয়াছে যে আদালতে যাওয়া চলবে না। আজকেও দেখছি আদালতে যাওয়া হবে না। এত ভয় কেন আদালতকে? আপনাদের হাতে তো সব রয়েছে? যত পাপ কাজ করছেন সেগুলি যারা নথি তৈরী করছে তাদের দিয়ে চেপে রাখছেন। যদি দেখা যায় যে মাল সর্টেজ হয়ে গেল ওয়্যারহাউস লাইসেন্সি ইচ্ছা করে মাল ক্ষতি করে দিল কিংবা ইচ্ছা করে অন্য কোয়ালিটির মাল নিয়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করল তখন আইনের আশ্রয় নেব না, আদালতের আশ্রয় নেব না এটা অত্যন্ত নোংরা মনোভাব, অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল,

স্বেচ্ছাচারী মনোভাব। এই মনোভাব দুটো জায়গায় ফুটে উঠেছে। অথরিটি কে হবে সেটা আমাদের আইন সভার সামনে রাখা হচ্ছে না। আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি, আমরা জানতে পারছি না যে কে অথরিটি হবে। সেই অথরিটি রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে তৈরী হবে, সেই অথরিটি স্মরজিতবাবুর নির্দেশে, কংগ্রেস ভবনের নির্দেশে তাদের পেটোয়া লোক নিয়ে তৈরী হবে। এইভাবে গণতন্ত্রের নামে যদি আজকে আপনারা স্বৈরাচারিতা দিনের পর দিন চালিয়ে যান তাহলে যতই চিৎকার করুন যতই ভাল কথা বলুন লোকে এটা গ্রহণ করতে পারবে না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থাকে আপনারা তুলে দিন এবং সেখানে আপনারা বলুন যে গ্রামে গ্রামে যে সমবায় সমিতিগুলি রয়েছে তারা যদি লাইসেন্স চায় তাহলে তাদের লাইসেন্স দেওয়া হবে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে তারা থাকবে, সরকার সেগুলি দেখাশুনা করবেন এবং যে সরকারী ওয়্যারহাউসগুলি রয়েছে তাদের আণ্ডারে সেগুলি এক একটা ওয়্যারহাউস হিসাবে কাজ করবে। এইভাবে আপনারা কাজ করুন, প্রতি সাবডিভিসনে, প্রতি জেলায় একটা সরকারী ওয়্যারহাউস করুন এবং তার অধীনে এই সমস্ত সমবায় সমিতি রাখুন। তা আপনারা রাখছেন না এবং এই খাদ্যের ব্যাপার নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছিল যে হাইপথিকেসান চলবে না, ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে টাকা নেওয়া চলবে না এবং এই নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আজকে দেখছি যে অসাধু উদ্দেশ্য প্রতিরোধ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কথা বলেছিল সেই অসাধু উদ্দেশ্যকে আইনের মধ্যে এনে আইনে প্রভিসন রেখে সাধারণ মানুষকে শোষণ করবার ব্যবস্থা করেছেন, খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ফাটকাবাজীদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। আমরা সেজন্য বলছি যে ওয়্যারহাউস হওয়া ভাল, কিন্তু তা সোজাসুজি সরকারের কন্ট্রোলে থাকবে এবং সমবায় সমিতিগুলি যত বেশী ওয়্যারহাউস করে ততই মঙ্গল। আর একটা আমাদের বক্তব্য হচ্ছে কারা এই অথরিটি হবে সেটা পরিষ্কারভবে বলে দিন। আমরা এই কথা বলতে চাই যে আপনাদের নিজস্ব লোক সেখানে থাকুক—এস ডি ও, বি ডি ও, মার্কেটিং অফিসার, এম পি, এম এল এ-দের রাখবার ব্যবস্থা করুন মহকুমা ভিত্তিতে, তাহলে কিছু সুবিধা হবে। আর একটা কথা কৃষকরা যাতে সহজভাবে টাকা পায় তার ব্যবস্থা করুন। কৃষকরা যদি সহজভাবে টাকা না পায়, তাদের যদি জোড়হাত করে কাউন্টার থেকে কাউন্টারে ঘুরতে হয় তাহলে আইনের উদ্দেশ্য যতই ভাল হোক কৃষকরা সেটাকে গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ, কৃষকদের এমন সময় নেই যে তাদের সমস্ত ক্ষেতের কাজ গৃহস্থালির কাজ বন্ধ করে কয়েকটা টাকার জন্য ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করে। কাজেই আইনে এইটুকু সুবিধা করে দিতে হবে যাতে তারা ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহজে টাকাটা পায়।

Shri Monoranjan Hazra:

মিঃ চেয়ারম্যান, মহাশয়, আমি এই বিলটা সম্পর্কে যে সব আলোচনা হল সেই আলোচনার পরে কয়েকটা প্রশ্ন রাখতে চাই। আমার দুটো প্রশ্ন বন্ধুবর মাননীয় সদস্য শ্রীজেহাঙ্গীর কবির রেখেছেন, আমি সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই সর্বপ্রথমে। আমাদের সামনে এমন একটা বিল এল যখন আমরা চাষীদের জিনিসপত্রের দাম সম্বন্ধে একটা সুবাহার ব্যবস্থার প্রশ্ন তুলতে পারছি এবং এ সম্বন্ধে সরকার এই প্রথম চেষ্টা করছেন। এদিক থেকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সমস্ত ব্যবস্থা ভাল আলোচনা করা হয়েছে তা প্রধানতঃ শিল্পের উপর ভিত্তি করে, এক কৃষিজ জিনিসপত্রের দিকে দৃষ্টি এরকম ভাবে এর আগে দেয়া হয় নি এটা বোধহয় এখন আমার যতদূর মনে হচ্ছে। সেদিক থেকে গোড়াতেই প্রশ্ন জাগে যে এ ব্যাপারে পাব্লিক সেকটররা একেবারে উপেক্ষা করে, পাব্লিক সেকটরের জায়গায় প্রাইভেট সেকটরকে কি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে না এই প্রশ্নটা সর্বপ্রথম রাখতে হয়। যেমন আরো একটা এই সংগে আমি প্রশ্ন রাখতে পারি যে এই সংগে ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন করার যে প্রস্তাব আছে এবং ষ্টেট ট্রেডিং করা যায় কি না—তাকে কি এর মাধ্যমে চিরতরে নির্বাসন করা হচ্ছে? তৃতীয় হচ্ছে সমবায় বনাম ব্যক্তিগত ওয়্যারহাউসম্যান এ জিনিস করা হচ্ছে কি না? প্রথমতঃ এ বিষয়ে কয়েকটা সংবাদপত্রে বিদেশেরও মাধ্যমে আছে সে হচ্ছে, ওয়াশিংটনে একথা খুব পরিস্কার হয়েছে যে ভারতবর্ষে পাব্লিক সেকটর যে জায়গায় এসেছিল সেটা স্তিমিত হয়ে গেছে, সেখানে প্রাইভেট সেকটরকে আবার নবসঞ্জীবন মন্ত্রে জীবিত করে তোলা হচ্ছে। প্রফেসার গলব্রেথও কিছুদিন আগে একথা সে দেশে বলেছেন

এবং ঠিক আমরা এই শহরাঞ্চল বাদ দিলে, শিল্পাঞ্চল বাদ দিলে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের যে বিরাট গ্রামাঞ্চলে, তার যে অর্থনৈতিক ভিত্তি তার উপর কাজ করার যে প্রথম পদক্ষেপ সে হচ্ছে এই বিল। এর আগে এটা এভাবে আসে নি এবং দেখা যায় যদি পাব্লিক সেকটরকে প্রাধান্য দেয়া না হয়, সেখানে যদি এইরকম প্রাইভেট সেকটরকে গড়ে তোলার চেষ্টা হয় তাহ'লে আমার মনে হয় যে কৃষিজ অর্থনীতিতে একটা বিপর্যয় দেখা যাবে এবং সেই বিপর্যয় যা এমন ভাবে যেটা জানা হচ্ছে যে এর ফলে এমন কি শাসকদিগেব যে ঘোষিত নীতি যে আমরা সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলবো সেই সমবায়ের সংগে মুখোমুখি এই অয্যাবহাউসগুলিকে দাঁড় করানো হচ্ছে এবং এ কথা বলছি ষ্টেট ট্রেডিংকে এর দ্বারা চিরতরে নির্বাসন করা হচ্ছে এবং এর পর যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে আমাদেব কি কোনও ষ্টোবেজেব অভিজ্ঞতা নেই? যেখানে কৃষকরা প্রচুর আলু রেখেছে. এই সমস্ত জিনিস তখন বাখা হয়েছে, আজও রাখা হয় সেখানে সেই আলুর প্রকৃত মূল্য তাবা পাযনি, নষ্ট হয়ে গেছে এবং বেনামী হয়ে গেছে, এই বকম হাজার হাজার অভিযোগ এসেছে এবং সেই আলু রেখে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নেয়া হয়েছে, এরকম ঝামেলা প্রচুর হয়েছে, এই রকম অভিজ্ঞতা বয়েছে এবং আজকে সেই জিনিস যে এখানে হবেনা তার কি মানে আছে? আমি একথা বলবো না যে সেবকম ঘটলে সরকার সেখানে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন না, নিশ্চযই কববেন. সেই বিশ্বাস অন্ততঃ এখানে রাখা দরকার যতক্ষণ আইনটা হযনি কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় প্রাবাম্ভিক বক্তৃতায় যখন বল্লেন যে কৃষকবা লোন পাবে আমি তখন তাজ্জব। আমি বারবার কবে বিলটা দেখেছি কিন্তু কোথাও তো একথা দেখছি না যে লোন পেতে পাবে বসিদ দেখিযে. ববং সেই সনদখানা নিয়ে সে দ্বারে দ্বাবে ঘুববে। লোন পেতে পাবে এরকম কোন বিধান বাখেন নি. কেউ লোন দেবে না। যখন টাকাব দবকার হবে তখন সেই সনদখানা. রসিদখানা নিযে সে দ্বাবে দ্বাবে ঘুরবে এবং সেখানে চতুব মহাজন তাকে বলিদান কববে কি না আমাকে সেটা বুঝিয়ে দিতে পারবেন?

[4—4-10 p m]

সেই বলিদান কববাব জন্য এই রাস্তা খুলে রাখা হয়েছে। যদি এই জিনিস হোত যে অয্যার-হাউস-এব ডিপোসিটব ডিপোসিট দেবাব সংগে সংগে তাব ⅓ অংশ বা শতকবা ৩৩ ভাগ দাম পাবে তাহ'লে বুঝতাম যে একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা নেই। একখানি মাত্র শূন্য কাগজ, এই শূন্য কাগজ নিযে কোথায় গিযে সে লোন পাবে? পাটেব পব আলুর ফসলেব সময সে সেই রসিদ দেখিযে হযত টাকা নিল, কিন্তু কার্তিক, অগ্রহাযন চলে যাবার ফলে তার যে আলু বসান হোল না তাতে একদিকে চাষীর ক্ষতি হোল, দেশেব ক্ষতি হোল এবং অপব দিকে একমাত্র লাভ হোল ওয়্যাবহাউস-এর মালিকদের। তার কারণ হচ্ছে তাদের টাকা আসবে এবং সেটা ন্যায়ভাবে বিক্রি কবলেও তাদেব লাভ হবে এবং অন্যায়ভাবে বিক্রি করলেও তাদেব লাভ হবে এবং তাব ফলে আপনাদেব ইলেকসনে রিটার্ন করবার এক একটা খুঁটি হবে। স্যাব, এবকম একটা বিলেব মাধ্যমে এরকম পার্টিবাজী করার সুবিধা পৃথিবীতে কোথাও হয়েছে কিনা আমি জানি না। যা হোক, এখন আমাব বক্তব্য হচ্ছে হযত সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এই বিল নিয়ে এসেছেন এবং মনে করছেন কিছু উন্নতি করব, কিন্তু যে ডিফেক্ট রয়েছে সেই মূল প্রশ্ন আমি তুলছি এবং সেটা হচ্ছে পাবলিক সেক্টর বনাম প্রাইভেট সেক্টব, ষ্টেট ট্রেডিং বনাম কো-অপারেটিভ এবং ইন্ডিভিজুয়াল বিসনেসম্যান। শুধু তাই নয, লাইসেন্স কৃষক পাবে না এবং তাদের মহাজনদের শিকারে পবিণত কববেন একথা বলে আমি এই বিলের বিরোধিতা করছি।

Shri Abhoypada Saha :

মাননীয চেয়াবম্যান স্যাব, আমাদের কৃষি বাণ্ট্রমন্ত্রি অয়্যারহাউস বিল উপস্থিত করে এবং সেই বিলকে সমর্থন কবে যে কথা বললেন তাতে আমরা দেখছি তিনি আশা করছেন যে এই বিলের দ্বারা পল্লী বাংলার যে সমস্ত সাধারণ ছোট ছোট কৃষক এতদিন ধরে শোষিত হয়ে আসছিল, তাদের উৎপাদিত জিনিসের ন্যায্যদাম পাচ্ছিল না, তারা এই বিলের মাধ্যমে ন্যায্যদাম পাবে এবং চাষীর অবস্থার উন্নতি হবে এবং সেইজন্য এটা একটা বৈপ্লবিক বিল। স্যার, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামেব উন্নতি আরম্ভ হয়েছে সত্য, কিন্তু এই বিল যদি ভালভাবে বিশ্লেষণ

করি এবং এখানকার অনেক মাননীয় সদস্য এই বিল বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে এই বিলের দ্বারা যে সমস্ত চাষী এতদিন ধরে শোষিত হয়ে আসছিল তাদের অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন তো হবেই না বরং এই বিলের দ্বারা কতগুলি ব্যক্তিগত লোকের স্বার্থ চরিতার্থ হবে সেটাই আমরা দেখছি। তাঁরা আশা করছেন যে, ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে পল্লীতে ওয়্যারহাউস হবে। হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। কিন্তু কারা সেগুলি করবে? যারা অবস্থাপন্ন জোতদার, যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা সংগতিসম্পন্ন এবং যাদের করবার ক্ষমতা আছে তারাই এগুলি করবে। এই সমস্ত ওয়্যারহাউস তৈরী করে তারা পল্লীতে কি অবস্থার সৃষ্টি করবে তা যদি দেখি তাহলে দেখব যে, সেই ওয়্যারহাউসে সেখানকার চাষী তার উৎপন্ন ফসল মজুত রেখে তার পরিবর্তে যে রসিদ পাবে সেই রসিদবলে সে ব্যাঙ্ক থেকে তিনের চার অংশ টাকা পাবে। কিন্তু আমি জানি না কোন পল্লীগ্রামে ব্যাংক আছে কি না। শহরে আছে, কিন্তু শহর এবং পাড়াগাঁয়ের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে ৮-১০-১২-১৬ মাইলের। ব্যাংক কি বস্তু সেটা চাষী জানে না কাজেই সেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নেবার সুযোগ তাদের কোনদিনই হবে না।

যারা ঐ ওয়্যারহাউস তৈরী করবে, দাদন দেবে তারাই ঐ চাষীদের দাদন দিয়ে সেখানে চাষীদের কাছ থেকে মাল সংগ্রহ করবে এবং এইভাবে চাষীদের সর্বনাশ করার আর একটি কৌশল তৈরী হচ্ছে এই ওয়্যারহাউস তৈরী করার নাম করে। আগে কোন পাড়াগাঁয়ে এই রকম ওয়্যারহাউস ছিল না। কিন্তু সেখানে জিনিসপত্র বিভিন্ন হাত থেকে যদিও বড় বড় ব্যবসাদার যারা আছে তাদের হাতে চলে যেতো অনেক উৎপাদিত জিনিস কিন্তু এই ওয়্যারহাউস হয়ে গেলে পর প্রতি গ্রামে একটি করে বড় মজুতদার সৃষ্টি হবে এবং গ্রামে আর আর যেসব ছোট ছোট ব্যবসায়ী ছিল তাদের রুজি মারা যাবে এবং আরও কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে, এইভাবে বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক লোক যারা কিছু কিছু ব্যবসা করে তাদের রুজিরোজগার করতো, সংসার চালাতো এই ওয়্যারহাউস স্কীম হোলে তাদের তা সব মারা যাবে। এই ওয়্যারহাউস স্কীম তৈরী করলে তাতে হবে যারা অবস্থাপন্ন, যারা বড় ব্যবসায়ী তারা যাতে বিভিন্ন গ্রামে ওয়্যার-হাউস তৈরী করতে পারে তার সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই ওয়্যারহাউসের লাইসেন্সের নামে তাদের পারমিট দেওয়া হবে ঐ সমস্ত সিমেন্ট, কন্ট্রোলের টিন করোগেট লোহা, ইত্যাদির। কারণ সেই ওয়্যারহাউস তৈরী হবে এই নাম করে তাদের এই কন্ট্রোলের জিনিসপত্র যা সোজায় পাওয়া যায় না ঐ চাষীদের উন্নতি করার নামে চাষীদের অবস্থা ভাল করার নামে তাদের এইসব পারমিট পাইয়ে দেবার সুবিধা হবে বলে এই ওয়্যারহাউস স্কীম তৈরী করা হচ্ছে যদিও ওয়্যার-হাউস স্কীম অর্থাৎ ওয়্যারহাউস বিলে রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে এই বিলের দ্বারা চাষীদের অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেভাবে বিলটি তৈরী হয়েছে তা দেখে আমরা বিন্দুমাত্র মনে করি না যে চাষীদের উন্নতি এই বিলের দ্বারা হবে। এই বিল কেবল কতকগুলি লোকের যারা অবস্থাপন্ন তাদের অবস্থার আরও উন্নতি হবে, এতে চাষীদের বিন্দুমাত্র উন্নতি হ'তে পারে না। এতে একদল লোক এমন সৃষ্টি হচ্ছে যে শ্রেণীর লোক সরকারের যত পরিকল্পনা, যত উদ্দেশ্য সব তারা ভোগ করছে এবং যে টাকাকড়ি সরকার সেই পরিকল্পনা সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করছে তারা তার সুযোগ গ্রহণ করে জনসাধারণকে ফাঁকি দিচ্ছে এবং চাষীকে ফাঁকি দিচ্ছে। আজ পর্যন্ত যত পরিকল্পনা যত আইন হয়েছে সেই আইনের সুযোগ সেই শ্রেণীর লোক দখল করেছে। জনসাধারণ চাষী যারা ঐ চাষ করে যারা উৎপাদন করে তারা বিন্দুমাত্র সরকারের এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না এবং গ্রহণ করতে দেওয়াও হয় না। এই শ্রেণীর লোককে যদি না ঠেকানো যায় তাহলে কোন দিনই দেশের বা জনসাধারণের উন্নতি হবে না।

[4-10—4-20 p.m]

এই সরকারী পরিকল্পনা যে শ্রেণীর লোকের জন্য, যদি সরকার তাদের সহযোগিতা করেন তাহলে যারা ফসল ফলায়, যারা জনসাধারণের খাবার যোগায়, তাদের অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হবে না। সেইজন্য ওয়্যারহাউসের যে স্কীম এটা আমরা সকলেই বলি ভাল, আমরা চাই প্রত্যেক গ্রামে এই রকম গোডাউন হোক। এই গোডাউন করে গ্রামে যত উৎপাদিত ফসল সেই ফসল জমা থাক এবং যখন চাষীরা উৎপাদন করবে তখন হারাহারি টাকা দেওয়া হোক। এই টাকা পেয়ে তারা নিজের খরচ চালাবে তারপর জিনিসের দর যখন উঠবে তখন তারা তা বিক্রয় করে

যত বেশী টাকা পাওয়া যায় তা তাদের দেওয়া হোক। এবং তাহলেই গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে। এই বিলে কিন্তু সেরকম ব্যবস্থার উল্লেখ নেই। শুধু ওয়্যারহাউস হবে, লাইসেন্স হবে, জিনিস থাকবে, চাষীরা টাকা পাবে, ভাসাভাসা কতকগুলি ভাল কথা বলা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি করে চাষীরা পাবে, কেমনভাবে পাবে, কিভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে, আমরা ঠিক সে কথা এই বিলে দেখতে পাচ্ছি না। সেইজন্য আমরা এই বিলের বিরোধিতা করছি।

Shri A. H. Besterwitch : On a point of order, Sir. The Treasury Bench is absolutely empty. I think the House should be adjourned.

Mr. Chairman: The member in charge of the Bill is here

Shri Haridas Chakravorty:

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় আজকে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রি শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সামনে ওয়েষ্ট বেঙ্গল অয়্যারহাউস বিল আনলেন সে সম্পর্কে এতক্ষণ পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এবং এই আলোচনায় সরকারপক্ষের তরফ থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মাননীয় সদস্য জাহাংগীর কবীর কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং সেই প্রশ্নের জবাব তিনি আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রির কাছ থেকে চেয়েছেন। বিরোধী সদস্যদের তরফ থেকে বিভিন্ন কথা, বিলের এই বিভিন্ন ধারা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি এই বিল সম্পর্কে প্রথমেই, সরকার এই বিল কেন এনেছেন, এই বিল নিয়ে আসবার পিছনে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল ফিলজফি বিহাইন্ড দিস বিল কি আছে সে সম্পর্কে দু' একটি কথা বলবো তারপর কয়েকটি ধারা সম্পর্কে আমার যা মনে হয়েছে তা বলবো। আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, এই বর্তমান বিধান সভার প্রথম বাজেট অধিবেশনে যখন আমরা আলোচনা করছিলুম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে তখন আমার সামনের দিকে যিনি বসে আছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এবং বিধান সভার মাননীয় সদস্য প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র তিনি বলেছিলেন যে আমরা সমাজতন্ত্রের সৃষ্টিযজ্ঞে হবি ঢালছি। সেদিন আমার মনে আছে আমি বলেছিলাম এ হচ্ছে বন্ধ্যা নারীর পুত্রাকাংক্ষার মত। আজকে যে বিলটা উপস্থিত হল সেই বিলটা নিয়ে যদি আমরা একটু চিন্তা করি, এর ধারাগুলি বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে এই বিলটার যে উদ্দেশ্য, বিলের যে বর্ণনা করে এই বিল আনা হল এর বাস্তব অবস্থার মূলে দেখা যাবে যে, প্রতাপবাবু সেদিন যে সমাজতান্ত্রিক যজ্ঞের কথা বলেছিলেন, এও হচ্ছে সেই বন্ধ্যা নারীর পুত্রাকাংক্ষার মত। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আপনি জানেন যে, ষ্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্‌স-এ, তাতে কাগজে কি বলা হয়েছে,

Capitalist path of development, profit-motive guiding factor

আর কি বেসিস-এ এই বিলটি আনা হয়েছে। এটা কি ক্যাপিট্যালিসটিক ইনডিভিজুয়াল প্রফিট-মোটিভ সামনে রেখে আনা হয়নি? এই যে যুক্তি তার অবজেক্টস এ্যান্ড রিজনস-এ বলা হয়েছে এমন ধারা এই বিলে সন্নিবিষ্ট করলেন যে তার বিরোধিতা করা হ'ল অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যক্তিগত মুনাফা শিকারের প্রশ্রয় এর মধ্যে দেওয়া হ'ল। আজকের বিষয় হচ্ছে এই যে বাংলা-দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক নির্যাতিত যারা, উৎপাদক যারা তারা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের দাম ঠিকমত পায় না, কারণ, তারা ঋণগ্রস্থ হয়ে বসে আছে। পেটে অন্ন নেই সুতরাং ফসল হাতে আসামাত্র যে কোন দামে বিক্রী করতে তারা বাধ্য হয়। অবস্থা যদি এই হয় আমার পকেটে পয়সা নেই—আমার পয়সা নেই বলে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রী করতে হচ্ছে তাহ'লে উৎপন্ন দ্রব্য গুদামজাত করে আমি চুপ করে বসে কি করে থাকব? বরং অবস্থা এই হবে যে, যে সমস্ত অয়্যারহাউস তৈরী হল, ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্রয় দেওয়া হ'ল সেখানে মাল গুদামজাত হ'ল সেখানে যে স্লিপ পাব তা ভাঙিয়ে কি করে পয়সা পাব তার ধাঁধায় আমাকে থাকতে হবে। এটা তো জানেন যে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, গ্রামের কৃষকের মেরুদন্ড ভেঙে পড়ছে—এটা তো জানেন এবং জানেন বলে সেই সাধারণ মানুষের কাছে তাদের অর্থনৈতিক এবং

রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করেন—সমাজতন্ত্রের ধূয়া তোলেন। সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণ যখন তাদের কথার বিচার করে এবং হতাশ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তাদের মুখোস যখন মানুষ খুলে দেয় তখন আর একটা কথা বলেন সেটা হচ্ছে সমবায় আন্দোলন। সেটা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত মুনাফাখোরকে প্রশ্রয় দেয় না—আমরা জানি যেটা ক্যাপিটালিষ্টিক পাথ অফ ডেভালেপ্‌মেন্ট—প্রোফিট মেকিং তার গাইডিং ফ্যাক্টর ব্যক্তিগত লাভ সেখানে বড় কথা, কিন্তু কো-অপারেটিভ ইকোনমি যেটা তাতে মুনাফার প্রশ্ন থাকে না সার্ভিস-এর প্রশ্ন বড় হয়ে উঠে। তাই বলি গ্রামাঞ্চলের যে সমস্ত সাধারণ মানুষও অয়্যারহাউস ব্যবহার করবেন, মাল গুদামজাত করবেন তাদের কোন স্থান এর মধ্যে থাকবে না। আমাদের বর্তমান সরকার তার দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য কি একটা এজেন্সি তৈরী করছেন, তার মারফতে তাদের দলীয় স্বার্থ সেই সব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। আজ ইন্ডিভিজুয়েল বিজিনেস ম্যাগনেট বড় বড় ওয়্যারহাউস-এর মালিক হবার আগে যারা মজুতদার ছিল, ফটকাবাজ ছিল তাদের লিগেলাইজ করা হচ্ছে। কৃষক যদি উৎপন্ন ফসল বাধ্য হয়ে বিক্রী করে এবং কিছু মুনাফাখোর প্রচুর মুনাফা তা থেকে অর্জন করতে পারে সেখানে তার বিরুদ্ধে লোকে কোর্ট-এ যেতে পারত। আন্দোলন করতে পারত। কিন্তু আজ স্মরজিৎবাবু এই ফটকাবাজী আইনসংগত করে দিচ্ছেন।

[4-20—4-30 p.m.]

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনস-এর একটা জায়গায় আছে দেখবেন, তাতে বলা হয়েছে—

"The Rural Credit Survey Committee of the Reserve Bank of India recommended, inter alia, the promotion of planned development of co-operative processing and marketing of agricultural commodities and of facilities for storage and warehousing as an essential part of the programme for development of rural credit on a co-operative basis."

অর্থাৎ, আমি অয়্যারহাউস-এ আমার উৎপন্ন দ্রব্য রাখলে যে রসিদ দেওয়া হবে সেগুলি legally negotiable and transferable instruments নয়- unless they are made so by anappropriate law

অর্থাৎ আমার যখন অর্থের প্রয়োজন হবে আমি ব্যাংক-এ যাব না, অয়্যারহাউস এবং মালিকের কাছে যাব, যে আমাকে সামান্য টাকা দাদন দেবে, আমার সম্বৎসরের পরিশ্রমের ফসল আমার গোলা থেকে এভাবে মহাজনদের হাতে চলে যাবে, এই ব্যবস্থা স্মরজিৎবাবু কি করে করলেন, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। তৃতীয় কথা, ইন্ডিভিজুয়েল প্রোফিটারস-দের সুযোগ দেবার জন্য এই বিলে কো-অপারেটিভ স্পিরিটকে ধ্বংস করে দিয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ-এর মারফত ওয়্যারহাউজিং স্কীম-এ নতুন করে ব্যক্তিগত মালিকানার সুযোগ করে দিচ্ছেন, তাতে করে সমবায়ের ভিত্তিতে যে অর্থনীতি গড়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল সেই সম্ভাবনা নষ্ট করে দিচ্ছেন; অন্য দিকে রসিদ দিয়ে যে legally negotiable and transferable instruments করে কৃষকের হাত থেকে ফসল কেড়ে নিয়ে তাদের আরো দুর্দশাগ্রস্থ করে দেবার মতলব করেছেন। সমস্ত দিক আলোচনা করে একটা কথা আমাকে বলতে হয় যে, স্মরজিৎবাবু যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব করেন, প্রতিনিধিত্ব করেন সেই দলের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হচ্ছে অর্থনীতি ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা, সাধারণ মানুষের যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তা ভেঙ্গে দিয়ে, দরিদ্র উৎপাদন শ্রেণীর মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানার মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়া এই হচ্ছে তাঁদের অর্থনীতি। সুতরাং এই বিল এসেছে বলে আশর্য্য হবার কিছু নাই। তিনি তার দলের কর্মনীতির দিক থেকে ন্যায্য কাজই করেছেন। আমি শুধু বলব, এটা যদি তাঁরা সত্যিই করেন তাহলে যেন মুখে সমাজতন্ত্রের কথা না বলেন, কারণ, এই দুটো জিনিষ একেবারে ইনকমপ্যাটিবল হয়ে যায়। ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা সমাজতন্ত্রের গুনগান করছেন, এই দুটো জিনিস পাশাপাশি চলতে পারেনা। এইকথা

স্মরজিৎবাবুর মনে রাখা দরকার। তারপর, আমার আরেকটা বক্তব্য হচ্ছে, এই যে অয়্যারহাউস অথরিটি এর মধ্যে বিরোধী দলের কোন লোক নাই এমন কি যাদের ফসল অয়্যারহাউস-এর থাকবে তাদের কোন প্রতিনিধি সেখানে নাই। একটু আগে কমলবাবু বলেছেন স্থানীয় এমএলএ-দের নেওয়া হোক। আমি বলছি যাদের সম্বৎসরের পরিশ্রমের ফসল ও পণ্য রাখা হবে তাদের প্রতিনিধি রাখবার ব্যবস্থা করা হোক, তাদের ভালোমন্দ ও স্বার্থ দেখবার জন্য তাদেরই প্রতিনিধি রাখা উচিত। এই বিলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যারা আজ শাসন ক্ষমতায় আছেন তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে প্রতিটি অঞ্চলে তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক চক্র সৃষ্টি করছেন, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কি করে দৃঢ়তর করা যায় তার দিকে তাঁদের দৃষ্টি নাই। সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ দূর করে কেমন করে গ্রামের মানুষের জীবনকে সুন্দর করা যায় তজ্জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই। তাই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের এই দেশব্যাপী সংকটের সুযোগ নিয়ে, জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁরা তাঁদের দলীয় রাজনীতি এবং দলীয় চক্রকে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কেমন করে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং প্রতিষ্ঠিত করে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকবার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনকে কেমন করে আরো বেশি করে দাবিয়ে রাখা যায় তারই দুরভিসন্ধি ওঁরা প্রতিটি বিলে করছেন। শুধু তাই নয়, আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলের মানুষের জীবনের নানান সমস্যার কথা বলে এবং সেগুলির সমাধানের নামে দলীয় রাজনীতি করা এবং নিজেদের শাসন ক্ষমতাকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কৃষকশ্রেণী যাতে তাদের ফসল কম দামে বিক্রী করতে বাধ্য না হয় তার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না সেটা কোন ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে হবে। আপনারা এই বিলে অয়্যারহাউস মালিকদের বেষ্টনী এবং নিয়ন্ত্রণ করবার কি ব্যবস্থা করেছেন? আপনি গৃহস্থকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলেন না, উপরন্তু তাকে আপনি বলছেন তুমি তোমার জিনিসপত্র চোরের হাতে তুলে দাও এই ব্যবস্থাই আপনি করছেন। এই যে অয়্যারহাউস বিল আনা হয়েছে এতে কৃষকদের সমস্ত অর্থনীতিকে ভেঙে দেওয়া হবে এবং মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে দেওয়া হবে, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Further the receipts for agricultural produce deposited in these warehouses are not recognised as legally negotiable and transferable instruments unless they are so made by an appropriate law. Without this legal measure, expansion of the credit facilities cannot take place.

[4-30—4-40 p.m.]

Shri Nathaniel Murmu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এই বিলটা পেশ করার সময় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় যে কথা বলেছেন সেই কথার সঙ্গে এই বিলের বিভিন্ন ধারা উপধারার খুব বেশী সংগতি আছে বলে আমার কাছে অন্ততঃ মনে হয় না। আজকে বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে ধ্বসে পড়েছে তার বহু কারণগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে চাষীরা তাদের উৎপাদিত জিনিসের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষিজাত জিনিসের যে উৎপাদন খরচ কস্ট অব প্রোডাকসান তাও জিনিসপত্র বিক্রি করার সময় তারা পায় না। বিশেষ করে পাটের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, গত বছর পশ্চিম দিনাজপুর জেলার একটা হিসাব পেয়েছিলাম তাতে আমরা দেখেছিলাম ১ মণ পাটের গড় উৎপাদন খরচ পড়েছিল ২৮ টাকা। অথচ চাষীরা প্রতি মণ পাট ১৮।১৯ টাকায় বিক্রি করেছে, প্রতি মণ পাটে তাদের ১০ টাকা ঘাটতি দিতে হয়েছে। ফলে প্রতি চাষীর ঘরে ঋণ ঢুকেছে। এইরকমভাবে বছরের পর বছর উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার ফলে এবং উৎপাদন খরচের টাকা না পাওয়ার ফলে তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বসে পড়েছে। এটা প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্ট, এটা রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার সার্ভে কমিটির রিপোর্ট এবং মুখ্যমন্ত্রি নিজেও বলেছেন। আমরা আশা করেছিলাম অয়্যারহাউস বিল যখন আনা হচ্ছে তখন সে দিকে দৃষ্টি রাখা হবে দুটো দিক এতে সার্ভড হবে, এক হচ্ছে চাষীরা ন্যায্য মূল্যে তাদের জিনিস বিক্রি করতে পারবে অন্ততঃ একটা গ্যারান্টি থাকবে যে কস্ট অব প্রোডাকসানের কিছু বেশী তারা পাবে।

আমরা জানি যে এই বিলটা পাশ হবে এবং আমার পাশের মাননীয় সদস্য বার বার বলেছেন যে আপনারা যতই চিৎকার করুন না কেন বিল পাশ হবে। তবুও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে এই বিলের বিভিন্ন ধারা উপধারা সম্পর্কে বলার।

Shri A. K. M. Ishaque : Mr. Speaker, Sir, I would like to tell the honourable member that I did not tell him for a moment that, whatever he might say, the Bill will be passed. I have never said that.

Shri Nathaniel Murmu:

এখন কথা হচ্ছে অয়্যারহাউস বিল সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার যে মন্তব্য সেটা আমরা জানি। তাঁরা বলেছেন যে কো-অপারেটিভ বেসিসে এটা হবে। এই বিলের যে ধারাগুলি রয়েছে তাতে কো-অপারেটিভ বেসিসে সরকারী তত্বাবধানে অয়্যারহাউস করবার পরিকল্পনা আমরা দেখছি না। অন্য দিকে এই অয়্যারহাউস যেভাবে লাইসেন্স প্রথায় গ্রামাঞ্চলের ধনীদের আওতায়, আড়তদারদের মজুতদারদের আওতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে তাতে এর উদ্দেশ্য হয়ত সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে। আমরা জানি এই বিলটা পাশ হবে এবং সরকারের যে প্রচার যন্ত্র সেই প্রচার যন্ত্রের কল্যাণে জনসাধারণকে বিশ্বাস করাবার জন্য চেষ্টা করা হবে যে এতে চাষীরা ন্যায্য মূল্য পাবে বিশেষ করে মন্ত্রিমহাশয় পল্লী মঙ্গল আসরের তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর গোবিন্দ এবং কাশীনাথ এই দুজনের মাধ্যমে এই খবরটা পৌছে দেবেন। কিন্তু বাস্তবে অবস্থা আরো জটিল হবে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা হরিদাস বাবু বিশেষভাবে উল্লেখ করে গেছেন যে চাষীরা যে রসিদটা পাবে সেই রসিদটা মাঝপথে ফাটকাবাজী হতে পারে। মরশুমের সময় চাষীরা যখন ধান, পাট অয়্যারহাউসে বিক্রি করবে যে রসিদটা পাবে সেই রসিদটা নিয়ে তাদের অপেক্ষা করতে হবে। বাজারে যখন লাভ করবার মত দর আসবে সেই সময় অয়্যারহাউস থেকে জিনিস নিয়ে বাইরে বিক্রি করবে। সেই জিনিসটা ২।৩।৪।৫ মাসে হতে পারে। কিন্তু ৫ মাস অপেক্ষা করবার মত অবস্থা চাষীদের নেই। কাজেই মাঝখানে এই রসিদটা বিক্রি করতে পারে এবং হোর্ডাররা মাঝ পথে কম দামে কিনে রেখে দিল, যে দামে চাষী ধান পাটের মূল্য পেত তার চেয়ে হয়ত কিছু বেশী টাকা পেল কিন্তু পরে যখন দামটা উঠবে তখন অয়্যারহাউস থেকে মালটা নিলে বেশী দামে বিক্রি করতে পারত। এ সম্বন্ধে আইনে কোন কিছু চেক আপের কথা লেখা নেই। তারপর আইনে যে কথা লেখা আছে তাতে অন গুড ফেথ যদি কিছু করা হয়ে থাকে তাহলে সরকার বা লাইসেন্সির বিরুদ্ধে কোন রকম মামলা করা যাবে না। গুড ফেথ বলতে অনেক কিছু জিনিস হয়, সেই গুড ফেথ কজ এসটাবলিস করা খুব বেশী কঠিন নয় আমরা জানি। গ্রামের চাষীকে যে রসিদটা দেওয়া হল সেই রসিদটা মাঝখানে গায়েব করা হল এবং তাকে জানান হল যে তোমার জিনিসটা নষ্ট হচ্ছিল বলে আমরা তোমাকে নোটিশ দিয়ে বিক্রি করে দিয়েছি। তাকে কম দাম দেওয়া হল। তাকে বলবেন অন গুড ফেথ এটা করা হয়েছে। কিন্তু আড়তদার বা অয়্যারহাউসের মালিক যে এটা অন্যায়ভাবে করেছে সেটা প্রমাণ করা চাষীর পক্ষে কোন সময় সম্ভবপর হবে না। কিন্তু অয়্যারহাউসের মালিক হচ্ছে গুড ফেথ প্রতিষ্ঠা করার মালিক।

এখন যে কথাটা বারবার আমরা বলতে চাচ্ছি কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট এবং কংগ্রেসদল তাদের বিভিন্ন প্রস্তাব বিভিন্ন ঘোষণায় বারবার শাসনতন্ত্রের কথা বলেন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে যে সমবায় ভিত্তিক কৃষি, ব্যবস্থা, ব্যবসা ব্যবস্থা বা অন্য কিছু গড়ে তোলা প্রয়োজন সেই ভিত্তিতে আমরা প্রতিষ্ঠার কেন চেষ্টা করছি না তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করবো—স্মরজিৎবাবু নিজে গাঁয়ের লোক, গাঁয়ের অর্থনীতির সংগে চাষীর দৈনন্দিন জীবনের সংগে তাঁর এখন যোগাযোগ আছে কিনা জানি না, দীর্ঘ দিন আগে ছিল জানি -তিনি যদি দরদী মন নিয়ে বিচার করে এই ৩।৪ দিন আমরা যে আলোচনা করবো তার মধ্যে এই আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে যতদূর সম্ভব এই আইনটাকে তিনি যদি ভালর দিকে আনেন তাহলে অনেকটা ভাল হবে। আমি আগেই বলেছি আমরা যাই বলি না কেন আপন পাশ হবেই—এই আশংকা করে একটা ডিফিটিষ্ট মন নিয়ে বলছি রুল অব মেজরিটি যদিও এখানে চলছে তবুও যাতে ভাল করা যায় তারজন্য আমরা চেষ্টা করবো। মিঃ স্পীকার স্যার আমরা বারবার একটা কথা বলি যে সমবায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা ব্যবসা, সমবায় ভিত্তিক সব কিছু ব্যবস্থা যদি গ্রামে না করা হয় তাহলে যে বর্তমানে তাই

মন্ত্রিমহোদয় দিন না কেন, ভোটের জোরে যত আইনই পাশ করেন না কেন, বাংলা দেশের অবস্থা দিনের পর দিন খারপের দিকেই চলবে। দল হিসাবে না হলেও ব্যক্তি হিসাবে কংগ্রেস দলের মধ্যে সকলেই খারাপ এটা আমরা মনে করি না। মন্ত্রিমহাশয় স্মরজিৎ বাবুর প্রতি আমরা ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা আছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রিও গ্রামের লোক—আমি তাঁর কাছে অনুরোধ করবো এই অয়্যারহাউস আইনের দ্বারা যাতে চাষীদের কেউ ঠকাতে পারে। চাষী যাতে তার উৎপাদিত জিনিষের ন্যায্য মূল্য পায়। অন্ততঃ কষ্ট অব প্রডাকসন-এর কমে তার জিনিস বিক্রি হবে না এর জন্য চেক পরবার ব্যবস্থা করবেন। মন্ত্রিমহাশয় প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছেন যে কো-অপারেটিভ ভিত্তিতে অয়্যারহাউস স্থাপনের কোন বাধা নেই। ঠিক কথা, আইনে আছে কো-অপারেটিভ ভিত্তিতে করা যেতে পারে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় লাইসেন্স দিয়ে অয়্যারহাউস প্রচেষ্টায় যে আইন সেটাকে অসম্পূর্ণরূপে বন্দ করতে হবে একমাত্র সরকারী উদ্যোগে বা কো-অপারেটিভ ভিত্তির বাইরে কোন অয়্যারহাউস থাকবে না এরকম আইন আমরা চাচ্ছি। কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা গলদ আছে আমরা জানি দেবশরণবাবু যে কথা বলেছেন কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় এই অয়্যারহাউস রেখে দিলে তাতে দুর্নীতি এবং গলদ দেখা দেবে। কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় সরকারী তত্ত্বাবধানে যদি রাখা যায় এবং মাননীয় সদস্য শ্রদ্ধা গুহ মহাশয় যেটা বলেছেন এম এল এ, এমপি প্রভৃতি জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে যদি একটা বডি অব ম্যানেজ রাখা যায় তাহলে দুর্নীতি কিছুটা কমবে, অন্ততঃ একটা গ্যারান্টি সেখানে থাকবে চাষীরা জিনিষপত্রের ন্যায্য মূল্য পাবে। তাদের কষ্ট অব প্রডাকসন কম দামে জিনিষ বিক্রি হবে না এই গ্যারান্টি থাকবে। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে আর একবার অনুরোধ করতে চাই যে এই বিলটায় বিভিন্ন ধারা উপধারা সম্পর্কে যখন সংশোধনী আসবে তখন তিনি যেন গভীর মনোনিবেশ সহকারে সেগুলি বিবেচনা করেন এবং আইনটাকে যতদূর সম্ভব একটু ভালর দিকে যেন নিয়ে আসেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করবো যে আমাদের তরফ থেকে এই বিলটির জনসাধারণের মতামত গ্রহণার্থে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রচার করার জন্য আমরা যে প্রস্তাব এনেছি সেটা তিনি যেন গ্রহণ করেন।

[1-40—1-50 p.m.]

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে স্মরজিৎবাবু যে বিল উত্থাপন করেছেন সেই বিলকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করবার জন্য উঠেছি। আমি এই বিলটা সমর্থন করছি এজন্য যে সমাজতন্ত্রের দিকে এটা একটা মস্তবড় দৃঢ় পদক্ষেপ। আজকের দিনে আমার বিরোধী দলের বন্ধুদের বলতে শুনেছি যে এই বিলের মধ্যে কংগ্রেস দলীয় মনোভাব ছাড়া তাঁরা আর অন্য কিছু দেখতে পাননি। আমাদের যখন জমিদারী উচ্ছেদ বিল আসে তখনও তাঁরা এর মধ্যে কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতি দেখতে পেয়েছিলেন। আমাদের কথা হচ্ছে বাংলা দেশের দরিদ্র চাষী যাঁরা আছেন বিরোধী দলের লোকেরা মনে করেন তাঁরা কেবল তাদেরই ভোট দেন এবং তারাই একমাত্র তাঁদের গার্জিয়ান।

স্যার, বিরোধীদলের সমালোচনা শুনলে মনে হয় আমরা যারা কংগ্রেসের পক্ষে আছি তাঁরা সকলে বড়লোকের ভোট নিয়ে এখানে এসেছি, বড় লোকের উপর নির্ভর করে বেঁচে রয়েছি, আমাদের দরিদ্রলোকের কাছে যেতে হয় না এবং দরিদ্র কৃষকদের সংগে কোন যোগাযোগও নেই এবং যা কিছু যোগাযোগ তা একমাত্র বিরোধীদলেরই আছে। এই অয়্যারহাউস বিলের ব্যাপারে আমরা আশা করেছিলাম এর মধ্যে ত্রুটি থাকলেও আমাদের বিরোধী বন্ধুরা এরে মেনে নেবেন। কিন্তু যেসব বক্তৃতা হয়েছে তাতে তাঁরা একে কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতি বলে বলেছেন। স্যার, আমাদের এলাকায় দুটি লার্জ মার্কেটিং সোসাইটি হয়েছে এবং আমরা সেটা অর্গানাইজ করবার চেষ্টা করেছিলাম। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল তোমরা যদি ১০ হাজার টাকা তুলে দিতে পার তাহলে আমরা ৫০ হাজার কেন, ১ লক্ষ টাকা দিতে পারি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের সংগে বলছি যে, আমরা চেষ্টা করেও সেই ১০ হাজার টাকা তুলতে পারি নি এবং সরকার পক্ষ থেকে যে অনুদান দেবার কথা ছিল সেই অনুদান দিয়ে বড় বড় গুদাম তৈরী হয়েছে। আমরা কোথাও মূলধন তুলতে পারি নি বলে এবং সরকারী লোন না পাবার ফলে জনসাধারণকে সেই সুযোগ দেওয়া যায় নি। স্যার আমরা যাঁরা পল্লীগ্রাম থেকে এসেছি তাঁরা বলতে

প্যার যে, এটা স্বীকৃত সত্য যে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ আজ ঠকছে এবং তাদের টাকার অভাব হচ্ছে। ১৯৫১ সালে যেখানে ৫০ কোটি টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হোত আজ সেখানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছে এবং অয়্যারহাউস করে তাদের সুযোগ দেবার কথা হচ্ছে। ওরা বলছেন কো-অপারেটিভ-এর ভিত্তিতে না হয়ে লোকের হাতে গেলে তারা কেবল মুনাফা করবে। আমি বিরোধী দলের বন্ধুদের বলতে চাই যে, তারা এখানে তো বক্তৃতা করছেন কিন্তু যারা মুনাফা করছে তার জন্য কোন জায়গায় গিয়ে তাঁরা কি আন্দোলন করেছেন এবং বলেছেন যে মুনাফা বন্ধ করতে হবে। আজকে আমরা গ্রামে ১০০ টাকা বিঘা জমি বিক্রি কবলা করে টাকা ধার নিচ্ছি, কিন্তু যেহেতু কো-অপারেটিভ হবে না সেহেতু আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকব? স্যার, এই ওয়ারহাউস বিল যেটা এসেছে তাতে অনেক সুবিধা হবে এবং জনসাধারণ তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। আজকে যারা লুন্ঠিত হচ্ছে তারা লিমিটিড ওয়ে-তে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করে যে সুযোগ পাবে সেটা এই আইন না আনলে তারা পেত না কাজেই এটা ঠিক সময়মত হয়েছে এবং উপযুক্ত হয়েছে। এতে সুযোগ হয়েছে গ্রামের জনসাধারণের এবং আমরা যারা বিহারের সংলগ্ন গ্রামে থাকি, আমরা দেখি বৈশাখ মাসে কোথাও এমন একটা ঝড় আসে হাওয়া হয় যার ফলে ঘরে আগুন লাগে এবং ধানচাল নষ্ট হবে বলে অনেকে ভয়ে ধানচাল ঘরে রাখতে পারে না। শুধু তাই নয়, অর্থের অভাবে তাদের অনেক সময় ধানচাল বিক্রি করতে হয়। কিন্তু আজকে তাদের সেই ধান আর বিক্রি করতে হবে না এবং এটা একটা মস্তবড় সুযোগ। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আজকে যে গুদাম তৈরী হবে সেখানে ফসল রাখার অনেক সুবিধা, যেটা আজকে গ্রামে সম্ভব হচ্ছে না। এখানে 'পার্শন" বলে যা বলা হয়েছে তার মানে গ্রুপ অব পার্সন বা কো-অপারেটিভ। এর অর্থ সিংগল নয়, বা এ কথাও নয় যে কো-অপারেটিভ নাম না থাকলে কো-অপারেটিভ-কে আর দেওয়া হবে না। একথা কোথাও বলা হয় নি যে কো-অপারেটিভ কে দেওয়া হবে না কাজেই তাঁদের আশংকার কোন কারণ নেই। বিরোধীদলের বন্ধুরা যদি ধৈর্য সহকারে দেখেন তাহলে দেখবেন যে, কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় মার্কেটিং সোসাইটি করবার জন্য সকলকে তোষামোদ করছেন। কিন্তু তা করা সম্ভব হচ্ছে না কারণ কো-অপারেটিভ উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। দেশের লোকের মধ্যে যদি সেই মনোভাব সৃষ্টি না হয় তাহ'লে এই জিনিস হতে পারে না। তবে আমরা যখন যে কোন ভাল কাজের চেষ্টা করি তখনই তাঁরা কেবল দলীয় রাজনীতির কথাই চিন্তা করেন।

আজকে যদি কো-অপারেটিভ মুভমেন্টস সাকসেসফুল হয়, আমাদের গণতন্ত্র যদি টিকে থাকে তাহ'লে বিরোধী পক্ষের অস্তিত্ব থাকবে না বলে তাঁরা আশংকা করেন। এবং সেইজন্যই আজকে এই সব অয়্যারহাউস বিল, এবং কো-অপারেটিভ যাতে সাকসেসফুল না হয় তার জন্যই তারা চেষ্টা করেন। যদি কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট সাকসেসফুল হোত এবং যদি হয় অবশ্য তা যে না হয় তার কারণ বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা সর্বত্র দলীয় রাজনীতি ঢোকাবার চেষ্টা করেন। আমাদের কংগ্রেস যেদিন থেকে সমাজতন্ত্র ধাঁচের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন সেই দিন থেকে কো-অপারেটিভকে তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। কিন্তু যারা কেবলমাত্র চীনা এসে স্বাধীনতা দিয়ে যাবে এবং চীন এই দেশের আর্থিক উন্নতি করবে এই সব চিন্তা করেন তাদের পক্ষে কো-অপারেটিভের কথা মোটেই সাজে না। আজকে আমি সেইজন্য মনে করি যে যে এই অয়্যারহাউস বিল এসেছে সে বিল অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে এবং এটা আগে আনার প্রয়োজন ছিল—অবশ্য একটা কথা এখানে বলে রাখি যে অয়্যারহাউস করপোরেশন যেটা হয়েছে অয়্যারহাউস করপোরেশনের কাজও যাতে আরও বেশীভাবে গ্রামে চালু হয় যাতে আরও সাহায্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সরকারের কাছ থেকে চাষীরা পায় সে চেষ্টা আমাদের সরকারকে করতে হবে এবং এই করপোরেশনের হাতে যাতে অয়্যারহাউস তৈরী হয় সে চেষ্টা আমি বিশেষভাবে সরকারকে করতে বলি। এবং আমার মনে হয় যে এই বিল যদি গৃহীত হয় এবং আমাদের থানায় থানায় যদি অয়্যারহাউস তৈরী হয় তাহ'লে যেসব মুনাফাখোর আছে এবং ঐসব জমি ১০০ টাকায় বিক্রী হয় সেই সমস্তই বন্ধ হয়ে যাবে অয়্যারহাউসগুলি চালু হলে। সেইজন্য এই বিল আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।

Shri Sanat Kumar Raha :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের কাছে অয়্যারহাউস বিলটি—জানি না এর বাংলা কি হবে—আজকে হাজির হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে এই বিলটা আপনারা এখানে এনেছেন সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতের বিভিন্নতা না থাকলেও এই অয়্যারহাউস বিল আনা সম্পর্কে যৌক্তিকতা এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা এবং আমার পূর্ববর্তী বক্তা বীরেন বাবু যা বললেন যে সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে একটি ধাপ সেই দিক দিয়েই আমার এখানে কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমত আমি জানাতে চাই যে কোন দলীয় রাজনীতির বিপক্ষে আমরা নই যতক্ষণ সেটা জনসাধারণের বিশেষকরে সেটা গরীবের বিরুদ্ধে না যায়। কাজেই আজকে বীরেন বাবুর বক্তব্য যদি এই হয় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের দিকে যাচ্ছি তার উত্তরে আমি জানাতে চাই যে লোহিয়া সাহেব পার্লামেন্টে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে এই সরকারের এই শাসনের ফলে, ১৫।১৬ বছরের সরকারের শাসনযন্ত্রের ফলে আমাদের মাথাপিছু লোকের তিন আনা খরচ করার অধিকার আছে।

[গোলমাল]

আপনাদেরই নেতা নন্দ সাহেব এটা বলেছেন। একথা আপনাদের শুনতে হবে। এই যে রামমনোহর লোহিয়া সাহেবের চ্যালেঞ্জ কংগ্রেস এ্যাকসেপ্ট করেছিল এবং তার পরে পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন তিন আনা নয় তার ফাইব-টাইমস হবে অর্থাৎ তিন·পাঁচ পনেরো আনা হবে।

[4-50—5 p.m.]

আজকে আপনাদের নন্দ সাহেব, যিনি এখানকার সব থেকে অংক জানা লোক, তিনি ভাণ্ডার ফাঁস করে দিয়েছেন। যদি তাঁর কথা বিশ্বাস করতে হয়। যদি তাঁরই কথা আমরা বিশ্বাস করি তাহলে আজকে আমাদের এইখানে দাঁড়াতে হবে ১৬ বৎসরের কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ফলে আমাদের আজকে শতকরা ৭ জন লোকের ৭ আনা ৭½ আনা ক্ষমতা হয়েছে রোজগার করার। শুধু এই নয় চীন যাক, রাশিয়া জাহান্নামে যাক, আমি আমার দেশ দেখবো। আমার কথা হচ্ছে ফেস টু ফেস চ্যালেঞ্জ, চীন, রাশিয়ার, প্রয়োজন, ওসব ধোঁকা দিয়ে, চীন রাশিয়ার কথা বলে আমাদের দেশের লোকের মনকে সাইডট্র্যাক করার কোন পথ আপনাদের নাই।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়া রেড্ডী এবং আমাদের দেশের মহামান্য নেতা নন্দ সাহেব এবং রাম নারায়ণ সাহেব তাঁরা কি বলেছেন? সঞ্জীবায়া রেড্ডী কি বলেছেন অন্ধ্রায় যে ক্ষীণ প্রায় ভিখারীর দশা সে আজ লাখপতি হয়েছে মন্ত্রীর গদীতে এবং এক কোটি টাকা খরচ করতে রাজী আছেন মন্ত্রীত্ব পেতে গেলে। কাজেই এ চীনের কথা নয় রাশিয়ার কথা নয়, সোস্যালিস্ট-এর কথা নয়, এ একেবারে গ্রামদান, ভূদান সাজ্জন দেওয়াদের কথা।

(Noise and interruptions)

যারা সর্বোদয়ে বিশ্বাস করেন, এই ভূমিতে স্বর্গের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন, টাটা, বিড়লা, চোরাকারবারী দিয়ে এটা তাদেরই কথা। তাই আমি বলতে চাই একটা কথা হচ্ছে এই সোনার পাথরের বাটি বলে একটা কথা আছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অনেক ডিস্টারবেন্স হচ্ছে, আমি আরও ৫ মিনিট পরে ১০ মিনিট চাই। আমরা বলছি যে বাংলায় একটা কথা আছে যে সোনার পাথরের বাটি। আপনারা জানেন যে সোনার পাথরের বাটি বলে একটা মেকী জিনিস বাজারে ঠিক তেমন সমাজতন্ত্রের ধাঁচ। ঠিক সেই রকম সমাজতন্ত্রের ধাঁচের নামে সোনার পাথরের বাটি এক মেকী জিনিস বিক্রি হচ্ছে বাজারে। ঠিক তেমনি আমি জানাতে চাই যে আজ আপনারা চাইছেন যে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। আমি সিরিয়াসলি বলছি, শুনুন। আপনারা চান কি এতক্ষণ বলছি বীরেনবাবুর বিরুদ্ধে যে চপলতার সৃষ্টি করেছেন তিনি সমাজতন্ত্রের নামে তার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য ছিল। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সমাজতন্ত্রের নামে যদি আমরা সিরিয়াসলি কিছু করতে চাই, সমাজতন্ত্র হবেনা জেনেও আপনারা কিছু ভাল কাজ করতে পারেন। সমাজতন্ত্র হবেনা জেনেও কিভাবে ভাল কাজ করা যায় তার ফরমুলা আমি দিচ্ছি। আপনারা শুনে নিতে পারেন। নাও নিতে পারেন, ফরমুলা হচ্ছে এই, প্রথমত হচ্ছে

যে আমরা জানি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দেশে প্রথমেই গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে আমাদের দেশে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির ভূমিকা এবং অয়্যারহাউসিং-র ভূমিকা আছে। যদি দলীয় রাজনীতি এই ক্ষেত্রে পরিচালিত হয় এইভাবে যে অয়্যারহাউস মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি জনসাধারণের স্বার্থেই ব্যবহৃত হবে, বিশেষ করে নয়জন যারা থাকবে সব থেকে তলে শোষিত মত তাহ'লে আমরা সেই দলীয় রাজনীতিকে স্বাগত জানাবো। সেই দল চাই যে দল এই রকম শ্রেণী বিশ্লেষণ করে সব থেকে নিপীড়িত-তম লোকদের জন্যে আইন তৈরী করবেন।

এই কৃষকশ্রেণী সবচেয়ে নিপীড়িত লোক। আজকে যে অয়্যারহাউস বিল এসেছে তার সঙ্গে দেখছি একটা অথরিটি করার প্রেসক্রিপসন আছে। ২৫০ জন ডাক্তার আনা হয়েছে। ডাক্তার এনেছি প্রেসক্রিপসন নিয়ে আসুন। শেষ পর্যন্ত রুগী মরুক আর বাঁচুক ভোটের পরে বিল পাস হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি
Highways authority, Warehouse authority, Regional authority Land Distribution authority, Gramdan prescribed authority, Industrial Development authority, Finance Corporation authority
প্রত্যেকটি অথরিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পোষ্ট মর্টেম করলে দেখা যাবে তার স্নায়ু, রক্ত, হাড়মজ্জা সব কংগ্রেসী মার্কা। এই যে অথরিটি এই যে প্রেসক্রিপসন তাকে ভয় লাগে। যখন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কথা বলেন, বিল-এর ষ্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজন নিয়ে আসেন তখন মনে হয় সত্যি হয়ত উদ্দেশ্য ভাল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক বাইরে সমর্থন করে কংগ্রেসকে, তারা কি আর মিথ্যা কথা বলছেন? কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচার করে দেখলে দেখা যায়
all these are without contents
যে কনটেন্টস-এর দিকে পৃথিবীর মানুষ ছুটে চলেছে সমাজতন্ত্রের দিকে যে কনটেন্টস এর জন্য সমস্ত সাধারণ মানুষ সর্বত্র সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে তার ফরম আপনারা চান কনটেন্ট বাদ দিয়ে। সেই কনটেন্ট আপনারা দিতে পারবেন না কারণ তার ফরম যারা পরিচালনা করবেন, তার নেতৃত্ব করেন এমন একশ্রেণী তাদেরকে পরিচালিত করেন যাদের বলা যায় ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতি। কাজেই এখন কংগ্রেস সরকারের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ। সমাজতান্ত্রিক রিস্যাফলিং-এর কথা বলা বা কংগ্রেসকে বিভাইটেলাইজ করার কথা মাঝে মাঝে বলা জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই প্রশ্ন হচ্ছে এই বিলটিকে যে আনা হয়েছে এর মধ্যে যদি প্রভিসন থাকত যে, যে স্মল প্রডিউসার, মিডল প্রডিউসার-দের প্রায়োরিটি দেওয়া হবে তাহ'লে বুঝতাম।

[5—5-5 p. m.]

যদি বুঝতাম অয়্যারহাউস-এর মালিক যে পার্মিট নিয়ে সে রিসিটটা নিয়ে যাবার ফারদার ব্লাক মার্কেট করতে পারবে না, মুনাফার স্রোত সৃষ্টি করতে পারবে না তাহ'লে বুঝতাম এই আইনের উদ্দেশ্য কিছুটা ভাল আছে। তারপর যদি বুঝতাম ক্লজ ৫, ১৪, ১৬, ৩৩ এগুলি ক্লজ আছে যার মিশইউজ হবার সম্ভাবনা আছে। এদের ব্যবহার ঠিকমত হবে না। এবার যাদের ফাঁদে আমরা পা দেব সে ফাঁদ পেতে রেখেছে অয়্যারহাউস তৈরী করবার পিছনে, সে গ্রামীন ধনিক কুলোকসম্প্রদায়। আপনারা জানেন ১০ বছর ১৫ বছরের মধ্যে যারা বাংলা দেশে অ্যাকো-ধনিকশ্রেণী তৈরী হয়েছে যাদের সার্প্লাস ল্যান্ড আছে, সেই ল্যান্ড থেকে সার্প্লাস অ্যাকো-মোডেশন অফ ওয়েলথ হয় সেই টাকা নিয়ে তারা মহাজনী ব্যবসা করছে। সেই টাকা খাটাবার জায়গা এখন নেই। গ্রামে শিল্প নেই, কলকারখানা নেই সেই টাকা যাবে কোথায়—যাবে অয়্যার-হাউসে, যাবে কোল্ড ষ্টোরেজ এবারে প্রাইভেট সেক্টর-এ। ষ্টেট সেক্টর নিষেধ করছে আমাদের অ্যমেরিকান বসেসরা নিষেধ করছেন বলছেন তোমরা ইস্পাতের কারখানা তোমরা প্রাইভেট সেক্টর-এ কর ষ্টেট সেক্টর-এ কর না। দেশের মধ্যে নিষেধ করছে আমাদের গ্রামের বড় বড় ধনিকেরা মুনাফা সম্প্রদায় মহাজন শোষণকারীরা এবারে সহরের বড় বড় মালিক শ্রেণীরা যে তোমরা প্রাইভেট সেক্টর বেশী বেশী বাড়াও ষ্টেট সেক্টর বাড়িও না। আমাদের দেশ সেই সুরে সুর মিলিয়ে বিশেষ করে বাংলার কংগ্রেস একটা শক্তিশালী শ্রেণী সেই সুরে সুর মিলিয়ে

আইন রচনা করছেন। আমাদের অপজিসান-এর কর্ত্তব্য হচ্ছে সেখানে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে কোথায় আপনারা ভুল করছেন। বাংলা দেশে আইন আনার ফলে যে প্রাইভেট সেক্টর নতুন করে তৈরী করা হচ্ছে। এখন হয়ত কিছু কিছু আইন তৈরী করবেন রেসট্রিকসন করবার জন্য কিন্তু আমি বলি তা যথেষ্ট নয়। নতুন নতুন লুফোল অনেক আছে, সেই সমস্ত লুফোল ঢাকতে হবে। আমি বলতে চাই আজকে ঘুষ দিয়ে আমার মাল অয্যারহাউস-এ যাবে কি না যাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে চাষীকে। সেখানে অ্যাকোমোডেশন নাই, প্রোব্লেম অফ অ্যাকোমোডেশন। অয্যারহাউস-কম-ইলিকট্রিকাল এনার্জি নাই। যে কয়টা কোল্ড স্টোরেজ আছে ইলেকট্রিকাল এনার্জি-এর অভাবে তারা মারা গেল তাতে লোকসান হচ্ছে। কাজেই আজকে যে অয্যারহাউস-এর অ্যাকোমোডেশন-এর এত অভাব, চাষীদের মধ্যে চাষীকে ঘুষ দিয়ে বলতে হবে বাবু, আমার ধানটা রাখুন তবে আমি দামএা পাব। কিন্তু সব থেকে মারাত্মক কথা কি আজ যদি গভর্ণমেন্ট থেকে সর্বনিম্ন এবং সর্বউচ্চ দাম বেঁধে না দেওয়া হয় পাটের, গমের, ধানের, চালের, ইত্যাদির তা হলে প্রোফিটিয়ারিং করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কেন, না গরীব চাষীর কাছ থেকে অল্প মূল্যে গ্রামের বড় লোকেরা কিনবে এবং তারা অয্যারহাউসকে মনোপলিজ করবে। তাই বলছি আইনের মধ্যে প্রভিশন রাখুন যার ফলে কো-অপরেটিভ-কে প্রায়রিটি দেওয়া হবে তেমনি স্মল প্রোডিউসারকে মিডল প্রোডিউসারকে প্রায়রিটি দেওয়া হবে এবং বিগ জোতদার যাদের খামার আছে তাদেরকে প্রয়রিটি দেওয়া হবে না। আমাদের কর্ত্তব্য শুধু বিরোধিতার বনা বিরোধিতা নয়। আমরা ইনসেন অপজিসন নই আপনারা ইনসেন রুলিং পার্টি নন। সে জন্য বলছি এমনভাবে সৃষ্টি করুন যাতে চোরা কারবারীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারি।

Adjournment.

The House was then adjourned at 5-05 p.m. till 12 noon on Wednesday, the 28th August, 1963, at the Legislative Building, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Legislative Building, Calcutta, on Wednesday, the 28th August, 1963, at 12 noon.

Present:

Mr Speaker (The Hon'ble Keshab Chandra Basu) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 7 Hon'ble Ministers of State, 7 Deputy Ministers and 164 Members

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[12—12-10 p.m.]

Deep Sea Fishing Scheme

***286.** (Admitted question No *1024)

Shri Shambhucharan Ghosh:

মৎস্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে পরিকল্পনা ছিল তাহার বর্তমান অবস্থা কি, এবং

(খ) গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার পরিকল্পনার জন্য আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কত টাকা ব্যয় হইয়াছে?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

(ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পরিকল্পনাটি আর চালু রাখা হইবে না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বর্তমানে এই পরিকল্পনার মঞ্জুরী ২১-৮-৬৩ তারিখ পর্যন্ত আছে।

(খ) ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয় হইয়াছে ৯১.১৪ লক্ষ টাকা

Shri Shambhucharan Ghosh:

এই যে ১৩ বছর ধরে এই পরিকল্পনাটির পিছনে ৯১ লক্ষ টাকা খরচ করা হল আজকে কি কি কারণে সেই পরিকল্পনাটি বাতিল করা হচ্ছে?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

এই পরিকল্পনাটি যখন গ্রহণ করা হয় তখন এই পরিকল্পনাটির তিনটি উদ্দেশ্য ছিল—একটা উদ্দেশ্য ছিল কোন কোন জায়গায় গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সম্ভাবনা আছে কিনা, ফিসিং গ্রাউণ্ডগুলি ঠিক করা। দ্বিতীয়টি হল, কি কি ধরণের মাছ এই ট্রলারে ধরা যেতে পারে আর যারা ইণ্ডিয়ান পার্সোনেল তাদের ট্রেণ্ড করার জন্য এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনাটি এক্সপ্লোরেটরী এক্সপেরিমেণ্টাল এবং ট্রেনিং স্কীম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

Shri Shambhucharan Ghosh:

আমার প্রশ্নটি ছিল আজকে কি কি কারণে এই পরিকল্পনাটিকে বাতিল করা হল?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্য পরিকল্পনাটি বাতিল করা হল।

Shri Shambhucharan Ghosh:

আজকে এই পরিকল্পনাটি যে কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে দেওয়া হচ্ছে একথা ঠিক কি না?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

১৯৫০ সালে দুটো ডেনিস ট্রলার আমরা খরিদ করি। তারপর ১৯৫৫ সালে টি সি এম আমাদের তিনটে ট্রলার দান করেন ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের মারফতে। সেটার সুপারভিসান ছিল ভারত সরকারের কিন্তু চালু করার দায়িত্ব ছিল আমাদের সরকারের কিন্তু যে ত্রিবিধ উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। পূর্ণ হওয়ার দরুণ আর সেটাকে কমার্সিয়াল স্কীমে কনভার্ট যদি করা হয় তাহলে তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবার উপায় নেই। বিশেষ করে ভারত সরকার ১৯৫৮ সালে তিনটে ট্রলার ফেরত চেয়েছিলেন, সেটা ফেরত দিলাম, আর দুটো খরিদ করা ডেনিস ট্রলার অকেজো হয়ে গেছে।

Shri Shambhucharan Ghosh:

এই পরিকল্পনার জন্য কলকাতায় যে কেন্দ্রটা ছিল সেটা কি তুলে দেওয়া হচ্ছে?

Shri Abani Kumar Basu:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে এই স্কিম সেটা চালু হবার সময় এক্সপ্লোরেটরী স্কীম ছিল সেটা পরে ঐ কমার্সিয়াল স্কীমে পরিবর্তিত হয়েছিল?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

হ্যাঁ একথা সত্য।

Shri Abani Kumar Basu:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এই স্কীমটা পরিবর্তিত হবার পর তাতে লাভ হয়েছিল না লোকসান হয়েছিল?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

পর্যাপ্ত লোকসান হয়েছিল।

Shri Abani Kumar Basu:

কি রকম লোকসান হয়েছিল তা মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এবং তিনি এইমাত্র বল্লেন যে উদ্দেশ্যে এই স্কীম চালু হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় এই স্কীম বাতিল করা হয়েছে। আমি তার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই কমার্শিয়াল বেসিসের যে স্কীম সেই স্কীম সফল হয়েছে কিনা?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

কমার্সিয়াল স্কীম যেটা সেই উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা ছিল না, কমার্সিয়াল স্কীম কনভার্ট করার দরুণ অনিবার্যরূপে ক্ষতি হয়েছে।

Dr. Narayan Chandra Roy:

আপনি বলেছেন পরিকল্পনা সফল হওয়ার জন্য এটা বন্ধ করা হয়েছে একথায় মানুষ হয়ত ভুল বুঝবে যে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, সেই পরিকল্পনা সফল হওয়ার দরুণ তাঁরা খুব খুসী হয়েছেন।

(No reply)

Shri Shambhucharan Ghosh:

এই পরিকল্পনা বন্ধ হবার পরে বে অফ্ বেংগলে ফিস পোটেনসিয়ালিটি এক্সপ্লোরেসনের জন্য সরকারের কোন বিকল্প পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

নিশ্চয়ই আছে, চিন্তা করা হচ্ছে। আমি বলেছি যে এই পরিকল্পনার যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা পূর্ণ হয়েছে এবং টি, সি, এম, তাঁদের ট্রলার ফেরত নিয়েছেন। বর্তমানে এখানে যা যা থাকা দরকার যেমন হারবার অথরিটি থাকা দরকার তা না থাকার জন্য এটা ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত

হবে এবং গভীর সমুদ্রে, যে সব বোগনে মাছ ধরা হলে কলকাতার বাজারে তা সরবরাহ করা হবে এই কনডিসান গ্রহণ করা হয়েছে।

Deep Sea Fishing Scheme

***287.** (Admitted question No *1103.)

Shri Sailendra Nath Adhikari

মৎস্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গভীর জলের মাছ ধরিবার পরিকল্পনায় সরকারের এ পর্যন্ত কত টাকা ক্ষতি হইয়াছে,

(খ) এই পরিকল্পনার জন্য কয়খানি জাহাজ কেনা হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে কয়খানি জাহাজ চালু আছে,

(গ) কয়খানি জাহাজকে কনডেমনড্ করা হইয়াছে,

(ঘ) সরকার এই গভীর জলের মৎস্য শিকার পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়াছেন কিনা, এবং

(ঙ) পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া থাকিলে তাহার কারণ কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

(ক) এই পরিকল্পনায় ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত মোট ৬৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

(খ) ও (গ) মোট দুইখানি জাহাজ ক্রয় করা হইয়াছিল এই জাহাজ দুইটি নেবাসেবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় গত ২০-৪-৬৩ তারিখে নিলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন,

(ঙ) বোর্ড অব ইকনমিক অ্যাফেয়ার্সের বিশেষ সুপারিশক্রমে রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কিছুকাল যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকারও জাহাজগুলি নিজেদের পরিকল্পনায় নিয়োগ করার জন্য ফেরৎ পাইতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন।

Shri Shambhucharan Ghosh:

এ কথা কি সত্য বিশিষ্ট আমেরিকান এক্সপার্ট মিঃ বারোজ এই জাহাজগুলি পর্যবেক্ষণ করার পর মন্তব্য করে ছিলেন যে ফরেন টেকনিসিয়ানস থাকা সত্ত্বেও জাহাজগুলি প্রপারলি ইউটিলাইজ করা হয়নি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

একথা ঠিক নয়।

Shri Abani Kumar Basu:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় পূর্ববর্তী কোয়েশ্চেনের উত্তরে বল্লেন যে ৯১ লক্ষ কত হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এই কোয়েশ্চেনের উত্তরে বল্লেন যে ৬৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে—আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে এই দুটো উত্তরে সংগতি আছে বলে তিনি কি মনে করেন?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

দুটো ডিফারেন্ট অ্যাণ্ড ডিস্টিংক্ট কোয়েশ্চেনস—একটা এক্সপেণ্ডিচার, একটা লস।

Dr. Narayan Chandra Roy:

আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এই পরিকল্পনা ত্যাগ করে থাকলে তার কারণ কি এবং এই পরিকল্পনা ত্যাগ করে থাকলে এখানে জাহাজ গুলি ছাড়াও আরো সাংগঠনিক অনেকগুলি জিনিস ছিল—মানুষ যারা ট্রেনিং পেয়েছে, যে অফিস গুলি তৈরী হয়েছে, গুদামগুলি তৈরী হয়েছে—এগুলিও কি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের কাছে হ্যাণ্ডওভার করলেন?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

আমি বলেছি যে এই পরিকল্পনায় মোটামুটি সুপারভাইজরী অথোরিটি ছিল ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের, আর পরিকল্পনাটি চালু করবার জন্য পশ্চিমবংগ সরকারের দায়িত্ব ছিল। তার জন্য তারা যে ব্যয় করেছেন তাতে যদি কিছু গলদ সৃষ্টি হয়ে থাকে সেটা আমাদেরই হয়েছে।

[12-10—12-20 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Roy:

আমার প্রশ্নটির জবাব হল না। আমার প্রশ্নটি ছিল সেই সম্পত্তিটা বাংলা সরকারেরই রইলো এবং যে সব ছেলেরা শিক্ষা পেয়েছে তারা বাংলা সরকারেরই রইলো ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

যে সব ট্রলার ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ভারত সরকার চাইলো তখন আমরা কতকগুলি সর্ত দিয়েছিলাম। প্রথম সর্ত হল এই যে এই পরিকল্পনাকালে যে সব ট্রেনি ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়েছে, টেকনিসিয়ানস হয়েছে, সোর বেজড টেকনিসিয়ান হয়েছে, তাদের অ্যাবজরব করতে হবে। সেই সব সর্তের মধ্যে প্রথম সর্ত হল টেকনিসিয়ানদের অ্যাবজরব করতে হবে। দ্বিতীয় সর্ত হল তারা তাদের গ্রহণ করবার জন্য বলা হচ্ছে, তারা চিন্তা করছে এবং তৃতীয় সর্ত হল এই ক্যারিক্যাল জবগুলি কিছু ছিল তা বিভাগে চলে এসেছে। আর যা কিছু আছে তাদের অন্যান্য বিভাগে যথারীতি নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Shri Nikhil Das:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে ৯১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, ৬৪ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে। তার মানে ৩ ভাগের ২ ভাগ লোকসান হয়েছে। এই ৩ ভাগের ২ ভাগ যে লোকসান হয়েছে এইটাই কি পরিকল্পনা ছিল ? উনি বললেন যে, পরিকল্পনা যা ছিল তা সফল হয়েছে বলে এটা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। তাহলে কি উনি বলতে চাচ্ছেন—— আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই–এই যে লোকসানটা দেওয়া এটাই ওঁদের পরিকল্পনা ছিল ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

এটা লাভ লোকসানের প্রশ্ন। লাভ হয়েছে এই, যে উদ্দেশ্যে ট্রেনি ইণ্ডিয়ান যারা আছেন মাছ ধরবার জন্যে ভারত বাসীকে শিখিয়ে দেবার জন্য সেটা যেগুলি ফিসিং গ্রাউণ্ড পাওয়া, সেগুলি কি টাইপ-এর ফিসিং ক্র্যাফট্ হবে সেগুলো এবং কি ধরণের মাছ কত জলে পাওয়া যায় এবং কি কি শ্রেণীর ক্র্যাফট্ ইউজ করতে পারা যায় এইগুলি সব জানা গেছে। কাজে কাজেই সেই দিক দিয়ে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে আর ক্ষতি যেটা হয়েছে সেটা কমাসিয়াল স্কিমএ কনভার্ট করার দরুণ হয়েছে।

Shri Nikhil Das:

যে টাকাটা আমাদের গেল ৬৪ লক্ষ টাকা, তা দিয়ে আমরা কিছু ট্রেণ্ড লোক পেলাম, তাদিয়ে যেখানে মাছের চাষ হতে পারে সেই রকম জায়গা পেলাম কিন্তু যখন এইগুলি পেলাম তখন পরিকল্পনাটা ছেড়ে দিলাম আমরা। টাকাটা খরচ করে পরিকল্পনায় যে লাভটা করলাম কর্মচারীরা শিখলো তারা আজকে বেকার হয়ে যাচ্ছে এবং যে জায়গাগুলি আমরা করলাম সেগুলি আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে তাহলে যে লাভটার কথা উনি বলছেন যে লাভটার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৬৪ লক্ষ টাকা খরচা করতে হয়েছে সেই লাভের ফসলটা আমরা তুলতে পারছি না, সেই লাভের ফসলটা কেন্দ্রীয় সরকার তোলার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে টাকাটা গেল সেই টাকাটা কি ক্ষতি হল না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

এটা আদৌ ক্ষতি নয়, তার কারণ হল এই যে উদ্দেশ্য আমরা বলেছি, এখন গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবার পরিকল্পনা যে যে জাহাজ করতে পারে সেই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করবার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। সরকার থেকে হোক বা ফরেন কোলাবোরেশনই হোক চিন্তা করা হচ্ছে, এবং যে যে পারসন ট্রেণ্ড হয়েছে তাদের নিয়ে এসে ইউটিলাইজ করার পরিকল্পনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Shri Abani Kumar Basu:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে এ পর্যান্ত যখন থেকে পরিকল্পনা চালু হয়েছিল, তখন থেকে আজ পর্যান্ত কতগুলি ছেলেকে ট্রেন আপ করা হয়েছে এই ডীপ সী ফিসিংএ ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

ঐ ত বলেছি আমি পূর্বেই, ফিফ্‌টিথ্রী।

Shri Abani Kumar Basu:
স্যার আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করছি যে এই ৫টি, সেই ১৯৫২ সাল থেকে যখন স্কিমটি চালু হয়েছিল সেই সময় থেকে এই ৫টি ট্রলারকে ট্রেন আপ করতে ব্যয় হয়েছে কত?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
এটা বিচ্ছিন্ন করে বলবার উপায় নেই।

Shri Shambhucharan Ghosh:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, যে এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে মিঃ বারোজ মন্তব্য করেছিলেন যে রেফ্রিজারেশন ফেসিলিটিজএর কোনরকম বন্দোবস্ত সরকারের ছিল না এবং সেই জন্যই পরিকল্পনাটি সার্থক হতে পারেনি। একথা সত্য কিনা?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
না। পরিকল্পনার মধ্যে এইগুলি ছিল
(1) locate the best fishing grounds in the Bay of Bengal, (2) determine the proper fishing seasons, (3) ascertain the types of fish available surface, mid-water and bottom, (4) decide the type of gear and craft most suitable for working in these waters at different levels, and also (5) arrange the training of Indian personnel for operating the vessels and gear

Shri Bejoy Kumar Banerjee:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন এই যে মাছ ধরতে ৬৪ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে সেই মাছ যা আসত বাজারে কে তা বিক্রী করত?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman: Deep Sea Fishing Board,
সেই বোর্ড থেকে অ্যারেঞ্জমেণ্ট করা হত।

Shri Bijoy Kumar Banerjee:
উনি বললেন বোর্ড বিক্রী করত, সেটা তো ঠিক কথা হল না।

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
বোর্ড থেকে অ্যারেঞ্জ করে বিক্রী করতেন।

Shri Birendra Narayan Ray:
(৬) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে একটা সংস্থা সাজেসনস দিয়েছিলেন। কি কারণ দেখিয়েছেন সাজেসন দিয়ে?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman: The Board recommended that continuance of this scheme in the present form would mean a complete waste of men money and physical resources The report shows that up to 1961-62 there had been a loss amounting to Rs 58 lakhs It further recommended that the trawlers should either be sold to private parties, if any such parties were willing to take up this project, or they may be offered to other States or to the Government of India

Shri Birendra Narayan Roy:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় প্রেজেণ্ট সেটআপ-এর উপর দোষ দিচ্ছেন সেটা চেঞ্জ করে এটা কি দেখা যেতে পারে না।

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman: In its present form
সম্ভব নয়।

Shri Monoranjan Hazra:
এই বোর্ড-এ শ্রীযুক্ত প্রতাপ মিত্র বলে কোন সদস্য ছিলেন কি না?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
আমি এখন বলতে পারি না।

Shri Monoranjan Hazra:
এই বোর্ড মাছের যাবতীয় বিক্রীর ভার প্রতাপ মিত্রকে দিয়েছিলেন কি না?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
এটা অপ্রাসংগিক স্যার।

Shri Narayan Choubey:
মন্ত্রিমহাশয় বললেন আপনার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। একটু আগে বললেন বোর্ড-এর যে রিপোর্ট তারা আপনাকে ফর্ম বদলানোর জন্য রিকমেণ্ড করেছেন, তাহলে কিভাবে উদ্দেশ্য সফল হল?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

পরিকল্পনার যে উদ্দেশ্য ছিল তা আমাদের সফল হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা যখন কমার্সিয়াল স্কিমে কনভার্ট করা হয়েছে তখন এর বেশীর ভাগ খরচ এবং বেশীর ভাগ লোকসান শুরু হয়েছে।

Shri Abani Kumar Basu:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন এই পরিকল্পনা চালু হওয়ার পর থেকে গভীর সমুদ্রের কত মাছ এই কলিকাতা সহরে এসেছে?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

২৭ লক্ষ টাকার মাছ পাওয়া গেছে।

[12-20 12-30 p.m.]

Shri Nikhil Das:

একথা সত্যি কিনা যে গভীর জলের মাছ এত গভীরে চলে গিয়েছে যে, মন্ত্রীরা ও খুঁজে পাচ্ছেন না?

[No reply]

Shri Abhoy Pada Saha:

মন্ত্রিমহাশয় বলুন অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে, এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার জন্য আবার কোন পরিকল্পনার কথা চিন্তা করছেন কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

আমি তো বলেছি এটা চিন্তার মধ্যে আছে।

Shri Shambhu Charan Ghosh:

এই পরিকল্পনার কার্যকালে বারধাপে ভাটি ট্রলার তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং এজন্য ২৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল কি না?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

একটা পরিকল্পনা ছিল।

Shri Shambhu Charan Ghosh:

বর্তমান অবস্থা কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

আমাদের এক্সপেরিমেণ্ট সাকসেসফুল হয়েছে, সুতরাং আরো বড় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

Shri Gopal Banerjee:

এই যে বলছেন এক্সপেরিমেণ্ট সাকসেসফুল হয়েছে, এটাতে এখানকার মাছের সমস্যার সমাধান হবে কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

এই অবস্থায় সমাধান হবার সম্ভাবনা নাই।

Shri Ananga Mohan Das:

কোন সালে এবং কবে কেনা এবং কত টাকায়?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

৯ লক্ষ টাকার কিছু ঊর্ধ্বে।

Shri Shambhu Charan Ghosh:

এই কথা সত্যি কিনা এই পরিকল্পনা বন্ধ হবার জন্য মাছের জন্য পাকিস্তানের উপর নির্ভর করতে হয়?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

অনেকাংশে নিশ্চয়ই নির্ভর করতে হয়।

Shri Bijoy Kumar Banerjee:

এই যে জাহাজ দুখানি অকেজো হয়ে গিয়েছে এগুলি কাকে এবং কবে বিক্রী হয়েছে ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman: Auction.

করে বিক্রী করা হয়েছে ২৬ হাজার ৬০০ টাকায় এপ্রিল মাসে।

Shri Bijoy Kumar Banerjee:

আমার কথা হচ্ছে, বিক্রী হয়েছে কাকে ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

বিক্রী করা হয়েছে হায়েস্ট বিডারকে।

Shri Bijoy Kumar Banerjee:

এই হায়েস্ট বিডার এর নাম কি বলুন।

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

নামটা এখন বলতে পারব না, টাকার অংকতো আগেই বলেছি, তারিখ হচ্ছে ২০।৪।৬২।

Shri Bijoy Kumar Banerjee:

৬৪ লক্ষ টাকা মাছের কারবারে লোকসান হয়েছে তার কারণ হচ্ছে একজন লোককে বিক্রী করার ভার দেওয়া হয়েছিল এই কথা সত্য কিনা ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

না।

Shri Ananga Mohan Das:

আপনি বলেছেন ৬ লক্ষ টাকায় জাহাজগুলি কেনা হয়েছে, কোন সালে কেনা হয়েছে এবং কতদিনের মধ্যে খারাপ হয়েছে ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

চলতে চলতে অকেজো হয়ে গিয়েছে।

Shri Ananga Mohan Das:

কতদিন পরে খারাপ হয়েছে ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

নোটিশ দিন।

Shri Abani Kumar Basu:

মন্ত্রিমহাশয় জানালেন ২৬ হাজার ৬০০ টাকায় বিক্রী হয়েছে, এই ট্রলার-এর কোন রিজার্ভ প্রাইস আছে কিনা ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

আছে।

Shri Monoranjan Hazra:

এই ট্রলার দুটো যাকে বিক্রী করা হয়েছে তার নাম তিনি বলছেন না কেন ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

আপনি জানতে চান পরে জানাতে পারব।

Shri Nikhil Das:

এই কথা সত্য কিনা জাপান থেকে যে ট্রলারগুলি এসেছিল সেগুলি একদিনও মাছধরার জন্য যেতে পারে নি ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

আদৌ সত্য নয়।

Shri Panchu Gopal Bhaduri:

মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি মাছ বিক্রী করার ভার প্রতাপ চন্দ্র মিত্রের উপর দেওয়া হয়েছিল একথা সত্যি কিনা ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

আমি বলতে পারি না।

Shri Monoranjan Hazra:

আপনি মন্ত্রি হয়ে বলতে পারবেন না এটা কি রকম ?

(No reply)

Kiriteswari Temple

***288.** (Admitted question No. *1155.)

Shri Birendra Narayan Ray:

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার কিরীটেশ্বরী দেবীর সম্পত্তি ও মন্দির পরিচালনার ভার কোন পাবলিক ট্রাস্টে ন্যস্ত আছে কিনা,

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হ্যা' হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কিরীটেশ্বরী দেবীর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বর্তমানে কত, এবং

(২) বর্তমানে উহার সেবাইত কে বা কাহারা ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

(ক) না।

(খ) (১)(২) প্রশ্ন উঠে না।

Shri Birendra Narayan Ray:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন কিরীটেশ্বরী বাংলার পীঠের অন্যতম ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

আমি জানি না।

Gramdan in Murshidabad district

***289.** (Admitted question No. *1190.)

Shri Birendra Narayan Ray:

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার ঝুলনপুর, বরকতপুর এবং লক্ষণপুর এই তিনটি গ্রাম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি সি সেনের উপস্থিতিতে বিনোবাজীকে গ্রামদান হিসাবে দেওয়া হইয়াছে, এবং

(২) উক্ত জেলার কান্দী শহরের জেমো ওয়ার্ডটিও বিনোবাজীকে দেওয়া হইয়াছে,

(খ) সত্য হইলে উক্ত গ্রামগুলি এবং জেমো ওয়ার্ডটি বৈধভাবে দান হইয়াছে কি,

(গ) উক্ত স্থানসমূহে কত বিঘা কৃষি জমি এবং কত বিঘা অকৃষি জমি পাওয়া গিয়াছে, এবং

(ঘ) উক্ত স্থানসমূহের উন্নতির জন্য অদ্যাবধি কি কি কার্য করা হইয়াছে ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

(ক) (১)(২), (খ), (গ) এবং (ঘ) এই সমস্ত তথ্য সরকারের জানা নাই। গ্রামদান সম্বন্ধে একটি আইন বর্তমানে প্রণয়ন করা হইতেছে। যদি এই আইনের বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন গ্রামদান হয় থাকে তবেই উহা গ্রামদান বলিয়া অভিহিত হইবে।

Shri Birendra Narayan Ray:

আমি যখন প্রশ্ন করেছিলাম তখন আপনি বলেছিলেন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, তথ্য সংগৃহীত হলে জানান হবে। আজকেও বলছেন জানেন না। আমি জিজ্ঞাসা করছি এটা পণ্ডিত নেহরু এবং শ্রী পি সি সেনের সামনে দেওয়া হয়েছে এটা কি জানেন?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

আমার জবাবটা বুঝলে এই প্রশ্ন করা হত না।

Shri Birendra Narayan Ray:

তাহলে যে গ্রামদান হয়েছে এটা কি ঠিক নয় বলে ধরব?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী যা খুশী ধরতে পারেন।

Shri Birendra Narayan Ray:

আপনি কি এখন বলতে পারেন না?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

আমার যা বলবার তাই বলেছি।

Bus and rickshaw stand at Contai

***290.** (Admitted question No. *1206.)

Shri Sudhir Chandra Das:

স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে কাঁথি শহরে পৃথক বাস স্ট্যাণ্ড ও রিক্সা স্ট্যাণ্ড না থাকায় বড় বড় বাসগুলি এবং রিক্সাগুলি রাস্তাতেই প্রায় সব সময় পড়িয়া থাকে এবং ইহার ফলে রাস্তা অবরুদ্ধ হইয়া পথিক জনসাধারণের এবং যানবাহন চলাচলের দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়; এবং

(খ) যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কি কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে?

The Hon'ble Sankar Das Banerji: Sir, I shall reply next week.

Proposal for allotting rent-free lands to the Jawans

***291.** (Admitted question No. *1213.)

Shri Susil Kumar Dhara:

কৃষি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) আমাদের দেশের মর্যাদা রক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী বাংলার অধিবাসী জওয়ানদের পরিবারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া সরকারের খাস জমির কিছু অংশ তাঁহাদের জন্য বিনা মূল্যে বিলি করার কোনও সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

(খ) উত্তর হাঁ হইলে—

(১) ঐরূপ জমির পরিমাণ কত নির্ধারিত হইয়াছে,

(২) প্রতি জওয়ানের জন্য এইভাবে কত পরিমাণ করিয়া জমি দেওয়া হইবে তাহা সরকার ঠিক করিয়াছেন কি এবং

(৩) এইভাবে বিলি করা জমি নিষ্কর (রাজস্ব মুক্ত) করিবার কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন কিনা ?

[12-30 12-40 p.m.]

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

(১) হ্যাঁ।

(২) (ক) মোট ৬০০০ একর।

(খ) হ্যাঁ, প্রতি পরিবারে ১০ কাঠা বাস্তুজমি এবং অথবা ২ একর কৃষি জমি দেওয়া হইবে।

(গ) এবিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

Shri Narayan Choubey:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, বাংলাদেশের কয়টি পরিবারের পক্ষ থেকে এরকম আবেদন পাওয়া গেছে ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

সাম্প্রতিকভাবে আমি যে কয়টি আবেদন পেয়েছি তার সংখ্যা খুবই কম। আমরা চাই বাংলাদেশ থেকে অনেক লোক এতে আবেদন করন এবং সেইজন্য আমরা উৎসাহও দিচ্ছি এবং সেইজন্যই এরকম বিধান প্রণয়ন করেছি।

Shri Narayan Choubey:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, মেদিনীপুর জেলা থেকে এরকম কয়টি আবেদন পেয়েছেন ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

আমি ঠিক করে বলতে পারছি না তবে খুব অল্পই পেয়েছি।

Sm. Santi Das:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এই জওয়ানদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং বাসিন্দাদের বিনা শুল্কে ... কিছু করেছেন কিনা ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

মাননীয়া সদস্যা যে কথা বলেছেন সেটা বিবেচনার বিষয় তবে আমার বিভাগের আওতায় এটা পড়ে না।

Shri Ananga Mohan Das:

আপনি যে বললেন ৬০০০ একর জমি রেখেছেন তাতে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই জমি কোন কোন জেলায় রেখেছেন এবং কি জমি রেখেছেন ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya :

মালদহ জেলায় ২০০ একর নন-এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড এবং হোমস্টেড ল্যাণ্ড এবং ৭০০ একর এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড মেদিনীপুর জেলায় ২০০ একর এবং ৭০০ একর, ২৪ পরগণায় ২০০ একর এবং ৭০০ একর, জলপাইগুড়ি জেলায় ২০০ একর এবং ৭০০ একর দার্জিলিং জেলায় ২০০ একর এবং ৫০০ একর, কুচবিহার জেলায় ২০০ একর এবং ৫০০ একর, বর্ধমান জেলায় ২০০ একর এবং ৫০০ একর, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ২০০ একর এবং ৫০০ একর। এতে মোট দাঁড়িয়েছে নন-এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড এবং হোমস্টেড ল্যাণ্ড মিলিয়ে ২০০০ একর এবং এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড ৫০০০ একর।

Shri Narayan Choubey:

কাগজে বেরিয়েছে যে সমস্ত জওয়ান মারা গেছে বা ক্রিপল্ড হয়েছে তাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিনা পয়সায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাদের এই যে ২ একর বা ১০ কাঠা জমি দেবেন সেটা তার উপরে তো ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

জওয়ানদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা শিক্ষা বিভাগ থেকে হবে, তাদের ভরণপোষণের জন্য যদি এর উপর জমির প্রয়োজন হয় তাহলে সেই জমি দেওয়া হবে।

Sm. Santi Das:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এই এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড এবং হোমস্টেড ল্যাণ্ড-এ বাড়ীঘর করবার জন্য এবং কৃষির জন্য যে সাজসরঞ্জাম দরকার হবে তা দেওয়া হবে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

যন্ত্রপাতি গরু এবং বীজ যেমন প্রয়োজন সেই রকম দেওয়া হবে।

Proposal for donation of lands to the Jawans

292. (Admitted question No. *1316.) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(a) whether the Government of West Bengal has any offer for the Jawans fighting enemies at the frontier either in the shape of donation of land for the homestead or in the shape of any other relief by exemption of rent or otherwise on their returning home and

(b) if so the particulars thereof

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: (a) Yes

(b) The following are the privileges offered to the Jawans

(i) A total area of 6,000 acres has been earmarked for allotment for homestead and agricultural purposes

(ii) Local Officers have been instructed to render them assistance in the matter of realisation of rent or their share of the produce through authorised members of their families in respect of lands of which the Jawans are landlords or in which they have employed bargadars

(iii) A Jawan serving in the operational or border area during the emergency may be exempted from payment of land rent on application for the period he may be posted there

In the case of Jawans serving elsewhere realisation of rent may be suspended on application and no interest will be charged for the period the realisation remains suspended

Maintenance of river embankments

***293.** (Admitted question No. 1322.) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state

(a) whether it is a fact that the river embankments belonging to the Land and Land Revenue Department in the districts of Midnapore and 24-Parganas have been made over to the Irrigation Department for maintenance under some agreement between the Irrigation and Waterways Department and the Land and Land Revenue Department

(b) if so when such agreement was reached at

(c) how many embankments in each district are affected by such agreement

(d) what amount has been spent on such maintenance work already in each of these two districts up to July 1963

(e) whether the Government extended in other districts the same arrangement regarding the maintenance of embankments belonging to the Land and Land Revenue Department by the Irrigation and Waterways Department and

(f) if not, the reasons thereof?

Shri Arabinda Roy:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে আই এণ্ড ডব্লিউ ডিপার্টমেণ্ট তাদের টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেণ্ট পুরাপুরিভাবে দেন না এবং আমি যতদূর জানি তাতে ওদের কাছে কাগজপত্র পাঠান এবং বলে দেন এইভাবে বিতরণ করা চলে তার জন্য সুপারভিশান ইত্যাদি ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট করে থাকেন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি জিনিসটা আর একটু খুলে বলি। সমস্ত এক্স-জমিদারী এমব্যাংকমেণ্টস অন ওয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল সেগুলি যাতে আমরা আই এণ্ড ডব্লিউ ডিপার্টমেণ্টকে দিতে পারি সেজন্য প্রস্তাব করেছি। সেই প্রস্তাব তারা বিবেচনা করছেন। প্রতিটি এমব্যাংকমেণ্ট সম্বন্ধে তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে দেখছেন যে কোনটা রাখা যেতে পারে কি ভাবে রাখা যেতে পারে ইত্যাদি এবং সমস্ত এমব্যাংকমেণ্ট যাতে তারা নিতে পারেন তারই চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ আমাদের বিভাগের অধীনে এত ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনীয়ার নেই যে কাজটা সম্পন্ন হতে পারে বিশেষ করে আই এ্যাণ্ড ডব্লিউ ডিপার্টমেণ্ট একটা বিশেষজ্ঞ সম্বলিত ডিপার্টমেণ্ট। তারা এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন বলে তাদের সমস্ত এমব্যাংকমেণ্ট দেওয়া হচ্ছে। এ সম্বন্ধে শীঘ্রই আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারব।

Shri Arabinda Roy:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে ইরিগেশান এবং ওয়াটারওয়েজ ডিপার্টমেণ্টের সাথে ওঁরা পরামর্শ করছেন যাতে করে তাঁরা ভবিষ্যতে সমস্ত টেকনিক্যাল অ্যাস্পেক্ট দেখতে পারেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি ইরিগেশান এণ্ড ওয়াটারওয়েজ ডিপার্টমেণ্ট বর্তমানে বিবেচনা করছেন কিনা তাদের যে স্টাফ আছে সেই স্টাফ দিয়ে ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টের সমস্ত এমব্যাংকমেণ্টগুলি তদারক করতে পারেন।

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

এরপর সময় বলে মেরামতের দায়িত্ব ইরিগেশান অ্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ ডিপার্টমেণ্ট গ্রহণ করবেন।

Shri Arabinda Roy:

ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট যদি এই সমস্ত ভার নেয় তাহলে আমরা আশ্বস্ত হব। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছি যে আমি জানি ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট বলছেন আমাদের বেশী লোক নেই এবং ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট বলছেন আমাদের টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড নেই। তাতে হচ্ছে কি আমাদের ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টের এমব্যাংকমেণ্টগুলি সাফার করছে। এজন্য আমরা ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রি দয়া করে জানান যে কত দিনে তাঁরা সমস্ত এমব্যাংকমেণ্টএর সুচারুরূপে ব্যবস্থা করতে পারবেন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সমস্ত এমব্যাংকমেণ্টের মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ সুচারুরূপে অতি শীঘ্র করা হবে এবং আমরা যাতে ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট এর দায়িত্ব নিতে পারি এবং তার জন্য যে লোকের দরকার তা তাঁরা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করব।

Shri Arabinda Roy:

ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট যে সমস্ত এমব্যাংকমেণ্টের দায়িত্ব নিয়েছেন তার খরচ কোন বিভাগ বহন করছেন, ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট না ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বহন করাটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। আমাদের সমস্ত খরচ হয় কনসলিডেটেড ফাণ্ড থেকে। আমরা যদি ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টের উপর এর দায়িত্ব দিই তাহলে ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট খরচ বাঁচাতে পারে, কারণ ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট যা আদায় করে সেটা কনসলিডেটেড ফাণ্ডে জমা হয়।

Shri Arabinda Roy:

ল্যাণ্ড রেভেনিউ মিনিস্টার এবং ইরিগেশান মিনিষ্টারের সদাশয়তায় ওঁদের ডিপার্টমেণ্টের খরচে এবং ওঁদের টেকনিকাল পার্সোনেলদের প্রচেষ্টায় আমি দুটো এমব্যাংকমেণ্ট রিপেয়ার করাতে পেরেছি, অবশ্য তাতে আমাকে অনেক তদারকি করতে হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে চাই এ্যাকচুয়ালি খরচ করবেন কারা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই এ্যানোম্যালি থাকবে না। যখন ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হবে যা আমরা মনস্থ করেছি তখন খরচ বহনের পুরাপুরি দায়িত্ব ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টের কারণ তখন ইঞ্জিনীয়ারিং নিয়ন্ত্রণ ভার যাই হোক সমস্ত ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টের উপর বর্তাবে।

Shri Abani Kumar Basu:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন হাওড়া জেলায় দুধনী বাঁধের এমব্যাংকমেণ্টের দুটো যে দিক ও ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট মেনটেন করেন এবং তার মাঝখানে ইণ্টারস্প্যাসড্ একটা জায়গা যেটা ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টের দখলে রয়েছে এবং সে জায়গা মেরামত না হওয়ায় বন্যায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

এখনও জানিনা আশংকা এবং এ বিষয়ে সত্যাসত্য যাচাই করবার আশঙ্কা যাতে না থাকে উচিত ব্যবস্থা করবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছি।

Scarcity of Spirit

***294.** (Admitted question No. *1348.)

Shri Monoranjan Bakshi:

আবগারী বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

১ (ক) ইহা কি সত্য যে, কলিকাতা শহরে এবং পশ্চিমবাংলার মফঃস্বল শহরগুলিতে স্পিরিট খোলা বাজারে পাওয়া যাইতেছে না;

(খ) সত্য হইলে ইহার কারণ কি; এবং

(গ) সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar:

(ক) হাঁ, স্পিরিট অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।

(খ) স্পিরিট দুষ্প্রাপ্যতার কারণ বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গ স্পিরিট আমদানী করিতে পারিতেছে না। ঐ সব রাজ্যে স্পিরিট রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতে প্রস্তুত স্পিরিটের শতকরা ৮০ ভাগ এই সব রাজ্যেই প্রস্তুত হয় এবং প্রতি বৎসর বাংলা দেশে প্রায় ৫০ লক্ষ গ্যালন স্পিরিট এই সব রাজ্য হইতে আমদানী করে। শুনা যায় এ বৎসর এই সব রাজ্যে চিনি ও গুড় উৎপাদন ভাল হয় নাই, ফলতঃ যথেষ্ট পরিমাণ স্পিরিটও প্রস্তুত হয় নাই, তদুপরি যুক্তপ্রদেশের রাসায়নিক উপায়ে রবার প্রস্তুতের জন্য স্পিরিটের চাহিদা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার চিনি গুড় ও স্পিরিট ভারতের বাহিরে রপ্তানিও দিয়াছেন। ফলতঃ শুধু বাংলায় নয় ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও স্পিরিটের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়াছে।

(গ) রাজ্য সরকারের তরফ হইতে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশেও স্পিরিট আমদানীর জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এই সঙ্গে সমস্ত বিষয়টি যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রদেশে উদ্বৃত্ত স্পিরিটের তায়দাদ করা হইতেছে এবং এই তায়দাদের কাজ সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গের জন্য মাত্র ৫৫ হাজার গ্যালন স্পিরিট বরাদ্দ করা হইয়াছে। পলিথিন ও লাক্ষা শিল্পের চাহিদা ব্যতিরেকে, পশ্চিমবঙ্গে মাসিক প্রায় ১ লক্ষ গ্যালন স্পিরিট প্রয়োজন হয়। সুতরাং

এ পর্যন্ত যে সামান্য স্পিরিট বরাদ্দ হইয়াছে তাহা যথাযথভাবে বিশেষ করিয়া ঔষধাদি প্রস্তুতির জন্য, বণ্টন করিতে হইবে। ফলে বিভিন্ন শিল্পের ন্যূনতম চাহিদা মিটান এই রাজ্যের পক্ষে আগামী ৩।৪ মাস অত্যন্ত কঠিন হইবে যদি ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যের জন্য আরও অধিক পরিমাণ স্পিরিট বরাদ্দ না করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত বিভাগের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে।

Shri Monoranjan Baksi :

মন্ত্রিমহাশয় কি অবগত আছেন যে স্পিরিট না পাওয়ার জন্য চিকিৎসার ঔষধপত্র তৈরী করার ব্যাপারে নিদারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে?

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar:

সেকথা এ প্রশ্নের জবাবেই আপনাকে বলেছি।

Shri Birendra Narayan Ray :

মন্ত্রিমহাশয় জানালেন যে বাংলাদেশের মধ্যে স্পিরিট তৈরী হয় না বলে দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়েছে —বাংলাদেশে স্পিরিটের কোন কারখানা করবার মনস্থ করছেন কি?

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar:

আমাদের চারটা ডিষ্টিলারি আছে। সেখানে আমরা ১৫ লক্ষ গ্যালন করে মাসে প্রস্তুত করছি।

Shri Birendra Narayan Ray :

এটা বাড়াবার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar:

আপাততঃ সেরকম কোন পরিকল্পনা আমাদের কাছে নেই।

Dr. Narayan Chandra Roy :

মন্ত্রিমহাশয় যে জবাব দিয়াছেন তাকে উপলক্ষ্য করে আমি বলছি যে ওষুধের একটা মস্তবড় কেন্দ্র বাংলাদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এত কম পাওয়ার দরুণ যে ক্ষতি সে সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয় কি কতকগুলি ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিক্যাল কোং-এর কাছ থেকে আবেদন পেয়েছেন এবং যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের আরো পর্যাপ্ত পরিমাণে স্পিরিট তৈরীর বন্দোবস্ত করায় বাধা কি আছে?

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar:

'গুলি আমরা বিবেচনা করছি।

The Hon'ble Jagannath Kolay:

আমি নারায়ণবাবুকে বলি, আমরা আবেদন পেয়েছিলাম, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎও হয়েছিল। আজকে আমাদের স্পিরিট এবং অ্যালকোহলেরও অভাব রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে সবশুদ্ধ মাসে ৩ লক্ষ গ্যালন স্পিরিট দরকার হয়, আমাদের এখানে মোলাসেস বছরে ৫ লক্ষ মণ দরকার হয় কিন্তু বাংলাদেশে মোলাসেসের প্রোডাকসন হয় কেবলমাত্র এক লক্ষ মণ। আমরা চেষ্টা করলেও আর মোলাসেস পাবো না। তাই হয় ইউ, পি, না হয় বিহার থেকে আমাদের আনতে হয়। ইউ, পিতে পাওয়া যায় না কেন না সেখানে যা হয় তার দ্বারা তারা স্পিরিট এবং অ্যালকোহল উৎপাদন করে। কাজেই আমরা যেটুকু পেয়েছি সেটুকু বিহার থেকে পেয়েছি এবং এ বছর কেবল মাত্র ৫০ হাজার মণ পাওয়া গেছে। সুতরাং আমাদের মোলাসেসের সর্টেজ হওয়ায় আমাদের স্পিরিট উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনাকে জানাতে পারি যে আমরা ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে একটা রিপ্রেজেনটেসন করেছিলাম এবং তারা ৫০ হাজার গ্যালন দিয়েছেন এবং আমরা শুনেছি যে আরো ২ লক্ষ গ্যালন বিহার থেকে আসবে, তবে আমরা লিখিত কিছু পাইনি এবং ভবিষ্যতে আশা করছি যে ২ লক্ষ গ্যালন এবং ৫০ হাজার গ্যালন যেটা আমরা পেয়েছি সেটা মেডিসিনাল ফ্যাক্টরীজ যেগুলি ভাগ আছে সেগুলিতে বণ্টন করতে হবে।

Dr. Narayan Chandra Roy :

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মন্ত্রিমহাশয় কি অবগত আছেন যে, যদি তাড়াতাড়ি স্পিরিটের সাপ্লাই এখানে বাড়ান না যায় বাংলাদেশের ঔষধের শিল্প, যেটা একটা খুব ইমপরটেণ্ট শিল্প, সেটা বাংলা থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে এবং যাবে। এই জন্য বারবার আবেদন করছি।

[12-50—1 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য এইমাত্র শুনলেন যে শুধু বাংলা দেশে নয় ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই অভাব হয়েছে। কাজে কাজেই শুধু পশ্চিমবাংলারই অভাব হয়েছে তাও নয়।

Dr. Narayan Chandra Roy:

পশ্চিমবঙ্গে এটা তৈরী করার বাধাটা কোথায়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বাধা হচ্ছে কাঁচা মাল। এটা আমাদের পশ্চিমবাংলায় পাটও তৈরী করবো চাও তৈরী করবো আলুও তৈরী করবো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আর তৈরী করা যায় না ত। আর না হলে গুড় হবে না আর না হলে চিনির কল চলবে না। বাংলা দেশে মাত্র তিনটি কি দুটি চিনির কল চলছে।

Shri Gopal Banerjee

গুড় ছাড়াও আজকাল পিনাপেলের অ্যালকোহল হয় বলে শুনেছি। সুতরাং সেই রকম কোন পরিকল্পনা করার কথা চিন্তা করছেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই পরিকল্পনা অনেক রকম আছে। কিন্তু সবচেয়ে জিনিষটা ইকোনমিক হওয়া চাই। অর্থাৎ আমাদের মোলাসেস থেকে যে স্পিরিট হবে তার যা মূল্য পড়বে অন্য জিনিষ থেকে যদি আমি আল কোহল তৈরী করতে পারি—তাতে ৫০ গুণ বেশী খরচ পড়ে তাহলে কোনই লাভ হবে না।

Shrimati Biva Mitra :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে, উনি এখনই বললেন যে ৫০ হাজার গ্যালন উনি পেয়েছিলেন এর আগে ... গ্যালন পাবেন। এখন উনি জানেন যে এই রেকটিফায়েড স্পিরিট না হলে কতদিন ইনজেকশন দেওয়া যায় না। অপারেশন হয় না। তা এর ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক ভাবে হবে কিনা কোথায় উনাদের ... আছে সেটা উনি করবেন কিনা জানতে চাই।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করলে তারা সব উত্তর দিতে পারবেন।

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন অনুগ্রহ করে যে এই স্পিরিট দুষ্প্রাপ্য কতদিন হয়েছে? আর কলকাতায় কেউ স্পিরিট তৈরী করে কিনা?

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar:

না, আমাদের এখানেও ৪টি ডিসটিলারী আছে সেখানে প্রস্তুত হয় স্পিরিট।

Shri Monoranjan Hazra:

মোলাসেস-এর অভাব হবার কারণটা কি বলতে পারেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মোলাসেস-এর অভাব হবার কারণ হচ্ছে, প্রথমে গত বৎসর আমাদের ভারতবর্ষে আখের চাষ কম হয়েছে, চিনি কম হয়েছে, মাননীয় সদস্যরা সকলেই একথা জানেন।

Shri Shambhu Charan Ghosh:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, আমাদের দেশে যখন মোলাসেস-র অভাব হয়েছে এবং যার জন্য স্পিরিট প্রোডাকসন কম হচ্ছে তখন বিদেশে আমাদের মোলাসেস রপ্তানী করা হয় কিনা ?

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar:

এটা এখন আমি বলতে পারবো না। এটা পলিসি ম্যাটার।

Shri Shambhu Charan Ghosh:

প্রশ্নটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি পলিসি সম্পর্কে নয়। আমি বলছি আমাদের দেশ থেকে বিদেশে এটা রপ্তানি করা হয় কিনা ? উনি বললেন এটা পলিসি ম্যাটার আমার প্রশ্ন আমাদের স্পিরিট প্রোডাকসন যেখানে হ্যাম্পার করছে সেখানে দেশ থেকে বাইরে কোন রপ্তানি হয় কিনা ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমাদের এখান থেকে কি কি জিনিস এক্সপোর্ট করা হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন হাত নেই। নীতি নির্দিষ্ট করেন ভারত সরকার

Shri Abani Kumar Basu:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, স্পিরিট এবং মোলাসেস হওয়ার জন্য ইন্ডিয়ান ডিস্টিলারিজ কমে গিয়েছে কি না ?

The Hon'ble Jagannath Kolay:

এর থেকে প্রশ্ন উঠে না। তবে আমরা দেখছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্টিলারিজ বন্ধ হয়নি।

Shri Abhoy Pada Saha:

আপনি বললেন চারটি ডিস্টিলারী আছে, এই ডিস্টিলারীতে যে পরিমাণ স্পিরিট উৎপাদন হয় তা থেকে বাংলাদেশে দেশী মদের দোকানে কুলিয়ে আসে ?

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar:

এই স্পিরিট ওই মদের জন্য দরকার হয় না।

Price of Fish

*295. (Admitted question No. 1354.)

Shri Tarun Kumar Sengupta

মৎস্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নিম্নলিখিত সময়ে কলিকাতা শহরে এবং সারা পশ্চিম বাংলার জিলাগুলির সদর শহরে প্রতি কিলো বিভিন্ন মাছের খুচরা দর কত ছিল—

জুলাই ১৯৬১,

জুলাই ১৯৬২,

জুলাই, ১৯৬৩

(খ) সাম্প্রতিককালে মাছের খুচরা দর বৃদ্ধি পাইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি এবং

(গ) মাছের দর স্বাভাবিক অবস্থায় আনার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

(ক) এই সম্পর্কে একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল। মূল্য কাটা মাছ (কাটিং) অনুযায়ী নহে। গোটা মাছের ভিত্তিতেই ইহা দেখানো হইয়াছে।

(খ) 'ক' প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে, গত তিন বৎসরের খুচরা মাছের দরের বিশেষ কোন তারতম্য হয় নাই। তবে প্রতি বৎসরই সাধারণতঃ জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সময়ে মাছের দর সাময়িক (সিজন্যাল) ও অন্যান্য কারণে চড়া থাকে।

(গ) (১) এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিস ডিলারস লাইসেন্সিং অর্ডার ১৯৬৩, প্রণয়ন করিয়া কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত অঞ্চলে পাইকারী এবং খুচরা ও অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর মৎস্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করিয়াছেন।

(২) প্রয়োজন হইলে যাহাতে মৎস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বেই মৎস্যকে ডবলিউ বী অ্যানটি-প্রোফিটিয়ারিং ১৯৫৮ (ডবলিউ বী অ্যাক্ট এইট অফ ১৯৫৮) এর আওতায় আনা হইয়াছে।

Statement referred to in reply to clause (a) of starred question No. 29.

নিম্নলিখিত সময়ে কলিকাতা সহরে এবং পশ্চিমবাংলার শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন মৎস্যের খুচরা দর প্রতি কিলো হিসাবে দেওয়া হইল।

	জুলাই ১৯৬১			জুলাই ১৯৬২			জুলাই ১৯৬৩		
	সর্ব্বনিম্ন	সর্ব্বোচ্চ	গড়	সর্ব্বনিম্ন	সর্ব্বোচ্চ	গড়	সর্ব্বনিম্ন	সর্ব্বোচ্চ	গড়
	টাকা ন: প:	টাকা ন: প:	টাকা ন: প:	টাকা ন: প:	টাকা ন: প:	টাকা ন: প:	টাকা ন: প:	টাকা ন: প:	টাকা ন: প:
রুই কাতলা	২·৪৪	৪·০৬	৩·০০	[illegible]	৫·১২	৩·৫০	[illegible]	৫·০০	[illegible]
ইলিশ	[illegible]	৪·৩২	৩·৭৪	[illegible]	৪·০৪	৩·২০	[illegible]	৪·০০	[illegible]
ভেটকী	[illegible]	৪·৮৭	৩·২০	৩·২৮	৭·০৭	[illegible]	৩·৪০	[illegible]	[illegible]
ভাঙন	[illegible]	৪·০৩	২·৮৪	[illegible]	৪·২২	৩·০০	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	৪·৪৪	২·৮৪	[illegible]	৪·৮৩	৩·০৭	২·০০	[illegible]	[illegible]
বাগদা চিংড়ি	[illegible]	৪·০০	৩·৫০	[illegible]	৪·২২	৩·৪২	[illegible]	[illegible]	[illegible]
গলদা চিংড়ি	৩·০০	৩·০০	৩·২৫	৪·০০	৬·৬৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কুচো চিংড়ি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	৬·৪৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য মাছ	[illegible]	৫·০৩	৩·০৩	[illegible]	৪·০৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Shri Tarun Kumar Sen Gupta

আপনি বললেন লাইসেন্স-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা করার পর মাছের দর কমেছে কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman

কমতে শুরু করেছে।

Shri Abani Kumar Basu:

উনি কি জানাবেন যে লাইসেন্স অর্ডার ইস্যু করবার আগে কি দর ছিল এবং বর্তমানে মাছের দর কত?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

ম্যাক্সিমাম কেজির মূল্য যার ছিল ৫-৫০ নয়া পয়সা সেটা কমে ৪ টাকা হয়েছে।

Shri Nikhil Das:
কোন্ বাজারে এটা পাওয়া যায়? কোন্ বাজারে কেজিতে এক টাকা দাম কমেছে?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
আমি অ্যাভারেজ বলেছি। বাজার ডিম্যাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাই অনুসারে ঠিক হয়।

Shri Narayan Choubey:
আজকের বাজারে মাছের দাম কত দয়া করে বলবেন কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
ইনফর্মেশন পেয়েছি চার টাকা, ৪-৫০ নয়া পয়সা পর্যন্ত মাছের দর।

Sm. Santi Das:
কোন মাছের?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
বড় মাছের —কোয়ালিটি ফিস যাকে বলে। এই তো আমার ইনফর্মেশন।

Sm. Santi Das:
আজকের বাজারে মাছের দাম যা বললেন উনি কি বাড়ীর গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করে এসেছেন?

(No reply)

Shri Gopal Banerjee
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি আপনাদের এই ফিসারিজ ডিপার্টমেণ্ট-এ এই সম্পর্কে কোন স্ট্যাটিসটিকস আছে?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
ফিসারিজ ডিপার্টমেণ্ট এ একটা মার্কেটিং সেক্সন আছে তারাই এ সম্পর্কে দেখাশুনা করেন।

Shri Monoranjan Hazra:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে দরের মাছের কথা বললেন সেই দরে অ্যাভেলেবল নয়—এটা কি জানেন?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
এটা অনেকে জানেন যে এই মৎস্য সমস্যা দূর করবার জন্য সরকার চিন্তা করছেন।

Starred questions to which answers were laid on the table

Calcutta Circular Railway Line

***296.** (Admitted question No. 1356.)

Shri Tarun Kumar Sen Gupta:
স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, সি এম পি ও কর্তৃপক্ষ, কলিকাতা শহরে দৈনিক যাতায়াতকারী যাত্রীসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতা সার্কুলার রেলওয়ে লাইন বলিয়া একটি পরিকল্পনা সরকারের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন; এবং

(খ) সত্য হইলে, উহাকে কবে নাগাদ কার্যকরী করা হইবে?

The Minister for Home (Transport):

(ক) না, বিষয়টি এখনও সি এম পি ওর পরীক্ষাধীন।

(খ) উঠে না।

Proposal for a bus-route from Dum Dum to Dalhousie Square

*297. (Admitted question No *1361.)

Shri Tarun Kumar Sen Gupta:

স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, চব্বিশপরগণা জেলার দমদম থানা হইতে নিয়মিতভাবে কলিকাতা শহরের ডালহৌসী স্কোয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য কোন বাস রুট নাই এবং

(খ) অবগত থাকিলে, ইহার প্রতিকারের জন্য সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Minister for Home (Transport):

(ক) হাঁ।

(খ) আপাততঃ নাই, কেন না এই অঞ্চলের উপর দিয়া ৩০বি রুটের স্টেট বাস ও যশোর রোড হইয়া বহু সংখ্যক প্রাইভেট বাস প্রত্যহ শ্যামবাজার পর্যন্ত যায়। এতদ্ব্যতীত অফিস যাত্রীদের সুবিধার্থে সকালে দমদম এয়ার পোর্ট হইতে ডালহৌসী স্কোয়ার পর্যন্ত দুইটি বাস এবং সন্ধ্যায় এসপ্ল্যানেড হইতে দুইটি ফিরতি বাসের ব্যবস্থা কলিকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন করিয়াছেন।

Starred question to which answer could not be given on the due date was laid on the table.

Rickshaw licence fees in municipal areas

*241. (Admitted question No *930.)

Shri Sudhir Chandra Das:

স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রস্তুত রিক্সা পরিবহণ নিয়ন্ত্রণের 'আদর্শ বাই-ল' পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ পৌর এলাকায় প্রয়োগ করিয়া বার্ষিক ৮ টাকা হারে রিক্সার লাইসেন্স ফী আদায় হইতেছে এবং ঐ সকল পৌর এলাকায় পূর্বে লাইসেন্স ফী কত ছিল, এবং

(খ) যে সকল পৌর এলাকায় এখনও উক্ত 'আদর্শ বাই-ল' চালু হয় নাই তাহা কতদিনের মধ্যে চালু করা হইবে?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) রিক্সা পরিবহণ নিয়ন্ত্রণের আদর্শ বাই-ল আজ পর্যন্ত ১৩টি পৌর এলাকায় প্রয়োগ করিয়া বার্ষিক ৮৲টাকা রিক্সা লাইসেন্স ফী ধার্য করা হইয়াছে, যথা :—

(১) ঘাটাল, (২) খরার, (৩) কাঁথি, (৪) বাদুরিয়া, (৫) আলিপুরদুয়ার, (৬) ওল্ড মালদহ, (৭) চন্দননগর, (৮) তুফান গঞ্জ, (৯) কাটোয়া, (১০) উত্তর দমদম, (১১) আসানসোল, (১২) খড়দহ, এবং (১৩) ইংলিশ বাজার।

ইহাদের মধ্যে ১ হইতে ১০ নম্বর পৌর এলাকাগুলিতে পূর্বে আইনসিদ্ধ কোন রিক্সা লাইসেন্স ফী চালু ছিল না। আসানসোল, খড়দহ ও ইংলিশ বাজার পৌর এলাকায় যথাক্রমে ২৲ টাকা, ৫৲ টাকা ও ৩৲ টাকা রিক্সা লাইসেন্স ফি ধার্য ছিল।

(খ) কোন সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়—কেন না পৌর সংস্থাগুলি প্রয়োজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব সরকারের কাছে না আসা পর্যন্ত আদর্শ বাই-ল প্রবর্তন করা যাইতেছে না।

UNSTARRED QUESTIONS

To which written answers were laid on the table.

Maintenance allowance for the sons of two detainees

571. (Admitted question No. 815.) **Dr. Narayan Chandra Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Special) Department be pleased to state—

(a) (i) when Shri Saroj Mukherji and his wife Shrimati Kanak Mukherji were arrested under D.I. Rules their son was left uncared, unprotected and unprovided for; and

(ii) when Shri Gopal Acharya and his wife Shrimati Pankaj Acharya were similarly arrested their only young son was left uncared and unprovided for; and

(b) if so, whether any allowances have been sanctioned for these two children?

The Minister for Home (Special): (a) (i) and (ii) The Government have no information.

(b) Monthly allowances for maintenance of the families of the two detainees consisting of the son of each detainee and an adult member in each family have been granted with effect from the dates of their detention.

Loans for the Refugees of Nasra Colony in Nadia district

572. (Admitted question No. 878.)

Shri Gour Chandra Kundu:

উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নদিয়া জেলার নাশড়া সরকারী কলোনীর উদ্বাস্তুদের জন্য পরিবার পিছু ১৭৫ টাকা সেকেণ্ড সেট অফ এস. টি লোন কোন্ সালে মঞ্জুর করা হইয়াছে; এবং

(খ) ইহা কি সত্য যে, পরিবার পিছু মাত্র ১৩৪ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং বাকি ৪১ টাকা এখন পর্যন্ত নাশড়া গভর্ণমেণ্ট কলোনী ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি আটক করিয়া রাখিয়াছেন?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation:

(ক) ১৯৫৯ সালে।

(খ) সরকারের পক্ষ হইতে একথা বলা যায় যে প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতাকে তাহাদের প্রাপ্য ১৭৫ টাকা ঋণ পুরাপুরিভাবে দেওয়া হইয়াছিল। স্থানীয় আধিকারিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, শেয়ার ও প্রবেশ মূল্যের অর্থ বন্দোবস্ত করিবার পর প্রতি ঋণ গ্রহীতা পরিবারের নামে সমবায়ের তহবিলে ৩৯ টাকা করিয়া জমা আছে। এখন ঐ টাকা কিরূপভাবে বাটিত হইবে সে বিষয়ে সমবায় সমিতি এবং ঋণ গ্রহীতারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

Vested land in the Malda district

573. (Admitted question No. 977.)

Shri Dharani Dhar Sarkar:

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) এস্টেটস অ্যাকুইজিশন অ্যাক্টের বিধিবলে মালদহ জেলার থানাভিত্তিক কি পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে,

(খ) উক্ত জমির মধ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কত;

(গ) এযাবৎ সরকারে ন্যস্ত জমির মধ্য হইতে থানাভিত্তিক (মালদহ জেলার) কি পরিমাণ জমি দখল লওয়া হইয়াছে;

(ঘ) এ যাবৎ থানাভিত্তিক (মালদহ জেলার) কি পরিমাণ জমি কৃষককে বিতরণ করা হইয়াছে,

(ঙ) কোন অকৃষককে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে কি, এবং

(চ) বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ কত?

The Minister for Land and Land Revenue

(ক) বিস্তৃত তালিকা টেবিলে ন্যস্ত করা হইল।

(খ) তালিকাভুক্ত সমস্ত কৃষিজমি সাধারণভাবে আবাদযোগ্য।

(গ) বিস্তৃত তালিকা টেবিলে ন্যস্ত করা হইল।

(ঘ) ১৩৬৯ সালে আবাদের জন্য বণ্টিত জমির বিস্তৃত তালিকা টেবিলে ন্যস্ত করা হইল। ১৩৭০ সালের বন্দোবস্ত ভূমি-বণ্টন উপদেষ্টা কমিটির বিবেচনাধীন আছে।

(ঙ) না।

(চ) প্রশ্ন উঠে না।

Statement referred to in reply to clauses (ka) (ga) and (gha) of unstarred question No. 573

(ক) মালদহ জেলার থানাভিত্তিক সরকারে ন্যস্ত উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ।

থানা	কৃষিজমি (একর)	অকৃষিজমি (একর)
কালিয়াচক	৬০,৬৫ ৮০	১৪,৫৮ ৮০
হরিশ্চন্দ্রপুর	১৮,৫১ ৫৬	১০,৫৮ ৩৭
খরবা	১৪,১৬ ৬৯	১১,৬১ ৭১
হবিবপুর	৬৯,১০ ৬৪	৩২,১২ ৩৮
বামনগোলা	৩৪,৬৫ ৩২	২৮,২৯ ৭৬
রতুয়া	২৯,২৮ ৮৯	৩১,১৭ ০০
মানিকচক	৩৪,০০ ৫৫	৫২,৬২ ২৩
মালদহ	২০,৯৫·৮০	১০,৯৮·০০
ইংরেজ বাজার	১৮,১৫ ৮০	২৮,৩৭·০০
গাজোল	৬২,৯০·৮০	৯৫,১০·০০

(গ) থানাভিত্তিক দখলীকৃত জমির পরিমাণ।

	(একর)	(একর)
ইংরাজ বাজার	১০,৪২ ৯৩	৫,৭৮ ২৮
গাজোল	৩১,২৮ ৮২	১৭,৩৪ ৮৫
মালদহ	২০,৮৫ ৪৪	১১,৫৬ ৫৮
রতুয়া	২৯,১২·৫৮	১৫,৭৭ ৫৬
মানিকচক	৩৪,২৩·৮৭	১৮,২৬·০৭
হবিবপুর	২৭,৩৮ ৭২	৩৭,২৫·০৮
বামনগোলা	২২,৭৬ ৩২	২৩১৭·০৬
হরিশ্চন্দ্রপুর	১১,৬২ ১২	৬৪·১৬৭
কালিয়াচক	৫৬,৬১·২৮	১১,৮৬·০০
খরবা	৮,১২·৫৮	১১,৯৯·৮৫

(খ) থানাভিত্তিক বন্দোবস্তী জমির পরিমাণ।

	(একর)
মালদহ -- -- -- --	১৩,৬৯ ১৭
ইংরেজ বাজার -- -- -- --	৫,৯২ ০৬
গাজোল -- -- -- --	১১,৪১ ৭৯
হরিশ্চন্দ্রপুর -- -- -- --	১১,০৪ ৫১
খরবা -- -- -- --	৭,১৪·৮০
কালিয়াচক -- -- -- --	৫,৩৩ ০০
রতুয়া -- -- -- --	৭ ০৮ ৩৬
মানিকচক -- -- -- --	১৫ ১৮ ৮০
হবিবপুর -- -- -- --	৩৮,১৯ ৪৯
বামনগোলা -- -- -- --	১২,৩৩·০২

Number of employees in Food Department

574. (Admitted question No. 983.)

Shri Tarapada De :

খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্তমানে খাদ্য বিভাগের অধীনে মোট কতজন কর্মচারী আছেন;

(খ) এই সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্থায়ী এবং কতজন অস্থায়ী; এবং

(গ) অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী করিবার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না?

The Minister for Food and Supplies :

(ক) ৭,৬৩৪ জন।

(খ) স্থায়ী ৩,০৪৭ জন এবং অস্থায়ী ৪,৫৮৭ জন।

(গ) অতিরিক্ত কিছু সংখ্যক অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী করিবার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Marketing Co-operative Societies in the district of Burdwan

575. (Admitted question No. 988.) **Shri Aswini Roy :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(a) names and particulars of the Marketing Co-operative Societies dealing with the purchase and sale of raw jute in the district of Burdwan functioning in June 1963, and (i) particulars of storage capacity and (ii) total purchase by the said societies in 1962;

(b) whether new societies with this purpose have been registered since March 1963 in the Burdwan district, and

(c) if so, the particulars of the societies so registered?

The Minister for Co-operation.

Names and particulars.	Storage capacity.	Total purchase during the co-operative year 1961-62 (July, 1961 to June, 1962).
	Mds	Kg
(a) (i) Hat Doluibazar Sashya Utpadan O Bikray Samabay Samity Ltd., village Doluibazar, post office Rasulpur, district Burdwan ..	12,000	4,851
(ii) Paharhati O Uttar Memari Co-operative Agricultural Marketing Society Ltd., village and post office Paharhati, district Burdwan	5,500	2,025

No figure for calendar year 1962 is available

(b) No

(c) Does not arise

Test Relief Schemes for Bhatar and Ausgram Block I, Burdwan

576. (Admitted question No. 991.)

Shri Ashini Roy:

ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬২-৬৩ সালে বর্ধমান জেলার ভাতাড় ও আউসগ্রাম ১ নং ব্লকে টেস্ট রিলিফের জন্য কতগুলি (স্কিম) কার্যসূচি অঞ্চল পঞ্চায়েত ব্লক উন্নয়ন অফিসারের নিকট পাঠাইয়াছিল

(খ) উক্ত স্কিমের কতগুলি এবং কোন কোন অঞ্চলে কার্যকরী হইয়াছিল ;

(গ) প্রতিটি অঞ্চলে নগদ ও গম বাবত কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল ;

(ঘ) যে সকল স্কিম কার্যকরী হয় নাই তাহার বিবরণ ও কারণ ;

(ঙ) ১৯৬৩-৬৪ সালে উক্ত ব্লক দুইটিতে অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি টেস্ট রিলিফের স্কিম পাঠাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ এবং

(চ) ১৯৬৩ সালের ২০এ জুলাই পর্যন্ত কতগুলি স্কিমকে কার্যকরী করা হইয়াছে ও তাহার বিবরণ ?

The Minister for Relief :

(ক) ১৯৬২-৬৩ সালে ভাতাড় ও আউসগ্রাম ১নং ব্লকের অঞ্চল পঞ্চায়েতেরা যথাক্রমে ১৬টি ও ১টি সহায়ক কার্যের স্কিম পাঠাইয়াছিলেন।

(খ) ভাতাড় ব্লকের অধীন উক্ত স্কিমগুলির মধ্যে ৪টি স্কিম ভাতাড়, বলগনা, বড়বেলুন এবং নিত্যানন্দপুর অঞ্চলগুলিতে এবং আউসগ্রাম ১ নং ব্লকের অধীন স্কিমটি বেরেন্ডা, দিগনগর এবং গুসকরা অঞ্চলগুলিতে কার্যকরী হইয়াছিল।

(গ) নগদ ও গম বাবত যে টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

ব্লকের নাম	অঞ্চলের নাম	ব্যয়ের পরিমাণ
		টাকা
ভাতাড়	ভাতাড়	১,৪৫৮
	বলগনা	২,৫৪৫
	বড়বেলুন	১,৩১১
	নিত্যানন্দপুর	৭৫৮
আউসগ্রাম ১নং	বেরেন্ডা, দিগনগর, গুসকরা	৫,২৪২

(ঘ) ভাতাড় ব্লকের নিম্নলিখিত ১২টি স্কিম অত্যধিক বৃষ্টি এবং মজুরেরা কৃষিকার্যের জন্য অন্যত্র নিয়োজিত হওয়ায় কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই:

১। বর্ধমান-কাটোয়া রাস্তা হইতে সুনুর রাস্তা মেরামত,
২। বাদসাহী রাস্তা হইতে রতনপুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত,
৩। গুসকরা বলগনা রাস্তা হইতে ঝারুল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত,
৪। বাসুধা হইতে মহাচন্দা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত,
৫। এরুয়ার শ্যামমোড়ল হইতে ময়রাপাড়া হইয়া যাত্রাদিঘি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত,
৬। চাঁদাই নীলডাঙ্গা-ঘুরুল রাস্তা মেরামত,
৭। মোহনপুর হইতে আমরোনা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত,
৮। নরজা হইতে বাদসাহী রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত,
৯। ডাঙ্গসারা হইতে গুসকরা বলগনা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত,
১০। ফুলনগর হইতে হাড়গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত,
১১। বড়বেলুন হইতে ঘেবুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত,
১২। বনবিভাগের দপ্তর হইতে ওড়গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।

(ঙ) এবং (চ) ১৯৬৩-৬৪ সালে অঞ্চল পঞ্চায়েতেরা ভাতাড় ব্লকে ২১টি এবং আউসগ্রাম ১ নং ব্লকে ৩টি সহায়ক কার্যের স্কিম পাঠাইয়াছিলেন। ১৯৬৩ সালের ২০এ জুলাই পর্যন্ত ভাতাড় ব্লকে ৯টি স্কিম কার্যকরী করা হইয়াছে। আউসগ্রাম ১ নং ব্লকে ৩টি স্কিম কার্যকরী করিবার জন্য লওয়া হইয়াছিল কিন্তু ঐগুলি বৃষ্টির জন্য সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। উপরোক্ত স্কিমগুলি সম্পর্কে একটি বিবরণী এতদসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Particulars referred to in reply to clause (uma) and (cha) of unstarred question No 376

বিবরণী

ব্লকের নাম	১৯৬৩-৬৪ সালে অঞ্চলপঞ্চায়েতগণ কর্তৃক প্রেরিত সহায়ককার্যের স্কিমের বিবরণ	১৯৬৩ সালের ২০শে জুলাই পর্যন্ত যেসমস্ত স্কিম কার্যকরী করা হইয়াছে তাহার বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
ভাতাড় ..	১। রতনপুর হইতে ভাতাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	১। রতনপুর হইতে ভাতাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
	২। বাসুধা হইতে মহাচন্দা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	২। বাসুধা হইতে মহাচন্দা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
	৩। গুসকরা বলগনা রাস্তা হইতে ঝারুল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	৩। বীজিপুর হইতে বাদসাহী সড়ক পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।

ব্লকের নাম	১৯৬৩-৬৪ সালে অঞ্চলপঞ্চায়েতগণ কর্তৃক প্রেরিত সহায়ককার্যের স্কিমের বিবরণ	১৯৬৩ সালের ২০এ জুলাই পর্যন্ত যেসমস্ত স্কিম কার্যকরী করা হইয়াছে তাহার বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
ভাতাড়	৪। ফুলনগর হইতে হাড়গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	৪। বি. এন. রোড নামক রাস্তা হইতে বিজয়পুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
	৫। বনবিভাগীয় দপ্তর হইতে ওড়গ্রাম হাটতলা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	৫। শিকোরতর হইতে কোশীগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
	৬। চাঁদাই-নীলডাঙ্গা-মুকন রাস্তা মেরামত।	৬। বর্ধমান কাটোয়া রাস্তা হইতে বাকুল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
	৭। বড়বেলুন হইতে মেকব পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	৭। গুসকরা বলগনা রাস্তা হইতে বাকুল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
	৮। একয়ার শ্যামমোহন হইতে ময়রাপাড়া হইয়া যাত্রা দীঘি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	৮। ফুলনগর হইতে হাড়গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
	৯। শিকোরতর হইতে কোশীগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	৯। হাড়গ্রাম হইতে বেলেস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
	১০। বর্ধমান-কাটোয়া রাস্তা হইতে বর্ধমান মঙ্গলকোট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	
	১১। বাঁজিপুর হইতে বাদশাহী রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	
	১২। বি. এন. রোড নামক রাস্তা হইতে বিজয়পুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	
	১৩। নাসিগ্রাম হইতে সানিন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	
	১৪। বর্ধমান-কাটোয়া রাস্তা হইতে বলগনা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	
	১৫। ভাঙ্গসারা হইতে গুসকরা বলগনা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	
	১৬। মোহনপুর হইতে আমবোনা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	
	১৭। বর্ধমান-কাটোয়া রাস্তা হইতে মনুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	
	১৮। বাদশাহী রাস্তা হইতে সাকনা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	
	১৯। হাড়গ্রাম হইতে বেলেস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	
	২০। গুসকরা বলগনা রাস্তা হইতে বাকশ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	

ব্লকের নাম	১৯৬৩-৬৪ সালে অঞ্চলপঞ্চায়েতগন কর্তৃক প্রেরিত সহায়ককার্য্যের স্কিমের বিবরণ	১৯৬৩ সালের ২০এ জুলাই পর্য্যন্ত যেসমস্ত স্কিম কার্য্যকরী করা হইয়াছে তাহার বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
আউসগ্রাম ১নং	১। গুসকরা বননবগ্রাম রাস্তা হইতে আউসগ্রাম কাল্দার পর্য্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	এই তিনটি স্কিমই কার্য্যকরী করার জন্য লওয়া হইয়াছিল কিন্তু এইগুলি বৃষ্টির জন্য সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে।
	২। দরিয়াপুর হইতে যাদবগঞ্জ পর্য্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	
	৩। দিয়াসা হইতে কেওটলা পর্য্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	

Deep irrigation tubewells in Burdwan district

577. (Admitted question No. 992) **Shri Aswini Roy:** Will the Minister of State for Agriculture be pleased to state—

(a) total number of deep irrigation tubewells sunk in the district of Burdwan during the five years ending 1962, and

(i) their location,

(ii) cost of installation,

(iii) total acreage of land irrigated by each tubewell, and

(iv) the number of tubewells not in order, if any, with their respective locations, and

(b) if there is any scheme for sinking new deep tubewells in Burdwan district?

The Minister of State for Agriculture: (a) Two exploratory tubewells but laying of the water transmission lines has not yet been completed

(i) One in mauza Shambazar, police-station Kanksa and another in mauza Bande Baju, police-station Kalna.

(ii) The cost has not yet been reported by the Exploratory Tubewell Organisation of the Government of India, who sunk the tubewells

(iii) The total area irrigated by the Kanksa tubewell during the Rabi season of 1962-63 was 50 acres and about 100 acres during the Khariff season of 1963. The tubewell at Kalna is irrigating 53 acres at present

(iv) None

(b) There is a proposal to sink about 100 more tubewells in the district of Burdwan.

Duty hours for employees of the Fire Service Department

578. (Admitted question No 998) **Shri Sanat Kumar Raha:**

স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ফায়ার সার্ভিস বিভাগে যে সকল কর্মচারী বর্তমানে নিযুক্ত আছেন তাহাদের সপ্তাহে কত ঘণ্টা কাজ করিতে হয়, এবং

(খ) সরকার হইতে উক্ত কর্মচারিগণের কোন ক্রীড়াদির (ইনডোর গেম্স) ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats:

(ক) ফায়ার সার্ভিস সংস্থায় নিযুক্ত কর্মচারীদের সাপ্তাহিক কার্যসময়ের বিবরণী পৃথকভাবে ইহার সহিত পেশ হইল।

(খ) না।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 578

ফায়ার সার্ভিস সংস্থায় নিযুক্ত কর্মচারীদের সাপ্তাহিক কার্যসময়ের বিবরণী

(১) ডাইরেক্টর ও ডেপুটি ডাইরেক্টরকে সপ্তাহে ১৬৮ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়, অর্থাৎ তাঁহারা দিনরাত্রির সব সময়েই ডিউটিতে থাকেন। কিন্তু ইহার দ্বারা এই বুঝায় না যে, তাঁহারা সর্বসময়েই প্রকৃতপক্ষে কর্মে নিযুক্ত থাকেন। চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটিতে থাকিলেও ঐ সময়ের মধ্যেই তাঁহারা স্নানাহার ও বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

(২) ডিভিসন্যাল ফায়ার অফিসার এবং যেসমস্ত স্টেশন অফিসার ফায়ার স্টেশন সংলগ্ন গৃহে (কোয়ার্টার্স) থাকেন, তাঁহাদিগেকে সপ্তাহে ১১২ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়, তাঁহারা ৩২ ঘণ্টা কার্যের পর ১৬ ঘণ্টা অবসর পাইয়া থাকেন। কিন্তু উপরি-উক্ত ৩২ ঘণ্টা কার্যকালের মধ্যেই তাঁহারা স্নানাহার ও বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

(৩) যে সমস্ত স্টেশন অফিসারদের ফায়ার স্টেশন সংলগ্ন আবাস নাই তাঁহাদিগের এবং সাব-অফিসার, ড্রাইভার, লীডার ও ফায়ারম্যানদিগের সাপ্তাহিক কার্যকাল ৮৪ ঘণ্টা।

বর্তমানে তাঁহাদিগকে দিনে ৯ ঘণ্টা ও রাত্রে ১৫ ঘণ্টা—দুই পর্যায়ে (টু সিফ্‌ট সিস্টেম) ডিউটি দিতে হয়। যে দল দিনের ডিউটি করেন তাঁহারা রবিবার বেলা ১১টা হইতে পরদিবস সোমবার বেলা ১১টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা ডিউটিতে থাকেন এবং সোমবার বেলা ১১টায় রাত্রির দল ডে ডিউটিতে আসেন। এইভাবে টু সিফ্‌ট প্রথায় কাজ হওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে দৈনিক গড়ে ১২ ঘণ্টা ডিউটি দিতে হয়।

(৪) মোবিলাইজিং অফিসার ও টেলিফোন অপারেটারদিগকে সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টা ডিউটি দিতে হয়।

(৫) "ফায়ার সার্ভিস"এর অবশিষ্ট কর্মচারিদিগকে (অফিস এবং ওয়ার্কসপ স্টাফ) অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মত সপ্তাহে ৩৮½ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়।

Improvement and expansion of the West Bengal Fire Services

579. (Admitted question No. 999.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা: স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৫০ সালের পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার অদ্যাবধি পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিসের কি কি উন্নতিবিধান করিয়াছেন,

(খ) বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে ফায়ার সার্ভিস সম্প্রসারিত করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

(গ) পরিকল্পনা থাকিলে, ঐ সম্প্রসারণের কাজ কবে হইতে শুরু হইবে?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats:

(ক) একটি বিবরণী স্থাপন করা হইল।

(খ) আছে।

(গ) সময় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দেওয়া কঠিন, কারণ কতকগুলি বিষয়ের উপর পরিকল্পনাটি নির্ভরশীল, যথা, প্রথমত পরিকল্পনাটি গ্রহণের জন্য রাজ্যসরকারের সিদ্ধান্তের

প্রয়োজন, তারপর কতদূর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের সঙ্কুলান হইবে তাহা দেখিতে হইবে এবং যদি প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব না হয়, তাহলে বিদেশ হইতে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রপাতি আনিবার জন্য কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইবে, তাহা ভারত সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 579

বিবরণী

ইং ১৯৫০ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিস স্থাপিত হয়, তখন ইহার ফায়ার স্টেশনের মোট সংখ্যা ছিল ২৯।

তৎপরে, ১৯৫৪ সালে কোচবিহার শহরে একটি দুই পাম্পবিশিষ্ট ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা হইয়াছে। এই স্টেশনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য অনুমিত খরচ প্রায় ১,২০,০০০ টাকা।

রানীগঞ্জ ও আসানসোলে দুইটি দুই পাম্পবিশিষ্ট স্টেশন ছিল। ১৯৬১ সাল হইতে এই স্টেশন দুইটিকে তিন পাম্পে উন্নিত করা হইয়াছে। ইহার জন্য ক্যাপিটাল কস্ট বাবত ৮৪,০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিস স্থাপিত হইবার পর ইহার পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করিবার জন্য রাজ্যসরকার এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফায়ার সার্ভিসের প্রায় সমস্ত পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করা হইয়াছে।

অগ্নি নির্বাপনের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নাগপুরে ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজের বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষা লইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিসের অপারেশনাল অফিসারস ও পারসন্যালদিগকে পর্যায়ক্রমে প্রতি বৎসর পাঠান হইতেছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য রাজ্য-সরকারকে বেশ কিছু করিতে হয়।

কলিকাতা শহরে কর্পোরেশনের মেনে অপরিশ্রুত জল সরবরাহ প্রায়ই অপর্যাপ্ত থাকার দরুণ অগ্নি নির্বাপনের কার্যে অসুবিধা ঘটিত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য রাজ্যসরকার ইং ১৯৫৪ সালে অনুমিত ৩৬,১১,২৫০ টাকা ব্যয়ে ৪৯টি লার্জ ক্যাপাসিটি টিউবওয়েল কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বসাইবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০টি টিউবওয়েল ইতিমধ্যে বসানো হইয়াছে, আরও ১০টি শীঘ্রই বসানো হইবে এবং অবশিষ্ট ৯টি টিউবওয়েল বসানোর কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরেই শুরু হইবে।

Test Relief Scheme on road in Midnapore police-station

580. (Admitted question No 1005) **Shri Syed Shamsul Bari :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state—

(a) whether there is any scheme for test relief work on the road from union No 4, police-station Midnapore, leading to the village of Nayagram in union No. 3, police-station Midnapore, and reconstruction of the culvert on the road, which is totally out of order for a pretty long time, and

(b) if so, when the work will be taken up ?

The Minister for Relief: (a) A proposal for repairing the road in question under relief work is under the consideration of the local officers There is no proposal for reconstruction of the culvert.

(b) Repair work of the road in question is expected to be taken up after the cultivation season is over.

Culvert on road in Midnapore police-station

581. (Admitted question No. 1006.) **Shri Syed Shamsul Bari :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works (Roads) Department be pleased to state—

(a) whether there is any scheme for the reconstruction of the culvert on the road from union No. 4, police-station Midnapore, leading to the village of Nayagram in union No 3, police-station Midnapore, which is totally out of order for a pretty long time; and

(b) if so, when the work will be taken up ?

The Minister for Public Works (Roads) (a) No

(b) Does not arise.

Midnapore Interim Water Supply Scheme

582. (Admitted question No 1007) **Shri Syed Shamsul Bari:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state when the work of construction of the Interim Water Supply Augmentation Scheme of the Midnapore Municipality taken up by the Public Health Engineering Department of the Government of West Bengal will be completed ?

The Minister for Health About 90 per cent. of the work has been completed The reman portion is expected to be completed by October, 1963.

Installation of tubewells in police-station Midnapore

583. (Admitted question No. 1010) **Shri Syed Shamsul Bari** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state—

(a) whether the work of installation of all the tubewells proposed to be installed in police-station Midnapore has been taken up,

(b) if not, how many are left out, and

(c) when it is expected to be completed ?

The Minister for Health : (a) No.

(b) Nine water supply sources are still to be taken up.

(c) Chief Engineer, Public Health Engineering's assessment is that it may be possible to complete the works in course of two or three months provided progress is not hampered due to encounter of hard rocks during boring.

Tour of a Deputy Minister

584. (Admitted question No 1015) **Shri Birendra Narayan Ray:**

শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত ১৯৬২ সালে এবং ১৯৬৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত উপমন্ত্রী শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়ের

(১) কি কি সরকারী কার্যোপলক্ষে,

(২) কয়বার,

(৩) কোথায় কোথায় যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল; এবং

(খ) উক্ত ব্যাপারে কোন্ কোন্ যাত্রায় (ট্রিপ-এ) কত টাকা সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় হইয়াছিল?

The Minister for Education :

(ক) (১) সংলগ্ন বিবরণী দ্রষ্টব্য।

(২) ৮০ বার।

(৩) সংলগ্ন বিবরণী 'ক' (৩) দ্রষ্টব্য।

(খ) ১৯৬২ সালের মার্চ হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২৮ দফায়—৩,৯৫৩ ০৭ টাকা। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি হইতে জুন পর্যন্ত মোট ২৫ দফায়—২,৬২২·১ টাকা। (বাকী ২৭ দফাব জন্য কোন ভ্রমণভাতা দাবী করেন নাই।)

Statement referred to in reply to clause (Ka) (1) of unstarred question No. 584

(ক) (১) ১৯৬২ সাল হইতে ১৯৬৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমৃত্যুঞ্জয়পদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত কার্যোপলক্ষে :

(১) প্রাথমিক স্কুল, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহা বিদ্যালয় পরিদর্শন।

(২) বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে এন সি সি ও এ সি সি পরিদর্শন।

(৩) ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড পরিদর্শন।

(৪) বিভিন্ন মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ।

(৫) বিভিন্ন শহর ও গ্রাম্য লাইব্রেরী ও ক্লাব পরিদর্শন ও ঐ সকল স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান।

(৬) বিভিন্ন স্থানে নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় যোগদান।

(৭) বিভিন্ন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে সভাগণের সহিত সাক্ষাৎকার ও বিবিধ বিষয়ের আলোচনা।

(৮) বিভিন্ন স্থানে ইউথ হোস্টেল পরিদর্শন ও স্থান নির্বাচন।

(৯) বিভিন্ন স্থানে কারিগরি শিক্ষার বিশেষ অধিবেশনে যোগদান।

(১০) বিভিন্ন স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন।

(১১) বিভিন্ন স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের নিমিত্ত আয়োজিত শিক্ষক ও সাব-ইন্সপেক্টর অব স্কুলস কর্তৃক আহূত সভায় যোগদান।

(১২) গ্রাম জল সরবরাহের কর্তৃপক্ষের সহিত বিভিন্ন গ্রামে জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য আলোচনা।

(১৩) কৃষিকার্যের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী ও জনগণের সহিত আলোচনা।

(১৪) ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীর সহিত আলোচনা।

(১৫) সমবায় সম্প্রসারণ সম্বন্ধে উক্ত বিভাগের বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মচারীর সহিত আলোচনা ও বিভিন্ন গ্রামে জনগণের সহিত উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা।

(১৬) ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীর সহিত ভূমিরাজস্ব আদায়, সরকারী খাস জমি বণ্টন, মধ্যস্বত্বাধিকারিগণকে দেয় ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে আলোচনা ও ক্ষতিপূরণ বণ্টনের স্থানে উপস্থিত থাকিয়া বণ্টন ব্যবস্থা পরিদর্শন ও জমি বন্টন কমিটির সহিত বণ্টন বিষয়ে আলোচনা।

(১৭) হেল্‌থ সেন্টার ও হাসপাতাল পরিদর্শন।

(১৮) অগ্নিবিধ্বস্ত ও পদ্মার ভাঙ্গনে আক্রান্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন এবং ঐসকল স্থানে সাহায্যের ব্যবস্থাকরণ।

(১৯) মিউনিসিপ্যাল ও অন্যান্য কর্মচারী সমিতির বিভিন্ন সভায় যোগদান।

(২০) বিভিন্ন শরীরচর্চা কেন্দ্রের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান ও পারিতোষিক বিতরণ।

(২১) বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল এলাকায় প্রাথমিক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আলোচনা।

(২২) বিভিন্ন স্থানে বি ডি ও অফিসের উদ্বোধন। জাতীয় সংহতির শপথ স্বাক্ষর ও সভা-সমিতিতে উপস্থিত হওয়া।

(২৩) বিভিন্ন স্থানে বুনিয়াদী স্কুলের স্থান নির্বাচন। ডিফেন্স ফাণ্ড সংগ্রহ ও সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকা।

(২৪) বিভিন্ন স্থানে রাস্তাঘাট উন্নতির জন্য পরিদর্শন। টেষ্ট রিলিফ-এর কার্য ও সরকারী কার্য পরিদর্শন।

(২৫) বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান এবং পারিতোষিক বিতরণ।

Statement referred to in reply to clause (Ka)(3) of unstarred question No. 584

(ক) (৩) নিম্নলিখিত স্থানসমূহে যাইবার জন্য :

রাণাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, দক্ষিণেশ্বর, আড়িয়াদহ, বেড়াচাপা, দেউলপাড়া, তারকেশ্বর, কানাইপুর, গোবরডাঙ্গা, দমদম, নৈহাটি, ভাটপাড়া, রাণীপুর, ব্রহ্মচারী গ্রাম, চেতলা, বেহালা, চাকুরিয়া, করিমপুর, শিকারপুর, বহরমপুর, জঙ্গীপুর, জলঙ্গী, ডোমকল, ইসলামপুর, কাতলামারী, বামনাবাদ, হেরামপুর, গোরাবাজার, সৈয়দাবাদ, লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা, নসীপুর, রাজারামপুর, সীতেশনগর, সেখালীপুর, ভাবকী, কলাবাগ, গোবিন্দপুর, রামপুরা, তেঘরি, সম্মতিনগর, সয়িদপুর, জোতকমল, ওসমানপুর, মহম্মদপুর, গোক্ষুরপুর, জয়রামপুর, রাধানগর, ধনপদনগর, মিঠিপুর, পানানগর, পুকুরকোন, রামদেবপুর, রামেশ্বর পুর, গিরিয়া, লালফকিরদিয়ার, ত্রিমহিনি, সেকন্দ্রা, বালুয়াচোরী, সহিদপুর, পিয়ারা পুর, চকনাদপুর, শিমূলতলা, জালালপুর, হুজরাপুর, পাইকরা, বাদুরা, বজরামালি, আকবর পুর, মুকুন্দপুর, রঘুনাথগঞ্জ, বালিঘাটা, আইলেরওপর, সুজাপুর, চড়কা, দফরপুর, রাজানগর,

সেবগ্রাম, মোড়গ্রাম, রাণীনগর, নুতনগঞ্জ, শ্রীকান্তবাটী, জড়ুর, বাগলা, সেকদীঘি, সাগর-দীঘি, ধনশতগঞ্জ, বোখারা, নাগ্রাম, গুড়াপাশলা, মিত্রপুর, পাইকর. মুরারই, মহুরাপুর, নলহাটী, রামপুরহাট, চাঁদপাড়া, সিউড়ি, সাঁইথিয়া, আহমদপুর, বর্ধমান, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, অণ্ডাল, উখাগ্রাম বরাকর, সোদপুর, বাঁকুড়া, গাদীবেড়ো, পুরুলিয়া, পাঁসকুড়া, ঘাটাল, প্রতাপপুর, সাদিখাড়াদিয়ার, ভাসাইপাইকর, বরাহনগর. ঠাকুরপুকুর, ওলাঘাট, কাজরাগ্রাম, সালকিয়া, ব্যাটরা, মনিকবসন, কণ্টাই, ধাকুর্দা, শ্যামনগর, নারকেলডাঙ্গা, কালিম্পঙ, কার্শিয়াঙ, দার্জিলিঙ, শিলিগুড়ি, চাগ্রাম, ভজুন, মানে ভজুন, লেবং, সিলিংটাম, বেলুড়, কারখানা চড়মুন্সীপাড়া, শিবনগর, রাজাপুর, বাণীনগর, গঙ্গাঠিকুরী. মির্জাপুর, সূতী, সামশেরগঞ্জ, নিমতিতা, ওরঙ্গাবাদ, কামালপুর, ধুসরীপাড়া, ধুলিয়ান, নয়নস্তুক।

Erosion by the Padma river in Murshidabad district

585. (Admitted question No. 1026) **Shri SANAT KUMAR RAHA:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation Department be pleased to state what steps, if any, the State Government has taken to check the erosion by the Padma river of Dhulian and Nimtita of Jangipur subdivision in the district of Murshidabad?

The Minister for Irrigation and Waterways: By the Minister-in-charge of Irriga-tion and Waterways Department

The question of undertaking investigation, survey and model experiments with a view to formulating a scheme for protection of Dhulian and its adjoining areas including Nimtita, from erosion by the river Ganga, is now under consideration of the Government.

Risk allowances for the Fire Service men

586. (Admitted question No. 1031) **Shri SANAT KUMAR RAHA:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government and Panchayats Department be pleased to state—

(a) whether there is any provision of risk allowances for the Fire Service men working under Fire Service Department;

(b) if so, what are these; and

(c) if not, whether the State Government has got any scheme for the same ?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats: (a) There is nothing kuown as ' risk allowances." But there is a schemd, known as the Personal Accident Insurance Scheme, covering the lives of Station Officers, Sub-Officers, Leaders, Drivers and Firemen of the West Bengal Fire Services against the risk of death or permanent disability in course of performance of fire fighting duties. The lives of Station Officers and Sub-Officers are insured for Rs. 1,000 each and those of Leaders Drivers and Firemen for Rs. 500 each. The risk Insurance Policy is taken out every year for a period of one year, the premium being paid by Government.

(b) The position has been explained above.

(e) Does not arise.

Cement allotted for Kandi subdivision, Murshidabad

587. (Admitted question No. 1042)

Shri Sambhu Gopal Das

খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমার জন্য ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে কি পরিমাণ সিমেণ্ট বরাদ্দ হইয়াছে,

(খ) বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় কান্দী মহকুমার জন্য সিমেণ্টের কোন বিশেষ কোটা বরাদ্দ হইয়াছে কি,

(গ) সিমেণ্ট ডিস্ট্রিবিউশন-এর ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কি কি বিষয় বিবেচনা করেন ; এবং

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, এক বা দুই বৎসর পূর্বে সিমেণ্টের আবেদন জানানো হইলেও এ এলাকায় অনেকে এখনও সিমেণ্ট পান নাই ?

The Minister for Food and Supplies

(ক) বৎসর ও বরাদ্দের পরিমাণ—

১৯৬১-৬২—১৮৪০ মেট্রিক টন

১৯৬২-৬৩—১৮৪০ মেট্রিক টন

(খ) না।

(গ) সাধারণত সিমেণ্টের দরখাস্তগুলি প্রাপ্তির তারিখের ক্রম অনুসারে বিবেচনা করা হয়। বিশেষক্ষেত্রে অবস্থার গুরুত্ব অনুসারে মহকুমাশাসক ও খাদ্য সরবরাহ বিভাগের মহকুমা নিয়ামক আবেদনকারীর দরখাস্তকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন।

(ঘ) কান্দী মহকুমার অন্তর্গতভরতপুর ও অপর তিনটি থানায় যথাক্রমে ১৯৬২ সনের মার্চ ও ১৯৬২ সনের আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত দরখাস্তগুলি নিষ্পত্তি করা হইয়াছে।

Death of one Gorachand Bairagi in Murshidabad district

588 (Admitted question No. 1043)

Shri Sambhu Gopal Das

স্বরাষ্ট্র আরক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার 'বড়োয়াঁ' থানার টিয়া গ্রামের শ্রীগোরাচাঁদ বৈরাগ্য সম্প্রতি ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ অবগত আছেন কি ?

(খ) অবগত থাকিলে এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান হইয়াছে কিনা এবং

(গ) অনুসন্ধান করা হইলে তাহার ফলাফল কি ?

The Minister for Home (Police)

(ক) না।

(খ) ও (গ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Sinking of tubewells under R. W. S. Programme in Murshidabad district

589. (Admitted question No. 1044)

Shri Sambhu Gopal Das

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি মুর্শিদাবাদ জেলার 'ভরতপুর' থানায় আর ডবলিউ এস'-এর অধীনে ১৯৬০-৬১ ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে কোন্ কোন্ বৎসর মোট কতগুলি নতুন নলকূপ বসানো হইয়াছে ?

The Minister of State for Health:

আর ডবলিউ এস প্রোগ্রাম	নতুন নলকূপের সংখ্যা	পুনস্থাপিত নলকূপের সংখ্যা
১৯৬০-৬১	৫	৫
১৯৬১-৬২	১৫	২০
১৯৬২-৬৩	২	×

Death from cholera and pox in Murshidabad district

590. (Admitted question No. 1045.)

Shri Sambhu Gopal Das

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত দুই মাসের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার কতজন লোক কলেরা এবং বসন্তরোগে মারা গিয়াছেন;

(খ) একথা কি সত্য যে, উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী এবং রোগপ্রতিষেধক ঔষধের অভাবে মহামারী ব্যাপকভাবে দেখা দিলেও জনসাধারণকে টিকা দেওয়া হয় নাই, এবং

(গ) সত্য হইলে, সরকার ভবিষ্যতের জন্য এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন?

The Minister of State for Health.

(ক) গত মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে জুন মাস পর্যন্ত ভরতপুর থানায় ৫ জন লোক কলেরায় এবং ১৮ জন লোক বসন্তরোগে মারা যায়।

(খ) ইহা সত্য নহে।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

Tap Water Supply Scheme at Nalhati Block I

591. (Admitted question No. 1046.)

Shri Siromony Prosad:

সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকার্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৬০ সালে নলহাটিতে বি ডি ও, নলহাটি-১, মহাশয়ের ৪ঠা অক্টোবর ১৯৬০ সালের ৩০০৯নং পত্রানুসারে টাপ ওয়াটার সাপ্লাই-এর একটা পরিকল্পনা ছিল;

(খ) সত্য হইলে উক্ত টাপ ওয়াটার সাপ্লাই-এর পরিকল্পনা অদ্যাবধি কার্যকরী না হওয়ার কারণ কি, এবং

(গ) কবে নাগাত উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে?

The Minister for Community Development and Extension Service:

(ক) এইরূপ কোন প্রস্তাব সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৃত্যক বিভাগে পাওয়া যায় নাই।

(খ) ও (গ) প্রশ্ন উঠে না।

Economy measures during the Emergency

592. (Admitted question No. 1062.) **Shri Girija Bhusan Mukherjee**
(a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be

pleased to state whether the Finance Department of the Government of West Bengal has issued a circular in February last asking all departmental heads to reduce staff up to the extent of 5 per cent. as money-saving device and send the names to Finance Department for alternative job?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) what is the real content of the circular;

(ii) what is the effect of the said circular;

(iii) whether any department in any district in this State has reduced the number of staff;

(iv) if so, what is the strength of the staff made surplus; and

(v) whether any arrangement has been made to absorb the surplus hands?

The Minister for Finance: (a) Yes It is one of the economy measures laid down by Government during the present emergency

(b) (i) The direction is contained in clause (5) of Finance Department memorandum No. 2788F.B , dated the 8th February, 1963, a copy of which placed on the Table.

(ii) In pursuance of the direction, the various departments and offices under Government are reporting to Finance Department the staff of various categories which are to be surrendered in terms of the direction.

(iii) Actual reduction of staff has not yet been effected in any department or office, but some of the offices have reported to the Finance Department the staff available for surrender.

(iv) The reports so far received indicate that the strength of the staff available for surrender under the various categories of posts such as clerks, typists, peons, etc , is 491

(v) Some of the surrendered staff will be absorbed in existing vacancies in the departments or offices concerned The rest are proposed to be utilised in the Civil Defence Organisation or absorbed in future vacancies or newly created posts

Statement referred to in reply to clause (b)(i) of the unstarred question No. 592

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Finance Department

Budget

MEMORANDUM

No. 2788-F B

Calcutta, the 8th February, 1963.

Subject: Economy measures during the present Emergency.

In the present situation it is necessary to observe economy in expenditure with a view to provide financial resources for National Defence

and Development Plans. The Governor is therefore pleased to lay down the following economy measures for immediate implementation by all departments of Government to secure the maximum economy in expenditure and the use of various commodities for which consumption is likely to increase on account of the defence effort of the country:

(1) No new schemes or new liability for expenditure outside the Plan should be undertaken.

(2) When the work on a scheme outside the Plan has not commenced it should not be taken up now without further concurrence of the Finance Department even though the scheme has been administratively approved or even though there is a financial provision.

(3) When work on schemes outside the Plan has actually begun, execution should be spread over a longer period, immediate work being restricted to such action as will effectively prevent waste of money already invested or will barely respect irrevocable commitments.

(4) When limitation of budget provision is a primary check on expenditure the provision should be reduced to the level of firm commitments.

(5) Offices, other than those concerned with large-scale Civil Defence measures, should surrender about 5 per cent. of their staff as a measure of economy, the staff so surrendered being reported to this Department immediately for utilisation in the Civil Defence Organisation or absorbed in future vacancies or newly-created posts.

(6) It should, however, be ensured that arrears of work do not accumulate on account of the slight reduction of staff The staff retained should be prepared to shoulder the consequential extra load. The question of extending office hours by half-an-hour may be considered later on, if arrear work is found to be accumulating.

(7) Non-essential journeys on tour should be completely eliminated No daily allowance should be drawn in respect of any tour performed in a Government car which is completed within six hours Air journeys should not be undertaken unless they are unavoidable and should not be allowed except in case of Hon'ble Minister or Secretaries and officers of equivalent rank. Existing orders on the subject should be deemed as modified accordingly.

(8) Transfers should be reduced to the minimum, transfers which are not necessary in the Defence interest or on medical grounds or necessitated by the completion of tenure periods in particular posts being discouraged.

(9) No new post should be created unless it is inescapable

(10) Leave vacancies even exceeding one month should not be filled up unless absolutely necessary.

(11) Additional pay should not be recommended for short officiating arrangement or for combination of posts as far as possible Proposals for special pay should similarly be subjected to the strictest scrutiny.

(12) Motor car allowance and other fixed conveynace allowance should be strictly scrutinised and their number reduced to the minimum consistently with the efficiency of public service.

(13) Proposals for purchase of motor vehicles should not be pursued except in very special cases and an examination should be immediately undertaken by each department with a view to find out if some of the vehicles owned by it can be spared for use by the Police or Civil Defence Organisations.

(14) Proposals for purchase of furniture, carpets, tapestry, etc., should

be strictly scrutinised and steps should be taken to minimise charges for maintenance of motor vehicles as far as possible.

(15) Utmost economy should be observed in the use of paper and printing (illustrative list in Annexure).

(16) Electricity should be used with strict economy. Particular care should be taken to switch off lights and fans when officers and staff leave the rooms. Officers and staff at all levels will be personally responsible for economic use of electricity.

(17) Minimum use should be made of transport services like rail, air and communications like telephones and telegrams

(18) Strictest economy should be observed in other items of contingent expenditure, use of stationery, use of space, etc.

(19) All non-essential parties, functions and State entertainments should be restricted and austerity should be observed both for private and official functions when they become absolutely necessary. All waste of food materials should be avoided.

(20) In invitations to official functions, cyclostyled forms should be used in preference to printed forms Invitations of officers to official functions should not issue as a matter of course. Only those required to attend should receive the invitation.

(21) Convening of meetings, conferences, seminars and group discussions should be avoided unless they are necesary in the interest of Defence effort

(22) Expenses on undertrial prisoners should be reduced by expediting disposal of criminal cases as far as possible

2 Proper observance of economy in all items of contingent expenditure is expected to secure a saving of at least 10 per cent of the total grant without much detriment to public service To ensure this saving, the next year's estimates under "Contingencies" under all heads of expeinditure have been framed by imposing a cut of 10 per cent on the amounts normally admissible All disbursing officers should be instructed to keep within the estimates so framed

K K RAY,
Secretary to the Government of West Bengal,
Finance Department.

ANNEXURE

Illustrative list of suggestions for economy in paper and printing vide item 15 of the measures

(i) Costly paper should be used very sparingly.

(ii) Obsolete forms or paper retrieved from old records should be systematically pressed into service. Old paper of which one side is blank should be used for drafting or making rough calculations

(iii) Both sides of paper should be used.

(iv) All typewritten work should be in single space.

(v) Projects for printing of new publications should be carefully and rigorously vetted before printing orders are placed.

(vi) Existing periodicals and journals should be reviewed and only those which serve essential purpose should be printed. The rest should be discontinued. Reduction of frequency of journals, which are considered useful and necessary, should also be considered.

(vii) The existing forms of returns should also be subjected to a careful review—some could be eliminated others could be amalgamated or reduced in size and lay-out.

(viii) Printing of calenders and engagement diaries on costly paper should be discouraged.

(ix) Economy slips should be used. old envelops should be retrieyed from all the incoming correspondence so that they could be used again with the economy labels.

(x) Size of annual report of departments could, wherever possible be restricted, to say, not more than 10 pages. Number of copies to be printed should be drastically cut down to the barest minimum.

Distribution of C. R. in Bishnupur

593. (Admitted question No. 1080)

Shri Radhika Dhibar :

ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি–

(ক) বিষ্ণুপুরের ১৩৭০ বাংলা সালের জি আর অনুমোদিত তালিকার সকলে এখনও জি আর পাইতেছে কি,

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর না হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ কি, এবং

(গ) তালিকাভুক্ত সকলেই যাহাতে জি আর পায় তাহার ব্যবস্থা কখন করা হইবে ?

The Minister for Relief :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ও (গ) প্রশ্ন উঠে না।

Accident at the Cossipore Level Crossing

Shri Monoranjan Hazra:

আজ সকালে কাশীপুর লেভেল ক্রসিং-এ একটা সিরিয়াস এক্সিডেণ্ট হয়েছে, কয়েকজন মারা গিয়েছে এবং অনেকে ইনজিওর্ড হয়েছে। মন্ত্রিমহাশয় যদি এই সম্পর্কে হাউসকে কিছু বলেন তাহলে ভাল হয়।

Mr. Speaker : They have been informed about the matter

Information sought regarding grant of Puja Bonus to Industrial Workers

Shri Panchu Copal Bhaduri:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রমমন্ত্রী যদি একটা বিষয়ে সরকারের পলিসি সম্পর্কে কিছু ঘোষণা করেন তবে ভাল হয়। পূজা আসছে। কারখানার শ্রমিক, বিশেষ করে সূতাকল শ্রমিকদের পূজা বোনাস পাওয়ার একটা রেওয়াজ আছে। এবারে এই সম্পর্কে মালিক পক্ষের টালবাহানার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আনরেষ্ট হতে পারে যদি না সরকারপক্ষ এখন একটা ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করে একটু পলিসি ঘোষণা করে দেন।

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Ware-houses Bill, 1963

[1-10—1-20 p. m.]

Shri Panchu Gopal Bhaduri :

মিঃ স্পীকার, স্যাব, এই ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়্যাব হাউস বিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক কারণ আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদেব ভারতবর্ষেব অনুন্নত অর্থনীতিতে সব থেকে দুর্বলতম যে অংশ সেটা হচ্ছে আমাদের এই "প্রায স্থানু কৃষি"। এই "স্থানু কৃষি" উন্নততব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কববাব জন্য আমরা জানি যে আমাদের সবকাব এবং শাসক পার্টিব যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা এবং মাথাব্যাথা আছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার একটা জিনিস অত্যন্ত আশ্চর্যেব ব্যাপাব যে, সর্বভারতীয স্তবে কৃষির উন্নতিব জন্য যে সরকারী পলিসি ঘোষণা কবা হচ্ছে আমাদেব এই পশ্চিমবাংলা তাব বিবোধী এবং যে পলিসিকে বলতে পারি স্বতন্ত্র পার্টিব পলিসি অনুসরণ কবা হচ্ছে। কৃষি সম্পর্কে যে মূল প্রশ্ন তাব একটা হচ্ছে কৃষিতে প্রচুর উৎপাদন এবং উৎপাদনেব ক্ষেত্রে প্রাচুর্য এবং আব একটা হচ্ছে কৃষি পণ্য এবং ফসল বিক্রি কবে কৃষক যেন ন্যাযমূল্য পায। বিপননেব ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা এ পর্যন্ত কবাব চেষ্টা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে সবকাবের কর্তৃত্বে এবং অধিকাবে ওয়্যাবহাউস কবা এবং তাব সংগে যে কথা ব্যক্ত হচ্ছিল, যেভাব ব্যক্ত হচ্ছিল সেটা হচ্ছে সমবায সমিতিব নেতৃত্বে, তাদেব কর্তৃত্বে এবং তাদেব দখলে সমস্ত ওয়্যার হাউস নিয়ে আসা। কিন্তু এই ওযেস্ট বেংগল ওয়্যাবহাউস বিলে আমবা দেখছি সম্পূণ একটি বিপবীত চাল চেলেছে এবং সেটা হচ্ছে আমাদেব দেশেব অর্থনৈতিক প্রগতি যেভাবে চলছে তাতে জনসাধাবণেব যন্ত্রণা এবং ব্যাথা যাতে সব থেকে কম হয় সেই পথে না গিযে তাব উল্টো পথে যাওযা হচ্ছে। স্যাব, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন কৃষি বিপনন আগে আমাদেব এখানে হযেছে যে স্টেট-এব আণ্ডাবে ওয়্যারহাউস করা হবে। কিন্তু এখন দেখছি স্টেট-এব আণ্ডাবে ওয়্যাবহাউস থাকবে না এবং তা থেকে অনেকেব মনে এই ধাবণা হযেছে যে, সমবায় গড়ে উঠবাব যে কথা হচ্ছে এবং সমবায়েব হাতে ওয়্যাবহাউস দেবার কথা যা হচ্ছে সেটা আব হযে উঠবে না। আজ সকলেই ভাবছে এই ওয়্যাবহাউস সম্পূর্ণভাবে মালিক, মহাজন এবং ব্যাপাবীদেব মুনাফা কববাব প্রচেষ্টাব অধীনে আনা হচ্ছে। স্যাব, বর্তমান জগতে আমেবিকা এবং ফ্রেঞ্চ-এব দিকে যদি তাকান যায় তাহলে দেখা যাবে সেখানে শুধুমাত্র ব্যাপাবী, মহাজন এবং তাদেব পেছনে যে বড়বড় ব্যাঙ্ক আছে তাদেব হাতে কৃষি পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণেব ব্যাপাবটা ছেড়ে দেওযা হযেছে। সেখানে কৃষি মূল্য ব্যাঙ্ক-এব হাতে গিযে পড়েছে এবং কৃষি ফার্মগুলো মর্টগেজড হযে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ছোট এবং মাঝাবী কৃষকদেব হাত থেকে চলে যাচ্ছে। আমাব বক্তব্য হচ্ছে বৃহৎ উন্নত পুঁজিবাদী দেশে এই যে ছোট ছোট মাঝাবি কৃষক এবং কৃষি বড় ব্যাঙ্ক-এর অত্যাচারের এবং দাপটেব মধ্য দিযে চলেছে এবং মহাজনদেব দ্বাবা নিযন্ত্রিত হচ্ছে এ থেকে আমাদেব শিক্ষা লাভ করা উচিত। আমাদেব দেশ উন্নত পুঁজিবাদী দেশ নয, অনুন্নত দেশ। কাজেই আমাদেব এখানে আমবা যদি কৃষিব ডেভলপমেণ্ট পুঁজিবাদী পন্থায় করি বা স্বতন্ত্র পার্টির পন্থায় কবি তাহলে সেটা ভুল করা হবে। নাগপুবে এ আই সি সি অধিবেশনে কৃষি সমবায় সমপর্কে বিতর্ক হয়েছিল এবং তাব ফলে আচার্য বঙ্গ কংগ্রেস পবিত্যাগ কবে স্বতন্ত্র পার্টিতে যোগ দিযাছেন। এই স্বতন্ত্র পার্টি সমবায়েব বিবোধী এবং ব্যক্তিগত মালিকানা ও মহাজনদের বড় কববাব পক্ষপাতী। কাজেই তাদেব হাতে যদি আমরা ছেড়ে দেই তাহলে কৃষিব উন্নতি সম্পর্কে যে সমস্ত লম্বা চওড়া কথা বলা হয়েছে সেটা বাজে হয়ে পড়বে। আমবা বহু আগে পড়েছিলাম থ্রি ভালচার্স সিট অন আওয়াব ফিল্ড—অর্থাৎ এটি শকুনি আমাদেব ক্ষেতখামাবেব উপব বসে আছে। এব মধ্যে ব্যক্তিগত জমিদাররা চলে গেলেও বা সেই শকুনি চলে গেলেও গভর্ণব জমিদাবেব মত ট্যাক্স আদায় কবছে।

এবং তাছাড়া যাবা মহাজন, ব্যাপাবী যাবা মূল্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো, যাবা কৃষকের সর্বনাশ কবতো তাদেব হাতে ওয়ার হাউস ছেড়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ বিপনন ব্যবস্থাব মূল দাযিত্ব—ঐ গোডাউনে গিয়ে তাদেব সমস্ত ফসল তুলবে এবং ফসল অত্যন্ত সহজে তাদের স্টোরেজেব যে কাগজপত্র আছে সেটা চেঞ্জ করতে পাববে এক হাত থেকে আর এক হাতে চলে যেতে পারবে। সেজন্য অত্যন্ত সহজ উপায়ে ধনতান্ত্রিক জগতে যে বাজারেব প্রসারের—যেটা সহর থেকে গ্রামাঞ্চলে প্রসার হয়ে থাকে—এই ওয়াব হাউস করে সেটা কবা হবে। এই যে বাজারের প্রসার, ব্যাপারীর প্রসার এবং এই ওয়াব হাউস এটা শুধু গোডাউন নয় এটা শুধু ওয়াব হাউসও নয় এটা সংগে সংগে বাজারের কাজ করছে। কারণ

স্টোর করার জন্য যে কাগজ–যে দলিল হবে সেটা হাত ফিরি হতে পারে। কাজেই অত্যন্ত সহজে যেহেতু পেছনে থাকবে বড় ব্যাঙ্ক এবং সামনে থাকবে মহাজন ব্যাপারী তাদের হাতে এই সমস্ত অয়ার হাউস এবং তাতে কৃষকই বলি হয়ে পড়বে এবং তাদের জিনিসের দামের কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। কৃষকের জন্য যে সমস্ত ইনসেণ্টিভ আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি এং তা তৈরী করবো বলে সরকার পক্ষ থেকে লম্বা-চওড়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় কৃষকের পণ্যের মূল্যের নিশ্চয়তা ঠিক করে দেওয়া হবে সেটা এতে থাকবে না। কৃষকের পণ্য সম্পূণভাবে ব্যাপারী বা মহাজনের হাতে চলে যাবে। কাজেই আমি মনে করি যে সর্বভারতীয় কংগ্রেসে ঘোষিত নীতির মধ্যে যেটুকু প্রগতির গন্ধ ছিল যে চিহ্ন ছিল, তা এই ওয়্যারহাউস বিলের মধ্যে নেই এবং এতে কংগ্রেসের নীতি নেই, এতে স্বতন্ত্র পার্টির ঘোষিত পলিসি আছে এবং সেটাই ফুটে বেরুচ্ছে। কাজেই এই বিল প্রত্যাহার করা দরকার। এই বিল সম্পর্কে সম্পূণভাবে নূতন করে ভাবা দরকার। এটা হচ্ছে একটা রেট্রোগ্রেট স্টেপ অর্থাৎ পেছনের দিকের পদক্ষেপ–এটা অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ নয়। আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থা তার বিপণনের ব্যবস্থা বহুগুণ বাড়াতে হবে এবং তার সংগে সংগে যে কৃষকের শস্য প্রাচুর্য সৃষ্টি করার যে ইনসেনটিভ থাকে না যদি শস্যের ন্যায্য মূল্য না পায় এবং তাতে কৃষক বলি হয়ে পড়বে ব্যাপারী এবং মহাজনদের হাতে যদি এই সমস্ত অয়ার হাউস ব্যাপারী এবং মহাজনদের হাতে গিয়ে পড়ে। সেইজন্য এই অয়ার হাউস হয় রাষ্ট্রের হাতে না হয় সমবায়ের হাতে আনতে হবে। যে সমবায় কৃষকরা পরিচালনা করবে। কাজেই এই ভাবে স্টেটের হাতে অয়ার হাউস না রাখা এবং স্টেটের হাত থেকে সমবায়ের হাতে নিয়ে যাওয়া সেই পথে না গিয়ে উল্টোপথে যেটুকু আছে সেটুকু বন্ধ করে মহাজন ও ব্যাপারীর হাতে সম্পূর্ণভাবে দিয়ে দেওয়া এটা অত্যন্ত অন্যায় এবং এটা কৃষির ভবিষ্যতকে ব্যাহত করবে। সেই দিক থেকে বিবেচনা করে যদি শুধু সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে এটা একটা প্রতারণা। আজ যদি সমাজতন্ত্রের আদর্শের কথা না বলি যদি অনুন্নত ভারতবর্ষকে দ্রুত উন্নত করার জন্য কৃষির উন্নতির কথা বলি তাহলে কৃষকের জন্য ইনসেনটিভ সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই ইনসেনটিভ হচ্ছে ন্যায্য মূল্য এবং সেই ন্যায্য মূল্যের গ্যারাণ্টি হচ্ছে এক দিকে কৃষি সমবায় আর এক দিকে সমবায়ের হাত দিয়ে বিপণন–অয়ার হাউস থাকা। সেই দিক দিয়ে এই বিল সম্পূর্ণ নিখিল ভারত কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির বিরোধী–সমাজতন্ত্রের আদর্শের বিরোধী, দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়ার হাত আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং স্বতন্ত্র পার্টির পলিসির প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। এবং দেখতে পাচ্ছি যে এই বিলটি সর্বদা পরিবর্তনযোগ্য বলে মনে করি। সে দিক থেকে এই বিলকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে সমবায় এবং বিপণন ইত্যাদির ভিত্তিতে এবং সম্পূর্ণ স্টেট কন্ট্রোলের মাধ্যমে এই বিল নূতন করে প্রণয়ন করা হোক এই দাবি করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(1-20—1-30 p.m.)

Shri Amarendra Nath Roy Prodhan:

মি: স্পীকার, স্যার, ওয়েস্ট বেঙ্গল অয়ার হাউস বিল যেটা আমাদের সামনে এসেছে সেই বিলটা দেখে অন্তত: অয়ার হাউস কথাটা পড়ে আমার খুব ভাল বিল বলে মনে হয়েছিল এবং আশা করে ছিলাম যে এতে কৃষকদের খুব উন্নতি হবে। কিন্তু আসলে বিলটা যখন পুংখানুপুংখরূপে বিচার করি তখন দেখতে পাই কৃষকদের কিভাবে শোষণ করা যায়, কৃষকদের দু:খ কষ্টকে কিভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তারই প্রস্তুতি রয়েছে এই বিলের মধ্যে। কালকে স্মরজিৎ বাবু এই বিল আনবার সময় বলেছেন যে এটা একটা প্রগতিশীল বিল, বৈপ্লবিক চিন্তা ধারার ভেতর দিয়ে এই বিল আনা হয়েছে। প্রগতির অর্থ যদি এই হয় যে ব্যাক্তিগত মুনাফা আরো বাড়িয়ে দাও তাহলে নিশ্চয়ই এটা প্রগতিশীল বিল। তিনি দরদী মন নিয়ে কৃষকদের দুরবস্থার কথা বলেন। কৃষকদের দুরবস্থা সেটা শুধু মুখের কথা নয়, প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তাদের ঘরে থালা বাটি বিক্রি হয়ে গেছে, তারা ঋণ শোধ করতে পারছে না। এই যেখানে অবস্থা সেখানে প্রয়োজন রয়েছে কৃষকরা যাতে তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় তার ব্যবস্থা করা। সেজন্য আমি মনে করি কৃষকদের যদি সত্যই উন্নতি করতে হয় তাহলে এই যে মার্কেটিং সোসাইটি আছে তাদের মাধ্যমে অয়ার হাউস সৃষ্টি করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যেভাবে বিল রচনা করা হয়েছে তাতে কৃষকদের মঙ্গল হতে পারে না। মার্কেটিং সোসাইটি, স্টেট অয়ার হাউসগুলির অবস্থা কি, সেগুলির মধ্যে কত ঘুন ভর্তি রয়েছে সেটা চিন্তা করা উচিত৺ শুধু বলছেন অযার হাউস যদি বাড়ান যায় তাহলে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাবে। আমি এ বিষয়ে কৃষি যে স্মারক পুস্তিকা আছে সেখান থেকে কিছুটা অংশ

আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। '২৪ পরগণা জেলায় ১৫ই আগষ্ট একটা স্মারক পুস্তিকা বেরিয়েছিল, তাতে বলা হচ্ছে—১৬ বৎসর স্বাধীনোত্তর ২৪ পরগণায় হয়েছে তো অনেক। তবু ২৪ পরগণা জেলার দিকে তাকালে আর দেশের সাধারণ অগ্রগতির বিচার করলে সারা মন ভয়গ্রস্ত হয়। কি করে বাঁচবে এই জেলা, কি খেয়ে বাঁচবে, এর রুজী রোজগারের ব্যবস্থা কোথায়? স্বাধীনতার ১৬ বৎসর পরে সম্পূর্ণ কৃষির উপর নির্ভরশীল জেলা বলে নিজেকে বাঁচাবার সাইনবোর্ড গলায় ঝুলিয়ে মৃত্যুর রাস্তায় জেলা যাত্রা করছে বলেই প্রমাণিত হয়। নিচের তলায় দু'একটি ছোটখাট দোকানদারী ছাড়া পাকা রাস্তা দিয়ে ব্যবসার অভিযানে জেলার অধিবাসীরা চক্রপিষ্ট। ব্যবসায়ের দালালি মিলেছে ২৪ পরগণা জেলার অধিবাসীদের। স্মরজিৎ বাবু নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে এই কো-অপারেটিভ সিষ্টেমে স্টেট ওয়্যার হাউস যা কিছু হয়েছে প্রায় সবই হয়েছে নদীয়া এবং ২৪ পরগণা জেলায়। আপনারা যেখানে কৃষকদের বাঁচাবার জন্য এত চেষ্টা করছেন সেখানে দেখবেন ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা কৃষকদের শোষণ করছে। এটা শুধু আমাদের কথা নয়, আপনাদের নিজেদের লোক হংসধ্বজবাবু পরিচালিত যে স্মারক পুস্তিকা সেই পুস্তিকাতে বলা হয়েছে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে কি প্রয়োজন ছিল স্টেট ওয়্যারহাউসিং বিলটাকে নাকচ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়্যারহাউস বিল আনার? আমার মনে হয় স্টেট ওয়্যারহাউসের যে পরিকল্পনা ছিল সেটাকে আরো ভাল করে করার জন্য চেষ্টা করা উচিত ছিল। আপনারা একটা যুক্তি বলেছেন সেটা হচ্ছে—দি স্টেট ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশন ক্যান নট বাই দেয়ার ওন এফোর্টস কভার দি এনটায়ার স্টেট উইথ ওয়্যারহাউস উইথইন এ রিজনএবেল পিরিয়ড এই রিজনেবলের অর্থ কি বোঝাতে চাইছেন? ১২ বছর, না, ১২ মাস, না, ১০ বছর, ১০০ বছর? যদি সত্যিকারের বুঝতে পারতাম যে ১২ মাসের মধ্যে আপনারা সমস্তপশ্চিমবংগে ওয়্যারহাউস সৃষ্টি করবেন তাহলে এই বিল আনার কিছুটা সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারতাম। যেখানে রিজনেবল কথা বলবার চেষ্টা করেছেন সেখানে আমরা কি করে বুঝব যে আগামী ১০ বছর কি ৫ বছরের মধ্যে আপনারা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে ওয়্যার হাউস সৃষ্টি করবেন? কিন্তু সেরকম উদ্দেশ্য এই বিলের মধ্যে নেই। শুধু মাত্র ব্যক্তিগত মুনাফা সৃষ্টির জন্য, শুধুমাত্র একটা নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণী তৈরি করার জন্য আপনারা এই বিল এনেছেন। আমরা দেখছি যে কলকাতার উপর যাদের বাড়ী আছে তারা যেমন একটা ব্যবসায়ী শ্রেণী, সেই রকম গ্রামের মধ্যে ওয়্যারহাউস নিয়ে এসে ওয়্যারহাউস মালিক সৃষ্টি করার একটা চেষ্টা চলেছে এই বিলের মধ্য দিয়ে। কাজেই আমরা দাবী করছি যে এই বিলকে সার্কুলেসান পাঠান হোক। এর ভেতরে আরো কতকগুলি দিক আছে যেগুলি বিচার করা দরকার। ওয়্যারহাউস অথরিটি কাদের নিয়ে গঠিত হবে সেটা কানাকে কমল গুহ মহাশয় বলেছেন, সেকথা এখানে বলা হয় নি। এই বিল ওয়্যারহাউসম্যান তাদের নিয়ে তৈরি করতে চাইছেন যারা কংগ্রেসের চাঁই, দালাল, যারা কৃষকদের শোষণ করবে, সেজন্য এ্যাপিলেট কমিটি কাদের নিয়ে তৈরি হবে সেকথা বলা হয় নি। এবং কত দিনের মধ্যে হবে তাও বলা হয় নি। কাজেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমরা বলতে চাই যে বিলটাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হোক এবং এর পিছনে জনগণের সমর্থন আছে কিনা সেটা বিচার করা হোক।

Shri Puranjoy Pramanik :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, এই ওয়েস্ট বেংগল ওয়্যারহাউসেস বিলটা বর্তমান অধিবেশনে উত্থাপিত হওয়ার জন্য আমি উৎসাহিত বোধ করছি। কেন না বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় বিলের প্রয়োজনীয়তা যে আছে সেটা সকলেই উপলব্ধি করবেন। এই বিল কার্যকরী হলে এবং সুদূর পল্লী অঞ্চলে ওয়্যারহাউসগুলি স্থাপিত হলে পল্লীবাংলার গ্রামীন অর্থনৈতিক রূপই পালটে যাবে। এই বিলের স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস্ এ্যাণ্ড রিজনসে যা বলা হয়েছে তাতে সাধারণ চাষীরা উৎসাহিত বোধ করবে এবং সাধারণ কৃষকরা তাদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্যমূল্য পাবে। তারা অসময়ে এবং পড়তি বাজারের সময় ওয়্যারহাউসে মাল রেখে ন্যায্যমূল্যে বিক্রী করবার সুযোগ পাবে।

১৯৫৮ সালে ওয়েস্ট বেংগল স্টেট ওয়্যার হাউসিং কর্পোরেশন স্থাপিত হলেও সরকারী ও সমবায় সমিতিগুলির উদ্যোগে এমন সংখ্যক ওয়্যারহাউস স্থাপিত হয়নি যাতে করে রাজ্যের সমস্ত উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য ওয়্যার হাউসে রাখার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। সেজন্য এই ওয়্যার হাউস বিলটা আনয়ন করা হচ্ছে। এই বিল কার্যে পরিণত হলে প্রত্যেকটা কৃষক তার উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে এবং এতে গ্রামীন অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন হবে এবং প্রত্যেকটা কৃষক তার সুযোগ সুবিধা পাবে।

আমি এই বিলে ওয়্যারহাউসের নির্মাণ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলবো। যেটা বিরোধিপক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে এই ওয়্যারহাউস কোন ডিজাইনে বা কোনরকম সায়েন্টিফিক প্রথায় নির্মিত হবে কিনা।

এই বিলের স্টেটমেণ্ট অব অবজেক্টস য়্যাণ্ড রিজন্‌সে যা বলা আছে তাতে প্রকৃতপক্ষে দেখা যাবে যে বৈদেশিক প্রথায় এবং সায়েণ্টিফিক প্রিনসিপ্‌ল-এর উপর ভিত্তি করে এই অয়ার হাউসগুলি স্থাপিত হবে। এই বিলের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে চাষীদের যে উপকার হবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ এবং তাদের আর্থিক কাঠামো দৃঢ় হবে এবং গ্রামীন অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপ পাল্টে যাবে।

[1-30—1-40 p.m.]

Shri Nikhil Das:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের সামনে যে অয়ার হাউস বিলটি এসেছে সেই বিলটি আনার উদ্দেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের মন্ত্রিমহাশয় যা বলেছেন তা হচ্ছে এখন যেভাবে আমাদের ওয়েস্ট বেংগল স্টেট অয়ারহাউসিং কর্পোরেশন আইন দিয়ে তৈরী হয়েছে তাতে চাষীরা যদি জিনিসপত্র জমা রাখে তাহলে তারা যে রিসিটটা পাবে, ওটা ট্রান্সফারেবেল নয়, ওটা নেগোসিয়েবল নয় কেন না তাদের ধার দেনা পেতে অসুবিধা হয়। তার মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে তিনি যেটা রেখেছেন সেটা হচ্ছে এই যাতে চাষীরা যে শস্য তারা রাখছে সেই শস্যের পরিবর্তে যাতে তারা ধার দেনা পেতে পারে ঐ শস্যের যে রসিদ সেটি যাতে তারা বিক্রি করতে পারে সেটি মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে তিনি আমাদের সামনে রেখেছেন। দুই নং রেখেছেন তিনি আমাদের স্টেট অয়ারহাউসিং যে কর্পোরেশন তার যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপি তাদের অয়ারহাউস করার ক্ষমতা নেই সুতরাং যেহেতু তাদের সেই ক্ষমতা নেই, যেহেতু ব্যক্তিগত লোকদের কাছে প্রচুর টাকা আছে তাদের যদি সুবিধা দিয়ে দেওয়া হয়, তাদের যদি সুযোগ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তারা সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপি অয়ারহাউস গড়ে তুলতে পারে। এই দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমাদের সামনে তিনি বিলটি এনেছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আমরা, শস্যাগার করার যে পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার সময়ে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় যে দুটি মুখ্য উদ্দেশ আমরা শুনেছিলাম এখানে স্টেটমেণ্ট এবং অবজেক্টএ সে দুটি সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয় নি। একটি কথা হচ্ছে জিনিসপত্রের যে দাম সে দামকে একটা স্থিতাবস্থায় রাখতে হবে যাতে প্রচুর মুনাফা কেউ না করতে পারে, মুনাফাবাদী যাতে প্রতিরোধ করা যায়, প্রাইস লাইনকে যাতে ঠিক জায়গায় রাখা যায় তারজন্য এই অয়ারহাউস বা গোডাউনগুলি করা দরকার। স্টোরেজ করা দরকার। এই হচ্ছে এক নম্বর। ২নং বলেছিল পরিকল্পনা কমিশন আমাদের যদি ইনটেনসিভ এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশান করতে হয় তাহলে চাষী যারা, যারা জিনিসপত্র প্রোডিউস করবে, যারা চাষ করবে তারা সে জিনিস তৈরী করবে। যে জিনিস চাষ করে উৎপাদন করবে সেই জিনিসের উপযুক্ত মূল্য যদি তারা না পায় তাহলে তারা উৎসাহবোধ করবে না এবং উৎসাহবোধ যদি তারা না করে তাহলে আমাদের যে কৃষি উৎপাদন সে কৃষি উৎপাদন নিচের দিকে নেবে যাবে। এই দুইটি হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য যা নিয়ে এই সমস্ত অয়ারহাউস কর্পোরেশন অ্যাক্ট যে অ্যাক্ট তৈরী হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশন বারবার এই কথাগুলি বলেছেন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে যখন আমাদের সারা ভারতবর্ষে কি পরিমাণ কৃষিজাত জিনিসের উৎপন্ন হয়েছে তার হিসাব নিকাশ যখন করা হয়েছে এবং সেখানে টারগেটএ যখন পেঁছাতে পারেন নি কেন্দ্রীয় সরকার তখন কেন তারা টারগেটএ পেঁছাতে পারেন নি তার কারণ হিসাব দেখতে গিয়ে তারা বলছেন যে চাষীদের তারা উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি, চাষীদের তাঁরা ফেয়ার প্রাইস দিতে পারেন নি। সুতরাং তারা যে এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন যেভাবে হওয়া দরকার এটাকে অন্যতম কারণ হিসাবে তারা দেখিয়েছেন সেই অন্যতম কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন যেই কারণ সম্পর্কে আমাদের এ বিলের যে ধারা বা এই বিলের যে উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে কিছু বলা নেই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আমাদের পরিকল্পনা কমিশন থেকে সে কথা বলা হয়েছে বা আমাদের কাছে যে কথা রাখা হয়েছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে সারা ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্টের যে স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ছিল কতটা পরিমাণ জিনিষপত্র তারা গুদামজাত করে রাখতে পারে সেটার ক্যাপাসিটি ছিল ২।।০ মিলিয়ন টন। ২৫ লক্ষ টন জিনিস তারা স্টোরেজ করে রাখতে পারতেন। তার মধ্যে ১।৩ অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের যে নিজের গোডাউন সেই গোডাউনে রাখতে পারতেন অর্থাৎ ৮ লক্ষ টন কেন্দ্রীয় সরকার নিজের গোডাউনে রাখতে পারতেন। এবং যে টারগেটএ তাঁরা তৃতীয় পরিকল্পনায় পেঁছতে চান সেই টারগেট হচ্ছে ৫০ লক্ষ টন। অর্থাৎ যা আমাদের আছে তার ডবল তারা করতে চান এবং তার মধ্যে ৩৫ লক্ষ টন জিনিসপত্র রাখার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা সরকার নিজের কতৃত্বাধীনে করতে চান। অর্থাৎ সরকারের নিজের কতৃত্বাধীনে জিনিসপত্রের শস্যাগার করবার যে জায়গা, আমরা তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ

দেখলে দেখবো যে সেই দিকে সরকারের গতি। এবং সেই গতি বলতে গিয়ে তারা বলেছেন যে কিসের উপর তাঁরা জোর দেবেন সে স্টোরেজ ক্যাপাসিটি উইথ দি গভর্ণমেণ্ট তাঁরা ইনক্রিজ করবেন। তাঁরা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি উইথ দি অযার হাউসিং কর্পোরেশন ইনক্রিজ করবেন, এবং তারা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি উইথ ভ্যারিয়াস কো-অপারেটিভ অরগানিজেসন ইনক্রিজ করবেন। এই হচ্ছে পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য। এখানে কোথাও কিন্তু একথা নেই যে ইনডিভিজুয়াল যারা, ব্যক্তিগত মালিক যারা তাদের দিয়ে শস্যাগার স্থাপন করিয়ে শস্যাগার স্থাপনের যে মূল উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা হবে সেকথা নেই। এর পরের জায়গায় যদি আমরা আসি তাহলে দেখবো যে আমাদের সেণ্ট্রাল এবং স্টেট অয়ার হাউসিং কর্পোরেশন যেগুলি হয়েছে সেই কর্পোরেশনের যে স্টোরেজ ক্যাপাসিটি তা হচ্ছে ৩.১২ লক্ষ টন। এবং এটাকে আমাদের পরিকল্পনা কমিশন বলছেন যে এই ৩.১২ লক্ষ টনকে তারা ১৬ লক্ষ টনের জায়গায় নিতে চান। এবং এই ব্যাপারে তারা ৮ কোটি টাকা খরচ করবেন। এই ব্যাপারে ৮ কোটি টাকা অয়ার হাউস কর্পোরেসনের খরচ হবে যাতে স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বাড়ে। এবং তাঁরা আরো বলেছেন গভর্ণমেণ্টের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি যাতে বাড়ে তার জন্য তাঁরা ২৫ কোটি টাকা খরচা করবেন। এবং তারা আরও বলেছেন স্টোরেজ ক্যাপসিটি যা তাতে ২৫ কোটি টাকা খরচ। এগুলি যখন পরিকল্পনা কমিশনের কথা বলছেন নিশ্চয়ই স্মরজিৎবাবু জানেন। আজ সে দিকে দৃষ্টি রেখে যে কথা আপনার সামনের তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে এই—অয়ারহাউস কর্পোরেশন-এর জন্য টাকা দিয়ে স্টেট অয়ারহাউসিং কর্পোরেশন বাড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে। যেখানে সরকারী গোডাউন বাড়িয়ে দেওয়া দরকার সরকারের যে ম্যানেজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে তা বাড়ান দিকে চাওয়া দরকার তার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বাড়ান দরকার সেদিকে একেবারে ব্যাহত করে এই বিলটি আমাদের সামনে এসেছে। এই বিলটির দ্বারা আমরা যেন পিছনের দিকে চলেছি সামনের দিকে নয় অর্থাৎ পরিকল্পনার যে মূল উদ্দেশ্য সেটার দিকে না গিয়ে পিছনের দিকে চলেছি। এই বিল আনার সময়ে যে তথ্য আমরা আশা করেছিলাম সেই তথ্য থেকে আমরা স্টেট অয়ার হাউস কর্পোরেশন যে অযার হাউসগুলি করেছেন তার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি কত, মার্কেটিং সোসাইটির যে গোডাউন করেছেন তার ক্যাপাসিটি কত এবং বাংলাদেশে যদি প্রাইস লাইন ঠিক রাখতে হয় এবং চাষীকে যদি ফেয়ার প্রাইস দিতে হয় তাহলে বাংলা দেশে কি পরিমাণ স্টোরেজ ক্যাপাসিটি করা দরকার—এই সব জানতে পারব মনে করেছিলাম। কিন্তু সেই তথ্য দেওয়ার দিকে তিনি যান নি সাধারণ একটা বক্তৃতা দিয়ে গিয়েছেন। সার এই বিলের তিন নম্বর ক্লজে আছে অ্যানি পারসন সে লাইসেন্স চাইলে তাকে লাইসেন্স দেওয়া হবে। এই যে অ্যানি তার মধ্যে নিশ্চয়ই স্টেট অয়ারহাউস কর্পোরেশন পড়ছে বোধ হয় তাদেরও লাইসেন্স করতে হবে। তাদের যদি করতে না হয়—এই বিলের আওতার যদি না পড়ে তাহলে তারা যে সমস্ত স্লিপ দেবে সেগুলি নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেণ্ট হবে না। তাই স্টেট অয়ারহাউসিং কর্পোরেশনকে এ লাইসেন্স নিতে হবে। তারা একই জায়গায় দাড়িয়ে থাকবে যে জায়গায় একজন সাধারণ অয়ারহাউস-এর মালিক দাঁড়াবে। কো-অপরেটিভ সোসাইটির কথা কালকে স্মরজিৎবাবু বলেছেন যে কো-অপারেটিভ-এ কোন বাধা নেই। কিন্তু বিলে তার উল্লেখ নেই। একটা উল্লেখ আছে কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে মাল রাখতে গেলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু মার্কেটিং সোসাইটি সম্বন্ধে এই বিলে কথা নেই এবং অ্যানি পারসন দিয়ে যদি তাই কো-অপারেটিভ মিন করে থাকেন তাহলে কো-অপারেটিভগুলিকে যখন অয়ারহাউস করবেন তাদের লাইসেন্স নিতে হবে। তাহলে এক জায়গায় দাড়িয়ে থাকছে। এটা বিলটি তাই এই বিধানসভায় থেকে যদি পাশ করিয়ে দেওয়া হয় তাহলে একটি কথা কংগ্রেসী সদস্যদের কাছ রাখতে চাই। আমরা যখন আরবান প্রাইমারী এডুকেসন বিল-এ এর বিরুদ্ধে বলেছিলাম তখন তারা মানতে রাজী হলেন না। কিন্তু পরে ভেবে চিন্তে সংশোধন করলেন; আমরা যখন মন্ত্রিসভার কলেবর হ্রাসের কথা বলেছিলাম তারা তখন ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সমস্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভার কলেবর হ্রাস করা হবে। আমরা যেকথা প্রথমে বলি সেটা দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বলি—শুধু বিরোধিতা করবার জন্য বলি না। কিন্তু এ সব কথা কংগ্রেসী সদস্যরা আমাদের মত মন দিয়ে যদি চিন্তা করেন তাহলে অনেক ভাল জিনিস তারা করতে পারেন। তাই বলছি দেশকে গড়ার জন্য মন যদি থাকত, উদ্দেশ্য যদি মহৎ হত তাহলে এই বিলকে এমনভাবে সংশোধন করে আনতে পারতেন যাতে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানষের উপকার হত—গ্রাম বাংলার অসংখ্য মানুষ যারা বাড়তি দামে জিনিষ কিনে খায় তারা উপকৃত হত।

[1-40—1-50 p.m.]

কাল একজন মাননীয় কংগ্রেসী সদস্য জাহাঙ্গীর কবির, তিনি এই বিলের আলোচনা কালে তিনিও মন্তব্য করেছেন যে ব্যক্তিগত মালিকানা অয়ার হাউস-এর ব্যাপারে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে গ্রামের চাষীরা বঞ্চিত হবে, সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যদুর্দশা বাড়বে। কোথাও সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা গিয়েছে আপনার মাধ্যমে আমি দুই চারটা উদাহরণ দিতে চাই। গ্রামের কৃষকদের অবস্থা আজকে কোথায় গিয়েছে, গ্রামের সাধারণ কৃষক যারা যাদের দুই বিঘা তিন বিঘা জমি আছে বা ৪।৫ বিঘা জমি যাদের আছে তারা সেই জমিতে যে ফসল উৎপন্ন করে সেই ফসল তাদের মরশুমের সময় অত্যন্ত কম দামে বিক্রী করতে হয়। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনি জানেন আজকে ধানের দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আজকে ধানের দাম ২৬।২৭ টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু মরশুমের সময়ে চাষীরা যখন ধান উৎপন্ন করেছে, চাষী যখন তার নিজের ধান বিক্রয় করতে গেছে তখন সে সেই ধান ১০।১১ টাকায় বিক্রী করেছে। এই যে মূল্যের তারতম্য যার ফলে চাষী উপকৃত হচ্ছে না জনসাধারণও উপকৃত হচ্ছে না। যার ফলে মাঝের স্তর যারা মিডেল ম্যান যারা তারা উপকৃত হচ্ছে। এটা আমাদের যে নীতি সেই নীতির জন্য। এবং এই জায়গাটিকে যদি আমাদের থামিয়ে দিতে হয় প্রাইস লাইনকে যদি ফিক্সাপ করতে হয় তাহলে এই যে অয়ার হাউসিং শস্যাগার স্থাপন করা যেটাকে মূল নীতি হিসাবে আমাদের পরিকল্পনা কমিশন গ্রহণ করেছেন কিন্তু মূল নীতির জায়গায় কি আসছে আজকে সেটা ব্যক্তিগত কতকগুলি বড়লোককে লাইসেন্স পাবার অধিকার দেওয়া হচ্ছে। আমরা এই বিধান সভার অধিবেশনে কতকগুলি কোল্ড স্টোরেজ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বলেছিলাম; সাঁইথিয়া কোল্ড স্টোরেজ সম্পর্কে আমরা বারবার এখানে বলেছি—সেখানে গ্রামের চাষীদের কাছ থেকে ৬।৭ টাকা মনে আলু কিনে নিয়ে কোল্ড স্টোরেজ এ রাখা হয় এবং মরশুম যখন শেষ হয়ে যায় সেই আলু ফিরে আসে আমাদের কাছে ১৬।১৭।১৮ টাকা দরে। তাই আমাদের প্রথম থেকে একটা কথা ছিল এই যে স্টোরেজ এর যে জায়গাটা অয়ার হাউসিং-এর যে জায়গাটা কোল্ড স্টোরেজএর জায়গাটা তাকে ন্যাশনালাইস করা হউক। এটা আমাদের বহু দিনের পুরাণো দাবী। একথা বারবার আমরা বিধান সভায় বলেছি। এখন ন্যাশনালাইস তো দূরে চলে গেল স্টেট অয়ারহাউস কর্পোরেশন তো দূরে চলে গেল এমন কি কো-অপারেটিভ সোসাইটি করে অয়ার হাউস করা সে তো দূরে চলে গেল একেবারে গ্রামের ধনী যারা মাতব্বর যারা তাদের এনে শস্যের যে জায়গা সেই জায়গার মাথায় তাদের বসিয়ে দেওয়া হল। স্মরজিৎবাবুকে অনুরোধ করব ভালোভাবে চিন্তা করে বিবেচনা করে তিনি আমাদের এই কথা গুলির জবাব দেবেন। একটা জিনিস একটি ঘটনা তাকে ভাল করে বললেই ভাল হয় না। আমার উদ্দেশ্য ভাল বলে যতই আমি বলি না কেন কিন্তু সেই উদ্দেশ্য আমি যাদের মাধ্যমে করব তার মধ্যে যদি খারাপ জিনিস ঢুকবার সুযোগ সুবিধা থাকে তাহলে খারাপ জিনিস তার ভিতরে ঢুকে পড়বে। তিনি বলতে পারেন যে আমরা গ্রাম দেশে যে লোক গুলিকে লাইসেন্স দেব তারা একেবারে খারাপ লোক হবে ভাবছেন কেন তারা গ্রামের লোকের কাছ থেকে কম দামে মাল কিনে নেবে এটা কেন আপনারা ভাবছেন কোন ভাল কাজ করবে না এটা কেন আমরা ভাবছি, ভাবছি আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে, যেটা বাংলাদেশের মুখ্য মন্ত্রী যে কথা বলেছেন যে গ্রামাঞ্চলে যে অর্থনীতি সেই অর্থনীতিতে নতুন এক শ্রেণীর মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছে। তারা চাষী নয়, তারা গ্রামের মানুষ নয়, গ্রামের জমির সাথে তাদের সম্পর্ক নেই, গ্রামের মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই, তারা হবে মহাজন সেক্সন। এবং তারা সমস্ত গ্রামীন অর্থনীতির মাথায় বসে আছে। সমস্ত গ্রামীন অর্থনীতিকে তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা গ্রামের ফসল কেনার নিয়ন্ত্রণ করছে—কত দামে বাজারে ফসল বিক্রী হবে সেই নিয়ন্ত্রণ তারা করছেন; আপনাদের অয়ার হাউস-এর মালিকানা সেই লোকগুলির হাতে গিয়ে পড়বে এই বিল যদি আমরা এই ভাবে এই বিধানসভা থেকে পাশ করে দিই। তাই উদ্দেশ্যর কথা বলতে গিয়ে যে কথা বলেছিলেন সেই কথাগুলি যদি সত্যি হয় লেখা যা আছে বলার সাথে তার অনেক পার্থক্য আছে তবু সে কথাগুলি যদি সত্য হয় গ্রামীন মানুষের প্রতি যদি আমাদের মমত্ববোধ থাকে তাহলে অয়ার হাউস শস্যাগারগুলি যে ভাবে করা দরকার সে ভাবে যেন হয়। এক হচ্ছে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে, যাকে রাষ্ট্রায়ত্ব শস্যাগার বলে অথবা দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে, যদি আমরা পুরোটাকে রাষ্ট্রায়ত্ব না করতে পারি তাহলে কো-অপারেটিভ বেসিসএ যেন হয়। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আরেক দিকে আমি মন্ত্রি মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। অয়ারহাউস আজকে কম আছে কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে যে স্টেট অয়ারহাউসিং কর্পোরেশন-এর যে কয়টা অয়ার-হাউস আছে সবগুলি অয়ারহাউস-এর পারপাস এ ব্যবহৃত হচ্ছে না। সেগুলি সরকার কিছু কিছু

গোডাউন-এর পারপাসএ ব্যবহৃত করছেন। সেগুলি সরকার কিছু স্টোরেজ-এর পারপাসএ ব্যবহার করছেন। গ্রামের চাষীরা তাদের ফসল সেখানে রেখে কিছু সুবিধা পেতে পারে সে সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এই দিকগুলি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে পেশ করছি আর পেশ করছি কংগ্রেসী সদস্যদের কাছে। যারা গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছেন যারা সহরাঞ্চল থেকে এসেছেন যারা চাল ৩৬ টাকা করে কিনে খাচ্ছেন তাদের কাছে আমি আপীল করছি যে আপনারা চিন্তা করে দেখবেন প্রাইস লাইনকে যদি রাখতে হয় চাষীদের যদি ফেয়ার প্রাইস দিতে হয় তাহলে ব্যক্তি মালিকানায় অয়ার হাউস করলে তা হবে না। সেই উদ্দেশ্য ব্যহত হয়ে যাবে। এই কথা বলে এই বিলটা সার্কুলেসনএ দেবার যে প্রস্তাব সে প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি।

Shri Monoranjan Bakshi :

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি এই অয়ার হাউস বিলটা আলোচনা করতে গিয়ে সর্ব প্রথমে একটা কথা বারে বারে মনে পড়ছে তা হচ্ছে এই যে যেমন ধর্ম্মপুস্তকে নীতির কথা লেখা থাকে সে নীতির কথাকে যদি কার্য্যে পরিণত করা না হয় তাহলে কেমন করে আমরা সে ধর্ম্মপুস্তককে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব। আমরা জানি দেশে স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার বারে বারে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গড়বার জন্য পরিকল্পনা তারা তৈরী করছেন, আমরা জানি বাংলা দেশের যারা কৃষক চাষী তারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই সেদিন যেদিন চৈনিক আক্রমণ হয়েছিল ভারতবর্ষে সেদিন বাংলা দেশের চাষীরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শত্রুকে রুখবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন—আজকে কি তাদেরকে বাঁচাবার জন্য তাদেরকে সম্পদশালী করবার জন্য যে বিল এখানে উত্থাপন করা হয়েছে আমি জানি না সে বিল তাদের কতখানি কাজে লাগবে, এবং তাদের উন্নতির সহায়ক হবে। এই অয়ার হাউস বিল ,সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে কথাশিল্পী শরৎ চাটুজ্যের কথা। তিনি বারে বারে বলেছিলেন যে বাংলা দেশের যারা চাষী তাদের ভগবান নেই। তাদের কষ্ট দুঃখে কেউ কান দেয় না। আজকে স্বাধীন সরকার তারা যে বিল এখানে এনেছেন সেই বিলে চাষীদের মনের কথা মনের ব্যাথা কিছু মাত্র উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয় আজকে দেখতে পাচ্ছি এই অয়ার হাউস-এর মাধ্যমে এক শ্রেণী মুনাফাখোর সৃষ্টি হবে। তার মাধ্যমে এই সমস্ত চাষীরা বারে বারে শোষিত হবে। আমরা জানি যারা চাষী তারা নিরক্ষর তারা তাদের দারিদ্রের জন্য অয়ার হাউসএ যাবে এবং এই শ্রেণীর হাতে অত্যাচারিত হবে। এই বিলটা স্যার একটা বর্ণচোরা আম। এখন লাইসেন্সের ব্যাপার পারমিটের ব্যাপার থাকার জন্য বিলের উদ্দেশ্য স্বার্থক হবে না। আমরা চাই প্রত্যেক গ্রামে অয়ার হাউস হউক কিন্তু এই জাতীয় অয়ার হাউস নয়। আজকে যিনি এই বিল উত্থাপন করেছেন তিনি অত্যন্ত চাষী দরদী কিন্তু জানি না তার হাত দিয়ে এই জাতীয় বিল কি করে আসলো। আমি অনুরোধ করছি বিলটা সার্কুলেসনএ দিন এবং চাপটার ৬ এবং রুল থারটিথ্রী সম্বন্ধে চিন্তা করুন এবং প্রচারের জন্য দিন।

Shri Copal Banerjee :

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই বিলটি আলোচনা করতে গিয়ে জনমত সংগ্রহের জন্য যে প্রস্তাব এসেছে আমি তা সমর্থন করছি। এই বিলের মধ্য দিয়ে সরকারের কৃষি নীতিতে যে সংকট সে সংকটের স্বীকৃতি আরেকবার দেখা গেল। কি উৎপাদনের দিকে কি বণ্টনের দিকে সব দিক দিয়ে যে সংকটের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কৃষি নীতিতে সেটা দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় এটা কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে খাদ্যের যে মন্ত্রী তার যে বিরোধ সেই বিরোধটাও আমাদের জানা আছে। অর্থাৎ পরিকল্পনা কমিশনের যে নীতি এবং সরকারী কার্যকরী করবার যে বিভাগ যে অঙ্গগুলি তার মধ্যে বিরোধ প্রায় চিরন্তন হয়ে আসছে এবং গভীর থেকে গভীরতর হয়ে আসছে। এই যে পদ ত্যাগের ব্যাপার এখন চলছে এই কারণ কতটা নিহিত আছে আমরা জানি না। তবে এও যে কিছুটা আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[1-50—2 p.m.]

তবে এটা যে কিছুটা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই ক্ষেত্রে যদি ফিরে আসি তাহলে উৎপাদনের দিকে দেখতে হবে যে টার্গেট বাংলাদেশে এই থার্ড ইয়ার প্ল্যান-এ নেওয়া হয়েছিল সেই টার্গেট ফুলফিল হয়নি। এখানে বহু গর্ব করে মুখ্যমন্ত্রী এবং কৃষি মন্ত্রিমহাশয় বলেছিলেন যে এই টার্গেট আমরা ফুল-ফিল করবই। কিন্তু আজ আড়াই বছর চলে যাবার পর সেই টার্গেট যে নেমে যাবে যে বিষয়ে

কারুর কোন সন্দেহ নেই। তারপর, বণ্টনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন একইভাবে জড়িত এবং মূল কথা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। উৎপাদন এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে কৃষককে উৎসাহিত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু কি সরকার ব্যর্থ হয়েছেন, এ সম্পর্কে সরকারী দল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। স্যার, এঁরা যে বারে বারে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের প্রশ্ন তোলেন তাতে কিছুদিন আগে যখন এই সভায় অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনা হচ্ছিল তখন আমরা বলেছিলাম যে, গ্রামাঞ্চলে আপনারা একটা বিশিষ্ট শ্রেণী সৃষ্টি করছেন। এই শ্রেণীর কাছ থেকে চাপ আসার ফলে বর্তমানে আপনারা যে নীতি অনুসরণ করছেন সেটা আর অনুসরণ করতে পারবেন না। এখন যে অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে তাতে কোন সামাজিক শক্তি শক্তিশালী হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। বিলের ২৩ ধারায় যে কথা বলা হয়েছে তাতে দেখছি নূতন কায়দায় মহাজন সৃষ্টি হবে এবং অয়্যার হাউসে মাল রেখে লোকেরা যে রিসিট পাবে সেই রিসিট-এর মধ্য দিয়ে সেখানে কি এই মহাজনী প্রথা আরও তীব্র এবং নগ্নভাবে প্রকাশিত হবে না? টাকা পাবার জন্য তারা রিসিট বিক্রি করবে, কিন্তু সেটা কৃষকের কাছে নয়, মধ্য কৃষকের কাছে নয় বা ধনী কৃষকের কাছেও নয়। গ্রামাঞ্চলে যারা একসংগে মহাজনী কারবার করে এবং জমি নিজেরা করায়ত্ত করে রাখে এরকম মুষ্টিমেয় লোকের আজ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাদের খপ্পরে গিয়ে এঁরা পড়বে। এর মধ্য দিয়ে কি ক্রেডিট ফেসিলিটি হবে সেটা আমার জানা নেই। বরং আমরা দেখছি তাদের খেসারত দিতে হবে এবং এখন যে সুযোগ আছে তার চেয়েও নিষ্পেষিত হবে। স্যার, আমরা জানি জমিদারীপ্রথা যখন উচ্ছেদ হয়েছিল তখন উৎপাদন প্রথার দিকে লক্ষ্য রেখে এই সামাজিক শক্তিকে দুর্বল করবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর এমন একটা নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে যারা গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধির পথে জগদ্দল পাথর হয়ে রয়েছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে বিলের এই প্রভিসন সেই সামাজিক শক্তিকে শক্তিশালী করবে—তা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক, আর অনিচ্ছাকৃতভাবেই হউক, স্যার, উৎপাদনের ক্ষেত্রে, বণ্টনের ক্ষেত্রে, ন্যায্য মূল্য পাবার ক্ষেত্রে, ক্রেডিট ফেসিলিটি পাবার ক্ষেত্রে একটা বিপরীত শক্তি থাকার ফলে অগ্রসরের পথে যাওয়া যাচ্ছে না এবং এই যে নূতন সামাজিক শক্তি গ্রামাঞ্চলে দাঁড়িয়েছে তাদের আরও পরিপুষ্টি সাধন করা হবে এবং গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যারা বাধা দিত তাদের শক্তি আরও বাড়বে। সুতরাং শুধু বণ্টনের ক্ষেত্রেই নয়, উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগামী দিনে যেটা দেখা দেবে সেটা হচ্ছে কৃষক আরও বেশী করে নিষ্পেষিত হবে। আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাচ্ছি যারা ভাগচাষী ছিল তাদের উৎখাত করে মজুর হিসেবে কবুলিয়ত লিখিয়ে অত্যন্ত কঠিন সর্তে বা ওনেবাস নির্মে চাষ করাচ্ছে। যারা বর্গাদার ছিল তাদের রাইট দেওয়া হবে বলা হোল। কিন্তু আমরা দেখলাম অসংখ্য বর্গাদার, লক্ষ লক্ষ বর্গাদার উচ্ছেদ হয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হোল। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভাগচাষী হিসেবে বর্গাদার হিসেবে যেটুকু তাদের সুযোগ ছিল তার চেয়েও কঠিন ব্যবস্থা করেছে।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে এবং তা হবার সময় অনেক কিছু বলা হয়েছিল কিন্তু তার কতটুকু সফলতা লাভ করেছে—কি উৎপাদনের দিকে কি বণ্টনের দিকে এবং ফেসিলিটির দিক দিয়ে যদি বিচার করে তাহলে দেখবো যে আমরা সে লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছি কি? আমরা দেখতে পাই যে যে বৈষম্য গ্রামাঞ্চলে ছিল তা-ই আছে। অর্থাৎ যে বিত্তবান কৃষক, উচ্চ বিত্তবান কৃষক এবং মহাজন তাদের সংগে দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে বর্গাদারদের সংগে ফারাকটা আরও বেড়ে গেছে। সুতরাং এই ধারা যে আমাদের কাছে এখনও চলছে সেটা আরও শক্তিশালী করা হবে এই বিলের মাধ্যমে এবং গরীব কৃষক যখন ফসল উঠে তখন ফসলের দাম কম থাকে তারা যখন গুদামে গিয়ে জিনিস রাখবে আবার যখন বের করবে সেই সময় পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ মালের দাম বাড়া পর্যন্ত। তার আগেই তাদের টাকার দরকার হয় সেখানে তারা বাধ্য হবে যে সেখানে একটা ম্যানুপুলেসন এর মধ্যে যেতে এবং যে সময়ে টাকা পাওয়া উচিত সেই সময় টাকা পাবে না। এবং এরফলে একটা মিথ্যা লিখে দিতে হবে কম টাকা পেয়েও যে এই টাকা পেয়েছি। এবং ঐ যে অয়্যার হাউসের মালিক তারা অথবা তাদেরই সংগে ঘনিষ্ঠ এমন কতকগুলো শক্তি বা লোক গ্রামাঞ্চলে আরও অধিক প্রসার লাভ করবে। এবং তার মধ্যে থেকে তারা অর্থ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবে। সুতরাং এই বিলের মধ্যে যে সামাজিক অবস্থা পরিপুষ্ট লাভ করছে সেটা আগামী দিনে গ্রামাঞ্চলে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়—সামাজিক এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব আসবে। সুতরাং এই জন্য আমি প্রথমে বলছিলাম যে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে যে সংকট সেটার একটা স্বীকৃতি হচ্ছে এই বিল। সেইজন্য বলছি যে সরাসরি সরকারের কর্তৃত্বে এবং কো-অপারেটিভ-এর কর্তৃত্বে গুদাম অথবা শস্যাগার সৃষ্টি করবার কথা ছিল সেটাতে সরকার বলছেন যতটুকু অগ্রগতির

তাদের প্রয়োজন ছিল বাস্তবের সংগে যা প্রয়োজন ছিল তা তারা করতে পারেন নি। এ না পারার কারণ কি—কোন শক্তি বাধা দিচ্ছে? কিসের জন্য তারা এটা করতে পারছেন না? কো-অপারেটিভের ক্ষেত্রে কোন জায়গায় কতটুকু উন্নতি হয়েছে? সমস্ত জায়গায় বলা হচ্ছে যে কনজিউমার কো-অপারেটিভ করা হবে—হোল-সেলার কো-অপারেটিভ করা হবে। কিন্তু তাতে করে এখনও পর্যন্ত যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে—তাতে কোন জায়গায় কি অগ্রগতি হয়েছে? সাধারণ মানুষ বিশ্বাসই করে না—তাদের মধ্যে কোন আস্থা নেই যে এই রকম যদি একটা সমবায়ের ভিত্তিতে কোন সংগঠন করে তাহলে তা থেকে তারা উপকৃত হবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের কথা ধরুন—যারা সহরাঞ্চলের কনজিউমার কো-অপারেটিভকে বিশ্বাস করতে পারছে না তারা কি করে এটা করবে। গ্রামাঞ্চলের কৃষক যারা বড় বড় ধনী তারাই এটা কণ্ট্রোল করবে। এবং তারাই সেই কো-অপারেটিভ সৃষ্টি করবে এবং কো-অপারেটিভ হবে একটি শোষণের যন্ত্র। এবং সেই জন্যই সাধারণ মানুষের কাছে কো-অপারেটিভ একটা ভীতি, আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং যদি এই হয় কো-অপারেটিভ-এর অবস্থা তাহলে সেখানে কো-অপারেটিভ বেসিসে কি করে হবে? লোকে এগিয়ে আসবে কেন কো-অপারেটিভ করতে। জনসাধারণের মধ্যে যে উদ্যোগ উৎসাহ সেটা সরকারী নীতির ফলে এবং যে দল এই সরকারের আসীন আছেন তাদের জন্যই এটা হয়েছে। এর মধ্যে তারা মনে করেন যে, সামাজিক অবস্থাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। অপর পক্ষে দেখা যায় যেখানে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যেসব জিনিস কাজ করে সেখানে দেখা যায় তারা তখন নিয়ে আসে সরকারী নীতি এবং শাসন যন্ত্রে নিয়ে আসে অত্যাচার অনাচার অবিচার। সুন্দরবনের দিকে তাকিয়ে দেখলেই তা বোঝা যায়—এটা আমাদের কথা নয় কয়েকদিন আগে যখন প্ল্যানিং কমিশন থেকে এখানে সার্ভের জন্য এসেছিল তখন সুন্দরবনের অবস্থা দেখে তারা কি উক্তি করেছিলেন এবং এখানকার কংগ্রেসের সুন্দরবন থেকে যেসব সভ্য নির্বাচিত তারা সেখানে এই বক্তব্য হাজির করে ছিলেন সেটা বোধ হয় আমরাও অতো নগ্নভাবে উক্তি করি না— তারা একথা বলেছিলেন যে সুন্দরবনের অবস্থা হচ্ছে এই যে এ্যাবসেণ্টি ল্যাণ্ডলর্ড-এরা আজকে সুন্দরবনের বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুন্দরবনের কৃষকদের অবস্থার যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে সেখানে ঐ এ্যাবসেণ্টি ল্যাণ্ডলর্ডদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেটা দেখা দরকার। সুতরাং এই রকম বিল এনে টুকরো টুকরো ভাবে যদি চিন্তা করা হয় এবং সামগ্রিক ভাবে যদি চিন্তা না করা হয় তাহলে এই সমস্যার সমাধান করা কি সম্ভব?

2—2-10 p.m.]

ভূমি সমস্যার ক্ষেত্রে, ভূমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নীতি সরকার অনুসরণ করে চলেছেন তাকে আলাদা ভাবে রেখে কি কৃষি উৎপাদনের সমস্যাটা সমাধান করা সম্ভব? ভূমি সম্পর্কের সঙ্গে কৃষি সম্পর্ক ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই দুই সমস্যা সমাধান না করে ডিস্ট্রিবিউসান এবং ক্রেডিট ফেসিলিটির যে প্রশ্ন এনেছেন সেটা কি সম্ভব? সুতরাং প্রশ্নটা যে এইভাবে জড়িত আছে সেটা আজকে খুব ভালভাবে চিন্তা করতে হবে। যে সামাজিক শক্তিকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ভেতর দিয়ে দমন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং যেটা জগদ্দল পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল, গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেটা বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দূর করার যে চেষ্টা সেটা কতটুকু সার্থক হয়েছে? যদি সার্থক না হয় তাহলে যেভাবে চেষ্টা করা হোক না কেন অযার হাউস বিলটা এনে নতুন যে চেষ্টা করা হচ্ছে তার দ্বারা কৃষকদের কতটুকু সুবিধা হবে সেটা খুব সন্দেহের ব্যাপার। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে যেমন বর্গাদাররা উচ্ছেদ হয়ে গেল তেমনি করে কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যম ছাড়া শস্যাগার সৃষ্টির জন্য ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তার মধ্য দিয়ে কৃষকরা আরো পিষ্ট হবে। এই অয়ারহাউস বিল হওয়ার জন্য আবার গ্রামাঞ্চলে মহাজন শ্রেণীর শক্তি আরো প্রবল হবে এবং গ্রামের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সর্ব ক্ষেত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে। সুতরাং এই সমস্ত জিনিস বিবেচনা করে আমি বলছি যে এর ভেতর দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। যদি সমস্যা সমাধান করতে হয় তাহলে সমস্ত জিনিসকে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে যে সঙ্কট সেটা শুধু এক দিকে নয়, বিভিন্ন দিকে রয়েছে, সেই সঙ্কটাকে দূর করার জন্য সামগ্রিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে আরো ভালভাবে সরকারী নীতি পরিবর্তন করে একটা বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা দরকার। আপনাদের নীতি অর্ধ পথে থেমে আছে, সেই নীতি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ভেতর দিয়ে সুরু হয়েছিল, তার সম্বন্ধে যদি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ না নেওয়া যায় তাহলে ফল দাঁড়াবে এই মহাজন শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে জিনিসটা আরো সঙ্কটপূর্ণ করে তোলা হবে। আপনারা কৃষকদের সুযোগ দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন, কিন্তু এই বিল কার্যকরী করার দিক থেকে কৃষকরা সুবিধা পাবে কিনা সে বিষয়ে

সন্দেহ আছে। নিশ্চয়ই এটা সন্দেহ করা যায় যে কৃষকরা আরো পিষ্ট হবে। গ্রামাঞ্চলের যারা মহাজন শ্রেণী, নতুন জোতদার, নতুন যারা মুনাফাখোর তাদের হাতে দরিদ্র কৃষকরা পিষ্ট হবে। এ জন্য আমরা দাবি করছি এই বিল সমস্যা সমাধান করতে পারবে না, এটাকে জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার করা হোক।

Shri Napal Chandra Roy

স্যার, এই যে অয়ারহাউস বিল আমাদের সামনে এসেছে আমার বিরোধী দলের বন্ধুরা এর ঘোরতর প্রতিবাদ করছেন, কারণ প্রতিবাদ করাটা হচ্ছে ওঁদের স্বভাব এবং যদি প্রতিবাদ না করে, বাইরে লোকে গলায় গামছা দেবে সেই ভয়ে অন্ততঃ প্রতিবাদ করতে হবে। স্যার, ওঁরা ব্রহ্মাণ্ড, পরম ব্রহ্ম ছাড়া কথা বলেন না ছোট খাটো কথা ওঁরা বলেন না। এই বিলের সব ধারা ভাল নাকি। একেবারে জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী। কথায় কথায় শুনি সব বড়লোক ধনীলোক কংগ্রেসে। যাবে না কেন, নিশ্চয়ই যাবে। কংগ্রেসে আসার জন্য কোন বাধা নেই। প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ এখানে আসতে পারে। যেমন ভিখারী আসতে পারে কংগ্রেসে। আবার রাজা মহারাজাও আসতে পারে কংগ্রেসে। স্যার, বড় বড় কথা আমরা মুখে শুনেছি, আমার তো কান ঝালাপালা হয়ে গেছে এই ১২ বছর ধরে। একটা জিনিস এখানে সব চেয়ে বড় ওঁদের আপত্তি হচ্ছে যে কোন কো-অপারেটিভকে কেন দেয়া হচ্ছে না এই অয়ারহাউস্ গুলি। কো-অপারেটিভকে নিশ্চয়ই দেয়া উচিত—আমি বলবো যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে কো-অপারেটিভকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন আমার মতে তাদেরই দেয়া উচিত। আমার বিরোধী দলের বন্ধুরা বক্তৃতা করে বেঞ্চ খালি করে পালিয়ে গেছেন। স্যার, এটা তো ওঁদের বলা উচিত ছিল যে আমরা সকলে মিলে কো-অপারেটিভ করলে সরকার আমাদের সাহায্য করবেন এবং গ্রামের মানুষকে সাহায্য করবেন। বাংলাদেশে কতগুলি কো-অপারেটিভ আছে তা হয়ত অনেকেই জানেন না। আমি বলি যে যতগুলি অয়ারহাউস প্রয়োজন ততগুলি কো-অপারেটিভ বাংলাদেশে নেই এবং যদি ওঁরা নূতন কো-অপারেটিভ সৃষ্টি করে গ্রামে গ্রামে কাজ করেন তাহলে নিশ্চয়ই সরকার সেই কো-অপারেটিভের হাতে অয়ারহাউস গুলি দেবেন—এর মধ্যে কোন রকম ত্রুটী হওয়া উচিত নয়। সরকারের তরফ থেকে এটা আমি মনে করি। আর একটা কথার উপর ও'রা জোর দিয়েছেন যে বড়লোকের হাতে জোৎদার জমিদারের হাতে এই অয়ারহাউসগুলি চলে যাবে। খুব স্বাভাবিক কথা ও'দের বলা যে, জোৎদার জমিদারের হাতে চলে যাবে জমিদার তো আর নেই, কাজেই বড়লোক যাঁরা আছেন গ্রামে বা অন্যান্য জায়গায় তাঁরা সেগুলি পাবেন। সেজন্য পোর্সেন কথাটার উপর ও'রা খুব জোর দিয়েছেন। আমি স্যার, একটু আগে একটা বই দেখছিলাম- পার্সেনের ডেফিনিসনটা বোধ হয় ও'রা কেউ দেখে নেননি, জেনারেল কসেস অ্যাক্ট অফ এইট্টিন নাইন্টিনাইন -পেজ ওয়ান সিক্সটিথ্রী, ওখানে পার্সেনের ডেফিনিশনটা স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে- এ পারসন স্যাল ইনক্লুড এনি কমপেনি অর এ্যাসোসিয়েসন অর বোডি অফ ইনডিভিজুয়ালস হোয়েদার ইনকরপোরেটেড অর নট। এবং ও'রা আজকে আঁতকে উঠেছেন যে লোকে মুনাফাবাজী করবে এবং চোরাকারবারী করবে। এখানে প্রভিশনের মধ্যে রয়েছে যদি আপনি কো অপারেটিভ করেন তাহলে নিশ্চয়ই কো-অপারেটিভকে গভর্নমেন্ট হেলপ করবেন আপনারা আগে কো-অপারেটিভ সৃষ্টি করুন কিন্তু একটা ডেডলক সৃষ্টি করতে নিশ্চয়ই আমরা দেব না। গ্রামের চাষীরা যখন নাকি ধান চাল তৈরী হয় সেই সময় হয়ত ২০ টাকা মণ দরে বাজারে বিক্রী করবে, আর আড়ৎদারেরা তা কিছুদিন রেখে বিক্রী করবে ৩০।৩৫ টাকায় সেটা নিশ্চয়ই সরকার করতে চাইবেন না। ও'রা কোন রকমে দেশের মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেবেন না এবং ও'রা বলেছেন আমাদের দেশের বড়লোকদের মেরে ফেলার কথা কিন্তু আমাদের দেশে স্নেহাংশু আচার্য কি বেঁচে নেই, বীরেন রায় কি বেঁচে নেই--তাঁরা তো বিরোধীদলেই রয়েছেন। ও'রা বলেন সব জমিদার জোৎদার নাকি আমাদের দলে কিন্তু স্নেহাংশু আচার্য ময়মানসিংহের রাজা এবং কমিউনিষ্ট পার্টির একজন পাণ্ডা, বীরেন রায় হচ্ছেন লালগোলা মহারাজার একটি মাত্র সন্তান এবং তিনি ঐ কমিউনিষ্ট নৌকা দিয়ে পার হয়ে এসে এখন অবশ্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে লোকের কাছে বোরখা খুলে তুলে ধরেছেন। আমি সে জন্য বলছি যে আমাদের দেশের এই সমস্ত রাজা, মহারাজা, রাজকুমারদের আমরা মেরে ফেলিনি।

[2-10—2-20 p.m.]

অতএব আমাদের ইনডিভিজ্যুয়ালকে নিশ্চয়ই রাইট দিতে হবে তারা ব্যবসা করুক, সংভাবে করতে হবে সরকারী অধীনে তারা সংভাবে যদি ব্যবসা করে নিশ্চয়ই আমাদের কিছু বলবার নেই। কই চীন দেশে কি সব আমি এই জন্য প্রশ্ন করেছি, ও'দের যেটা পিতৃ মাতৃভূমি—সেখানে কি ইনডিভিজুয়াল সমস্ত মানুষের ব্যবসাগুলিকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। এখনও নেয়নি। চীনকে এনে ফেলছি এই জনাই যে পারসনের যে ডিফিনেসন আপনারা দিচ্ছেন, আপনারা আঁতকে উঠেছেন এই জন্য যে একটা লোকই করবে, তা নয়, একটা লোকও করবে, কো-অপারেটিভও করবে। আমি বলছি কো-অপারেটিভও করতে পারে, পারসনও করতে পারে, একটা কমপেনীও করতে পারে। পারসন মিনস ইনক্লুডস অল—সকলে। আপনারা যদি নিজেরা কো-অপারেটিভ স্থাপন করেন সরকারী তরফ থেকে নিশ্চয়ই আপনারা পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কো-অপারেটিভ ফর্ম করলে গভর্নমেন্ট আপনাদের নিশ্চয়ই রিকগনাইস করবে। এটা সব জায়গায়, যে কোন কো-অপারেটিভ হচ্ছে তাতেই করছে। আপনারা এই যে ফেয়ার প্রাইস কো-অপারেটিভ করেছেন তাতে কি সরকার দেয়নি? আমিত জানি কলকাতা সহরে শতকরা নব্বইটি কো-অপারেটিভ কম্যুনিষ্ট দ্বারা পরিচালিত। আমি জানি নিজে যে, যে সমস্ত কো-অপারেটিভ হচ্ছে, এই ফুড গ্রেইনস, বা অন্যান্য ফেয়ার প্রাইস শপ এইগুলি এ'রা করেছেন। আমি অস্বীকার করি না এরা করেছেন। আপনারা করুন সকলে মিলে। খালি সব চলে গেল বললে হবে না, কাজ করে দেখান। আমি যেমন কম্যুনিষ্টদের গালাগালি করি তেমনি আমি এদের কাজের ক্ষমতাকেও প্রশংসা করি; এটা আমি কখনও অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনারা শুধু কাজ না করে চেঁচাবেন এটা চলবে না। কাজও করতে হবে, চেঁচান। কাজ যারা করে তারা নিশ্চয়ই চেঁচাবে। অতএব আমি এই বিলকে পূর্ণ সমর্থন করছি। আপনাদেরও বলছি, আপনাদের যে ভুল যে পারসন বললেই জোতদার জমিদারদের হাতে চলে যাবে একথা আপনাদের কখনই চিন্তা করা উচিত নয়। কারণ আজকের সরকার এ বড়লোকের তোষণ করবার জন্য এ সরকার নয়। আমরা জানি এই সরকার সাধারণ মানুষের তা না হলে এই বিলগুলি আসতো না আগেকার দিন হলে আসতো না। আজকে আমার চাষীকে বাঁচাতে হবে, আজকে আমার গ্রামের কৃষককে বাঁচাতে হবে। সে যাতে দু পয়সা বেশী পায় সেইজন্য এই বিল এসেছে আপনাদের সামনে। এবং আপনারা এটার পূর্ণ সমর্থন করুন এবং সমর্থন করে দেখবেন যে কো-অপারেটিভকে যখন সরকার সমর্থন করছেন তখন কো-অপারেটিভকে দেবে না একথা আপনাদের মনে উদয় হল কি করে। কেন? আমাদের ডাঃ নারায়ণ রায় কি তাঁর কো-অপারেটিভের জন্য সাহায্য পান নি? তিনি সাহায্য পেয়েছেন। আমি করেছি কতকগুলি কো-অপারেটিভ আপনারাও করুন। আপনারা করে সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নিন।

(এ ভয়েস : আপনি কতগুলি করেছেন?)

আমি জানিনা কতগুলির। তবে আমি অনেকগুলির চেয়ারম্যান রয়েছি। এবং আমার সময়ও নেই কো-অপারেটিভ দেখবার। তবে আমার নাম এক্সপ্লয়েট করে যদি তারা ভালভাবে চালায় তাতে আমার আপত্তি নেই। আমাকে যদি সামনে রেখে কেউ মনে করে যে তারা কো-অপারেটিভ ভালভাবে চালাতে পারবে নিশ্চয়ই তারা করবে। আমিও দেশের মানুষকে সাহায্য করবার জনাই কংগ্রেস টিকিটে এখানে নির্বাচিত হয়েছি। দেশের মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে দাঁড় করিয়েছে। এবং আমাকে টিটকারী না মেরে ঐ ভদ্রলোক রাজকুমার, তাঁর জীবনে তিনি কোন দিন পায়ে হেঁটে দেখেন নি, তিনি আজকে দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখে একেবারে বিগলিত হয়ে গিয়ে এমন সব কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, যে একটু বরফের প্রয়োজন হবে স্যার, কিছুদিন পরে। সেই জন্য এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Radhakrishna Singha :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে বিল আমাদের সামনে মন্ত্রিমহাশয় এনেছেন এটি হচ্ছে গ্রাম্য চাষীর জীবন মরণের সমস্যা নিয়ে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস, কে, পাতিল বলেছিলেন বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ এখনও পঞ্চাশ বছর কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভর করে চলবে। কৃষি উৎপাদন এবং কৃষিদ্রব্য যাতে ভালভাবে ইউটিলাইজেসন হয় তার জন্য এই বিল তিনি এনেছেন। মন্ত্রিমহাশয় এই বিল তাই আমি সমর্থন করছি। কারণ এই বিলে যে ওয়্যারহাউস-এর কথা বলা হয়েছে তাতে জনসাধারণের

প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। মহাজন কিছু টাকা দাদন দিল তার পরে ধান কল তখন তারা প্রোডিউসটা নিয়ে নিল—এই অবস্থা বর্তমানে আজ দেশে চলছে। এইভাবে চাষীদের মরণের দিন এগিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য যেখানে ৪০ পারসেণ্ট এগ্রিকালচারিস্ট সেখানে দশ বছর আগে বাংলাদেশের পোপুলেসন ছিল পার স্কোয়ার মাইল ৭০·৩৪ এখন হয়েছে ১০০·৬ পার স্কোয়ার মাইল, তারপর আমাদের 0·80 acre per capita agricultural land. সেখানে যাতে খাদ্য অপচয় না হয়, চাষীরা যাতে ষোল আনা তাদের দাম পায় এজন্য আজকে বেঙ্গল ক্রেডিট সোসাইটিও অল ইণ্ডিয়া ব্যাসিসএ করেছিলেন—এটা বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে এত বড় একটা ভাইটাল কনসারন যেমন storage of agricultural produce, seeds, manures, fertilisers প্রভৃতি দেশের মূল্যবান জিনিষ রক্ষিত হবে সেখানে কেউ আপত্তি করা উচিত নয়। আজকে সরকার স্টেটবাস করেছেন প্রাইভেট ওনারশিপ চলে যাচ্ছে সেখানে কর্পোরেশন করেছেন এখানে কেন করতে পারবেন না। আমরা বলব It is, therefore, necessary to encourage the establishment of independent warehouses. নেপালবাবু পারসনাল কনডাক্ট রুলস-এ পারসনএর কথা বলেছিলেন। পারসন-এর কথা হচ্ছে না। ইনডিপেণ্ডেণ্ট ধরলে দেখা যাবে 70 per cent of the property of Calcutta has gone to other provinces. আজকে দেখা যায় সমস্ত কলের মালিক মাড়োয়ারীরা। আজ এই জন্য অয়ারহাউস করে চাষীদের বাঁচাতে হবে যেখানে তারা সরল বিশ্বাসে সারা বছরের মূলধন জমা দেবে। আজও তার কেচ্ছা অয়ারহাউস কর্পোরেশন কোল্ড স্টোরেজ-এর ব্যাপারে নানারকম এক্সপ্লয়টেসন চলছে। আজকে তাই বলি যে বিল আনা হয়েছে সেটা সত্যই রেভলিউশনারী বিল এবং অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু এটা সরকার হাতে নিন—রাষ্ট্রায়ত্ত করুন তাহলে চাষী বাঁচবে। নতুবা চাষীর অবস্থা পরিবর্তন হবে না এটা একটা লাইসেন্সড এক্সপ্লয়টেসন-এর জায়গা হবে আর কিছু নয়। পুনরায় বলি যে দরিদ্র জনসাধারণকে বাঁচাতে গেলে এটা গভর্ণমেণ্ট নিজের হাতে নিন। আমি কো-অপারেটিভকে নিতে বলছি না—আমি বলছি এটা সম্পূর্ণভাবে সরকার নিজের হাতে নিন।

[2-20—2-30 p.m.]

Shri Sunil Basunia :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এতদিন ধরে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের ধাপ্পা দিয়ে সরকার তা কোন হিসাবে এই বিল আমাদের সামনে রেখেছেন। সরকার যখনি কোন একটা বিল আনেন তখনই আমাদের শোনান যে এটা একটা প্রগতিশীল বিল এবং একটা বৈপ্লবিক বিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন প্রগতি কোন বিপ্লবের লক্ষণ এর মধ্যে নাই। বরং এটা একটা চরম প্রতিক্রিয়াশীল বিল, কারণ যে স্টেট অয়ারহাউস কর্পোরেশন করবার প্রস্তাব ছিল সেটা হঠাৎ বদলিয়ে দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানায় শস্যাগার করবার কি এমন প্রয়োজন দেখা দিল, মন্ত্রিমহাশয় সেই কথা পরিষ্কারভাবে আমাদের সামনে রাখতে পারেন নি। আজকে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল যাতে করে চাষীদের বড় বড় মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তার ব্যবস্থা করা। আজকে গ্রামাঞ্চলের চাষীরা বাধ্য হয়ে অল্প দামে তাদের ফসল এই সব মহাজনদের কাছে বিক্রী করে দেয়, তারা তাদের ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা আশা করেছিলাম সরকার এমন একটা বিল আনবেন যাতে করে গরীব কৃষকদের এই সব সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারা যায়। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই বিলের দ্বারা সরকার তাদের আরো বেশি করে সুযোগ করে দিচ্ছেন, মহাজনরা যাতে আরো বেশি করে টাকা খাটাতে পারে তারই সুযোগ করে দিচ্ছেন। এই আইনে কৃষকদের কোন সুযোগ দেওয়া হবে না। এই বিলের দ্বারা যারা অকৃষক মহাজন তাদেরই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের উপর নিষ্পেষণ চালানোর জন্য। অতএব এই বিল আমরা সমর্থন করতে পারি না।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

মি: চেয়ারম্যান, স্যার, কাল থেকে অয়ারহাউস বিল-এর উপর বিরোধী পক্ষ এবং এই পক্ষের অনেক মাননীয় সদস্যের বক্তৃতা শুনলাম। বিরোধী পক্ষও অনেকে এই বিলকে স্বাগত জানিয়েছেন

নীতিগতভাবে এবং তাঁরা কিছু কিছু সংশোধনী প্রস্তাবও দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার এই বিলের উপর অভিসন্ধি আরোপ করেছেন যে, কংগ্রেস দল নিজেদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করবার জন্য এই বিলে পারমিট, লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যারা এই সব অভিসন্ধি আরোপ করেছেন তাঁদের কথার আমি জবাব দেব না, যে সমস্ত গঠনমূলক সমালোচনা হয়েছে তারই জবাব দেবার চেষ্টা করব।

[2-30—2-40 p.m.]

প্রধানত বিলের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে বিলের যেখানে আছে "এনি পার্সন" সেই জায়গাটা। তাঁরা বলছেন এটা হতে পারে না। এই "এনি পার্সন" থাকাতে আমাদের অনেক বন্ধু ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং মনে করছেন যে জমিদার, জোতদার এবং কালোবাজারী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক হবে। আমার কথা হচ্ছে সব লোকই যে কালোবাজারী এবং দুর্নীতিপরায়ণ এটা মনে করার কোন হেতু নেই। 'পার্সন' কথাটা দেবার কারণ হচ্ছে বেংগল জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট—১৮৯৯ এতে আছে, "এ পার্সন স্যাল ইনক্লুড এনি কোম্পানী অর এ্যাসোসিয়েসন অর বডি অব ইনডিভিজুয়ালস হোয়েদার ইনকর্পোরেটেড অর নট"। সুতরাং এই 'পার্সন' বলতে কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে যে বুঝাবে না তার কোন হেতু নেই। বরং কো-অপারেটিভ সোসাইটিকেও আমরা যে দের সেটা মাননীয় সদস্যগণ এই ক্লজটি তে দেখবেন সেখানে আছে, নটউইথস্টাণ্ডিং এনিথিং কনটেণ্ড এলসহোয়েয়ার ইন দিস এ্যাক্ট..a Co-operative Society shall be allowed such priorities for storing their goods as may be prescribed.

তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন ইণ্ডিভিজুয়াল যদি মাল স্টোর করতে আসে, মাল দিতে আসে এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটি যদি মাল দিতে আসে তাহলে কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে প্রাওরিটি দেওয়া হবে। সুতরাং এই যে বলা হচ্ছে কো-অপারেটিভ সোসাইটির ওয়্যারহাউস হতে পারবে না তার কোন মানে নেই। তাছাড়া কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি-র পাশাপাশি যদি স্টেট ওয়্যারহাউস কর্পোরেশন থাকে তাহলে সেগুলো এবং এই যে প্রাইভেট ওয়্যারহাউস হচ্ছে সেগুলো একসংগে চলবে। স্যার, এঁদের বক্তৃতার ভাবখানা হচ্ছে যেন আমাদের দেশে কোন ইণ্ডিভিজুয়াল এনটারপ্রাইজ নেই এবং সব কিছু ন্যাসনালাইজড হয়ে গেছে। এঁরা বলছেন এক্ষেত্রে কেন ইণ্ডিভিজুয়াল থাকবে? আমাদের ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসিটা কি? স্যার, এঁরা আবাদি এবং নাগপুর রেজলিউসন-এর কথা বলেছেন, কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের আবাদি এবং নাগপুর রেজলিউসনে বলা হয়েছে যে, আমাদের পলিসি হবে মিক্সড ইকনমি, আমাদের পাবলিক সেক্টর এবং প্রাইভেট সেক্টর পাশাপাশি চলবে। কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে নিশ্চয়ই প্রেফারেন্স দেওয়া হবে, কিন্তু আজকে যদি আইনে এটা ঠিক করে দেই যে কো-অপারেটিভ সোসাইটিই শুধু ওয়্যারহাউসম্যান হবে তাহলে সেটা ঠিক হবে না কারণ অনেক জায়গায় এখনও কো-অপারেটিভ সোসাইটি হয়নি। সেইজন্য আমি বলি যে, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং কর্মীদের সকলের কর্তব্য হবে যাতে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গ্রামে গ্রামে বেশী করে হয় এবং শোষণকারীদের ওয়্যারহাউস না হতে পারে। তারপর শ্রীজাহাঙ্গীর কবীর প্রশ্ন তুলেছেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে একজিসটিং সোসাইটিগুলোর কি হবে? তাদের কোন অসুবিধা হবে না—লার্জ সাইজ ক্রেডিট ও মার্কেটিং সোসাইটি এবং স্টেট ওয়্যারহাউস কর্পোরেসন থাকবে ও তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট ওয়্যারহাউসও থাকবে। তারপর, শ্রীকমল গুহ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যে প্রেসক্রাইবড অথরিটি বলতে বোধ হয় কোন কমিটি হবে এবং সেই কমিটি কংগ্রেসের লোক নিয়ে হবে। আমি তাঁর আশংকা দূর করবার জন্য বলতে চাই যে, আমাদের মনে সেরকম কোন বাসনা নেই। আমরা কোন কমিটি করব না, তবে ডিস্ট্রিক্ট, লেভেলে বা সাবডিভিসনাল লেভেলে হয়ত প্রেসক্রাইবড অথরিটি করব। তারপর, পাঁচুবাবু বলেছেন যে, সর্বভারতীয় ভিত্তি থেকে পশ্চিমবাংলা সরে যাচ্ছে এবং স্বতন্ত্র পার্টির নীতি অনুসরণ করছে। একথা মোটেই সত্য নয়। তার কারণ হচ্ছে আমরা যে বিল এনেছি সেটা হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া মডেল বিল আমাদের কাছে যা দিয়েছেন তার বেসিস-এ এটা এনেছি এবং সেই বিলের বেসিস-এ সমস্ত প্রদেশে আইন পাশ হয়েছে। কাজেই সর্বভারত বা অন্যান্য প্রদেশ থেকে আমরা অন্য জায়গায় যাচ্ছি বা পিছিয়ে যাচ্ছি সেই অভিযোগ ভিত্তিহীন।

তার পর শ্রীগোপাল ব্যানার্জি আশঙ্কা করেছেন যে চাষীরা যে মাল জমা দেবে সে রসিদ তারা বিক্রি করে দেবে অর্থের জন্য মহাজনদের হাতে। যাতে বিক্রি করতে না পারে সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে রসিদ নেগোসিয়েবল করতে চাচ্ছি যাতে ব্যাঙ্কে রসিদ দিলে সে টাকা পায়। এবং গ্রামে

প্রদেশে যদি আমরা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক করতে পারি তাহলে চাষীরা সেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাবে, এতে ভালভাবে যাতে শস্য থাকে ও নষ্ট না হয় তার জন্য যেমন স্টোরিংয়ের বন্দোবস্ত আছে তেমনি মাল আটকে রাখার ব্যবস্থা আছে যাতে ন্যায্য দর চাষীরা পায় তার জন্য এবং এই সঙ্গে ক্রেডিটের ব্যবস্থাও আছে। মাননীয় একজন সদস্য আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে এই বিলে ক্রেডিট পাওয়া যাবে তার কোন ব্যবস্থা নেই রুর্যাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটি যার রেকমেণ্ডেসনে এই বিল আনা হচ্ছে সেখানে থেকে আমি দেখাচ্ছি যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাক্ট Section 17(4)(d) of the Reserve Bank of India Act-এ আছে..

The Reserve Bank will accept as collateral, not the goods pledged with and in the custody of the Scheduled or State Co-operative Bank, but only the title to goods, i.e., receipts issued by independent warehouses. In the virtual absence of licensed warehouses, the sub-section has hitherto remained inoperative.

সুতরাং এই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেকসন ১৭ দ্বারা ক্রেডিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে—সেই জন্য ক্রেডিটের যে কোন ব্যবস্থা নেই বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে এটা একেবারে ভিত্তিহীন। আমি আর বেশী সময় নিতে চাই না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মডেল বিলের উপর ভিত্তি করে এই বিলটি আনা হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট দ্বারা এই বিলটি একজামিন হয়েছে। সমস্ত স্টেটে এই বিলটি আনা হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় এই বিলটি এতদিন আসে নি। আমরা এই বিল এনেছি চাষীদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এবং যাতে চাষীরা উৎসাহিত হয় দাম পাওয়ার ফলে এবং চাষীদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এই বিল আমরা এনেছি। এবং চাষীরা যাতে উৎসাহিত হয় যাতে রসিদ পায় ন্যায্য দাম পায় তার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। সুতরাং এই বিল সার্কুলেসনে বা সিলেক্ট কমিটিতে দিলে দেরী হয়ে যাবে—সেইজন্য আমি এই সংশোধনীগুলির বিরোধীতা করছি এবং আমার বিলটি গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Lakshmi Ranjan Josse : On a point of order, Sir, Is there quorum in the House ?

Mr. Speaker : Yes there is quorum.

[2-40 - 3-05 p. m.]

The motion of Shri Bhakti Bhusan Mandal that the bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and a division taken with the following result :—

Noes—81

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdul Gafur, Shri
Abdul Latif, Shri
Abdullah Shri S. M.
Abdul Hashem, Shri
Ashadulla Choudhury, Shri
Baidya, Shri Ananta Kumar
Bankura, Shri Aditya Kumar
Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerjee, Shrimati Maya
Basu, Shri Abani Kumar
Bauri, Shri Nepal
Bazlur Rahaman Dargapuri, Moulana
Beri, Shri Daya Ram
Bhagt, Shri Budhu
Bhowmick, Shri Barendra Krishna
Bose, Shri Promode Ranjan
Chakravarty, Shri Hrishikesh
Chakravartty, Shri Jnantosh
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Chunder, Dr. Pratap Chandra
Dakua, Shri Mahendra Nath
Das, Shri Abanti Kumar
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Mahatab Chand
Das Shrimati Santi
Das Gupta, Dr. Susil
Dhar, Shrimati Charu Shila
Guha, The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar
Hansda, Shri Debnath
Hansdah, Shri Bhusan

Hazra, Shri Parbati Charan
Jana, Shri Mrityunjoy
Karam Hossain, Shri
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Khamrai, Shri Niranjan
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Mahammed Giasuddin, Shri
Mahanty, The Hon'ble Charu Chandra
Maitra, Shri Anil
Maitra, Shri Birendra Kumar
Maity, Shri Bijoy Krishna
Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shrimati Santilata
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar
Mukherjee, Shri Santosh Kumar
Mukhopadhyay, Shri Manik Chandra
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pandit, Shri Krishna Pada
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Ranjani Kanta
Raikut, Shri Bhupendra Deb
Ray, Dr Anath Bandhu
Ray, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Arabinda
Roy, Shri Bankim Chandra
Roy, Dr Indrajit
Roy, Shri Nepal Chandra
Roy, Shri Pranab Prosad
Roy, Shri Tara Pada
Saha, Shri Dhaneswar
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sarkar, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shamsuddin Ahmed, Shri
Shamsul Bari, Shri Syed
Singha, Shri Hiralal
Singhadeo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Phanis Chandra
Thakur, The Hon'ble Promatha Ranjan

Ayes—45

Bagdi, Shri Lakhan
Baksi, Shri Monoranjan
Banerjee, Shri Bejoy Kumar
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Debi Prosad
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basunia, Shri Sunil
Besterwitch, Shri A H
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Bhattacharya, Dr. Kanai Lal
Chakraborty, Shri Haridas
Chattoraj, Dr. Radhanath
Choubey, Shri Narayan
Das, Shri Anadi
Das, Shri Nikhil
Das Gupta, Shri Sunil
Dhibar, Shri Radhika
Ghosh, Shri Deb Saran
Ghosh, Shri Sambhu Charan
Guha, Shri Kamal Kanti
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Juleswar
Hazra, Shri Monoranjan
Josse, Shri Lakshmi Ranjan
Kisku, Shri Mangla
Kuiry, Shri Daman,
Majhi, Shri Kandru
Mandal, Shri Adwaita
Mandal, Shri Bhakti Bhushan
Mandal, Shri Siddheswar
Manjhi, Shri Budhan
Mondal, Shri Dulal Chandra
Mukherjee, Shri Girija Bhusan
Murmu, Shri Nimai Chand
Nawab Jani Meerja, Shri Syed
Raha, Shri Sanat Kumar
Ray, Shri Birendra Narayan
Roy, Dr. Narayan Chandra
Roy Pradhan, Shri Amarendra Nath
Saha, Shri Abhoy Pada
Sarkar, Shri Dharanidhar
Sen Gupta, Shri Tarun Kumar
Singha, Dr Radhakrishna
Soren, Shri Suchand
Thakur, Shri Shreemohan

The Ayes being 45 and the Noes 81, the motion was lost.

Mr. Speaker : The rest of the motions fall through.

The motion of the Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay that the West Bengal Warehouse Bill, 1963, be taken into consideration, was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for twenty minutes].

(After adjournment)

[3-5—3-15 p.m.]

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 2

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay: Sir, I beg to move that after paragraph (5) of clause 2, the following paragraph be inserted, namely:

'(5a) "Prescribed Authority" means an authority appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette, for all or any of the purposes of this Act;'.

Shri Tarun Kumar Sen Gupta: Sir, I beg to move that in clause 2(8), line 2, for the words "a person" the words "a co-operative body" be substituted.

আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট এজন্যই এনেছি, আমার আগে একজন বক্তা যদি ওদিকের পক্ষ থেকে চলে গেছেন যে পার্সন কথায় অথ কোঅপারেটিভ বডিও বুঝানো যায়, কো অপারেটিভ ভিত্তিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে বডি কর্পোরেট, কিন্তু আমার এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনার উদ্দেশ্য এই যে ওয়ার হাউস বিলটা যেটা দুদিন বাদে আইন হবে— আমাদের থার্ড প্ল্যানের কোন যায়গায় বলা হয়নি কোন ব্যক্তি বিশেষকে এই লাইসেন্স দেবার কথা। বারবার বলা হয়েছে থার্ড প্ল্যানে যদি কো-অপারেটিভ বডি না হয় তাহলে সরকারকে নিজেকে দায়িত্ব নিতে হবে বিশেষ করে প্রাইস কণ্ট্রোল করার জন্য এবং ওয়্যারহাউস ইত্যাদি যা করা হবে সেটা গভর্ণমেণ্টকে কণ্ট্রোল করতে হবে। সুতরাং আমি মনে করি যে একথাটা এর মধ্যে থাকা দরকার—এটা একটা স্ট্রিকচার ফরম দি গভর্ণমেণ্ট এবং পিপুল বুঝবে যে কো-অপারেটিভ ছাড়া অন্য কোন লোক এই ওয়ার হাউসের মালিক হতে পারবে না। সুতরাং আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, কো-অপরেটিভ বডি ছাড়া কোন লোককে এই ওয়ার হাউস অথোরিটি করা যাবে না। সুতরাং ওয়ারহাউস অথোরিটি যে ব্যক্তি হবে সেখানে কো-অপারেটিভ কথাটা রাখলে কি অসুবিধা হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি না। সেজন্যই আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা দিয়েছি। আমি আশা করি মন্ত্রিমহাশয় আমার এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করে নেবেন।

Shri Balai Lal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that in clause 2(8), line 2, for the word "person" the words "Co-operative Society" be substituted.

I also move that in clause 2(8), in line 2, after the words "under this Act" the words "and a wholesale dealer of the articles or commodities specified in the schedule" be inserted.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমারও হচ্ছে এই যে পার্সন যাকে পার্টিকুলার একেবারে কো-অপারেটিভ ছাড়া অন্য রাখতে চাই না। কারণ এটা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট যখন রুরাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটি করে ছিলেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে সেটা হয়েছিল তারা সুপারিশ করেছিলেন কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে উন্নত করবার জন্য এবং গ্রামে গ্রামে যাতে কো-অপারেটিভ এর বিস্তার লাভ করে এবং শক্তিশালী হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে করেছিলেন এবং তাদের একটি স্কিম ছিল মার্কেটিং অফ এগ্রিকালচারাল কমোডিটিস এবং সঙ্গে সঙ্গে এও ছিল স্টোরেজ এ্যাণ্ড ওয়ারহাউসিং সম্পর্কেও তাদের প্ল্যান ছিল এবং সেইভাবে সমস্ত রাজ্যকে তারা নির্দ্দেশ দিয়েছিল। এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই ওয়ারহাউসিং স্কিমটা হয়েছে। যাতে সাধারণ কৃষকরা মহাজনের শিকার না হয় এবং মজুতদারের সৃষ্টি না হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছিল। আমি সেই জন্যই পারটিকুলারলি একেবারে কো-অপারেটিভ ছাড়া আর কেউ সে দায়িত্ব নিতে পারবেন না এবং লাইসেন্স দেওয়া হবে না এই জন্যই আমি অ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে তাতে বলেছি যে, সেই যে ওয়ারহাউস ম্যান তাকে আর একটা দায়িত্ব নিতে হবে সে দায়িত্ব হচ্ছে যে

wholesale dealer of the articles and commodities specified in the schedule শুধু কেবল সে ওয়ারহাউসম্যান হবে না, অপরের ডিপোজিট শুধু নেবে না, হোলসেল ডিলারও হবে। বাইরে থেকে যেন হোল সেল মাল কিনতে পারে যে ডিফিকালটিটা আমরা দেখছিলাম কালকে আলোচনা প্রসঙ্গে এটা উঠেছিল যে, রিসিপ্ট লিখে, স্টোরেজ করে রিসিপ্ট নিয়ে আবার ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ঘুরে বেড়াবে লোনের জন্য। এখানে যদিও হোলসেল ডিলার হয় তাহলে যে কোন কৃষক তার মাল নিয়ে এলো, ডিপোজিট রেখে তার একটা পার্ট নিয়ে নিতে পারে, টাকা নিয়ে নিতে পারে। তাহলে তাকে আর ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ঘুরতে হবেনা। ঐ যে ওয়ারহাউসম্যান তারাই টাকা দিতে পারবে। তার ফলে হবে কি এদিকে মহাজনের বাড়ীতে ঘুরতে হবে না বা ব্যাঙ্কে গিয়ে হয়রাণী হতে হবে না। এবং এটা যদি করা হয় তাহলে হবে কি এই কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি যদি ওয়ারহাউসম্যান হয়, ওয়ার হাউসের দায়িত্ব নেয় তাহলে গ্রামে গ্রামে আজ কৃষকরা যে মূল্য পাচ্ছে না, পাটের দাম পায় না, ১৮ টাকা, ১৯ টাকা দরে বিক্রি হয়, অত্যন্ত অভাবের জন্য তারা বিক্রি করে দেয়, ধান ১০।১২ টাকা দরে বিক্রি করে দেয়, এই রকম অনান্য কৃষিদ্রব্য বিক্রি করে দেয়, কিন্তু আজ যদি কো অপারেটিভ সোসাইটিকেও দায়িত্ব দিই তারা গিয়ে সেখানে মাল বিক্রি করতে পারবে এবং তার একটা পার্ট নিয়েও অন্যান্য খরচপত্র চালাতে পারবে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটু বলতে চেয়েছি যদি প্রত্যেক পঞ্চায়েতের অধীনে এক একটি করে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত করা হয়, এবং কো-অপারেটিভকে যেখানে ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে অথবা সার্ভিস কো-অপারেটিভ আছে তাদের যদি দায়িত্ব দেওয়া হয়, তারা যদি এক দিনেরও মূলধন যোগাড় না করতে পারে তাহলে ৪।৫টি কো-অপারেটিভ মিলে তারা সেখানে ওয়ারহাউস প্রতিষ্ঠা করে একটা ইউনিয়ন অথবা পঞ্চায়েতের মধ্যে তাহলে কৃষকদের স্বার্থ ভালভাবে রক্ষিত হবে এবং সেখানে চোরা কারবারী মজুতদার অথবা যারা মুনাফাশিকারী সেখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। সেইজন্য আমার এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট রয়েছে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যদি বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে স্কিমটা নিয়েছিল সে কো-অপারেটিভ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করুক যার জন্য তাঁরা এই প্ল্যানটা নিয়েছিলেন তাহলে এর উদ্দেশ্য সফল হবে। আর যদি পারসনস করেন তাহলে আমি মনে করবো যে শুধু কৃষক বিরোধী কাজ করবেন না, এখানে ভারত সরকারের নীতি বিরোধী কাজ করা হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that for item (8) of clause 2, the following be substituted:

> (8) "warehouse man", used in relation to a warehouse means a person or persons deputed by any Co-operative Marketing Society which has obtained a licence under this Act in respect of the warehouse.'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টটা হচ্ছে ঐ সাব ক্ল ৮ সম্পর্কে। সেখানে ওয়ার হাউসিং সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমি সেটা এইভাবে চাইছি যে পারসন অর পারসনস। এই সব-কনট্রোভার্সির মধ্যে না গিয়ে

warehouse man used in relation to a warehouse means a person or persons deputed by any Co-operative Marketing Society which has obtained a licence under this Act in respect of the warehouse

আমি এটা পরিস্কার রাখতে চাইছি যে যদি সেখানে কোন কো-অপারেটিভ ওয়ারহাউস করে তাহলে ন বুঝাতে ৬২। এই কথাই আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্টের মধ্যে বলতে চেয়েছি। আর আমি এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাই না কারণ কো-অপারেটিভ সম্পর্কে এর আগে অনেকেই বলেছেন।

Shri Amarendra Nath Ray Prodhan: I beg to move that in clause 2(8), line 2, for the word "person" the words "Co-operative Society" be substituted.

স্যার, এই যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি তাতে পার্সন-এর জায়গায় কো-অপারেটিভ সোসাইটি বলেছি মন্ত্রিমহাশয় বক্তৃতার সময় বলার চেষ্টা করেছিলেন পার্সন থেকে কো-অপারেটিভ সোসাইটি বুঝান

যায়। তিনি আরও বলেছেন যে বহু গ্রামে এখনও কো-অপারেটিভ সোসাইটি হয় নি পশ্চিমবঙ্গে এখনও কো-অপারেটিভ অনেক জায়গায় নেই—সেজন্য ওয়ার হাউস সম্বন্ধে অসুবিধা হতে পারে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী কার্যে রূপায়িত করতে হলে এই পার্সনকে কো-অপারেটিভ সোসাইটি করাটাই বড় কথা নয়। এখানে কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে ওয়ারহাউসেস করতে হবে তা যদি করা না হয় তাহলে মনে করি এই বিলের মধ্য দিয়ে যতই শিব গড়ার চেষ্টা করুন বাঁদরই তৈরী হবে। সেজন্য এখানে বলছি পার্সনএর জায়গায় কো-অপারেটিভ সোসাইটি গ্রহণ করুন।

[3-15—3-25 p.m.]

Shri Kamal Kanti Guha :

স্যার, এই যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি তাতে বলেছি পার্সন এর জায়গায় কো-অপারেটিভ সোসাইটি কথাটা গ্রহণ করা হোক। আমরা আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম যে কোন ব্যক্তিগত লোক এই অয়ারহাউস-এর লাইসেন্স নিয়ে নেয় তাহলে এ ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে যে সে ঐ গ্রামের বা ঐ অঞ্চলের সকলের কৃষিজাত দ্রব্য ওয়ার হাউস গ্রহণ না করতে পারে সেখানে দেখা যাবে যে ওয়ার হাউস-এর লাইসেন্স এর সুযোগ নিয়ে তার ব্যবসার জিনিস ওই অয়ারহাউস-এ রেখে সেখান থেকে টাকা পয়সা নিয়ে তার ব্যবসা বাণিজ্য আরও প্রসার করার জন্য সচেষ্ট হতে পারেন। এবং এই ভাবে লক্ষ্য করা যাবে যে ওই গ্রামের যে ব্যবসা তা একটি লোকের হাতে থেকে যাচ্ছে। সেজন্য মনে হয় সমিতিকে লাইসেন্স দিলে সব মানুষ তা থেকে সুবিধা পাবে কোন জিনিস রাখতে চাইলে রাখতে পারবে। একজন মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে উনি বলেছেন অনেক গ্রামে সমবায় সমিতি নেই সেজন্য আমাদের এ ধরণের ব্যক্তিগত লাইসেন্স দিতে হবে। সেজন্যে বক্তব্য হচ্ছে ওয়ার হাউস এর যে সুবিধা উপকারিতা সেটা গ্রামের লোককে বুঝাতে হবে। এবং সেজন্যে গ্রামে ওয়ারহাউস তৈরী করতে হবে। সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে যদি তা না করা হয় এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট যদি তা না করেন তাহলে ওয়ারহাউস এর মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি হওয়া সম্ভব নয়। আন্তরিকতা যদি কংগ্রেসী সদস্যদের থাকে তাহলে পঞ্চায়েত বিভাগের মারফৎ, কৃষি দপ্তরের মারফৎ, স্বাস্থ্য দপ্তরের মারফৎ এই ধরণের প্রচার করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ওয়ারহাউস-এর ব্যবস্থা করতে পারেন। তা যদি না করতে পারেন তাহলে ব্যক্তিগতভাবে কোন লোকের হাতে যাবে এবং ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়বে—কৃষকরা সব জিনিষ রাখার সুবিধা পাবে না। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এ পারসন যেখানে উনি বলেছেন সমবায় সমিতি বুঝায় সেখানে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক যে কোন ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া হবে না। সমবায় সমিতিকে লাইসেন্স দেওয়া হবে। সহরাঞ্চল নিয়ে বহু কথা এখানে উঠেছে। সেখানে সরকারী তরফ থেকে বারবার বলতে শুনেছি যে সমবায় সমিতি না করলে সহরাঞ্চলে কোন সুযোগ দেওয়া হবে না; দিনহাটা সমবায় সমিতির লোক চিনি দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছেন তাঁদের বলা হয়েছে সমবায় সমিতি কর তাহলে চিনি দেওয়া হবে। এই ভাবে দেখা যাবে যারা সত্যিকারের অভাবী লোক যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন আছে, তাদের এই সমবায় সমিতি করবার আগে এই কথা বলা হবে আবার অনেক সময় সমবায় সমিতি করার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে। সেজন্য আপনার মাধ্যমে এই সংশোধনী প্রস্তাব রেখেছি যে মন্ত্রিমহাশয় বলুন যে ব্যক্তিগতভাবে কেউ সুবিধা সুযোগ পাবে না—সমবায় সমিতি সমষ্টিগতভাবে এই সুবিধা পাবে এই ঘোষণা তিনি করুন।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :

আমি আগেই বলেছি "person" includes any company or association or body of individuals whether incorporated or not.

প্লানিং কমিশন কো-অপারেটিভকে এনকারেজ করতে বলেন, এবং রুরাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটির রেকমেণ্ডেশন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া মডেল বিল করে দিয়েছেন, এবং এর বেসিস-এ সমস্ত স্টেটএ এই অ্যাক্ট হয়েছে। সুতরাং এটা পরিবর্তন করার কারণ দেখছি না। এটা কো-অপারেটিভ সোসাইটির বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক হচ্ছে, সেজন্য আমি এই সংশোধনী গ্রহণ করতে পারছি না।

The motion of the Hon'ble Smarjit Bandyopadhyay that after paragraph (5) of clause 2, the following paragraph be inserted, namely :—

'(5a) "Prescribed Authority" means an authority appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette, for all or any of the purposes of this Act ;'

was then put and agreed to.

The motion of Shri Tarun Kumar Sen Gupta that in clause 2(8), line 2, for the words " a person" the words "a co-operative body" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Balai Lal Das Mahapatra that in clause 2(8), line 2, for the word "person" the words "Co-operative Society" be substituted was then put and lost

The motion of Shri Balai Lal Das Mahapatra that in clause 2(8), in line 2, after the words "under this Act" the words "and a wholesale dealer of the articles or commodities specified in the Schedule" be inserted was then put and lost

The motion of Shri Monoranjan Hazra that for item (8) of clause 2, the following be substituted :—

(8) "warehouseman", used in relation to a warehouse, means a person or persons deputed by any Co-operative Marketing Society which has obtained a licence under this Act in respect of the warehouse'

was then put and lost

The motion of Shri Amarendra Nath Roy Prodhan that in clause 2(8), line 2, for the word "person" the words "Co-operative Society" be substituted was then put and lost.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 3

[3-25—3-35 p m]

Shri Tarun Kumar Sen Gupta :—

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার দুটো এ্যামেণ্ডমেন্ট, প্রথম এ্যামেন্টটা আমি এখন মুভ করছি।

Sir, I beg to move that for clause 3, the following be substituted:—

"3 A co-operative body may, subject to the provisions of this Act, have its warehouse licensed in respect of any class or classes of goods".

একটু আগে মন্ত্রিমহাশয় প্ল্যানিং কমিশন এর কথা বলে গেলেন, প্ল্যানিং কমিশনের কি রিপোর্ট আমি জানি না, কিন্তু বাস্তবে আমরা যা দেখতে পাই তার সঙ্গে এর কোন সামঞ্জস্য নেই বলেই মনে করি। সমাজতান্ত্রিক দেশে সাধারণতঃ যা করা হয় তার প্রথম হচ্ছে গ্রোয়ারদের স্বার্থ বঞ্চিত হচ্ছে কিনা, আরেকটা হচ্ছে কনজুমারদের স্বার্থ সুরক্ষিত হচ্ছে কিনা— এই লক্ষ্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশে কাজ করা হয়। এই লক্ষ্য থেকে সেখানে কৃষকদের সুযোগসুবিধা করে দেওয়া হয়, তাদের সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করা হয়, যাতে তারা ন্যায্যদাম পায় তার ব্যবস্থা করা হয়, এবং কনজুমাররা যাতে হার্ডহিট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। এই সম্পর্কে আমাদের থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান-এ যা লেখা আছে তা আমি পড়ে শোনাচ্ছি, এটা ১৩০নং পাতায় আছে।

In an economy like ours where a substantial proportion of the expenditure incurred by families in the low income ranges is on foodgrains, reasonable stability of foodgrains prices is of vital importance.

সুতরাং প্রথমেই বলা হয়েছে কনজুমারদের কথা। দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে প্রডিউসারদের সম্পর্কে
The producers of foodgrains must get a reasonable return. The farmer, in other words, should be assured that the prices of foodgrains and the other commodities that he produces will not be allowed to fall below a reasonable minimum.

তারপর, এটা করতে গেলে সরকারের দায়িত্ব কি সেখানে বলা হচ্ছে -

It is essential as part of long range food policy that the storage and warehousing facilities, under Government's control, should be rapidly expanded.. ....

কোন জায়গায় একথা লেখেন নি ইনডিভিজুয়েলকে দিতে হবে।

It should be known that throughout the Plan period Government would buy if prices of foodgrains tended to sag and would self it they tended to rise. ..

তারপর একদম শেষ চ্যাপটার এ বলা হয়েছে

The necessary incentives to larger production have to be preserved.
তার জন্য কি করতে হবে

It is, therefore, envisaged that Government would set up and promote the necessary co-operative and state agencies for purchase and sale of foodgrains at appropriate stages so as to strengthen its power to influence the course of prices and to prevent anti-social activities like hoarding and profiteering from getting the upper hand

পরিষ্কার লেখা আছে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে, কোন প্রাইভেট এজেন্সিকে দেওয়া উচিৎ নয়, বিশেষ করে প্রাইস কনট্রোল-এর ব্যাপারে, সেজন্য একটা সাজেসন আছে –

Co-operative marketing societies are an important means for imparting a certain degree of staying power to the growers, particularly in relation to adverse seasonal fluctuations in prices. Co-operative and State agencies for the purchase and sale of the principal agricultural commodities at appropriate stages are, therefore, a key element in the organisation needed to achieve the agricultural goals as well as the objectives of price policy set by the Third Plan ..

সুতরাং আমরা যেকথা বলছি সেটা আমাদের মনগড়া কথা নয়, একথা থার্ড প্ল্যান-এর পাতায় পাতায় লেখা আছে। ইনডিভিজুয়ালকে স্কোপ দেওয়ার কোন কথা থার্ড প্ল্যান-এ নাই। আমাদের এখানে এই বিলটা যে ভাবে করা হচ্ছে তাতে যারা হোর্ডিং করছে, প্রফিট করছে, যাদের টাকা আছে যাদের পয়সা আছে তারাই ওয়্যার হাউস করতে পারবে। সুতরাং সমস্তই হোর্ডার এবং ব্ল্যাক মার্কেটারদের হাতে চলে যাবে। আমার এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা যদি মন্ত্রিমহাশয় না নিতে পারেন, আমার আরেকটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে, সেটা হচ্ছে,

Sir, I beg to move that for clause 3, the following be substituted :—

"3. Any registered Marketing Co-operative Society may, subject to provisions of this Act, have its warehouse licensed in respect of any class or classes of goods."

স্যার, এঁরা যে একদিন মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি করেছিলেন সেটা কেন করেছিলেন? সেটা করেছিলেন প্রাইস লেভেল বাঁধবেন বলে এবং কৃষকদের সুবিধা দেবেন বলে। কিন্তু আজকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমস্ত নীতি পরিবর্তন করে এমন একটা নীতি নিচ্ছেন যেটা সমস্ত চোরাকারবারীদের সহায়তা করবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে কেন এটা আইনের মধ্যে আনতে ভয় করছেন? তবে কি এটা মনে করছেন যে এমনি যদি ইম্পোস করে লাগান যায়। তা না

হলে কেন দেবেন না, কেন এড়িয়ে যাচ্ছেন, কি উদ্দেশ্য আছে? আমরা যেটা বলতে চাই সেটা সমস্ত জায়গায় দেখা যাচ্ছে। কোন ডেমোক্রেটিক প্রসেস-এর মধ্যে নেই, সুতরাং এই সংশোধনী প্রস্তাব যদি গ্রহণ না করা হয় তাহলে আগে দু-একজন যা বলেছেন আমিও তাই মনে করি যে, বাংলাদেশে নূতন একটা চোরাকারবারী সৃষ্টি করবার জন্য এই আইন আনছেন এবং নূতন একটা শ্রেণীর লোক অবাধে যেমন খুশী কারবার করতে পারেন তার ব্যবস্থা করছেন। তারা যদি একটা জিনিসের তিনবার রসিদ কেটে টাকা নেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে তাহলে কে চেক করবে? কাজেই আমার এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট যদি গ্রহণ করা না হয় তাহলে আমি বলব যে, দেশের বর্তমান অবস্থার সুযোগ নিয়ে আপনারা এক শ্রেণীর চোরাকারবারী সৃষ্টি করছেন। সুতরাং অনুরোধ করব বাংলাদেশের কথা ভেবে, কৃষকদের কথা ভেবে, জনসাধারণের কথা ভেবে এবং নিজেদের কথা ভেবে আমার এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করুন।

Shri Balai Lal Das Mahapatra : Sir, I beg to move that in clause 3, line 1, for the word "person" the words "Co-operative Society" be substituted

Sir, I beg to move that in Explanation to clause 3, line 1, for the word "person" the words "Co-operative Society" be substituted

Sir, I also beg to move that in Explanation to clause 3 line 2, for the word "he" the word "it" be substituted

স্যার, আমি রুল থ্রি-তে এনি পার্সন-এর জায়গা। এনি কো-অপারেটিভ সোসাইটি করতে বলছি এবং এক্সপ্ল্যানেশন-এ যেখানে আছে ইফ এনি পার্সন সেখানে কো-অপারেটিভ সোসাইটি করতে বলেছি। স্যার, আমি মন্ত্রিমহাশয়ের বক্তৃতা শুনলাম কিন্তু তাঁর এই অদ্ভুত যুক্তি বুঝলাম না যে পার্সন-এর দ্বারা হলেও কো-অপারেটিভ সোসাইটির যে নীতি সেটা ব্যাহত হবে না এবং সেটাই আমাদের বোঝাতে চাচ্ছেন। যদি পার্সন বলতে কো-অপারেটিভ সোসাইটি বোঝায় তাহলে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট করতে পারতেন। সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট যখন রুরাল সার্ভে কমিটি করলেন এবং তাঁরা যে রেকমেণ্ডেশন্স করেছিলেন তার মধ্যে এই পার্সন-এর কথা নেই। তারপর, এগ্রিকালচারাল প্রডিউস ডিপোজিট করবার জন্য ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন যেটা ১৯৫৬ সালে পাস হোল এবং তারপর ওয়ারহাউসিং বোর্ড যেটা হোল সেখানেও কোন পার্সন-এর কথা নেই। শুধু তাই নয়, সেণ্ট্রাল ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন যেটা গঠিত হোল সেখানেও এই পার্সন-এর কথা নেই। স্যার, স্টেট ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন সমস্ত রাজ্যে রাজ্যে হোল, সেণ্ট্রাল ওয়ারহাউসিং ২৭টি রেলওয়ে স্টেশনে হোল এবং ডক-এ হোল। এগুলো যে হোল তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষ যাতে চোরাকারবারীদের এবং মজুতদারদের শিকারে পরিণত না হয়। এখন হয়ত আরও বেশী করা হয়েছে, কিন্তু এই ২৭টি করা হয়েছিল তার মূলে ছিল কো-অপারেটিভকে শক্তিশালী করা এবং আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ক্রেডিট ফেসিলিটি যাতে পায়, স্টেট পার্টনারশিপ যাতে হয় তার জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কাজেই পার্সন-এর প্রশ্ন কোথায় আসছে? গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ গড়ে উঠক, সমস্ত ভারতবর্ষ কো-অপারেটিভ-এর মধ্যে দিয়ে বড় হোক এই উদ্দেশ্য নিয়ে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট এই প্ল্যান এনেছিলেন এবং রাজ্যসমূহের কাছে রেখেছিলেন। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তিনি সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট-এর নির্দেশ অনুসারে স্টেট ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন যেটা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল

To acquire, build and run warehouses for the storage of agricultural produce, seeds, manures, fertilizers and agricultural implements and to arrange facilities for the transport of agricultural produce to and from warehouses

এই যে উদ্দেশ্যটা এটা আপনারা করতে পারেন নি এটা আপনাদের অক্ষমতা। কিন্তু ১৯৫৮ সালে এটা আপনারা করে দিলেন। সেটা ঠিক না হওয়ার জন্য আপনারা আজ এই বিল এনেছেন।

[3-35—3-45 p.m.]

আমরা জানি বাংলা দেশে ২।৪।১০টা ওয়েয়ারহাউস করে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা এক একটি অঞ্চলের ডেভেলপমেণ্ট চাচ্ছি এবং তা করতে হলে সাধারণত মানুষ যাতে তার মধ্যে আসে এবং মন্ত্রিমহোদয় নিশ্চয় এটা স্বীকার করবেন যে কৃষকদের অবস্থা এতো খারাপ হয়েছে যে তারা এমন কি কৃষিকার্য্যের জন্য যে সাহায্য তাও তারা পায় না। আমরা চাচ্ছি

যে প্রত্যেকটি অঞ্চলে যদি আমরা ওয়ারহাউস করতে পারি বি ডি ও বা অঞ্চল পঞ্চাতের আণ্ডারে যদি করতে পারি তাহলে খবই ভাল হবে এবং তা নেই বলে আমাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। বি ডি ও-কে নির্দেশ দিন যাতে প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করুন। আমি জানি এই যে ওয়ারহাউস স্কীম হয়েছে তাতে বি ডি ওরা বেশ চেষ্টা করছেন কিন্তু আপনাদের আন্তরিকতা না থাকার জন্য সেটা সফল হতে পারছে না। তাই যদি কৃষকদিগকে বাঁচাতে চান, কৃষির উন্নতি চান এবং সত্যিকারের তারা যাতে ন্যায্য মূল্য পায় এটা যদি চান তাহলে নিশ্চয় আপনারা আমার এই যে প্রস্তাব এটা মেনে নেবেন। অযথা একটা অন্ধকারের মধ্যে পারসনকে রেখে দিয়ে এটা করবেন না। এ করলে কৃষকদের ক্ষতি হবে। আমাদের কথা যদি পারসন রেখে দেন তাহলে আপনাদের কতকগুলো পেটোয়া লোক আসবে যারা ঐ কণ্ট্রাক্টরী করে, যারা লাইসেন্স-এর জন্য ঘুরে বেড়ায় আপনাদের কাছে সেরকম কতকগুলো লোক আসবে এবং এসে তারা যেমন দেশের সর্বনাশ করছে তেমনি করবে। অর্থাৎ সিণ্ডিকেট ক্যাপিটালিস্টদের আপনারা আর একটা পথ ঠিক করে দিচ্ছেন। আইনত তাকে ক্যাপিটালিস্ট করবার সুযোগ দিবেন। বাজারে কম দরে মাল এনে এখানে বিক্রি করতে পারবে এবং দল পুষ্ট হবে। এখন যেমন ধান, চালের ব্যবসায়ীরা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঠকাচ্ছে ক্রেডিট নোট দিয়ে এসে এতে হবে কি প্রত্যেক ওয়ারহাউস যেখানে যেখানে হচ্ছে সেখানে ঐ পারসনকে দিয়ে যদি দেন তাহলে তারা সেখানে গিয়ে ঐ অনাচার করবে।

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I move that in clause 3, line 1, for the word "person" the words "Co-operative Marketing Society" be substituted

I also move that in clause 3, line 2, for the word "his" the word "its" be substituted.

I also move that in clause 3, the explanation be omitted.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে পারসনটাকে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির দ্বারা পরিবর্তিত করতে চাইছি। আর ঐ হিজটা ইটস করতে চাইছি। এক্সপ্ল্যানেশন যেটা আছে সেটাকে অমিট করতে চাইছি। এখন আমার এ সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে এই যে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা যেখানে ওয়ারহাউস কিভাবে তৈরী হবে সেটা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। গতকাল প্রথম পর্যায়ের আলোচনার সময় যে আশঙ্কা করেছিলাম এবং যেটা ভিত্তিমূলক বলে মনে করি সেটা হচ্ছে এই যে আজকে তৃতীয় পরিকল্পনা যখন চলছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় আমাদের কৃষিজাত পণ্যের এবং কৃষি অর্থনীতির যে উন্নয়ন সাধনের জন্য যে প্রচেষ্টা আছে তার সঙ্গে এটা অত্যন্ত পরস্পরবিরোধী বলে মনে হচ্ছে। তারপর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কালকে যেকথা বলেছিলাম তার সূত্র ধরে আমাকে বলতে হচ্ছে যে শিল্পে আমাদের অগ্রগতি কিছুটা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দেখছি যে পাবলিক সেক্টর তাকে পিছনে ফেলে রেখে প্রাইভেট সেক্টরকে বেশী বেশী সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কৃষিজাতপণ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রের যে প্রথম পদক্ষেপ সেখানে আমরা দেখছি গোড়া থেকেই পাবলিক সেক্টরকে একেবারে অবহেলা করা হচ্ছে এবং সেখানে প্রাইভেট সেক্টরকে গড়ে তোলবার প্রবণতা রয়েছে যেটা আমাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। সেজন্য আমি এবং অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা যেটা মনে করছেন যে এটা একটি কো-অপারেটিভ-এর দ্বারা পরিচালিত হওয়া দরকার। এবং তাহলে তার মধ্যে কোন শোষণের বা ফাঁকি রাস্তা যেভাবে ব্যক্তিগত মালিকানায় হতে পারে তা থাকবে না। এবং অন্যদিকে আমি মন্ত্রিমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে অশোক মেটা কমিটির রিপোর্টে এই যে স্টেট এ্যাকইজিসান এ্যাক্ট হওয়ার পর যে একটা নতুন জোতদার শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা নিজেরা ফসল ধরে রাখতে পারে তাদের হাতে পয়সা থাকার ফলে তারা যেভাবে হোক ওয়ারহাউসগুলি কণ্ট্রোল করবে। কাজে কাজেই সেদিক থেকে আমাদের দেশে যে প্রচণ্ড খাদ্যসংকট সেই খাদ্যসঙ্কট ক্রনিক ব্যাধির মত চলতে থাকবে এবং অন্য দিকে চাষী যে পণ্য মূল্য পেতে পারে সেই পাওয়ার দিক থেকে অসুবিধা ঘটতে পারে। এই বিলের এক্সপ্ল্যানেশান দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এখানে ব্যক্তিগত মালিকানা রাখার প্রচেষ্টা আছে হয়ার এ পারসন হ্যাজ মোর দ্যান ওয়ান ওয়্যারহাউস, হি স্যাল অবটেইন এ সেপারেট লাইসেন্স। তাহলে এতে দেখা যাচ্ছে যে একটা লোক একাধিক ওয়ারহাউস রাখতে পারবে এবং এর মানে হচ্ছে যারা একচেটিয়া ব্যবসায়ী একচেটিয়া যারা শোষক শ্রেণী তাদের একবারে খোলা চেক দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য আমি এই তিনটা সংশোধনী এনেছি—একটা হচ্ছে, পার্সনের

জায়গায় কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি করা হোক এবং ওর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যেটুকু প্রোনাউন হিসাবে হিজ আছে সেটাকে ইটস করা হোক এবং এক্সপ্ল্যানেশনটাকে অমিট করা হোক। আমরা এই ধারার গুরুত্বটা যেভাবে দেখছি সেইভাবে তিনি যদি দেখাবার চেষ্টা করেন তাহলে সুখী হব এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

অধ্যক্ষ মহাশয়, একই আপত্তি সমস্ত এ্যামেন্ডমেন্টের মধ্যে দেখছি, প্রত্যেক জায়গায় কো-অপারেটিভ সোসাইটি, কোথাও মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি বসান হোক এবং বলা হচ্ছে যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি না দিলে প্ল্যানিং কমিশনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। আমি বলেছি কো-অপারেটিভ সোসাইটি যদি ঐ জায়গায় বসাই তাহলে যে জায়গায় কো-অপারেটিভ সোসাইটি নেই সেখানে অন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং এই রকম কথা দেওয়া এখন সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, পাবলিক সেক্টরে কোন বাধা হচ্ছে না, স্টেট ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশন থাকছে এবং সরকারের নিজস্ব ওয়্যারহাউস ফাংসান করছে, আস্তে বেশী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি দিনে দিনে হবে বেশী করে হবে। কারণ, সমবায় হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, তারপরে পরিপূরক হিসাবে আমরা প্রাইভেট ওয়্যারহাউস করতে চাই। যারা শোষণ করছে, যারা দাদন দিয়েছে যারা চাষীদের ন্যায্য মূল্য দেয় না তাদের আমরা খানিকটা কন্ট্রোল করতে পারব এই বিশ্বাস করছি। "কো-অপারেটিভ সোসাইটি" এখানে দেওয়া সম্ভব নয় বলে আমি দুঃখিত। তরুণবাবুর অ্যামেন্ডমেন্টে আছে

A co-operative body may subject to the provisions of this Act have its Warehouse licensed in respect of any class or classes of goods

এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, সিডিউলে যা আছে সেই সব গুডস-এর জন্য আমরা ওয়্যারহাউস করতে চাই। দরকার হলে সিডিউল আমরা এ্যামেণ্ড করতে পারব। কিন্তু "এনি ক্লাস অব ক্লাসেস অব গুডস" হলে এমন অনেক জিনিস থাকতে পারে যা অন্য গুডস-এর ক্ষতি করতে পারে বা নষ্ট করতে পারে। সেজন্য সংশোধনী গ্রহণ করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

The motion of Shri Tarun Kumar Sen Gupta that for clause 3, the following be substituted.—

"3 A co-operative body may, subject to the provisions of this Act, have its warehouse licensed in respect of any class or classes of goods"

was then put and lost

The motion of Shri Balai Lal Das Mahapatra that in clause 3, line 1, for the word "person" the words "Co-operative Society" be substituted was then put and lost

The motion of Shri Balai Lal Das Mahapatra that in *Explanation* to clause 3, line 1, for the word "person" the words "Co-operative Society" be substituted was then put and lost

The motion of Shri Balai Lal Das Mahapatra that in Explanation to clause 3, line 2, for the word "he" the word "it" be substituted was then put and lost.

Shri Monoranjan Hazra:

ওখানে এ্যাকর্ডিং টু দি সিডিউল এই ভাবে যদি বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে নিতে পারেন কিনা ?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

আমি "কো-অপারেটিভ সোসাইটি" নিতে পারব না।

The motion of Shri Monoranjan Hazra that in clause 3, line 1, for the word "person" the words "Co-operative Marketing Society" be substituted was then put and lost

The motion of Shri Monoranjan Hazra that in clause 3, line 2, for the word "his" the word "its" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that in clause 3, the Explanation be omitted was then put and lost.

[3-45—3-55 p.m.]

The motion of Shri Tarun Kumar Sen Gupta that for clause 3, the following be substituted :—

"3. Any registered Marketing Co-operative Society may, subject to provisions of this Act, have its warehouse licensed in respect of any class or classes of goods."

was then put and a division taken with the following result :—

Noes—93

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdul Gafur, Shri
Abdul Latif, Shri
Abdul Hashem, Shri
Ashadulla Choudhury, Shri
Baidya, Shri Ananta Kumar
Bankura, Shri Aditya Kumar
Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit
Banerjee, Shri Baidyanath
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerjee, Shrimati Maya
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Basu, Shri Abani Kumar
Bauri, Shri Nepal
Bazlur Rahaman Dargapuri, Moulana
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Bose, Shri Promode Ranjan
Chakravarty, Shri Hrishikesh
Chakravartty, Shri Jnantosh
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Chunder, Dr. Pratap Chandra
Das, Shri Abanti Kumar
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radhanath
Das, Shrimati Santi
Das-Adhikari, Shri Radha Nath
Das Gupta, Dr. Susil
Dhar, Shrimati Charu Shila
Dutta, Shri Asoke Krishna
Ghose Chowdhury, Dr Ranjit Kumar
Guha, The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar
Hansdah, Shri Bhusan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Khamrai, Shri Niranjan
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Mahammed Giasuddin, Shri

Mahanty, The Hon'ble Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Maitra, Shri Anil
Maitra, Shri Birendra Kumar
Maity, Shri Bijoy Krishna
Majhi, Shri Budhan
Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shrimati Santilata
Mondal, Shri Sisburam
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar
Mukherjee, Shri Santosh Kumar
Mukherjee, Shri Shankar Lal
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pandit, Shri Krishna Pada
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik Shri Tarapada
Raikut, Shri Bhupendra Deb
Ray, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Arabinda
Roy, Shri Bankim Chandra
Roy, Dr Indrajit
Roy, Shri Nepal Chandra
Roy Shri Pranab Prosad
Roy, Shri Tara Pada
Saha, Dr Biswanath
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sarker, Shri Narendra Nath
Sen Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shamsuddin Ahmed, Shri
Shamsul Bari, Shri Syed
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha, Shri Hiralal
Sinha, Shri Phanis Chandra
Thakur, The Hon'ble Promatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tushar
Wangdi, The Hon'ble Tenzing

Ayes—37

Abul Mansur Habibullah, Shri Syed
Adhikary, Shri Sailendra Nath
Bagdi, Shri Lakhan
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Debi Prosad
Basu, Shri Hemanta Kumar

Basunia, Shri Sunil
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Bhattacharyya, Dr. Kanai Lal
Choubey, Shri Narayan
Das, Shri Nikhil
Das Mahapatra, Shri Balai Lal
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Radhika
Ghosh, Shri Deb Saran
Ghosh, Shri Sambhu Charan
Guha, Shri Kamal Kanti
Hembram, Shri Jaleswar
Hazra, Shri Monoranjan
Kisku, Shri Mangla
Mahata, Shri Padak
Mahato, Shri Girish
Majhi, Shri Kandru
Mandal, Shri Adwaita
Mandal, Shri Siddheswar
Mitra Shrimati Ila
Mukherjee, Shri Girija Bhusan
Murmu, Shri Nathaniel
Murmu, Shri Nimai Chand
Nawab Jani Meerja, Shri Syed
Raha, Shri Sanat Kumar
Roy, Dr. Narayan Chandra
Roy Pradhan, Shri Amarendra Nath
Saha, Shri Abhoy Pada
Sarkar, Shri Dharanidhar
Sen Gupta, Shri Tarun Kumar
Soren, Shri Suchand

The Ayes being 37 and the Noes 93, the motion was lost

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

Shri Amarendra Nath Roy Pradhan: Sir, I beg to move that in clause 4, lines 3 and 4, for the words "jurisdiction over such areas as may be specified in such notification" the words "following persons at Subdivisional Levels:—(i) Subdivisional Officer (ii) Local M.L.A and M.P (iii) Agriculture Marketing Officer, (iv) Local Block Officers" be substituted

Mr. Speaker, Sir, আমি ক্লজ নং ৪এ যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট নিয়ে এসেছি, সেটা যদি মূল ক্লজের সঙ্গে যোগ করা যায় তাহলে সম্পূর্ণ ক্লজটা দাঁড়ায়

The State Government may, by notification in the Official Gazette, from time to time appoint Warehouse Authorities with the following persons at Subdivisional levels; Subdivisional Officer, Local M.L.A and M.P. Agriculture Marketing Officer, Local Block Officers

আমার যে অ্যামেণ্ডমেণ্টটা নিয়ে এসেছি এই জন্যই নিয়ে এসেছি যে, এই যে লোকাল ওয়্যার হাউসিং অথরিটি এরাই লাইসেন্স দেবে ওয়্যারহাউসকে। ওয়্যারহাউস সম্পর্কে লাইসেন্স দেওয়া, লাইসেন্সের কথা যেখানে রয়েছে সেখানে আমাদের সন্দেহ হয় যে লাইসেন্স একমাত্র পাওয়া যায় ঘুষ আর ঘুসিতে। অর্থাৎ ঘুষটাই হচ্ছে লাইসেন্সের একমাত্র ঔষধ, ঘুষ দিলে পরেই লাইসেন্স পাওয়া যায়। লাইসেন্সের কথা যেখানেই রয়েছে সেখানেই আমাদের শংকা থেকে যায় ভবিষ্যতে এর দ্বারা সম্পূর্ণ বিলটাকে কলুষিত করবার চেষ্টা রয়েছে বিলের উদ্যোক্তাদের।

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে আমরা আশংকা প্রকাশ করছি। আশংকা নয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কিছুক্ষণ আগে যে বক্তৃতা করলেন তাতে উনি বললেন তিনি কমিটি অর্থে বলার চেষ্টা করলেন, "কমিটি আমরা করবো না আমাদের ইচ্ছা আছে ডিষ্ট্রীক্ট লেভেলএ অথবা সাবডিভিসন্যাল লেভেলএ কোন অফিসার নিয়োগ করবো।" এতে করে আরো বেশী শংকা জাগে এই জন্যই যে কমিটি অর্থে মোটামুটি বুঝবার চেষ্টা করেছি যে, একটা বিরাট বডি হবে। অর্থাৎ গ্রামের কিংবা সেই এলাকায় কিছু লোককে নিয়ে হবে। যদি কিছু দোষত্রুটি ঘটে তাহলে সেখানকার কিছু গোলমাল থাকবে। যেটা নিয়ে অন্ততঃ পরে বাইরের লোককে বোঝানোর চেষ্টা করা যাবে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক। এক্ষেত্রে তিনি যেকথা বললেন যে, ডিষ্ট্রীক্ট লেভেলএ কোন অফিসার বা সাবডিভিসনাল লেভেলএ যদি কোন অফিসার নিয়োগ করা হবে তাহলে আমার মনে হয় এটা শুধু গ্রামের মধ্যে নয়, এতে যে লাইসেন্স দেওয়া পারমিটের সুবিধাটা কংগ্রেসী কর্তাদের আরো বেশী বেড়ে গেল। অর্থাৎ যে কংগ্রেসের ওয়ার্ক করবে তাকে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য রাইটার্স বিলডিং থেকে নির্দেশ দেওয়া হবে কোনএ কিম্বা চিরকুটে এবং তার ফলে লাইসেন্স সেই ওয়্যারহাউস অ্যাপ্লিক্যাণ্ট-এর কাছে গিয়ে পৌছাবে। যেটা আমরা আশংকা করেছিলাম এই পারসন কথাটার দ্বারা যে এই বিলটার উদ্দেশ্য আর কিছুই না একটা শ্রেণী সৃষ্টি করা হচ্ছে, যারা কৃষককে শোষণ করবে এই ওয়্যারহাউস সৃষ্টি করার ভিতর দিয়ে। এই যে কমিটি, যদি পরিষ্কারভাবে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় না রাখেন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এই বিলের দ্বারা গ্রামের কৃষকদের স্বার্থ বিনষ্ট হবে। সেইজন্যই আমি মনে করছি যে এই কমিটির মধ্যে সাবডিভিসনাল অফিসার স্থানীয় এম. এল এ. এম পি মার্কেটিং অফিসার এবং ব্লক অফিসারকে রাখা হোক, অন্ততঃ মহকুমা ভিত্তিতে। এটা রাখলে মনে করি লালফিতার দৌরাত্ম্য যে কমে যাবে তা নয় অন্ততঃ কিছুটা ডিমোক্রেটিক সেটআপ হবে এবং তার ফলে যদি কোন লাইসেন্স নাও দেওয়া হয় তাহলে অন্ততঃ লাইসেন্স কেন প্রদান করা হল না এই জিনিষটা সাধারণ মানুষ জানতে পারে এবং যারা লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লিক্যাণ্ট হয়েছিল তারাও বুঝতে পারবে। কাজেই সব দিক থেকে বিচার করে আমি মনে করি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আমার এই ক্ষুদ্র অ্যামেণ্ডমেণ্টটি গ্রহণ করবেন।

Shri Kamal Kanti Guha :

মিঃ স্পিকার, স্যার, আমি গতকাল এই আশংকা প্রকাশ করেছিলাম যে এখানে অথরিটিস-এর কথা বলা হয়েছে এখানে অথরিটিসএ তারা বলছেন যে টাইম টু টাইম তারা বাই নোটিফিকেশন তারা এই অথরিটি নিযুক্ত করবেন বা মনোনীত করবেন। এই অথরিটিজদের হাতে বিরাট ক্ষমতা রয়ে গিয়েছে। একটি ক্ষমতা হচ্ছে যে প্রথমেই লাইসেন্স যাঁরা চাইবেন তাদের দরখাস্ত বিবেচনা করা। দ্বিতীয় হচ্ছে মঞ্জুর করা বা নাকোচ করা এবং তৃতীয় হচ্ছে যে এই ওয়্যারহাউসএ যদি কোন দিন গোলমাল উপস্থিত হয় যারা কৃষিজাত দ্রব্য জমা রাখবেন, তাদের সেই জমা করা জিনিস নিয়ে গোলমাল হয় তাহলে অথরিটি সেই আবেদন শুনবেন বিবেচনা করবেন। তদন্ত করবেন। এবং এদের ভবিষ্যতে টাকা পয়সা দেবার সুখ সুবিধার ব্যাপারেও এই অথরিটি দেখবেন। কিন্তু আজকে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন আমরা এখানে দেখছি যে কথাটা আছে বিলে অথরিটির, অথচ তিনি বলছেন যে আমরা একটি লোককে ঠিক করবো, তিনি এই সব ব্যাপার তদন্ত করবেন, লাইসেন্স দেবেন। তাহলে আজকে মন্ত্রীমহাশয় যেকথাটা বললেন যে একটি লোককে আমরা ঠিক করবো অথচ বিলে দেখছি অথরিটিস এই দুইটি অসঙ্গত এবং পরস্পর বিরোধী বলে আমাদের মনে হচ্ছে। সেই জন্যই মনে হয় যে সরকারও নিজেদের বক্তব্য সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত সচেতন নয় এবং কি করবেন তা জানেন না। আমাদের আর একটি কারণ আছে আমি যেখানে আমার সংশোধনী প্রস্তাবে বলেছি লোকাল ব্লক অফিসার এবং এম এল. এ ; এম. পি এদের নেবার কথা এইজন্য বলেছি. . . .

[3-55—4 5 p m]

এই অবস্থা বিশেষ করে সীমান্ত জেলাগুলিতে চলে। সেখানে সীমান্তে যে গ্রামগুলি রয়েছে তাদের বিশেষ ব্যবসা থাকে পাকিস্তানের সাথে অর্থাৎ পাকিস্তানের সংগে চোরাকারবার এদের প্রধান ব্যবসা। আজকে সীমান্ত গ্রামগুলিতে যে সব ব্যবসাদার আছে, ধনী কৃষক রয়েছে তারা দেখা যাবে লাইসেন্স-এর জন্য দরখাস্ত করলেন তারপর একজন যেমন কুচবিহারের জেলা শাসক

তিনি সেটা দেখবেন। কিন্তু একজন জেলা শাসক বা মহকুমা শাসক কে চোরাকারবার করে কাদের দুর্নীতির ব্যবসা রয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে তা হয়ত জানেন না। আমরা হয়ত অনেক সময় এঁদের বলেছি যে অমুক ব্যক্তির চোরাকারবারের ব্যবসা আছে, সেণ্ট্রাল এক্সাইজ এর কর্তৃপক্ষকে বলেছি যাদের তামাকের ব্যবসা আছে, গোডাউন আছে তাদের লাইসেন্স ক্যানসেল করা হোক। তারা বলেছেন আমরা হয়ত বেসরকারী ভাবে জানি এদের চোরাকারবার আছে। কিন্তু আদালত থেকে চোরাকারবারী হিসাবে কনভিকসন না হওয়া পর্যন্ত এদের আমরা চোরাকারবারী বলে ধরতে পারব না। ধরুন এমন একজন ব্যবসাদার বা ধনী কৃষক লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করলেন দেখা গেল যে তার চোরাকারবার রয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে কিন্তু তা সত্ত্বেও কতৃপক্ষ সেই লাইসেন্স নাকচ করতে পারবেন না, কারণ আদালতের সিদ্ধান্ত না হলে, কনভিকসন না, হলে তাদের ধরা যাবে না। কিন্তু যদি এখানে এম এল এ, এম পি থাকেন তারা জানাতে পারবেন যারা অসৎ উপায়ে ব্যবসা করে এবং সেই সমস্ত লোক যদি লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করে তাহলে তারা যাতে লাইসেন্স না পায় তার ব্যবস্থা আপনারা করতে পারেন। সেজন্য বলছি আপনারা একটা কমিটি করুন যে কমিটি মহকুমা ভিত্তিতে হবে তাতে এম এল এ, এম পি থাকবে এবং ব্লক অফিসার থাকবেন। তা না করলে আমি মনে করছি অসৎ ব্যক্তিগত মুনাফা করার জন্য এবং ধনী ব্যবসায়ীদের হাতে আরও সুবিধা দেবার জন্য আপনারা এই বিল এনেছেন। আন্তরিকতা প্রমাণ করবার জন্য যদি কিছুটা সচেতন হন তাহলে এরকম কমিটি করুন। এই হচ্ছে আমার আবেদন।

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that for clause 4 the following be substituted :

"4(1) The State Government shall appoint Warehouse Authorities in every subdivision with the following persons

(a) Two representatives from the Co-operative Marketing Societies within the subdivision;

(b) Two representatives from the Peasants Organisations within the subdivision;

(c) Local MLAs, MLCs and MPs; and

(d) The Subdivisional Magistrate.

(2) The Subdivisional Magistrate shall be the Chairman of the Warehouse Authority

স্পীকার মহোদয়, আমি আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি ঠিক সময় মুভ করতে পারিনি। আপনি এখন মুভ করতে দিয়েছেন সেজন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই চার নম্বর ক্লজ যেখানে ওয়্যারহাউস কর্পোরেসন-এর কথা বলা হয়েছে সেখানে আমি একটা সংশোধনী রেখেছি এজন্যে যে এই বিলটি যখন হয়েছে এই বিলটির অর্ডার ৪ বিভিন্ন ধারা উপধারা আছে সে সম্পর্কে গভীর আপত্তি আছে।

আমি যেকথা বলতে চাইছিলাম যে এই বিলটির মধ্যে যে আশা করার আছে এর নামের মধ্যে দিয়ে সেই আশাটা এত সময়োচিত বলে আমি মনে করি যে যখন আমাদের কৃষকরা জিনিসের ন্যায্য দর পাচ্ছে না এবং আমাদের বিপণন বিপর্যস্ত হচ্ছে এই রকম পরিস্থিতির মুখে এই রকম একটা বিল এসেছে। যদিও এর বিভিন্ন ধারা উপধারা সম্পর্কে গভীর আপত্তি আছে, সেইজন্য ঠিক এটাকে এতবেশী লোকে চাইবে এর চাহিদা এত ব্যাপক হবে এবং এত প্রয়োজনীয় হবে যখন শুধু একটা এবস্ট্রাক্ট একটা কথা বলে দিলে চলবে না, যে শুধু ঐ ওয়্যারহাউস অথরিটি বললেই চলবে না। এজন্য সমস্ত এলাকায় যে চাহিদা হবে সেই চাহিদাকে বাস্তবে তাদের প্রয়োজন মেটাতে এই রকম ভাবে ওয়্যারহাউস অথরিটি চারিদিকে করতে হবে—এই হচ্ছে চাহিদা, বাস্তব অবস্থা এই। সেইজন্য প্রত্যেক মহকুমায় এই ভাবে করা হউক। এইজন্য আমার সংশোধনী। এবং সেখানে বেশী খুব বাড়িয়ে লাভ নাই। কয়েকজন যারা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং এর মধ্যে জড়িয়ে আছেন সেই সাবডিভিসনের মধ্যে তাদের প্রতিনিধি নিন, কৃষকদের প্রতিনিধি নিন, কৃষকদের প্রতিনিধি কৃষকদের যে সমস্ত সংগঠন আছে—আমি জানি কংগ্রেসেরও একটা কৃষক সংগঠনীর দিক আছে, তাদের প্রতিনিধি নিন।

4-5—4-15 p.m.]

এবং তার বাইরে আর যে সমস্ত কৃষক অরগানাইজেশন আছে তার নিন, পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সভা বহুদিনের পুরানো প্রতিষ্ঠান তার প্রতিনিধি নিন এবং লোক্যাল এম এল এ, এম এল সি, এম পি-দের নিন, এবং সাবডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেটকে নিন। লোকাল এম এল এ, এম এল সি, এম পি-দের সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা এখানে বলেছেন সেজন্য আমি আর কিছু বলতে চাই না। সাবডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেটকে নেবার প্রয়োজনীয়তা এই জন্য যে এর যে প্রশাসনিক একটা দিক আছে সেটা এর মধ্যে দিয়ে কার্যকরী করা সম্ভব হবে। সব যদি বেসরকারী লোক রাখেন তাতে প্রশাসনিক দিকটার সুবিধা হবে না বলে আমি মনে করি। এবং সাবডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট এর চেয়ারম্যান হবে তা না হলে কে মিটিং ডাকবেন কে ব্যবস্থা করবেন সেই জন্য আমি এটা রেখেছি। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এইরকম একটা ভেগ অ্যাবসট্রাক্ট জিনিস না রেখে সোজাসুজি কি ভাবে ওয়্যারহাউস অ্যাথরিটিস গঠিত হবে সেটা করুন। একটা মনোভাব এই হাউসের মধ্যে দেখেছেন যেখানে আমাদের দুঃখ, যেখানে আমাদের কষ্ট সেটা হচ্ছে এই যে সর্ব বিষয়ে যদি গভর্ণমেণ্ট কুক্ষিগত করতে চান সব ক্ষমতা যদি হাতে রাখতে চান তাহলে তার ফল উল্টো হবে। এবং জানি না একথা বললে আপনি ক্ষুব্ধ হবেন কি না যে গভর্ণমেণ্ট যাতে হাত দিচ্ছে তাতেই মানুষকে ডোবাচ্চে। এই রকম একটা ফিলিং আছে। সে জন্য আমি আশা করি আপনি আমার সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে এই বিলটাকে গ্রহণযোগ্য করতে পারেন। তাহলে সত্যিকারের জনসাধারণের জন্য একটা ভাল কাজ হবে।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীকমল গুহের আশঙ্কা ছিল যে এই ওয়্যারহাউস অথরিটি বোধ হয় কংগ্রেসের লোক হবে এবং কংগ্রেসের লোক সব ওয়্যারহাউস-এর লাইসেন্স পাবে। সেই জন্য আমি বলেছিলাম সে রকম কোন আমাদের কনটেম্প্লেসন নাই। একজন দায়িত্বশীল অফিসার এর আথরিটি হবেন। সুতরাং তাঁর এই পাল্টা যে সমস্ত প্রস্তাব আসছে এম পি, এম এল এ—এই সব রাজনীতি এর মধ্যে না আনাই ভাল—একজন অফিসারের উপর দেওয়া ভাল বলে মনে করি। বিশেষ করে লাইসেন্সিং এর পাওয়ারটা এই রকম কোন কমিটি বা সাধারণের উপর দেওয়া হয় না। এই জন্য আমি এই সংশোধনী গ্রহণ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

The motion of Shri Amarendra Nath Roy Prodhan that in clause 4, lines 3 and 4, for the words "jurisdiction over such areas as may be specified in such notification" the words "following persons at subdivisional levels :— (i) Subdivisional Officer, (ii) Local M L A and M P., (iii) Agricultural Marketing Officer and (iv) Local Block Officers" be substituted was then put and lost

The motion of Shri Monoranjan Hazra that for clause 4, the following be substituted :

"4(1) The State Government shall appoint Warehouse Authorities in every subdivision with the following persons :—

(a) Two representatives from the Co-operative Marketing Societies within the subdivision;

(b) Two representatives from the Peasants Organisations within the subdivision;

(c) Local M L As, M L Cs and M.Ps; and

(d) The Subdivisional Magistrate.

(2) The Subdivisional Magistrate shall be the Chairman of the Warehouse Authority."

was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5

Shri Abhoy Pada Saha : I move that after clause 5(2)(c), the following be added :

"(d) that the applicant has not been convicted of an offence involving moral turpitude".

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলে ৫ নম্বর ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা, কারণ এই ধারায় বলা হয়েছে যে ঐ অয়্যারহাউস-এর লাইসেন্স দেওয়া হবে। লাইসেন্স দেবার জন্য কতকগুলি কণ্ডিসন ঠিক করা হয়েছে কিন্তু সেই দুইটা কি তিনটা কণ্ডিসন দেওয়া হয়েছে যাতে মনে হচ্ছে খুব ব্যাপকভাবে লাইসেন্স দেওয়া হবে। কিন্তু এই অয়্যারহাউস-এর যে বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এই অয়্যারহাউস-এর উপর পল্লীবাংলার অর্থনৈতিক দিক অনেকখানি নির্ভর করছে। সেজন্য এই কণ্ডিশন যদি আরেকটু ভাল ভাবে তৈরী হত তাহলে ভাল হত। যাতে আরও লোক অয়্যারহাউস-এর লাইসেন্স পেতে না পারে সেই ভাবে এই ধারাটি করলে ভাল হত। কারণ আমাদের তো জানা আছে যে আমাদের দেশে কোন শ্রেণীর লোক অসৎ, অসৎ, কোন ব্যবসায়ী কোন জোতদার অসৎ, কারা বেশী কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে—একথা তো জানা কথা। প্রায় সব এলাকার লোক জানে সেখানকার যে থানা অফিস সেই থানার সব অফিসাররা জানেন, এস ডি ওরা জানেন। এটা সবাই জানেন যে সেখানকার দায়িত্বশীল অফিসাররা প্রায়ই জানেন যে সেই এলাকার জোতদার ব্যবসায়ী অবস্থাপন্ন ব্যক্তি কারা সৎ কারা অসৎ। সেই জন্য আমার বক্তব্য যাতে অন্তত সৎ ব্যক্তি লাইসেন্স পেতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই ধারা করা উচিত ছিল। সেজন্য আমি একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি যে

that the applicant has not been convicted of an offence involving moral turpitude

যাতে কিছুটা বাধ থাকে যে ঐ অসৎ লোকের হাতে যেন অয়্যারহাউস না পড়ে। কারণ বাংলা দেশের যে উন্নতির কথা অয়্যারহাউস দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে, এই হাউসে সেই আশা পোষণ করে বিল তৈরী করা হচ্ছে সেটা লক্ষ্য রেখে আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করা উচিত। যদিও একটা ধারা আছে যে স্যাটিসফাই হয় তাহলে এই রুক্তে ?

that there is no good and sufficient reason for refusing the licence.

এই যে গুড বিজন এটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। সেজন্য একটু কণ্ডিশন থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। এই ধারাটি মন্ত্রীমহাশয় বিবেচনা করে দেখবেন।

Shri Tarun Kumar Sen Gupta : Sir, I beg to move that the following item be added after clause 5(2)(c) :—

"(d) that the applicant will have to submit a sanctioned plan for the appropriate local authorities."

এটার সম্বন্ধে আমি বিশেষ ব্যাখ্যা করতে চাইনা কারণ মন্ত্রীমহাশয় বুঝতে পারছেন অয়্যারহাউস আর্কিটেক্ট যা যা দিতে হবে তার জন্য একটা স্যাংশণ্ড প্ল্যান দিতে হবে এটাই আমার বক্তব্য।

Shri Deb Saran Ghosh : Sir, I beg to move that after clause 5(2)(c), the following be added :

"(d) that the applicant has not been convicted of an offence involving moral turpitude."

আমার এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট সম্বন্ধে অভয়বাবু অনেক কথা বলেছেন। আমি গতকাল সাধারণ বক্তৃতার সময় এই সংশয় প্রকাশ করেছিলাম যে গ্রামে যারা টাকাওয়ালা এবং জোতদার শ্রেণীর লোক আছে তাদের ইণ্ডিভিজুয়াল অয়্যারহাউস করবার সুযোগ দিলে তারাই এই সমস্ত অয়্যারহাউস করবার সুযোগ পাবে—গরীব মানুষরা এই অয়্যারহাউসের মালিক হতে পারবে না। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে এ্যাপ্লিকাণ্টদের লাইসেন্স দেবার আগে যে সমস্ত গুণ বিচার করতে হবে তার মধ্যে এটা বিচার করতে বলছি যে, যারা নৈতিক দিক থেকে বিভিন্ন কোর্টে সাজা পেয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তিকে যেন লাইসেন্স না দেওয়া হয়। এই জন্য আমি এই জিনিসটি অ্যাড করতে বলছি এবং আশা করছি মন্ত্রীমহাশয় এটা চিন্তা করবেন।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

স্যার, শ্রীঅভয়পদ সাহা নিজেই বলেছেন, ক্লজ ফাইভ (টু) (সি-তে) রিফিউজ করার ব্যাপারে ব্যবস্থা আছে যে, দ্যাট দেয়ার ইজ নো গুড এ্যাণ্ড সাফিসিয়েণ্ট রিজন ফর রিফিউজিং দি লাইসেন্স। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ওয়ারহাউস অথরিটি যদি স্যাটিসফাইড হন তাহলে লাইসেন্স দেওয়া হবে। মরাল টার্পিচুড এর মধ্যে নিশ্চয়ই আসবে এবং শুধু তাই নয়, ক্লজ ফাইভ (ফোর-এ) এই ব্যবস্থা আছে যে, কেন রিফিউজ করা হবে সেটা রেকর্ড করা হবে সুতরাং দেখা যাচ্ছে মরাল টার্পিচুড এর মধ্যে আসবে এবং সেহেতু এটাকে রিডাণ্ডাণ্ট বলে আমি মনে করি। তারপর, তরুণবাবু এ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছেন যে লোকাল অথরিটি-এর স্যাংসণ্ড প্ল্যান নিতে হবে। আমার মনে হয় তিনি মিউনিসিপ্যাল এলাকার কথা ভেবেছেন কারণ তিনি একজন কমিশনার। সেটাতো নিতেই হবে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় যেখানে ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া

Clause 5 (2)(a) that the warehouse is suitable for the storage of the class or classes of goods in respect of which the license has been applied for.

এ সম্পর্কে ওয়ারহাউস অথরিটিকে স্যাটিসফাইড হতে হয় এবং যদি দেখা যায় তিনি স্যাটিসফাইড নন তাহলে স্যাংসন করা হবে না। কাজেই আমি এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করতে পারছি না—রিডাণ্ডাণ্ট বলে মনে করি।

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that after clause 5(2)(c), the following be added :

"(d) that the applicant has not been convicted of an offence involving moral turpitude"

was then put and lost

The motion of Shri Tarun Kumar Sen Gupta that the following item be added after clause 5(2)(c)

"(d) that the applicant will have to submit a sanctioned plan for the appropriate local authorities."

was then put and lost

The motion of Shri Deb Saran Ghosh that after clause 5(2)(c), the following be added :

"(d) that the applicant has not been convicted of an offence involving moral turpitude"

was then put and lost.

The question that Clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 6

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that in clause 6, in line 3, after the words "for renewal", the words "before expiry of the prescribed period of the license." be inserted.

স্যার, যেখানে আছে টাইম টু টাইম সেখানে আমি বলছি যে প্রেসক্রাইবড টাইম এক্সপায়ার করবার আগে যাতে রিনুয়াল-এর জন্য দরখাস্ত করে সেটা করা উচিত। কারণ এক্সপায়ার করে গেলে তারপর যদি দরখাস্ত করে তাহলে তার মধ্যে আইনগত অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে এবং ডিপোজিটর মুস্কিলে পড়তে পারে। এই সমস্ত কারণে আমি এটা মুভ করেছি।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

স্যার, উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে, বিফোর এক্সপায়ারী অব দি প্রেসক্রাইবড পিরিয়ড অব দি লাইসেন্স দরখাস্ত করতে হবে। এক্সপায়ার করবার পর দরখাস্ত করতে পারবেনা, এরকম হার্ড এ্যাণ্ড ফাস্ট নিয়ম করা ঠিক হবে না। কারণ পিরিয়ড যদি এক্সপায়ার করে যায় এবং তারপর রিনিউয়াল-এর দরখাস্ত করে তাহলে সেটা বিবেচনা করা হবে না এরকম একটা ব্যবস্থা করতে আমরা রাজী নই।

The motions of Shri Monoranjan Hazra that in clause 6, in line 3, after the words "for renewal", the words "before expiry of the prescribed period of the license." be inserted, was then put and lost.

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 7

[4-15—4-25 p.m.]

Shri Abhoy Pada Saha: Sir, I beg to move that in clause 7(1)(c), lines 3 and 4, the words "in the opinion of the Warehouse Authority" be omitted.

I also move that after clause 7(1)(d), the following be added :—

"(e) if the licensee has been convicted for an offence involving moral turpitude"

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ৭নং ক্লজ এই বিলের এটা হচ্ছে যে ঐ লাইসেন্স দেবার পর আবার লাইসেন্স বাতিল করে দেবার ব্যবস্থা এই ৭নং ক্লজে বলা হয়েছে। বাতিল করার কতকগুলো কারণ এতে উল্লেখ করা হয়েছে—আমি আমার এ্যামেণ্ডমেণ্টে ক্লজ ওয়ান সেভেন সিতে আমি বলতে চাচ্ছি ইন দি অপিনিয়ন অব দি ওয়ারহাউস অথরিটি—এই কথাটা তুলে দেবার জন্য- যে ওপিনিয়ন অব দি ওয়ারহাউস অথরিটি অর্থাৎ ওয়ারহাউসের খেয়াল খুশীর উপর এটা নির্ভর করছে। এতে বলা হচ্ছে যে যদি অসম্ভব রকম চার্জ ওয়ার-হাউসের মালিক করে—অত্যন্ত বেশী চার্জ—তাহলে যদি মনে করেন, ঐ অথরিটি যদি খুব বেশী চার্জ যদি মনে করেন তাহলে তার লাইসেন্স বাতিল করা হবে এই বিধি এতে আছে—কিন্তু মনে করা সেটা যদি অথরিটির কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর যদি কোন দুর্বলতা থাকে তাহলে তাঁর সেটা মনে নাও করতে পারেন এ ঘটনা হতে পারে—যে অথরিটির ব্যক্তি বিশেষের উপর দুর্বলতা থাকতে পারে তখন সেক্ষেত্রে তার মনে নাও হতে পারে যে নানা রকম অবস্থা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তিনি একটি অর্ডার দিয়ে দিলেন যে না ঠিকই চার্জ হয়েছে তাহলে তার লাইসেন্স বাতিল হবে না কিন্তু তার পাশে যে সমস্ত ওয়ারহাউস থাকবে তার চার্জ কম এবং এর চার্জ বেশী এই অবস্থা চলা উচিত নয় সেই জন্য এই অপিনিয়ন—ইন দি অপিনিয়ন অব দি ওয়ার হাউস অথরিটি—এই কথাটি তুলে দিলে তাহলে এর অর্থ হবে এবং ঠিক ঠিক ব্যবস্থা হতে পারে সেই জন্য আমি এই এমেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি।

আর সেকেণ্ড আর একটি এ্যামেণ্ডমেণ্ট দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আগে যেমন পাঁচ নং ধারাতে যে এ্যামেণ্ডমেণ্টটি দিয়েছিলাম ঠিক সেই কথাগুলোই এই এ্যামেণ্ডমেণ্টে আছে সেটা এ্যাড করতে বলছি যে

if the licencee has been convicted for an offence involving moral turpitude

এটা আমি ৭নং ধারাতে যোগ করে দিতে বলছি যে যদি কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি নৈতিক অধঃপতনের জন্য যদি তার কোন শাস্তি হয় তাহলেও তাকে লাইসেন্স দেওয়া উচিত নয় —তার লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দেওয়া উচিত। আশা করি মন্ত্রিমহাশয় এটা বিবেচনা করে-দেখবেন।

Shri Balailal Das Mahapatra : Sir, I beg to move that in clause 7 (1)(b), line 1, for the word "his" the word "its" be substituted.

Shri Deb Saran Ghosh: Sir, I beg to move that in clause 7(1)(c), lines 3 and 4, the words "in the opinion of the Warehouse Authority" be omitted.

I also move that after clause 7(1)(d), the following be added:—

"(e) if the licencee has been convicted for an offence involving moral turpitude."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ৭ নম্বর ক্লজে (১) (সি)তে ওয়ারহাউস অথরিটিকে সুপ্রীম অথরিটি করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা ইচ্ছা করলে লাইসেন্স ক্যানসেল করে দিতে পারেন। ওয়ার

হাউস অথরিটি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। কারা অথরিটি হবেন আমরা এখনও পর্য্যন্ত জানি না। আমরা ধরে নিচ্ছি যে সরকার মনোনীত ব্যক্তিরা অথরিটি হবেন, অথরিটি হলে তাঁরা যদি মনে করেন যে তাঁরা সন্তুষ্ট নন তাহলে ওয়ারহাউস অথরিটি লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দিতে পারেন। ওয়ারহাউস অথরিটিকে সুপ্রীম অথরিটি বলে বলা হচ্ছে। সেজন্য আমার এ্যামেণ্ডমেণ্টে ইন দি অপিনিয়ান অব দি ওয়ারহাউস অথরিটি এইটুকু তুলে দিতে বলেছি।

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that for sub-clause (3) of clause 7, the following be substituted :—

"(3) In cases coming under clause (c) of sub-section (1) the warehouse authority shall realise the excessive or unreasonable charges from the licensee and shall make over to the then depositors according to their quantity of goods stored

(3a) In cases coming under clause (d) of sub-section (1) the warehouse authority instead of proceeding under sub-section (1) or sub-section (2) may direct the licensee to deposit Rs 1,000 as security of his good conduct in future "

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি ৭নম্বর ধারার (১) (সি) যেটা আছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কথাগুলি সেটা বলতে চাই, তারপর ডি সম্পর্কে পরে বলছি। প্রথম কথা হচ্ছে সি তে আছে

if the charges in respect of any goods stored with the licensee or of any services in connection with such goods are, in the opinion of the Warehouse Authority, excessive or unreasonable

এখন যদি এক্সসেসিভ এবং আনরিজনেবল হয় তাহলে তার জন্য আপনি পানিসমেণ্টের কি ব্যবস্থা করেছেন, না ওয়ারনিং। খুব মুস্কিলের ব্যাপার। ধরুণ, এক্সসেসিভ চার্জ করে ২-৫ হাজার টাকা ঘুরিয়ে নিল। একটা ওয়ারনিং এর দ্বারা তার ব্যবস্থা হয়ে গেল? আমি সেজন্য সেদিকে লক্ষ্য রেখে বলেছি যদি এই রকম এক্সসেসিভ চার্জ করে তাহলে সেখানে ডিপজিটারদের কিছু প্রোটেকসান দিতে হবে। আপনি সেটা রিয়েলাইজ করুন, করে ডিপজিটারদের আপনি দিন এই আমার কথা। তারপর, ডিতে রয়েছে

contravened or failed to comply with any of the provisions.

তা যদি হয় তাহলে সেখানে ঐ একই ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে, ওয়ারনিং। আমার কথা হচ্ছে এটা মারাত্মক ব্যাপার। আইনের যে প্রভিসান সেগুলি যদি না মানে তাহলে সেখানে আপনার কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। সেই ব্যবস্থাটা আমি বলেছি

instead of proceeding under sub-section (1) or sub-section (2) may direct the licensee to deposit Rs 1,000 as security of his good conduct in future,

ভবিষ্যতে যাতে তার সততা প্রমাণিত হয় তার জন্য সে সিকিউরিটি মানি হিসাবে হাজার টাকা সেখানে ডিপজিট দিতে বাধ্য থাকবে। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে এটা ভেবে দেখতে বলব। আপনি দুটোকে একেবারে মুড়ি মুড়কি করে দিয়েছেন। লাইসেন্সি যদি এক্সসেসিভ চার্জ করে তাহলে তার থেকে তা রিয়েলাইজ করবার কোন ব্যবস্থা নেই এবং ডিপজিটারকে প্রোটেকসান দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। যা তাদের মাল ছিল সেই অনুযায়ী তাদের ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এই দুটো এ্যামেণ্ডমেণ্ট রাখছি ৩ নম্বর উপধারার বদলে। আমি আশা করি সে দিক থেকে চিন্তা করে কিছু করবেন।

Shri Nikhil Das:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি অভয়বাবুর এ্যামেণ্ডমেণ্টটা সাপোর্ট করছি। অভয়বাবু ৫ নম্বর ক্লজের উপর যখন এটা মুভ করেছিলেন তখন বলেছিলেন দেয়ার ইজ নো গুড এ্যাণ্ড সাফিসিয়েণ্ট রিজন। এই সাফিসিয়েণ্ট রিজনের মধ্যে মোরাল টার্পিটিউডটা পড়ে যায়। কিন্তু ৭ নম্বরে যখন আসছি সেটা পাচ্ছি না। ৭ নম্বরে পাচ্ছি যে রুল তাঁরা করবেন সেই রুল

যদি কণ্ট্রাভিন করে তবে ক্যানসেল করা হবে। কিন্তু মোরাল টার্পিটিউডটা ইম্পর্ট্যাণ্ট ব্যাপার। একজনকে লাইসেন্স দেওয়া হল, তারপর তার যদি কনভিকসান হয় তাহলে তার লাইসেন্স ক্যানসেল করতে হবে। এটা রুলে রাখা দরকার নেই, এর মধ্যে নিলে নীতির দিক থেকে কোন অসুবিধা নেই এবং কোন দিক থেকে কোন ক্ষতি নেই। সেজন্য স্পেসিফিক্যালি এ্যাক্টের মধ্যে নেবার জন্য এ্যামেণ্ডমেণ্ট দেওয়া হয়েছে।

[4-25—4-35 p.m]

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

স্যার, সেক্সন ৭(১) এবং সেক্সন ৭(১)(সি) যদি এক সঙ্গে পড়া যায় তা হলে দেখা যাবে একসেসিভ অব আনরিজেনেবল হচ্ছে কিনা এটার বিচার করতে হবে। In the opinion of the Warehouse authority ছাড়া কি করে ওপিনিয়ান ঠিক করবে whether the charge is so, is a matter of opinion. সুতরাং in the opinion of the Warehouse authority—এটা বাদ দিলে কি করে হবে আমি বুঝতে পারছি না। সেজন্য আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা গ্রহণ করতে পারছি না। অন্য প্রভিসন কণ্ট্রাভিন করলে ক্যানসেলেসনের প্রভিসন আছে।

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that in clause 7(1)(c), lines 3 and 4, the words "in the opinion of the warehouse authority" be omitted, was then put and lost

The motion of Shri Balai Lal Das Mahapatra that in clause 7(1)(b), line 1, for the word "his" the word "its" be substituted

The motion of Shri Deb Saran Ghosh that in clause 7(1)(c), lines 3 and 4, the words "in the opinion of the warehouse authority" be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Deb Saran Ghosh that after clause 7(1)(d), the following be added :-

"(e) if the licencee has been convicted of an offence involving moral turpitude",

was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that for sub-clause (3) of clause 7, the following be substituted :-

"(3) In cases coming under clause (c) of sub-section (1) the warehouse authority shall realise the excessive or unreasonable charges from the licensee and shall make over to the then depositors according to their quantity of goods stored.

(3a) In cases coming under clause (d) of sub-section (1) the warehouse authority instead of proceeding under sub-section (1) or sub-section (2) may direct the licensee to deposit Rs. 1,000 as security of his good conduct in future."

was then put and a division taken with the following results :—

NOES—83

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdul Gafur, Shri
Abdul Latif, Shri
Abul Hashem, Shri
Ashadulla Choudhury, Shri
Baidya, Shri Ananta Kumar
Bankura, Shri Aditya Kumar
Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit
Banerjee, Shri Baidyanath
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerjee, Shrimati Maya

Banerji, The Hon'ble Sankardas
Bazlur Rahaman Dargapuri, Moulana
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Chakravarty, Shri Hrishikesh
Chakravartty, Shri Jnantosh
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr Kanailal
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radhanath
Das, Shrimati Santi
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Das Gupta, Dr Susil
Dhar, Shrimati Charu Shila
Dhara, Shri Sushil Kumar
Dutta, Shri Asoke Krishna
Ghosh Chowdhury, Dr Ranjit Kumar
Hansda, Shri Debnath
Hansdah, Shri Bhusan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Mohammed Giasuddin, Shri
Mahanty, The Hon'ble Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Maitra, Shri Anil
Maitra, Shri Birendra Kumar
Maity, Shri Bijoy Krishna
Maiya, Shri Murari Mohan
Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shrimati Santilata
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar
Mukherjee, Shri Santosh Kumar
Mukherjee, Shri Shankar Lal
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pandit, Shri Krishna Pada
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Tarapada
Raikut, Shri Bhupendra Deb
Ray, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Arabinda
Roy, Shri Bankim Chandra
Roy, Dr Indrajit
Roy, Shri Nepal Chandra
Roy, Shri Pranab Prasad
Roy, Shri Tara Pada
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar

Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sarkar, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shamsuddin Ahmed, Shri
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha, Shri Hiralal
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tushar
Wangdi, The Hon'ble Tenzing
Ziaul Haque, Shri Md

AYES—33

Abul Mansur Habibullah, Shri Syed
Adhikary, Shri Sailendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Debi Prosad
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basuma, Shri Sunil
Besterwitch, Shri A H
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Bhattacharya, Dr Kanai Lal
Choubey, Shri Narayan
Das, Shri Nikhil
Das Gupta, Shri Sunil
Das Mahapatra, Shri Balai Lal
Dey, Shri Tarapada
Ghosh, Shri Deb Saran
Ghosh, Shri Sambhu Charan
Guha, Shri Kamal Kanti
Hazra, Shri Monoranjan
Mahata, Shri Padak
Mahato, Shri Girish
Majhi, Shri Kandru
Mandal, Shri Adwaita
Mandal, Shri Siddheswar
Mukherjee, Shri Girija Bhusan
Mukhopadhyay, Shri Bhabani
Murmu, Shri Nathaniel
Raha, Shri Sanat Kumar
Roy, Dr Narayan Chandra
Roy Pradhan, Shri Amarendra Nath
Saha, Shri Abhoy Pada
Sen Gupta, Shri Tarun Kumar
Soren, Shri Suchand
Thakur, Shri Shreemohan

The Ayes being 33 and the Noes 83, the motion was lost

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that after clause 7(1)(d), the following be added :—

"(e) if the licensee has been convicted of an offence involving moral turpitude".

was then put and a division taken with the following results :—

NOES—83

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdul Gafur, Shri
Abdul Latif, Shri
Abul Hashem, Shri
Ashadulla Choudhury, Shri
Baidya, Shri Ananta Kumar
Bankura, Shri Aditya Kumar
Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit
Banerjee, Shri Baidyanath
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerjee, Shrimati Maya
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Bazlur Rahaman Dargapuri, Moulana
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Chakravarty, Shri Hrishikesh
Chakravartty, Shri Jnantosh
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr Kanai Lal
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radhanath
Das, Shrimati Santi
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Das Gupta, Dr Susil
Dhar, Shrimati Charu Shila
Dhara, Shri Susil Kumar
Dutta, Shri Asoke Krishna
Ghosh Chowdhury, Dr Ranjit Kumar
Hansda, Shri Debnath
Hansdah, Shri Bhusan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Mahammed Giasuddin, Shri
Mahanty, The Hon'ble Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Maitra, Shri Anil
Maitra, Shri Birendra Kumar
Maity, Shri Bijoy Krishna
Manya, Shri Murari Mohan
Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shrimati Santilata
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar
Mukherjee, Shri Santosh Kumar
Mukherjee, Shri Shankar Lal
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh

Naskar Shri Khagendra Nath
Pandit, Shri Krishna Pada
Pramanik Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Tarapada
Raikut, Shri Bhupendra Deb
Ray, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Arabinda
Roy, Shri Bankim Chandra
Roy, Dr Indrajit
Roy Shri Nepal Chandra
Roy, Shri Pranab Prosad
Roy, Shri Tara Pada
Saha, Dr Biswanath
Saha Shri Dhaneswar
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sarker, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shamsuddin Ahmed, Shri
Shukla Shri Krishna Kumar
Singha Shri Hiralal
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tushar
Wangdi, The Hon'ble Tenzing
Ziaul Haque Shri Md

AYES—33

Abul Mansur Habibullah, Shri Syed
Adhikary, Shri Sailendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Debi Prosad
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basumia, Shri Sunil
Besterwitch, Shri A H
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Bhattacharya, Dr Kanai Lal
Choubey, Shri Narayan
Das, Shri Nikhil
Das Gupta, Shri Sunil
Das Mahapatra, Shri Balai Lal
Dey, Shri Tarapada
Ghosh, Shri Deb Saran
Ghosh, Shri Sambhu Charan
Guha, Shri Kamal Kanti
Hazra, Shri Monoranjan
Mahata, Shri Padak
Mahato, Shri Girish
Majhi, Shri Kandru
Mandal, Shri Adwaita
Mandal, Shri Siddheswar
Mukherjee, Shri Girija Bhusan
Mukhopadhyay, Shri Bhabani
Murmu Shri Nathaniel
Raha, Shri Sanat Kumar

Roy, Dr. Narayan Chandra
Roy Pradhan, Shri Amarendra Nath
Saha, Shri Abhoy Pada
Sen Gupta, Shri Tarun Kumar
Soren, Shri Suchand
Thakur, Shri Shreemohan

The Ayes being 33 and the Noes 83, the motion was lost

The question that clause 7 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clauses 8, 9, 10 and 11

The queston that clauses 8, 9, 10 and 11 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 12

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay: Sir, I beg to move that in clause 12

(1) in sub-clause (2), for the words "sold by public auction", the words "sold in the prescribed manner by public auction" be substituted ,

(2) after sub-clause (2) the following sub-clause be added, namely

"(3) The proceeds of a sale held under sub-section (2) shall be made over by the warehouseman to the depositor after deducting therefrom all amounts due to the warehouseman on account of charges for the storing of the goods and the costs of the sale "

Shri Tarun Kumar Sen Gupta : Sir, I beg to move that in clause 12(2) line 1, for the words "reasonable time" the words "within three months" be substituted

এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট দেবার কারণ হচ্ছে যে এখানে ডিপোজিটারদের মাল যদি কোন সময় নষ্ট হয় ওয়্যারহাউস অথরিটি যদি মনে করে আপনি আপনার আইনে বলতে চাইছেন যে তাকে নোটিস দেওয়া হবে এবং একটা রিজনেবল টাইমের মধ্যে মাল সরিয়ে নিতে হবে কিন্তু এখানে যদি কোন সময় ওয়্যারহাউস অথরিটি কোন কারণে কোন ডিপোজিটরকে অন্যায়ভাবে কোন নোটিশ দেয় তাহলে তার কোন সেফগার্ড কিছু নেই আপনি এখানে বলবেন যে ওয়্যারহাউস অথরিটিকে জানান হচ্ছে, সে একজন ইমপার্শিয়াল লোক অথচ তাকে নোটিস দেওয়া হচ্ছে সুতরাং সে তো এটা দেখতে পারে কিন্তু সবক্ষেত্রে কি তাই হয়? সব কর্মচারী কি সব সময় সৎভাবে কাজ করে? সুতরাং এখানে একটা টাইম বেঁধে দিতে কি অসুবিধা। যদি এমন হয় সত্যিই মালটা রাখলে অন্যান্যদের ক্ষতি হবে টাইমটা কমাতে পারেন। আমি তিনমাস বলেছি সেখানে ২ মাস করতে পারেন কিন্তু একটা কোন টাইম থাকবে না ফিক্সড অথচ ডিপোজিটরকে নোটিশ দিলেই রিজনেবল টাইম লেখা থাকবে মাল সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সে যদি সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে তবে বিক্রি করে দেওয়া হবে অথচ তাকে একটা পিরিয়ড ফিক্স করে দেওয়া হবে না এইটা আমি মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি এবং তাই আমি আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট রাখছি।

Shri Sanat Kumar Raha : Sir I beg to move that in clause 12(1), in line 9, after the word "authority" the words "and the local authority of the Warehouse shall then make an enquiry as to the fact and direct the depositor accordingly" be added

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমার নম্বর ১২র উপরে অ্যামেণ্ডমেণ্ট নম্বর ৭২, এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট দেবার কারণ হচ্ছে এই যে যখন পণ্যাগারের মধ্যে ডিপোজিটরদের গুডস, মালপত্রগুলি ঢুকিয়ে

দেওয়া হল সেই মালগুলো যদি খারাপ অবস্থায় পড়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় ডিটেরিওরেট করে সেই অজুহাতে সেই ডিপোজিটরকে নোটিশ করবেন ওয়্যারহাউসম্যান এবং তারই ইচ্ছা অনুযায়ী সেই ডিপোজিটরকে মাল বের করে নিতে বাধ্য করাবেন। যদি ঠিক টাইম-এর মধ্যে মাল তিনি বের না করে নেন তাহলে তার উপরে নোটিশ দেবার দরুণ সেই মাল অকসনএ সেল করতে পারবেন। এই ব্যাপারে মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মন্ত্রিমহাশয় যে সংশোধনী নিয়ে এসেছেন সেক্ষেত্রে বলবার কিছু নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে এই ধারাতে ওয়্যারহাউস-এর যে মালিক, ওয়্যারহাউসম্যান যিনি, তার উপরে নির্ভর করতে হবে ডিপোজিটরকে। আমরা এটা জানি যে আজকে ওয়্যারহাউসের অভাব দেশে খুব বেশী। এত বেশী যে ওয়্যারহাউস-এ মাল মাল দেবার জন্যে ভীড় লেগে যাচ্ছে। তার একটা লিস্ট তৈরী হবে প্রায়রিটি হিসাবে। কো-অপারেটিভ প্রায়রিটি পাক এই এখন চেয়েছেন আমরাও তেমন চাইবো স্মল পেজেন্ট্রি মিডল পেজেন্ট্রি তারা প্রায়রিটি পাক ওয়্যারহাউস-এ তাদের মাল আগে নিতে হবে। বড় বড় যারা জোতদার আছে, নিজেরা বড় বড় দখান খামার তৈরী করে সেখানে মাল রাখুক। সেই ওয়্যারহাউস-এ অল্প জায়গা, কম ওয়্যারহাউস। সেখানে মাল দেবার জন্য যেরকম ভীড় লেগে যাবে সেখানে আমার আশঙ্কা আছে যে সেই মাল তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেবার জন্য প্রেসার আসবে ওয়্যারহাউসের মালিকের পক্ষ থেকে। যে কোন অজুহাতে যদি তোমার মাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পচে যাচ্ছে, কিম্বা নাই কণ্ট্রোল, এই অজুহাত দেখিয়ে সেই মাল তারা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেবার জন্য এমন চাপ সৃষ্টি করা হবে যে গরীবলোকের তার মাল বের করে নিতে বাধ্য হবে, সেই জায়গাতে অন্য লোকের মাল ঢুকবার ব্যবস্থা হবে ঘুষ নিয়ে। বাস্তবই আমার মনে হয়, বর্তমানে ওয়্যারহাউস যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে এবং যে অভাব ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে ওয়্যারহাউসগুলি তৈরি হচ্ছে, তার এইরকম একটা চেক বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকা দরকার যে ওয়্যারহাউস-এ যে মালটি ঢুকবে সেই মালটি একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড-এ একটা ডিপোজিটরের চাপ দেওয়া সম্ভব না হয় যে তুমি বের করে নিয়ে যাও এবং সেই মাল বের করে নিয়ে গেলে অপর একজন লোক সেই জায়গা পাবে তার জন্য মাল ঢুকিয়ে দেবে সেই ব্যবস্থা করবার জন্য আমি এই একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট নিয়ে এসেছি। অ্যামেণ্ডমেণ্টের বক্তব্য হচ্ছে এই যেখানে আছে প্রভিসিটি সেই প্রভিসিটির জায়গায় এই হবে যে

"after surrendering the warehouse receipt duly discharged and paying all charges due to the warehouseman and shall simultaneously send a copy of such notice to the local representative of the warehouse authority" এরপর add the words "and the local authority of the Warehouse shall then make an enquiry as to the fact and direct the depositor accordingly."

শুধু ওয়্যারহাউস মালিক যিনি তিনিই যা কিছু নির্দেশ দেবেন তাই ডিপোজিটরদের মানতে হবে এইখানে আমি একটি বক্তব্য রাখতে চাই যে যে প্রেসক্রাইবড অথরিটি আছেন সেখানে লোকাল তার নজরে যখন নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে তিনিই একমাত্র কর্তা থাকা উচিত তার বিবেকসম্মত অনুযায়ী ডিপোজিটর চলবেন। যদি প্রেসক্রাইবড অথরিটি দেখেন যে বাস্তবিকই অন্যায় করে তার মাল গোডাউন থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে এই ধরণের একটা সেফগার্ড রাখবার জন্য এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি।

[4-35—4-45 p.m.]

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

স্যার, সনৎবাবুর অ্যামেণ্ডমেণ্ট এবং ভূপালবাবুর অ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করতে পারলাম না। কারণ ওঁরা বলেছেন এনকোয়ারী করবার কথা। এমন মাল থাকতে পারে যেটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড স্টেজ অফ ডিকে। এনকোয়ারী করতে গেলে ডিপোজিটর-এর লোকসান হয়ে যাবে এবং মালটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেইজন্য তিন মাস সময়ও সম্ভব নয় এবং এনকোয়ারী করারও সম্ভব নয়। সেইজন্য আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

The motion of the Hon'ble Smarajit Bandopadhyay that in clause 12

(1) in sub-clause (2), for the words "sold by public auction", the words "sold in the prescribed manner by public auction" be substituted ,

(2) after sub-clause (2), the following sub-clause be added, namely

"(3) The proceeds of a sale held under sub-section (2) shall be made over by the warehouseman to the depositor after deducting therefrom all amounts due to the warehouseman on account of charges for the storing of the goods and the costs of the sale "

was then put and agreed to

The motion of Shri Tarun Kumar Sen Gupta that in clause 12(2), line 1, for the words "reasonable time", the words "within three months" be substituted, was then put and lost

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that in clause 12(1) in line 9 after the word "authority" the words "and the local authority of the warehouse shall then make an enquiry as to the fact and direct the depositor accordingly" be added, was then put and lost

The question that clause 12 as amended do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 13

Shri Sanat Kumar Raha: Sir, I beg to move that in clause 13 (4), in line 5, after the words "Appellate Authority" the words "and the Appellate Authority shall finalise the dispute within a month from the date of reference" be inserted

স্যার, এখানে একটা অ্যাপিল্যাট অথরিটি করা হয়েছে তার কাছে অ্যাপীল করা যাবে। যদি মাল শর্ট হয় এইনিয়ে কোন ডিসপুট অ্যারাইজ করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করার জন্য অ্যাপিল্যাট অথরিটির উপর দেওয়া হয়েছে তার ভাষা হচ্ছে

"In the event of a dispute arising as to whether such shortage or excess is due to dryage or shrinkage or absorption of moisture or is due to other causes beyond the control of the warehouseman, the matter shall be referred to the Appellate Authority "

অর্থাৎ যদি কোন ডিসপুট থাকে আমি ওয়্যারহাউস-এ গিয়ে দেখলাম আমার মাল কমে গিয়েছে ওয়্যারহাউসম্যান বল্লেন ময়েশ্চারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে শুকিয়ে গিয়েছে মাল ফলে আমার মাল শর্ট হয়ে গেল। যদি এইরূপ কোন কারণে ডিসপুট এ্যারাইজ করে তাহলে তার মীমাংসার ভার দেওয়া হয়েছে অ্যাপিলেট অথরিটির উপর এই অ্যাপিলেট অথরিটি নালিশ শুনবেন। আমার কথা হচ্ছে, মামলার বিচার হবে কি? যদি চাষী সেখানে গিয়ে দেখে ওয়্যারহাউসম্যান এ যা সিডিউল নির্দিষ্ট করা আছে তার থেকে বেশি মুনাফা করবার চেষ্টা করেছে, এবং নানা ভাবে আইনকে ফাঁকি দিয়ে দুপয়সা মুনাফা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে তাহলে কি হবে?— আমার বক্তব্য হচ্ছে ওয়্যারহাউসম্যান যাতে এই অসংগত মুনাফা করার সুযোগ না পায় তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তারপর আমি মনে করি অ্যাপিলেট অথরিটির কাছে গিয়েই যে এর প্রতিকার হবে তা হবে না, কারণ, অ্যাপিলেট অথরিটি হয়তো এর মীমাংসা করতে ১-২-৩ মাস লাগিয়ে দিলেন। যদি এই রকমের প্রোভিসন না থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অ্যাপিলেট অথরিটিকে ডিসপুট ফাইনালাইজ করতে হবে তাহলে সেই অ্যাপিলেট অথরিটির কাছে গিয়েও আপিল করেও কোন সুরাহা হবেনা। এই রকম ক্ষেত্রে অ্যাপিলেট অথরিটিকে বিওন্ডাউন করে দেওয়া উচিৎ যে এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ উইদিন এ মান্থ ফ্রম দি ডেট অব রেফারেন্স অ্যাপিলেট অথরিটি মীমাংসা করে দেবেন।" এই রকম একটা ব্যবস্থা না থাকলে শুধু মাত্র অ্যাপীল করে প্রতিকার পাওয়া যাবে না। অ্যাপিলেট অথরিটি গঠন করেছেন তখন এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা একটা সিম্পেল অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর দ্বারা দিলেন কোন গুণগত উৎকর্ষ না হলেও

এতে অন্ততঃপক্ষে চাষীর পক্ষে কিছুটা সুবিচার পাওয়ার সুযোগ হইবে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা রাখা হয়েছে।

Shri Deb Saran Ghosh : Sir, I beg to move that in clause 13(4), in line 5, after the words "Appellate Authority" the words "and the Appellate Authority shall finalise the dispute within a month from the date of reference" be added.

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, আমার আগে সনৎবাবু মহাশয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমার কথা হচ্ছে ডিপোজিটারদের মালের যদি সর্টেজ হয় এবং তার দরুণ কোন বিবাদ হয় তাহলে তার মীমাংসার ভার অ্যাপিলেট অথরিটির উপর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অ্যাপিলেট অথরিটির কাছে যাবার পরে বিচারের নিষ্পত্তি কতদিনে হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ নাই। সেজন্য আমি একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিতে বলছি যে
the Appellate Authority shall finalise the dispute within a month from the date of reference

Shri Amarendra Nath Roy Prodhan : Sir, I beg to move that in clause 13(4), in line 5, after the words "Appellate Authority" the words "and the Appellate Authority shall finalise the dispute within 30 days from the date of reference" be added.

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, ডিপোজিটররা অ্যাপিলেট অথরিটির কাছে যে সমস্ত কেস দেবে তাতে যদি একটি মাত্র কমিটি হয় তাহলে এই সমস্ত কেসের নিষ্পত্তি ৩।৪ বৎসরেও হবে না, সেজন্য আমি পরিষ্কারভাবে প্রস্তাব রেখেছি ৩০ দিনের মধ্যে শেষ করা হোক। মন্ত্রিমহাশয়ের যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে তিনি এটা গ্রহণ করবেন আশা করি।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :

স্যার, মাননীয় সদস্যরা যা বলেছেন তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমি একমত, কিন্তু আমি মনে করি কতদিনে শেষ করবেন সেটা আইনের মধ্যে বেঁধে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ দেরী হলে কি হবে? এটা পরে আমরা এক্সিকিউটিভ অর্ডার-এর মধ্যে ঠিক করে দেব।

[4-45—4-55 p.m.]

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that in clause 13(4), in line 5, after the words "Appellate Authority" the words "and the Appellate Authority shall finalise the dispute within a month from the date of reference" be inserted, was then put and lost

The motion of Shri Deb Saran Ghosh that in clause 13(4), in line 5, after the words "Appellate Authority" the words "and the Appellate Authority shall finalise the dispute within a month from the date of reference" be added was then put and lost

The motion of Shri Amarendra Nath Roy Prodhan that in clause 13(4), in line 5, after the words "Appellate Authority" the words "and the Appellate Authority shall finalise the dispute within 30 days from the date of reference" be added, was then put and lost

The question that clause 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 14

Shri Sanat Kumar Raha: I move that the following proviso be added to clause 14(2):-

"Provided that goods taken delivery once shall not be given priority for being deposited as against other would-be-depositor's claim."

স্যার আমার ১৪নং ক্লজ-এর উপর ৭৪ অ্যামেণ্ডমেণ্ট যেখানে একটা প্রোভাইসো আছে, সেটা হচ্ছে, প্রোভাইডেড দ্যাট গুডস টেক ডেলিভারি ই, টি, সি।

এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট দেওয়ার কারণ হচ্ছে ডেলিভারী অফ গুডস সম্পর্কে ওয়্যারহাউসম্যান এর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে আমি আগেই বলেছি, বর্তমানে ওয়্যারহাউস-এর যেবকম ডিমাণ্ড তাতে ডেলিভারি অফ গুডস-এর ব্যাপারে তারা মুনাফা করবার চেষ্টা করতে পারে। অর্থাৎ, আমার বক্তব্য হচ্ছে যার মাল আগে নেবে তার একটা লিস্ট থাকবে, কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাল অগ্রাধিকার পাবে ওয়্যারহাউস-এ রাখবার জন্য। তারপর আমার বক্তব্য হচ্ছে, যাতে ছোট ছোট পজ্ঞাণ্টি তাদের মাল রাখবার জন্য অগ্রাধিকার পেতে পারে তার জন্য প্রভিসন রাখা উচিত। হয়তো ১০০ লোক ওয়্যারহাউস-এ মাল রাখার জন্য প্রস্তুত সেক্ষেত্রে একটা প্রায়োরিটি লিস্ট থাকা উচিত। ক্লেমাণ্টদের মধ্যে যারা আগে থেকে তালিকাবদ্ধ হয়ে আছেন তাদের প্রায়োরিটি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা এই আইনের মধ্যে নাই। আমি একবার ওয়্যারহাউস-এ মাল রেখেছিলাম, উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে কোন ওয়্যারহাউস-এ পাট রেখে ডেলিভারি রিসিট দিয়ে দেওয়া হল, সেই পাট আবার ওয়্যারহাউস থেকে না বেরিয়ে সেখানেই থাকল, আবার সেখানে রিসিট দেখিয়ে টাকা নিয়ে নেওয়া হল। এরূপভাবে বারবার বেকারি হয়েছে যদি ওয়্যারহাউসম্যান-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মুনাফার চেষ্টা কেউ করে তার প্রতিকারের জন্যই আমি বলছি একবার কোন ওয়্যারহাউস-এ মাল রাখার জন্য যদি ডেলিভারি রিসিট দেওয়া হয়, তা হলে সেই মাল বা সেই লোকের মাল সঙ্গে সঙ্গে ওয়্যারহাউস-এ ঢুকতে পারবে না।

স্যার আমার বক্তব্য হচ্ছে, অ্যাস পার লিস্ট অফ অর্ডার অ্যাণ্ড সিরিয়ল, অর্থাৎ সিরিয়াল অর্ডার অনুসারে আগে থেকে যাদের দাবি আছে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তারপর যদি ওয়্যারহাউস-এ জায়গা থাকে সংকুলান হয়, তাহলে যে মাল ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে রিসিট-এ সেই মাল আনা হবে। তা না হ'লে মুষ্টিমেয় কয়েকটি একচেটিয়া কারবারী তাদের সমস্ত মাল দিয়ে গোডাউন ক্যাপচার করবে বা রিসিট দিয়ে আবার মাল ঢুকিয়ে দেবে এবং তার ফলে অন্য কোন লোক সুযোগ পাবে না। যারা অল্প মাল আনবে তাদের প্রায়রিটি দিয়ে সিরিয়ালি ব্যবস্থা করবেন—একথা আমি বলছি না। আমি বলতে চাই অন্য ক্লেমেণ্ট বা দাবীদার যারা প্রায়রিটি চায় তাদের দাবি খারিজ করে দিয়ে একবার যে ডেলিভারী নিল তার মালকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত হবে না এবং সেই জন্যই এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :

স্যার আমাদের আইনে বলা হয়েছে কোন রকম ডিসক্রিমিনেশন করা হবে না, কাজেই কাকে প্রায়রিটি দেওয়া হবে এবং কাকে দেওয়া হবে না, সেই প্রশ্ন ওঠে না—সকলেই সেম ফুটিং-এ ট্রিটেড হবেন।

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that the following proviso be added to clause 14 (2) –

"Provided that goods taken delivery once shall not be given priority for being deposited as against other would-be-depositor's claim."

was then put and lost.

The question that clause 14 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 15

The question that clause 15 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 16

Shri Tarun Kumar Sen Gupta: Sir, I beg to move that in clause 16, in line 5, after the words "such goods", the words "and in such refusal the depositor may move before the Warehouse Authority for such refusal and the said Authority being satisfied may direct to allow the depositor to deposit his goods in the Warehouse" be added.

স্যার একটু আগে সনৎবাবু বলেছেন যে, আমাদের সবচেয়ে ভয় হচ্ছে ওয়্যারহাউস-এর মালিকানা কোন একক মালিক বা স্বার্থান্বেষী লোকের হাতে পড়তে পারে এবং সেদিক থেকে আমরা সেই বিপদকে গার্ড করতে চাই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, যদি এ রকম হয় যে, কোন লোককে ওয়্যারহাউসএ মাল রাখতে দিল না এবং ফলস্ স্টেটমেণ্ট দিল যে, মাল রাখার জায়গা নেই, তাহলে ডিপোজিটার কার কাছে যাবে? তার সঙ্গে যদি অন্যায় করা হয় তা হলে সে কার কাছে বক্তব্য রাখবে? বা তার যদি কোন গ্রিভানস থাকে তা হলেও সেটাই বা কার কাছে রাখবে? এর কোন ব্যবস্থা নেই এবং মন্ত্রিমহাশয়ও এমন কথা বলেননি যে, ব্যক্তিগত মালিকানায় ওয়্যারহাউস হবে না। ব্যক্তিগত মালিকানায় হলে সবাই যে ভাল চরিত্রের হবে তার কোন অর্থ নেই এবং আমাদের দেশে তা হচ্ছে না। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে কোন ওয়্যারহাউস অথরিটি যদি কোন ডিপোজিটরকে রিফিউজ করে, তাহলে সে ওয়্যারহাউস অথরিটির কাছেই যাবে—অথাৎ একটা এ্যাপিল-এর স্কোপ থাক।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
স্যার, ক্লজ ১২-এ যখন পানিসমেণ্টের ব্যবস্থা আছে তখন আমি মনে করি সেটাই সাফিসিয়েণ্ট রিডানডেণ্ট বলে এটা গ্রহণ করতে পারছি না।

The motion of Shri Tarun Kumar Sen Gupta that in clause 16, in line 5, after the words "such goods", the words "and in such refusal the depositor may move before the Warehouse Authority for such refusal and the said Authority being satisfied may direct to allow the depositor to deposit his goods in the Warehouse" be added, was then put and lost

The question that clause 16 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clauses 17 and 18

[4-55 5-5 p.m.]

The question that clauses 17 and 18 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 19

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay: Sir I beg to move that in sub-clause (1) of clause 19 for the words "State Government" the words "Prescribed Authority" be substituted

The motion was put and agreed to

The question that clause 19, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 20

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay: Sir I beg to move that in sub-clause (1) of clause 20, for the words "State Government" the words "Prescribed Authority" be substituted

I also move that in sub-clause (2) of clause 20, for the words "State Government" the words "Prescribed Authority" be substrituted

I also move that in sub-clause (3) of clause 20, for the words "State Government" the words "Prescribed Authority" be substituted

The motions were then put and agreed to

The question that clause 20, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 21

Shri Sanat Kumar Raha: Sir, I beg to move that in clause 21, in line 3, after the word "Warehouse", the words "as prescribed by rules" be added

২১নং ক্লজে এই বিষয়টা আছে—আমি জানি, গ্রাম এলাকায় ওজনের কারচুপি খুব বেশি হয় এবং ওয়্যারহাউস-এর যারা মালিক তারা যদি বর্তমানের দিনে পদ্ধতি চালু ক'রে দেন এবং শেষকালে গ্রামে যেটা চলছে ঐ ৪০ কিলোতে এক মণ এবং সেইভাবে যদি পাট ইত্যাদি কেনেন, তা'হলে ভেবে দেখুন কি অবস্থা। কাজেই মেজারমেণ্ট ওয়েট এই সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে যা বলে দিলেন যে, ফেসিলিটিজ টু বি গিভেন ফর ওয়েইং ওজন তাতে ক্লজ টু'তে লেখা আছে—
Every warehouseman shall provide facilities for weighing measuring sampling and grading any goods deposited in his warehouse

কিন্তু কথা হচ্ছে কি ধরনের ওয়েট হবে? অনেক জিনিসের উপর দিনেতা আছে—অনেক রকমের দিনেতা চালু আছে। এই ওয়্যারহাউস-এ ডিপোজিটররা —যারা পাটের গুদাম করছে যারা ওয়্যারহাউস করছে—তারাই সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাবে। তারা গ্রাম এলাকায় একটা মনোপলি— একচেটিয়া কারবার শুরু করে দিয়েছে—যার [illegible] সারা [illegible] একচেটিয়া কারবারীদের সাথে যোগসূত্র থাকবে, কাজেই সেখানে [illegible] হলে কাজেই এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট-এর ফলে যদি এগ্রিকালচারাল উন্নতি করতে পারেন যে ওয়েট সম্বন্ধে [illegible] মালপত্র ওজন ক'রে নেবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। [illegible] কি ব্যবস্থা থাকবে? তার প্রসিডিওর নেই, রুলস নেই, কাজেই আমার যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে তাতে সব কথা [illegible] করে দেবার কথা আছে। গ্রামের কৃষক বা অধিকাংশ লোক [illegible] [illegible] সীমা নেই আপনারা জানেন টাকায় ৪ আনা টাকায় এক আনা [illegible] টাকা পর্যন্ত সুদ দিতে পারেন চাষীরা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নেন, [illegible] মাল দিয়ে সে টাকা শোধ করতে হয় তখন এক মণ পাটের জায়গায় [illegible] মণ [illegible] কি রকম [illegible] মণ [illegible] না ৪০ কিলোতে এক মণ অর্থাৎ ৮০ কিলোতে [illegible] মণ হবে। [illegible] কি এই রকমভাবে ঠকাবে? তাদের সেই ঠকাবার কি কোন সীমা নেই? কাজেই এক [illegible] মহাজনদের [illegible] আর এক দিকে ওজনের ব্যাপার, সরকারের কোন নির্দিষ্ট [illegible] নেই। [illegible] কি [illegible] রকমের ওজন চালু হবে?

আমার বক্তব্য হচ্ছে সেই ওজন সম্পর্কে [illegible] [illegible] মেজারমেণ্ট আপনাদের [illegible] [illegible] পরিষ্কার করে থাকা দরকার সেজন্য আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি যে [illegible] প্রেসক্রাইবড বাই রুলস—সরকারের রুল তৈরি করতে হবে কোন জিনিসের কি ওজনের হার হবে পাট ধান চাল অন্যান্য জিনিসের কি ওজনের [illegible] [illegible] গ্রাম এলাকার ফিউডাল সামন্ততন্ত্র চলছে সেই সামন্ততন্ত্রকে [illegible] [illegible] [illegible] এই রকম একটা টেকনিক্যাল নির্দিষ্ট আইন তৈরি করবার [illegible] [illegible]

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :

স্যার [illegible] বলা হবে যখন [illegible] [illegible] [illegible] কি আছে, উনি বলেছেন ফেসিলিটিজ দিতে হবে [illegible] [illegible] আমাদের সেখানেই কিন্তু আসবে এটা বিভাগের

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that in clause 21, in line 3, after the word "Warehous " the words "as prescribed by rules" be added, was th n put and lost

The question that clause 21 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clauses 22 to 24

The question that clause 22 to 24 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 25

Shri Abhoy Pada Saha : Sir, I beg to move that in clause 25(1), in line 2, after the word "authority" the words "who shall be person having qualification for appointment as a High Court Judge" be inserted.

স্যার, ২৫ নম্বর ক্লজে ওয়্যারহাউস অথরিটি যেসব ডিসিশান অর্ডার দেবেন তার অ্যাপিলের ব্যবস্থার কথা বলা আছে। আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে যেখানে বলা আছে দি স্টেট গভর্ণমেণ্ট স্যাল অ্যাপয়েণ্ট অ্যান অথরিটি, এই অথরিটির পরে আমি এই কথাগুলির অ্যাড করতে চাই— who shall be person having qualification for appointment as a High Court Judge

কারণ, একটু স্পেসিফিক ব্যাপারে যাওয়া উচিত। এমন ব্যক্তিকে এই অ্যাপিলের ব্যাপারে নিযুক্ত করা উচিত যার আইন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে। সেজন্য আমার অ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে, যিনি হাইকোর্টের জাজ নিযুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এই রকম ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলে এ্যাপিলের কেসগুলি ঠিক ঠিকভাবে বিচার হবে এবং লোকে প্রকৃত বিচার পাবে। সেজন্য আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টটাকে ঐ ২৫ নম্বর ক্লজে নেবার জন্য মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Tarun Kumar Sen Gupta : Sir, I beg to move that for clause 25(1), the following be substituted —

> "The State Government shall appoint an Appellate Authority consisting of Judges not below the rank of District Judge for hearing and deciding all matters relating to such appeal."

যদিও অভয়পদবাবু ডিষ্ট্রিকট্ জাজ বলার পরে আপনারা অনেকে হেসেছিলেন যে, চালডালের ব্যাপারে ডিষ্ট্রিকট জাজ এসে কি করবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে গত কয়েক মাসে কয়েক কোটী টাকা চালডালের ব্যবসায় কালোবাজারীরা যে মুনাফা করেছে সেটা কাগজে বেরিয়েছে। সুতরাং আমরা সে টাকার হয়তো কল্পনা করিনি বা এক সঙ্গে দেখেছি কিনা সন্দেহ আছে তা আজ কাল হচ্ছে এই স্বাধীনদেশে। সুতরাং এই যে ভয়ের কথা বলা হচ্ছে যদি এমন হোত যে একজন অনেস্ট অফিসারকে দিলেন তাহলে সে জিনিষটা বন্ধ হোত নিশ্চয়ই ভালভাবে চলতো, অন্তত বলে দেয়া যায় এখানে ডিস্ট্রিক্ট জাজ বা হাইকোর্ট জাজ হলে ইম্পারসীয়াল হবেন এবং এটা ইম্পারসীয়ালিটির দিকে লক্ষ্য রেখে দেয়া হচ্ছে। তাই অ্যাপীলেট অথরিটির ক্ষেত্রে আমি মনে করি এখানে স্পেসিফিক্যালী বলা উচিত ডিস্ট্রিক্ট জাজের র‍্যাঙ্কের লোককে অ্যাপীলেট অথরিটিতে রাখা হবে এবং তারাই এই সমস্ত অ্যাপীল ভাল জানেন এই হচ্ছে আমার প্রস্তাব। মন্ত্রিমহাশয় এটা গ্রহণ করলে খুসী হব।

[5-5 — 5-11 p.m.]

Shri Balai Lal Das Mahapatra : I move that in clause 25(1), line 2, for the word "Authority" the words "Appellate Authority," not below the rank of a District Judge or an Additional District Judge" be substituted

স্যার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এখানে আমরা জাস্টিস পেতে চাচ্ছি—ওয়্যারহাউসম্যান এর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ থাকতে পারে এবং ডিপোজিটরের অনেক বক্তব্য থাকতে পারে। করছে কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে অ্যাপীলেট অথোরিটি সেটা কারা, এতে বলা হচ্ছে দি ডিসিসান অফ দি অ্যাপীলেট অথরিটি স্যাল বি ফাইনাল।

অথাৎ অ্যাপীলেট অথরিটিকে এতখানি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার উপর স্টেট গভর্ণমেণ্টের কোন ক্ষমতা থাকবে না ওটাই ফাইনাল বলে দেয়া হবে। কাজেই আমরা চাচ্ছি যে অ্যাপীলেট অথরিটি যেন এমন একজন হন যার সম্বন্ধে কারো কোনরকম সন্দেহের কারণ থাকবে না। আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে যে বিলই আসছে সেই বিলে ওঁরা কোর্টকে কেন অ্যাভয়েড করে চলেছেন সবত্র? আমরা দেখতে পেলাম কয়েকদিন আগে হাউই ওয়েজ বিলে কোর্টকে অ্যাভয়েড করে চলেছেন—বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখছি ওঁরা কোর্টকে অ্যাভয়েড করে চলছেন। আমরা মনে করছি জুডিশীয়ারী এখনও যে অবস্থায় আছে তাতে তার উপর সর্বসাধারণের একটা বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা আছে। কাজেই সেজন্য যদি কোন ডিপোজিটরের উপর অন্যায় করা হয়ে থাকে, ওয়্যারহাউসম্যান অন্যায় করেছে অথবা ওয়্যারহাউসম্যানের যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে সকলে কোর্টের সামনে আসুন। সেজন্য আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে—Appellate

Authority, not below the rank of District Judge or an Additional District Judge. আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এটাকে বিবেচনা করবেন যে অন্ততঃপক্ষে সর্বসাধারণ যেন ন্যায় বিচার পেতে পারে, এবং যে বিচার পাবে সেই বিচার সম্বন্ধে যেন সন্দেহ সৃষ্টি না হয়, এই আবেদন করছি। কাজেই আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, বিশেষ করে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। এখন যা ডিক্টেটরশীপ চলছে যা খুশী তাই চলছে—কাজেই এই ডিস্ট্রিক্ট জাজ যা করবেন তার উপর আর কারো কিছু করবার নেই। আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক, আমরা চাই আমাদের জুডিশীয়ারীকে যে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে তার উপর কারো কিছু বলবার থাকবে না। কাজেই আমি আশা করি মন্ত্রিমহাশয় আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করবেন।

Shri Amarendra Nath Roy Prodhan: I move that in clause 25(1), line 2, for the word "Authority" the words "Appellate Authority not below the rank of an Additional District Judge" be substituted.
আমার প্রশ্ন হচ্ছে the State Government shall appoint an authority (elsewhere in the Act referred to as the Appellate Authority)

এই অ্যাপয়েণ্ট আন অথোরিটি তারপর উইদিন ব্র্যাকেট কথাটা তুলে দিয়ে অ্যাপীলেট অথরিটি পুরোপুরি রাখলে ক্ষতি কি আছে? দ্বিতীয়ত অ্যাপীলেট অথরিটি সম্বন্ধে যা বক্তব্য তা আগেই বিভিন্ন বক্তারা বলেছেন, আমি বলতে চাচ্ছি অ্যাডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজের লেভেল পর্যন্ত এটা করা হোক—এটাই আমার অনুরোধ।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
ওয়্যারহাউস সম্পর্কে যে সমস্ত আপত্তি তার জন্য ডিস্ট্রিক্ট জাজ বা হাইকোর্ট জাজের প্রয়োজন করে না আর যেসব অপরাধের কথা ওঁরা ভাবছেন ব্রীচ অব ট্রাস্ট কি চুরিজোচ্চুরী ইত্যাদি সে তো ক্রিমিনাল ল ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে আছে। সেটা কোর্টের আওতার বাইরে যাচ্ছে না। লাইসেন্স ক্যানসেল করে দেয়া যেতে পারে কিন্তু তার জন্য হাইকোর্ট জাজ বা ডিস্ট্রিক্ট জাজের দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।

The motion of Shri Tarun Kumar Sen Gupta that for clause 25(1) the following be substituted —

"The State Government shall appoint an Appellate Authority consisting of Judges not below the rank of District Judge for hearing and deciding all matters relating to such appeal."

was then put and lost

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that in clause 25(1), in line 2, after the word "authority" the words "who shall be person having qualification for appointment as a High Court Judge" be inserted, was then put and lost

The motion of Shri Balai Lal Das Mahapatra that in clause 25(1), line 2, for the word "Authority" the words "Appellete Authority, not below the rank of a District Judge or an Additional District Judge" be substituted, was then put and lost

The motion of Shri Amarendra Nath Roy Prodhan that in clause 25(1), line 2, for the word "Authority" the words "Appellate Authority not below the rank of an Additional District Judge" be substituted, was then put and lost

The question that clause 25 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Adjournment

The House was then adjourned at 5-11 p.m. till 12 noon on Thursday, the 29th August, 1963, at the Legislative Building, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Legislative Building, Calcutta, on Thursday, the 29th August, 1963, at 12 noon

Present:

Mr Speaker (The Hon'ble KESHAB CHANDRA BASU) in the Chair, 9 Hon'ble Ministers, 5 Hon'ble Ministers of State, 5 Deputy Ministers and 126 Members

UNSTARRED QUESTIONS
(to which written answers were laid on the Table)

[12-00—12-05 p m]

Cattle purchasing and Fertiliser loans in Burdwan district

594. (Admitted question No 944)

শ্রীঅশ্বিনী রায় : কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য বর্ধমান জেলার প্রতি মহকুমায়

(১) গো-খরিদ ঋণ ও

(২) সার ঋণ বাবত মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ, এবং

(খ) উক্ত মঞ্জুরীকৃত ঋণের কি পরিমাণ টাকা ২২এ জুলাই পর্যন্ত উক্ত জেলার প্রতি মহকুমায় বিতরণ করা হইয়াছে

The Minister of State for Agriculture:

(ক) ও (খ) ১৯৬৩-৬৪ সালে বর্ধমান সদর কালনা, কাটোয়া ও আসানসোল মহকুমায় গো খরিদ ও সার ঋণ মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ এবং ২২এ জুলাই পর্যন্ত বিতরিত অর্থের পরিমাণ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহ একটি বিবরণী বিধানসভার টেবিলে স্থাপন করা হইল।

Statement referred to in reply to clauses (Ka) and (Kha) of the unstarred question No 594

বিবরণী

জেলা	মহকুমা	১৯৬৩-৬৪-সালে মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ		২২শে জুলাই পর্যন্ত বিতরিত অর্থের পরিমাণ	
		গো-খরিদ ঋণ বাবত	সার ঋণ বাবত	গো-খরিদ ঋণ বাবত	সার ঋণ বাবত
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
বর্ধমান	(১) বর্ধমান সদর	৭১,০০০	৩৩,০০০	৩৩,৭৭০	২,৬০০
	(২) কালনা	৮০,০০০	৭১,০০০	শূন্য	শূন্য
	(৩) কাটোয়া	৩০,০০০	১৯,০০০	৯,৫০০	শূন্য
	(৪) আসানসোল	৩০,০০০	২০,০০০	১২,৪৭০	১,০০০

Kulti High School, Burdwan

595. (Admitted question No. 990.) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) the roll strength of the boy and girl students (separately) in classes VII to X in the Kulti High School in the Burdwan district (Kulti police-station) in 1961, 1962 and on 1st July, 1963, and

(b) whether the Government has any proposal to open a separate school for girls?

The Minister for Education: (a) Kulti High School is a Boys' High School and not a co-educational institution. A statement showing the enrolment of boys in classes VII to X of that school is enclosed.

(b) There is a separate Girls' High School. A statement showing the enrolment of girls in that school is enclosed.

Statement referred to in reply to clause (a) of the unstarred question No. 595

Enrolment of boys in Kulti High School.

	1-4-1961 (Boys)	1-4-1962 (Boys)	1-7-1963 (Boys)
VII	189 (5 Sections)	138 (4 Sections)	181 (5 Sections)
VIII	223 (6 Sections)	176 (5 Sections)	132 (4 Sections)
IX	183 (4 Sections)	146 (4 Sections)	131 (4 Sections)
	93 (2 Sections)	124 (3 Sections)	93 (2 Sections)

Statement referred to in reply to clause (b) of the unstarred question No. 595

Enrolment of Girls in Kulti Girls' High School

Class	Roll strength as on 1st July, 1963
VII	90 (2 Sections)
VIII	79 (2 Sections)
IX	64 (2 Sections)
X	61 (2 Sections)

Production of raw jute including Mesta

596. (Admitted question No 1019) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(a) total production of raw jute including Mesta in the State of West Bengal in 1961 and 1962 ;

(b) total procurement of raw jute for holding as buffer stock in the said years (1961-62) ,

(c) to what extent the said crop (jute) is proposed to be held as buffer stock out of the production in 1963 , and

(d) whether the procurement for the buffer stock will be through Co-operative Agencies ?

The Minister of State for Agriculture : (a) Total production of raw jute including Mesta in West Bengal in 1961 and 1962 was

1961 -4,067,000 bales of 400 lb each

1962 3,822,700 bales of 400 lb each

(b) About 2 5 lakh bales of jute were purchased in 1961-62 and 4 lakh bales in 1962-63 by the Jute Buffer Stock Agency The State Trading Corporation purchased about 80 000 bales for its buffer stock in 1962-63 Of the purchases of State Trading Corporation, West Bengal's share was 37 000 maunds or 7,500 bales

(c) Target of purchases by the Jute Buffer Stock Agency in 1963-64 would be 6 lakh bales Target of purchases by the State Trading Corporation in 1963-64 for the buffer stock will be about 3 lakh bales

(d) According to the present programme major quantities of purchases by the State Trading Corporation will be through co-operatives.

The Gold artisans of Bishnupur, Bankura

597. (Admitted question No 1079)

শ্রীরাধিকা ধীবর : ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানার স্বর্ণশিল্পীদের ও তাহাদের পোষ্যদের সংখ্যা কত,

(খ) গত এপ্রিল ও মে মাসে তাহাদের জন্য কত টাকা বরাদ্দ ছিল,

(গ) গত জুন মাসে তাঁহাদের বরাদ্দের টাকা তাঁহারা পাইয়াছেন কি, এবং

(ঘ) না পাইয়া থাকিলে তাহা কবে নাগাদ পাইবেন ?

The Minister for Relief :

(ক) স্বর্ণশিল্পীদের সংখ্যা ৩২০ এবং তাঁহাদের পোষ্যদের সংখ্যা ১,০১২।

(খ) স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ হইবার ফলে যেসব স্বর্ণশিল্পী বেকারত্ব হেতু দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পোষ্যদের মধ্যে খয়রাতি সাহায্য হিসাবে বিতরণের জন্য--

এপ্রিল মাসে ৩,৫০০ টাকা এবং

মে মাসে ৩,৫০০ টাকা,

বরাদ্দ ছিল।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Vested lands at Mallarpur union in Birbhum district

598. (Admitted question No. 1084.)

শ্রীগোবর্ধন দাস : ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বীরভূম জেলার মোরেশ্বর থানার মল্লারপুর ইউনিয়নের গোয়ালা মৌজায় ১৮০৪ ও ১৮০৬ দাগ নম্বরের জমি সরকারের ন্যস্ত কিনা,

(খ) ন্যস্ত হইলে, ওই জমি বিলি বন্দোবস্ত করিবার কোন পরিকল্পনা আছে কি, এবং

(গ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত জমিতে গৃহনির্মাণের জন্য সরকার উদ্বাস্তুগণকে গৃহনির্মাণের ঋণ দিয়াছেন?

The Minister for Land and Land Revenue :

(ক) না, দাগ দুইটি প্রজাদের দখলে আছে।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) হ্যাঁ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ হইতে এই প্রজাদের ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

Honours classes in Bengali in the K. N. College, Berhampore

599. (Admitted question No. 1097.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বাঙলা ভাষায় অনার্স পড়িবার ব্যবস্থা আছে কিনা, এবং

(খ) ব্যবস্থা না থাকিলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Education :

(ক) না।

(খ) এই কলেজে বর্তমানে ইংরাজী, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন, সংস্কৃত, অংক (কলাবিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগ), পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যা এই নয়টি বিষয়ে অনার্স পড়িবার ব্যবস্থা আছে। অনেক স্পনসর্ড কলেজে ইহা অপেক্ষা কম বিষয়ে অনার্স কোর্সের ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য কলেজের চাহিদার সহিত এই কলেজে বাঙলা বিষয়ের অনার্স ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব বিচারবিবেচনা করিয়া এবং বর্তমান আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন এই কলেজে বাঙলায় অনার্স ক্লাস খুলিবার অনুমতি দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

Electrification in Balagarh Police-station, Hooghly

600. (Admitted question No. 1107.)

শ্রীবৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় : বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) হুগলি জেলায় বলাগড় থানার অন্তর্গত প্রত্যেকটি ইউনিয়নে বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) এ পরিকল্পনা কবে করা হইয়াছিল,

(২) কি কারণে এ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে বিলম্ব হইতেছে, এবং

(৩) কবে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে?

The Minister for Commerce and Industries :

(ক) না, বর্তমানে নাই।

(খ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Discovery in the Valley of Kansabati river, Midnapore

601. (Admitted question No. 1127.)

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : পূর্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -

(ক) মেদিনীপুর জেলার কংসাবতী নদী উপত্যকায় সম্প্রতি খনন কার্যের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কি কি জিনিস উদ্ধার করিয়াছেন, এবং

(খ) এই জিনিসগুলি কোন্ যুগের বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে?

The Minister for Public Works :

(ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক মেদিনীপুর শহরের সন্নিকটে কংসাবতী নদীর একটি বাঁকের ধারে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অনুসন্ধান কার্যের ফলে এক ক্ষুদ্র শৈলচূড়ায় আদিম প্রতিরক্ষা চিহ্নের সঙ্গে পাথরের নানা ক্ষুদ্রাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। গোপগড় নামে পরিচিত এই শৈলখণ্ডটির স্থানে স্থানে পাথর কাটিবার চিহ্ন দেখা যায় যাহা হয়ত বিরাট রাজা সম্বন্ধে প্রচলিত স্থানীয় কিংবদন্তীর সাক্ষ্য দেয়।

(খ) আবিষ্কৃত পাথরের ক্ষুদ্রাস্ত্রগুলি প্রায় ৩,০০০ (তিন হাজার) বৎসরের পুরাতন। একদিকে প্রাচীন প্রতিরক্ষা কার্যে যেমন ইতিহাস পূর্ব কালের চিহ্ন সুস্পষ্ট, অন্যদিকে তেমন এই পাথরের ক্ষুদ্রাস্ত্রগুলি দেখিয়া বুঝা যায় এই অতীত শিবিরগুলি সম্ভবত এমন এক যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে যুগে এই ক্ষুদ্র হাতিয়ারগুলি এক বহুসাময় পরিবেশে নির্মিত হইয়াছিল।

Theft of Idols from Hooghly-Chinsurah

602. (Admitted question No. 1128.)

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে

(১) কিছুদিন পূর্বে বাঁশবেড়িয়া হুগলি জেলার অনন্তদেবের মন্দির হইতে শঙ্খ চক্র গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি অপহৃত হইয়াছে

(২) হুগলি চুঁচুড়া অন্তর্গত বেওটা গ্রাম হইতে সম্প্রতি ৫০০ বৎসরের পুরাতন পার্বতী মূর্তি অপহৃত হইয়াছে

(৩) বর্ধমান জেলার গলসী গ্রাম হইতে গত ৭ই জুলাই সিংহবাহিনী দশভূজা বিগ্রহ অপহৃত হইয়াছে এবং

(খ) অবগত থাকিলে এ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

The Minister for Home (Police):

(ক) (১) (২) এবং (৩) হাঁ।

(খ) (১) প্রথম ঘটনাটি বাঁশবেড়িয়া পুরাতন জমিদার পরিবারের মধ্যে দেবোত্তর সম্পত্তির মালিকানা-ঘটিত বিবাদের ফলে ঘটিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪৩১।৪২৬ ধারা অনুসারে ঘটনাটি সত্য বলিয়া পুলিস ফাইন্যাল রিপোর্ট প্রদান করেন এবং চুঁচুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট তাহা গ্রহণ করেন।

(২) দ্বিতীয় ঘটনায় পুলিস ৫ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জসীট দেয় ও বিচারে তাদের মধ্যে ৪ জনের প্রত্যেকের ৫০০ টাকা করিয়া জরিমানা অনাদায়ে ২ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয় কিন্তু আপিলে পুনর্বিচারের আদেশ হইয়াছে। মূর্তিটি বর্তমানে আদালতের হেপাজতে আছে।

(৩) তৃতীয় ঘটনাটি এখনও পুলিসের তদন্তাধীন আছে।

Allowances to the employees of the I. D. Hospital at Beliaghata, Calcutta

603. (Admitted question No. 1132)

শ্রীঅভয়পদ সাহা : স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বেলেঘাটা সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে যেসকল কর্মচারী কার্য করেন তাঁহাদের বিশেষ-ভাতা কত করিয়া দেওয়া হয়,

(খ) সাধারণ ওয়ার্ডের কর্মচারী, যখন সাময়িকভাবে, কাজের চাপের জন্য সংক্রামক ওয়ার্ডের কাজকর্ম করেন তখন তাঁহাদের বিশেষ ভাতা দেওয়া হয় কিনা,

(গ) যদি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সংক্রামক ব্যাধি রোগীদের সুষ্ঠু পরিচর্যার জন্য উক্ত সাময়িক কর্মচারীদের বিশেষ ভাতা দেওয়ার কোন প্রস্তাব আছে কি

(ঘ) হাসপাতালের ল্যাবরেটারীতে যেসকল কর্মচারী বি এস সি ও ডি এল টি ট্রেনিং-প্রাপ্ত তাঁহাদের মাহিনার স্কেল কত,

(ঙ) উক্ত কর্মচারীদের বেতনের স্কেলের কোন তারতম্য আছে কিনা, এবং

(চ) তারতম্য থাকিলে তাহার কারণ কি ?

The Minister of State for Health :

(ক) বেলেঘাটা সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালের কর্মীদিগকে প্রতিমাস নিম্নলিখিতরূপ বিশেষ ভাতা দেওয়া হইয়া থাকে :

(১) স্টুয়ার্ড -৪০ টাকা

(২) ল্যাবরেটারী অ্যাসিস্ট্যান্ট ১৫ টাকা

(৩) ফার্মাসিস্ট--১০ টাকা

(৪) ড্রাইভার--১০ টাকা

(৫) ওয়ার্ড মাস্টার--১০ টাকা

(৬) দর্জি ১০ টাকা

(৭) লিনেন কীপার ১০ টাকা

(৮) স্টোরকিপার- ১০ টাকা

(৯) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৫ টাকা

(খ) না।

(গ) হ্যাঁ, আছে।

(ঘ) রসায়নশাস্ত্র লইয়া বি এস সি পাস হইলে ও ল্যাবরেটারীর কার্যে ট্রেনিং-প্রাপ্ত হইলে সে সকল কর্মচারীকে ১৫০—৫—২৫০ টাকা এই বেতন স্কেল দেওয়া হয়।

(ঙ) না।

(চ) প্রশ্নটি উঠে না।

Number of prisoners in different jails of Murshidabad

604. (Admitted question No. 1141)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বরাষ্ট্র (কারা) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ৬ই অগাস্ট তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার কোন্ জেলে কতজন বন্দী ছিলেন,

(খ) ইঁহাদের মধ্যে কয়জন পুরুষ এবং কত জন স্ত্রীলোক, এবং

(গ) বন্দী স্ত্রীলোকদের জন্য কোন্ জেলে কত জন থাকিবার ব্যবস্থা আছে ?

The Minister for Home (Jails) :

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন জেলে ৬ই অগাষ্ট ১৯৬৩ তারিখে বন্দীর সংখ্যা—
বহরমপুর কেন্দ্রীয় কারা—১,৪২২
লালবাগ অবর কারা—৮৭
জঙ্গীপুর অবর কারা—৫৪
কান্দী অবর কারা—৩৩

(খ) ঐ তারিখে পুরুষ এবং স্ত্রী বন্দীর সংখ্যা—
বহরমপুর কেন্দ্রীয় কারা—পুরুষ ১,৩৩৬, স্ত্রী ৮৬
লালবাগ অবর কারা পুরুষ ৮৩, স্ত্রী ৪
জঙ্গীপুর অবর কারা—পুরুষ ৫২, স্ত্রী ২
কান্দী অবর কারা পুরুষ ৩৩

(গ) স্ত্রীলোক বন্দীদের জন্য স্থান সঙ্কুলান ব্যবস্থা—
বহরমপুর কেন্দ্রীয় কারা—১৫৬
লালবাগ অবর কারা—১০
জঙ্গীপুর অবর কারা—৬
কান্দী অবর কারা—২

Manindra Mills Ltd. at Kashimbazar, Murshidabad

605. (Admitted question No. 1145.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : শ্রম বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারে অবস্থিত মনীন্দ্র মিলস্ লিঃ কর্মিসংখ্যা বর্তমানে কত, এবং

(খ) তাঁহারা সকলেই কি ভারতীয় নাগরিক?

The Minister for Labour :

(ক) মিল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে জানা গেল যে, বর্তমানে মনীন্দ্র মিলস্ লিমিটেডএ কর্মিসংখ্যা ৬৮৮।

(খ) এই বিষয় খোঁজ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এখনও জানা যায় নাই।

Persons affected by cholera, small-pox and typhoid in Calcutta, Howrah and Murshidabad

606. (Admitted question No. 1151.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি গত জানুয়ারী ১৯৬৩ হইতে জুলাই ১৯৬৩ অবধি কলিকাতা, হাওড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় মাসওয়ারীভাবে কত জন লোক (১) কলেরা, (২) বসন্ত এবং (৩) টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া সরকার সংবাদ পাইয়াছেন?

The Minister for Health :

বিবরণী উপস্থাপিত হইল।

Statement referred to in reply to the unstarred question No. 606.

বিবরণী

Months	Howrah			Murshidabad			Calcutta		
	Cholera Attack	Small-Pox. Attack	Typhoid Attack	Cholera Attack	Small Pox Attack	Typhoid Attack	Cholera Attack	Small-Pox Attack	Typhoid Attack.
1963									
January ..	26	215	110		45		12	251	342
February	28	235	137	.	35	.	40	326	250
March	259	459	27		67	.	272	406	296
April	550	405	137		32		1,109	170	364
May	730	321	274	3	18		1,974	57	182
June	411	133	302	1	44	47	591	27	612
July	116	56	55		19		119	15	479
Total	2,120	1,824	1,042	4	260	47	4,117	1,252	2,525

Citizens' Committee in West Bengal

607. (Admitted question No. 1152.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : ২২এ জুলাই ১৯৬৩ তারিখে প্রদত্ত অতারকিত ৬১ নং (অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১২৬) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া স্বরাষ্ট্র বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ-পূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গঠিত সিটিজেন্‌স্‌ কমিটি সম্পর্কে জেলা-শাসকগণের নিকট হইতে উত্তর আসিয়াছে কিনা, এবং

(খ) উত্তর আসিলে, তাহা কি?

The Minister for Home :

(ক) হ্যাঁ, উত্তর পাওয়া গিয়াছে।

(খ) বিভিন্ন জেলায় গঠিত সিটিজেন্‌স্‌ কমিটির জন্য সরকারী তহবিল হইতে কোন খরচ হয় নাই।

Revisional Settlement in Mayna police-station, Midnapore

608. (Admitted question No. 1164.)

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস : ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার কোন কোন গ্রামে রিভিশনাল সেটেলমেন্ট-এর কাজ হয় নাই,

(খ) সত্য হইলে, ঐ গ্রামগুলির নাম কি এবং কি কারণে সম্ভব হয় নাই;

(গ) কবে ঐ সকল গ্রামে উক্ত কার্য হইবে;

(ঘ) সরকার কি অবগত আছেন যে, পুরাতন জমিদারগণ জোতের বিভিন্ন দখলীকারের (রায়তের) আবেদনক্রমে প্রত্যেকের নামে পৃথক পৃথক জোত পত্তন করিতেন, এবং

(ঙ) অবগত থাকিলে, ঐ প্রথা অনুসরণ করিবার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা?

The Minister for Land and Land Revenue :

(ক) না।

(খ) ও (গ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) ঐ প্রথা সরকার অনুসরণ করিয়া থাকেন।

Pump irrigation in police-stations Khatra, Raipur and Ranibundh

609. (Admitted question No 1172)

শ্রীজলেশ্বর হাঁসদা : সেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক জানাইবেন কি-

(ক) বাঁকুড়া জেলার খাতরা, রায়পুর ও রানীবাঁধ থানাধীন জোড়বাঁধ এবং খাল বা নদী হইতে পাম্প দ্বারা সেচের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা,

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হয় তাহা হইলে—

(১) কোন্ কোন্ ইউনিয়ন বা অঞ্চলের অধীন উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং

(২) কত দিনের মধ্যে পরিকল্পনার কাজ শুরু হইবে?

The Minister for Irrigation and Waterways :

(ক) না।

(খ) (১) এবং (২) প্রশ্ন উঠে না।

"Jabar-Dakhal Colony" at Serampore

610. (Admitted question No 1179)

শ্রীবৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় : উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ-পূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) হুগলী জেলার শ্রীরামপুর থানার অধীন জবর দখল শ্রীরামপুর কলোনীর (শ্রীরামপুর বাস্তুহারা উপনিবেশ) বৈধকরণের ও কলোনীর বাসিন্দাদের অর্পণপত্র দানের কার্য কি পর্যায়ে আছে

(খ) উক্ত কলোনীর জমি অ্যাকুইজিশন এর জন্য যে সাপ্লিমেন্টারি প্রোপোজাল প্রস্তুত হইয়াছে তাহার জন্য অ্যাকুইজিশন প্রসিডিংস কি আরম্ভ করা হইয়াছে,

(গ) যদি (খ) প্রশ্নের উত্তর "না" হয় তাহা হইলে তাহার কারণ কি, এবং

(ঘ) উক্ত কলোনীতে পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের জন্য আরও নলকূপ বসানোর কি কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation :

(ক) ইহা ভূমিঅধিগ্রহসাপেক্ষে বিবেচনাধীন আছে। এই ভূমিগ্রহ ব্যাপার এখনও খুব বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

(খ) হ্যাঁ, ভূমিঅধিগ্রহ কার্যক্রম এখনও প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় নাই।

(গ) এল ডি পি অ্যাক্ট মতে ভূমিঅধিগ্রহ ব্যাপারে অনেকগুলি আইনগত পদ্ধতি আছে। ইহার জন্য বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়।

(ঘ) হ্যাঁ, ভূমিঅধিগ্রহ ব্যাপার এবং জলসরবরাহের প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলেই ইহা গৃহীত হইবে।

Contributions to National Defence Fund.

611. (Admitted question No. 1183.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বরাষ্ট্র বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি গত ৩১এ জুলাই পর্যন্ত জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে কত টাকা, স্বর্ণ, অলংকার অথবা অন্যান্য দ্রব্য দান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে?

The Minister for Home :

গত ২রা অগাষ্ট পর্যন্ত ৪,৭৭,৯০,২৬৪ টাকা ৫১ নঃ পঃ এবং স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ১৬৬,২৫৬,৪৬২ গ্রাম পাওয়া গিয়াছে।

Obituary

Mr. Speaker : Hon'ble Members, it is my painful duty to announce the sad death of Shri Jagadish Chandra Bhattacharya, a member of this House, which melancholy event took place early this mon .

Born in Mymensingh district in 1910, he took his education from the Calcutta University. He was chairman, Siliguri Municipality and for some time a member of the Bangiya Sahitya Parishad (Siliguri Branch) He was connected with Congress organisation and was a member of the Jugantar Party He fought for the independence of India and suffered imprisonment and detention for several terms between the years 1929 and 1943 He was returned to the West Bengal Legislative Assembly from Siliguri, Darjeeling district, in 1962 on Congress ticket

By his suave manners and genial temperament he endeared himself to all who came in contact with him

With these words, I would request you to kindly rise in your seats for two minutes to pay homage to the memory of the departed soul

(Hon'ble Members stood in silence for two minutes)

Thank you. Secretary is requested to do the needful

The House stands adjourned till 12 noon tomorrow as a mark of respect to the memory of the deceased

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 12-5 p m till 12 noon on Friday the 30th August, 1963, at the Legislative Building, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Legislative Building, Calcutta, on Friday, the 30th August, 1963, at 12 noon

Present :

Mr Speaker (The Hon'ble Keshab Chandra Basu) in the Chair, 12 Hon'ble Ministers, 8 Hon'ble Ministers of State, 8 Deputy Ministers and 146 Members

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[12—12-10 p.m.]

Licence of brickfields on either side of the Hooghly

313. (Admitted question No *1057.) **Shri Girija Bhusan Mukherjee.** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government and Panchayats Department be pleased to state whether the Government has got any proposal to cancel the licence of those brickfield-owners whose brick-fields are situated on either side of the river Hooghly causing and helping erosion?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী : No

শ্রীগিরিজা ভূষণ মুখার্জী: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি সত্যই এরকম ব্রিকফিল্ড আছে কিনা এবং যার ফলে গংগার ধারে ইরোসন হচ্ছে?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী: ব্রিকফিল্ড থাকার কারণে ইরোসন হচ্ছে এরকম কোন কমপ্লেন আমার কাছে আসে নি।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : আপনি নো বলেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা পোর্টকমিশনার্স-এর আন্ডারে বলে "নো" বলেছেন না গভর্নমেন্টের কিছু করণীয় আছে?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী : আপনার প্রশ্ন ছিল,
whether the Government has got any proposal to cancel the licence of those brickfield owners whose brick-fields are situated on either side of the river Hooghly
আমি লাইসেন্স ক্যান্সেল-এর উত্তরে বলেছি "নো"। বিক্রফিল্ড ওনার্স-দের লাইসেন্স দেবার ক্ষমতা মিউনিসিপ্যালিটির, গভর্নমেন্টের নয়। অর্থাৎ বেংগল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট-এ আছে যে মিউনিসিপ্যালিটি লাইসেন্স দেবে এবং মিউনিসিপ্যালিটি যদি মনে করে বিপদের আশংকা আছে তাহলে তাদের লাইসেন্স প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। মিউনিসিপ্যালিটি বহির্ভূত এলাকায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাওয়ার ছিল কিন্তু সেইসব এলাকা থেকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ক্ষমতা স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ে নিয়েছে এবং তারাই ব্যবস্থা করেন। এটা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে কাজেই সরকারের লাইসেন্স ক্যান্সেল করবার কোন ক্ষমতা নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা: আপনি যা বললেন ত বুঝলাম, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ব্রিকফিল্ড-এর জন্য এই যে ইরোসন হচ্ছে তার জন্য কোন স্টেপ নেওয়া যায় কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: এই প্রশ্নের সংগে ইরোসন-এর কোন সম্পর্ক নেই। প্রশ্ন হচ্ছে

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government and Panchayats Department be pleased to state whether the Government has got any proposal to cancel the licence of those brick-field-owners whose brick-fields are situated on either side of the river Hooghly causing and helping erosion ?"

অর্থাৎ এটা লাইসেন্স বন্ধ করার প্রশ্ন। ইরোসন সম্বন্ধে উনি উত্তর দিতে পারেন না, ইরিগেসন মিনিস্টার বলতে পারেন।

শ্রীগিরিজা ভূষণ মুখার্জী: জি টি রোড-এর ধারে যে ব্রিক ফিল্ড আছে তাতে আমি সিচুয়েসন সম্বন্ধে লোকাল ডিটেলস বলতে পারি যে সেই ব্রিক ফিল্ড থাকার জন্য জি. টি. রোড ধ্বসে যাবার মত অবস্থা হয়েছে এবং ৩০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স ডিপার্টমেন্ট-এর তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা করবেন কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এর উত্তর লোকাল সেলফ-গভর্নমেন্ট মিনিস্টার কি করে দেবেন? মাননীয় সদস্য সেচ বিভাগকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন কারণ তাঁরা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

শ্রীগিরিজা ভূষণ মুখার্জী : যদি এরকম ঘটনা থাকে তাহলে সেই মিউনিসিপ্যালিটি-কে লাইসেন্স ক্যান্সেল করবার কথা বলতে পারেন কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমরা "যদির" উত্তর দেই না।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়: ব্রিকফিল্ড এর জন্য যখন রাস্তা ভেংগে যাচ্ছে তখন সরকার মিউনিসিপ্যালিটিকে বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এ সম্বন্ধে দয়া করে ইরিগেসন ডিপার্টমেন্ট-কে জিজ্ঞাসা করবেন।

শ্রীঅভয় পদ সাহা : মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীন এলাকায় কারা লাইসেন্স দেন?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী : ওয়েস্ট বেংগল পঞ্চায়েত এ্যাক্ট-এর আন্ডারে কিছু নেই। আগে বেংগল লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের আন্ডারে ছিল কিন্তু এখন স্বাস্থ্য বিভাগকে দেবার কথা। এখন নূতন যে জেলা পরিষদ আইন হয়েছে তাতে ব্রিকফিল্ড সম্বন্ধে ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদকে দেওয়া হয়েছে।

Maintenance Grant for Begampur Government Refugee Colony

***314.** (Admitted question No. *1210.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -

(ক) ইহা কি সত্য যে, চব্বিশপরগনার বেগমপুর গভর্নমেন্ট উদ্বাস্তু কলোনীর জন্য বরাদ্দ মেন্টেনান্স গ্রান্ট উক্ত স্থানে খরচ না হইয়া ফেরত গিয়াছে, এবং

(খ) সত্য হইলে

(১) কয় বৎসরের বরাদ্দ টাকা ফেরত গিয়াছে, এবং

(২) কেন ফেরত গিয়াছে?

দি অনারেবল আভা মাইতি : (ক) টাকা ফেরত যায় না, টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা মাত্র দেওয়া হয় এবং আর্থিক বৎসর অতিক্রম হইলে জেলা সমাহর্তা পুনর্বাসনমন্ত্রী ব্যতীত সেই টাকা খরচ করিতে পারেন না। কিন্তু টাকা খরচ হয় নাই ইহা সত্য।

(খ) (১) ১৩টি পরিবারের জন্য বরাদ্দ মাত্র এক হইতে তিন মাসের খোরপোষ আর্থিক বৎসরের মধ্যে দেওয়া যায় নাই।

(২) ফেরত যায় নাই। আর্থিক বৎসর অতিক্রম করায় পুনর্মঞ্জুরীর আবশ্যকতা দাঁড়াইয়াছে। কি কারণে ১৩টি পরিবারকে সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া সম্ভব হয় নাই তাহার তদন্ত হইতেছে।

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায় : এটা কি ঠিক যে ২-৩ কিস্তির পর কিস্তি দেওয়া বন্ধ হয়েছে?

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমার কাছে সে রকম কোন তথ্য নেই।

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায়: এটা কি ঠিক, ডিস্ট্রিক্ট রিহ্যাবিলিটেসন অফিসারকে ঘুস না দেবার জন্য টাকা ফেরত গেছে?

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমার কাছে সে রকম কোন অভিযোগ নেই।

Brahmapur Government Colony

***315.** (Admitted question No. *1214)

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত : উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) চব্বিশপরগনা জেলা টালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত ব্রহ্মপুর সরকারী কলোনীর উদ্বাস্তুদের জন্য রাস্তাঘাট, ড্রেন, বাড়ি, ও টিউবওয়েলের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে,

(খ) উক্ত কলোনীতে সর্বমোট কয়টি উদ্বাস্তু পরিবার আছে, এবং

(গ) উক্ত কলোনী হইতে জেলা বোর্ডের রাস্তার সহিত যোগাযোগ রক্ষাকারী কোন সরকারী রাস্তা আছে কিনা?

শ্রীমতী শাকিলা খাতুন : (ক) বর্তমানে ৩০টি এলুমিনিয়ম আচ্ছাদনের ১২টি পাকাবাড়ী আছে এবং ৫টি নলকূপ সুসংস্কৃত অবস্থায় আছে। রাস্তাঘাট ও ড্রেন সম্বলিত পূর্ণাংগ উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারত সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যায় নাই।

(খ) সরকার অনুমোদিত ৩২টি পরিবার এবং জবরদখলকারী ১০টি পরিবার।

(গ) বর্তমানে নাই।

শ্রীতরুণ কুমার সেনগুপ্ত : কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আপনারা কি কোন পরিকল্পনা পাঠিয়েছিলেন?

দি অনারেবল আভা মাইতি : কোথাকার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলছেন?

শ্রীতরুণ কুমার সেনগুপ্ত : আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই কলোনীর উন্নতি বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আপনারা কোন পরিকল্পনা পাঠিয়ে ছিলেন কিনা?

দি অনারেবল আভা মাইতি : "ক" প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, "রাস্তা-ঘাট ও ড্রেন সম্বলিত পূর্ণাংগ উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারত সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যায় নাই"। অর্থাৎ আমরা পাঠিয়েছিলাম কিন্তু পাওয়া যায় নি।

Railway lands in the Prafullanagore Colony

***316.** (Admitted question No. *1215.)

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয়া মন্ত্রিমহাশয়া অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, দমদম থানা এলাকায় অবস্থিত প্রফুল্লনগর কলোনীতে উক্ত কর্তৃপক্ষের যে জমি আছে তাহা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছেন; এবং

(খ) সত্য হইলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার উক্ত জমি দখল লইবার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা?

দি অনারেবল আভা মাইতি : (ক) রেল মন্ত্রণালয় এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত জানান নাই।
(খ) এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতরুণ কুমার সেনগুপ্ত : আপনি কি জানেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঐ উদ্বাস্তু কলোনীর সেক্রেটারী-কে এ বিষয়ে জানিয়ে কোন চিঠি দিয়েছে কিনা?

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমার জানা নেই।

শ্রীতরুণ কুমার সেনগুপ্ত : যদি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এরকম চিঠি দেয় তাহলে আপনারা কি করবেন?

দি অনারেবল আভা মাইতি : কি চিঠি দেবে তার উপর সবটা নির্ভর করছে।

শ্রীতরুণ কুমার সেনগুপ্ত : যদি চিঠি উপস্থিত করা হয় অর্থাৎ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যদি চিঠি লেখা হয় তাহলে আপনাদের বক্তব্য কি হবে?

দি অনারেবল আভা মাইতি : চিঠি আমার কাছে উপস্থিত করলে সেই চিঠি দেখে যা করণীয় মনে হবে সেটা করব।

Refugee families residing in the houses deserted by the Muslims

***317.** (Admitted question No. *1258.)

শ্রীনিখিল দাশ: উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয়া মন্ত্রিমহাশয়া অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) কলিকাতায়, হাওড়ায় ও ব্যারাকপুর মহকুমায় মুসলমান-পরিত্যক্ত বাড়িতে বসবাসকারী উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা কত, এবং

(খ) এইসব উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

[12-10—12-20 p.m.]

(ক) মোট ১৬৫২টি পরিবার মুসলমান পরিত্যক্ত বাড়ীতে বসবাস করিতেছে। তন্মধ্যে ১৯৫১ সনের ১৬ নং আইনানুসারে ১৩৮০টি পরিবার, ইভাকুই প্রোপার্টি আইনানুসারে ২৭২টি পরিবার; মোট ১৬৫২টি পরিবার। ইহা ব্যতীত যাহারা আইনানুসারে জবরদখলকারী উদ্বাস্তু হিসাবে পুনর্বাসন পাইতে অধিকারী নহেন এরূপ কতকগুলি পরিবারই এই সকল সম্পত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি সম্পত্তিতে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

(খ) উক্ত ১৬৫২টি পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পনা আছে কিন্তু সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গিয়া দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে—প্রথমতঃ এই সমস্ত পরিবারগুলির মধ্যে যাহারা উক্ত পরিকল্পনাভুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহারা তাঁহাদের বর্তমান আবাসস্থানের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের জমিতেই বিকল্প আবাসের দাবী জানাইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ জমি পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও তাহার মূল্য সরকার কর্তৃক দেয় সর্বোচ্চ মূল্যের সীমা রেখার মধ্যে পড়ে না।

দ্বিতীয়তঃ যে পরিবারগুলি আদৌ উক্ত পরিকল্পনাভুক্ত হইবার যোগ্য নহে অথচ যোগ্য পরিবারগুলির সহিত একত্রে পাশাপাশি বসবাস করিতেছে তাহাদের অপসারণের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা আপাততঃ সম্ভব নয় বলিয়া গৃহের মালিকদিগকে শূন্য-গৃহের নিরঙ্কুশ দখল হস্তান্তর করা সম্ভবপর হইতেছে না।

পুনর্বাসনের পরিকল্পনাটি এইরূপ। হয় সরকারী জমি না হয় জমির দাম এবং গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ দিবার ব্যবস্থা আছে। সমস্তই ঋণ হিসাবে গণ্য হয়।

১৬৫২টি পরিবারের বিবরণ এইরূপ

কলিকাতা	২৩৩ টি	পরিবার।
২৪ পরগণা	১৩২০ "	"
হাওড়া	৯৯ "	"
	১৬৫২ টি	পরিবার।

শ্রী নিখিল দাস : মাননীয়া মন্ত্রিমহাশয়া বললেন যে ১৬৫২টি পরিবার আছে এবং হিসাব যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে সি. এ. কেসের পরিবার ১৩৮০ টি এবং ইভাকুই প্রোপার্টির ২৭২ টি। উনি উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন ১৯৫১ সালের জবরদখল যে আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী অন্যান্য লোকেরা পড়ে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সি. এ. কেসের যে ব্যাপার সেখানে মালিক সি. এ. কেস করতে পারে এ কথা মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা? এবং সেই এলাকাতে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার আছে যাদের বিরুদ্ধে সি. এ. কেস মালিক করে নি সেখানে মালিক নেই সেইজন্য করে নি?

দি অনারেবল আভা মাইতি : মাননীয় প্রশ্নকর্তা জানেন যে এই আইন অনুসারে চলতে গেলে যিনি মালিক তাঁকেও সি. এ. কেস করতে হয়। যদি তাঁরা না করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে উদ্বাস্তুরা অসুবিধায় পড়বেন এটা ঠিকই। কিন্তু উদ্বাস্তুরা ইচ্ছা করলে যখন সময় ছিল তখন পুনর্বাসনের জন্য ব্যক্তি হিসাবে, পরিবার হিসাবে দরখাস্ত করতে পারতেন। তা যদি করতেন তাহলে কোন জবরদখল করা বাড়ীতে বাসকারী লোক হিসাবে নয়, অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারত।

শ্রীনিখিল দাস : মাননীয়া মন্ত্রিমহাশয়া কি জানেন এই ধরণের মুসলিম বাড়ীতে যারা আছে তারা সি. এ. কেসের আওতায় না পড়লেও তারা ব্যারাকপুর ইত্যাদি বিভিন্ন রিলিফ অফিসে সাধারণ উদ্বাস্তু হিসাবে লোনের জন্য দরখাস্ত করেছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ল্যাণ্ড পার্চেজ লোন স্যাংকসানড হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে হয় নি, কোন কোন ক্ষেত্রে হাউস বিল্ডিং লোন স্যাংকসান হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে স্যাংকসান হয় নি। এই রকম হাজার হাজার উদ্বাস্তু আছে যারা সি. এ. কেসের মধ্যে থাকা সত্বেও সাধারণ উদ্বাস্তু হিসাবে পুনর্বাসন পাবার জন্য চেষ্টা করেছিল। আমি নিজে মন্ত্রিমহাশয়ার কাছে এই ধরণের বহু কেস দিয়েছিলাম এবং তারা আজ পর্যন্ত কোন পুনর্বাসন পায় নি এ কথা মন্ত্রিমহাশয় জানেন কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমরা সাধারণতঃ অনেককে বলি যে আমাদের ডেফিনিসান অনুসারে যারা রিফিউজী তাঁরা যদি সময়মত আবেদন করে থাকেন এবং তাঁরা যদি এলিজিবল বলে গণ্য হন তাহলে নিশ্চয়ই পাবেন।

শ্রী নিখিল দাস : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এ কথা জানেন কিনা যে তারা সময়মত দরখাস্ত করেছিল কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে টাকা না পাওয়ার জন্য তাদের হাউস বিল্ডিং লোন বা ল্যাণ্ড পার্চেজ লোন দিতে পারছেন না?

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমি আগেই বলেছি সাধারণ উদ্বাস্তু হিসাবে যদি তাঁরা দরখাস্ত করে থাকেন সময়মত তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা পাবেন। যদি কোন জায়গায় আংশিক দেওয়া বাকি থাকে আমরা সর্বদাই চেষ্টা করছি ভারত সরকারের কাছ থেকে পেলে দিয়ে দেব এবং অতীতে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী নিখিল দাস : মন্ত্রিমহাশয়া জানেন কিনা যে সি. এ. কেসের লোকদের বিকল্প পুনর্বাসন না দেওয়ার জন্য এবং যারা সি. এ. কেসের লোক নয় তারা লোন না পাবার জন্য মালিকের তরফ থেকে তাদের বিরুদ্ধে এভিকসনের নোটীশ বিভিন্ন জায়গায় আসছে এবং বিভিন্ন জায়গায় এই ধরণের উদ্বাস্তুদের উৎখাত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে?

এই দুটো কারণ দেখিয়েছেন যে আপনাদের পুনর্বাসন দিতে অসুবিধা হচ্ছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনার ডিপার্টমেন্টের হাতে কত প্লট আছে অথবা এ বছরের মধ্যে কতটা প্লট আপনি এক্সপেক্ট করেন যাতে এলিজিবল রিফিউজীদের সিফট করতে পারেন।

দি অনারেবল আভা মাইতি : এ তথ্য জানতে গেলে নোটীশ দিতে হবে।

Mr Speaker :
Mr Banarjee, you are going far away

শ্রী গোপাল ব্যানার্জী : এদের পুনর্বাসনের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং how many families will be shifted during this year

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমি আগেই বলেছি যে এই ১,৬৫২টি পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পনা আছে এবং তারপর বলেছি যে কি কি ডিফিকাল্টির সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে।

[12-20 -12-30 p.m.]

দি অনারেবল আভা মাইতি: পরিকল্পনা হচ্ছে এই সরকার জমি এদের দেওয়া নয় জমির দাম ও গৃহনির্মাণের জন্য ঋণের অর্থ দেওয়া।

শ্রী গোপাল ব্যানার্জী: এটা কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি না যে গভর্নমেন্ট ডিসপোজাল-এ কতটা জমি আছে? পরিকল্পনা হচ্ছে জমির কথাটা জানতে পারি না?

দি অনারেবল আভা মাইতি : জমি এই সমস্ত লোকদের জন্য চাইতে গেলে নোটিশ দিতে হবে।

শ্রী নিখিল দাস : আমার সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে যে, মাননীয়া মন্ত্রিমহাশয়াকে আগেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেটা আবার করতে হচ্ছে কারণ উত্তরটা পাই নি। প্রশ্নটা হচ্ছে ১,৬৫২ টি পরিবারের জন্য পরিকল্পনা আছে। বাকী যে হাজার হাজার পরিবার এই মুশলিম পরিত্যক্ত বাড়ীতে আছে তারা যে আজ উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়েছে, তাদের ব্যাপারে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে কিনা?

দি অনারেবল আভা মাইতি : (ক) প্রশ্নের উত্তরে এক জায়গায় আমি বলেছি, "যাহারা আইনানুসারে জবরদখলকারী উদ্বাস্তু হিসাবে পুনর্বাসন পাইতে অধিকারী নহেন এইরূপ কতকগুলি পরিবার এই সকল সম্পত্তির মধ্যে বাস করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে"। এবং সংগ্রহ করলে পরে আমরা ভারত সরকারকে এ বিষয় জানাতে পারি। এর বেশী কিছু করতে এখন আমরা পারি না।

শ্রী নিখিল দাস : এখানে এই রকম লোকগুলো যারা মুশলিম পরিত্যক্ত বাড়ীতে রয়েছে, যারা উদ্বাস্তু এবং তারা আজ উচ্ছেদের সম্মুখীন, তারা প্রায়োরিটি পাবে কিনা?

দি অনারেবল আভা মাইতি : এখন প্রায়োরিটি দেবার কোন সুযোগ নেই। কারণ এরা কেউ সি, এ, কেস-এর দ্বারা প্রটেকটেড নয়।

শ্রী নিখিল দাস : আমাদের এই বিধানসভার ফ্লোরে ডাঃ রায় যখন বেঁচে ছিলেন তিনি একটি কথা বলেছিলেন। আমরা যখন মুশলিম পরিত্যক্ত বাড়ী সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলাম তিনি বলেছিলেন যে এদের বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না দিয়ে উচ্ছেদ এদের হবে না। একথা মাননীয়া মন্ত্রিমহাশয়ার মনে আছে কিনা?

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমার জানা নেই।

শ্রী নিখিল দাস : এ্যাসেম্বলীর প্রসিডিংস থেকে দেখে নেবেন।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমাদের ওইটুকুই জানা আছে আর এই প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছিল যে যারা এলিজিবল তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করবো। যারা এলিজিবল নয় তাদের পুনর্বাসন দেবার কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি।

শ্রী নিখিল দাস : ডাঃ রায় যে কথা বলেছিলেন তা আমাদের পরিষ্কার মনে আছে যে এর মধ্যে কিছু উদ্বাস্তু আছে, কিছু নেই। যারা উদ্বাস্তু না তাদের ছাড়া অন্যের আমরা বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে না কেন একথা আছে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : নানা, যারা উদ্বাস্তু নয় তাদের কথা আমরা কিছুই বলি নি।

শ্রী বীরেন্দ্র নারায়ণ রায়: এই রেফিউজীরা কতদিন থেকে মুশলিম পরিত্যক্ত বাড়ীতে বাস করছে?

দি অনারেবল আভা মাইতি: অনেক দিন থেকে।

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায়: অনেক দিন মানে ক মাস, ক বৎসর?

দি অনারেবল আভা মাইতি: সে বলতে পারবো না। আপনি কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম বলে দেবেন তবে বলে দেবো।

Industrial dispute in the Mrinalini Bidi Manufacturing Company Private Ltd.

***318.** (Admitted question No *1262.)

শ্রীলুৎফল হক : শ্রম বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন মুর্শিদাবাদ জেলার অরঙ্গাবাদস্থিত মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিমিটেড-এর বিরুদ্ধে শিল্প বিরোধ আইনানুসারে ১৯৬২ সালে যে শ্রম বিরোধ শ্রম বিভাগে উপস্থিত করিয়াছিল তাহার শেষ পরিণতি কি হইয়াছে?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: সরকার শ্রম বিরোধটি বিচারের জন্যে ট্রাইবুনাল এ পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রীনারায়ণ চৌবে: এই কেসটা লেবার ডিপার্টমেণ্ট-এ কবে গিয়েছিল?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: ৩০শে নভেম্বর ১৯৬২।

শ্রীনারায়ণ চৌবে: ট্রাইবুন্যাল-এ কবে দেওয়া হয়েছে?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: সে ডেটটা আমার কাছে নেই।

শ্রীলুৎফল হক: এটা যে ট্রাইবুন্যাল-এ দিয়েছিলেন, যারা অভিযোগ করেছিল শ্রমদপ্তরে তাদের কি কোন খবর দেওয়া হয়েছিল?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: নিয়মমত তাদের খবর দেওয়া হয়েছে।

Industrial disputes in the Bidi industry of Dhulian-Aurangabad areas

***319.** (Admitted question No *1263.)

শ্রীলুৎফল হক : শ্রম বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান ঔরঙ্গাবাদ এলাকার বিড়ি শিল্পে ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি হইতে ৩১এ জুলাই পর্যন্ত কতগুলি শ্রমবিরোধের অভিযোগ সরকার পাইয়াছেন;

(খ) উক্ত অভিযোগগুলি কোন্ কোন্ কোম্পানির বিরুদ্ধে,

(গ) প্রতিটি অভিযোগের সংক্ষিপ্ত কারণগুলি কি কি,

(ঘ) এই এলাকায় শ্রম বিভাগের কোন প্রতিনিধি দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

(ঙ) উক্ত শ্রমবিরোধগুলির ফলে কত শ্রমিক কর্মহীন হইয়াছে?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার :

(ক) ১২টী।

(খ) উক্ত অভিযোগগুলির মধ্যে এগারটি অভিযোগ নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে, দ্বাদশ অভিযোগটি কোম্পানী আনিয়াছেন কন্ট্রাক্টারের বিরুদ্ধে—।

(১) মেসার্স সি, জে প্যাটেল, এন্ড কোং, ধুলিয়ান

(২) মেসার্স শ্যামলাল গুপ্ত বিড়ি কোং, ঔরঙ্গাবাদ

(৩) মেসার্স আসাম বিড়ি ফ্যাক্টরী, ঔরঙ্গাবাদ

(৪) মেসার্স মন্টু বিড়ি ফ্যাক্টরী, ঔরঙ্গাবাদ

(৫) মেসার্স অশোক বিড়ি ফ্যাক্টরী ঔরঙ্গাবাদ

(৬) বাধেশ্যাম তীর্থবাসী পাল, ঔরঙ্গাবাদ

(৭) মেসার্স মেঘন বিড়ি ফ্যাক্টরী, ঔরঙ্গাবাদ

(৮) মেসার্স বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী, ঔরঙ্গাবাদ

(৯) জসিমুদ্দিন কন্ট্রাক্টর, মহাম্মদপুর

(১০) মেসার্স আসাম বিড়ি ওয়ার্কাস ঔরঙ্গাবাদ

(গ) উক্ত বারটি অভিযোগের সংক্ষিপ্ত কারণ নিম্নরূপ

(১) মেসার্স সি জে, প্যাটেল এন্ড কোং এর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত ১১।১।৬৩ তারিখের অভিযোগ হইল এই যে কন্ট্রাক্টরদের প্রতি হাজার বিড়িতে এক নয়া পয়সা কম দেওয়া হইতেছে।

(২) মেসার্স শ্যামলাল গুপ্ত বিড়ি কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত ১৫।২।[illegible] তারিখের অভিযোগ এই যে হঠাৎ দশজন প্যাকারকে ববখাস্ত করা হইয়াছে।

(৩) মেসার্স আসাম বিড়ি ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত ২৩।৩।৬৩ তারিখের অভিযোগ এই যে একজন মুন্সীকে কাজ দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

(৪) মেসার্স মন্টু বিড়ি ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত [illegible]।৪।৬৩ তারিখের অভিযোগ এই যে হঠাৎ পাঁচজন কন্ট্রাক্টরের কাজ বন্ধ করা হইয়াছে।

(৫) মেসার্স অশোক বিড়ি ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত ১৭।৪।৬৩ তারিখের অভিযোগ এই যে তিনজন কন্ট্রাক্টরের কাজ বন্ধ করা হইয়াছে।

(৬) রাধেশ্যাম তীর্থবাসী পালের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত [illegible]।৪।৬৩ তারিখের অভিযোগ এই যে চারজন কন্ট্রাক্টরের কাজ বন্ধ করা হইয়াছে।

(৭) মেসার্স মেঘনা বিড়ি ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত [illegible]।৪।৬৩ তারিখের অভিযোগ এই যে, তিনজন কন্ট্রাক্টরের কাজ বন্ধ করা হইয়াছে।

[illegible] তারিখের অভিযোগ এই যে চারজন কন্ট্রাক্টরের কাজ বন্ধ করা হইয়াছে।

[illegible] তারিখের অভিযোগ [illegible] বন্ধ করা হইয়াছে।

(১০) মেসার্স আসাম বিড়ি ওয়ার্কাসের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত ২৩।৭।৬৩ তারিখের অভিযোগ এই যে বিড়ি পাতার সরবরাহ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১১) মেসার্স সি জে প্যাটেল এন্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত ৩১।৭।৬৩ তারিখের অভিযোগ এই যে হঠাৎ কাজ বন্ধ করা হইয়াছে এবং বেতন বন্ধ করা হইয়াছে।

(১২) ২৫।৭।৬৩ তারিখে মেসার্স সি, জে, প্যাটেল এন্ড কোম্পানী অভিযোগ করিয়াছেন যে কণ্ট্রাক্টরগণ হঠাৎ ধর্মঘট করিয়াছেন।

(ঘ) এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

(ঙ) জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন ও জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি মুন্সী ইউনিয়নের নিকট হইতে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে প্রায় তিন হাজার শ্রমিক ও মুন্সী কর্মহীন হইয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে সঠিক হিসাব দেওয়া শক্ত। কারণ একজন মুন্সী বা কণ্ট্রাক্টর একই সময়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রমিকগণও সেইরূপ একই সময়ে একাধিক কণ্ট্রাক্টরের অধীনে কাজ করেন। তাই কোন কণ্ট্রাক্টরের কাজ বন্ধ হইয়া গেলে সেই কণ্ট্রাক্টর কিংবা তাঁহার অধীনে নিযুক্ত শ্রমিকরা সবক্ষেত্রেই যে কর্মহীন হইয়া পড়েন এরূপ নহে।

শ্রীলুৎফল হক: সাপ্লিমেন্টারি, স্যার, আসাম বিড়ি ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড এ-রকম কতকগুলি বন্ধ আছে আপনি বললেন তাঁর সম্বন্ধে ১৯৫৮ সালে কি কোন ট্রাইবুন্যাল এওয়ার্ড হয়েছে তারা সার্ভেন্টস অব দি কোম্পানী বলে এই .....

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: নোটিশ দিলে বলতে পারব।

শ্রীলুৎফল হক: আপনি এই যে বললেন তিন হাজার শ্রমিক কর্মহীন হতে পারেনা—তারা একই সঙ্গে বিভিন্ন কারখানায় কাজ করেন—এটা কি আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে খবর সংগ্রহ করা হয়েছে? একজন শ্রমিকের এক হাজার বিড়ি তৈরী করতে কম পক্ষে বার ঘণ্টা লাগে—তাতে সে ১।৵, ১॥ পায়। এই বার ঘণ্টা কাজ করে সে আবার ফ্যাকট্রি-তে কি করে কাজ করে?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: বলতে পারছি না, অনেক সময় একই কন্ট্রাকটর দুই তিন জনের কাছ থেকে কাজ নিয়ে বিভিন্ন কর্মীকে দেন। একই কর্মী তখন বিভিন্ন কন্ট্রাকটর-এর কাজ পান। সুতরাং কতদিন তারা বেকার আছেন বলা শক্ত।

[12-30—12-40 p.m.]

শ্রীলুৎফল হক: সেখানে যে দুইরকম কারখানা আছে মিনিমাম ওয়েজেস গেজেট নোটিফিকেশানে দুই রকম কারখানার আপনি নোটিফিকেশান করেছেন শ্রমদপ্তর থেকে মিনিমাম ওয়েজেস নির্ধারণ করেছেন। একটা এক নম্বর কারখানা যেটার রেট ১ টাকা ৫০ নয়া পয়সা, এবার দুই নম্বর কারখানা যেটার রেট ১ টাকা ৩৮ নয়া পয়সা, এবার সেই গেজেট নোটিফিকেশনে আপনি একটা ক্লজ দিয়েছেন যে কোন ওয়ার্কার যারা ১ টাকা ৫০ নয়া পয়সা রোজগার করে পার থাউজেন্ড তারা কিছুতেই তাদের ফোর্স করা যাবে না সেই সব কারখানা থেকে আন এমপ্লয়েড করতে বা রিট্রেঞ্চ করতে—একথা আপনি গেজেটে নোটিফিকেশন দিয়েছেন। এই রকম কতগুলি ওয়ার্কার ফোর্সফুল আনএমপ্লয়েড হয়েছে?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: ওরতো আলাদা ফিগার নেই। ফিগারগুলি সংগ্রহ করা হয়নি এবং সংগ্রহ করা শক্ত এবং সম্ভবও নয়। তার কারণ এমন ছড়িয়ে আছে যে সেই সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রী লুৎফল হক: এই যে শ্রমিকরা সদর কারখানায় যারা কাজ করে তারা অন্যান্য কারখানায় কাজ করতে পারেন সকাল ৮টায় গিয়ে সন্ধ্যা ৬টার সময় ফিরে অন্য কারখানায় মোটেই তারা কাজ করতে পারে না। এই সব শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা বা তাদের অভিযোগের ব্যবস্থার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: কেবল মুর্শিদাবাদে নয় সারা বাংলাদেশে এই বিড়ির কারখানা নিয়ে নানান রকম অভিযোগ আসছে—কোথাও কারখানা বন্ধ হচ্ছে, কেথাও রেট দিচ্ছেন—নানান রকম অভিযোগ আসছে। সরকার তাই ভাবছেন একটা কোর্ট অব এনকোয়ারি সেটআপ করে সারা বাংলাদেশে বিড়ির কারখানা এবং শ্রমিকরা কি অবস্থায় আছে কোথায় কি অসুবিধা

হচ্ছে এবং কি ভাবে নতুন ব্যবস্থার দরকার সেই সম্বন্ধে একটা কোর্ট অব এনকোয়ারি করার চিন্তা করছেন।

শ্রীনারায়ণ চৌবেঃ এই যে ১১টা কেম্পানীর বিরুদ্ধে এবং একটা কন্ট্রাকটরের-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছেন—সেই অভিযোগগুলি দূর করবার জন্য লেবার ডিপার্টমেন্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহারঃ কনসিলিয়েশান করছেন এবং তার জন্য যা কিছু করার দরকার সবই করবেন।

শ্রীনারায়ণ চৌবেঃ এইযে লকআউট হয়েছে, যখন আপনারা বলছেন কেন লকআউট হবেনা কোন ষ্ট্রাইক হবেনা বলে চুক্তি হয়েছে, এর পরেও যে বিভিন্ন জায়গাতে লকআউট হয়েছে সে সম্বন্ধে মালিকদের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহারঃ আইনে যে ব্যবস্থাগুলি আছে, সেটাই গ্রহণ করবার চেষ্টা করছি, কনসিলিয়েশনে যাবে ট্রাইবুন্যালে যাবে ইত্যাদি।

শ্রীসনৎকুমার রাহাঃ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে ঔরাঙ্গাবাদ ধুলিয়ান এলাকাতে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিশেষ বিড়ি তৈরী করার ক্ষেত্র, এবং লক্ষ লক্ষ টাকা কাস্টম ডিউটি এখানে আদায় হয়। এই রকম একটা বিরাট এলাকা জুড়ে এই বিড়ি শ্রমিকদের অবস্থা গত ৫৮ সাল থেকে ৬৩ সাল পর্যন্ত আজ ৫ সাল ধরে এই রকম বিরোধ মামলা খুন খারাপী চলে আসছে এই বিষয়ে সরকার থেকে জেলা কর্তৃপক্ষকে বা জেলা শাসকের কাছে কোন ব্যবস্থা করবার জন্য কোন নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহারঃ সেখানে জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসক বহুবার চেষ্টা করেছেন শ্রমবিরোধ মিটিয়ে দেবার জন্য অনেক সময় তাঁরা পেরেছেন অনেক সময় পারেন নি তাঁরা সব সময় এই বিষয় নিয়ে সচেতন আছেন।

শ্রীসনৎকুমার রাহাঃ এতদিন ধরে যখন এটা মিটানো গেল না তখন আমার মনে হয় সরকার থেকে উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে কিছু তদন্ত করে একটা ব্যবস্থা করবার দরকার—সেটা করবেন কি?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহারঃ আমি পরিস্কার বলেছি একটা কোর্ট অব এনকোয়ারি করার পরিকল্পনা আমাদের আছে এবং সেটা আমরা তাড়াতাড়ি করব। আমরা এখন চিন্তা করছি।

শ্রীনারায়ণ চৌবেঃ আপনি দয়া করে বলবেন কি ধুলিয়ান অঞ্চলে ঐ বিড়ি শ্রমিকদের মিনিমাম ওয়েজ সরকার ঠিক করেছেন?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহারঃ এখন আমি বলতে পারব না।

শ্রীনারায়ণ চৌবেঃ আপনি জানেন কি খুব কম মজুরি দিয়ে কন্ট্রাকটরকে দিয়ে সেখানে কাজ করান হচ্ছে?

দি অনারেবল বিজয়সিংহ নাহারঃ এই রকম কমপ্লেন আমরা পেয়েছি, সেগুলি তদন্ত হচ্ছে। তারপর কন্ট্রাক্টররা বলছেন আমরা জানিনা মালিকরা বলছেন আমাদের নয় এই সব নিয়ে অনেক গোলমাল ঐসব অঞ্চলে চলছে।

শ্রীলুৎফল হকঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে বিড়ির ব্যাপার নিয়ে এই রকম বহু অভাব অভিযোগ আসছে এবং একটা কোর্ট তৈরী করবার চিন্তা করছেন, এই চিন্তা আর কতদিন করবেন সেটা জানালে খুসী হব।

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহারঃ সরকার যখনই চিন্তা আরম্ভ করেন খুব তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টা করেন।

শ্রীনারায়ণ চৌবে: এই যে ১২টা বিড়ি লেবার ডিসপিউট জানুয়ারী মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত হয়েছে—এর মধ্যে ট্রাইব্যুনালে একটও গেছে?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: না, এর মধ্যে কোনটাই যায় নি।

শ্রীনারায়ণ চৌবে: ট্রাইব্যুনালে গেল না কেন, জানুয়ারী মাসের কেস, কনসিলিয়েশন কতদিন পর্যন্ত চলবে?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: কনসিলিয়েশন চলে আমাদের তরফ থেকে চেষ্টা করা হয় যাতে মিটিয়ে দেওয়া যায়, এটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত এগুলি ট্রাইব্যুনালে দেওয়া যায় না।

শ্রীনারায়ণ চৌবে: কিন্তু একটা কনসিলিয়েশান যদি ৮।৯ মাস ধরে চলে তাও যদি সেখানে ফয়সালা না হয় তবুও একটা কেসও ট্রাইব্যুনালে যায়নি কেন? এটা দয়া করে বলবেন কি?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: বললাম তো, এখনও কনসিলিয়েশন শেষ হয়নি সেজন্য যায় নি।

শ্রীঅবনী কুমার বসু: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানালেন সমস্ত বাংলাদেশে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য তিনি কোর্ট অব এনকোয়ারী করছেন আমি তাঁর কাছে জানতে চাই যে সমগ্র বাংলাদেশে বিড়ি শ্রমিকদের সংখ্যা কত?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: নোটিশ চাই।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে হালফিল বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্টেশান-এর জন্য কমিটিতে এই ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ১৫ দিনের মধ্যে কনসিলিয়েশন শেষ করা হবে, এবং তিন মাসের মধ্যে সমস্ত লেবার ডিসপিউটকে ট্রাইব্যুনালে রেফার করা হবে, এটা কি সত্য?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু ঐ সিদ্ধান্তের পর থেকে যতগুলি ডিসপিউট আসবে তার সম্বন্ধে।

শ্রীনারায়ণ চৌবে: তার আগে পর্যন্ত এই রকমই চলবে।

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: যত রকম আইন আছে তা সমস্ত প্রয়োগ করা হচ্ছে।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: আপনি প্রশ্নের জবাবে বললেন এই সমস্ত বিড়ি ফ্যাক্টরীতে সমস্ত ওয়ারকাররা কন্ট্রাকটরের আন্ডারে, তা আজকাল বাংলাদেশে কি যে কোন লোক সব ওয়ারকারকে কন্ট্রাকটার-এর আন্ডারে রেখে কারখানা চালাতে পারবে?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: আমি সব কর্মী বলিনি বহু জায়গায় কন্ট্রাক্টার-এর সঙ্গে রয়েছে এবং আমরাও লিখেছি এই রকম কন্ট্রাক্ট সিস্টেম কেবল বিড়ির নয় অনেক জায়গায় কারখানায় চলছে এটা তুলে দেওয়া যায় কি না আজকের খবরের কাগজে দেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার একটা নতুন আইন করবার চেষ্টা করছেন আমাদের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন যে এই রকম যে সব জায়গায় কন্ট্রাক্ট সিস্টেম আছে সেগুলি বন্ধ করা যায় কি না তুলে দেওয়া যায় কি না। আমরা আশা করছি যদি এই রকম আইন হয় তাহলে এই সিস্টেম নিশ্চয়ই বন্ধ হবে।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন যে মাদ্রাজে যে ধরণের ব্যবস্থা আছে আইনের মাধ্যমে বিড়ি শ্রমিকদের সেই ধরণের ব্যবস্থা বাংলাদেশে করা হবে কি না?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: বর্তমানে নয়।

শ্রীলুৎফল হক: এই কন্ট্রাক্টর সিস্টেম তুলে দিতে চাইছেন মন্ত্রিমহাশয় এই জন্য যে এক্সপ্লয়েটেশন হচ্ছে তাদের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী এবং এই রকম ভাবে যখন তখন আন-এমপ্লয়ড হয়ে যাচ্ছে। এই রকম সিস্টেম যত শীঘ্র বন্ধ হয় তার জন্য তিনি কত শীঘ্র আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করবেন?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার : মাননীয় সদস্যরা যদি কো-অপারেটিভ সিস্টেম করে যদি নিজেরা এই ব্যবসাগুলি চালু করবার চেষ্টা করেন তা হলে একদিনে বন্ধ হতে পারে।

শ্রীমনসুরুল হক: কো-অপারেটিভ সিস্টেমে কিছু অর্থের এবং সামগ্রীক ব্যয়ভারের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় সে অর্থ যেখানে সংগৃহীত না হয় অথচ শ্রমদান করবার জন্য বা শ্রমের উপরে নিজের জীবিকা নির্দ্ধারণের যেখানে ব্যবস্থা হয় সেখানে কি সরকার কোন প্রোটেকশন দিতে পারবেন না এই কথাই বলছেন।

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: সে কথা আমি এখনি আইন না হলে সম্ভবপর নয়। আপনি চাচ্ছেন আজকেই হউক আজকের পথের সন্ধান আমি দিয়েছি।

Labour dispute in the S. E. Railway Urban Bank Ltd.

***320.** (Admitted question No. *1277.) **Shri Haridas Chakrabarty and Shri Narayan Choubey:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state

(a) whether the Government is aware of any labour dispute at the S. E. Railway Urban Bank Ltd. Garden Reach, Calcutta,

(b) if so, what is the nature of the dispute, and

(c) the steps, if any, taken by the Government to resolve the dispute?

(12-40—12-50 p.m.)

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar : (a) The State Government is not aware of any such dispute as industrial dispute in respect of this Bank will fall in the sphere of the Central Government.

(b) and (c) Does not arise.

শ্রীহরিদাস চক্রবর্তী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে এস ই রেলওয়ে আর্বান ব্যাংক এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেসান নয়। আপনি নিশ্চয়ই এটা জানেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট অনুসারে এবং আপনার লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে এখানকার সমস্ত ডিসপিউট কন্ট্রোল করা হয়। আপনি কি জানেন আপনার লেবার ডিপার্টমেন্ট এই ডিসপিউট সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: আমার যতদূর জানা আছে কোন ব্যাংক সম্বন্ধে স্টেট গভর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

শ্রীহরিদাস চক্রবর্তী: মিঃ স্পীকার স্যার এটা ব্যাংক নয় এটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ওর নাম হয়েছে এস. ই. রেলওয়ে আর্বান ব্যাংক। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি জানেন যে আপনার লেবার ডিপার্টমেন্ট আপনি যেটা বলেছেন যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: আমার জানা নেই। যদি মাননীয় সদস্য দেন তাহলে আমি নিশ্চয়ই দেখব।

Election of Hooghly-Chinsurah municipality

***321.** (Admitted question No. *1287.) **Shri Girija Bhusan Mukherjee:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government and Panchayats Department be pleased to state—

(a) whether the municipal election of superseded Hooghly-Chinsurah municipality is going to be held in the coming year; and

(b) if the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) how the electoral roll will be prepared,

(ii) whether the last date of Enrolment as Elector for the ensuing Municipal Election will be announced by the municipality, and

(iii) whether the procedure of enrolment as an elector at short notice will be followed in case of Municipal Electoral rolls?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee : (a) Yes.

(b) (i) In accordance with the West Bengal Commissioners of Municipalities (First General Election) Orders, 1963, published under Notification No 3561/M3R-39/63, dated the 9th July, 1963, as amended by Notification No 4120/M1E-13/62, dated the 27th July, 1963, copies of which are laid on the library table.

(ii) No, as the electoral rolls will not be prepared by the Municipal Authority.

(iii) Yes, in accordance with paragraph 14A of the orders mentioned in the reply to sub-clause (i).

শ্রীশম্ভু চরণ ঘোষ : গত ৫ই আগস্ট আমাদের বিধান পরিষদে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং সেই বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে হুগলী চুচুড়া পৌরসভা ছাড়া বাংলাদেশের বাকি সমস্ত পৌরসভাতে পুরাতন সাধারণ নির্বাচনের ভোটার লিস্টের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে। ৫ই আগস্ট তিনি বিধান পরিষদে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন এবং ৬ই আগস্ট কাগজে বেরিয়েছিল। এটা ঠিক কিনা?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী : আমার মনে হয় এই রকম কোন বিবৃতি তিনি দেননি সংবাদপত্রে যদি বেরিয়ে থাকে তাহলে ভুল বেরিয়েছে।

শ্রীশম্ভু চরণ ঘোষ : হুগলী চুঁচড়া পৌরসভায় আগে ৬টা ওয়ার্ড ছিল এবং ৩০ জন কমিশনার ছিলেন। এখন সেটা ভেঙ্গে ৩০টা ওয়ার্ড নতুনভাবে করা হচ্ছে। সুতরাং এই যে নতুনভাবে কন্সটিটিউয়েন্সি করা হচ্ছে এ সম্পর্কে ওঁরা পাবলিকের কোন অবজেকশান আছে কিনা তার জন্য তাদের কাছে ওপিনিয়ান সিক করেছেন কিনা।

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী : সেটা এ প্রশ্ন থেকে উঠে না, তথাপি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি এ সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট অর্ডার বহুদিন আগে দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে সিংগল-মেম্বার কনস্টিটিউয়েন্সি অন পপুলেশন বেসিস তৈরি করা হচ্ছে। তা তৈরি করবার ভার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের উপর দেওয়া হয়েছে। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি চলছে তাদের সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে পরামর্শ করে এই নতুন সীমানা নির্ধারণ সিংগল মেম্বার কনস্টিটিউয়েন্সি অন পপুলেশান বেসিস করা হচ্ছে।

শ্রীশম্ভু চরণ ঘোষ : আমার প্রশ্ন হচ্ছে হুগলী চুঁচড়া পৌরসভা বর্তমানে সুপারসিডেড। ২২শে জুন এক্সট্রাঅর্ডিনারী গেজেটে নির্বাচনের সীমানা বেরিয়েছে। এখন এ সম্পর্কে যদি জনসাধারণের কোন আপত্তি থাকে তাহলে সেই আপত্তি জেলা শাসক বা মিউনিসিপ্যাল অথরিটি বর্তমানে যিনি আছেন সেই এ্যাডমিনিস্ট্রেটর শুনবেন কিনা।

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী : সরকার সব সময় সব আপত্তি শুনবেন। এখন মিউনিসিপ্যালিটির যিনি এ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছেন তিনি কমিশনারের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং তিনি এবং জেলা পরিষদ এবং ডিভিসনাল কমিশনারের উপর ডিভেস্টেড অথরিটি ফাইন্যাল হয়ে গেলে আর করা যায় কিনা উপস্থিত আপনাকে বলতে পারছি না। তবে যদি কোন আপত্তি জানান হয় তাহলে নিশ্চয়ই সরকার বিবেচনা করবেন।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : গেজেটে নোটিফিকেসান-এর পর কত দিনের মধ্যে সরকার আপত্তি গ্রাহ্য করতে পারেন?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জি: কেন ডে-লিমিটেসনের ব্যাপারে ডিভিসন্যাল কমিশনারের গেজেট নোটিফিকেসান ফাইন্যাল এ্যাকডিং টু দি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট।

Block Development Office Buildings and Staff Quarters for Ranaghat Block Nos. I and II

*322. (Admitted question No *1305.)

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু : সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকার্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নদিয়া জেলার রাণাঘাট ১ ও ২নং বি ডি ও অফিস স্থানান্তর করার জন্য যথাক্রমে হবিবপুর ও নোকারী গ্রামে অফিস বিল্ডিংস ও ষ্টাফ কোয়ার্টারস্ নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছে কি,

(খ) কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট হইতে ঐ বিল্ডিংসগুলি সংশ্লিষ্ট বি ডি ও-দের কাছে হস্তান্তর করা হইয়াছে কি

(গ) কবে উক্ত অফিস স্থানান্তরের কাজ শুরু হইবে, এবং

(ঘ) এই অফিস বিল্ডিংস ও স্টাফ কোয়ার্টারস করিতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী :

(ক) হবিবপুর ও হুদাপাহিলা গ্রামে উক্ত নির্মাণকার্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই।

(খ) না।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঘ) ৩১।৭।৬৩ তারিখ পর্যন্ত মোট খরচ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	অফিস বিল্ডিং	স্টাফ কোয়ার্টার্স
রানাঘাট (১নং)	২৮,৫৬০.২৮	৮৩,৮৩৮.১১
রানাঘাট (২নং)	৩২,৪৭৯.৪৫	৬৭,৫৬৫.৩৩

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু: আপনি বললেন যে নির্মাণ কার্য এখনও সমাপ্ত হয় নি কিন্তু কনষ্ট্রাকসন ডিপার্টমেন্ট থেকে বি-ডি-ওর কাছে জিনিসটা হ্যান্ডল করে দেয়া হয়েছে এবং বি-ডি-ও বিলের কনষ্ট্রাকসনে সেখানে যেতে রাজী হচ্ছেন না—একথা ঠিক কিনা?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী: না, এ'কথা ঠিক নয়।

Labour dispute in the Messrs. Sur Enamel and Stamping Works (P) Ltd.

*323. (Admitted question No *1309.) **Dr. Kanailal Bhattacharyya:** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state if any dispute of the workmen of the Messrs. Sur Enamel & Stamping Works (P) Ltd., 24 Middle Road, Calcutta-14, represented by the Sur Enamel Sramik Union over the claim of bonus for 1960-61 is pending before the Labour Department?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) since when the dispute is pending; and

(ii) when a reference will be made to the Tribunal for adjudication?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar : (a) Yes.

(b) (i) The dispute was raised by the Sur Enamel Sramik Union in their representation, dated the 10th September 1962

(b) (ii) The matter is under examination of Government

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : মন্ত্রিমহাশয় বল্লেন যে সুর এনামেল শ্রামক ইউনিয়নে ১০-৯-৬২ তারিখে রিপ্রেজেনটেসন করেছে, কিন্তু মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন তার আগে ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬১ তারা রিপ্রেজেনটেসন করেছিল এবং কন্সিলিয়েসন সুরু হয়েছিল ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৬১ এবং সেদিন এ্যাকচুয়াল কন্সিলিয়েসন হয়েছিল।

দি অনারেবল বিজয়সিংহ নাহার: আমার যা রিপোর্ট আছে তাতে ডিসপিউট ২৭-২-৬৩তে প্রথম ধরা হয় এবং সেদিন কন্সিলিয়েসন আরম্ভ হয়।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : মিঃ স্পীকার মহাশয় আমি মন্ত্রিমহাশয়কে বলেছিলাম যে রিপ্রেজেনটেসন ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬১ হয়েছে এবং কন্সিলিয়েসন সুরু হয়েছে ১৯৬১তে আমার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল যে ১৯৬১র সেপ্টেম্বরে একটা কনান্সিলিয়েসন সুরু হয়েছে, আজকে ১৯৬৩র আগষ্ট পেরিয়ে সেপ্টেম্বর হতে চলেছে, আজও পর্যন্ত হলোনা, এত স্লো কেন? মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এখানে আমাদের ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন, তিনি বলছেন রিপ্রেজেনটেসন করা হচ্ছে ১০-৯-৬২-তে এবং কন্সিলিয়েসন সুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩-তে, দ্যাট ইজ নট এ ফ্যাক্ট, সেজন্য মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করবো যে কাগজপত্র ভাল করে দেখবেন যে এ্যাকচুয়াল রিপ্রেজেনটেসন কবে করা হয়েছিল এবং কন্সিলিয়েসন এ্যাকচুয়ালী কবে সুরু হয়েছিল?

দি অনারেবল বিজয়সিংহ নাহার: মাননীয় সদস্য যদি চান আমার কাছে ফাইল আছে আমি দেখাতে পারি যে, যে তারিখটা আমি বলেছি সেই তারিখেই রিপ্রেজেনটেসন এসেছিল।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : ওঁর কাছে কপি নিয়ে গিয়ে যদি দেখাতে পারি যে ওঁর তথ্য ভুল তাহলে উনি কি এটা সম্বন্ধে অ্যাকসন নেবেন?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: যদি প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই নেবো।

Sinking of a free-tubewell at Konaipara

*324. (Admitted question No. *1311.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : গত ৯ই অগাস্ট ১৯৬৩ তারিখে প্রদত্ত তারকিত ২০৭নং (অ্যাডমিটেড প্রশ্ন নং *৯৬৬) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার কোনাই পাড়ার ফ্রি টিউবওয়েল বসানোর ব্যাপারে অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে যে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা করিয়াছিলেন কি, এবং

(খ) তদন্ত হইয়া থাকিলে, তাহার ফলাফল কি?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) টিউবওয়েলটি যথাস্থানেই বসানো হইয়াছে।

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায় : এনিয়ে গ্রামবাসীদের তরফ থেকে কি কোন আবেদন গিয়েছিল ডি-এম এর কাছে?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী : আপনার প্রশ্ন ছিল "অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে যে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা করিয়াছিলেন কি" আমি উত্তর দিয়াছি "হ্যাঁ" এবং তারপর উত্তর দিয়াছি যে "টিউবওয়েলটা যথাস্থানেই বসানো হইয়াছিল।"

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায়: আমি ২৪শে তারিখের জনমত উল্লেখ করেছিলাম, আপনি সেটা চেয়েছিলেন, আমি দিয়েছিলাম তাতে অভিযোগ ছিল (১) গ্রামের একজন ধনী গৃহস্থ পূর্ব নির্ধারিত স্থানে নলকূপটিকে না বসাতে দিয়া নিজ গৃহ সীমানার মধ্যে বাত্রে বসিয়েছেন আর দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল ডি-এম-এর কাছে আবেদন করে, অতিরিক্ত জেলা শাসক মহাশয় তিনি পাঠিয়েছিলেন, তিনি তদন্ত করে বলেছেন যে এটা অন্যায় হয়েছে। তারপর বি-ডি-ও সেটা সরিয়ে নেবার জন্য মেমো নং ২২২৯

[12-50 — 1 p.m.]

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী: দয়া করে যদি উত্তরটা শোনেন তাহলে আপনার এত অতিরিক্ত প্রশ্ন করবার কোন প্রয়োজন হয় না। অতিরিক্ত প্রশ্নে বলা হয়েছিল অনুসন্ধান করা হবে কি টিউবওয়েল সম্বন্ধে। অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং টিউবওয়েলটা যথাস্থানে বসান হয়েছে।

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায়: যদি আমি এখানে কাগজপত্রে প্রমাণ করতে পারি যে এটা ঠিক জায়গায় হয়নি তাহলে কি আপনি আর কোন ব্যবস্থা করবেন?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: যদির উত্তর তো আমরা দিই না। যদি করতে পারা যায় সে পরের কথা।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: আমার কাছে আছে। আমি যদি দিই

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: হ্যাঁ দেখা যাবে তখন।

Dismissal of workers of Messrs. Alkali and Chemical Corporation of India Ltd.

325. (Admitted question No. *1314.) **Shri Panchu Copal Bhaduri:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) whether six workers of Messrs. Alkali and Chemical Corporation of India Ltd., of Rishra were dismissed from their services on 17th August, 1960, and

(b) if so, whether their cases have been referred for adjudication before a Tribunal?

The Hon'ble Bijoy Sing Nahar: (a) Yes, (b) No.

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি, এই যে ৬ জনকে ছাটাই করা হয়েছে এটা লেবার ডিপার্টমেন্টে ডিসপিউট হিসাবে যাবার পর আর ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না। কোম্পানীর এবং প্রম দপ্তরে এটা কি ঠিক?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: না।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা: এটা কি ঠিক যে আপনার দপ্তর থেকে কোম্পানীকে বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও সেখানে ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: আমাদের কাছেই ফাইল আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা: কোম্পানীর কাছে এদের ছাটাই করার সমস্ত কাগজপত্র বা ফাইল যা আছে সেই ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: সমস্ত ফাইলই আমাদের কাছে আছে।

শ্রীগিরিজা ভূষণ মুখার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে ৬ জন শ্রমিককে ছাটাই করা হয়েছিল তার কারণ কি?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: একটা ষ্ট্রাইক নিয়ে ছাঁটাই হয়েছিল।

শ্রীগিরিজা ভূষণ মুখার্জী : কি উপলক্ষ্যে সেই ষ্ট্রাইক করা হয়েছিল?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এম্প্লইজরা যখন ষ্ট্রাইক করে তাদের সাপোর্টে এরা ষ্ট্রাইক করেছিল।

শ্রীগিরিজা ভূষণ মুখার্জী : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাইবেন কি, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এমপ্লইজ যারা ষ্ট্রাইক করেছিল তাদের সকলকেই এ্যাবজর্ব করা হয়েছে, কিন্তু তাদের সহানুভূতি দেখিয়ে এরা যে ষ্ট্রাইক করেছিল তাদের বিষয় বিবেচনা করা হবে না কেন?

দি অনারেবেল বিজয় সিং নাহার : যেহেতু এই কোম্পানীর সঙ্গে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কোন সম্পর্ক নেই, সরকারের এই রকম নীতি যে অন্য কেউ যদি তাদের সঙ্গে সহানুভূতিসূচক ষ্ট্রাইক করে তাহলে তাদের জন্য কোন সহানুভূতিসূচক ব্যবস্থা করা যায় না।

শ্রীগিরিজা ভূষণ মুখার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এই যে ডিসপিউট লেবার ডিপার্টমেন্টে ফাইল করা হয়েছিল সেই ডিসপিউটের পরিণতি কি হয়েছে?

দি অনারেবেল বিজয় সিং নাহার : কনসিলিয়েশনে কিছুই হয়নি, ফেল করেছে। তারপর আর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় একটু আগে বলেছেন যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছিল এবং এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ব্যাপার নয় সেহেতু এরা যদি এই রকম সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট করে তাহলে তাদের জন্য সহানুভূতিসূচক ব্যবস্থা করা যাবে না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনি পরিষ্কারভাবে বলুন যে এটা ওয়ার্কিংক্লাসের রাইট কিনা যে কোন ফ্যাক্টরীতে অন্যায় হলে তারাও তার প্রতিবাদ জানাতে পারে এবং সংবিধানে সেটা আছে কিনা?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar :

That is a matter of opinion

শ্রীনারায়ণ চৌবে : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০ সালে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এম্পলইজদের ষ্ট্রাইকের সময় কত হাজার কর্মচারী যারা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কর্মচারী নয় তারা ষ্ট্রাইক করেছিল তাদের সমর্থনে?

দি অনারেবেল বিজয় সিং নাহার : তা আমার জানা নেই।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : আপনি কি জানেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সমর্থনে বাংলা দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী নয় এই রকম কয়েক লক্ষ কর্মচারী ষ্ট্রাইক করেছিল?

দি অনারেবেল বিজয় সিং নাহার : করে থাকতে পারে।

Shri Haridas Chakravarty: Will the Hon'ble Minister kindly let us know whether the Production Manager of Messrs Alkali and Chemical Corporation of India Ltd happens to be the brother-in-law of the Hon'ble Labour Minister?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar That does not come under this question

শ্রীগিরিজা ভূষণ মুখার্জী : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই যে কনসিলিয়েশন হল তার পরিণতি কি হল, সেটা কি শেষ পর্যন্ত ট্রাইবুনালে গেল, না গেল না?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : ট্রাইবুনালে যায় নি।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : না গিয়ে তার পরিণতি কি হল?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : ছাঁটাই যারা হয়েছিল তারা ছাঁটাই হয়েই গেল।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : এটা কি লেবার ডিপার্টমেন্টের পক্ষে ঠিক হয়েছে বলে মনে করেন?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : এটা ১৯৬০ সালের ব্যাপার। আমার আগে যিনি মন্ত্রী ছিলেন তাঁর সময় এই ডিসিশন হয়েছিল।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : স্যার, আর্বন ব্যাঙ্ক-এর সময় মন্ত্রিমহোদয় বললেন যে ওদের আওতায় নয় অথচ ওঁদের অফিসার কন্‌সিলেয়েশন করছেন। এ রকম আল্‌তু ফাল্‌তু কথা যদি বলেন তাহলে আমরা যাই কোথায়?

(No reply)

শ্রীহরিদাস চক্রবর্তী : একথা কি সত্যি যে ওখানকার প্রোডাকশন ম্যানেজার মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের (ব্রাদার-ইন-ল) শালা কি ভগ্নিপতি জানি না এই ইংরাজীতে বললাম ব্রাদার ইন ল এবং যেহেতু তিনি ওঁর আত্মীয় সেজন্য কন্‌সিলেয়েশন-এ দেওয়া হয়নি?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : আমার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার আগে এ সব ফয়সালা হয়েছিল সুতরাং আমার কোন আত্মীয় যদি ওখানে কাজ করেন তার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন যোগাযোগ থাকতে পারে না।

শ্রীগিরিজা ভূষণ মুখার্জী : এই কেস ডিসপিউট ট্রাইবুনাল এ গেল কি, সেটা কি ইউনিয়ন [illegible] হয়েছিল

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : সেটা আমার জানা নেই এখন বলতে পারব না।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি এই ব্যাপারে বি কনসিডার করবেন

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar :

This is a request for action.

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : এরকম নজীর আছে যখন সত্তার সাহেব লেবার মিনিষ্টার ছিলেন তখন হিন্দমটর এর এরকম একটা কেস রি ওপেন করা হয়েছিল। আপনি কি সে রকম করবেন

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : আমি পরিষ্কার বলেছি সরকারের মত সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যে স্ট্রাইক হয়েছে তার সঙ্গে অন্য কোন কলকারখানার কর্মীরা যদি কোন ডিমনস্ট্রেশন স্ট্রাইক করেন [illegible] সংশ্লিষ্ট [illegible] সরকার সেখানে কিছু করতে না।

শ্রীনিখিল দাস : স্যার, শ্রমমন্ত্রি সরকারের একটা নোতুন শ্রমনীতি ঘোষণা করলেন। আমি জানতে চাইছি যে কোন স্থানে যদি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হয় এবং তার জন্য যদি অন্য জায়গায় শ্রমিকরা সিমপ্যাথেটিক স্ট্রাইক করে এবং তার ফলে তারা ডিসমিসড হয় তাদের কথা কি ইন্ডাসট্রিয়াল ডিসপিউট-এর আওতায় পড়ে না?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ব্যাপার। আমাদের স্টেটের ব্যাপার নয়।

শ্রীনিখিল দাস : প্রশ্ন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট-এর নয়। বাংলা দেশের কোন কলকারখানার শ্রমিক যদি সিমপ্যাথেটিক স্ট্রাইক করে ডিসমিসড হয় সেখানে কি ইন্ডাসট্রিয়াল ডিসপিউট আক্ট প্রযোজ্য হবে না?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : তা হতে পারে।

শ্রীকাশী কান্ত মৈত্র : মন্ত্রিমহাশয় আগে যা বলেছেন এটা যদি অফিসিয়াল পলিসি স্টেটমেন্ট হয়—

Under the Industrial Disputes Act, the Labour Department has been given statutory discretion that whenever any complaint is filed before the Labour Department it is at liberty to exercise the discretion in favour of the Union and refer the matter for adjudication before a tribunal. If the Hon'ble Minister is making a policy statement that discretion is stultified and that means that whenever any such dispute will occur the Labour Department will say, we have nothing to do in the matter. Is that the conclusion?

স্পীকার মহাশয়, আমরা মনে করি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মিঃ স্পীকার : মিঃ মৈত্র আপনি আপনার সাপ্লিমেন্টারী কোশ্চেন পুট করুন।

শ্রীকাশী কান্ত মৈত্র : মন্ত্রী হিসাবে উনি বলতে পারেন কোন ইন্ডাসট্রিয়াল ডিসপিউট কেস রি-কনসিডার করবেন কি করবেন না। কিন্তু উনি যখন উত্তর দিতে উঠছেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বললেন বলবেন না, বলবেন না। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যাইহোক উনি লেবার মিনিস্টার হিসাবে যদি এরকম পলিসি স্টেটমেন্ট করেন যে যারা সিমপ্যাথটিক স্ট্রাইক করবে, ডেমনস্ট্রেশন স্ট্রাইক করবে, তাদের কেস ইন্ডাসট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্ট-এর আওতায় আসবে না তাহলে যে স্ট্যাটুটরি ডাইরেকশন এক্ষেত্রে আছে সেটা কি খর্ব করা হচ্ছে না?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: মাননীয় সদস্য হয়ত ইন্ডাসট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্ট ঠিক জানেন না। ইন্ডাসট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্ট-এ ট্রাইবুনাল-এ পাঠান না পাঠান লেবার ডাইরেক্টরেট-এর ক্ষমতার মধ্যে নয়। স্যার, এটা পরিষ্কারভাবে বারে বারে বলা হয়েছে যে সেখানে এরকম স্ট্রাইক হবে এই হাউস-এও বার বার বলেছি এরকম যদি স্ট্রাইক হয় তার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কনসিডার করা হবে। কিন্তু ট্রাইবুনাল-এ দেওয়া না দেওয়া সেটা ঘটনার উপর নির্ভর করে বিশেষ করে এরকম যদি ঘটনা হয় সাধারণভাবে সেটা ট্রাইবুনাল-এ দেওয়া হয় না।

[1-10 p.m.]

Mr. Speaker: The question hour is over.

শ্রীননী ভট্টাচার্য : এইভাবে এ পর্যন্ত সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট তথা বাংলা দেশের সরকার পর্যন্ত নেন নি—

It appears to me that this is the first policy statement that he is making before the House.

এখন এর আগে পর্যন্ত এ্যাজ ফার এ্যাজ উই নো লেবারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার সময় আমি জানি লেবার ডিপার্টমেন্টের কতকগুলি ডিসক্রিসন আছে, কতকগুলো ইন্সট্রাকসন সেন্ট্রাল থেকে আছে যে ইন্সট্রাকসন মেনে এঁরা সেটা ট্রাইবুন্যালে রেফার করবেন কি করবেন না সেটা পরিষ্কারভাবে আছে। তাই আমি বলছি যে সেই যে ইন্সট্রাকসন এবং সেই যে বিভিন্ন কনভেনসন যা অনুসৃত হয়ে এসেছে তাতে এটা কোথাও নেই যে যদি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বা ষ্টেট গভর্ণমেন্টের স্ট্রাইকের সমর্থনে কোন জায়গায় স্ট্রাইক হয় দ্যাট ইজ এ পিসফুল লিগ্যাল স্ট্রাইক তাহলে তাঁরা সেটা ট্রাইবুনালে দেবেন না—সেখানে ডিসক্রিসন খাটাবেন এই ধরণের কোন ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয়নি। এটা আমি জানি। সেইজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি যে আজকে কিংবা এই দু চার দিনের মধ্যে তাঁরা কি এই পলিসি বদলেছেন?

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : আমার মনে হয় আপনার ডিক্লেয়ার্ড পলিসি থেকে ডিপারচার করছেন।

মিঃ স্পীকার : উনি জবাব দিয়েছেন যদি ডিপারচার হয়ে থাকে তাহলে ইউ হ্যাব টু টেক ইট দ্যাট ডিপারচার হোল।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় : মুখ্যমন্ত্রি ওঁকে জবাব দিতে বাধা দিয়েছেন—তার মানে the Chief Minister does not want him to say anything.

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এখন তো আর জবাব দেবার কিছু নেই, কারণ এখন একটা বেজে চার মিনিট হয়েছে।

[Noise and interruptions]

ডাঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য : স্যার, আপনাকে উনি অসম্মান করছেন চীফ মিনিষ্টার যেন স্পীকার। স্যার, আপনি ওঁকে পুল হিম ডাউন

He is not the Speaker here

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : আমি এই বলছি যে সোমবার দিন মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় এ ব্যাপারটি রি ওপেন করা যায় কিনা এই সম্বন্ধে ষ্টেটমেন্ট করুন। তা নাহলে এই গভর্ণমেন্টের ডিক্লেয়ার্ড পলিসি থেকে ডিপারচার বলে ধরে নেবো গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া যে লেবার পলিসি অনুসরণ করে আসছেন তার সঙ্গে এটা ডিফার করে বলে মনে করবো।

মিঃ স্পীকার : এ সম্বন্ধে আপনি মোসন দিয়ে দেবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : আপনি ওঁকে সেই নির্দেশ দিন।

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee : In the Upper House the other day there was a half-an-hour discussion on an answer given by a Minister. Our rules also permit that there can be a half-an-hour discussion provided they give a motion. So Sir, if they are not satisfied after the question hour is over, you can allow a discussion under the rules.

Questions continuing beyond question hour.

Mr. Speaker : After the question hour is over, whether rightly or wrongly I allow or I don't allow the discussion to continue, that is my discretion.

There is one short notice question. We take it up.

Keshab Academy

***331.** (Short Notice) (Admitted question No. *1546.) **Shri Sanat Kumar Raha :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) whether there is any elected Managing Committee of the Keshab Academy at 148 Ram Dulal Sarkar Street, Calcutta-6;

(b) if so, when it was elected; and

(c) whether it is true that the Keshab Academy has no building of its own, since long, in spite of sufficient building fund at its disposal?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra : (a) Yes.

(b) 2nd November, 1948.

(c) The school was so long accommodated in the rented buildings which have since been purchased for the school out of the school funds.

শ্রীসনৎকুমার রাহা : মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ২-১১-৪৮ তারিখে যে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়েছে তাতে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল এই ১৪।১৫ বছরের মধ্যে সেই কমিটির কোন মিটিং হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Sowrindra Mohon Misra :
আমি বলেছি যে ১৯৪৮ সালে যে ম্যানেজিং কমিটি হয়েছিল তাদের একটি স্পেশাল কনষ্টিটিউশন ছিল। আমি ডিটেলস পড়ে দিচ্ছি।

The present Managing Committee was reconstituted according to a special constitution sanctioned by the Calcutta University in the following manner : -

(1) representatives of the Vidhan Education Society—4

(2) guardians' representatives—3

(3) ward councillor—1

(4) departmental nominee—1

(5) headmaster, ex-officio—1

(6) teachers' representatives—2

After promulgation of the new rules for the reconstitution of the Managing Committee, the Board of Secondary Education directed the School authorities to reconstitute the Managing Committee according to the revised rules. The School authorities submitted a representation for a special constitution for the Managing Committee The Board of Secondary Education approved a special constitution in their letter No 5677-G dated the 2nd April 1962, in the following manner :—

(1) nominees of the Vidhan Education Society (in the categories of founders, donors, benefactors, persons interested in education) —4

(2) guardians' representatives—3

(3) medical practioner—1

(4) departmental nominee—1

(5) headmaster ex-officio—1

(6) teachers' representatives—2

The School authorities, in pursuance of the Board's order, reconstituted the Managing Committee on the 24th June, 1963, and the teachers' elections were held on the 29th March, 1963 But the Board of Secondary Education has not yet approved the Managing Committee due to the fact that the Medical Practitioner was not nominated by the Vidhan Education Society and was not elected as per rules of the Board

শ্রীসনৎকুমার রাহা : স্কুল কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী রি-কন্সটিটিউসন করার কথা হোল কিন্তু আপনারা সেটা গ্রহণ করলেন না। যাহোক, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ১৯৬৩ সালের এপ্রিলের পর সরকার এ সম্পর্কে নূতন কমিটি গঠন করবার জন্য বা বর্তমানে যে কমিটি আছে তাকে দিয়ে কাজ চালাবার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : এটা নূতন ম্যানেজিং বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী করেছিলাম কিন্তু বোর্ড সেই কমিটিকে এ্যাপ্রুভাল দিতে পারছে না। তার কারণ হচ্ছে মেডিকেল প্রাক্টিসনার্স-দের যেভাবে নেওয়া উচিত ছিল সেইভাবে না নিয়ে বিধান পরিষদের নমিনি-কে নেওয়া হয়েছে। তবে এটা পরিবর্তন করবার কথা বলা হয়েছে।

[1-10 1-20 p.m]

Shri Santa Kumar Raha:
তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে ১৯৫৮ সালে যে ধরনের কমিটি ছিল ১৯৬৩ সালেও সে ধরনের কমিটি আছে ?

দি অনারেবল সৌরেন্দ্রমোহন মিশ্র : যতদিন পর্যন্ত না ঐ নতুন ম্যানেজিং কমিটির এপ্রুভাল দেওয়া যাচ্ছে তাইতো থাকবে, ওখানেতো খালি থাকবে না।

শ্রীসনৎ কুমার রাহা: প্রশ্ন হচ্ছে এই ম্যানেজিং কমিটি নতুন ভাবে গঠনের জন্য কেন ১৫ বছর পরে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করার প্রয়োজন হয়েছে এই জন্যই যে স্কুল বিল্ডিংএর টাকা বিধান সোসাইটি খরচ করেছেন, কাজেই এত গুরুত্বপূর্ণ স্কুলের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ৮৫ হাজার টাকা লেন দেনের ব্যাপারে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করার জন্য অবিলম্বে নির্দ্দেশ দেওয়া বা আপনাদের গাইডেন্সে স্কুল কমিটি নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা আপনারা করবেন কি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: আপনাকে তো আমি আগেই বলিলাম যে ম্যানেজিং কমিটির ইলেকসন হয়ে গেছে, একটা ক্যাটাগরির যে টীচার মেডিক্যাল প্রাক্টিসনার সেখানে বোর্ড বলেছেন যে তাদের নিয়ম অনুযায়ী করেন নি বলে ঐ একটা ইলেকসন শুধু হবে।

শ্রীসনৎ কুমার রাহা: হাউ ক্যান ইট বি রেক্টিফায়েড · সেটার রেক্টিফিকেশন হবে কি করে?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: রেক্টিফিকেশন করবার জন্য বলা হয়েছে। মেডিক্যাল প্রাক্টিশনারকে নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ঐ পরিষদের নমিনি নিলে চলবে না। এখানে বাইরে থেকে যে রকম বোর্ডের নিয়ম আছে সেই ভাবে নিতে হবে।

শ্রীসনৎ কুমার রাহা: কি সময়ের মধ্যে নেবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: না আমি এখনি বলতে পারব না।

শ্রীসনৎ কুমার রাহা: সেখানে আগে রেন্টেড হাউজে স্কুলটা চলছিল সে রেন্টেড হাউজে না চলে একটা বাড়ী কেনা হয়েছে এবং সেই বাড়ীতে স্কুল চলছে। সেই বাড়ীটা কেনা হয়েছে কার নামে?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: বিধান এডুকেশন সোসাইটি যারা রেজিষ্টার্ড সোসাইটি তারাই যে পেরেন্ট বডি অব দি ইনষ্টিটিউসন তারই নামে এই বাড়ী কেনা হয়েছে।

শ্রীসনৎকুমার রাহা: পেরেন্ট বডি অব দি ইনষ্টিটিউসন হচ্ছে বিধান সোসাইটি, কেশব একাডেমি নয়, কেশব একাডেমি

whether it is a parent body of the institution or not

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: এখানে
nominees of the Vidhan Educational
সোসাইটির নাম আছে কেশব একাডেমির নাম নাই।

শ্রীসনৎকুমার রাহা: আমার প্রশ্ন তা নয়, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি একটা আছে তাদের প্রস্তাব আছে কিনা যে স্কুল বিলডিংটা কার নামে কেনা হবে।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: কি প্রস্তাব আছে তা আমি এখন বলতে পারব না, নোটিশ দিলে বলতে পারি।

শ্রীসনৎকুমর রাহা: স্যার, আমার প্রশ্নটা খুব ক্লিয়ার ছিল
whether it is true, that the Keshab Academy has no building of its own, since long, in spite of sufficient building fund at its disposal
তবে আপনি বললেন কেশব একাডেমির ডিসপোজালে যে ফান্ড ছিল সেই টাকা দিয়ে বাড়ী কেনা হয়েছে আগে ছিল রেন্টেড হাউজ, এখন নিজের বাড়ীতে স্কুল হচ্ছে। কার নামে স্কুল হল, কে টাকা দিল কে পারমিশন দিল বেআইনী কাজ হল কি না ঐ দিকে যদি কোন দৃকপাত না করে তাহলে কি হবে?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra: The school premises at 148, Ramdulal Sarcar Street has since been purchased for the school at a cost of Rs 85,000 by the Vidhan Educational Society out of the school funds The premises have been purchased in the name of the Vidhan Educational Society, a registered Society, which is the parent body of the Institution

শ্রীসনৎ কুমার রাহা: পেরেন্ট বডি অব দি ইনস্টিটিউশন এই তথ্য আপনি কি করে জানতে পারলেন সেটা জানতে চাই।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: আপনি যদি বলেন বিধান এডুকেশান সোসাইটিটা এর পেরেন্ট বডি নয় তাহলে সে তথ্য সংগ্রহ করে আপনাকে দিতে হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বাসু: যে টাকায় এই বাড়ীটা বিধান শিক্ষা পরিষদ কিনেছেন, সেই টাকা স্কুল কমিটির এবং সেই টাকা সরকারের টাকা এবং ছাত্রদের টাকা সব আছে আর যে দলিল হয়েছে বাড়ীটা কেনার সেই দলিলে কোথাও এমন কথা নেই যে কেশব একাডেমি স্কুল হতে পারবে সেই জন্য এ বাড়ী কেনা হচ্ছে এ সংবাদ কি আপনি রাখেন?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: এ দলিলে কি আছে সে সংবাদ আমি রাখিনা, এই যে বিধান এডুকেশন সোসাইটী রেজিস্টার্ড বডি সেটা হচ্ছে এই ইনস্টিটিউশনের পেরেন্ট বডি সেই তথ্য আমার কাছে আছে। এর চেয়ে বেশী তথ্য যদি আপনি চান পরে নোটিশ দিলে আমি বলে দেব।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বাসু: সে তথ্য আপনি পরে দেবেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি এই কমিটির হিসাবপত্র কি কোনদিন সরকার পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হয়েছে?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: কমিটির হিসাব পত্র সরকার পক্ষ পরীক্ষা করেন না যদি বোর্ডের থেকে এইড নেয় তাহলে বোর্ড থেকে পরীক্ষক গিয়ে হিসাব পরীক্ষা করে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু: কেশব একাডেমির টাকায় বিধান শিক্ষা পরিষদের নামে বাড়ী কেনা হয়েছে। চেক কেটেছে কেশব একাডেমির সেক্রেটারী কিন্তু সেই যে দলিল হয়েছে সেই দলিলে কোথাও এই স্কুল হবে বলে এর নাম গন্ধ পর্যন্ত নেই। এই দলিল কি আপনি দেখেছেন এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: আমি বলেছি দলিল আমার দেখা নাই। দলিল না দেখলে আপনি যে প্রশ্ন করছেন তার সঠিক জবাব দিতে পারব না।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বাসু: এই দলিল দেখে অবস্থাটা কি সেটা পরে আমাদের হাউসে জানাবেন কি

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: আপনি যদি আর একটা প্রশ্ন করেন তাহলে আমি দলিল সম্বন্ধে বিশদভাবে জানাতে পারি। তা নাহলে আমার ঘরে এলে আমি জানিয়ে দিতে পারি।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: প্রথমে আপনি বললেন যে এ সম্বন্ধে আমার সঠিক তথ্য জানা নেই, শেষ মুহূর্তে মাননীয় সদস্য অমর বসুর প্রশ্নোত্তরে বললেন যে আপনার কাছে যে তথ্য আছে তাতে আপনি বলছেন যে বিধান পরিষদ হচ্ছে এর পেরেন্ট বডি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে কি এমন কোন কাগজপত্র আছে যার দ্বারা আপনি দেখাতে পারেন যে কেশব এ্যাকাডেমির আগে এই বিধান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দি ক্যুইশ্চেন এই বিধান পরিষদটি বিধান এডুকেশন সোসাইটি যেটা বলছেন সেটা একটা ব্রাহ্মসমাজের রিলিজিয়াস ডিনোমিনেশনাল ইনস্টিটিউশন এবং এইভাবে রিলিজিয়াস ডিনোমিনেশনাল ইনস্টিটিউশন দিয়ে একটা ইনস্টিটিউশন চালাচ্ছেন এটাকে সরকার কি ভাবে গ্রহণ করেছেন সেটা জানতে চাই

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: আমার কাছে এ সম্বন্ধে কোন তথ্য নেই ব্রাহ্মসমাজ কি অন্য কোন সমাজের তথ্য আমার কাছে নেই। এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ না করলে বলতে পারব না।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : আপনি কি হাউসে এ্যাসিওয়েন্স দিতে পারেন যে বিধান এডুকেশন সোসাইটি যদি তার ট্রাস্টিও হয়, অথচ এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশনের নমেনক্লেচার যদি হয় কেশব এ্যাকাডেমি—আপনি যদি চান আমার কাছে কনভেয়্যান্স আছে, কনভেয়্যান্সে দেখেছি এই রকম অদ্ভুত বে-আইনী দিনের বেলায় ডাকাতি যাকে বলে সেটা কি করে হতে পারে! আমি নিজের চোখে দেখেছি, সেখানে দেখেছি ভেন্ডার এবং পার্চেজার যারা তাদের সঙ্গে কেশব এ্যাকাডেমির কোন সম্পর্ক নেই, অথচ স্কুলের যিনি হেডমাষ্টার

he is a party to it without the consent and sanction of the Managing Committee of the Keshab Academy.

আপনার এডুকেশান ডিরেকটোরেটে এই জিনিসগুলি যে হচ্ছে, এগুলি সমর্থন করে যাচ্ছেন এবং তাতে অনেকের মনে সংশয় জাগছে যে এর মধ্যে যেহেতু একটা গা-শোকাশুকির ব্যাপার আছে এবং এর মধ্যে একটা ধর্মীয় গন্ধ আছে বা এর মধ্যে একটা রিলিজিয়াস ডিনোমিন্যাশানাল ইনষ্টিটিউশনের ছোঁয়াচ রযেছে সেহেতু পক্ষপাতিত্ব দেখান হচ্ছে। এ সম্বন্ধে আমি গুরুতর অভিযোগ আপনার কাছে রাখছি।

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: বহু রিলিজিয়াস ডিনোমিন্যাশানাল ইনষ্টিটিউশন স্কুল চালাচ্ছেন যেমন সেন্টজেভিয়ার্স। আপনারা জানেন বহু ইনষ্টিটিউশন এমন আছে যারা রিলিজিয়াস বডি চালাবেন। এইরকম বহু ইনষ্টিটিউশন আছে কলকাতা শহরে। আপনি জিজ্ঞাসা করছেন পেরেন্ট বডি কে? আমাদের ইনফরমেশান যে তাতে পেরেন্ট বডি হচ্ছে বিধান এডুকেশন সোসাইটি। আপনি বলছেন যে না, তা নয়, অনেক আগে হয়েছিল স্কুল। এখন পজিসানটা কি। আপনি বলছেন কনভেয়্যান্স দেখেছি। আপনি কনভেয়্যান্স দেখে আসতে পারেন, আমাদের কনভেয়্যান্স দেখবার কারণ ঘটেনি। কারণ,

after all Board of Secondary Education Constitution of the committee frame

করেছেন, সেজন্য আমাদের কনসটিটিউসানটা দেখবার কোন কারণ হয়নি। আপনি যদি কনভেয়্যান্স কি আছে জানতে চান তাহলে কনভেয়্যান্স তলব ক'রে উত্তর দিতে পারব।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : কেশব এ্যাকাডেমির প্রোপার্টিটা কি ম্যানেজিং কমিটি কেশব এ্যাকাডেমির, না, বিধান এডুকেসান সোসাইটির প্রোপার্টি এটা তো খুব একটা মূল প্রশ্ন? এটা তো এডুকেসান ডিরেকটোরেটের জানা উচিত।

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: এ সব তো এডুকেসান ডিরেকটোরেট জানবে না, কেন জানবে না আপনাকে বলছি। না জানবার কারণ হচ্ছে এই, এইগুলি আপনার সোসাইটি সম্বন্ধে প্রশ্ন। প্রশ্ন হচ্ছে যে ম্যানেজিং কমিটি রিকনষ্টিটিউটেড হয়েছে কিনা। এতে আপনি দেখুন, পেরেন্ট বডির কোন প্রশ্ন নেই। এতে কনভেয়্যান্স কি রকম হচ্ছে না হচ্ছে প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হচ্ছে ম্যানেজিং কমিটি রিকনষ্টিটিউটেড হয়েছে কিনা, কবে হয়েছে, আবার পুনরায় হয়েছে কিনা এই হচ্ছে প্রশ্ন। আমরা তার জবাব দিয়েছি। আমরা বলেছি ১৯৪৮ সালে এটা কনষ্টিটিউটেড হয়েছিল, কিভাবে হয়েছিল তাও বলেছি। ইউনিভার্সিটি যে স্পেসাল কনষ্টিটিউশন এ্যাপ্রুভ করেছিল সেই অনুসারে কমিটি চলছিল। তারপর বোর্ড অব সেকন্ডারি এডুকেশন হবার পরে ১৯৬০ সালে বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন একটা স্পেসাল কমিটি ফর্ম করলেন, করে বললেন যে এই অনুসারে কাজ চালাও। তাইতেই রিকনষ্টিটিউশন হচ্ছে।

That's why the entire question is about re-constitution of the managing committee of the school.

আর স্কুলের নিজস্ব বিল্ডিং আছে কিনা। আমার নিজস্ব অভিমত হচ্ছে যে হ্যাঁ। দি স্কুল হ্যাজ পারচেজড এ বিল্ডিং। আপনি এখন অন্য প্রশ্ন তুলেছেন। আপনি বলছেন যে পেরেন্ট বডি কে, কনভেয়্যান্স কার নামে হয়েছে, সেটা ঠিক হয়েছে কিনা এই সব প্রশ্ন আমাদের কাছে রাখা হয়েছে।

I submit these questions can not arise If further notice is given, we may try to given the answer.

শ্রীসনৎকুমার রাহা: ৯ই জুলাই ১৯৬২-তে স্কুল কেনা হয়, দলিলপত্র, কাগজ আমার আছে গভর্নমেন্টের কাছে, মিনিস্টারের কাছে, এক্স ষ্টুডেন্টস গার্জিয়ানদের পক্ষ থেকে মেমোরান্ডা সাবমিট করা হয়—তাতে দেখা যাচ্ছে এই আগস্টের মিটিং-এ জুলাই মাসে বাড়ী কেনা হ ১৯৬২-র অগাস্ট মাস মিনিষ্টার কনসার্নড-এর কাছে পাঠানো হল মেমোরান্ডাম, সমস্ত ডকুমেন্ট—তা সত্ত্বেও যদি সরকার বলেন যে কোয়েশ্চেনের উত্তর দিতে প্রস্তুত নন, পরে বলবেন তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে অত্যন্ত ঘোরতর অন্যায় দুর্নীতি চলেছে কেশব এ্যাকাডেমী নিয়ে, তা প্রতিবিধান করতে রাজী আছেন কিনা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র: এই মেমোরান্ডামের কথা আমরা ঠিকমত জানা নেই নোটীশ দেবেন। আমিতো বল্লাম অমরবাবু যদি সামনের সপ্তাহে আসেন তাহলে কনভেন্সে কি কি আছে সেটা জানিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।

শ্রীগোপাল ব্যানার্জী: এডুকেশন মিনিস্টার কনভেয়ান্সের কথা বলছেন—এটা একা ইম্পরট্যান্ট ব্যাপার।

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: কোশ্চেনটা হচ্ছে রি-কনষ্টিটিউশন অব ম্যানেজিং কমিটি সম্বন্ধে।

মিঃ স্পীকার: উনি তো বলেই দিয়েছেন যে পরে বলবেন, কাজেই আর কোন প্রশ্ন অ্যারাইজ করে না।

(STARRED QUESTIONS TO WHICH ANSWERS WERE LAID ON THE TABLE.

Bagjola Canal

***326.** (Admitted question No. *1339.)

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, কলিকাতা পৌর এলাকার কাশীপুর, চিড়িয়ামোড় বরাহনগর, লক্‌গেট রোড, পাইকপাড়া, বেলগাছিয়া দত্তবাগান, রাজা মনীন্দ্র রোড উল্টাডাঙ্গা বাগমারী প্রভৃতি এবং চব্বিশপরগনা জেলার বিভিন্ন পৌর সংস্থাগুলি যথা—দমদম, দক্ষিণ দমদম, উত্তর দমদম, বরাহনগর, কামারহাটি, বাঁকড়া, ইটাগাছ প্রভৃতি অঞ্চলের ড্রেনগুলির জল বাগজোলা খালে পতিত হয়, এবং বাগজোলা খাল এবং উক্ত ড্রেনগুলির সংস্কারের অভাবে উক্ত এলাকাগুলি সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হইয়া যায়; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত খাল ও বিভিন্ন এলাকার ড্রেনগুলির সংস্কারসাধনের জন্য আশু বা দীর্ঘ মেয়াদী কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং

(২) উক্ত স্থানগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া যশোর রোডের পাতিপুকুর রেলওয়ে পুলের নিচের জল সরাইবার জন্য বিগত ১ বছরে কোনও স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল কি?

The Minister-in-Charge, Local Self-Government and Panchayats Dept.:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ১ ও ২: বাগজোলা খালের পলি অপসারনের কাজে সেচন ও জলপথ বিভাগ হাত

দিয়াছেন। বর্ষার পূর্বেই কাজ সুরু হইয়াছে। বর্তমানে দুইটি পরিকল্পনা আছে। একটি চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে লালাবাবুর নিকাশী নামক ড্রেনের উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা যাহা কলিকাতা পৌর সভার বিবেচনার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রস্তুত করিয়াছেন। অপরটি সি. এম. পি. ও. কর্তৃক প্রস্তুত বীরপাড়া বাগজোলা ড্রেনেজ স্কীম নামক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। ইহার আনুমানিক খরচ ৫০ লক্ষ টাকা এবং ইহা বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন। ইহা ছাড়া কালকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কাশীপুর ও মানিকতলা এলাকায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং উহা শেষোক্ত এলাকায় আংশিকভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে।

সি. এম. পি ও এর উপরোক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে যশোর রোডের রেল-পুলের নীচের অবস্থার উন্নতি হইবে।

Relief Committees in Asansol police-station

***327.** (Admitted question No. *1368.)

বিজয় পাল : ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) আসানসোল থানায় কোনো রিলিফ কমিটি আছে কি;

(খ) থাকিলে, সেই রিলিফ কমিটি কাহাদের লইয়া গঠিত হইয়াছে; এবং

(গ) আসানসোল মহাকুমার কোন্ কোন্ থানায় রিলিফ কমিটি আছে এবং তাহার মিটিং নিয়মিত হয় কিনা?

he Minister-in-Charge, Relief Department:

(ক) আসানসোল থানায় ধাদকা ও কালীপাহাড়ী ইউনিয়নে রিলিফ কমিটি আছে;

(খ) উক্ত ইউনিয়ন রিলিফ কমিটি দুইটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মণিক ও ডাঃ গোপিকা রঞ্জন মিত্র, এম, এল, এ.-র প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে,

(গ) আসানসোল মহাকুমায় কুলটি, আসানসোল, হীরাপুর, বরবাণী, রাণীগঞ্জ, ফরিদপুর, কাংকসা ও চিত্তরঞ্জন থানায় গত সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটিগুলির মিটিং নিয়মিত হয় না।

nplementation of the awards of Steel Wage Board in the Indian Iron and Steel Company

***328.** (Admitted question No. *1369.)

বিজয় পাল : শ্রম বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ইস্কো কারখানার কুলটি ওয়ার্কস-এ এখনও পর্যন্ত স্টীল ওয়েজ বোর্ড-এর অন্তবর্তীকালীন ২১ টাকা বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্যকরী করা হয় নাই;

(খ) সত্য হইলে তাহার কারণ কি,

(গ) সরকার কি অবগত আছেন যে, ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট অনুযায়ী ইস্কো কোম্পানীর বার্নপুর কারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের ওভারটাইম ওয়েজের উপর মাগ্গীভাতা বাবত আনুমানিক ৪ কোটি টাকা (১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৬২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত) কোম্পানীর নিকট পাওনা হইয়াছে,

(ঘ) অবগত থাকিলে—

(১) ইহার কারণ কি; এবং

(২) সরকার এ বিষয়ে কি করিতেছেন?

The Minister-in-Charge, Labour Department:

(ক) কুলটি কারখানায় লোহ ও স্টিল উৎপাদন হয় না। এইজন্য কোম্পানী ভারত সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, ষ্টীল ওয়েজ বোর্ডের প্রস্তাব এই কারখানায় কার্যকরী হইতে পারে না।

(খ) চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

(গ) অভিযোগটি সম্বন্ধে সবিস্তার অনুসন্ধানের জন্য সরকার নির্দেশ দিয়াছেন।

(ঘ) (১) এবং (২) অনুসন্ধানের ফলাফল জানিবার পর বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

Works Committee in the workshops of the Indian Iron and Steel Company

***329.** (Admitted question No. *1370.)

শ্রীবিজয় পাল : শ্রম বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ইস্কোর বার্নপুর কুলটি কারখানায় দীর্ঘদিন যাবত কোন ওয়ার্কস্ কমিটি গঠিত হয় নাই,

(খ) সত্য হইলে, তাহার কারণ কি; এবং

(গ) ওয়ার্কস্ কমিটি গঠন করিবার জন্য কোম্পানিকে সরকার কোন নির্দেশ দিয়াছেন কিনা?

The Minister-in-Charge, Labour Department:

(ক) হাঁ।

(খ) ওয়ার্কস কমিটি গঠন করা সম্বন্ধে সরকার কয়েকবার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে কারখানা দুইটিতে ওয়ার্কস কমিটি গঠনের মত অনুকূল পরিবেশ নাই।

(গ) সম্প্রতি কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই।

Supply of electricity at Jalpaiguri town

***330.** (Admitted question No. *1385.)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়প্রধান : স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, গত ৩রা আগস্ট ১৯৬৩ তারিখে সকাল ১০টা হইতে ৫ই আগস্ট রাত ৮টা পর্যন্ত জলপাইগুড়ি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার কারণ কি;

(২) জলপাইগুড়ি শহরে যে প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে তাহার মালিক কে; এবং

(৩) এই প্রতিষ্ঠানটি কতদরে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে?

The Minister-in-Charge, Local Self-Government and Panchayats:

(ক) শহরের এক অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু ছিল। অন্যান্য অংশে বন্ধ ছিল।

(খ) (১) নিম্নমানের ডিজেল তৈল ব্যবহারের দরুন যান্ত্রিক গোলযোগ।

(২) জলপাইগুড়ি ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিমিটেড।

(৩) প্রতি ইউনিট—

আলোর জন্য	...	৫০ ন. প
আলো ও পাখার জন্য	..	৪৭ ন. প.
পাম্পের জন্য	...	৪৪ ন. প.
রাস্তার আলো ব্যবহারের জন্য	.	১৫ ন. প.

১ ফেজ মটর-এর জন্য	...	২৫ ন· প·
৩ ফেজ মটর-এর জন্য	...	২২ ন· প·
পৌরসভার জল সরবরাহ কেন্দ্রের জন্য	.	১৬ ন. প.

UNSTARRED QUESTIONS

(to which written answers were laid on the table)

Ichaganj-Jiaganj Road in Murshidabad district

612. (Admitted question No 475)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, মুর্শিদাবাদের ইছাগঞ্জ হইয়া জিয়াগঞ্জ যাইবার রাস্তা মেরামতের অভাবে চলাচলের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং

(খ) অবগত থাকিলে, এ রাস্তা মেরামতের আশু কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) উক্ত রাস্তাটি জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ পৌরসভাদ্বয়ের যৌথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ন্যস্ত এবং সকল ঋতুতেই যানবাহনযোগ্য। এই রাস্তার মধ্যবর্তী কয়েকটি স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাওয়ায়, ঐ সকল স্থানে কিছুটা ঘুরিয়া যানচলাচল হইয়া থাকে।

(খ) মেরামতের দায়িত্ব পৌর কর্তৃপক্ষদের। কাজেই এই প্রশ্ন ওঠে না।

Refund of fees paid by the wards of the teachers

613. (Admitted question No. 865.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা: শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) যেসকল শিক্ষকগণকে তাঁহাদের সন্তানের জন্য স্কুলের বেতন বাবত গত ১৯৬১-৬২ সাল হইতে ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত টাকা জমা দিতে হইয়াছে রাজ্যসরকার হইতে সেই সকল ছাত্রছাত্রীর বেতনের অর্থ ফেরত দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা; এবং

(খ) ব্যবস্থা না হইয়া থাকিলে কবে হইবে?

The Minister for Education:

(ক) ও (খ) মধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পুত্রকন্যাদের বাবদ দেয় ছাত্র-বেতনের অর্থ ফেরত লইবার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন করিতে হয়।

প্রধান শিক্ষকগণ ঐ সকল প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানাইলে, তিনি ছাত্র-বেতন বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ প্রধান শিক্ষকগণের নিকট সরাসরি পাঠাইয়া দেন। উক্ত অর্থ পাইয়া প্রধান শিক্ষকগণ ছাত্রদের অভিভাবকগণকে প্রদত্ত ছাত্রবেতন প্রত্যর্পণ করিয়া থাকেন। বেতন অনাদায় থাকিলে প্রধান শিক্ষকগণ বিদ্যালয় তহবিলে উক্ত টাকা জমা করিয়া লইয়া অভিভাবককে জানাইয়া দেন।

১৯৬১-৬২ ও ১৯৬২-৬৩ সালের জন্য এই বাবত প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মারফত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে দিয়াছেন।

Special grant to primary school teachers

614. (Admitted question No. 890.)

শ্রীরাধিকা ধীবর : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ও (খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পুত্রকন্যাদের বাবত দেয় ছাত্র-বেতনের অর্ধ এবং ৫০ বৎসরের ঊর্ধবয়স্ক শিক্ষকগণকে ৫ টাকা করিয়া বর্ধিত বেতন দিবার নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন;

(খ) সত্য হইলে, ১০ বৎসরের অধিক কাল কার্যরত এবং ৫০ বৎসর বয়সের ঊর্ধে জি টি পাস শিক্ষকগণও উহা পাইবেন কিনা,

(গ) ইহা কি সত্য যে, ম্যাট্রিক ও জি টি উত্তীর্ণ শিক্ষকগণকে সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া সম-পরিমাণ বেতন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে;

(ঘ) ভি এম পাস শিক্ষকগণকে জি টি পাস শিক্ষকগণের সম-শ্রেণীভুক্ত করিবার কোন প্রস্তাব আছে কিনা; এবং

(ঙ) ভি এম পাস শিক্ষকগণকে 'ক' শ্রেণীভুক্ত করিয়া তদনুযায়ী বেতনের হার নির্দিষ্ট করিবার প্রস্তাব আছে কি?

The Minister for Education :

(ক) ৫০ বৎসর বা ততোধিক বয়স্ক শিক্ষক শিক্ষা রহিত অথচ ১০ বৎসরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ম্যাট্রিক পাস শিক্ষকদিগের জন্য মাসিক ৫ টাকা হিসাবে এক বিশেষ ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(খ) না।

(গ) ম্যাট্রিক এবং নন-ম্যাট্রিক জি টি অথবা পি টি উত্তীর্ণ - উভয় শ্রেণীর শিক্ষকগণের জন্য সমহারে বেতন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

(ঘ) এই উভয় প্রকার যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকগণ একই শ্রেণীভুক্ত আছেন।

(ঙ) না।

Temporary staff in Collectorate Office

615. (Admitted question No. 920.)

শ্রীইন্দ্রজিত রায় : অর্থ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও হাওড়া জেলার কালেক্টরেটের কোনটিতে কত জন সরকারী কর্মচারী অস্থায়িভাবে কার্য করিতেছেন,

(খ) উক্ত প্রত্যেক কালেক্টরেটের অস্থায়ী কর্মচারিগণের মধ্যে-

(১) তিন বৎসরের ঊর্ধে এবং পাঁচ বৎসরের নীচে কত জনের কার্যকাল,

(২) পাঁচ বৎসরের ঊর্ধে এবং দশ বৎসরের নীচে কত জনের কার্যকাল,

(৩) দশ বৎসরের ঊর্ধে কত জনের কার্যকাল;

(গ) অস্থায়ী কর্মচারিগণকে স্থায়িরূপে গণ্য করার সম্বন্ধে সরকার কি কি বিষয় বিবেচনা করেন; এবং

(ঘ) কত দিনে উহাদিগকে স্থায়িরূপে গণ্য করা হইবে?

The Minister for Finance :

(ক) মেদিনীপুর - ৫৭৬ জন
বাঁকুড়া—৭৬৬ জন
হাওড়া—৫৯২ জন

(খ) ইহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(গ) স্থায়ি পদ খালি হইলে অথবা অস্থায়ি পদ স্থায়ি করা হইলে অস্থায়ি কর্মচারীদের চাকরির জ্যেষ্ঠতা এবং অতীত কালের সন্তোষজনক কার্যকলাপ বিবেচনা করিয়া স্থায়ি করা হইয়া থাকে।

(ঘ) স্থায়ি পদ খালি হওয়ার উপর ইহা নির্ভর করে।

যেসকল পদ তিন বৎসরের অধিক কাল অস্থায়িভাবে রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে অনির্দিষ্ট কাল থাকিবার সম্ভবনা রহিয়াছে, সেই সমস্ত পদগুলিকে স্থায়ি করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ-গুলিকে বিবেচনা করিতে আদেশ দেওয়া হইতেছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী অস্থায়ি পদগুলি স্থায়ি হইলে বহু কর্মচারী স্থায়িভাবে গণ্য হইবার সুযোগ পাইবেন।

Statement referred to in reply to clause (Kha) of unstarred question No 615

তালিকা

	(১)	(২)	(৩)
	৩ বৎসরের ঊর্ধে এবং ৫ বৎসরের নীচে	৫ বৎসরের ঊর্ধে এবং ১০ বৎসরের নীচে	১০ বৎসরের ঊর্ধে
মেদিনীপুর	১৭৪ জন	২৩৬ জন	৮৪ জন
বাঁকুড়া	৩৭৫ জন	২৫৬ জন	১৩৫ জন
হাওড়া	১৪৫ জন	২১৪ জন	১০০ জন

Messrs. Dhakeswari Cotton Mills Ltd. in Burdwan district

616. (Admitted question No 949) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(a) whether the Government received any petition from the workers of Messrs Dhakeswari Cotton Mills Ltd , Suryanagar, Police-station Hirapur, district Burdwan, demanding the taking-over of the management and control of the said mill by the Government, and

(b) if so, what steps, if any, the Government intends to take in this matter ?

The Minister for Commerce and Industries: (a) Yes.

(b) The matter is under investigation

Roads construction under First, Second and Third Five-Year Plans in Howrah district

617. (Admitted question No 984)

শ্রীতারাপদ দে: পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) হাওড়া জেলায় প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কত রাস্তা হইয়াছে; এবং

(খ) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কত রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাক্রমে ৮৫ মাইল ও ৩১ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(খ) তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় ৩৭ মাইল নতুনরাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

Posting of a Police Camp in the Chanchal Higher Secondary School building of Malda district

618. (Admitted question No. 997.) **Dr. Golam Yazdani :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that a Police Camp has been accommodated in one of the buildings of the Chanchal Higher Secondary Multipurpose School of Kharba Police-station, Malda district (known as European Guest House) ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister for Education : (a) Yes.

(b) There have been several cases of theft and burglary in the locality For safety and tranquility Anchal Pradhan of Chanchal requisitioned a Police Camp in the area. A party of four armed policemen arrived and the Anchal Prodhan with a member of the Managing Committee approached the Headmaster for providing temporary accommodation for the police party in one of the room of the school building as the Police Camp House at Chanchal was then under construction.

The Headmaster allowed the police party free and temporary accommodation in one of the rooms of the Guest House formerly belonging to the Raja Bahadur of Chanchal but recently purchased by the school.

Election of Konnagar and Kotrang Municipalities

619. (Admitted question No. 1078.)

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কোন্নগর ও কোতরং পৌরসভা দুইটি বাতিল করার পর সরকার কি বর্তমানে নির্বাচন করিবার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন; এবং

(খ) উক্ত "ক" প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হইলে কোন্ সময় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats :

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Test relief work done in Midnapore district

620. (Admitted question No. 1134.)

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় জানা : ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬১-৬২ সালে মেদিনীপুর জেলায় কোন্ থানায় কত টাকার টেস্ট রিলিফ-এর কাজ হইয়াছে,

(খ) ১৯৬২-৬৩ সালে মেদিনীপুর জেলায় কোন্ থানায় কত টাকার টেস্ট রিলিফ-এর কাজ হইয়াছে:

(গ) ঐ দুই বৎসরে মেদিনীপুর জেলায় কোন্ থানায় কত টাকা খরচ করিয়া কয় মাইল রাস্তা বা বাঁধ বা ড্রেন হইয়াছে; এবং

(ঘ) ১৯৬১-৬২ সালে ও ১৯৬২-৬৩ সালে কোন্ থানায় কত টাকা খরচ করিয়া কি পরিমাণ খেলার মাঠ প্রস্তুত হইয়াছে?

The Minister for Relief :

(ক), (খ), (গ), (ঘ) ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ সালের তথ্য সম্বলিত দুইটি বিবরণী পেশ করা হইল।

Statement referred to in reply to unstarred question No 620

Statement of relief work done in 1961/62 in different thanas of Midnapore district

Subdivision	Thana.	Amount of cash for relief work	Quantity of food-grains spent for relief work (in maund)	Roads			Embankment.		
				Mile	Cash	Kind (in maund)	Mile	Cash.	Kind (in maund)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rs			Rs.			Rs	
Contai ..	Egra	19,986	2,363	8	19,986	2,363	..	..	..
	Pataspur	1,800	171	1	1,800	171	..	..	..
	Khejri		47	1		47		..	..
Sadar (North)	Keshpur	1,100	250	.		.	.	..	..
	Sadar (S)	410	102	1	410	102	..	.	..
	Salboni	.	100	.	..		¼	.	100
Ghatal ..	Ghatal	17,985	2,420	9	9,517	1,283	4	8,468	1,137
	Daspur	29,917	4,040	10	11,016	1,662	10	18,901	2,378
	Chandrakona	1,674	233	3	1,674	233	.		..
Sadar (South)	Kharagpur	6,447	467	1	6,447	467	.	.	..
	Nayangarh ..	2,500	347		.	.	.	.	..
Jhargram ..	Jhargram	11,934	1,230	9	11,107	1,124	¼	827	106
	Binpur	15,296	1,874	8	7,786	1,044	1	6,040	710
	Sankrail ..	12,270	64	1		64	½	12,270	..
	Gopiballavpur	1,250	1,057	6	1,250	1,057	.	.	..
	Jamboni	500	.	1	500	.	..	..	..
	Nayagram ..	250	..	½	250	..	..	..	..

Subdivision.	Thana	Drains. Mile.	Drains. Cash	Drains. Kind (in maund).	Play-ground Area (in sft.)	Play-ground Cash.	Play-ground Kind (in maund
1	2	11	12	13	14	15	16
			Rs.			Rs	
Contai ..	Egra	..	..	..	..	..	..
	Pataspur	..	.	..	..	..	..
	Khejri	..	..	..	..	..	..
Sadar (North)	Keshpur	1	1,100	250	..	..	..
	Sadar (S)	..	..	.		.	..
	Salboni	..	.	..	..	..	..
Ghatal ..	Ghatal	..	..	..	.	..	..
	Daspur	..	..	..	.	..	..
	Chandrakona	..	..	.		..	..
Sadar (South)	Kharagpur	..	..	..	..	..	..
	Nayangarh	..	..	..	32,050	2,500	347
Jhargram ..	Jhargram	..	.	..	.	..	..
	Binpur	1	1,470	120	.	..	..
	Sankrail	..		..	..	..	..
	Gopiballavpur	..	..	..	..	..	..
	Jamboni	..	..	..	..	..	..
	Nayagram	..	.	..	..	..	..

Statement of relief work done in 1962-63 in different thanas of Midnapore district

Subdivision.	Thana	Amount of cash for relief	Quantity of foodgrains (in qtls)	Road. Mile	Road. Cash	Road. Kind (in qtls)	Embankment. Mile.	Embankment. Cash.	Embankment. Kind (in qtls.).
		Rs			Rs			Rs.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Contai ..	Contai	31,264	1,925	70	31,264	1,925	.	.	.
	Ramnagar	3,333	508	20	3,333	508	..	..	..
	Khejri	17,043	694	20	17,043	694	..	..	..
	Egra	12,233	1,209	35	11,629	1,089	..	..	..
	Bhagwanpur	14,733	1,049	38	14,733	1,049	..	.	..
	Patashpur	23,789	618	42	23,789	618	..	..	..
Tamluk	Nandigram	52,528	2,316	68	29,883	1,313	23	22,645	1,003
	Sutahata	18,813	497	44	18,813	497	.	..	..
	Panskura	22,691	1 070	10	15 267	600	2	771	34
	Tamluk	14,501	351	9	72,89	226	1½	190	15
	Mahisadal	19,019	533	3	1,323	44	16	9,674	285
Sadar (North) ..	Garbetta	40,406	3,157	63	39,576	3,105	1	460	23
	Salboni	8,270	732	24	7,956	698	1	314	34
	Keshpur	13,389	1,129	25	13,389	1 129	.	.	.
	Sadar	3,696	350	10	3 696	350		..	..
	Debra						.	.	.
Ghatal ..	Ghatal	37,755	1,956	13	21,448	1,021	13	11,087	768
	Daspur	64,731	3,182	30	37,021	1.635	23	23,701	1,357
	Chandrakona	24,370	1,117	9	9,072	437	16	14,219	639
Sadar (South) ..	Narayangarh	35,700	2,983	58	30,000	2,467		.	..
	Dantan	26,888	2,362	46	23,500	2,176	.		..
	Kharagpur	19,884	1,009	37	14,400	936		.	..
	Keshiary	10,667	669	17	7,505	528	.		.
	Pingla	1,300	59	.				.	..
	Mohanpur	23,201	1,285	38	18,200	1.017	.	..	.
Jhargram ..	Jhargram	9,267	553	10	5,556	368	1	3.711	185
	Binpur	7,035	445	9	4,350	245	1¼	2,185	142
	Sankrail	21,947	37	6	6.597	37	1½	12,275	..
	Gopiballavpur	..	271	6	..	152	¼	.	89
	Jamboni	1,500	84	.	..	.	¼	1.500	84
	Nayagram	3,000	139	4	3,000	139	..	..	.

Subdivision.	Thana.	Drains. Mile.	Drains. Cash. Rs.	Drains. Kind (in qtls.).	Playground. Area (in s. ft.).	Playground. Cash. Rs.	Playground. Kind (in qtls.).	Tank excavation work. Number	Tank excavation work. Cash. Rs.	Tank excavation work. Kind (in qtls.).
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Contai ..	Contai	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ramnagar	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Khejri	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Egra	..	..	..	45,000	1,604	120	..	..	..
	Bhagwanpur	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Patashpur	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tamluk ..	Nandigram	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Sutahata	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Panskura	..	..	..	74,375	1,882	262	2	4,771	174
	Tamluk	..	..	..	76,200	7,022	110	..	..	..
	Mahisadal	..	..	..	64,440	8,022	204	..	..	..
Sadar (North) ..	Garbetta	..	..	..	217,800	370	23	..	..	..
	Salboni	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Keshpur	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Sadar	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Debra	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ghatal ..	Ghatal	..	..	..	87,120	5,220	167	..	..	..
	Daspur	..	..	..	130,680	4,009	190	..	..	..
	Chandrakona	..	..	..	87,120	1,079	41	..	..	..
Sadar (South) ..	Narayangarh	..	..	..	45,210	5,000	370	1	700	146
	Dantan	..	..	..	32,150	3,388	186	..	..	..
	Kharagpur	..	..	..	73,135	5,484	73	..	..	..
	Keshiary	..	..	..	34,122	3,162	141	..	..	..
	Pingla	..	..	..	5,000	1,300	59	..	..	..
	Mohanpur	..	..	..	54,200	5,001	268	..	..	..
Jhargram ..	Jhargram	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Binpur	1	500	58	..	..	..	..	..	..
	Sankrail	¼	3,075	..	..	..	..	..	..	..
	Gopiballavpur	¼	..	30	..	..	..	..	..	..
	Jamboni	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Nayagram	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Workers of Cinema Industry

621. (Admitted question No 1188.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: শ্রম বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সিনেমা-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জেলাভিত্তিক সংখ্যা কত; এবং

(খ) তাঁহাদের মধ্যে কতজন দক্ষ (স্কীল্ড) এবং কতজন (আনস্কীল্ড);

(গ) উক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন স্থির করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

(ঘ) পরিকল্পনা থাকিলে উহা কতদিনে চালু হইবে; এবং

(ঙ) বর্তমানে উক্ত শ্রমিকদের সপ্তাহে কত ঘন্টা কাজ করিতে হয়?

The Minister for Labour :

(ক) ও (খ) পরিবেশন ও উৎপাদন শাখা ব্যতীত প্রেক্ষাগৃহে নিযুক্ত শ্রমিকদের জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

	মোটসংখ্যা	দক্ষ	অদক্ষ
কলিকাতা	৩১০০	২১৮২	৯১৮
চব্বিশপরগণা	৯৭৩	৭৫০	২২৩
হাওড়া	৬৮১	৫৪১	১৪০
হুগলী	৪৯৬	৩৫২	১৪৪
বর্ধমান	৫০০	৩৫৪	১৪৬
মেদিনীপুর	২৯৯	২৪০	৫৯
বাঁকুড়া	৯০	৬৯	২১
পুরুলিয়া	৩৭	৩০	৭
বীরভূম	৯৫	৭০	২৫
নদিয়া	১৮৯	১৫৩	৩৬
মুর্শিদাবাদ	১৮৮	১২৭	৬১
মালদহ	৪৮	৩৩	১৫
পশ্চিম দিনাজপুর	৩২	২৭	৫
দার্জিলিং	১৬৩	১০৩	৬০
জলপাইগুড়ি	২০৪	১১৮	৮৬
কোচবিহার	৩৮	৩২	৬

কলিকাতা, হাওড়া ও চব্বিশপরগনা জেলায় পরিবেশন ও উৎপাদন সংস্থাসমূহে যথাক্রমে ২২৫৫, ৩ ও ২ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছেন।

(গ) ও (ঘ) সরকার ন্যূনতম মজুরী ১১ই মে ১৯৫৯ সালে ধার্য করিয়াছিলেন। কিন্তু হাইকোর্ট এই বিষয় বিচারাধীন থাকার দরুন ইহা চালু করা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি হাই কোর্টের রায় বাহির হইয়াছে এবং এই প্রশ্ন সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

(ঙ) প্রেক্ষাগৃহের কর্মীরা দৈনিক ১০ ঘন্টা ও সপ্তাহে উর্ধতম ৫৬ ঘন্টা কাজ করিতে পারেন এবং উৎপাদন সংস্থাসমূহে শ্রমিকরা দৈনিক ৯ ঘন্টা ও সপ্তাহে উর্ধতম ৪৮ ঘন্টা কাজ করিতে পারেন।

Co-operative Transport and Co-operative Multipurpose Societies in Murshidabad district

622. (Admitted question No. 1193.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় জনসাধারণের পরিবহণের জন্য যে তিনটি সমবায় পরিবহণ সমিতি ও দুইটি সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি আছে তাহাদের কোনটি কোন্ তারিখে রেজিস্টারী ভুক্ত হইয়াছে, এবং

(খ) তাহাদের কোন্‌টির মূলধন কত?

The Minister for Co-operation :

(ক) সমিতির নাম	(খ) রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	মূলধন টাকা
(১) মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি লিঃ	১৯-৪-৫৪	৬,১৬১
(২) জনতা ট্রান্সপোর্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	১৬-৬-৫৮	২৪,৯৩৭
(৩) বহরমপুর কো-অপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি লিঃ	৫-১১-৬০	১৩,৭৫০
(৪) রঘুনাথগঞ্জ, প্রতাপপুর, সোনাটিকারি কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিঃ	১২-৮-৫৩	৫১,৪১৬
(৫) ফাল্গুন সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি লিঃ	১৭-১-৫৭	৬৫,৮৬১

District-wise double-bedded Health Centres in West Bengal

623. (Admitted question No. 1196.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে কোন্ কোন্ জেলায় কয়টি দুই শয্যাযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র কোথায় কোথায় আছে; এবং

(খ) যেখানে দুই শয্যাযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি আছে সেখানে শয্যাসংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

The Minister of State for Health :

(ক) এতৎসংশ্লিষ্ট ১ এবং ২নং বিবরণী দ্রষ্টব্য।

(খ) না।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of the unstarred question No 623

STATEMENT NO I

	District	Number of 2 bedded subsidiary Health Centre
(1)	Bankura	10
(2)	Birbhum	14
(3)	Burdwan	18
(4)	Cooch Behar	14
(5)	Darjeeling	9
(6)	Hooghly	4
(7)	Howrah	13
(8)	Jalpaiguri	18
(9)	Midnapore	27
(10)	Murshidabad	18
(11)	Malda	10
(12)	Nadia	18
(13)	Purulia	23
(14)	24-Parganas	24
(15)	West Dinajpur	21
	Total	241

STATEMENT NO II

Names with locations of Subsidiary Health Centres with 2 non dieted emergency maternity beds.

Sl No	Name of Health Centre with location	Number of beds	Post Office	Name of Development Block/P S	Sub Division
1	2	3	4	5	6
District - Bankura.					
1.	Gangajalghati SHC	2	Gangajalghati	Gangajalghati	Sadar
2	Harmushra SHC	2	Harmushra	Taldangra I	Sadar
3	Naldanga SHC	2	Naldanga	Patrasayar	Vishnupur
4	Gogra SHC	2	Saltora	Saltora	Sadar
5	Santore SHC	2	Gorakotalpur	Onda	Sadar
6	Hijaldiha SHC	2	Hajaldiha	Joypur	Vishnupur
7.	Kankila SHC	2	Radhanagar	—	—
8.	Matgoda SHC	2	Matgoda	Raipur I	Sadar

Sl. No	Name of Health Centre with locations	Number of beds	Post Office	Name of Development Block/P S	Sub-Division
1	2	3	4	5	6
District Bankura—Contd					
9	Nakaijuri SHC	2	Gorasole Via Onda	Onda	Sadar
10.	Ituri SHC	2	Silari	Saltora	Sadar
District Birbhum					
1	Baljuri SHC	2	Baljuri	Dubrajpur	Sadar
2.	Bharakata SHC	2	Mokdam Nagar	Md Bazar	Sadar
3	Dwarka SHC	2	Dwarka	Labpur	Sadar
4.	Jashpur SHC	2	Shahapur	Dubrajpur	Sadar
5	Kaitha SHC	2	Nalhati	Nalhati I	Rampurhat
6	Kastogoria SHC	2	Kastogoria	Rampurhat PS	Rampurhat
7.	Kurumgram SHC	2	Kurumgram	Nalhati	Rampurhat
8.	Paikar SHC	2	Paikar	Murarai	Rampurhat
9.	Panchsowa SHC	2	Paniri	Bolepur	Sadar
10	Rampur SHC	2	Rampur	Md Bazar	Sadar
11	Saltore Kasba SHC	2	Saltore Kasba	Bolepur	Sadar
12.	Sekeddah SHC	2	Mokdam Nagar	Md Bazar	Sadar
13.	Srinidhipur SHC	2	Maho Dav	Sainthia	Sadar
14.	Bhowanipur SHC	2	Bhowanipur	Rajnagar	Sadar
District Burdwan					
1.	Akalpoush SHC	2		Kalna II	Kalna
2.	Ankhona SHC	2		Ketugram I	Katwa
3.	Angurson SHC	2	Pindira Via Pandua	Kalna II	Kalna
4.	Bonpass SHC	2	Bonpass	Bhatar	Sadar
5.	Chanak Kasem SHC	2	Chanak	Mangalkote	Katwa
6.	Dignagar SHC	2	Jignagar	Ausgram I	Sadar
7.	Ketugram SHC	2	Ketugram	Ketugram I	Katwa
8.	Mangalkote SHC	2	Mangalkote	Mangalkote	Kalna
9.	Patuli SHC	2	Patuli	Purbasthali II	Kalna
10.	Sahebganj SHC	2	Sahebganj	Bhatar	Sadar
11.	Ukta SHC	2	Digha	Aushgram I	Sadar
12.	Goswanikhanda SHC	2	Ausgram	Aushgram II	Sadar

STATEMENT NO 11—(*Contd.*)

Names with locations of Subsidiary Health Centres with 2 non dieted emergency maternity beds.

Sl No	Name of Health Centre with locations	Number of beds	Post Office	Name of Development Block/P S	Subdivision
1	2	3	4	5	6
Burdwan—Concld					
13	Chandanpur SHC	2	Chandanpur	Katwa I	Katwa
14	Putsuri SHC	2	Monteswar	Manteswar	Kalna
15	Painta SHC	2	Painta	Raina II	Sadar
16	Amarpur SHC	2	Aduria	Ausgram I	do
17	Kubajpur SHC	2	Mukhalimpara	Purbasthali II	Kalna
18	Singot SHC	2	Mathrun	Mangolkote	-do-
District Cooch Behar					
1	Balarampur SHC	2	Balair Hat	Tufanganj	Tufanganj
2	Baneswar at Kaljani SHC	2	Kaljani	Cooch Behar I	Sadar
3	Bokalirmath SHC	2	Baneswar	Cooch Behar II	do
4	Chengrabandha SHC	2	Chengrabandha	Mekliganj	Mekliganj
5	Chilkirhat SHC	2	Chilkirhat	Cooch Behar I	Sadar
6	Gopalpur SHC	2	Gopalpur	Cooch Behar II	do
7	Gosanimari SHC	2	Gosanimari	Dinhata I	Dinhata
8	Kismat Das Gram SHC	2	Kismat Das Gram	Dinhata II	-do
9	Moradanga SHC	2	Tallijuri	Tufanganj	Tufanganj
10	Natabari SHC	2	Natabari	-do	-do
11	Patla Khawa SHC	2	Patla Khawa	Cooch Behar II	Sadar
12.	Pundibari SHC	2	Pundibari	do-	-do-
13	Panaguri SHC	2	Sibpur	Mathabanga PS	Mathabanga
14	Salbari SHC	2	Saldoni	Tufanganj	Tufanganj
District—Darjeeling					
1	Bogora SHC	2	Tung	Kurseong	Kurseong
2	Gitdubling SHC	2	Gitdubling	Kalimpong II	Kalimpong
3	Lodhama SHC	2	Lodhamahat	Darjeeling-Pulbazar	Sadar
4	Rangali SHC	2	Naxalbari	Kharibari PS	Siliguri
5	Sittong SHC	2	Sittong	Kurseong	Kurseong
6	Takling SHC	2	Teesta Bridge	Rangali-Rangliot	Sadar

STATEMENT NO. II (*Contd.*)

***Names** with locations of Subsidiary Health Centres with 2 non-dieted emergency maternity beds.*

Sl. No.	Name of Health Centres with location	Number of beds	Post Office	Name of Development Block/P S	Subdivision
1	2	3	4	5	6
Darjeeling— Concld.					
7	Samthar Samalbong SHC	2	Kalimpong	Kalimpong I	Kalimpong
8	Jaldkaha SHC	2	Garubathan	Garubathan	-do-
9.	Takda SHC (Sirgringtom)	2	Sirgringtom	Rangali Ranghot	Sadar
District— Hooghly					
1	Babnan SHC	2	Babnan	Polba	Sadar
2.	Mayapur SHC at Muthadanga	2	Mathadanga	Arambagh	Arambagh
3	Sugandha SHC	2	Sugandha	Polba	Sadar
4.	Kamarpara SHC (Mahipalpur)	2	Gazinadanpur	Balagarh	-do
District—Howrah					
1.	Amardah SHC	2	Bagnan	Shyampur II	Uluberia
2.	Bagnan SHC	2	-do	Bagnan I	-do-
3.	Ban Harishpur SHC	2	Jalabisheva nathpur	Panchla PS	Sadar
	Bankra SHC	2	Bankra	Domjur	do-
	Basudevpur SHC	2	Basudevpur	Uluberia II	Uluberia
6.	Bantul SHC	2	Kulitapara	Bagnan II	do-
7.	Dobi Bhursutta SHC	2	Dobi Bhursutta	Udaya Narayanpur	-do-
8.	Govindapur SHC	2	Naskarpur	Jagatballevpur	do-
9.	Kolara SHC	2	Kolara	Domjur	Sadar
10	Mankur SHC	2	--	Bagnan I	Uluberia
11.	Adra SHC	2	Bangalpur	-do-	-do-
12.	Gar Bhowanipur SHC	2	Chittrasenpur	Udaya Narayanpur	-do-
13.	Jagacha SHC	2	Jagacha	Bally Jagacha	Sadar
District— Jalpaiguri					
1.	Bahadur SHC	2	Bahadur	Jalpaiguri	Sadar
2.	Chota Salkumar SHC	2	Chota Salkumar	Falakata	Alipurduar
3.	Churabhandar SHC	2	Bhangamali	Moinaguri	Sadar
4.	Jhar Attagram SHC	2	Subdivision Alipurduar	Dhupguri	Sadar

STATEMENT NO. II—(Contd.)

Names with locations of Subsidiary Health Centres with 2 non-dieted emergency maternity beds

Sl. No	Name of Health Centre with location	Number of beds	Post Office	Name of Development Block/P.S	Subdivision
1	2	3	4	5	6
Jalpaiguri Concld					
5	Kharija Berubari SHC	2	Kharija Berubari	Jalpaiguri	do-
6	Kumargram SHC	2	Kumargram	Kumargram	Alipurduar
7	Lataguri SHC	2	Lataguri	Mal P.S.	Sadar
8	Ramshai SHC	2	Ramshai Hat	Moinaguri	do-
9	Saptibari SHC	2	Saptibari	-do	-do-
10	Shikarpur SHC	2	Prasannagar	Rajganj	do
11	Satali SHC	2	Hashimara	Kalchini	Alipurduar
12	Panchkalguri SHC	2	Panchkalguri	Alipurduar	do.
13	Bhurungabari SHC	2	Bhurungabari	Moinaguri	Sadar
14	Silbarihat SHC	2	Silbarihat	Alipurduar	Alipurduar
15	Odlabari SHC	2	Manabari	Mal P S.	Sadar
16	Munshipara SHC	2	Salkumarhat	Alipurduar	Alipurduar
17	Rangdhamali SHC	2	Ranghamati	Jalpaiguri	Sadar
18	Uttar Saripukhari SHC	2	Krantihat	Mal	do-
District Malda					
1	Araidanga SHC	2	Araidanga	Ratua II	Sadar
2	Babupur SHC	2	Salaidanga	Gazole	do-
3	Navangram SHC	2	Rajnagar	Kaliachak PS	-do-
4	Kumbhira SHC at Nurnagar	2	Sabdalpur	Kaliachak	do-
5	Khempur SHC at Charalmony	2	Cholarmony	Kharba	do-
6	Khusida SHC	2	Khusida	Harishchandapur I	do-
7	Ratua SHC	2	Ratua	Ratua I	-do-
8	Rishipur SHC at Dakshinchandpur	2	Gaursinari	Habibpur	-do-
9	Bhingole SHC	2	Bhingole	Harishchandrapur I	-do-
10.	BhalukaSHC	2	Bhalkanbazar	Harishchandrapur II	-do-

STATEMENT NO. II—(Contd.)

Names with locations of Subsidiary Health Centres with 2 non-dieted emergency maternity beds.

Sl No	Name of Health Centre with location	Number of beds	Post Office	Name of Development Block/P.S	Subdivision
1	2	3	4	5	6
District Midnapore					
1	Andharia SHC at Tilaband	2	Andharia	Binpur I	Jhargram
2	Belegoria SHC	2	Belegoria	Nayagram PS	-do-
3.	Tentulia SHC	2	Jahanpur	Gopiballavpur PS	-do-
4.	Borhat SHC	2	Katranka	Potashpur	Contai
5.	Nimaithuna SHC	2	Mathura	Ramnagar	-do-
6.	Dharampur SHC	2	Lalgarh	Binpur I	Jhargram
7	Pasang SHC	2	Pasong	Debra	Sadar
8	Harina SHC	2	Gobardhanpur	Pingla	-do-
9.	Janka SHC	2	Janka	Khejuri	Contai
10	Kelomal SHC	2	Kelomal	Tamluk I	Tamluk
11.	Manikpara SHC	2	Manikpara	Jhargram	Jhargram
12	Mongrul SHC	2	Goaldanga	Chandrakona I	Ghatal
13	Mugberia SHC	2	Mugberia	Bhagawanpur II	Contai
14	Pratapdighi SHC	2	Pratapdighi	Potashpur	-do-
15.	Ramchandrapur SHC	2	Khourbandi	Gopiballavpur	Jhargram
16	Ramgarh SHC	2	Ramgarh	Binpur	-do-
17	Ramchandrapur SHC	2	Mochada	Tamluk	Tamluk
18	Sarsa SHC	2	Athongi	Gopiballavpur PS	Jhargram
19	Satyapur SHC	2	Alok-Kendra	Debra	Sadar
20	Silda SHC	2	Silda	Binpur II	Jhargram
21	Trilochanpur SHC	2	Fatehpur	Debra	Sadar
22.	Machman SHC	2	Gopalnagar	Panshkura II	Tamluk
23.	Mahabila SHC	2	Khalsuli	Jhargram	Jhargram
24.	Kapgori SHC	2	Kapgori	Jumburi	-do-
25.	Raghunathpur SHC	2	Not available	Binpur II	-do-
26.	Purba Itara SHC	2	NA	Panskura I	Tamluk
27.	Patharhuri SHC	2	NA	Keshary	Sadar
District—Murshidabad					
1.	Arjunpur SHC	2	Arjunpur	Farakka	Jangipur
2.	Bahara SHC	2	Bahara	Kandi	Kandi

STATEMENT NO II—(Contd.)

Names with locations of Subsidiary Health Centres with 2 non-dieted emergency maternity beds.

Sl. No.	Name of Health Centre with location	Number of beds	Post Office	Name of Development Block/P.S.	Subdivision
1	2	3	4	5	6
	Murshidabad—Coclnd.				
3.	Bahirpara SHC	2	Rasulpur	Nabagram	Lalbagh
4	Choan SHC	2	Choan	Hariharpara	Sadar
5	Gokarna SHC	2	Gokarna	Kandi	Kandi
6	Kuli SHC	2	Kuli Kandi	Burwan	Kandi
7	Mahula SHC	2		Beldanga I	Sadar
8	Monigram SHC	2	Monigram	Sagardighi	Jangipur
9	Panchthupi SHC	2	Panchthupi	Burwan	Kandi
10	Purandarpur SHC	2	Purandarpur	Kandi	-do-
11	Sagardighi SHC	2	Sagardighi	Sagardighi	Jangipur
12	Sunulia SHC at Sirpara	2	Dutta Bhartia	Bharatpur II	Kandi
13	Chaitanyapur SHC	2	Pulinda	Beldanga I	Sadar
14	Sabdurnagar SHC	2	Sabdurnagar	Nowda	-do-
15	Dangapara SHC at Hussainpur	2	Dangapara	Murshidabad-Jiaganj	Lalbagh
16	Aurangabad SHC	2	Aurangabad	Suti II	Jangipur
17	Kiriteswari SHC	2	Kiriteswari	Nabagram	Lalbagh
18	Lalkuti SHC	2	Lalkuti	Murshidabad-Jiaganj	-do-
	District—*Nadia*				
1.	Ashannagar SHC	2	Ashannagar	Krishnagar	Sadar
2	Banpur SHC	2	Banpur	-do-	-do-
3	Barnia SHC	2	Barnia	Tehatta PS	-do-
4.	Berohi SHC	2	Berohi	Haringhata	Ranaghat
5	Bhajanghat SHC	2	Bhajanghat	Krishnaganj	Sadar
6.	Gangnagar SHC	2	Gangnapur	Krishnaganj II	-do-
7	Moshra SHC	2	Chakdah	Chakdah	Ranagha
8.	Nagarukhra SHC	2	Nagarukhra	Haringhata	do-
9	Gopalpur SHC	2	Gopalpur	Karimpur	Sadar
10.	Nowpara SHC	2	Nowpara	Ranaghat I	Ranaghat

STATEMENT NO. II—*(Contd.)*

Name with locations of Subsidiary Health Centres with 2 non-dieted emergency maternity beds

Sl. No.	Name of Health Centre with location	Number of beds	Post Office	Name of Development Block/P.S.	Subdivision
	2	3	4	5	6
Nadia—Concld					
11	Nowpara SHC	2	Rupdaha	Krishnanagar PS	Sadar
12	Kalinarayanpur SHC	2	Kalinarayanpur	Ranaghat I	Ranaghat
13	Ramnagar SHC	2	Kumari Ramnagar	Hanshkhal	Sadar
14.	Sutragachi SHC	2	Sutragachi	Chakdah	Ranaghat
15.	Debagram SHC	2	Debagram	Kaliganj	Sadar
16	Chowgacha SHC	2	Hingnara	Chakdah	Ranaghat
17	Jaighata SHC	2	Joyghata	Krishnaganj I	Sadar
18.	Chak Ghurni SHC	2	Ghurni	Nakashipara	-do-
District Purulia					
1.	Bagda SHC	2	Bagda	Puncha	Sadar
2.	Bagmundi SHC	2	Bagmundi	Bagmundi	-do-
3.	Begun Kodar SHC	2	Begun Kodar	Jhalda II	-do-
4.	Bandwan SHC	2	Burdwan	Bandwan	-do-
5	Dhamuria SHC	2	Neturia	Neturia	-do-
6.	Hatmura SHC	2	Hatmura	Purulia PS	-do-
7	Jamtari SHC	2	Jamtari	Manbazar II	-do-
8.	Joypur SHC	2	Gan Joypur	Joypur PS	-do-
9.	Murardih SHC	2	Murardih	Santuri	-do-
10.	Nadiha SHC	2	Nadiha	Para	-do-
11.	Nowgarh SHC	2	Raj Nowgarh	Puncha	-do-
12	Para SHC	2	Para	Para	-do-
13.	Santuri SHC	2	Santuri	Santuri	-do-
14	Sirkabad SHC	2	Sirkabad	Arsha	-do-
15.	Turturi SHC	2	Buisa	Bagmundi	-do-
16.	Talajuri SHC	2	Gaurangdi	Kashipur	-do-
17.	Korang SHC	2	Barda	Bagmundi	-do-
18	Babudorgram SHC	2	Sanka	Raghunathpur I	-do-
19.	Khairapihira SHC	2	Lakshanpur	Hura	-do-

STATEMENT NO. II -(Contd.)

Name with locations Subsidiary Health Centres with 2 non-dieted emergency maternity beds.

Sl. No	Name of Health Centre with location	Number of beds	Post Office	Name of Development Block/P.S.	Subdivision
1	2	3	4	5	6
Purulia - Concld					
20	Pairachali SHC	2	Pairachali	Manbazar I	Sadar
21	Ankra SHC	2	Ankra	Manbazar II	-do-
22	Chatumdai SHC	2	Chatumdai	Hura	-do-
23	Bogra SHC	2	Santaldih	Raghunathpur II	-do-
District-- 24-*Parganas*					
1	Amdanga SHC	2	Amdanga	Amdanga	Barasat
2	Belpukur SHC	2	Belpukur	Kulpi PS	Diamond Harbour
3	Chota Jagulia SHC	2	..	Barasat I	Barasat
4	Chouberia SHC	2	..	Bongaon	Bongaon
5	Dakhin Chatra SHC	2	Dakhin Chatra	Baduria	Basirhat
6.	Dharampur SHC	2	Dharampur	Gaighata	Bongaon
7	Dulduli SHC	2	Sahebkhali	Hasnabad II	Basirhat
8	Fartabad SHC	2	Sonarpur	Sonarpur	Sadar
9.	Gaighata SHC	2	Gaighata	Gaighata	Bongaon
10	Gokarni SHC	2	Jugdia	Mograhat I	Diamond Harbour
11.	Gopalganj SHC at Katamari	2	Deulbari	Jaynagar PS	Sadar
12.	Haroa SHC	2	..	Haroa I	Basirhat
13	Hatgachi SHC at Rajbari	2	Nalkora	Sandeshkhali II	-do-
14.	Jadurhati SHC	2	Baduria	Baduria	Basirhat
15	Maslandpur SHC	2	Maslandpur	Habra	Barasat
16	Moukhali	2	Chara Shamdas	Bishnupur II	Sadar
17	Panchgachia SHC	2	Baruipur DB	Baruipur	-do-
18	Sekharbali SHC	2	Kunder Ali	do	-do-
19.	Sundarpur SHC at Patamla	2	Gerapota	Bongaon	Bongaon
20	Rautara SHC	2	Biraballavpura	Habra I	Barasat

STATEMENT NO II—*(Concld.)*

Name with locations of Subsidiary Health Centres with 2 non-dieted emergency maternity beds.

Sl. No.	Name of Health Centre with locations	Number of beds	Post Office	Name of Development Block/P.S.	Subdivision
1	2	3	4	5	6
	24 Parganas—Concld.				
21.	Duttapukur SHC	2	Duttapukur	Barasat I	Barasat
22	Kalikapur SHC	2	Champahati	Sonarpur	Sadar
23.	Mithpukuria SHC	2	Birballavpur	Barasat II	Barasat
24.	Nanne SHC	2	Malancha	Barrackpur	Barrackpur
	District—West Dinajpur				
1.	Balihara SHC	2	Balihara	Itahar	Raiganj
2.	Basuria SHC	2	Sarbamangala	Gangarampur	Balurghat
3	Bindole SHC	2	Bindole	Raiganj	Raiganj
4.	Binsira SHC	2	Tear	Hilli	Balurghat
5	Poaldar SHC at Bharanda	2	Gafarnagar	Balurghat	do-
6.	Bhatun SHC	2	Bhatun	Raiganj	Raiganj
7.	Chaloon SHC at Mathurapur	2	Janebi	Gangarampur	Balurghat
8.	Chopra SHC	2	Chopra	Chopra	Raiganj
9.	Dalkhola SHC	2	Karandighi	Karandighi	-do-
10.	Durgapur SHC (Birghai Union)	2	Durgapur	Kaliaganj	-do-
11	Goagaon SHC	2	Goagaon	Goalpukur P.S.	-do-
12.	Goalpukur SHC	2	Goalpukur	-do-	-do-
13.	Islampur SHC	2	Islampur	Islampur	Islampur
14.	Lakshmipora SHC	2	Chopra	Chopra	Raiganj
15.	Majhiar SHC	2	Majhiar	Kaliaganj	-do-
16.	Marnai SHC	2	Itahar	Itahar	-do-
17.	Rahimapurganj SHC at Nazirpur	2	Khanpur	Balurghat	Balurghat
18.	Rampara Chechra SHC	2	Rampara-Chechra	Tapan	-do-
19.	Bolla SHC	2	Bolla	Balurghat	Balurghat
20.	Ramganj SHC	2	Ramganj	Islampur	Islampur
21.	Monohali SHC	2	Monohali	Tapan	Balurghat

Tubewells of Berhampur Sadar subdivision, Murshidabad

624. (Admitted question No. 1212.) **Shri Abdul Latif:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state how many new tubewells have been sunk and derelict tubewells resunk by the R.W.S. Department in 1962-63 and 1963-64 in Hariharpara and Berhampur police-stations of Berhampur Sadar subdivision in Murshidabad district ?

The Minister of state for Health:

1962-63

	New sinking.	Resinking.
Police-station Hariharpara	Nil	Nil
Police-station Berhampur	Nil	Nil

1963-64

	New sinking	Resinking.
Police-station Hariharpara	Nil	Nil
Police-station Berhampur	5	3

Besides the above, arrangements are being made for sinking of three more tubewells and resinking of one more tubewell in Berhampore police-station and sinking of six tubewells and resinking of two tubewells in Hariharpara police-station.

Refugee colony under Maldah police-station

625. (Admitted question No. 1217.)

শ্রীধরণীধর সরকার: উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয়া মন্ত্রীমহাশয়া অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, সরকার মালদহ জেলার মালদহ থানার মুচিয়া ইউনিয়নে উদ্বাস্তু কলোনী সংস্থাপনের জন্য ১৯৫১ সালে ১নং মোবারকপুর স্কীম গ্রহণ করিয়াছেন ;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হয়, মাননীয়া মন্ত্রীমহাশয়া অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) এই স্কীমে কত জমি রিকুইজিশন করা হইয়াছে,

(২) এই স্কীমে কতটি পরিবারের পুনর্বাসন করা হইয়াছে;

(৩) ইহা কি সত্য যে, উক্ত স্কীমের জমি চাষের জন্য স্কীমভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১৯৫৩ সালে অসমভাবে অস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয় এবং পরে সমভাবে বন্টন করিয়া স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়;

(৪) উক্ত স্কীমের জমিগুলি স্কীমভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্থায়ী ও সমভাবে বন্দোবস্তের জন্য সরকার হইতে সারকুলার দেওয়া হইয়াছে কি,

(৫) সারকুলার দেওয়া হইয়া থাকিলে কোন্ তারিখে দেওয়া হইয়াছে; এবং

(৬) উক্ত স্কীমের জমি স্থায়ী এবং সমভাবে বন্দোবস্ত সম্পর্কে কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) প্রথমত ১৯৫১ সালে ৪৩৫·৫২ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৭·৮৪ একর শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়।

(২) ১১৬টি পরিবার, তন্মধ্যে ২৮টি পরিবার চলিয়া যায়।

(৩) উম্বাস্তু পরিবারগণ পূর্ব হইতেই অসমায়তনের প্লটে বসিয়াছিল। জেলা কর্তৃপক্ষ পরে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি কখনও দেন নাই।

(৪) হাঁ। সারকুলার নহে, পুরাপুরি হুকুমনামা বাহির হইয়াছিল।

(৫) হুকুমনামা ২১এ জুন ১৯৬০ তারিখে দেওয়া হইয়াছে।

(৬) পুনর্বণ্টনের চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু কার্যত কতকগুলি অসুবিধার জন্য এ বিষয় অগ্রসর হওয়া যায় নাই।

Health Centre at Salar, Murshidabad

626. (Admitted question No. 1230.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার সালারে প্রয়োজনীয় জমি ও টাকা দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের কোনও ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত করা হয় নাই ;

(খ) উক্ত স্থানে কয় বিঘা জমি কত টাকা কোন্ তারিখে পাওয়া গিয়াছে ; এবং

(গ) উক্ত কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ কত দিনে শুরু হইবে?

The Minister of State for Health:

(ক) ও (খ) ২২-১-৫৪, ৩০-১২-৫৪ ও ১০-১২-৫৮ তারিখে তিন কিস্তিতে মোট ১,৬০১ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

১৭-৮-৫৫, ১৫-২-৫৬ ও ২৭-১১-৫৭ তারিখে মোট ২·০৭ একর জমির দানপত্র রেজেষ্টী হইয়াছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২০ বিঘা জমির প্রয়োজন। সুতরাং বাকি জমি রিকুইজিশন করিয়া অ্যাকুইজেশন করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। দানকৃত জমির দাতৃগণের স্বত্ব সন্দেহাতীত না হওয়ায় উক্ত জমিও রিকুইজিশন করিয়া অ্যাকুইজিশন করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

(গ) সঠিক বলা যায় না।

Food stock in Murshidabad district

627. (Admitted question No. 1234.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১লা আগস্ট ১৯৬৩ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকারী গুদামে খাদ্যশস্যের স্টক কিরূপ ছিল ;

(খ) উক্ত খাদ্যশস্যের মধ্যে চাউলের পরিমাণ কত ; এবং

(গ) বৎসরে উক্ত জেলায় কত টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয়?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) ও (খ) গত ১লা আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকারী গুদামে মজুত খাদ্যশস্যের পরিমাণ—

	কুইণ্টাল।
চাউল—	১১,৪৮৯
গম—	২৬,১৮৮
আটা—	৮
মোট—	৩৭,৬৮৫

(গ) বর্তমান বৎসরে মুর্শিদাবাদ জেলায় খাদ্যশস্যের প্রয়োজনের পরিমাণ মোট ৪০৮·৮ হাজার টন হইবে।

Cash doles to the gold artisan families in Murshidabad district

628. (Admitted question No. 1244.)

শ্রীসনৎকুমার রাহাঃ ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি মুর্শিদাবাদ জেলায় কোন্ থানায় কত স্বর্ণশিল্পী পরিবারকে ক্যাশ ডোল দেওয়া হইতেছে?

The Minister for Relief:

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন থানায় যেসব দুস্থ স্বর্ণশিল্পী পরিবারকে ক্যাশ ডোল দেওয়া হইতেছে তাহার পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হইলঃ—

থানার নাম	যেসব পরিবার ক্যাশ ডোল পাইতেছে তাহাদের মোট সংখ্যা
ভগবানগোলা	৭৯
রানীনগর	৪৪
নবগ্রাম	৩৬
লালগোলা	২৪৫
মুর্শিদাবাদ	৩৯
জিয়াগঞ্জ	১২৮
বেলডাঙ্গা	১৪৬
নওদা	৩৭
হরিহরপাড়া	২৩
বহরমপুর	২৯২
ডোমকল	১১৯
জলঙ্গী	৬৫
রঘুনাথগঞ্জ	১৭৫
সাগরদীঘি	১৫
সুতী	৭৪
সামসেরগঞ্জ	২৫
ফারাক্কা	০৪
কান্দি	২৯
খরগ্রাম	১০
বারোঞা	২
ভরতপুর	২৫

Tribal Welfare Advisory Committee of Murshidabad district

629. (Admitted question No. 1280.) **Shri Sanat Kumar Raha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(a) who are the members of the Murshidabad District Tribal Welfare Advisory Committee; and

(b) how many meetings were held in 1962-63 of this Committee?

The Minister for Tribal Welfare: (a) A list is laid on the Table.
(b) One

Statement referred to in reply to clause (a) of the unstarred question No. 629

List of members of the District Welfare Committee for the Scheduled Tribes, Murshidabad

(1) District Officer (ex-officio Chairman).
(2) Additional District Magistrate (General).
(3) District Inspector of Schools.
(4) Officer-in-charge, Development.
(5) Assistant Registrar of Co-operative Societies.
(6) District Agricultural Officer.
(7) District Livestock Officer.
(8) Executive Engineer, Public Works Department.
(9) District Industrial Officer.
(10) Divisional Forest Officer, 24-Parganas Division.
(11) Chief Medical Officer of Health.
(12) Special Officer, Tribal Welfare or Tribal Welfare Officer or an Officer-in-charge of Tribal Welfare work in the district (ex-officio Secretary).
(13) Subdivisional Officer, Sadar.
(14) Subdivisional Officer, Kandi.
(15) Subdivisional Officer, Lalbagh.
(16) Subdivisional Officer, Jangipur.
(17) Shri Bharat Tudu, village Beldanga, P.O. Sahapore, via Ajimganj, Police-station Sagardighi.
(18) Shri Madan Mohan Ghosh, village Etore, P.O. Etore.
(19) Shri Kali Mohan Sarkar, P.O. and village Hatinagar.
(20) Shri Sital Tudu, village Baramasia, P.O. Kotalpukur.
(21) Shri Jatin Murarai, village Madapore, P.O. Hatinagar
(22) Shri Khoka Sardar, village Udaychandpur, P.O. Ekpaharia.
(23) Shri Herma Hembram, village Sirara Tiknara, P.O. Etore.
(24) Shri Surendra Nath Murarai, son of Shri Jagi Murarai, village Chatrapara, P.O. Dahapara.
(25) Shri Jadunath Kisku, son of Matal Kisku, village Samsabad, P.O. Jangipore.

Functions of the Land Distribution Advisory Committee

630. (Admitted question No. 1282.) **Dr. Indrajit Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state the function of Land Distribution Advisory Committee?

The Minister for Land and Land Revenue: The main function of the Committee will be to make recommendations as to whom licence of agricultural lands should be given, but its advice should also be sought regarding the best utilisation of other khas lands in the rural areas, e.g., what areas should be kept open; if any land should be converted into Gochar lands or land for other public uses; whether any forest land or other waste lands now lying unutilised should be handed over to the Anchal Panchayats. If big blocks of waste lands exist in the area which can be reclaimed with investment of capital, the Committee may bring it to the notice of the Collector.

Union Relief Committee

631. (Admitted question No. 1284.)

শ্রীরাধিকেশ হালদার: ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির সদস্য মনোনয়নের রীতি কি ;

(খ) চব্বিশ-পরগনা জেলার কুল্পী থানার সকল ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির সরকার-মনোনীত সদস্যগণের নাম কি ;

(গ) ১৯৬১ সালের উক্ত কমিটিসমূহে যাঁহাদের মনোনীত করা হইয়াছিল, ১৯৬২ সালে কি তাঁহাদের মনোনয়ন করা হইয়াছে ; এবং

(ঘ) মনোনয়ন করা না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি?

The Minister for Relief:

(ক) সরকারী ত্রাণকার্যের সহিত স্থানীয় সমাজসেবীদের সংশ্লিষ্ট রাখিবার নীতির ভিত্তিতে প্রতি ইউনিয়ন রিলিফ কমিটিতে সরকার তাঁহাদের বিবেচনা অনুসারে দুইজন সদস্য মনোনয়ন করিয়া থাকেন।

(খ) একটি তালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল,

(গ) ও (ঘ) প্রতিবৎসর ইউনিয়ন রিলিফ কমিটিতে নতুন সদস্য মনোনয়ন করা হয় না, তবে কুল্পী থানার বিভিন্ন রিলিফ কমিটিগুলির মধ্যে কয়েকটিতে ১৯৬১ সালে যেসকল সদস্য মনোনয়ন করা হইয়াছিল তাঁহাদের পরিবর্তে ১৯৬২ সালে জনস্বার্থের খাতিরে নতুন সদস্য মনোনয়ন করা হইয়াছে।

Statement referred to in reply to clause (Kha) of the unstarred question No. 631

বিবরণী

থানা কুল্পী, জেলা চব্বিশ-পরগনা

ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির নাম ও সরকার-মনোনীত সদস্যের নাম

(১) করিমনগর—(১) শ্রীঅজিতকুমার হালদার ও (২) শ্রীআতিয়ার রহমান।

(২) ঈশ্বরীনগর—(১) মঃ এনামেল হক্ মিদ্যা ও (২) শ্রীসোরেন ঘোষ।

(৩) নীলাম্বরপুর (১) শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় ও (২) মঃ হাকিম মোল্লা।

(৪) বল্লভপুর (১) শ্রীঅতুল রায় ও (২) শ্রীহেমন্তকুমার তাঁতী।

(৫) ঘাটেশ্বর (১) ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ হালদার ও (২) শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র দাস।

(৬) কুল্পী—(১) শ্রীনলিনীকান্ত হালদার ও (২) শ্রীজেহার আলী মোল্লা।

(৭) চণ্ডীপুর—(১) শ্রীকবত্ আলী মোল্লা ও (২) শ্রীএনামেল হক্ কাজী।

(৮) করঞ্জলী—(১) শ্রীহৃদয়ভূষণ নস্কর ও (২) শ্রীসুলেমান সর্দার।

(৯) বেলপুকুর—(১) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ধারা ও (২) শ্রীফণীভূষণ হালদার।

(১০) ঢোলা—(১) শ্রীবিভূতিভূষণ গোরা ও (২) শ্রীদুর্গাদাস আগয়ান।

(১১) লক্ষ্মীপুর—(১) শ্রীসুধীরচন্দ্র মল্লিক ও (২) শ্রীগোলাম মোস্তফা বলদে।

Messages

[1-20—1-30 p.m.]

Secretary (Shri P. Roy): Sir, I beg to report that messages have been received from the West Bengal Legislative Council to the effect that the Council has agreed to—

(1) The West Bengal Official Language (Amendment) Bill, 1963

(2) The West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill, 1963,

(3) The West Bengal Land Revenue and Cess (Apportionment) Bill, 1963,

(4) The Land Acquisition (West Bengal Amendment) Bill, 1963, and

(5) The Bengal Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 1963, without any amendments.

Copies of the Messages are laid on the table

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

Mr. Speaker : The Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department will please make a statement on the damage caused by the change of course of the river Torsa, to which attention was called by Shri Sunil Das Gupta on the 26th August, 1963.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee : On the 10th August, 1963, the Torsa which rises in Yatung Valley in Tibet and flows through Bhutan debouching in the plains in Dalsingpara, derelicted to the left inundating 15 square miles of well-cultivated land, damaging house properties and crops and disrupting communications by breaching the National Highway No. 31 between Silbarihat and Pundibari near Cooch Behar Town. Further danger developed as spill water started draining into two derelict channels known as Mora Torsa Vehicular traffic between Cooch Behar and Toofanganj on National Highway No. 31 was stopped The report, dated the 25th, states that the sky had cleared up, but the water had not started falling appreciably. On the 20th August, 1963, accompanied by the Chief Engineer, Floods, Shri D. Mukherjee and Shri N N Mukherjee, Superintending Engineer, North Bengal Circle, I flew in an Army Helicopter over the flood-affected area and passed orders for immediate protection works A sum of Rs. 1.75 lakhs has been sanctioned as emergency measure to push back the Torsa into the original bed of the river without which the whole town of Cooch Behar would be in danger of being flooded

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister-in-charge of Refugee Relief and Rehabilitation Department will please make a statement on the relief measures taken in the flood affected areas of North Bengal to which attention was called by Shri Sunil Basunia, Shri Sunil Das Gupta, Shri Amarendra Nath Roy Prodhan, Shri Kamal Kanti Guha and Shri Bijoy Kumar Roy

Shrimati Shakila Khatun: Mr Speaker, Sir, with reference to the calling attention notice by Sarbashri Sunil Basunia, Sunil Das Gupta, Amarendra Nath Roy Prodhan, Kamal Kanti Guha and Bijoy Kumar Roy, regarding relief measures undertaken by Government in the flood-affected areas of North Bengal districts, I rise to say that in the districts of Jalpaiguri and Cooch Behar floods first occurred during the first week of August, 1963, due to swelling of river Siltorsa. After temporary recession since the 14th August, spill water started rising again in Cooch Behar since 20th August, 1963, because of widespread and heavy local rains and rains in the catchment areas. Due to continuous rains large areas in Alipurduar Subdivision of Jalpaiguri District were again flooded on the 24th August, 1963 In West Dinajpur District, Gangarampur, Tapan, Bansihari and Kushmundi Police Stations were inundated on the 25th August 1963 due to swelling of the river Punarbhaba. There is no information of any flood in the Darjeeling District as yet.

As soon as the water started rising, relief and rescue operations were taken up by the local officers in the flood-affected areas. During the first phase of the floods 3 rescue centres were opened in Alipurduar Subdivision and 2 in Cooch Behar to accommodate marooned families rescued from the inundated areas. Up till 16th August 1963, 1,750 families in Cooch Behar were shifted to higher zones and 93 families were sheltered in rescue centres. To cope with the second phase of the flood several more rescue centres were started in the flood-affected areas of Cooch Behar where about 800 persons were sheltered. In Alipurduar Subdivision 143 families were accommodated in rescue centres during the first phase of the flood.

Besides rescue work, gratuitous relief in the form of rice and emergency relief with Chira, Gur, etc., have been distributed wherever necessary. Distribution of gratuitous relief continues. Tarpaulins have been given for accommodation of the homeless people. Arrangements have been made for disinfection of the sources of drinking water. Garments from the Indian Red Cross Society and of the Relief Department have been distributed. Considerable quantities of dhutis, saris, blankets and children's garments have also been flown by air to Cooch Behar by Government for distribution in the flood affected areas. In the other two districts, the District Officers have already been supplied with stocks of clothing and children's garments for distribution to the needy. A sum of Rs. 4,000 has been sanctioned by Government for purchase of cattle fodder for distribution to the cattle-owners in the inundated areas of Cooch Behar and the distribution has started. In Alipurduar subdivision of Jalpaiguri district, distribution of aman paddy seedlings commenced since 17th August 1963 for re-transplantation on lands wherefrom flood water receded. As regards West Dinajpur, Government have sanctioned Rs. 15,000 for distribution as gratuitous relief in the flood-affected areas.

All locally available resources and manpower have been mobilised for an all-out effort to fight the natural calamity and for administration of relief. The morale of the official and non-official workers including the Home Guards is very high and all are working with excellent team spirit.

[1-30 1-40 p.m.]

Mr. Speaker: I have received eight Calling Attention Notices on the following subjects, namely :-

(1) Attempted suicide of a rickshaw puller in Raiganj Police-station of Jalpaiguri District—from Shri A. H. Besterwitch.

(2) Reported suicide of a poor family in Jalpaiguri District—from Shri Sanat Kumar Raha.

(3) Collision of a railway engine with a bus at the level crossing in Cossipore Road, Calcutta,—from Shri Kamal Kanti Guha.

(4) Accident of buses at Cossipore area on 28th August 1963—from Shri Nikhil Das.

(5) Strike of students of North Bengal University—from Shri Sanat Kumar Raha and Shri Narayan Coubay.

(6) Labour strike in Birlapore Jute Manufacturing Company Limited from Shri Jamini Bhusan Saha.

(7) Mismanagement in Kanchrapara T B Hospital—from Shri Balai Lal Das Mahapatra.

(8) Smuggling by a border guard—from Shri Birendra Narayan Ray.

Out of these, I have selected the notice of Shri Kamal Kanti Guha on the collision of a railway engine with a bus at the level crossing in Cossipore Road, Calcutta, and another notice of Shri Balai Lal Das Mahapatra on the alleged mismanagement in Kanchrapara T B Hospital. Hon'ble Ministers-in-charge of the respective matters may kindly make a statement today or may give a date for making the respective statements.

The Hon'ble Ashutosh Ghosh: With regard to the Calling Attention Notice of Shri Kamal Kanti Guha I make the following statement :—

On Wednesday, the 28th August, 1963, at about 7-25 a.m., an accident occured at the Cossipore Road Level Crossing near the Gun and Shell Factory with loss of three lives and injury to ten persons. Two State Buses and shunting wagons were involved in the accident. The damage to one of the State Buses was very heavy while the damage to the other bus was relatively minor. From available information it appears that all the persons killed or injured were not passengers of the State Buses. Of the injured persons five were discharged after first-aid and the other five were admitted to hospital. Of the injured one person suffered serious injury.

ডঃ নারায়ণচন্দ্র রায়ঃ আমরা কোন জবাব চাইনা, আমরা নীতির পরিবর্তন চাই এবং এবিষয়ে সকলেই আমরা একমত।

মিঃ স্পীকারঃ এই ম্যাটারটা নিয়ে তো অলরেডি এ্যাটেনসন ড্র করা হয়েছে।

শ্রীননী ভট্টাচার্যঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, গত ১৯এ অগাস্ট বহরমপুরে ২৪৫ জন স্বর্ণশিল্পী আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁরা যে জেলে আছেন তাতে তাঁদের সাধারণ ক্রিমিন্যালস-এর মত ট্রিট করা হচ্ছে। আমরা তাঁদের ডিভিসন-এর জন্য বলেছিলাম কারণ এঁরা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের সংগে যুক্ত। মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় বলেছিলেন যে আমি দেখব, কিন্তু কিছুই দেখা হয়নি বলে বিপোর্ট পেলাম, কাজেই আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং মনে করছি তাঁরা যখন এই আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী মানুষের, গণতান্ত্রিক মানুষের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং এর সংগে যখন ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট জড়িত আছে তখন তাঁদের স্পেসালি ট্রিট করা উচিত।

দি অনারেবল পূরবী মুখোপাধ্যায়ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে প্রশ্নটি হাউসে উঠেছে সে সম্বন্ধে আমি আগে একটা বিবৃতি দিয়েছি এবং এখন আবার বিস্তৃতভাবে বলতে চাই। কলিং এ্যাটেনসন-এর জবাব ওঁরা দিতে পারেননি বোধ হয় বুঝতে পারেননি—কাজেই আমি আর একবার বলে দিচ্ছি এবং ব্যাকগ্রাউণ্ডটা বলে দিলেই বুঝতে পারবেন। ডাঃ রায়ের সংগে বিরোধীদলের কথাবার্তা হয়ে একটা চুক্তি হয় এবং যে চুক্তির কথা ও'রা বারে বারে বলেন। তাতে ছিল যে, ডেমোক্রেটিক আন্দোলন পেজেন্টস আন্দোলন, গণ আন্দোলন এবং ওয়াকিং-ক্লাশ-এর আন্দোলন-এ ৪টি আন্দোলনের মধ্যে কেউ অভিযুক্ত হলে তাকে ডিভিসন ওয়ান দেওয়া হবে। আমাদের এই হাউসে যে সমস্ত পুরান মেম্বার আছেন তাঁরা জানেন যে এই চুক্তি লিখিতভাবে আমাদের জেলকোড-এ এ্যাকসেপ্ট করা হয় এবং তাতে ছিল সমস্ত ক্ষেত্রে ডিভিসন ওয়ান দেওয়া হবে, একমাত্র কনটেম্প্ট অব কোর্ট ছাড়া।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : আমি কনটেম্প্ট অব কোর্ট-এ চার্জড হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ডিভিসন ওয়ান দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকারঃ এখানে পলিসির কথা হচ্ছে, দেওয়া হয়েছিল কিনা সেটা নয়।

দি অনারেবল পূরবী মুখোপাধ্যায় : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যাঁরা জেলকোড না পড়ে এবং চুক্তির খসড়া না দেখে মন্ত্রীর বিবৃতিকে অসত্য বলেন তার জন্য আমি আপনার কাছ থেকে প্রটেকসন চাচ্ছি এবং তাঁদের কথার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

[1-40—1-50 p.m.]

দি অনারেবল পূরবী মুখার্জি : যাঁরা এখানে চুক্তির কথা জানাচ্ছেন তাঁরা জানেন যে চুক্তির সংগে ৩টি ধারা ছিল। যাদের দেওয়া হবে না সেটাও চুক্তিতে বলা ছিল। যেমন কনটেম্প্ট অব কোর্ট রিভলবারস অর আর্মস কারুর কাছে থেকে থাকে যদি তাহলে তাকে দেওয়া হবে না। এবং ঐ চারটার মধ্যে কনটেম্প্ট অব কোর্ট হতে প্রজা সোসালিষ্ট পার্টি পরিচালিত আন্দোলন যাঁরা করছেন তাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখলাম জেলখানায় যখন কোর্টের কাগজ নিয়ে ঢুকছেন সেখানে লেখা আছে আই পি সি সেকশন ২২৮ অর্থাৎ কনটেম্প্ট অব কোর্ট। বাদবাকী কলকাতায় কিংবা অন্যান্য জায়গায় অদালত থেকে যখন আসেন তখন ডিভিসন ওয়ান ইত্যাদি ডিক্লেয়ার করেই আসেন। মফস্বলে দেখা যাচ্ছে যেখানে পাঠাচ্ছেন ২২৮ আই পি সি—কনটেম্প্ট অব কোর্ট বলে নিয়ে আসছেন। জেল কোডে কিংবা চুক্তিতে কোথাও গভর্ণমেন্টকে এই পাওয়ার দেওয়া হয়নি যে সময়মত তারা এটা রিভাইজ করতে পারে। বলা হয়েছে যে যদি কোর্ট রেফার করে তবে শুধু গভর্ণমেন্ট ডিভিসন সম্বন্ধে প্রতিকার করতে পারে বা কনসিডার বা রিওপেন করতে পারে। আমাদের এখানে আজকে যারা স্বর্ণ আইন কিংবা খাদ্য আন্দোলনে যারা আসছেন প্রত্যেকটি কনটেম্প্ট অব কোর্ট এই অভিযোগ আদালত থেকে পাঠাচ্ছে তাদেরও দেওয়া সম্ভব হয় নি। শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা যে কথা বল্লেন সে পূর্বেও কনটেম্প্ট অব কোর্ট হয়েছিল—

তাতে বলি যে ২।৩ অভিযোগে ওরা আগে এসেছিলেন একটা অবস্ট্রাকসান একটা কনটেম্পট অব কোর্ট এবং আর একটা জেনারেল ভ য়োলেন্স অব প্রিভেলিং ম্যাটার তার ভেতরে ডিভিসান ওয়ান দেওয়া হয় নি বিশেষ করে যেখানে কনটেম্পট অব কোর্ট ছিল সেখানে পূর্বে তখনও দেওয়া হয় নি।

শ্রীনিখিল দাস : এটা আমাদের ভাইট্যাল ডেমোক্রেটিক রাইটের প্রশ্ন এবং যে চুক্তির কথা উনি বল্লেন তা আমরা বহু দিন ধরে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট করে—আইন ভঙ্গ করে—জেলখানায় গেছি এবং কোর্টে গিয়ে আইন ভেঙ্গে জেলখানায় গেছি এবং তার পর ডিভিসন ওয়ান পেয়েছি। কিন্তু নূতন করে এবছর দেখছি সুরু হয়েছে এই কনটেম্পট অব কোর্ট-এর ফেকড়া তুলে আমরা যা ডেমোক্রেটিক রাইটে আর্ন করেছিলাম মন্ত্রিমহাশয় এটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছেন। এবং সেই ডেমোক্রেটিক রাইট আমাদের কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে কিছুতেই আমরা সেটা মেনে নেবো না।

ডাঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য : স্যার, আমার কথা শুনুন —মাননীয়া মন্ত্রিমহাশয়া বল্লেন যে ডাক্তার রায়-এর চুক্তিতে দুটি ধারা ছিল—এটা ছিল না ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট। সেখানে শুধু ছিল ভায়োলেন্স বা কোন আর্মস ইত্যাদিতে পড়লে - এটা ছিল। এবং সেখানে কোন দিন কনটেম্পট অব কোর্ট ছিল না। একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি যে গত ১৯৫৯ সালে আমি যে আন্দোলন করেছিলাম সেই আন্দোলন বেশীরভাগ হয়েছিল কনটেম্পট অব কোর্ট এবং কনভিকসন হয়েছিল বিভিন্ন জেলাতে অবশ্য কলকাতায় নয়—এবং তাতে ক্লাসিফিকেসন পেয়েছিলাম। এখানে মন্ত্রিমহাশয় একটা হঠাৎ চুক্তির ছুতো তুলে তিনি যদি করেন তাহলে এর বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাবো এবং আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি মন্ত্রিমহাশয়াকে অনুরোধ করুন যে তিনি যেন এটা তুলে নেন।

শ্রীকাশিকান্ত মৈত্র : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় একটা কথা খুব বিনয়ের সঙ্গে বলবো যে আপনি একজন বিজ্ঞ এবং বিশিষ্ট আইনজীবী—স্যার, আপনি জানেন যে কনটেম্পট অব কোর্ট ২ ধরণের আছে। সাধারণভাবে যদি আদালতে গিয়ে মামলা সংক্রান্ত মন্তব্য করে বিচারকে ব্যাহত করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতকে অসম্মান করে তাহলে সেখানে কনটেম্পট অব কোর্ট হয়। কিন্তু যেখানে দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক আন্দোলন এবং বিশেষ দাবী সস্তা দরে চাল দেওয়া হোক বেশী সংখ্যক রেসনের দোকান চালু করা হোক ২২ টাকা দমে চাল দেওয়া হোক দ্রব্য মূল্য কমানো হোক এই দাবী নিয়ে যেখানে জনসাধারণ এগিয়ে যাচ্ছে এবং মিঃ স্পীকার স্যার, যারা আদালতকে অসম্মান করতে আসেনি এবং বাঁচবার জন্য সস্তা দরে চাল দেবার দাবী নিয়ে এসেছে সেখানে আইনতঃ ২২৮ মতে কনভিকসন হতে পারে ঠিক—কিন্তু আমি মুখ্যমন্ত্রিকে বলবো যে লেটার অব দি ল—এটা যেন তিনি না করেন। যেহেতু রাজনৈতিক দল জড়িত এবং কংগ্রেস আমলে যখন সাধারণ আন্দোলন হয়েছে যতীন দাস যিনি আজ অবিস্মরণীয় শহিদ হয়েছে তাঁকেও এজন্য আদালতে অনশন করতে হয়েছে যেহেতু তাঁকে পলেটিক্যাল প্রিজনার হিসাবে ট্রিট করা হয় নি বলে। আজকে তাঁরা গদিতে এসে ফ্যাসিস্ট মনোভাব নিয়ে এইটা যে অস্বীকার করতে যাচ্ছে—এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা এবং যদি তাঁরা মতবাদ পরিবর্তন না করেন তাহলে আমাদের তরফ থেকে আমি বলবো যে আমরা আপনার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে—বিনয় জানিয়ে—আমি আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা বেরিয়ে যাবো।

[At this stage the hon'ble members of the Praja Socialist Party walked out of the House.]

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় : স্যার, এখানে এই অধিকার, এটা ডাঃ রায়ের আমলে, আমাদের বহু নারী কর্মী বোমা খেয়ে গুলি খেয়ে রাস্তায় মরে এটা অর্জন করেছিলেন। আজকে আমাদের কারা মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী তাঁরা আইনের ফাঁদ দেখিয়ে মৃত ডাঃ রায়ের আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন এবং তিনি একটা প্রচলিত আইনকে আইনের ফাঁকড়া দিয়ে না করে দিচ্ছেন। আমরা তার প্রতিবাদে আমরা এখান থেকে ওয়াকড আউট করছি।

[At this stage the Hon'ble members of the Communist Party along with other Hon'ble members of the opposition walked out of the House.]

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Warehouses Bill, 1963

Clause 26

The question that clause 26 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 27

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar: I beg to move that for clause 27 the following clause be substituted, namely:—

> 27. When a licence under Chapter II or Chapter IV expires or when "Return of Licence the renewal of such licence is refused or when such licence is cancelled, the licensee shall forthwith return the licence to the Warehouse Authority or the Prescribed Authority, as the case may be."

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 27, as amended, do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 28

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar: I beg to move that in clause 28, for the words "State Government", the words "Prescribed Authority" be substituted.

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 28, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 29 and 30

The question that clauses 29 and 30 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Supply of Rice from Ration Shops.

[1-50—2 p.m.]

শ্রীকমলকান্তি গুহ: মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একটা কথা বলতে চাই সেই কথা হচ্ছে আজকে যখন ওয়্যারহাউস বিলের আলোচনা সুরু হচ্ছে ঠিক তখন আমরা দেখছি নর্থ বেঙ্গলে রেশনের দোকানে বি ক্লাস রেশন বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এ ক্লাস রেশন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার: আপনি রিসেসের পরে আমার চেম্বারে আসবেন, যা বলবেন আমি শুনে নেব। ইন দি মিডস্ট অব লেজিসলেসান আই ক্যান নট এ্যালাও দিস।

শ্রীকমলকান্তি গুহ: স্যার, একটা কথা আমাদের শুনতে হবে। ডেমোক্রাসির কথা বলা হয়, কিন্তু আমরা যখন খাদ্য সম্বন্ধে চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম তখন তিনি দেখা করতে অস্বীকার করেছেন। আমরা এর প্রতিবিধান করতে চাই। আমরা যাঁরা প্রতিনিধি রয়েছি তাঁদের বক্তব্য যদি না রাখতে পারি এই যদি ডেকোক্র্যাসি হয় তাহলে বলব হাউস একটা প্রহসন হচ্ছে এবং চীফ মিনিষ্টারকে আমাদের উত্তর দিতে হবে।

শ্রীসুনীল দাস গুপ্ত: স্যার, আমরা চীফ মিনিস্টারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদের সাথে কোন কথা বললেন না, এবং বললেন যে আমার সাথে কি সম্পর্ক আছে। যখন দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরছে তখন তিনি আমাদের সাথে আলাপ করতে রাজী নন।

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য: অন এ পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ, স্যার, এই লেজিসলেচারের মেম্বর হিসাবে আমরা আশা করি এবং সেটা বোধ হয় আইনসংগত যে আমাদের কতকগুলি অধিকার এবং

কর্তব্য আছে। অধিকারের দিক থেকে যদি কোন বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার কোন রিপোর্ট কোন মাননীয় সদস্য নিয়ে আসেন বা বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল সফর করে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চান তাহলে আমি মনে করি যে সেটা প্রিভিলেজের মধ্যে পড়ে যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলবেন। কিন্তু এখানে আমরা লক্ষ্য করছি এবং এখনই মাননীয় সদস্য সুনীল দাস গুপ্ত মহাশয় একটা স্টেটমেন্ট জানালেন যে তিনি টেলিগ্রাম নিয়ে এসেছেন, এটা শুধু কোচবিহারের ব্যাপার নয়, সমস্ত নর্থ বেংগলের ব্যাপার . . . .

শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত : অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। আমি বলছিলাম যে আমার পয়েন্ট অব অর্ডারটা হচ্ছে এই উনি যেটা পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ তুলে অবতারণা করেছেন সেটা আমরা এখন লেজিসলেসানের মধ্যে রয়েছি, তুলতে পারেন না।

মিস্টার স্পীকার : লেজিসলেসানের মধ্যে আছেন কিনা সেটা আমি বলব, আপনার বলবার অধিকার নেই। আমি বলতে দিয়েছি, আমি লেজিসলেসানের মধ্যে বলতে দিতে পারি।

শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত : মিস্টার স্পীকার, স্যার, এই হাউসের সদস্য হিসাবে যদি কেউ রুলস অব প্রোসিডিওর-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার আবশ্যকতা মনে করেন তাহলে সে দিক থেকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার অধিকার তাঁর আছে। আমি সে দিক থেকে পয়েন্ট অব অর্ডার রেজ করতে চাই। উনি প্রিভিলেজের যে প্রশ্ন তুলেছেন আপনার নিশ্চয়ই ডিসক্রিসন আছে সেই প্রিভিলেজে বলতে দেবেন কি দেবেন না। কিন্তু আমি এই কথা বলছি যে হাউসের যেটা রুলস অব কন্ডাক্ট এ্যান্ড বিজনেস প্রোসিডিওর রয়েছে তার বাইরে যেতে পারেন না, রুলস মেনে তো আপনি চলবেন।

মিঃ স্পীকার : মিঃ দত্ত, আপনি রুলস অব কন্ডাক্টের কথা ওর ভাষণ হবার পরে বলবেন।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : আমি মনে করি যে এই হাউসের যে কোন সদস্যের এই অধিকার আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রির সঙ্গে আলাপ করার, বিশেষ করে তিনি যদি কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন কোন বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে ঘুরে এসে এবং সংগে সংগে মুখ্যমন্ত্রির একটা পবিত্র দায়িত্ব আছে সেই সদস্যের সঙ্গে আলাপ করার এবং বিভিন্ন বিষয় জানার ও বক্তব্যগুলি শোনার এবং সে সম্বন্ধে একটা স্টেপ নেবার।

মিঃ স্পীকার : মিঃ ভট্টাচার্য, এর মধ্যে প্রিভিলেজের কোন প্রশ্ন নেই। আই এ্যাম কনসার্নড্ উইথ দি হাউস—মুখ্যমন্ত্রির সংগে বাইরে দেখা করবেন। তিনি দেখা করবেন কি করবেন না তা আমি জানিনা। ইউ হ্যাভ মেড এ স্টেটমেন্ট, আপনি কোয়েশ্চেন পুট করেছেন এটাই যথেষ্ট।

শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত : আপনি যখন রুলিং দিয়েছেন তখন এবিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।

মিঃ স্পীকার : আমি এটাই জানতাম।

শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত : আমার পয়েন্ট অব অর্ডারটা ছিল—ওটা প্রিভিলেজের প্রশ্ন কিনা সেটা আপনি বিচার করুন, আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলছিলাম না কিন্তু উনি যেটা বলছেন সেটা ও'র বলার অধিকার নেই। আমি বলছিলাম যে প্রিভিলেজ মোশান যদি আমাদের আনতে হয় তাহলে আমাদের হাউসে যা রুলস রয়েছে সেই অনুযায়ী আনতে হবে। আমরা যেবিষয়ে আলোচনা করছিলাম সেবিষয়ে যদি কোন প্রিভিলেজ ভঙ্গ হয় উনি সঙ্গে সঙ্গে তুলতে পারেন কিন্তু অন্য কোন বিষয় নিয়ে যদি প্রিভিলেজের কোন প্রশ্ন হয় তাহলে ২২৬ রুল অনুযায়ী নোটীশ দিয়া তা আনতে হবে। একটা লেজিসলেটিভ প্রসিডিওরাল রুল ভংগ করে উনি কি করে এটা আনতে পারেন?

Mr. Speaker: It is for me to allow or disallow. You cannot dictate.

শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত : আমি ডিকটেট করিনি।

Mr. Speaker: You should know I have allowed him.

শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত : আমাদের কথা শুনতে আপনি যদি পছন্দ না করেন তাহলে আমরা আর কথা কইবো না।

The West Bengal Warehouses Bill, 1963

Clause 31

Mr. Speaker: Shri Raha, your amendment is out of order; but you can speak.

শ্রীসনৎকুমার রাহা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ৩১ ক্লজে আছে পাওয়ার টু এক্সেম্প্ট অর্থাৎ The State Government may, by notification in the official gazette, for reasons to be recorded, exempt any class of warehousemen from all or any of the provisions of this Act.
এটা একটা অতি অস্পষ্ট ধারা, এই ধারাতে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশী লাভ হওয়ার থেকে। কাজে কাজেই এই ধারাটার মানে আমি বুঝতে পারিনি—গভর্নমেন্ট প্রয়োজন বোধ করলে এই ওয়্যারহাউস বিলের বিভিন্ন ধারা থেকে কোন ওয়্যারহাউসম্যানকে একজেমপ্ট করতে পারেন, এসম্বন্ধে একটা এক্সপ্লানেসন দেওয়া উচিত ছিল। যদিও আমার এই ক্লজের উপর এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে ওমিট করব, সেটা আউট অব অর্ডার হয়ে গেছে তথাপি আমার বক্তব্যে একথা জানাতে চাই যে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় ৩১ ক্লজে কি বলতে চেয়েছেন তার একটা এক্সপ্লানেটারী নোট থাকা উচিত ছিল। এটা না থাকার জন্য আমাদের ধারণা যে যদি কোন ওয়্যারহাউসম্যানকে রক্ষাকবচ হিসাবে বাঁচাতে হয় দুর্নীতির আশ্রয় দিতে হয়, তাকে যদি কোন প্রোটেকসন দিতে হয় তাহলে এই ৩১নং ক্লজটাকে ব্যবহার করা হবে। কাজেই মন্ত্রিমহাশয় যখন তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন তখন যেন বলেন যে কি কারণে এই ধারাটা আনা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই ৩১ ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এখনই আমি বলবো ক্লজ ১ আর ক্লজ ৪ যদি আমরা দেখি সেটা আমরা আগেই পাস করে এসেছি, সেখানে আছে

"It shall not apply to warehouses established under any other State Law for the time being in force in this respect or under the Sea Customs Act, 1878, the Inland Bonded Warehouses Act, 1896 and the Central Excise and Salt Act, 1944,"

[2—2-10 p.m.]

এখানে ওয়্যারহাউস কোন কোন ক্লজকে বাদ দেবো বলা হয়েছে। আবার এখানে ৩১ ধারাতে কেন এই রকম একটা রাখা হচ্ছে আমি ত খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি। এখানে একটা কথা আছে রিজন্স টু বি রেকর্ডেড, এই রিজন্স টু বি রেকর্ডেড আজকাল গভর্ণমেন্টের মতিগতি দেখে খুব ভয় হয়। একটু আগেই মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি দেখলেন মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর একটা ব্যাপার নিয়ে তিনি যে ব্যাখ্যা করলেন গভর্ণমেন্টের এতদিনকার ঘোষিত নীতি তা বাতিল হয়ে গেল। তাই ফর রিজন্স টু বি রেকর্ডেড এই যদি ব্যাপার হয় এখানে এমন রিজন্স দিলেন যার ফলে অনেকগুলি ওয়্যারহাউসকে একেবারে এক্সজেমপ্ট করা হল। এবং আমার রীতিমত ভয় আছে যে, যেভাবে দুর্নীতি, যেভাবে নেপোটিজম এবং যেভাবেতে দলীয় চক্রান্ত সমস্ত শাসন যন্ত্রকে গ্রাস করে রেখে দিয়েছে এই ধারার ফলে চাষীদের, কৃষকদের সমূহ ক্ষতি হবে এবং গুটিকতক এই জোতদার কাম রিচ ক্লাস যারা তাদের এই সমস্ত অর্থ রোজগারের পথ করে দেওয়া হবে এবং গভর্নমেন্ট ইন কন্নাইভ্যান্স উইথ দি জোতদার এই চাষীদের নূতন করে শোষণ করবে সেইজন্য এই ধারা তুলে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

দি অনারেবল স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্যার, এটা আপনি নিশ্চয়ই আউট অব অর্ডার কিনা বিচার করবেন কারণ এটা নেগেটিভ এমেন্ডমেন্ট, এটা এক্সেম্পসন দিতে হচ্ছে, আমাদের সেক্সসন ১(৪)-এ আছে যে Sea Customs Act, 1878, The Inland Bonded Warehouse Act, 1896, Central Exise and Salt Act, 1944,
অনুযায়ী ও ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সুতরাং এই আইনটা ঐসব ওয়্যারহাউস-র জন্য প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, কো-অপারেটিভ সম্পর্কেও আমরা এক্সেমপসন দিতে চাই, সেইজন্য আমরা এই এক্সেমপসন ক্লজটা দিচ্ছি। আর একটি কথা বলতে চাই, মাননীয় শ্রীকমল

কান্তি গৃহ খাদ্য সম্পর্কে বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে ওয়্যারহাউস-র বিরুদ্ধে বলেছেন। আমি জানাতে চাই যে এটার সঙ্গে খাদ্য বিভাগের সম্পর্ক নেই, খাদ্য বন্টনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সেটা খাদ্য বিভাগ করে থাকে। এটা এগ্রিকালচারাল-এর, খাদ্য উৎপাদন করার জন্য।

The question that clause 31 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 32

Shri Sanat Kumar Raha: Sir, I beg to move that in clause 32(1)(c), in line 2, after the word "thereunder" the words "and attempt to make extra profit in connection with delivery of goods and delivery receipts" be inserted.

ঐ ৩২, পেনালটির উপরে ৩২ ধারাতে ৩২(১) এ, বি, সি র পব যেখানে আইন ভাঙ্গলে পরে সাজা দেবার কথা আছে সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে
Knowingly contravenes any provisions of this Act or any rules made thereunder
তারপরে যোগ করতে হবে
and attempts to make extra profit in connection with delivery of goods and delivery receipts.
আরো কনসিডাইড করে দেওয়া হল যে ডেলিভারীর ব্যাপারে নিয়ে ওয়্যারহাউস-এ একটা গণ্ডগোল সুরু হবেই। সেইজন্য রুলস পেনালটি তার উপরেও হবে যদি দেখা যায় যে ডেলিভারীর রসিদটা নিয়ে দুইবার ব্যবহার করেছে, বা ডেলিভারী রসিদটা নিয়ে কোন এক্সট্রা প্রোফিট করার চেষ্টা হয়েছে সেক্ষেত্রেও পেনালটি হবে এইটা যোগ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

দি অনারেবল স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্যার, আমাদের এই পেনাল ক্লজ-এ স্পষ্টভাবে আছে যেকোন প্রভিসন ব্রেক করলে তার কি শাস্তি হবে। আর এটা হচ্ছে টু ভেগ যেখানে বলা হচ্ছে যে attempt to make extra profit in connection with delivery of goods and delivery receipts
এটা এ্যাটেম্পট হলেই তাকে শাস্তি দিতে হবে এটা টু ভেগ, এতে ক্রিমিন্যাল অফেন্স হতে পারে না। সেইজন্য এটা গ্রহণ করতে পারছি না।

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that in clause 32(1)(c), in line 2, after the word "thereunder" the words "and attempt to make extra profit in connection with delivery of goods and delivery receipts" be inserted was then put and lost.

The question that clause 32 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 33

Mr. Speaker: Mr Sen Gupta, your amendment is out of order. You can speak on the clause.

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: স্যার, আমি বলতে চাইছি যে ক্লজ ৩৩-তে যে কথাটি লেখা আছে তা হচ্ছে এই যে স্টেট গভর্ণমেন্ট-এর বিরুদ্ধে বা স্টেট গভর্ণমেন্ট-এর যাবা কাজে নিযুক্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে কোন কেস করা যাবে না। এখানে যেরকম লেখা আছে আমি দেখছি এমারজেন্সী ডিক্লেয়ার করার পর থেকে যতগুলি আইন হয়েছে প্রত্যেকটির মধ্যে এ রকম ব্যবস্থা আছে। সরকারের লোয়ার কোর্ট-এ যেতে এত আপত্তি কেন? মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন হাই কোর্ট-এ যাওয়া যায়, কিন্তু লোয়ার কোর্ট-এ যাওয়ার এত বিরোধী কেন? এখানে যে সমস্ত কাজের ভার দিয়েছেন তা সব অফিসার শ্রেণীর উপর। ডিস্ট্রিক্ট জাজ, সাব-ডিভিসনাল জাজ এদের আপিল কমিটিতে রায় দেন যখন তখন বলব সরকার নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা রাখছেন। কেউ প্রতিকার চাইলে হাই কোর্ট-এ যেতে হবে কেন—যদি কেউ এগ্রিভড হয় অন্ততঃ লোয়ার

কোর্ট-এ তার বক্তব্য উপস্থিত করার রাস্তা পাওয়া উচিত। সেজন্যে আমি এটাকে ওমিট করতে বলেছি।

The question that clause 33 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 34

Shri Monoranjan Hazra: I move that in clause 34(3), line 2, after the words "official gazette" the following words be added:

"and shall be laid before the State Legislatures."

যদি এই সমস্ত ব্যবস্থা হয় তাহলে রুলস আমাদের এখানে এলে সেটা আলোচনা করা যাবে এবং এ্যামেন্ড করার সুবিধা থাকতে পারবে। আমি বক্তৃতা করতে চাইনা। মন্ত্রিমহাশয় যেন এটা ভেবে দেখেন এবং গ্রহণ করার চেষ্টা করেন।

Shri Sanat Kumar Raha: I move that after clause 34(2)(e) the following be added:

"(f) Proper use of storage receipt and delivery receipt".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এই ক্লজ ৩৪-এ সরকারের হাতে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কতগুলি বিধি সরকার প্রণয়ন করবেন বিভিন্ন ধারার উপরে। আমি একটা নোতুন বিধি করার জন্য একটা সংশোধনী দিয়েছি। সেটা হচ্ছে আমি বলেছি

"(f) Proper use of storage receipt and delivery receipt".

আমার আশংকা হয়েছিল এবং শুরু থেকে বলে এসেছি ওয়্যারহাউস-এর সব থেকে মস্ত বড় বিপদ হবে রসিদ খানা নিয়ে একবার গুদামে রাখবে এবং তার উপরে টাকা নেওয়া যাবে। কোন মহাজনের কাছ থেকেও টাকা নেওয়া যাবে। ওয়্যারহাউস-এর মালিক রসিদ নিয়ে বেশী টাকা সুদ দিতে পারবেন। সেখানে বলা হয়েছে ওয়্যারহাউস কোন ক্ষেত্রে সেই রসিদ নিয়ে কোন ব্যাক্তিগত ব্যবসা করতে পারবে না। ঠিক তেমনি ডেলিভরী রিসিপ্ট গুদাম থেকে বেরিয়ে এলে তারপর নিয়ে মাঝখানে ব্যাঙ্কিং হবে। ওয়্যারহাউস-এ গেলে যে রসিদ পাব সেটা একটা ডকুমেণ্ট হবে যা নিয়ে আমি একজন মহাজনের কাছ থেকে আমি কিছু একসেস পেমেন্ট পেতে পারি। ষ্টোরেজ রিসিপ্ট নিয়ে তেমনি ব্যাঙ্ক-এর কাছে টাকা না পেলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। তাদের গোডাউন-এ মাল পড়ে রয়েছে কাজেই তাকে বলবেন যে আপনার গোডাউনে যখন মাল রয়েছে তখন আমাকে রসিদ দিন। ১০০ টাকার মাল দেখালাম আমাকে ৪০ টাকা দিন। তিনি তখন বলবেন ৪০ টাকা দিচ্ছি কিন্তু আমাকে ৫ টাকা ঘুস দিতে হবে--অর্থাৎ তুমি ৩৫ টাকা পাবে। এরকম একটা বিশ্রি অবস্থা চলবে কাজেই রুলস ফ্রেম করবার সময় এই স্টোরেজ রিসিট এবং ডেলিভারি রিসিট-এর মধ্যে ডেলিভারি রিসিট-এর ব্যাপারটা ভাল করে বিবেচনা করা দরকার যাতে সেই রিসিট নিয়ে দুর্নীতি না হয়।

[2-10--2-40 p.m.]

দি অনারেবল স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্যার ষ্টোরেজ রিসিট এবং ডেলিভারি রিসিট বলে এ্যাক্ট-এর মধ্যে কিছু নেই সুতরাং এই এ্যামেন্ডমেন্ট নিতে পারলাম না।

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that after clause 34(2)(e) the following be added:—

"(f) Proper use of storage receipt and delivery receipt".

was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that in clause 34(3), line 2, after the words "official gazette" the following words be added:

"and shall be laid before the State Legislatures".

was then put and lost.

The question that Clause 34 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Schedule

Shri Sanat Kumar Raha : Sir, I beg to move that in the Schedule, under the heading 'Fruits and Vegetables', after item 62, the following item be added :—

"62A. Mango".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটাই হোল সর্বশেষ এ্যামেন্ডমেন্ট এবং এর আগে আমরা দেখেছি ৮৪টি এ্যামেন্ডমেন্টের মধ্যে একটি এ্যামেন্ডমেন্টও মন্ত্রিমহাশয় গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। আমরা দেখলাম যে কোন অজুহাত দেখিয়ে হোক তিনি এ্যামেন্ডমেন্টগুলো রিফিউজ করেছেন এবং তার মধ্যে কোনটা সম্বন্ধে বলেছেন যে ডেলিভারি রিসিট বলে কোন জিনিস নেই কাজেই এটা গ্রহণ করা যায় না। যাহোক, আমার মনে হয় মন্ত্রিমহাশয়ের এই সমস্ত এ্যামেন্ডমেন্টগুলো তেতো লেগেছে কাজেই আমি এখন সেই তিক্ত ফলের জায়গায় মিষ্টি বিতরণ করতে চাই। আমার মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই যে অমৃত ফল গ্রহণ না করে চলে যায়। সেইজন্য আমি অনুরোধ করছি এই অমৃত ফল গ্রহণ করে অর্থাৎ এই এ্যামেন্ডমেন্টটি গ্রহণ করে এই বিল পাশ করুন। স্যার, সিডিউল-এর মধ্যে যেখানে বিভিন্ন ফলের কথা লেখা আছে সেখানেই হচ্ছে আমার এ্যামেন্ডমেন্ট। অবশ্য এখানে যে ফলের কথা রয়েছে তার মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে শুকনা ফল, কিন্তু আমি মুর্শিদাবাদ এবং মালদহে যে অমৃত ফল ফলে তার কথা কিছু বলব। স্যার, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহে অমৃত ফল বেশী ফলে এবং মালদহের ফজলি আম এবং মুর্শিদাবাদের অনেক ভাল ভাল আম নবাবদের আমল থেকে ঐতিহ্য বহন করে আসছে। বড় বড় বাগানগুলো মাঝারি ধরণের লোকেরা কিনে নেয় কিন্তু আমগুলো প্রিজার্ভ করবার কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্য সরকারের দৃষ্টি না থাকার জন্য এবং ওয়্যার হাউস, কোল্ড স্টোরেজ না থাকার জন্য এই আমগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় চালান দিতে পারে না বা এই আম থেকে নানা জিনিস তৈরী করতে পারে না। কাজেই বাংলা দেশের অমৃত ফল এই আমের জন্য একটা ব্যবস্থা করুন এই আশ্বাস চাইব এবং সেইজন্য এই এ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে এসেছি।

দি অনারেবল অমরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্যার, এ সম্বন্ধে আমার খুব সহানুভূতি আছে কিন্তু অমৃত ফল নেবার ব্যাপারে অসুবিধা হচ্ছে এই অমৃত ফল সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এই ওয়্যারহাউসে যেসব ফল রাখার ব্যবস্থা আছে সেগুলো হোল নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, আকরোট ইত্যাদি। আমের জন্য কোল্ড স্টোরেজ-এর ব্যবস্থা করতে হবে, কাজেই কোল্ড স্টোরেজ বিল যখন আসবে তখন সনৎবাবু খুসী হবেন। যাহোক, এই এ্যামেন্ডমেন্টটি নিতে পারলুম না বলে আমি দুঃখিত।

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that in the schedule, under the heading 'Fruits and Vegetables', after item 62, the following item be added--

"62A. Mango",

was then put and lost.

The question that the schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for twenty minutes]

[After adjournment]

NON-OFFICIAL RESOLUTION

[2-40—2-50 p.m.]

Shri Kamal Kanti Guha: Sir, I beg to move that whereas the West Benagl Government has decided to abolish its Deep Sea Fishing Scheme and hand over the trawlers to the Union Government;

Whereas as a result of this decision about 80 employees of the West Bengal Deep Sea Fishing Board are going to be thrown out of employment in these hard days;

Whereas the abolition of the Scheme and removal of the operational base from West Bengal has had the effect of further contracting the employment potential of this State and of destroying all possibilities of developing the deep sea fishing in West Bengal as a means to augment the supply of fish; and

Whereas the State Government is committed to the decision of maintaining the operational base for deep sea fishing within the State itself;

This Assembly requests the State Government to move the Union Government so that the operational base for deep sea fishing is set up by the Union Government within this State and employees of the West Bengal Deep Sea Fishing Board are absorbed by the Union Government for the purpose of carrying out its own scheme of deep sea fishing in West Bengal.

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আমরা গভীর সমুদ্রের জলে মাছ ধরবার ব্যাপার নিয়ে উদযোগী হয়েছি। এই হাউসে ধান চাল এবং অন্যান্য খাদ্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। আজকে বাংলার তথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আমাদের প্রিয় খাদ্য মাছ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। মাছের চেয়ে প্রিয় আর কি আছে—সেটা বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট গল্পে দেখিয়েছেন যদিও আমরা জানি যে মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে স্বামী। তবুও স্বামীর চেয়ে প্রিয় হচ্ছে মাছ। যখন গুরুচরণ মারা যাচ্ছিল বরদাসুন্দরী তখন পা ছড়িয়ে চিংড়ির চড়চড়ি দিয়ে তেঁতুল গোলা জল দিয়ে এবং কাঁচা লংকা দিয়ে তিনি খুব আরামে খাচ্ছিলেন। এই আধুনিক কালে এবং প্রাচীন কালেও মাছ আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কেন না অর্জুন যখন চক্ষু ভেদ করতে গেল তখন দ্রৌপদীর ভাই তাকে বল্লেন কন্যাবর মৎস্য তার মানিক নয়ন, সেই মৎস্য চক্ষু বিন্ধিবে যিনি সেই হইবে অধীশ্বর মোর ভগিনীর।

অর্থাৎ দ্রৌপদীর ভাই দেখতে চাচ্ছেন যে অর্জুনের শৌর্য্য বীর্য্য পরীক্ষা করবার অছিলায় দেখতে চাচ্ছেন, যে হাতে আমার বোনকে দিচ্ছি সে আমার বোনকে মাছে ভাতে আরামে রাখতে পারবে কিনা। তা সেই মাছ আজকে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে সারা দেশে মাছের দুর্ভিক্ষ চলেছে। সারা ভারতবর্ষে মৎস্য ন্যায়ের সাথে সাথে মৎস্যের অভাব দেখা দিয়েছে। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে আমাদের বলা হয়েছিল যে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা হবে এই দিয়ে মাছের অভাব দূর করা হবে। কিন্তু আমরা কি দেখলাম এই দুই দিন আগে আমাদের মৎস্য মন্ত্রি তিনি প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন যে এই মাছ ধরার যে উদ্দেশ্য ছিল, যে পরিকল্পনা ছিল, সেটা ঠিক সাধারণের মাছ খাওয়ার জন্য নয়। কলকাতার মাছের অভাব দূর করবার জন্য নয়। এটার দুটো উদ্দেশ্য ছিল এক হচ্ছে গভীর সমুদ্রে উৎকৃষ্ট মাছ কোথায় অবস্থান করে তার নির্দেশ করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই দেশের লোকদের মাছ ধরবার জন্য ট্রেনিং দেওয়া। আমরা কাল সে দিনে বিস্মিত হয়ে গেলাম কারণ সরকারী প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে মন্ত্রিদের সুমধুর এবং মূল্যবান বাণীর মাধ্যমে আমরা এতদিন জানতাম যে গভীর সমুদ্রে যে মাছ ধরা হচ্ছে সেটা কলকাতার মাছের অভাব দূর করবার জন্য এবং মাছের দাম কমিয়ে দেবার জন্য। যেদিন আমাদের ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মানষী কন্যা কল্যাণী বরুণা এবং সাগরিকা নবযৌবনা সুন্দরীর মতন সেই বঙ্গোপসাগরে ফেনিল উচ্ছ্বল তরঙ্গের মধ্যে সাঁতার দেওয়া আরম্ভ করল সেদিন আমরা আশা করেছিলাম যে বঙ্গোপসাগরের নীল জলের তল থেকে রজত শুভ্র যে মাছ ধরা হবে তা আমাদের অভাব দূর করবে। কিন্তু আজকে দেখছি সেই মন্থরার মুখে অন্য কথা শুনছি, আমাদের মন্থরা হচ্ছেন এখানে মৎস্য মন্ত্রি তিনি বলেছেন মাছের অভাব দূর করবার জন্য নয়, কমার্সিয়াল আউট লুক দিয়ে নয়—মাছ ধরবার ব্যবস্থা নেই। এবং আমরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কেন এই ডিপার্টমেণ্টটা, এই পরিকল্পনাটা তুলে দিচ্ছেন, তখন তিনি আমাদের বললেন যে আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। সে সার্থকতাটা কি-যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং মাছ কোথায় আছে বঙ্গোপসাগরে সেটা আমাদের দেখা হয়ে গেছে, নির্ণয় করা হয়ে গেছে, তাহলে আজকে আমি আপনার মাধ্যমে সরকার পক্ষকে দুটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা দরিয়ায় ফেলে আমরা কি সার্থকতা লাভ করলাম

যে মাছ কোথায় আছে এবং ট্রেনিং দেওয়া হল—ভাল কথা কিন্তু এখন সেখানে মাছ ধরবে কে? এখন ডিপার্টমেন্টটা উঠে গেল তাহলে সরকারের টাকা, গৌরী সেনের টাকা খরচ করে—আমাদের ট্যাক্সের টাকা নিয়ে গভীর সমুদ্রে কোথায় মাছ আছে সেটা নির্ণয় করে—কে মাছ ধরবে—আমরা শুনতে পাচ্ছি যে কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রিদের কিছু পেটোয়া লোকের হাতে সেই পরিকল্পনাটা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তারা আমাদের সেই ট্রলার দুটো কিনে নিয়ে সেখানে তারা মাছ ধরবেন। চমৎকার ব্যবস্থা—এই ব্যবস্থা এই সরকার ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। একটু অস্থির চিত্ত সরকার, মেরুদণ্ডহীন সরকার, ঘুনে ধরা সরকারের কাছে এর থেকে বেশী কিছু আমরা আশা করতে পারি না। মিষ্টার স্পীকার স্যার, আমাদের বক্তব্য কি, সেদিন মন্ত্রি-মহাশয় বলেছেন বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে কমার্সিয়াল রেঞ্জ এবং কলকাতার মাছের অভাব দূর করবার জন্য এটা আমরা করিনি। তাহলে আজকে আমাদের দেখতে হবে যে অসত্য ভাষণ বাংলা দেশের মানুষকে কে শুনিয়েছে। ১৯৫০ সনে যখন এই পরিকল্পনা চালু হল ডাঃ রায়, সেদিনকার খাদ্যমন্ত্রি প্রফুল্ল সেন, সেদিনকার মৎস্যমন্ত্রি স্বর্গীয় হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় যে কথাটা বলেছিলেন আর আজকে এই প্রফুল্ল সেনের মন্ত্রিসভায় এখন অপদার্থ মৎস্যমন্ত্রি তিনি আমাদের অসত্য কথা শুনাচ্ছেন সেটা নির্ণয় আজকে করতে হবে। এবং আমি আশা করব সরকার পক্ষ সৎসাহসের সঙ্গে সেটার জবাব আমাদের কাছে রাখবেন। যখন ১৯৫০-৫১ সনে কলকাতা মাছের বাজার ছিল ২৷৷০ টাকা থেকে তিন টাকা সেদিন এই পরিকল্পনা সুরু হয়েছিল। তৎকালীন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রি ডঃ বিধান চন্দ্র রায় তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে আজকে বাংলাদেশের লোকের জন্য মৎস্যের অভাব দূর করার প্রয়োজন আছে।

সেদিন ১৯৫১ সালে আমরা দেখি কানাই লাল দে মহাশয়, তৎকালীন এই হাউসের সদস্য, বলেছেন যে খুচরা মাছ ২৷৷০ টাকা ৩ টাকার কমে পাওয়া যায় না মফঃস্বল শহরে। পল্লীগ্রামে ২।, ২৷৷০ টাকার কমে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে আমরা জানতে পারি যেদিন এই পরিকল্পনার জন্ম হয়েছিল সেদিন মাছের বাজার এই ছিল। আজকে যখন পরিকল্পনা উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন কলকাতায় মাছের বাজার ৪৷৷০, ৫, ৫৷৷০ টাকা, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। সেদিন তৎকালীন মৎস্যমন্ত্রি বলেছিলেন যে বঙ্গ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ হইতে মৎস্য আমদানী বিশেষভাবে কমিয়া যায়, ইহার ফলে পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে কলিকাতায় মাছের বাজারে অত্যন্ত গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করে। গত ১২ মাসে সারা পশ্চিম বাংলায় ৩০ হাজার টনের স্থলে আনুমানিক মাত্র ৫৷৷ হাজার টন মাছ পশ্চিম বাংলায় আসিয়াছে। মাছ সরবরাহ বৃদ্ধির মাত্র ৩টি পথ আমাদের সামনে খোলা আছে। প্রথম, রাজ্য জলাশয়গুলিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি। দ্বিতীয়, সমুদ্র ও মোহনা হইতে অধিক পরিমাণ মাছ সংগ্রহ এবং তৃতীয়, বাহির হইতে মাছ আমদানী। তিনি আরো বলছেন বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইহা অপেক্ষাও বেশী ভরসাস্থল বঙ্গোপসাগর। মাননীয় সদস্যগণ জানেন প্রায় ২ বৎসরকাল যাবৎ ভারত সরকারকে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার কাজে মতি করিবার ব্যর্থ চেষ্টার পর আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রিমহাশয় তাঁর ইউরোপ সফরকালে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তত্রস্থ বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই পরিকল্পনা স্থির করেন। তৎকালীন মৎস্যমন্ত্রি এই বক্তৃতা দিয়েছেন। তখনকার মুখ্যমন্ত্রি অনারেবল ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বলছেন,

Sir, I want to say a few words. In 1947, when I was in America, I was surprised to find in what manner they were utilising the deep-sea fishes for various purposes. Apart from the food value of the fish that were caught I saw them utilising the bones and the scales for various purposes. First of all, the bonemeal was being prepared for the purpose of feeding cows and I was informed that this increased the quantity and quality of milk suplied by the cow. Scales were being used for various purposes, so also the head and the bones were being used.

Sir, In 1949 when the problem of the East Bengal refugees came to the fore and the need for feeding them, I was impressed by the fact that East Bengal refugees mostly belong to an area where fish eating is almost universal and the position being very clear that it was not possible to give them any

quantity of cereals sufficient to maintain their nourishment, an alternative food was essential for them.

তারপর তিনি বলেছেন

It has been suggested—a very mild suggestion—that the trawlers that had been purchased were old trawlers. Before the purchase was actually made, I got the Government of India to spare the services of Dr Baini Prasad who happens to be the fishery expert to the Government of India for many, many years. As a matter of fact, he was then attached to the West coast of India near Bombay for the purpose of doing the same job there. After some amount of difficulty we got his services and he and our Secretary went round different places, because first of all I was not quite sure what type of trawler could be used in this country, and, secondly, whether the venture would be at all successful for our people.

তিনি কি বলছেন —এইযে ভেন্‌চারটি ছিল সেটা পিপলের জন্য কতটুকু সাথক হয়ে উঠবে সেটা তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। অথচ সেদিন এখানে মৎস্যমন্ত্রী বললেন ভেনচার পিপলের মৎস্যের অভাব দূর করবার জন্য নয়। সেদিন ডাঃ রায় বলছেন

First of all we are to decide whether the type of fish that were caught were suitable to our taste.

তিনি বল্‌ছেন

my other idea was to try and train our people, so that after six or nine months when these men go away, it will be possible for our people to take it up.

ডাঃ বিধান রায় সেদিন বলেছেন যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দেশের নাবিক যারা মাছ ধরার জাহাজে আছে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে যাতে তারা মাছ ধরতে পারে। এটা প্রমাণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন ডঃ ফজলুর রহমান। কিন্তু এটা হচ্ছে ডাঃ রায়ের দ্বিতীয় ধারণা। তাহলে প্রথম ধারণা কলকাতায় মাছের অভাব দূর করা, মাছের দাম কমান এবং এই যে দেশ বিভাগ হয়ে যাবার পরে পাকিস্তান থেকে মাছ আসছে না সেই যে অভাব সেটা পূরণ করা। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি যে যখন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এঁদের কাছে বললেন যে তোমরা তোমাদের পরিকল্পনাটি এবং জাহাজ তিনটি আমাদের হাতে দিয়ে দাও তখন এঁরা একটা অপদার্থ এবং ক্লিব সরকারের মত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুড়সুড় করে সমস্ত পরিকল্পনা এবং জাহাজগুলি তুলে দিলেন।

[2-50—3 p.m.]

আমরা দেখেছি যে ১৯৫৬ সাল থেকে গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বারবার ডঃ রায়কে বলেছে যে এই ৩টা জাপানী ট্রলার ফেরৎ দিয়ে দাও, ডঃ রায় বারবার রিফিউজ করেছেন, তিনি বারবার বলেছেন যে আমরা এই পরিকল্পনাকে আজকে তুলে দেব না এবং জাহাজগুলিকে ফেরৎ দেব না, অথচ আজকে ও'রা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা বলিষ্ঠ মনোভাব দেখাতে পারলেন না বলে পরিকল্পনা নষ্ট হতে চলেছে। আমাদের মৎস্যমন্ত্রী বলেছেন যে যখন কমার্সিয়াল ভিত্তিক আমরা এটা শুরু করলাম তখন লস হল একথা সত্য নয়, আমরা জানি যে, লস হয়েছে প্রধানতঃ দুটো কারণে, একটা হচ্ছে এই জাহাজগুলি অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং সেগুলিকে বারবার মেরামত করার জন্য এত টাকা খরচ হোত যে সেটা আমাদের লোকসানের পর্য্যায়ে গেল। লোকসানের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে আমাদের কোলড স্টোরেজ ছিল না, যে কয়েক শত মণ মাছ আসতো সেগুলিকে জাহাজের মধ্যে রাখা হত যেহেতু কোল্ড স্টোরেজ ছিল না এবং ৪-৫ দিন সেগুলি জাহাজে থাকত এবং ৪-৫ দিন থাকার ফলে মাছগুলি পরে নষ্ট হয়ে যেত। আবার এই জাহাজগুলি ৫-৬ দিন জেটিতে থাকত, তার ফলে ৫।৬ দিন মাছ ধরার কাজ ব্যাহত হতো। ফিসিং ব্যাপারে যে বোর্ড গঠিত হয়েছে ১৯৬০, সালে সেই বোর্ড বারবার সরকারকে বলেছে তোমরা কোল্ড স্টোরেজ করে দাও সেখানে আমরা মাছগুলি মজুত রাখতে

পারি কিন্তু এখনও সেই কোল্ড স্টোরেজ করা হয় নি এবং বোর্ড সেই সময়ই একটা সাজেসান দিয়েছিল যে তোমরা ৩টা জাপানী ট্রলারের বদলে একটা ভাল ট্রলার রেখে আগের দুটো ট্রলার দিয়ে মাছ ধর। তাহলে কি দেখা যেত কোল্ড ষ্টোরেজ করতে গেলে ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা দরকার হবে এবং এই জাহাজগুলির সম্পূর্ণ সংস্কার করতে গেলে ৫ লক্ষ টাকা খরচ হত, তাহলে ৬ লক্ষ টাকার মত খরচ হত কিন্তু ৩ বছরে আমাদের ৬ লক্ষ টাকা উঠে আসতো। আমরা জানি যে ২ লক্ষ টাকার বছরে মাছ বিক্রী হত—তাহলে ৩ বছরের মধ্যে আমাদের সংস্কারের খরচ এবং কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করবার খরচ উঠে আসতো, তারপরে এটা আমাদের লাভের ব্যবসায় এসে পরিণত হোত। আজকে শেষ কথা আমি বলতে চাই এই যে জাহাজগুলি এবং এই পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছেন, কেন পশ্চিমবংগ সরকার তাদের বল্লেন না যে বঙ্গোপসাগর যেখানে আমরা মাছ পেতে পারি, যেখান থেকে মাছ উঠলো সেখানে মাছ ধর, কেন আজকে এই পরিকল্পনাকে নিয়ে যাওয়া হল, কেন এই জাহাজগুলিকে বোম্বের সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে মাছ ধরা হবে বলে? সুতরাং এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মাছের অবস্থা নির্ণয় করা হোল সেটা আজকে ব্যর্থ হতে বসেছে। তারপর সেখানে যারা কাজ করে তাদের অবস্থা কি হবে? সেদিন মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে যারা টেকনিক্যাল হ্যান্ড তাদের চাকরী দেয়া হবে, নন্‌-টেকনিক্যাল হ্যান্ড-এর কথা চিন্তা করছেন। এখানে চিন্তা করবার কোন কথা আসে না, কারণ যারা চাকরী করছে তারা যদি আজকে বেকার হয়ে যায় তাহলে নূতন করে বাংলাদেশে আর একটা অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়বে। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দিয়ে দেয়া হয় তাহলে পশ্চিমবংলায় এই পরিকল্পনাকে রাখা হোক্‌ এবং বে অফ বেঙ্গল থেকে মাছ ধরা হোক্‌ এবং যে ষ্টাফ রয়েছে তাদের রেখে কাজ চালু করা হোক্‌ এবং যে ত্রুটিগুলি আছে সেগুলি দূর করবার চেষ্টা করা হোক্‌। তা না করে আজকে সমস্ত পরিকল্পনাকে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। কাজেই আমরা এই সরকারের প্রতি আমাদের যে অনাস্থা, সরকারের প্রতি আমাদের যে অসহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠেছে সেটা দিনের পর দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই মাত্র আমাদের বন্ধু কমল গুহ মহাশয় যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন এই হাউস-এর সামনে, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। সমর্থন করতে উঠে দু একটা কথা বলছি। এই যে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবার যে পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছিলেন ১৯৫০ সালে, যতদূর আমার মনে আছে ১৯৫৮ সালে এই হাউস-এ অথবা কোন কাগজে পড়েছিলাম, যে বলা হয়েছিল কলকাতা সহরবাসীকে ১ টাকা সেরে মাছ দেওয়া হবে। এবং বলা হয়েছিল কলকাতা সহরে যেভাবে হরিণঘাটার দুধ সাপ্লাই করা হয় ঠিক সেইভাবে সাপ্লাই করা হবে। কিন্তু আজ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সেত সাপ্লাই করা যাচ্ছেই না উপরন্তু যা হিসাব তাতে দেখছি যে, এই '৫০ থেকে '৬৩ সালের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে ৯১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে এর এণ্টাব্লিশমেন্ট-এর জন্য। আর এই ৯১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকার ভিতর ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এই জাহাজগুলি রিপেয়ার করবার জন্য। স্যার, একটা কথা আমার মনে পড়ছে, বাংলা কথায় বলে যে, ছেলের চেয়ে ছেলের বিষ্ঠা ভারি, এখানেও হয়েছে ঠিক তাই। মেনটেন করতে সমস্ত খরচ এণ্টাব্লিশমেণ্ট-এর জন্য যেখানে ১৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা লাগলো সেখানে ৬০ লক্ষ টাকা লাগলো এই জাহাজগুলি রিপেয়ার করবার জন্য। এদের প্রত্যেকটি পরিকল্পনা যা যা কিছু এ'রা করেন সবেতেই লস যায়। এ স্টেট বাস-এর ব্যাপারেও দেখেছি, ঐ গ্যাস কোম্পানী এবং অনেক জায়গায় দেখছি। কেন যায় তা এই জায়গায় যদি আস তাহলেই বুঝতে পারবো যে কেন আজকে এটাকে ধামা চাপা দিয়ে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই যে জাহাজগুলি রিপেয়ার করা হোল, আমি যতদূর খবর জানি, যে এমন সমস্ত কোম্পানীকে দিয়ে রিপেয়ার করান হয়েছে যাদের মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট রেকগনাইজ করে না এমন ধরনের সমস্ত কোম্পানী তাদেরকে দিয়ে এইগুলি করান হয়েছে। যথা ইন্ডিয়ান মেরিন সার্ভিস, পি. সি. চ্যাটার্জী এ্যান্ড কোং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্টস কমিটি প্রভৃতি যাদের কোন জাহাজ সারাই করবার ওয়ার্কশপ নেই, বোধহয় নৌকা সারাই করে, তাদেরকে এইসব দিয়ে, এবং আমরা যতদূর জানি এই সব লোক সামান্য লোক ছিল আজকে তাদের কলকাতা শহরে গাড়ী বাড়ীর অভাব নেই। সুতরাং পরিকল্পনার সমস্যাটি যদি এই হয় মাছ গভীর জলে

না ধরে মাছ সৃষ্টি করা হয় ডাঙগায় তাহলে আমার কিছু বলার নেই। এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শুধু তাই হল। তারপর কি দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি এখানে এ্যাসেম্বলী-তে বলা হয়েছে অন্যান্য জায়গায় বারবার বলা হয়েছে যে এতে নাকি বিপুল লস যাচ্ছে, কিন্তু ঘটনাটা কি? লস যাচ্ছিল কোন্ দিন পর্যন্ত? এখন কি হোল এব উন্নতি হয় নি? আমি অন্ততঃ যতটুকু খবর জানি তাহলে এর অবস্থা ফিরে ভালর দিকে যাচ্ছে। এবং আমি যতটুকু খবর জানি ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই সময় প্রতাপচন্দ্র সিং নামে এক ব্যক্তিকে সমস্ত মাছ কেনার দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বিক্রি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এটা কোন সময় আমাদের দেশে এই প্রথায় মাছ বিক্রি করা হয় না। আমাদের দেশের মাছ বার-গেন করা হয় দামের এবং দাম ওঠে নামে, অকশান করা হয়, সেই ব্যবস্থা না করে একজন ব্যক্তি বিশেষকে দিয়ে দেওয়া হল তিনি যে কোন দামে এই মাছগুলি বিক্রি করলেন ফলে সেখানে লস গিয়েছে। তারপর এনারাই বোর্ড করলেন এবং ফিশিং ডিপার্টমেণ্ট থেকে আলাদা করলেন একে, দেখা গেল যে তাতে নিশ্চয়ই কিছু উন্নতি হয়েছে। দেখা যায় যে ১৯৬১-৬২ সালে প্রায় ২½ লক্ষ টাকা রেভিনিউ দিয়েছে এই ডিপার্টমেণ্ট যা অন্যান্য জায়গায় ও বরঞ্চ বম্বেতে এবং ভিজাগাপট্টমে যেভাবে মাছ ধরা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী রেভিনিউ এঁরা দিয়েছেন এবং আস্তে আস্তে উন্নতি হচ্ছিল। আজকে কেন তাহলে এই ডিপার্টমেণ্টকে তুলে দেওয়া হল? যখন কলকাতায় মাছের দাম এত। এই যে এখানে পুকুর চুরি চলেছে, সাগর চুরি চলেছে এটা যাতে আর ভবিষ্যতে না ধরা পড়ে তারই জন্য নানা অছিলায় আজকে এটাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো কথা এর মধ্যে কি, একথা কি ঠিক নয় যে ভারত সরকারের কাছ থেকে যে তিনটি ট্রলার নেওয়া হয়েছিল তখন এই চুক্তি হয়েছিল টি সি এম এবং ভারত সরকারের যে এই ট্রলারগুলি কোন দিন এই স্টেট থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে না? এটা কি সত্যি কথা নয়? কেন আজকে ভারত সরকারকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে? এর আগে দুটি জাহাজ কল্যাণী ১ এবং কল্যাণী ২, যে দুটি নামে চলে তাকে কেনা হল ৬ লক্ষ টাকা দিয়ে তাকে বিক্রি করা হল ২৫ হাজার টাকা দিয়ে মাত্র, কেন করা হল? এবং আমি জানি তাতে ৪০ হাজার টাকার শুধু তামাই আছে। এই-ভাবে যদি কাউকে কাউকে প্রোভাইড করার জন্য সমস্ত স্কীমটা হয় তাহলে এই স্কীম দিয়ে কখনই কোন দেশের উন্নতি হয় না।

[3-00—3-10 p m]

আজকে রাতারাতি মন্ত্রি হওয়ার ফলে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাচার করছেন; কিন্তু বাংলাদেশের লোক বুদ্ধু নয়—তারা একদিন না একদিন এর কৈফিয়ৎ চাইবে। আমি মনে করি আজকে যে বোর্ড করা হয়েছে—ডাঃ ভাদুড়ী, ডাঃ সাহা আছেন এবং এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার আছেন—শুনেছি তিনি ভাল কাজ করেন। তাকে যাতে রাখা যায় তার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। স্বর্ণশিল্পীদের মত ফিসারী ডিপার্টমেণ্টে-এর লোকেরা আবার আত্মহত্যা শুরু করবে। মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে তারা নাকি চাকুরী পেয়েছে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি একটি লোকও অলটারনেটিভ চাকুরী পায়নি। অথচ তিনি বার বার বলেছেন তারা চাকুরী পেয়েছে। মিথ্যা বলার একটা সীমা আছে। এসেম্বলী এসে দেখলাম মিথ্যা কথা যত বেশী বলতে পারি ততবেশী নাম বেরুবে খবরের কাগজে। রেডিও মারফৎ একদিন বলা হয়েছে তারা অলটারনেটিভ এমপ্লয়মেণ্ট পেয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি এই অফিস-কে অন্য জায়গায় পাঠানর কি প্রয়োজন হল? জাপানী এক্সপার্ট, আমেরিকান এক্সপার্ট তারা কি বলেন নি যে সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের—এটা খুব উপযুক্ত জায়গা? টমাস কিছুদিন আগে বলেন নি জাহাজগুলি ফিরিয়ে দাও, আমরা নোতুন জাহাজ দিচ্ছি—তোমরা মাছ ধর? তাহলে কোন কথা সত্য—টমাসের কথা না মৎস্যমন্ত্রির কথা? যারা এক্সপার্ট তারা তাদের কথা বলেছেন—ধোঁকাবাজী চলবেনা। তাই যে প্রস্তাব কমলবাবু এনেছেন তা আমি সমর্থন করি। যে বোর্ড করা হয়েছে তাদের উপর যে সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং বিশেষ বিশেষ লোককে পোষণ করবেন এটা যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে কলকাতা সহরে মাছের সমস্যার সমাধান হতে পারে। বাংলাদেশে আজ অনেক নদী, নালা, বিল মজে যাচ্ছে। ডাঃ নারায়ণ রায় বলেছেন আপনারা ডাঃ রায়ের সমস্ত ছবিটা মসীলিপ্ত করেছেন। ডাঃ রায়ের নাম সামনে রেখে যা খুসী তাই আপনারা করবেন এ জিনিষ চলবে না। ডাঃ রায় সব কাজ যে ভাল করতেন তা না, কিন্তু

এ কাজ তিনি ভাল করেছেন। যাই হোক মানুষকে এভাবে ধোঁকা দিয়ে বেশীদিন চালাতে পারবেন না। বোম্বে যে হরতাল হয়েছিল আগের দিন পর্য্যন্ত কেউ তা বুঝতে পারেনি যে এতবড় হরতাল হবে। বাংলাদেশের মানুষও আজ বিক্ষুব্ধ। তাই বলছি যাতে নিরীহ কর্ম-চারীরা ছাঁটাই না হয়। চৌর্য্যবৃত্তি বন্ধ করে যাতে বাংলাদেশের উপকার হয় তারজন্য আজকে এখানে এটাকে রাখুন। এই অনুরোধ জানিয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আমি বক্তব্য রেখে শেষ করলাম।

—

শ্রীনিখিল দাস: মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, কমলবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়িয়ে যেকথা প্রথম মনে হচ্ছে আমরা তুঘলকী রাজত্বে বাস করছি। একবার রাজধানী দেখছি বাংলাদেশে আবার পরদিন দিল্লীতে। বাংলাদেশের ট্যাক্সের টাকার জিনিষ চলে যাবে দিল্লীতে আর ওই মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বে এই কর্মচারীরা আত্মহত্যা করবে যেরকম করেছে স্বর্ণশিল্পীরা। তুঘলকী রাজত্বে ওই ডেপুটি-সেক্রেটারী-ফিশারিং-এর কর্মচারীরা ওই জলে গিয়ে পড়বে।

বাংলাদেশে মাছ যারা ভালবাসে তাদের কপাল আজ কোথায় এসেছে তা আপনি জানেন। আপনার বাড়ীতে আপনি কদিন মাছ খান আমি জানিনা, কিন্তু আমাদের মত যারা সাধারণ মানুষ তাদের কাছে মাছ খাওয়া আজ বিলাসিতা। মন্ত্রিমহাশয়ের কথা আমি জানিনা এবং এও জানিনা এই মৎস্য বিক্রেতাদের সংগে তাঁর কি সম্পর্ক আছে। স্যার, ১৯৫০-৫২ সাল থেকে এই ডিপ সি ফিসিং স্কীম গৃহীত হয়েছে এবং আমাদের প্রাক্তন মুখ্য-মন্ত্রি ডাঃ রায় ড্যানিস ট্রলার এনেছিলেন এবং এই স্কীমটি এক্সপেরিমেন্টাল স্কীম হিসেবে চালু করেছিলেন। তখন যেকথা ছিল তাতে জানি 'বে অফ বেঙ্গল'এ মাছ আছে কিনা সেই মাছ কমার-সিয়াল বেসিস এ ধরা যায় কিনা এবং সেই মাছ দিয়ে পশ্চিমবাংলা এবং কোলকাতাশহরের মাছের অভাব পূরণ করা যায় কিনা এটাই ছিল এক্সপেরিমেন্টাল বেসিস। আমাদের মৎসামন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল বেসিস সাকসেসফুল হয়েছে। এখন ওঁর কথা থেকে আমরা কি এটা ধরে নিতে পারি যে বে অফ বেঙ্গলে মাছ পাওয়া যায় এবং সেই মাছ দিয়ে কোলকাতার ক্ষুধা মিটতে পারে? তা যদি সত্য হয় তাহলে কোলকাতা থেকে অপারেসন বেস-টা সরিয়ে নেবার কি যুক্তি আছে যার ফলে মাঝখান থেকে আমাদের ৬৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হোল? কালকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু উত্তর পাইনি। স্যার, জাপান থেকে আমরা যে ৩টি ট্রলার পেয়েছি সেই ট্রলার চলেনি, মাছ ধরতে পারে নি অর্থাৎ জাপান আমাদের ভাংগা ট্রলার দিয়েছে। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে আমরা যখন প্রশ্ন করে-ছিলাম তখন তার উত্তরে বলা হোল আমাদের কোন চয়েস্ ছিল না। তাহলে আমরা দেখতে পারছি টি, সি, এম-এর ভাংগা মাল আমাদের নিতে হয়েছে, পচা মাল জাপান আমাদের দিয়েছে এবং নূতন ট্রলার কিনে তাকে রিপেয়ার করে তারপর সমুদ্রে পাঠাতে হয়েছে। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে ৭ লক্ষ টাকা কেন খরচ হবে না? ভাংগা জিনিস কিনে তাকে চালাতে হয়েছে এবং সেই টাকা ক্ষতির মধ্যে ধরা হয়েছে। স্যার, ১৯৬১-৬২ সালের আমি একটা হিসেব দিচ্ছি—অর্থাৎ যখন কমার্সিয়াল বেসিসে বোর্ড তৈরী হোল এবং একে যখন আনা হোল সে সম্বন্ধে আমি একটা হিসেব দিচ্ছি। ১৯৬১-৬২ সালে ডিপ সি ফিসিং-এ আমাদের ৩টি জাপানী ট্রলার কাজ করেছে এবং তারা সারা বছর মাছ ধরেছে ১৩ হাজার ১৮৯ মণ। স্যার, এ্যাভারেজ-এ ৩টি ট্রলার কাজ করেছে ৫-৬ মাস—অর্থাৎ এ্যাভারেজ-এ প্রত্যেকটি ট্রলার সমুদ্রে গিয়েছে বছরে তিন ভাগের এক ভাগ সময়। কোনটা ১০০ দিন গিয়েছে, কোনটা ১২০ দিন গিয়েছে, কোনটা ১৭২ দিন গিয়েছে এবং ১৩ হাজার মণ মাছ ধরেছে এবং তাতে আমাদের আড়াই লক্ষ টাকা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হোল যে একে যখন কমার্সিয়াল বেসিস-এ আনার চেষ্টা করা হোল তখন এটা একটা প্রফিট-মারিং কনসার্নে দাঁড়াতে পারত। যদি না দাঁড়াত তাহলে যেটুকু সাবসিডি পশ্চিমবংগ সরকারকে দিতে হোত এবং তার পরিবর্তে আমরা কোলকাতা শহরে যে মাছ পেতাম তাতে মাছের দাম কমে আসতো। স্যার, এ যুক্তি আমার মাথায় ঢোকে না। এবারে আমি একটা কম্পারেটিভ স্টেটমেন্ট দেব। গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়ার "অশোক" ১৫৩ দিন সমুদ্রে বেরিয়েছিল এবং ১ লক্ষ ৮৫ হাজার কে, জি, মাছ ধরেছে এবং "কল্যাণী" নাম্বার থ্রি ১২১ দিন বেরিয়ে ১ লক্ষ ৯১ হাজার কে, জি, মাছ ধরেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে "কল্যাণী" নাম্বার থ্রি ১২১ দিন বেরিয়ে যে মাছ ধরেছে "অশোক"

তার থেকে কম মাছ ধরেছে। এর থেকে মোটামুটি আমরা যা দেখেছি তা হোল এই যে, যখন একে কমার্শিয়াল বেসিসে আনা হোল তখন দেখা গেল মাছ ধরার পরিমান বেড়েছে।

[3-10—3-20 p.m.]

আর একটি কথা বলেছেন—কমার্শিয়াল বেসিসে লোকসান হয়েছে কিন্তু লোকসানটা আগের লোকসান সে খবর উনি রাখেন নি। খবরটা যদি রাখতেন তাহলে জানতেন যে এক্সপেরিমেন্টাল ষ্টেজে কি ক্ষতি হয়েছে—এবং সে ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ৬৪ লক্ষ টাকা। এই যে দু বছর ধরে যে রেকর্ড হয়েছে সেই পিরিয়ডের ক্ষতি ৬৪ লক্ষ টাকা নয়। সে খবর উনি জানেন না—খবরটা জানা দরকার। কেননা যখন এসেম্বলীতে ভাষণ দেন তখন আমাদের সত্য কথা পরিবেশন করা উচিত। আমি এই কথা মন্ত্রী মন্ডলীর কাছে আপনার মাধ্যমে রাখতে চাই যে কেন তাঁরা এটা দিয়ে দিচ্ছেন, কেন ডিপ সী ফিশিং স্কীম ত্যাগ করছেন। তাঁরা তো জানেন যে আজকে পাকিস্তান থেকে ৩ কোটি টাকার মাছ আসে এই বাংলা দেশে এবং তার জন্য ফরেন এক্সচেঞ্জ আমাদের চলে যায় তাও আপনারা জানেন আর এই ধরণের গুজব বাজারে আছে যে যিনি ঐ মাছ আনার এজেন্ট তিনি যদিও পাকিস্তানী তবুও তার সাথে নাকি কোন রকম একটা মধুর সম্পর্ক আছে আমাদের মৎস্য মন্ত্রী মহাশয়ের। এবং এজন্যই পাকিস্তান থেকে তিন কোটি টাকার মাছ আনার পথটি উনি সুদৃঢ় করতে চান। যতই ডি. আই. রুলসের কথা বলা হোক যতই লাইসেন্সের কথা বলা হোক এই যে মাছের আড়তদার যারা তারা যে বিরাট মুনাফা করছে সেই মুনাফার পাহাড়টা আরও বেড়ে যায় তার জন্য ডীপ সী ফিসং-এর যে স্কীম সেই স্কীম বাংলাদেশ থেকে পরিহার্য হয়ে গেল- তা ছেড়ে দেওয়া হোল। অর্থাৎ মাছের দাম বাড়ুক তাতে মন্ত্রীদের কিছু যায় আসে না। বাংলা দেশের মানুষ মাছ খেতে পাক বা না পাক, আমাদের যে কয়েক লক্ষ টাকা বরবাদ করে জলে দিয়ে দিলেন তার পর বললেন যে এই স্কীম আর করবেন না এবং এই স্কীমটিকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে দিচ্ছি। আপনার মাধ্যমে আমি দু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের ডাক্তার রায় যখন ছিলেন তখন তাঁর কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এটা নিয়ে নিতে চেয়েছিলেন তখন তিনি পাঁচটি সর্ত দিয়েছিলেন- সেটা হচ্ছে

(1) that the base of operation should be in Calcutta, (2) that all the existing staff should be absorbed, (3) that the catches should be sold in Calcutta market, (4) that sixty percent of the posts should be filled by Bengalees (5) that the KakdwipProject for constructing a harbour and shore base station should be implemented

এই পাঁচটি সর্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়াছিলেন—কিন্তু আপনারা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দিয়ে দিচ্ছেন এই ডীপ সি ফিসং স্কীম—তাতে কোন সর্ত নেই। এই ৬৪ লক্ষ টাকা যেটা ক্ষয়-ক্ষতি হোল গরীব মানুষের ট্যাক্স দেওয়া টাকার যে ক্ষতি হোল সেই ক্ষতির টাকায় মন্ত্রীরা হয়তো বিলাসিতা করতে পারেন—উপরের তলার কর্মচারীরা হয়তো বিলাসিতা করতে পেরেছেন—তাঁরা হয়তো তিন তিন বার ডেনমার্কে ঘুরে আসেতে পেরেছেন, তাঁরা হয়ত তিনবার জাপান ঘুরে আসতে পেরেছেন, আমেরিকা ঘুরে আসতে পেরেছেন আমাদের টাকা দিয়ে—কিন্তু তার পর যে এক্সপেরিমেন্ট করা হোল, পরীক্ষা করা হোল তার ফসলের বেলায় দেখা গেল যে এটা মহম্মদ বিন তোঘলকের মত হয়েছে। ডিপ সি ফিশিং এবানডান্ হয়ে গেল, ট্রলারগুলি দিয়ে দিলেন। এই যে অবস্থা এর বিরুদ্ধে আমরা বার বার বলেও কোন লাভ হয় নি। আমরা যখন এখানে আসি নি তখন জানতাম যে বিধানসভায় কিছু বললে তার প্রতিকার হয়—কিন্তু দেখছি প্রতিকার হয় না—মন্ত্রি বাবুরা আমাদের কথা শোনেনই না—আর শুনলেও একান দিয়ে শোনেন আর ওকান দিয়ে বেরিয়ে যায়। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের যে মূল কথা—বিরোধী পক্ষের যে ভূমিকা—সেই ভূমিকাকে ওঁরা চিরকাল অবজ্ঞা করে এসেছেন। যে কথা বলা হয় সেটা ওঁদের কানে যায় না। প্রশ্নত্তরের মাধ্যমে এবারে এসেম্বলীতে বলেছিলাম যে মন্ত্রি পরিষদের পশ্চিমবাংলায় অত্যন্ত কলেবর বড়—এই হমারে...র সময় প্রশ্নত্তরের মাধ্যমে আমি সাজেসন রেখেছিলাম মন্ত্রি পরিষদের কলেবর কমানো হোক—তাতে মুখ্যমন্ত্রি দাঁড়িয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—না—সব এতো কাজ যে তা কমানো যাবে না—আরও বাড়ান দরকার। কিন্তু আজকে শুনলাম যে মন্ত্রিসভার কমানো যাবে খবরের কাগজে

এই ধরণের স্পেকুলেসন চলছে। কে যাবে না যাবে—সব মুখ শুকনো করে সব বসে আছে কার চাকুরী যাবে কেউ বলতে পারে না। তাই আমরা যে কথাগুলি বলি এই দেশ গড়ে তোলার জন্য—এই দেশকে ঠিকপথে পরিচালিত করবার জন্য সে-কথা ও'রা কখনও শুনেন নি। আজ ডিপ সি ফিশিং স্কীম সম্পর্কে যে কথাটা জোর দিয়ে বলতে চাই যে এই স্কীম কলকাতা তথা বাংলা দেশের বুকে রাখা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে সে সম্পর্কে কথা বলা দরকার এবং এই ডিপ সি ফিশিং স্কীমের মধ্যে যে দুর্নীতি আছে তা দূর করা হোক—আমি জানি মাছের যখন এজেন্সি দেওয়া হয় তার মাধ্যমে দুর্নীতি আছে এবং সেখানে উপযুক্ত পরিমাণ কোল্ড স্টোরেজ নেই এবং আমাদের ডিফেক্টসগুলি শোধরানো হোক এবং ডিপ সি ফিসিং-এর মাধ্যমে সমস্ত ফিশিং স্কীমকে বড় করা হোক।

এই দিকে তাদের দৃষ্টি নেই। আমাদের ঘাড়ে বোঝা ছিল পারছিলাম না, বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে দাও। অর্থাৎ যেখানে অসুবিধা তা ঘাড় থেকে নামিয়ে দাও—কোন দায় দায়িত্ব নেই যেন অত্যন্ত ইরেসপন্সিবল লোকের মত ইরেসপন্সিবলি আমাদের সরকার বিহেভ করছেন। যেন কোন দায়িত্ব নেই এবং দায়িত্ব পালন করবার যে কথা সেটা যেন তারা ভুলে গিয়েছেন। এবং যখন যা খুসী যেন করলেই হল। মিষ্টার চেয়ারম্যান স্যার, আজ ৮০টা যে বলির পাঁঠা তারা আজ বলি হয়ে যাবে, তাই এখানে ৮০ জন কর্মচারীর কথা এই প্রস্তাব আছে। কিন্তু বলির পাঁঠা বলি হয়ে যাবে কেউ তাদের রাখতে পারবেন না। তাদের আর চাকরী হবে না। একটা উদাহরণ দেব কি ধরণের মহম্মদ তুঘলকী রাজত্ব চলছে এখানে। আমরা শুনছি ব্যারাজ এবং ক্যানেল ডি, ভি, সি, থেকে আমাদের এখানে নিয়ে আসা হউক। কিন্তু ওখানে যে ২ হাজার কর্মচারী আছে তাদের কি হবে যে সম্পর্কে কোন বিবৃতি নাই। অমর বাবু কালকে বললেন যে তাদের চাকরীর ব্যাপার আমরা কিছু জানি না ঐ ডি,ভি,সি, কতৃপক্ষ সব জানে। দায়িত্ব হয়ত একথা বলে এড়ান যায়—এই মন্ত্রির দায়িত্ব নয়, ঐ মন্ত্রির দায়িত্ব, ইরিগেশন মন্ত্রির দায়িত্ব নয় হোম মিনিষ্টারের দায়িত্ব, ইত্যাদি বলে আইনের ফাঁক দিয়ে দায়িত্ব এড়ান যায় কিন্তু মানুষের যে মানবিকতা, মানুষের যে মনুষ্যত্ব, মানুষের প্রতি মানুষের যে প্রেম বা দরদ—যে মানুষগুলি যে চাকরী থেকে বেকার হয়ে যাবে আমরা দেখিয়ে দেব কেন্দ্রীয় সরকার আমরা দেখিয়ে দেব আরেক দপ্তর এ কোন মনুষত্বের পরিচয়। এবং সেই পরিচয় আমাদের সরকার এখানে বারবার দেখাচ্ছেন। ৮০টা লোকের চাকরী চলে যাবে তাদের প্রতি এদের কোন সহানুভূতি নাই। তাদের চাকরী চলে যাবে এবং আমাদের সরকারের রথের তলায় পৃষ্ট হয়ে মারা যাবে। তাদের কিন্তু কিছুতেই চোখ খোলে না। অথচ দেশের একটা লোক যদি না খেতে পেয়ে মরে যায় তারজন্য সরকার নিজেদের অপরাধী বলে মনে করে। আর ঐ পাশে যারা বসে আছেন আমার সামনে লোক না খেতে পেয়ে মরে গেলে তারা এতটুকু লজ্জাবোধ করে না। তারা বলেন না খেতে পেয়ে মরে নি—কেউ যদি না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করে—লজ্জা তাদের নেই লজ্জা তারা বোধ করে না। তারা ওখান থেকে চীৎকার করে বলেন না খেতে পেয়ে মরেন নি মরার আগের দিন তার পকেটে ২২ নয়া পয়সা ছিল—তাই পয়সার অভাবে না খেতে পেয়ে মরেছে এটা সত্যি কথা নয়। এই ধরনের বিবৃতি এই ধরনের যুক্তি যে সরকার দেয় তার কাছে মানবতার যে কথা মনুষ্যত্বের যে কথা সেই কথা তাদের কাছে উপহাসে পরিণত হয়। তাই আজকে যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন কমলবাবু তার অনেক গুরুত্ব আছে। বাংলা দেশের মানুষ এই ডিপ সী ফিসিং স্কীম সম্বন্ধে তারা আশা পোষন করেছিল যে এসেম্বলী ফ্লোর থেকে কংগ্রেসের তরফ থেকে আজকে পুরানো মন্ত্রি অনেকে আছেন যাঁরা মন্ত্রিপরিষদের যে নীতি সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাদের আছে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তাঁরা স্মরণ করে দেখুন ডাঃ রায় বারবার ডিপ সী ফিসিং স্কীম সম্বন্ধে কি বলেছিলেন, তিনি ডিপ সী ফিসিং সম্বন্ধে একটা আশা উদ্দীপনা তিনি পশ্চিমবংগে মানুষের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু আজ এমন কি কারণ ঘটেছে যার জন্য ডিপ সী ফিসিং স্কীম আমাদের হাত থেকে আজ ছেড়ে দিতে হবে। এর কি কারণ যে পাকিস্তানকে ফরেন এক্সচেঞ্জ দিতে হবে—এর কি কারণ যে আমার পেটোয়া লোককে মুনাফা দিতে হবে। এর কি কারণ যে আড়তদারকে আরও বেশী মুনাফা দিতে হবে—এর একটি মাত্র কারণ বাংলাদেশের মানুষ তোমরা সরকারের বিরুদ্ধে আজকে কন্ঠ তুলছ, তোমাদের শিক্ষা দিয়ে দেব—মাছ তোমাদের দেব না।

যারা চাকরী করে তাদের বরখাস্ত করব। সরকারী নীতি এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে তাই আজকে হুঁসিয়ারী করে দিতে চাই যে সুখের রাজত্ব তাদের শেষ হয়ে এসেছে তারা অনেকে আত্মকলহে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তবু শেষ আবেদন করতে চাই যে যাওয়ার আগে তারা কিছু কাজ করে যান এই কথা বলে এবং কমলবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

[3-20—3-30 p.m.]

Shri Bejoy Kumar Banerjee: Mr. Chairman, Sir, I rise to support the resolution moved by my friend Mr. Kamal Kanti Guha. Sir, I feel sorry and I am tempted to quote Milton at this time before I speak on this matter. Milton said: "Wordsworth, thou shouldst be living at this hour." So, I also now feel and I am tempted to say "Dr Roy, thou shouldst be living at this hour."

Sir, this is the first act of this Ministry to witness the burial of a scheme initiated by Dr. Roy. Sir, Dr Roy wanted to make West Bengal self-sufficient in fish. So, he initiated this scheme. Dr Roy travelled abroad in different parts of Europe He consulted experts in the line He sent officers to purchase trawlers Sir, whatever might have been the defects in the scheme, none can say that the scheme of Deep Sea Fishing is bad. If that scheme has failed, it has failed for the corruption that is in the administration, it has failed because of the inefficiency of this administration, it has failed because of the inexperience of this administration. Sir, for that reason the scheme of Deep Sea Fishing, which was so dear to Dr. Roy's heart and which was cherished by him as the dream of his life to see West Bengal self-sufficient in fish, should not have been buried in this way by his followers, the present-day Cabinet and Ministers. Sir, I am sorry for them. This scheme of Deep Sea Fishing has succeeded throughout the world. It has failed only in West Bengal May I ask them to cite one instance in the history of the whole world where a scheme of Deep Sea Fishing has failed. On the contrary, I know of hundreds and hundreds of instances in foreign countries where only because of this Deep-Sea Fishing they have been able to build up their economy and develop their country. These foreign countries are utilising the fish that they get from Deep Sea Fishing for various purposes. In this connection I would like to quote Dr. Roy when he initiated this scheme. He said· "In 1947 when I was in America, I was surprised to find in what manner they were utilising the deep sea fishes for various purposes. Apart from the food value of the fish that were caught, I saw them utilising the bones and the scales for various purposes. First of all, bonemeal was being prepared for the purpose of feeding cows and I was informed that this increased the quantity and quality of the milk supplied by the cow. The scales were being used for various purposes." But here we are told that within a few years this Government of West Bengal has sustained a loss to the extent of Rs. 64 lakhs.

Sir, sometime in 1950—I need not repeat the whole history of this scheme—two trawlers, "Sagarika" and "Baruna" or whatever their names might be, were purchased by our Government at the instance of Dr. Roy for several lakhs of rupees and we were told only day before yesterday or yesterday in reply to a question put to the Hon'ble Minister that they were sold only for Rs. 26,000. May I ask the Hon'ble Minister to tell us whether or not it is a fact that these trawlers were let out to private contractors to carry on sea fishing with these trawlers with the help of the Danish Captain who used to serve under the Government and then to sell the fish in the open market? May I also ask the Hon'ble Minister to tell us whether or not it is a fact that these trawlers since 1960 or 1961 were allowed to work in the Ganges without taking any care of them? Sir, I think if only the machineries

of these two trawlers were sold in the open market, they would have fetched at least Rs. 80,000 although we are told that these two trawlers were sold for only Rs. 26,000. May I ask the Ministry to tell us whether it is a fact or not that the weighment of fish caught in the sea as it appeared from the contractor's estimate differed from the figure reported by the Captain—the weighment given by the contractor was far less than that reported by the Captain—the Captain reported the weighment in several hundreds of maunds, and the weighment given by the contractor was far less? May I ask the Ministry to inform us as to whether they questioned the Captain on this point? Why should there be such a difference in the weighment? Then what did they do? They allowed the fish to be sold. There was no arrangement for cold storage, and the fish was sold at any price. Again, there was no workshop to attend to the repairs of these trawlers There was a workshop belonging to the Government of India, but of it advantage was not taken by our Government or their officers to utilise it for repair work. For even petty repairs the trawlers were sent to different places and they had to pay heavily for it There was provision for cold storage on the Strand Road in Calcutta belonging to the Central Government. If our Government wanted to utilise it, they could have done it Cold storage is very important in this matter. For the success of such a scheme cold storage is absolutely necessary. What did the Government do? If Individuals could construct cold storage, why could not our Government construct it to keep their fish as they would be brought from the sea. The Government did not do it and they did not do it deliberately, I should say. What is the result? I am sorry that this Government are not only inefficient and corrupt but they are unable to protect the rights of the Bengalees living in Bengal. They are unfit and incompetent and, therefore, this Government surrendered our rights to the Central Government they allowed them to take away the three trawlers presented by the Japanese Government under the T C M They surrendered our rights, the rights which Dr Roy fought for years to protect. He had made certain conditions under which he agreed to transfer these three trawlers to the Central Government; they were, first, Calcutta must be an operation centre, secondly, employment must be given to the Bengali boys—to the extent of 80 per cent or something like that, and, thirdly, the marketing must be in Calcutta These were the terms. The Central Government refused to accept them and Dr. Roy was also adamant, he refused to surrender to the Central Government It is only about a year that Dr. Roy has passed away and we witness the burial of the scheme which was so dear to the heart of Dr. Roy. My friends there claim to be the supporters of Dr Roy. I find they are laughing. I am ashamed at their conduct Now, I want to speak about the personnel.

[3-30—3-40 p.m]

Sir, what about these personnel ? Dr Roy wanted to make sure that these boys would be given training. They have got the training. Quite all right. Now what would they do ? They have got to go here and there and they get only Rs 100. Most of them are refugees and they somehow or other manage it They will have to go away now because the arrangement is not worth the name.

Sir, the Ministry supposed to be the representative of the people is, one by one, surrendering the rights of the people. Only the other day a part of the DVC was taken away from Bengal by the Central Government with a slap on our face and we failed, Sir, to protect the interest of our people Here is an instance where Dr. Roy so stubbornly fought to maintain the rights of the people of our State But the Ministry surrendered those rights because of their incompetence and because of their want of knowledge on the subject. Mr. Chairman, Sir, may I ask the Ministry if the

Government require the sanction of this Legislature for the adoption of the scheme, why should it not be necessary for the Government to come to his Legislature for a decision whether this scheme should be abandoned or not? I do not think the Ministry has got the right to abandon the scheme without the consent of this Legislature. Sir, when they go to Delhi, we do not know what commitment they make. We had heard so much about the deep sea fishing and now we are told that the deep sea fishing is gone, and gone in spite of the experience, gone in spite of the knowledge which our boys have gained.

Sir, I have almost finished. May I ask the Ministry as to whether or not this Government gave contract to the Hooghly Docking about the refrigerated lighter? They spent some money over it. It was meant for certain purpose.

[At this stage the red light was lit.]

Sir, I would appeal to my friends—no matter whether they belong to that side of the House, after all, they represent Bengal—to see that this deep sea fishing must continue at least in this emergency and nothing should be done to deprive us of the right we have so long enjoyed. Our right must not be allowed to be taken away. If they do not do it, Sir, it will be an evil day for Bengal.

Thank you, Sir

মৌলানা ফজলুর রহমান দর্গাপুরি : মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আমাদের গুহ মহাশয় সমুদ্রের মাছ ধরা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উঠেছি। একটা কথা আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করবো, প্রথম কথা হল এই বাংলা দেশে, খণ্ডিত বাংলা দেশে মাছের সমস্যার জন্য একমাত্র এই ট্রলার দিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরাই এর সমাধানের উদ্দেশ্য ছিল গভর্ণমেন্টের। কিন্তু এর দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না। এর দ্বারা মৎস সমস্যার সমাধান কি করে হবে? খালি গালাগাল দিয়ে এর সমাধান হবে না। তা যদি হত তাহলে দিন রাত ত গালাগালি দিচ্ছেন কিন্তু তাতে হবে না। আমাদের প্রাক্টিক্যাল ক্ষেত্রটা দেখতে হবে। আগে আমাদের মাছ আসতো পাকিস্থান থেকে। সেখান থেকে আসতো ১৪ আনা, আর এখান থেকে ২ আনা। এখন সেটা ফরেন কান্ট্রি হয়ে যাবার জন্য কিছু মাছ আসে ব্ল্যাক মার্কেট হয়ে আর কিছু মাছ আসে গভর্ণমেন্ট ডিউটি দিয়ে। এখন এই দুই পাশের ডিউটি দিয়ে তাদের দামে পোষায় না কাজেই মাছ আসা কমে গিয়েছে। [illegible] এই ক্যালকাটা শহরে আমি ১৯১৮ সাল থেকে আছি অর্থাৎ প্রায় ৫০ বৎসর হল এবং আমার বন্ধুরা জানেন তখন কলকাতায় আমরা যারা বাঙ্গালী ছিলাম তারাই মাছ খেতাম। কলকাতায় আমরা যে বাঙ্গালী মাছের অভাব হলে তারা ছটফট করেন। মাছ যত কম আসছে মাছ খাওয়ার রোখ আমাদের তেমনি বেড়ে চলেছে। উত্তরপ্রদেশে অনেকদিন আগে আমি একবার গিয়াছিলাম। বাজারে গিয়ে দেখি খুব বড় বড় মাগুর মাছ কিন্তু খরিদ্দার নেই। আমি কিনবার জন্য এগুতেই আমার এক বন্ধু পিছন থেকে টেনে ধরল, কারন, মাছ কিনছি দেখলে ওখানকার লোক তাকে নাকি ছোঁবে না। দিল্লীতেও মাছ খাওয়ার লোক খুব কম। আমাদের মাছের ঝোঁক বেড়েই চলেছে, যে কোন মাছ, চিংড়ি, গুড়জালি, ট্যাংরা একটা কিছু চাই-ই, কিন্তু মাছ ছেড়ে শাকশব্জী খেলে কি হয়? মাছ খেতেই হবে তার মানে কি, আমার বন্ধুরা গোলমাল হৈচৈ করলে কি মাছের সমস্যার সমাধান হবে?

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : স্যার, প্রথমে আপনার কাছে নিবেদন করি যে আশা করেছিলাম যে বিতর্কের উত্তর দানের জন্য একজন পুরা মন্ত্রী এখানে অবস্থান করবেন কিন্তু দেখছি একজন উপমন্ত্রী উত্তর দেবেন। পশ্চিমবাঙ্গলার ডিপ সি ফিসিং সম্পর্কে . ..

Mr. Chairman: The Minister concerned is out of Calcutta, the Deputy Minister concerned is present here.

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : দ্বিতীয় কথা সরকার পক্ষ থেকে যে বক্তব্য রাখা হল তা অত্যন্ত হাল্কাভাবে, নাটকীয় ভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হল। যাই হোক, আজকে যে বিষয়ের

উপর আলোচনা করছি এই বিষয়টি শুধুমাত্র হাউস-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, এর উপর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মচারীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই হাউস-এর সামনে অনেক দিন আগে শ্রী পি সি সেন বলেছিলেন ডিপ সি ফিসিং ভালভাবে কাজ করছে এবং আশা করি কলকাতা শহরে মাছের চাহিদা ভালভাবে মিটাতে পারব। কিন্তু আজকে কি ঘটল যার জন্য পশ্চিমবাংলা সরকার তার একটা বড় পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছেন? আমরা জানি ১৯৫৫ সালে যখন তিন খানা জাপানী ট্রলারের ব্যবস্থা করছি তারপর ১৯৫৬-৫৮ কেন্দ্রীয় সরকার চাপ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এটা আমাদের হাতে দিয়ে দাও। কিন্তু তখন ডাঃ বি সি রায় তাতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। আজকে নতুন এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি যারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এই মৎস্য পরিকল্পনা তুলে দেওয়ার প্রশ্ন আসে।

[3-40—3-50 p.m.]

স্যার, মৎস্যমন্ত্রী দুদিন আগে বিধান সভায় যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে আমরা দেখছি সেই বিবৃতি দিয়ে তিনি আমাদের এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। তিনি আমাদের সামনে এই জিনিস রেখেছেন যে, বোর্ড অব ইকনমিক এ্যাফেয়ার্স-এর সুপারিশ অনুযায়ী তাঁরা ডিপ সি ফিসিং স্কীমকে বন্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিতে চান। আমি তাঁকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিপ সি ফিসিং বোর্ড যেটা গঠণ করেছিলেন তাদের সুপারিশ পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিপ সি ফিসিং বোর্ড পরিষ্কারভাবে সরকারের কাছে এই অনুরোধ করেছে যে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিপ সি ফিসিং স্কীম গত ১৩ বছর চলার পর এমন অবস্থায় আসেনি যে এই পরিকল্পনাকে বন্ধ করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে দিতে হবে। মৎস্যমন্ত্রী আমাদের সামনে বললেন যে, আমাদের এ্যানুয়াল ক্যাচ যথেষ্ট নয় এবং আমাদের যথেষ্ট টাকা লোকসান হচ্ছে বলে আমরা এই পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছি। স্যার, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিপ সি ফিসিং বোর্ডের রিপোর্ট যদি দেখি তাহলে দেখব তিনখানা ট্রলার যদি ঠিকভাবে কাজ করে- অর্থাৎ প্রতিটি ফিসিং ডে এ্যাভেল করে তাহলে বছরে তিনখানা ট্রলার ৪০ হাজার মণ ক্যাচ করতে পারে। এটা মোটেই কম নয় এবং এটা কোলকাতার এক সপ্তাহের প্রয়োজন বলে মনে করি। স্যার, যখন আমরা একটা এক্সপেরিমেন্টের মধ্য দিয়ে, ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছি তখন সেই এক্সপেরিমেন্ট এবং ট্রায়ালে কিছুটা ক্ষতি হয়। কিন্তু যেখানে ৪০ হাজার মণ ক্যাচ হয় সেখানে আমরা মনে করিনা যে ক্যাচ-এর দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে আছি। তারপর তিনি বলেছেন যে, সরকার ৯ লক্ষ টাকা বছরে খরচ করে তার বদলে ২ লক্ষ টাকা রিটার্ন পায় এবং এই যে লস্ হচ্ছে তার জন্য একে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। স্যার, এই যে বছরে ৯ লক্ষ টাকা খরচ হয় সে সম্বন্ধে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, তার মধ্যে ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ভেসেল রিপেয়ার-এর জন্য খরচ হয় এবং বাকী ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আমরা এ্যানুয়াল রিটার্ন হিসেবে পাই। অর্থাৎ ৯ লক্ষ টাকার মধ্যে সাড়ে চার লক্ষ টাকা আমাদের রিপেয়ারের জন্য খরচ হয় এবং ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ১৯৬১।৬২ সালে আমরা পেয়েছি এবং যেটা আমি টি সি এম - এর এ্যাডভাইসর মিঃ বারোজ-এর রিপোর্ট থেকে উধৃত করেছি। কিন্তু সবচেয়ে যেটা বড়কথা রাখতে চাই সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিসের উপর ভিত্তি করে এই পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিতে চান? স্যার, আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার বিশাখাপত্তনে মৎস্য পরিকল্পনা করেছেন এবং সেখানে বছরে ৩০ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে তার থেকে এ্যানুয়াল রিটার্ন পান ৩ লক্ষ টাকা। বিশাখাপত্তনের যে মৎস্য পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত সেখানে তাঁরা যদি ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে ৩ লক্ষ টাকা রিটার্ন পান তাহলে আমরা যে ৯ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে ২ লক্ষ টাকা রিটার্ণ পাচ্ছি -সাড়ে চার লক্ষ টাকা রিপেয়ার-এর খরচ ছেড়ে দিয়ে বলছি- সেটা কিছু কম নয় বা তার জন্য একথা বলতে পারিনা যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। স্যার কেন্দ্রীয় সরকারের অপদার্থতা বিশাখাপত্তনে আমরা দেখেছি এবং মৎস্য সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয় যে উক্তি করেছেন তাতে তাঁকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সারবত্তা কিছু নেই। উনি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এটা তুলে দিচ্ছেন কিন্তু বাংলাদেশের বুকে এই যে একটা শিল্প

কোথাও কোথাও আত্মপ্রকাশ করেছিল সেটা নষ্ট করবার দরকার আছে কিনা সেটাই আজ প্রশ্ন। স্যার, একজন এক্সপার্ট বলেছেন,

We are just going to step back when we are just three feet from gold.

আজকে আমরা দূরে যাবার চেষ্টা করছি, আমরা স্টেপ ব্যাক করবার চেষ্টা করছি কিন্তু কোন এক্সপার্ট একে সমর্থন করছেননা। আসল কথা হচ্ছে এই পরিকল্পনা কখনও সফলতা লাভ করতে পারবে না। কোথায় এবং কি কারণে ব্যর্থ হয়েছে সে কথা সম্পূর্ণভাবে চেপে গিয়ে আজকে আমাদের সামনে মন্ত্রিমহোদয় কেন্দ্রের হাতে তুলে দেবার জন্য গত কতকগুলি সাজানো যুক্তি তুলে ধরেছেন। আমি প্রসংগত অন্যতম জাপানী এক্সপার্ট-এর উক্তি উল্লেখ করতে চাই। তিনি পশ্চিমবাংলার ডিপ সি ফিসিং সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন যে কলকাতায় যেমন বেস আছে এত চমৎকার যে এখানে খুব ভাল মাছ ধরা চলতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন বে-অব-বেঙ্গল-এ যে ফিস পোটেনসিয়েলিটি আছে তা এক্সপ্লোর করার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি বলেছিলেন যে

Calcutta at the neck of Bay of Bengal which has limitless resources.

যেখানে লিমিটলেস রিসোরসেস আছে এবং এটাকে এক্সপ্লোর করতে হবে—আর তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু সরকার কি করেছেন আমরা দেখি টি সি এম এ্যাডভাইসার সরকারের কাছে যে রিপোর্ট দিয়ে গিয়েছেন তা থেকে আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশে যে ভেসেলগুলি এসেছিল সেগুলি প্রপারলি ইউটিলাইজ করা হয় নি। যেসব টেকনিসিয়ানস আমাদের দেশে ছিল তাদের সাহায্য নিয়ে সেগুলি প্রপারলি ইউটিলাইজ করা সম্ভব হোত কিন্তু সরকার সেদিকে বিশেষ ব্যবস্থা করেননি। তিনি বলেছিলেন যে টেকনিসিয়ানের অভাবে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা চিরকাল ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে হুগলী ডকিংয়ে যে স্টোরেজ বার্জ আছে সেটা মৎস্য পরিকল্পনায় ব্যবহার করবেন। কিন্তু এদিকে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সে সিদ্ধান্ত তাঁরা কার্যকরী করেছেন কিনা কোন উত্তর দিতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে কাকদ্বীপে জেটি নির্মাণ করবেন মাছ ধরার জন্য এবং সেই জেটি নির্মাণ করার জন্য আমাদের তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু আজকে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে সেখানে জেটি নির্মাণের জন্য কোন ব্যবস্থা করেছেন কিনা কোন উত্তরই দিতে পারবেন না। কাজেই দেখা যাচ্ছে বার্জিং ভেসেলস প্রাপারলি ইউটিলাইজ করার কোন চেষ্টাই সরকার করে নি। এবং সেগুলি প্রপার বার্জিং হয় নি জেটি নির্মাণের কোন ব্যবস্থা সরকার করে নি, রেফ্রিজারেসনের কোন ব্যবস্থা সরকার করে নি। তাই আজকে এই পরিকল্পনা সফলতা লাভ করতে পারে নি। এবং এ জন্য অন্য যুক্তিজাল বিস্তার করার কোন প্রয়োজন নাই। আজকে আমাদের তাই প্রস্তাব হচ্ছে যে কলকাতার বুকে ডাঃ রায় যে বলেছিলেন যে এই যে এক্সপেরিমেন্ট করছি এতে আমি একটা বিরাট শিল্প কলকাতার বুকে গড়ে তুলবো এবং তা করে সেই শিল্পের মাধ্যমে বাংলা দেশের মাছের চাহিদা মেটাতে পারবো-সেটা করা হোক। মাননীয় প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এই বিধান সভায় ১৯৫৮ সালে যেকথা বলেছিলেন সেকথা আজকে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আজকে কোন যুক্তি বা কোন কারণ নেই যার জন্য এই পরিকল্পনাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। সেইজন্য পরিষ্কারভাবে এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। সরকার যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিপ সি ফিসিং বোর্ড গঠন করেছিলেন সেই বোর্ড কতকগুলি রেকমেন্ডেসন দিয়েছিলেন যে এই এই করুন জাপানী যে ট্রলার যেগুলি আছে সেগুলি বদলে দিয়ে দুজন জাপানী ফিসারী এক্সপার্টকে নিয়ে যাদের খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে এখান সম্বন্ধে যারা এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে তাদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিন। এবং তৃতীয় একটা কথা হচ্ছে যে কোথায় কোথায় এর পসিবিলিটিজ আছে অর্থাৎ মাছের যেখানে বসতি আছে সে সম্পর্কে প্রথমেই তার এক্সপেরিমেন্টের দায়িত্ব এই বোর্ডকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই সমস্ত সুপারিশগুলি অগ্রাহ্য করে—আজকে এমন একটা কথা শুনলাম যা শুনে মাছপ্রিয় আমরা বাঙ্গালী আজ আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। ১৯৫০ সালে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় যে কথা বলেছিলেন আজকে ১৩ বছর পরে ৯১ লক্ষ টাকা খরচ করার পর তার বিপরীত কথা শুনতে হচ্ছে। এর জন্য আমাদের বাংলা দেশের লোক প্রস্তুত ছিল না। আজকে মাছের বাজার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এইসব পরিকল্পনা যদি সার্থকতালাভ করতো তাহলে মাছের বাজার এই রকম হোত না।

এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে একটা শিল্প গড়ে তুলতে পারা যেতো। যাতে সেন্টপারসেন্ট বাঙ্গালী নিয়োগ করতে পারতাম, যে শিল্পের মাধ্যমে বাঙ্গালীর ছেলেরা ডিপ সি ফিসিং সম্পর্কে এক্সপার্ট হয়ে উঠতে পারতো এবং প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সুন্দর সুন্দর শিল্প গড়ে তুলতে পারা যেতো। এটা আমাদের গৌরবের কথা ছিল—আশার কথা ছিল—কিন্তু সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল—সমস্ত গৌরব আজ ম্লান হয়ে গেল। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি শুধু মাত্র একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো যে আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে পশ্চিমবাংলা সরকার ডিপ সি ফিসিং স্কীম সম্পর্কে কোন রকম সিরিয়াস নন—তাঁরা এ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন।

[3-50—4-00 p.m.]

মিস্টার চেয়ারম্যান স্যার, আমার বক্তব্য দীর্ঘ না করে শুধু একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব, যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমরা লক্ষ্য করছি ডিপ সি ফিসিং সম্বন্ধে তারা সিরিয়াস নয়। তারা এ সম্পর্কে উদাসীন। আমি প্রসঙ্গত একটা কথা বলছি যে অনেকে মন্ত্রীমণ্ডলী হ্রাসের কথা এ সম্পর্কে যে কামরাজ পরিকল্পনা এসেছে, কামরাজ পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেটে দেখা যাচ্ছে যে ডিপ সি ফিস বড় বড় মন্ত্রী রুই কাতলা ধরা পড়েছে—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমরা এখন পর্যন্ত শুনলাম না যে কয়জন ডিপ সি ফিস এর মধ্যে ধরা পড়বেন। হয়ত দুইচার চুনোপুঁঠী ধরা পড়বেন—কিন্তু ডিপ সি ফিস আমাদের এখানে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্য পরিকল্পনায় তাদের যে মনোভাব দেখিয়েছেন মন্ত্রীসভার পক্ষে ও ঠিক তারা অনুরূপ মনোভাব দেখিয়েছেন। আমি তাই স্যার, হাউসের সামনে রাখছি যে কমল বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা এখানে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে এবং এর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা রাখব যে বাংলাদেশের বুক থেকে এটা সরিয়ে নিয়ে যেতে দেবনা। কলকাতার বুক থেকে বেস অব অপারেসনকে তুলে নিয়ে যেতে দেবনা। এবং যে কর্মচারীরা আজকে এই শিল্পে নিযুক্ত তাদের চাকরী যাতে না যায় তার ব্যবস্থা আমরা করব। এবং বাংলাদেশে যাতে এই পরিকল্পনা আরও ডেভেলপ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅনাদি দাস : মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য কমল গুহ মহাশয় এনেছেন, সেই প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। এবং আশাকরি এই রকম একটা প্রস্তাব এই প্রস্তাব যে কোন দিকে আপনার ডানে বা বামে সমস্ত সদস্য এটাকে একমত হয়ে সমর্থন করবেন। ডিপ সি ফিসিং-এর যে পরিকল্পনা এটা পরিত্যক্ত হচ্ছে। বাংলা দেশে যে একটা শিল্প গড়ে উঠছিল সেটাকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু এটার সম্পর্কে আমি মন্ত্রি-মহাশয়ের কাছ থেকে একটা সুস্পষ্ট কথা শুনতে চাই যে এই প্রস্তাবটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার তারা চালাতে পারছেন না বলে তারা অযোগ্য বলে তারা লোকসান করছেন বলে তারাই কি ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব এনেছিলেন যে এটা আমাদের হাত থেকে নিয়ে আমাদের রেহাই দাও। অথবা ভারত সরকার এই প্রস্তাব এনেছেন যে তোমরা এটাকে চালাতে পারছ না। সুতরাং এটা আমাদের হাতে দিয়ে দাও। এটার সম্পর্কে নিশ্চয় আমরা আশা করব যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয় পরিষ্কার করে বলবেন যে আমরা এটাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদের তখন আরেকটা কথা ভাবতে হবে। এই সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬ বছর আগে তখনই এর চরিত্র দেখে আমাদের দেশে যারা বামপন্থী ছিলেন তারা অনেকেই বলেছিলেন যে এই সরকারের যে চরিত্র যে নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তারা দেশের মঙ্গল সাধন করতে পারবেন না। তখন বারবার চেষ্টা হয়েছিল যে আমরা তো সবে গদীতে বসেছি আমাদের সময় দেওয়া হউক। আমাদের যদি সময় দেওয়া হয় তাহলে বাংলা দেশে ধনধান্যে পুষ্পভরা করে দেব। আমরা দুধে-ভাতে মানুষকে রাখব। মাছে-ভাতে মানুষকে রাখব। এ প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিলেন। আজকে দেখছি যে একটা পরিকল্পনা সময় দেওয়া সত্ত্বেও এবং দীর্ঘকাল সময় দেওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তারা এই পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করছেন এবং বলছেন আমরা আর এটাকে চালাতে পারছি না। আমরা বুঝি বাংলা দেশে যখন মাছের অভাব আছে আমরা মাছ যখন খেতে পারছি না, মাছের দর যখন ক্রমাগত বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এই প্রস্তাব এনে থাকেন তাহলে কি মনে করে নিতে হবে তারা কি মনে করছেন যে বাংলা দেশে আর মাছ দরকার নেই? আমার

পূর্বে কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে যে বক্তৃতা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে মাছ আর খেও না, মাছ খাওয়া বন্ধ কর তাহলে মাছের দাম সস্তা হয়ে যাবে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা শুনেছি যে চাল খেও না, তাহলে চালের দর সস্তা হয়ে যাবে। এর আগে কংগ্রেসের তরফ থেকে, মন্ত্রিমহাশয়ের তরফ থেকে আমরা শুনেছি যে কাপড় আর পোবোনা, গামছা পর তাহলে কাপড়ের দর সস্তা হয়ে যাবে। উলঙ্গ থাকলে তো কাপড় পরতে হয় না। ঠিক এই ধরণের মনোবৃত্তি সরকারকে প্ররোচিত করছে। তাঁরা যে পথে চলছেন তা হচ্ছে যখন শেষ অবস্থা আসবে তখন প্রতিশ্রুতি দাও, পালন কর আর না কর সেটা পরে দেখা যাবে; প্রতিশ্রুতি দিয়ে যত দিন টেকা যায় ততদিন টিকে নাও, তারপর যা হবে ত হবে। আমরা বলি যদি অনেস্ট সরকার হতেন তাহলে যে পথ নেওয়ার দরকার ছিল সেই পথ তাঁরা নিতেন। কিন্তু তাঁরা নিচ্ছেন না। কিউবা একটা উদাহরণ। আমরা দেখেছি ক্যাস্ট্রো যখন তাঁর দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু করলেন তখন জনসাধারণের প্রতি দরদের জন্য তাঁরা সোসালিজমে গিয়ে পৌঁছাতে থাকলেন। আমাদের দেশের সরকারের যদি দরিদ্রের প্রতি সেই রকম মনোভাব থাকত তাহলে তাঁরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে পারতেন এবং এই যে আজকে ডিপ সি ফিসিং পরিত্যক্ত হচ্ছে সেটা পরিত্যক্ত হত না। আসলে স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি পোষণ এই যদি নীতি হয় তাহলে এই সমস্ত কাজগুলির জন্য যে পরিকল্পনা নিন না কেন তার মধ্য দিয়ে নতুন দুর্নীতি গজিয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বানচাল করতে হয়। এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হবার পিছনে মস্ত বড় কারণ রয়েছে। লাইসেন্স প্রথা হোক বা না হোক, যে লাইসেন্সগুলি মাছের দর কমাবার জন্য হচ্ছে বলে সরকার বলছেন সেই চেষ্টার ফল কিন্তু মানুষ পাচ্ছে না এবং সেগুলি কেবলমাত্র লোক দেখানর ব্যাপার। আসলে মালিকশ্রেণী আড়তদাররা যাতে বেশী লাভ করতে পারে তার জন্য যে রকম করে হোক ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্যই এই পরিকল্পনাগুলি পরিত্যাগ করতে হবে। আপনারা যতই আমাদের সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্নে সমাজ এই কথা বলুন, মিশ্র অর্থ নীতির কথা বলুন, একটা নীতি আপনাদের পরি-চালিত করছে সেটা হচ্ছে ধনতন্ত্রকে বজায় রাখ, মালিকশ্রেণীকে বজায় রাখা এবং তার জন্য তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। এর ফলে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে এবং সেই দুর্নীতি প্রবেশের ফলে যে কোন পরিকল্পনা নিচ্ছেন সেগুলি ব্যর্থ হচ্ছে, লোকসান হচ্ছে এবং সেজন্য লোকের মনে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার উপর কোন রকম আস্থা থাকছে না। এই যে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছে এটাও তার একটা সুন্দর নিদর্শন মাত্র। আপনাদের ব্যর্থতা মানুষকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে না। সমাজতন্ত্রের কথা হল ব্যক্তিগত মালিকানা বা প্রাধান্য, সমস্ত কন্ট্রাক্টরগুলিকে আস্তে আস্তে লোপ করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে নিয়ে আসা। সেই পথে আপনারা কাঁটা সৃষ্টি করেছেন। এ শুধু একটা পরিকল্পনার কথা নয়, আপনাদের প্রত্যেকটি পরিকল্পনার কথা। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আপনারা সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে পারবেন না। সেজন্য আমরা দাবি করছি যে আপনাদের মধ্যে যে দুর্নীতি আছে, যে ইনএফি-সিয়েন্সি আছে সেগুলি দূর করুন, আমাদের সহযোগিতা নিন, নিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যান এই কথা বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

[4-00 — 4-10 p.m.]

শ্রীনেপালচন্দ্র রায়: মাননীয় সভাপতি মহাশয়, কমলবাবুর যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেই প্রস্তাব খুব ভাল প্রস্তাব এবং এর আগে আমাদের পার্টি মিটিং-এ এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে লিখে জানানো হয়েছে গভর্ণমেন্ট লেভেলে যাতে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের আণ্ডারে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডিপ সি ফিসিং হয় তার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। স্যার, বাংলা দেশে মাছের যে অবস্থা আড়ৎদারেরা যেভাবে মাছের ব্যবসাকে সম্পূর্ণভাবে একটা চোরাকারবারীর আড্ডাখানায় পরিণত করেছে তার ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী আজকে মাছের কথা প্রায় ভুলে গেছে। ডিপ সি ফিসিং-এর যে ইউনিট আমাদের এখানে ছিল, কিছুদিন আগে এ্যাসেমবলী হাউসে তার কয়েকজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে এই ডিপ সি ফিসিং ইউনিট আছে তাদের সকলের চেয়ে বেশী মাছ এরা ধরেছে কিন্তু এদের রাখবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কি ভাবে মাছ স্টোর করবে এতে টাকার মাছ ৪০ আনায় বিক্রী হোত এজন্য লোকসান হোত। আমি বলি

বরফ দিয়ে মাছ যদি ২।৩ দিন রাখা যায় বা কোনও ষ্টোরেজের ব্যবস্থা করা যায় এই করে এই ডিপ সি ফিসিং ইউনিট ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের আণ্ডারে থাকুক। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় এটাকে রাখতে হবে। তার কারণ হচ্ছে পশ্চিম বাংলা থেকে যদি এই মাছ ধরার ইউনিট চলে যায় তাহলে আরো মাছের অভাব হবে। আমি তাদের ২।১ জনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কেন এরকম লোকসানের ইউনিট হল, তিনি বল্লেন যে আমাদের লোকসানের ইউনিট হয়না, আমরা প্রচুর ধরেছি যা অন্যান্য ইউনিট ধরতে পারেনি। তা সত্ত্বেও শুধু মিসম্যানেজমেন্টের জন্য এটা লাভজনক হল না। আমরা হাজার হাজার মণ মাছ ধরেছি কিন্তু দেখা গেল হাজার টাকাও পায়নি, ২০০ টাকায় হয়ত হাজার মণ মাছ বিক্রী হয়েছে। এটা আর কিছুই নয়। এটা আমি বলবো ইনএফিসিয়েন্সী অব দি ডিপার্টমেন্ট, যে ডিপার্টমেন্টের অধীনে এরা আছে তাদের ইনএফিসিয়েন্সীর জন্য এটা হয়েছে। স্যার, ৮০ জন বাঙ্গালীর ছেলে এতে কাজ করে এবং এই ৮০ জন ছেলেকে শুনলাম নাকি বোম্বেতে গিয়ে মাছ ধরতে হবে। বোম্বে যাক না যাক তাতে আপত্তি নেই, বোম্বেতে যদি প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই যাবে কিন্তু বোম্বেতে যদি মাছ ধরে তাহলে বাংলা দেশের লোকেরা কি বোম্বে থেকে এনে মাছ খাবে ? সেজন্য আমি বলছি যে এখানে ইউনিট রাখা নিতান্ত প্রয়োজন এবং কমলবাবুর যে প্রস্তাব সেটা খুবই যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব, এতে কোন ভুল নেই, ত্রুটি নেই এবং আমিও বলবো যে এই ইউনিট কোন কারণে বাংলা দেশ থেকে যাতে যেতে না পারে তারজন্য সরকারের তরফ থেকে, আমাদের দলের তরফ থেকে গভর্ণমেন্ট লেভেলে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং ইনসিস্ট করা হবে যাতে করে বাংলা দেশ থেকে এই ইউনিট ওঠে না যায়। গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে অলরেডী টেক আপ করা হয়েছে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে নিশ্চয়ই আমরা ভাল চাইবো। বাংলা দেশ মাছের দেশ এবং বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষ মাছ খায়। আমরা এটা নিশ্চয়ই বলবো না যে মাছ বাংলা দেশ থেকে চলে যাক, আর লোকেরা মাছ খেতে পাবে না এটা নিশ্চয়ই বাংলা দেশের কোন সন্তান পছন্দ করবেন না। আমি সেইজন্যই বলছি যে মাছের বাজারকে চালু রাখবার জন্য সরকার যে স্টেপ নিয়েছে, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্টেপ নিয়েছে এবং এই কালোবাজারী যারা করবার চেষ্টা করছে, যারা অন্যায়ভাবে একটা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করে মাছের দাম, শুনেছি, সাধারণ মাছের দাম ৮ টাকা ১০ হয়েছে। সেটা যাতে না হয় এবং এই যে মাছ-এর মধ্যে অনেক রকম মাছ যেগুলি নাকি সাধারণভাবে বাজারে খরিদ করি এবং বাড়ীতে খাই সেগুলি হাজার হাজার টন মাছ এক সের দু সের নয় কয়েক হাজার টন মাছ এই ইউনিট সমুদ্র থেকে ধরে এনে আমাদের বাজারে দিতো। এই যে মাঝখানে যে অসুবিধা হচ্ছে কোল্ড ষ্টোরেজ না থাকার দরুণ বা কুইক ট্রান্সপোর্ট না থাকার দরুণ সেইটে যদি করে দিতে পারা যায়, আর যেটা ওদের কথা অর্থাৎ কর্মচারীদের কথা বলছি, যে এর মধ্যে নানা দুর্নীতি ঢুকেছে, তারা একথা বলেছে আমার কাছে এবং সেটা যদি বন্ধ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় ৮ টাকা দরের মাছ ৪ টাকা করে কলকাতার বাজারে আমরা নিশ্চয়ই পাবো। নিশ্চয়ই কোন সদস্য আজকাল ৪ টাকার উপরে মাছের দাম দিতে সক্ষম নয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মানুষের যে ইকনমিক্যাল কণ্ডিশন তাতে অত দরে তারা কিনতে পারে না। হয়ত রুই মাছ বা কৈ মাছ বা অন্যান্য মাছ সেটা হয়ত কিনবে কিন্তু আর একটু ছোট মাছ ১ বা ২ টাকার বেশী বাংলাদেশের মানুষ এ্যাফোর্ড করতে পারবে না। সেইজন্যই আমি কমলবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করছি এবং মাছের দাম যাতে সরকার দিন দিন কমাতে পারেন সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বাংলা দেশের মানুষ, সত্যি কথা বলতে কি, সামান্য হয়ত ১ পোয়া মাছ এনে ৫ জনের পরিবারে অন্য তরকারীর কথা ছেড়ে দিন সেও অগ্নিমূল্য, সামান্য মাছের ঝোল আর ভাত খেয়েই চলে। আমি আর বেশী সময় নেবো না, অন্যান্য বক্তারা আছে সেইজন্য আমি আবার অনুরোধ করছি সরকারকে যাতে এটা ইনসিস্ট করা হয় যে বাংলাদেশের যে ইউনিট সেই ইউনিট যেন বাংলা দেশেই থাকে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট এর হাতে থাক তাতে আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু আমাদের এখানে থাকতে হবে। আমাদের এখানে ট্রান্সপোর্ট ও কোল্ড ষ্টোরেজ-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। তা নইলে কোন লাভ নেই। সেই জন্য আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবলাইলাল দাস মহাপাত্র : মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আমি মাননীয় কমলকান্তি গুহ মহাশয়ের যে প্রস্তাব গভীর আনন্দের সহিত তা সমর্থন করছি। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে এক একটি করে শিল্প, এক একটি করে ব্যবসা আজ এইভাবে লোকসান হতে বসেছে। প্রকৃতি-

দেবী বাংলাদেশের উপরে তার অফুরন্ত করুণা বর্ষণ করেছিলেন। এখানে নদী, নালা, জল বায়ু, সমুদ্র, কোন কিছুর অভাব নেই যাতে সম্পদ বৃদ্ধি না হতে পারে। কিন্তু এই সরকারের অক্ষমতা এবং অপচেষ্টার ফলে এক একটি জিনিস আজ নষ্ট হতে বসেছে। ডাঃ রায় ১৯৪৯ সালে যখন ইউরোপ ভ্রমণে যান তখনই তিনি ডেনিশ এক্সপার্ট, তার সংগে কথাবার্তা বলেন এবং তার ফলে ডিপ সী ফিসিং স্কীম নেওয়া হয়েছিল বাংলায়। এবং তারপরে সেখান থেকে তিনি ফিরে আসেন এবং এখানে তদন্ত করে তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার-ভাবে তিনি বলেছিলেন বঙ্গোপসাগরে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যোপযোগী মাছ পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, এর পরেও আমরা দেখছি রয়াল ইন্ডিয়ান মেরিন-এর কর্ণেল তিনিও এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। জাপানী এক্সপার্ট কিসিও, তিনিও এই মত প্রকাশ করেছেন যে বঙ্গোপসাগরে প্রচুর পরিমাণে মাছ এবং খাদ্যোপযোগী মাছ আছে সেটা বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান করতে পারে।

[4-10—4-20 p.m.]

গভীর দুঃখের বিষয় ডাঃ রায় যতদিন ছিলেন ততদিন তাঁর পরিকল্পনা সফল করার জন্য তিনি চেষ্টা করে গিয়েছেন। নয় লক্ষ টাকা খরচ করে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় যে সব বরুণ, সাগরিকা ক্রয় করে এই সব করেছিলেন। ডাঃ রায়ের নাম ও'রা বারবার করেন, কিন্তু তার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে তাঁর একটা সুন্দর পরিকল্পনা ওঁরা শেষ করতে যাচ্ছেন। তিনি ১৯৫৮ সালে ভারত সরকারের কাছে বার বার প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং এই তিন খানা ট্রলার ছেড়ে দিতে চাননি এবং তার জন্য কণ্ডিশন করেছিলেন যে ভারত সরকার এটা নিন, কিন্তু তার অপারেশন বেস বঙ্গোপসাগর হবে। কিন্তু সেই সর্ত এরা ভুলে গেলেন। যেখানে বাঙালী ৬০ পারসেন্ট ছিল এবং কলকাতা বাজারে সরবরাহের কথা ছিল আজকে কোন সর্তই রক্ষিত হল না। এরা বলছেন লোকসান হল। কেন লোকসান জানি না। আমরা দেখছি ফিশারী ডিপার্টমেন্ট অন্যান্য জায়গায় পুকুর কাটছেন মাছ ছাড়েন তারপরে জানা গেল যে মাছ পাওয়া গেল না। সমুদ্রে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টন মাছ আছে, দীঘায় আমি দেখেছি এক একখানা বোটে ১০০ মন পর্যন্ত মাছ তোলা যায়। ১৯৬১-'৬২ সালে এটা আমি দেখেছি। এরা লোকসানের কথা বলছেন গুরু বোর্ড থেকে যে রিপোর্ট তাতে দেখা যায় যে ৬৭৬ দিন কাজ হয়েছে প্রতিদিন ৬৬ মন মাছ ধরা হয়েছে। তাহলে লোকসান কেন হল? লোকসান হতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরে এই ডিপার্টমেন্ট-এর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ এই এ্যাসেম্বলীতে হয়েছে। আমি মনে করি এই ডিপার্টমেন্টের অক্ষমতার জন্য এরকম একটা শিল্প চলে যাচ্ছে। শুধু মাছ নয়। যেখানে বহু লক্ষ লক্ষ মণ সব মাছ শুকিয়ে করা হচ্ছিল তাও নষ্ট হচ্ছে। বাঙালী ছেলের টেকনিক্যাল ট্রেনিং নিয়ে এক্সপার্ট হয়েছিল তারা আজ বেকার হতে চলেছে। মন্ত্রীমহাশয় বলছেন ভয়ের কোন কারণ নেই। তিনি বলেছেন কলকাতায় গভীর সমুদ্রের মাছ সরবরাহ করা হবে অর্থাৎ বোম্বাই মাদ্রাজ থেকে। যেখানে বঙ্গোপসাগরে কোটি কোটি মণ মাছ পাওয়া যায় সেখানে আমাদের নির্ভর করতে হবে বোম্বের মাদ্রাজের উপর। ওরা এটা ভাবলেন না যে ওই ট্রলার দিয়ে কিভাবে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে এখানে মাছ ধরার ব্যবস্থা করা যায়। সী ফিশ থেকে বেশী প্রোটিন পাওয়া যায় এ্যান্ড এক্সপার্ট অপিনিয়ন হল যত সামুদ্রিক মৎস্য হবে তত প্রোটিনের অভাব মিটবে। আজ লোক খাদ্যের সংগে এক সন্ধ্যাও মাছ পাচ্ছে না—ডিম পাচ্ছে না।

আজকে এই হচ্ছে অবস্থা যে মাছ নেই অথচ এর সম্ভাবনা রয়েছে। কেন এটা নষ্ট করছেন? এরা যে সমস্ত কারণ দেখিয়ে বলছেন ইকনমিক্যাল হচ্ছে না তাতে আমি বলছি যে তা নয়। তাঁদের যদি সত্যিকারের আন্তরিকতা থাকে, প্রচেষ্টা থাকে, সৎ উদ্দেশ্য থাকে তাহলে যে লোক-সানের কথা বলছেন সেই লোকসান হতে পারেনা। কারণ আমরা দেখছি এক একজন জেলে ছোট ছোট বোট নিয়ে মাছ ধরছে এবং এক একজনে ৫।৭।১০ হাজার টাকা লাভ করছে। দীঘা উপকূলে ইলিস মাছ ধরে এক একজন জেলে ১০ হাজার টাকা লাভ করছে। তারা গভীর সমুদ্রে যেতে পারে না, সুবর্ণরেখা থেকে আরম্ভ করে কাকদ্বীপ পর্যন্ত প্রচুর মাছ পায়। স্যার ডাঃ রায় বারে বারে বাধা দিয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন না। শুধু তাই নয়, তাঁরই প্রচেষ্টায় ডেনমার্ক থেকে এটা আনা হয়েছিল এবং জাপান থেকে যেটা দিয়েছিল সেটা না নেবার একমাত্র কারণ হচ্ছে ডাঃ রায় কথা সুরু করেছেন বলে ইন্ডিয়া গভর্ন-

মেন্টকে তাঁরা দিতে চান নি। যা হোক, এখন কথা হোল ট্রলার-এর যারা টেকনিক্যাল কর্মচারী তারা যে কাজ পাবে অর্থাৎ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাদের যে নেবে একথা আমরা বিশ্বাস করি না। কারণ ডি-ভি-সি-তে আমরা দেখেছি ছাঁটাই করে দিয়েছে। বম্বে এবং মাদ্রাজে আমরা দেখেছি সেখানকার লোককে ভর্তি করবার আগ্রহ তাদের বেশী থাকে। যাহোক, এখন কথা হোল এই স্কীম কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছেন কিনা জানি না, কারণ অনেক সময় এ্যাসেম্বলীতে যে স্টেটমেন্ট দেন পরে দেখি তার উল্টো জিনিস। তবে যদি দিয়েও থাকেন তাহলে অনুরোধ করছি যে, এই মত পরিবর্তন করুন, বাংলাদেশের এই কর্মচারীদের বহাল করবার চেষ্টা করুন এবং খাদ্যের মত যে মাছের সমস্যা সেটা পূরণ করবার জন্য সচেষ্ট হন। তারপর, জানতে চাই এই সাড়ে নয় লক্ষ টাকা দিয়ে ট্রলার কিনে যে ২৫ হাজার টাকায় বিক্রি করলেন তাতে কোন আত্মীয় কুটুম্বের কাছে এটা বিক্রি করেছেন? সেই আত্মীয়টিকে, সেই কুটুম্বটি কে? আপনারা যতই চেষ্টা করুন শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। ৯ লক্ষ টাকার জিনিস ২৫ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন একথা শুনলে লোকে হাসবে। এই জিনিস দেখলেই বোঝা যায় যে কতখানি স্বজন পোষণ করছেন। স্যার, শুধু কোল্ড স্টোরেজ-এর ক্ষেত্রেই নয়, বিরাট একটা চক্রান্ত ছিল এবং আমরা যদি বলি কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বিরাট চক্রান্ত ছিল তাহলে সেটা ভুল বলা হবেনা। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাক এই ব্যাপারে উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের চক্রান্ত যে আছে সেকথা বিশ্বাস করবার কারণ আছে। তারপর, মন্ত্রীমহাশয় কোন খবর রাখেন না যে কিভাবে মাছ ক্যাচ হচ্ছে। তিনি সেটা যদি দেখতেন তাহলে এই সমস্ত কথা উঠত না। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই সমস্ত কর্মচারীদের কথা তিনি চিন্তা করেন নি। এবং বাংলা দেশে যে শিল্প গড়ে উঠেছিল তার কথা তিনি চিন্তা করেন নি। আপনাদের স্ট্যাটিসটিকস অনুসারে ৬ লক্ষ যক্ষ্মা রোগী, কিন্তু আমাদের স্ট্যাটিসটিকস অনুসারে আরও অনেক বেশী যক্ষ্মা রোগী এখানে আছে যারা পুষ্টিহীনতার অভাবে ভুগছে। তাই অনুরোধ করছি যে, তাদের মাছ খাওয়াবার ব্যবস্থা করুন, ডিপ সী ফিসিং স্কীম চালু করুন এবং আবার কাজে ফিরে আসুন। আমরা দেখছি যে প্রস্তাব এসেছে তাকে নেপালবাবু সমর্থন করেছেন এবং আশা করি কংগ্রেস পক্ষ থেকে সকলেই এটা সমর্থন করবেন। আমাদের দাবী হচ্ছে কোলকাতায় বেস থাক, কর্মচারীদের চাকুরী থাক, বাংলাদেশের মানুষ মাছ পাক, এই সমস্যার সমাধান হোক এবং এরকম একটা প্রস্তাব নিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে জানান। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[1-20— 1-30 p.m.]

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে যে নন-অফিসিয়াল রেজলিউসন শ্রীকমলকান্তি গুহ মহাশয়ের নামে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তার অপারেটিভ সম্বন্ধে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমি মনে করি যে এই প্রস্তাব আনার খুব বেশী প্রয়োজন ছিল না। আপনি জানেন স্যার, আমাদের দেশে মাছের প্রয়োজন হচ্ছে ১৩৯ লক্ষ টন বৎসরে এবং তার মধ্যে মাত্র ৭০ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়। প্রত্যহ ৬০ লক্ষ লোকের মাছের চাহিদা হচ্ছে ২২ লক্ষ মণ এবং সেখানে সাপ্লাই হয় মাত্র ১১ লক্ষ মণ। অর্থাৎ সারা কলকাতার শতকরা ৫০ ভাগ মাছ সরবরাহের জন্য অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হয় বিহার উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, রাজস্থান এই সমস্ত দেশ থেকে আমাদের পশ্চিমবাংলায় মাছ সরবরাহ হয়। একথা প্রত্যেকেই আমরা জানি এবং আপনিও জানেন স্যার, মাছে ভাতে বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর মাছ অতি প্রিয় খাদ্য এবং আজকের দিনে ম্যাল নিউট্রিসনে অধিকাংশ লোক ভুগছে। তাই আজকে মাছের মত পোটেনসিয়াল ফুড আমরা যাতে সবাই পাই এটা নিশ্চয়ই আমরা কামনা করি এবং আমাদের স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তিনি এই আশা পোষণ করেছিলেন এই জিনিস কল্পনা করেছিলেন যে বাংলাদেশের মাছের অভাব আমরা নিশ্চয়ই দূর করতে পারবো যদি বাংলাদেশে যেসব নদী নালা মজা পুকুর রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় যদি মাছ উৎপাদন করা যায়। আপনি জানেন স্যার, অপটিমাম পোটেনসিয়াল অব ফিস কালটিভেসন হচ্ছে বাংলা দেশে ৯০ লক্ষ মণ। কাজেই বাংলা দেশের উৎপাদন দিয়ে সমস্ত মাছের চাহিদা মেটানো যায় না—সেজন্যই তিনি গিয়েছিলেন ডেনমার্কে, কোপেনহেগেনে এবং সেখান থেকে ২জন ডেনিস এক্সপার্ট নিয়ে এসে সার্ভে করবার জন্য বে-অব-বেঙ্গলে যে সমস্ত জায়গায় মাছের সম্ভাবনা আছে—যে ফিসিংয়ের সম্ভাবনা আছে সেগুলি কিভাবে এক্সপ্লয়েট করা

যায় তার জন্য তিনি চিন্তা করেছিলেন এবং তার জন্য দ্ুইখানি ডেনিস ট্রলার পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেনেন। স্যার, আপনি ও মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ৬ লক্ষ টাকায় ২টি সেকেন্ডহ্যান্ড ট্রলার রিকন্ডিসন করে কেনা হয়—উদ্দেশ্য ছিল এই যেটা আমরা বার বার শুনেছি মুখ্য মন্ত্রীর কাছ থেকে যে এটা এক্সপ্লোরেটারি স্কীম বে-অব-বেঙ্গলে কোথায় কোথায় ভাল মাছ পাওয়া যাবে—কোথায় কোথায় ফিস ক্যাচ বেশী পাওয়া যায় সে বিষয়ে তদারক করা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর ছেলেরা যাতে মেকানাইজড ফিশিংয়ের ট্রেনিং পায় সে সম্বন্ধেও চিন্তা করেন। এই ডিপ সী ফিসিং যখন চালু হোল সেদিনও বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বিদ্রোহী হয়েছিল—আজকে আবার তারা সেই জিনিস পুনরায় বজায় রাখার জন্য চোখের জল ফেলেছেন। যে জিনিস যখন চলে যায় তখন তার জন্য চোখের জল ফেলেন কিন্তু কেন যে চলে গেল সে সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করা দরকার।

স্যার, ১৯৫৫ সালে ১৯৫২ সালের একটা ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে টি সি এম তিনটা জাহাজ দিলেন বুল ট্রলার, সেই জাহাজগুলি ঝর ঝরে ভাঙ্গা, সেই জাহাজগুলি নিয়ে বেশীদূর কাজ এগুনো যায় না এবং যার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বার বার ধরে সেই টি সি এম-কে জানিয়েছেন শেষ পর্যন্ত টি সি এম আমাদের সেই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সেই জাহাজ তিনটা উইথড্র করেছেন। স্যার আপনাকে আমি এ কথা জানাতে চাই যে [illegible] ধরে লোকসানের কথা বলা হয়েছে আমি বলি নিশ্চয়ই লোকসান হয়েছে ৫৭ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে এই যে দুর্গত পশ্চিমবাংলা তার পক্ষে নিশ্চয়ই এটা [illegible] কথা সে [illegible] সন্দেহ নেই। কিন্তু যে কোন স্কীম যদি সেটা এক্সপ্লরেটারি স্কীম হয় তাহলে লোকসান যে অপরিহার্য এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এখন যে লোকসান হয়েছে সেই লোকসান হওয়ার সম্বন্ধে পশ্চিমবাংলা সরকারের যে কি হাত ছিল তা আপনি নিজে অনুমান করতে পারেন। সেখানে জাহাজের উপর কোন কর্তৃত্ব ছিল না, কোন এক্সপ্লোরেটারি স্কীম সাকসেসফুল করতে গেলে দরকার হচ্ছে ভাল টাইপ-এর জাহাজ, যাতে সেটা বাস্তবিক পক্ষে গভীর সমুদ্রে যেতে পারে। শুধু তাই নয় প্রথমদিকে চিন্তা করেছিলেন যে কলকাতা হবে অপারেশনাল বেস স্যার, আপনি জানেন যে কলকাতা থেকে বে অব বেঙ্গল এ যে ফিস ফিল্ড তার দূরত্ব হচ্ছে ১৬০ মাইল, যেখানে যেতে গেলে অন্ততপক্ষে ৮ দিন লাগে, এবং এই ৮ দিনের মধ্যে [illegible] করতে লেগে যায় ৪ দিন এবং মাছ ধরতে ৪ দিন থাকে। শুধু তাই নয় যেখানে জেটী ছিল ভাঙ্গা যাতে কুইক লোডিং এবং আনলোডিং হতে পারতো না এবং কোল্ড স্টোরেজ এর অভাব ছিল একথা আমরা প্রত্যেকেই জানি কাজেই যখন দেখা গেল [illegible] বোঝা ক্রমশ [illegible] যাচ্ছে যখন লোকসানের ভার ক্রমশ বেশী হয়ে যাচ্ছে তখন পশ্চিমবাংলা সরকার তাঁরা চিন্তা করেছেন এবং তাঁরা ঠিক করছেন যে এই স্কীমকে আর বেশী দিন চালু রাখা নিশ্চয়ই উচিৎ হবেনা। আমি জানি কমলবাবুর পার্টীর ডেপুটী লিডার ডাঃ কানাই ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমরা এক সঙ্গে পাবলিক একাউন্টস কমিটি মিটিং-এ এই জাপানীজ ট্রলার এবং ডেনিস ট্রলারদের [illegible] এর জন্য যে কনসিকোয়েন্ট লস হয়েছে তার সম্বন্ধে যে অডিট অবজেকশান হয়েছে ও সম্বন্ধে আমরা বার বার পর্যালোচনা করেছি। আমরা জানি যে একাউন্টেন্ট জেনারেল বার বার ধরে বিরূপ মন্তব্য দিয়েছেন। এবং এই অকেজো ট্রলারগুলিকে বিক্রী করে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। স্যার, আমি একথা বলতে চাইনা যে আমাদের বাংলাদেশে যে [illegible] ফিসিং ডেভেলপমেন্ট-এর কোন প্রয়োজন নেই। আমি একথা বলতে চাই যে স্কীম যে ভাবে চালু ছিল তাকে আরও বেশী দীর্ঘদিন চালু রাখলে বাংলাদেশে ঋণের বোঝা নিশ্চয়ই বেড়ে যেত।

[4-30—4-40 p.m.]

স্যার পরে ঠিক হয়েছিল যে কলকাতাকে অপারেশনাল বেস হিসাবে না রেখে যাতে আরো সমুদ্র নিকটবর্তী জায়গাকে অপারেশন্যাল বেস হিসাবে রাখা হয় তার জন্য এঁরা চিন্তা করেছিলেন। এঁরা চিন্তা করেছিলেন যে কাকদ্বীপ অপারেশনাল বেস হবে। কিন্তু [illegible] সেই জিনিস করা সম্ভব কিনা সেটা আমি এই বিধান সভার মাননীয় সদস্যগণকে চিন্তা করে দেখবার জন্য অনুরোধ করি। স্যার, মাননীয় শম্ভু বাবু কিছুক্ষণ আগে কমেন্ট [illegible] দিলেন। তিনটা জাহাজে নাকি ৪০ হাজার মন মাছ এ্যানুয়ালি আসবে। স্যার ডিরেক্টর অব ফিসারী, ডাঃ কে সি সাহা যিনি এ বিষয়ে এক্সপার্ট, তাঁর ওপিনিয়ান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকদিন কলকাতাতে ৫০০ মন মাছ সরবরাহ করতে গেলে অন্ততঃ ১২টা ফিসিং ট্রলারের

প্রয়োজন এবং এই ১২টা ট্রলার নিতে গেলে তার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হবে ৯৬ লক্ষ টাকা এবং শুধু তাই নয়, আজকে যে অপারেশন্যাল বেস কাকদ্বীপে হবার প্রস্তাব হয়েছে সেটা করতে গেলে ৩৫ লক্ষ টাকার দরকার হবে। টোটাল ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকাতে আমরা প্রত্যহ কলকাতার বাজারে ৫০০ মন মাছ পেতে পারি। এটা আমার ওপিনিয়ান নয়, ডাঃ কে সি সাহা, যিনি ডিরেক্টর অব ফিসারী, তাঁর ওপিনিয়ান। স্যার, আমি আজকে মাননীয় সদস্যদের এই কথা চিন্তা করে দেখতে বলি যে আমাদের দেশে যখন বর্তমানে জরুরী অবস্থা চলেছে তখন আমরা এই খরচ সংগত হলেও করতে পারি কিনা। সেজন্য আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে ডিপ সী ফিসিং-এর ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই সংগত হয়েছে। আমি সেই সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলি বিশ্বাস করি, আমাদের শ্রদ্ধেয় বলাই লাল দাস মহাপাত্র মহাশয় বলে গেছেন, আমাদের এখানে "Colonel Alcock Late Surgeon Naturalist to the Royal Indian Marine তিনি বলেছিলেন

The fisheries of the Bay of Bengal are of inestimable value, and that whoever has enterprise enough to take them up, and strength of purpose and length of means to stick to them will reap a manifold return"

স্যার, আমি এই কথা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশে মাছের অভাব মেটাতে গেলে আজকে বাংলাদেশের কাছাকাছি কোন জায়গায় অপারেশন্যাল বেস হওয়ার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। আজকে আমি এই কথাও জানি যে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের হাতে যখন তাঁদের ডিপ সী ফিসিং তুলে দেন তখন তাঁরা এই বিষয়ে প্রস্তাব করেছেন অপারেশন্যাল বেস যাতে বাংলাদেশে হয়। শুধু তাই নয়, আজকে পর্যন্ত যে সমস্ত কর্মচারী এর মধ্যে নিয়োজিত আছেন তাঁদের চাকরির যাতে কোন ক্ষতি না হয়, যাতে তাঁদের চাকরি থাকে এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক দূর এগিয়ে গেছেন এ কথাও জানি। সেজন্য আমার বক্তৃতার প্রারম্ভেই বলেছি যে কমল বাবুর এই যে রেজলিউসান এই রেজলিউসান সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল হলেও মনে করি যে এই রেজলিউসান সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিক।

ডাঃ নারায়ণ রায় : শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে শ্রীকমল গুহ মহাশয়ের প্রস্তাবটি সর্বান্তকরণে সমর্থন করবার সময় আমি আপনার মারফতে সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সকলে এক বাক্যে একমত যে কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে অবশ্য মন্ত্রী এখনও বাকী আছেন তিন রকম সুর পেলাম। এই তিন রকম সুর কেন পেলাম এটাই আমার প্রশ্ন। আমরা সব সময়ই শ্রীনেপাল রায়ের সংগে এক মত হই না তার মতামতকে আমরা মূল্য দিই না কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি এখানে যে কথাটা বল্লেন সেটা আমাদের সকলের সাথে মিললো কেন এটা আপনারা দেবকে ঠিক বলতে পারছি না। আজকে এই সভার সুরুতে একটা প্রশ্ন উঠেছিল যে ডাঃ রায়ের ছবিটকে দাঁড় করিয়ে তার তলায় দাঁড়িয়ে কালি মাখলে ডঃ রায়ের পূজা করা হয় না—নিজে ঐ বৃহৎ মানুষের তলায় দাঁড়িয়ে নিজেরা কত ছোট সেইটা খালি প্রমাণ হয়। আজকে যদি এটা বুঝতে হয় যে বিচার করার পর দেখা গেল আমাদের যিনি মাছের মন্ত্রী এলেন তিনি কয়েক দিন মাছের বাজারে দর করে হিসাব করে দেখিয়ে দিলেন ডাঃ বি সি রায়ের চেয়ে দেখছি তার হিসাব—এখন দেখছি ডাঃ বি সি রায়ের হিসাব অনেক ভালো। এই বি সি রায় যিনি এই ডিপ সী ফিসারী যেটা তিনি হবেই বলে মনে করেছিলেন ডঃ রায় মরা যাবার পরই আর এক জনের নেতৃত্বে এসে দেখা গেল না ওটা হওয়া উচিত নয়—তাহলে মানুষ কি ভাববে এটা আমি এখানে বলতে চাই। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে কি প্রশ্ন—প্রশ্ন হচ্ছে এই যে গভীর জলে মাছ ধরা এই প্রোগ্রাম কেন এখান থেকে চলে যাবে? বঙ্গোপসাগরে মাছ কিছু কমে গেছে? মানুষের মাছের চাহিদা কি কমে গেছে? মাছটা এখান ওখান চালান দিয়ে বম্বে যেমন করছে মাছ যেমন একটা ম্যাড্রাসে ইনডাস্ট্রি হয়েছে বাংলা সেখানে কেন ফেল করলো? কেন পারলো না? পারলো না এখানে অনেক বিচার্য বস্তু আছে অনেকগুলো সম্বন্ধে আমাদের বিরোধীতা আছে। কতকগুলো জায়গায় সরকারের গলতি হয়েছে আমরা তাকে নেপটিজম বলি। সেই রকম ঘটনা হয়েছে। কিন্তু আজ সেই কারণে কেন তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। ডঃ রায়ের মত লোক কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বার বার যখন প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে যদি বাংলা সরকার না নিতে পারে আমার শ্রদ্ধেয় সদস্য অবনীবাবু বল্লেন কয়েক লাখ টাকা নাকি

লোকসান হবে—কয়েক লক্ষ টাকা দেনা আরও বাড়বে—যে মন্ত্রীমণ্ডলী বাংলাদেশকে ঋণের জালে তিলে তিলে মারছে—এই মাছের জন্য যে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ আর দেনা হবে এটা দেখাচ্ছেন এটা তিনি সত্যিই মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন? ঋণ হবে মাছের কারবার করার জন্য একথা কি ডাঃ বি সি রায় জানতেন না? তখনকার ক্যাবিনেট কি জানতেন না? তখনকার কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কি জানতেন না? আজকে কি এমন ঘটনা ঘটলো যার জন্য এই স্কীম পর্যন্ত চলে যাচ্ছে? ডাঃ বি সি রায় জানিয়েছিলেন যে এখানে বাঙ্গালীর শতকরা ৮০ জন ছেলের চাকুরী নেই—তার জন্য এটা নিশ্চয়ই দরকার। এটা অবশ্য আসল কথা নয়—আসল কথা হচ্ছে যে বাংলায় মৎস্যের একটা শিল্প হতে পারতো তার জন্য কোল্ডস্টোরেজের কথা, তার জন্য কাকদ্বীপে সমস্ত বন্দোবস্তের কথা—তার জন্য যে একটা সংগঠনের কথা উঠেছিল এবং সেটা তিনি করতে গিয়েছিলেন। সেই মানুষটা ছিলেন লম্বা এবং তাঁর দৃষ্টিও ছিল সুদূরপ্রসারী—আর আজ মানুষগুলো অত্যন্ত ছোট এবং তাঁদের দৃষ্টিও তাই ছোট হয়ে গেছে। এরা আজকে গর্ব করে দাঁড়িয়ে বলেন যে আমাদের পরিকল্পনা সফল হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে যাতে এই পরিকল্পনাকে জলে পরিণত করা যায় সেই চেষ্টা এঁরা করছেন। এছাড়া আর কি হতে পারে? আজকে আমার বক্তব্যের শেষে আমি সমর্থন করবার সময় আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি তিনটি। এখানে তিনটি মত কেন হবে? আবার হয়তো মন্ত্রীদের একটা মত হবে। মন্ত্রীরা একটা বলে থাকেন এবং যার পরে আর কোন জবাব হবে না। আজকে মাছের দর ৪ টাকা হবে, চার আনা পিস হবে আর কাগজওয়ালারাও সেই রকম বলে থাকেন কিন্তু কোথায় সেই মাছ যা অল্প দরে পাওয়া যাবে। দিন চলে গিয়েছে এই মূল কথাই শুনে আসছি। একজন সদস্য কংগ্রেস দলের হয়তো তিনি রাজনীতির ধার ধারেন না তিনি বল্লেন যে আমি বিরোধীতা করছি কেন করছেন বা কি ব্যাপার তা তিনি জানেন না দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে বিরোধীতা করবার জন্য তিনি বিরোধীতা করে চলে গেলেন। তারপর এলেন নেপাল বাবু, কিন্তু বাংলাদেশের লোক মাছ খাবে তার জন্য যে সেটা কেন তুলে দেওয়া হোল সে কথা তিনি বল্লেন না—অবশ্য তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলো আমাদেরই কথা বলেছিলেন এবং সেই জন্য আমি চাই যে আমাদের যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নেপালবাবু যে যুক্তি দিয়েছেন সেগুলো খণ্ডন করুন। আর একজন কোঁথ পেড়ে পেড়ে তিনি যে কি বল্লেন তা হয়তো তিনিই জানেন না। তিনি একবার ডাঃ রায়ের নাম করলেন আর একবার ফজলুর রহমানের নাম করলেন এবং শেষে তিনি বর্তমানের মানুষকেই সমর্থন করে গেলেন একটা হাস্যাস্পদ বক্তৃতা করে গেলেন। আমি বক্তৃতার শেষে বলছি যে এটা কোন দলগত ব্যাপার নয়। বাংলাদেশে একটা শিল্প হবে—সেই শিল্পের জন্য এখানে যদি কোন জায়গায় তা করা হয় তাতে ভালইতো হবে। সমুদ্রের মাছ চলে যায় নি মানুষের মাছের চাহিদাও যায় নি বাংলার মানুষের একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য হচ্ছে মাছ। টা অভিশপ্ত হয়ে আছে এর একটা ব্যবস্থা করা যায় না কি? এই স্কীমটাকে খুন করছে এটা প্রমান করবার দরকার হয় না। এখানে কিছু লোকের স্বার্থ আছে। তারা এই জনাই ১০০ টাকার মাছকে ৫ টাকা ১০ টাকা ১৫ টাকা সেরে নিয়ে গেছে। এই ট্রলারগুলো ৯৭৫টি ওয়ার্কিং ডে'র মধ্যে ২৯৯ দিন কাজ করেছে এবং ৬৭৪ দিন রিপেয়ারের নামে তারা বসে ছিল—কেন হয়েছিল এটা? যদি এটা সত্য হয় তাহলে এর বিচার হোক। কিন্তু জাহাজগুলো বসে না থাকলে এই লোকসান হোত না। এবং জাহাজগুলো যে মাছ আনতো সেই মাছ যদি ফোড়েদের হাতে না দিতেন তাহলে এই লোকসান হোত না। এর জন্য স্কীমটাকে কার্টেল করতে হবে একথা কে বল্লো আপনাকে? বাংলাদেশের একটা আগামী দিনের শিল্প এটা কেন নষ্ট হবে? বাংলাদেশের পাশে সমুদ্র রয়েছে বাংলাদেশের লোকও রয়েছে সরকারও রয়েছে সেখানে কেন এটা হবে না? নরওয়ে ইংল্যাণ্ডের মত ছোট দেশ যেখানে সমুদ্রে মাছ ধরে পৃথিবীর বহু জায়গায় চালান করে সেখানে কেন বাংলাদেশে মাছ একটা প্রফিটেবল কনসার্ণ হতে পারে না? এই জনাই আমি এই বক্তব্যটা আপনাদের সামনে রাখলাম—যে তিনটি কথা কেন হোল এটা আপনারা নিজেরাই বিচার করুন আমাদের এই কথাগুলো আপনারা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। এখানে অনেকে বলেছেন কিন্তু আপনাদের মধ্যে যারা এখানে ঘুরেটুরে বেড়ান লবিতে-টবিতে নিজেরা একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা দেখান আমি তাঁদের কথা ছেড়ে দিতে পারিনা। সেইজন্য আমরা আবেদন করছি যে এখানে অন্য কিছু না করে কমল গুহের প্রস্তাবটা সর্বান্তঃকরণে সকলে

সমর্থন করে এটা কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি অপারেটিভ পোরসনটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেখানে অবনীবাবুর কোন আপত্তি নেই। এখানেই অপারেসনটা বেস হোক কাকদ্বীপে সব কিছু হোক এখানেই ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের নেতৃত্বে ফিসারী হোক এটা আপনারা করুন। যদি বাঙ্গালীরা না পারেন তো ওখানকার ম্যাড্রাসী লোকেরা এসে করুক কিন্তু হোক বাংলা দেশে। বাংলা দেশের মধ্যেই এটা হোক বাংলা দেশেই ষ্টোরেজ হোক এটা কেন করতে পারবেন না? আমার বক্তব্য শেষ করার সময় এই প্রস্তাবকে আবার সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এই বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

[4-40—4-50 p.m.]

শ্রীজওহরলাল ব্যানার্জি: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি খুব মনযোগের সঙ্গে বিরোধী-পক্ষের বন্ধু কমলাকান্তি গুহ যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন সেটা পড়েছি এবং সেখানে তিনি দিয়েছেন "so that the operational base for deep sea fishing is set up by the Union Government within this State and employees of the West Bengal Deep Sea Fishing Board are absorbed by the Union Government for the purpose of carrying out its own scheme of deep sea fishing in West Bengal."

তাহলে মোটামুটি দুটি ভাগ। একটিতে তিনি এই প্রস্তাব এনেছেন এইজন্যে যে আমাদের পশ্চিমবাংলার অন্ততঃ ৮০ জন লোক যাহা আজকে এই ডিপ সী ফিসিং-র সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তাদের যাতে চাকরী না যায় সেই আশংকা তিনি করেছেন। এবং আর একটি করেছেন যাতে তিনি বলেছেন যে,

destroying all possibilities of developing the deep sea fishing in West Bengal as a means to augment the supply of fish

এবং যাতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য সরবরাহের জন্যে ডিপ সী ফিসিং-র যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেটা নষ্ট না হয়ে যায়। আমি একে একে সেই কথাগুলির উত্তর দেবো। তারপর প্রথমেতে তিনি বলছেন ৮০ জন এমপ্লইজ সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের মৎস্যমন্ত্রি তাঁর আগের একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডস যারা তাদের এ্যাবজর্ব করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এবং আমি অনুসন্ধান করে দেখলাম যে ৪৫ জন হচ্ছে টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডস তাহলে আমি দেখছি যে প্রায় ৫৬·৬ অনেকে বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে যে বিরাট আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে তার মধ্যে ৩৫ জনকে এডজষ্ট করলে কতটুকু করা হল? আমাদের সরকারের দরদ আছে তারা আনএমপ্লয়েড লোক চান না। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এদের চাকুরী থাকবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয় আর একটি কথা হয়েছে অপারেশন বেস। বিরোধীপক্ষের বন্ধুগণ যেন পশ্চিমবঙ্গ ডিপ সী ফিসিং উইথড্র করে নেওয়া হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। জিনিসটা হস্তান্তরিত করা হয়েছে যেটা পশ্চিম-বঙ্গ সরকার করতেন সেটা কেন্দ্রীয় সরকার করবেন। অতএব সে ক্ষেত্রে যে সব মৎস্য ধরা হবে সেটা বঙ্গোপসাগরে ধরা হবে এবং সম্ভব হলে বেশীর ভাগ মাছ পশ্চিমবঙ্গের বাজারে বিক্রী করা হবে। সুতরাং অপারেশন বেস নিয়ে ভয়ের কোন কারণ নেই। আজকে বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা স্কীম নিয়ে গোলমাল করছেন। কিন্তু তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে তাঁদেরই একজন বলেছেন যে এই ট্রলার দিয়ে মাছের অভাব মিটবে না, কারণ, যে মাছ ধরা পড়বে তা খাওয়া যাবে না এবং বাংলা দেশের মানুষেরা খারাপ মাছ খেতে চাইবে না। আজ দেখছি ডাঃ রায়ের উপর এদের শ্রদ্ধা আমাদের চেয়ে বেশী, যেমন মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। ডাঃ রায় আজসে বেঁচে থাকলে ভাল হত। যাই হোক এই স্কীম সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। নিখিল-বাবু নিজেই বলেছেন যে এটা একটা এক্সপেরিমেণ্টাল স্কীম। অতএব এক্সপেরিমেণ্ট করা হয়েছে এবং তাতে অনেক কাজ হয়েছে। আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা বলেছেন যে অনেক মাছ আছে বঙ্গোপসাগরে। শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ নারায়ণ রায় যা বলেছেন তাও ভাল করে শুনেছি।

বঙ্গোপসাগরে যে প্রচুর মাছ আছে সেটা জানবার জন্য এবং এক্সপেরিমেণ্ট করবার জন্য এই স্কীম-এর প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং সেদিক থেকে এই স্কীম সার্থক হয়েছে। নারায়ণবাবু একে

সমর্থন করেছেন, তবে বলেছেন যে মাছের জন্য কিছু টাকা নষ্ট হয়েছে। বাংলা দেশে মাছ এক্সপ্লোর করবার জন্য যে স্কীম তাকে সাকসেসফুল করবার জন্য এবং প্রাইমারী স্টেপ নেবার জন্য যে অর্থ খরচ হয়েছে সেটা বৃথা খরচ হয়নি। আমাদের বিরোধীদলের অনেক বন্ধু বলেছেন যে একে কেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের হাতে দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁরা একথাও বলেছেন যে, আমাদের জাহাজগুলো সারাবার জন্য অনেক টাকা নষ্ট হয়েছে। একথা স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের কোন ওয়ার্কসপ নেই এবং যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ওয়ার্কসপ আছে সেহেতু তাঁদের পক্ষে এই জাহাজগুলো সারান সুবিধা। কাজেই সমস্ত জিনিস দেখে মনে হয় যে ভয় তাঁরা করছেন সেই ভয়ের কোন কারণ নেই। স্যার, আমি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছি কমল গুহ যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিলনা। তবুও যখন দিয়েছেন তখন মনে হয় বিরোধীতা করাই যেন বিরোধীদলের একমাত্র কাজ। তা নাহলে যেদিন এটা করা হয়েছিল সেদিনও এঁরা বিরোধীতা করেছেন এবং আজ যখন উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখনও এঁরা বিরোধীতা করছেন। যাহোক, অনেকে যে এই স্কীমকে ভাল বলেছেন তার জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে আসন গ্রহণ করছি।

[4-50—5 p.m.]

শ্রীননী ভট্টাচার্য: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাংলা ভাষায় একটি কথা আছে "গভীর জলের মাছ"। তাই আজ গভীর সমুদ্রের মাছ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে স্বভাবতঃই মনে পড়ছে যে অনেক গভীর জলের মাছ এখানে আছে যাদের ধরতে পারছি না। তবে শুধু এখানেই নয়, একেবারে দিল্লী পর্যন্ত আছে এবং কতকগুলি জিনিস আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে সেই গভীর জলের মাছদের বুঝে উঠা কঠিন। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এর আগে বললেন যে আমাদের পরিকল্পনা স্বার্থক হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এই ডিপ সী স্কীম তুলে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন পরিকল্পনা সফল হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনা কতটা যে সফল হয়েছে সেটা সাদা মাঠা কথায় বলা যাচ্ছে যে বঙ্গোপসাগরের কোন অঞ্চলে মাছ আছে সেটা নির্ধারণ করা এবং কত মাছ পাওয়া যায় সেটা ঠিক করা। স্যার আমরা বিভিন্ন রিপোর্ট দেখলাম এবং অনেক আলোচনা এখানে হোল কিন্তু কংগ্রেস পক্ষ থেকে কেউ একথা বলেননি যে পশ্চিম বাংলার কোথায় বেশী পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় সে জায়গাটা জানা যায়নি বা একথাও কেউ বলেননি যে পশ্চিম বাংলায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়না। একটি পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য এই ডিপ সি ফিসিং স্কীম সুরু হোল এবং সেই পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে জানা গেল যে বঙ্গোপসাগরের অমুক অমুক জায়গায় মাছ আছে। আমি এক্সপার্ট এর রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করব না কারণ অনেক সদস্য এ সম্বন্ধে বলেছেন। আমি শুধু বলতে চাই যে প্রচুর পরিমাণে মাছ আছে। স্যার, এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার ব্যাপারে যে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে সেদিকে হাত দেওয়া হোলনা বা এতদিনের মধ্যে কোল্ড স্টোরেজ করে কাকদ্বীপে যে অপারেসনাল বেস্ করবার দরকার ছিল তা করা হোলনা বা অন্যান্য যে সমস্ত দুর্নীতি রয়েছে সেগুলো দূর করা হোলনা অথচ এটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হোল। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সেটাকে স্বেচ্ছায় তুলে দিচ্ছেন? মন্ত্রিমহাশয়রা বলেছেন যে পরিকল্পনা সফল হয়ে গেছে। এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে যদি সফলই হোল তাহলে এই প্রকল্পকে কার্যকরী করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিলেন? এটা কিন্তু বোঝার ব্যাপার নয়। আমরা হয়তো মুর্খ লোক তাই বুঝতে পারছি না। আমরা একটা লক্ষ্য করছি যে দীর্ঘ দিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকার-এর সঙ্গে ডাঃ রায় থাকাকালীন একটা ঝগড়া চলে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বার বার চাপ দিয়েছে যে ডিপ সি ফিশিং স্কীম যেন বাংলা দেশের সরকার ছেড়ে দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেয়। টি সি এম মারফত যে ট্রলার আমরা পেয়েছিলাম সেগুলি সফল হওয়ার পর ট্রলার বিক্রি করার কথা ছিল। কিন্তু কোথায়ও এটা ছিল না এগ্রিমেন্টের মধ্যে যে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এটা তুলে দিতে হবে। সেটা না হয় বাদ দিলাম, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারও যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাই। কিন্তু একটা চাপ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বার বার লক্ষ্য করছি কয়েক বছর ধরে এবং সেই চাপের বিরুদ্ধে ডাঃ রায়কে সংগ্রাম করতে দেখেছি। যখন সেই চাপ আরও তীব্র হয়ে উঠলো তখন দেখতে পেলাম যে ডাঃ রায় ৫।৬ সর্ত সেখানে রাখলেন যে অপারেশন বেস এখানে করতে হবে এবং এটা উল্লেখযোগ্য যে তিনি বলেছিলেন যে অন্যান্য বাঙ্গালী ছেলেরা যারা

চাকুরীতে আছে তাদের এখানে চাকুরী দিতে হবে—তাদের ছাঁটাই করা চলবে না এবং ৩নং হচ্ছে শতকরা ৫০ জন টোট্যাল এমপ্লয়ীর মধ্যে বাঙ্গালীকে নিতে হবে। আমি বুঝলাম না যে এখানে মৎস্যমন্ত্রি যখন বল্লেন যে এই পরিকল্পনা ছেড়ে দেওয়া হোল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তখন অন্ততঃ সেই সর্তগুলি ছেড়ে দিয়েছেন কিনা। আমি বুঝে উঠতে পারছি না গভীর জলের মাছ এবং তাদের পক্ষের অল্প জলের মাছ যারা অল্প জলে সাঁতার কাটেন তাদের এবং সেইজন্য বিভিন্ন রকম সুর তাদের গলায়। কেন অপোজিসনকে সাপোর্ট করলেন নীতির দিকে গেলেন না কেউ বল্লেন সমর্থন আছে —কেউ না বুঝে বিরোধীতা করে বসলেন—আবার কেউ বল্লেন এই প্রস্তাবের দরকার নেই এই রকম নানা ধরণের কথা শুনতে পেলাম। অবশ্য আমি সেগুলি সমালোচনা করতে যাচ্ছি না। তবে একটা প্রশ্ন যে মাছের ব্যাপারে আমাদের পরমুখাপেক্ষী হতে হয়। মাছ বাংলা দেশের প্রধান খাদ্য এটা বাইরের লোকরা জানেন এবং যে প্রয়োজন তার পরিমাণের অনেক কম আমাদের দেশে উৎপাদন হয়। কিন্তু আজকের দিনে অনেক জায়গা আছে অনেক নদী খাল বিল আছে সেখানে মাছের চাষ করে চাহিদা মেটানো যাবে না এবং সম্ভবও নয়। সী ফিশিংয়ের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে—এটা আমাদের কথা নয়—এটা বিভিন্ন এক্সপার্টদের অভিজ্ঞতার কথা এবং সেখানে আমাদের যে প্রস্তাব এই ডিপ সী ফিশিংকে পশ্চিম বাংলা সরকার বাতিল করে দিচ্ছেন—সেটা তুলে দিচ্ছেন অন্যের হাতে। এটা জানা যাচ্ছে না যে বঙ্গোপসাগরে অপারেশন বেস হবে কিনা, বিশাখাপত্তমের মাঝে এটা হবে কিনা এবং শুধু তাই নয় আরও সন্দেহ করবার কারণ আছে যথেষ্ট কারণ আছে যে কেন্দ্রের তরফ থেকে এই ডিপ সী ফিসিং স্কীমকে নেবার জন্য যে চাপ ক্রমাগত বড় হয়ে উঠেছে তার পেছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে কিনা, বাংলা দেশে এই চাষ বন্ধ করে দিয়ে অন্য জায়গায় প্রবর্তন করা হবে কিনা—এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোক এই ভাবে এই ব্যবসাকে অন্য প্রদেশে বাড়িয়ে তোলবার কথা ভাবছেন কিনা বাংলা দেশের হাত থেকে এই ব্যবসাকে কেড়ে নিয়ে?

[5—5-10 p.m.]

এটা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। আজকে হয়ত সমস্ত ফ্যাক্টস দেবার মত অবস্থা আমার নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্ত ফ্যাক্টস আমি দিতে পারব, সে ভরসা আমি রাখি। সেইদিন থেকে আমি বলছি একটা বিরাট ষড়যন্ত্র দীর্ঘদিন ধরে চলছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এবং বাংলার মৎস্য মন্ত্রির দপ্তরের সঙ্গে চলে এসেছে। বাংলা দেশের মৎস্য ব্যবসার উপরে একটা বিরাট আঘাত হানার জন্য। এই দিকে তাকিয়ে আমি আপীল করছি, আবেদন করছি যে এখানে যে সদস্য হউন, সে কংগ্রেস পক্ষের সদস্য হউন আর বিরোধী পক্ষের সদস্য হউন একযোগে অন্ততঃ এই ব্যাপারে দাঁড়াতে হবে। এবং বলতে হবে এখানে মাছের চাষ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তা নিন কিন্তু এই বঙ্গোপসাগরে যেখানে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যাবে বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন যেখানে কোন কোন জায়গায় বেশী পরিমাণ মাছ আছে বলে আবিস্কৃত হয়েছে সেখানে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল সেগুলি সংশোধন করে নিয়ে যাতে মৎস্য চাষের ডিপ সী ফিশিং-এর ব্যবস্থা পুরাপুরি বঙ্গোপসাগরে হয় এবং অপারেশন্যাল বেস যাতে এখানে গড়ে উঠে তার ব্যবস্থা করে সেই মাছকে যাতে লোকসানে বিক্রী করতে না হয় অন্ততঃ ইকনমিক প্রাইসে বিক্রয় করবার জন্য যাতে সরকার যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য যে প্রেসার সেই প্রেসার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দিতে হবে। অনেকে বলেছেন আমি পুনরাবৃত্তির মধ্যে যাচ্ছি না সুতরাং এই আবেদন প্রত্যেকটা মাননীয় সদস্যের কাছে রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজয়নাল আবেদীন: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য কমলকান্তি গুহ আজকে যে প্রস্তাবের অবতারণা করছেন এই প্রস্তাবের মূল বিষয় বস্তুর সঙ্গে এবং নীতিগতভাবে এবং এই প্রস্তাবের প্রচেষ্টার সঙ্গে আমাদের আদৌ কোন বিরোধ নেই। এবং আজকে এই বিধান সভায় সর্বপেক্ষা মাননীয় সদস্যরা যে আলোচনার অবতারণা করেছেন তাতে এই কথা প্রকট হয়ে উঠেছে যে এই প্রস্তাবের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এই হাউসের কোন সদস্যর পার্থক্য নেই। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় কমল গুহ আজকে ৩০শে আগষ্ট যে প্রস্তাব এই বিধান সভায় উপস্থাপিত করছেন—এক বছরেরও বেশী আগে এই প্রস্তাবের যে বিষয়বস্তু এর প্রতিকার

রাজ্য সরকার করেছেন। আমি আপনাদের জানাতে পারি প্রস্তাবের যে মূল কথা ডিপ সী ফিশিং-এর যে সমস্ত কর্মচারী এই কর্মচারীদের নিয়োগের সম্বন্ধে যে দাবী তিনি করতে বলেছেন রাজ্য সরকারকে এবং এই ডিপ সি ফিশিং-এর অপারেশনাল বেস পশ্চিমবঙ্গের কোথাও স্থাপনের জন্য যে সুপারিশ তিনি করতে বলেছেন রাজ্য সরকার এই প্রস্তাবের অনেক আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এবং সেই আলোচনা যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে এবং একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত ছাড়াও অনেক বিষয়ে আংশিক সিদ্ধান্ত করতে পেরেছি। মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ দিই এইজন্য যে তিনি এই প্রস্তাবের অবতারণা করে সবারই মুখ দিয়ে অন্ততঃ একটা জায়গায় আমরা একমত হতে পেরেছি, প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে তো বটেই সরকারী নীতি আজকে বিরোধীপক্ষ সমর্থন জানিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় প্রস্তাবের যে মূল বিষয় এই ডিপ সী ফিশিং-এর ৮০ জন কর্মচারীর কথা বলেছেন বাস্তবে সেখানে ৮৬ জন কর্মচারী আজ পর্যন্ত নিযুক্ত আছেন এবং এই ৮৬ জন কর্মচারীর মধ্যে টেকনিক্যাল স্কীল্ড ষ্টাফ-দের কেন্দ্রীয় সরকার ফিশিং স্কীমে এভজরভড্ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ চেয়েছেন about qualification and actual work,

এবং এই তথ্য সংগ্রহ করার পর আজকে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে এই টেকনিক্যাল স্কীল্ড ষ্টাফ যারা ছিলেন তাদের বেকার হয়ে যাবার কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু তবুও আজকে মাননীয় সদস্যদের ধন্যবাদ, সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে অন্ততঃ একদিন এক বেলায় তারা মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তারপরে আরেকটা বিষয়ে প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে যে ডিপ সি ফিশিং-এর প্লেস যেন ওয়েস্ট বেঙ্গল-এ থাকে--এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে রাজ্য সরকারের আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনার ভিত্তিতে এখন পুরাপুরি সম্মতি না পাওয়া গেলেও এইটুকু প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এ যে ফিশিং হারবার আছে এখানে অ্যাজ ফার এজ পসিবল মনোযোগ দেবেন। এবং মাননীয় কমলবাবু যে বলেছেন যে ফিশিং স্কারসিটি ইন দি স্টেট একথাও বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং তারা এ প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছেন যে মাছ ধরা হবে অ্যাজ ফার অ্যাজ প্রাকটিকেবল ক্যালকাটা মার্কেটে এগুলি আনা হবে। এ বিষয়ে অনেক সদস্য আজকে আলোচনা করেছেন যে কেন রাজ্য সরকার এই স্কীম কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই এই অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু আমি একটা কথা তাদের জানিয়ে দিতে চাই যে টি সি এম ডিপ সী ফিশিং স্কীমের জন্য তিনটা জাপানী ট্রলার আমাদের দিয়েছিল তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আমেরিকা সরকারের চুক্তি হয়নি, ভারত সরকারের সঙ্গে আমেরিকা সরকারের চুক্তি হয়েছিল, আমেরিকার কর্তৃত্বাধীনে জাপান থেকে টেকনিসিয়ান এসেছিল। বস্তুতঃ এই জিনিসের মালিকানা ভারত সরকারের এবং কর্তৃত্ব ভারত সরকারের। এতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মতি ছিল কিন্তু আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আজকে মাননীয় সদস্যদের আলোচনায় ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক দেখানর চেষ্টা হয়েছে যেন ভারত সরকার একটা বিদেশী সরকার, ভারত সরকারের সঙ্গে মেম্বার স্টেট হিসাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করব সর্বভারতীয় এবং সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অধিকতর উদারতার সঙ্গে তাঁরা এ বিষয়ে যদি চিন্তা করে দেখেন তাহলে আজকে ভারত সরকার এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছেন বলে তাঁরা যে ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছেন তার প্রয়োজন হবে না। বস্তুতঃ ডিপ সি ফিশিং স্কীম এ্যাবানডান হচ্ছে না, এটা পরিত্যক্ত হবে না, শুধু এজেন্সি কর্তৃত্ব একটু রদবদল হচ্ছে। ডিপ সি ফিশিং তুলে দিচ্ছি এ কথা কখনও বলিনি। ভারত সরকার একথা বলেনি যে এই জাহাজ যোগে ডিপ সি ফিশিং স্কীমের মাধ্যমে যে মাছ ধরা হবে পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলে সেই ধৃত মৎস্য কলকাতাতে মার্কেটেবল করা হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে প্রশ্ন তুলেছেন এর উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে কিনা এবং আজকে কেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করছেন। কালকে কিংবা আগের দিন মাননীয় মৎস্য মন্ত্রিমহাশয় এই সভায় কোয়েশ্চেন এ্যানসারের সময় এই তথ্য দিয়েছেন। আমি আবার দৃঢ়তার সাথে আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের কাছে বলতে চাই যে এই পরিকল্পনা ব্যবসায় ভিত্তির পরিকল্পনা ছিল না, মূলতঃ এর লক্ষ্য ছিল

(1) to locate the best fishing grounds in the Bay of Bengal; (2) determine the proper fishing seasons; (3) ascertain the types of fish available—surface,

mid-water and bottom; (4) decide the type of gear and craft most suitable for working in these waters at different levels; and also (5) arrange the training of Indian personnel for operating the vessels and gear.

সরকারী পরিকল্পনায় উৎসাহিত হয়ে প্রাইভেট সেক্টরের কেউ যদি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, বাংলার মৎস্য সমস্যা সমাধানে কোন প্রাইভেট পার্টি যদি উৎসাহিত হয়ে আসেন এও একটা বড় লক্ষ্য রাজ্য সরকারের ছিল।

[5-10—5-20 p.m.]

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, আমি আগেই বলেছি যে রাজ্যসরকার থেকে যে ড্যানিস ট্রলার দুখানা কেনা হয়েছিল সেই ড্যানিস ট্রলার দুটো বিদেশের সমুদ্রের উপযোগী এবং বিদেশের সমুদ্রে যে সমস্ত মাছ পাওয়া যায় তার উপযোগী। ভারতবর্ষে এই প্রচেষ্টা আগে বস্তুতঃ কেউ করেনি। একথা অস্বীকার করতে বাধা নেই যে পশ্চিমবাংলায় তথা ভারতে এ বিষয়ে আমরা অনভিজ্ঞ ছিলাম। সুতরাং এবিষয়ে আমাদের পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল এবং এই পরিকল্পনাকে চালু করার জন্য বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। বিদেশী ট্রলারে যে ক্রাফ্ট যে গীয়ার প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, পরীক্ষা করে দেখা গেছে অপারেসনের পর যে সমুদ্র উপকূলে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মাছের জন্য এই ট্রলার অনেকাংশে অযোগ্য এবং এর জন্য বিশেষ ক্রাফ্ট এবং বিশেষ গীয়ারের প্রয়োজন আছে। এই ট্রলার রিকণ্ডিসানিং, অলটারেসন এবং রিপেয়ার করবার প্রয়োজন হয়েছে, এই করবার প্রয়োজন হওয়ার জন্য আমাদের ব্যয় হয়ত কিছু বেশী হয়েছে কিন্তু এই ব্যয়কে লোকসান বলার কোন যুক্তি নাই। আমরা একাধিকবার বলেছি যে এই স্কীম পরিচালনা করার জন্য আমাদের এত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এই স্কীমে বাই প্রোডাক্ট হিসাবে এত টাকা রাজ্যসরকারের তহবিলে আমরা দিতে পেরেছি কিন্তু একথা একবারও বলিনি যে এত টাকা লোকসান হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, এ ছাড়া একজন সদস্য বলেছেন মিঃ বারোজের ধারণা যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিশিং গ্রাউণ্ডের যথেষ্ট উপযুক্ত ক্ষেত্র কিন্তু টি সি এন-এর সংগে মিঃ বারোজের ধারণায় মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয় অনেক সদস্য এই প্রস্তাব আলোচনা করতে গিয়ে অপ্রাসংগিক এবং অবাস্তব আলোচনা করেছেন—তার কোন উত্তর দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা কিন্তু দুই একটা কথা আমি বলতে চাই, মাননীয় কমলবাবু প্রথমে যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে মহাভারত রামায়ণ তুলে ধরেছেন যে মৎস্য নাকি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় বস্তু মানব জীবনে। অবশ্য তাঁর প্রিয়বস্তু কিনা জানিনা কিন্তু এটা যে মানব জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় বস্তু নয় এর প্রমাণ আছে। মৎস্য প্রিয় খাদ্য হতে পারে এবং মানুষ এটা খায় ইট টু লিভ নট লিভ টু ইট মাননীয় নিখিল দাস মহাশয় মৎস্যমন্ত্রির বিরুদ্ধে আবর্জনায় নেমে গিয়ে যে সমস্ত আলোচনা করেছেন তার উত্তর দেয়া নিষ্প্রয়োজন বলে আমি মনে করি. তিনি নিজেই জানেন যে তাঁর বক্রোক্তি, কটুক্তি এবং শ্লেষোক্তি অতি অসত্য, ভিত্তিহীন—একথা বলেই আমি শেষ করছি।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই এবং মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এক্ষণে বলেছেন যে যাদের চাকরী যাচ্ছে তাদের এক অংশকে কেন্দ্রীয় সরকার নেবেন এবং বাকী অংশকে আমরা এ্যাবজর্ব করবো। অন্যান্য বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কাজেই আমি অনুরোধ করবো যে যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন তিনি এটা প্রত্যাহার করে নিন।

শ্রীকমলকান্তি গুহ: মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে আজকে যে বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছি সে সম্বন্ধে এই হাউসে মাননীয় সদস্যদের মতামত আমরা শুনেছি। আমি অবশ্য দেখলাম যে আজকে কংগ্রেসী সদস্যরা এক নেপালবাবু বাদে, নেপাল বাবুই পুরোপুরি সমর্থন করেছেন এবং আমাদের যে মূল সুর তার সংগে সুর বেঁধে কথা বলেছেন, কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য এও আছে ও ও আছে এরকম করে পাশ কাটিয়ে গেছেন, আবার সমর্থনও করেছেন—এই ধরণের কথা বলেছেন। তাঁরা যে কি বলতে চাচ্ছেন তা পরিষ্কার করে বুঝা যায়নি, তবে কিছুক্ষণ আগে ডাঃ জয়নাল আবেদিন যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন সরকারের ডিপ

সী ফিশিং পরিকল্পনায় যে ৮০ জন সরকারী কর্মচারীর চাকরী যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে অন্ততঃ পক্ষে একদিনের জন্যও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আমরা আমাদের মহত্ব দেখিয়েছি কিন্তু তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত নন, হালে নির্বাচিত হওয়ার পর কংগ্রেসের সদস্য হয়ে তিনি জড়িত হয়ে পড়েছেন। তিনি জানেন না যে, যেখানে সরকারী কর্মচারীরা ছাঁটাই হচ্ছে বা সরকারী কর্মচারীদের উপর অন্যায় অবিচার হচ্ছে সেখানে বামপন্থীরা চিরকাল দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ মতামত জানিয়েছেন। এই হাউস-এই গতবার ডাঃ বিধান রায় যখন গত বৎসর ছিলেন সেখানে বাজেট সেসানে আমরা সরকারী কর্মচারী ছাঁটাই, চাকরী যাওয়া সম্বন্ধে যে সরকারী প্রস্তাব এনেছিলাম, তার উপর-আলোচনা হয়েছিল ডাঃ জয়নাল আবেদিন তিনি জানাবেন কি করে? তিনি হচ্ছেন ভয়েস অব মাস্টার অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন ভয়েস অব আভা মাইতি। আভা মাইতি ওখান থেকে তাকে যা শিখিয়ে দিয়েছেন তিনি সেইসব কথাই বলেছেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, ডাঃ জয়নাল আবেদিন বলেছেন, ... ফিস ট্রেড পসিবল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার চেষ্টা করছেন যাতে এই অপারেশন এরিয়া আমাদের এখান থেকে অন্যত্র না যায়। কিন্তু আজকে এখানে সরকারের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীও বক্তৃতা দিয়েছেন ডঃ জয়নাল আবেদিন ও বক্তৃতা দিয়েছেন, আরো যারা হব, মন্ত্রি বা উপমন্ত্রি হবার চেষ্টা করছেন তাঁরাও বলেছেন কিন্তু কেউ একথা পরিষ্কার-ভাবে বলেননি যে, এই মাছ ধরার যে ক্ষেত্র বে অব-বেঙ্গল থেকে এই জাহাজ কলকাতা থেকে অন্যত্র সরে যাবেনা কলকাতায় পরিকল্পনা থাকবে কলকাতার বাজারেই মাছ সরবরাহ করা হবে একথা পরিষ্কারভাবে তারা আমাদের জানাতে পারেননি। কারণ তাঁরা নিজেরাই জানেন যে ভিতরে ভিতরে পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছে যে এটাকে বম্বে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই অনুসারে কিছু সরকারী কর্মচারীদেরও একথা বলা হয়েছে, তাদের বম্বে যাবার জন্য তৈরী থাকার কথা বলা হয়েছে। স্যার এখানে একটা কথা না বলে পারছি না যে এই ১০০ টাকা মাইনের সরকারী কর্মচারী যারা এই পরিকল্পনার অন্তর্গত তাদের আজ যদি বম্বে যেতে হয় সরকারী কাজ করলে তাকে বদলি হতে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এই সামান্য বেতনে আজকে যদি তাদের বম্বে যেতে হয় সেখানে পরিবার নিয়ে যদি থাকতে হয়, কিকরে তাদের চলতে পারে এটা আমরা বুঝতে পারছিনা। এই কারণেও আমরা আশংকা প্রকাশ করেছি। আর একটি কারণ তাঁরা বলেছেন যে যারা নন-টেকনিক্যাল হ্যান্ডস তাদের তারা আত্মস্থ করবেন। কিন্তু এই সরকারের কথায় কার্যে আচরণে আমরা বামপন্থীরা কোন আস্থা আজ পর্যন্ত পাইনি। যখন হাজার হাজার এই স্বর্ণশিল্পীদের ছাঁটাই করা হল, তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল তাদের সরকারী কাজে, তাদের কল কারখানায় নেওয়া হবে, তাদের বিকল্প ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এই সরকারের কাছ থেকেই আমরা জেনেছি ১৮৭ জনকে এই ধরণের কাজ দিতে পেরেছেন বাকী হাজার হাজার স্বর্ণশিল্পীদের এই ৬ মাসের মধ্যে কোন কাজ দিতে পারেন নি। কাজেই আমাদের আশংকাটা পুরোপুরি সেখানে রয়ে গিয়েছে। আজ কংগ্রেসীপক্ষ বলেছেন যে আমরা আজকে হঠাৎ এই পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করি কিন্তু আগে নাকি আমরা বিরোধিতা করেছিলাম। ঠিকই আমরা বিরোধিতা করেছিলাম। যখন আমরা দেখেছি যে আড়ৎদারদের অতি সস্তাদরে মাছ দেওয়া হচ্ছে। বরফের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না যারজন্য মাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পচে যাচ্ছে, সেই সমস্ত অপচয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। ১৯৫১ সন থেকে স্যার, আপনি যদি আজ পর্যন্ত এই হাউস-এর প্রোসিডিংস দেখেন তাহলে দেখবেন বামপন্থীরা কিসের প্রতিবাদ করেছে? সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটির প্রতিবাদ করেনি। তাঁরা বলেছেন ট্রলারগুলি তোমরা খারাপ নিয়েছো কেন, কেন তোমরা এইভাবে অপচয় করছো, সস্তাদরে মাছ দিচ্ছো পরিকল্পনাকে নিখুঁত করে তোলবার চেষ্টা কর, এই ধরণের বক্তব্য তাঁরা রেখেছিল। স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আর একটি কথা বলতে চাই যে এর মধ্যে আমরা একটা দুর্নীতির ছায়া দেখতে পেয়েছি যার জন্য আমরা আরো আশংকিত হয়েছি। কারণ এই যে ট্রলার দুটো, কোন রকম খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল না, কোন রকম নোটিশ দেওয়া হল না, একটা বিক্রি করে দেওয়া হল ব্যক্তিগত লোকের কাছে ২৫ হাজার টাকায় দামী ট্রলারগুলি। আমরা এই সম্বন্ধে বলতে চাই যে এর ভিতরে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে যার জন্য আজকে আমরা এই প্রস্তাবটা এনেছি এবং আমি আশা করবো যে মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় যখন আমাদের অনুরোধ করেছেন প্রস্তাবটা তুলে নেবার জন্য আমি সেইরকমভাবে মুখ্যমন্ত্রির কাছে এবং সরকার তরফের কাছে আবেদন করবো যে আজকে

যে শিল্প আমাদের এখান থেকে তুলে নেয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং এই শিল্প উঠে গেলে শুধু ৮০ জন কর্মচারী ছাঁটাই হবেনা, ভবিষ্যতে যে শিল্পটি আরো ডেভেলপ করতো তারও পথ বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমাদের মাছের বাজারের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে যাবে। সেই দিক থেকে তারা প্রস্তাব করেছেন, ডাঃ জয়নাল আবেদিন এক বৎসর আগে প্রস্তাব করেছেন। ভালকথা কিন্তু আজকে সেই এক বৎসর আগে যে প্রস্তাবটা আপনারা করেছিলেন আজকে আমাদের সাথে সুরে সুর রেখে আজকে এই হাউস-এর থেকে আমরা সমস্ত বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা একযোগে এই প্রস্তাব রাখি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে তোমরা যদি এটা তোমাদের হাতে তুলে নেও তাহলে আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু এই বঙ্গোপসাগরেই মাছ ধরতে হবে এবং কলকাতা সহরেই মাছ দিতে হবে এই বক্তব্য আমরা একসাথে রাখি। এবং আশা করবো আমার প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করে নেবেন।

[5-20—5-29 p.m.]

শ্রীহেমন্তকুমার বসু: মুখ্যমন্ত্রী যখন কমলবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেছেন তখন তাকে বলি এই প্রস্তাব যাতে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করতে পারি সেইভাবে যেন গ্রহণ করা হয়। ইতিপূর্বে অনেক প্রস্তাব যেমন ডি ভি সি-এর ব্যাপারে শেয়ার অব ইনকাম ট্যাক্স এন্ড সেলস ট্যাক্স-এর ব্যাপারে আমরা সর্ববাদী সম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছি এটাও যেন সেইভাবে গ্রহণ করা হয়।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: আমাদের কথা হচ্ছে ছাঁটাই হতে দেব না। কেন্দ্রীয় সরকার কিছু লোক নিয়েছেন। অপারেশনাল থিয়েটার যাতে এখানে থাকে তার জন্যও চেষ্টা করছি। কিন্তু এখানে এরকম একটা প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমাদের হাত মজবুত হবে না। এতে যেন সেণ্টার-এর উপরে একটা সেংসার করা হবে। তাই প্রস্তাবক যদি প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন তাহলে এই নিয়ে আরও ভালভাবে আলোচনা করতে পারব।

মিঃ স্পীকার: তাহলে প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হচ্ছে কি after the assurance given by the Chief Minister?

শ্রীনিখিল দাস: স্যার, এটা কোন সেন্সার নয়। স্বর্ণশিল্পীদের ব্যাপারে তরুণবাবু বলেছিলেন। আনআনিমাসলি গ্রহণ করলে তার হাত শক্ত হবে। আমরা মুখ্যমন্ত্রির হাত শক্ত করে দিতে চাই।

Mr. Speaker: Before I put this resolution to vote, I wish to inform the honourable members of this House that the West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963, will be taken up on Monday immediately after the disposal of the West Bengal Warehouses Bill, 1963. I hope the House will agree to dispose of this simple Bill on Monday.

The motion of Shri Kamal Kanti Guha that whereas the West Bengal Government has decided to abolish its Deep Sea Fishing Scheme and hand over the trawlers to the Union Government;

Whereas as a result of this decision about 80 employees of the West Bengal Deep Sea Fishing Board are going to be thrown out of employment in these hard days;

Whereas the abolition of the Scheme and removal of the operational base from West Bengal has had the effect of further contracting the employment potential of this State and of destroying all possibilities of developing the deep sea fishing in West Bengal as a means to augment the supply of fish; and

Whereas the State Government is committed to the decision of maintaining the operational base for deep sea fishing within the State itself;

This Assembly requests the State Government to move the Union Government so that the operational base for deep sea fishing is set up by the Union Government within this State and employees of the West Bengal Deep Sea Fishing Board are absorbed by the Union Government for the purpose of carrying out its own scheme of deep sea fishing in West Bengal,

was then put and a division taken with the following result :—

NOES—70

Abdul Gafur, Shri
Abdullah, Shri S. M.
Abul Hashem, Shri
Ahamed Ali Mufti, Shri
Ashadulla Choudhury, Shri
Bandyopadhyay, The Hon'ble Smorajit
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerjee, Shrimati Maya
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Basu, Shri Abani Kumar
Bauri, Shri Nepal
Bazlur Rahaman Dargapuri, Moulana
Beri, Shri Daya Ram
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas
Chakravarty, Shri Hrishikesh
Chakravarty, Shri Jnantosh
Chatterjee, Shri Mukti Pada
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Das, Dr. Kanai Lal
Das, Shri Radhanath
Das, Shrimati Santi
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Das Gupta, Dr. Susil
Dhar, Shrimati Charu Shila
Dutta, Shri Asoke Krishna
Gayen, Shri Brindaban
Guha, The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar
Hazra Shri Parbati Charan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Prabir Chandra
Joynal Abedin, Shri
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Mahanty, The Hon'ble Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Maitra, Shri Anil
Maiti, The Hon'ble Abha
Majhi, Shri Budhan
Manya, Shri Murari Mohan
Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mondal, Shrimati Santilata
Mondal, Shri Sishuram
Mookerjee, Shri Naresh Nath
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, The Hon'ble Bijoy Sin[illegible]
Naskar, The Hon'ble Ardhend[illegible] Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pramanik, Shri Puronjoy
Prasad, Shri Shiromani
Roy, Shri Arabinda
Roy, Shri Gonesh Prosad
Roy, Shri Pranab Prosad
Roy, Shri Tara Pada
Saren, Shri Mangal Chandra
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Sharma, Shri Jaynarayan
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha, Shri Hiralal
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tushar
Ziaul Haque, Shri Md.

AYES—22

Abul Mansur Habibullah, Shri Syed
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basunia, Shri Sunil
Bhattacharjee, Shri Nani
Choubey, Shri Narayan
Das, Shri Anadi
Das, Shri Nikhil
Das Gupta, Shri Sunil
Das Mahapatra, Shri Balai Lal
Ghosh, Shri Sambhu Charan
Guha, Shri Kamal Kanti
Hansda, Shri Jaleswar
Kisku, Shri Mangla
Mandal Shri Siddeswar
Murmu, Shri Nimai Chand
Raha, Shri Sanat Kumar
Roy, Shri Bijoy Kumar
Roy, Dr. Narayan Chandra
Roy Pradhan, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Dharanidhar
Sen Gupta, Shri Tarun Kumar

The Ayes being 22 and the Noes 70, the motion was lost.

Adjournment

The House was then adjourned at 5-29 p.m. till 12 noon on Monday, the 2nd September, 1963, at the Legislative Building, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Asssembly met in the Legislative Building, Calcutta, on Monday, the 2nd September, 1963, at 12 noon.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble KESHAB CHANDRA BASU) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 8 Hon'ble Ministers of State, 8 Deputy Ministers and 141 members.

STARRED QUESTIONS

to which oral answers were given

[12—12-10 p.m.]

Construction of roads under C.V.R. and M.V.R. Schemes

***332.** (Admitted question No. *1161.)

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস : পূর্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) এই বৎসর সি ভি আর এবং এম ভি আর স্কীমে রাস্তা প্রস্তুতের অনুমতি দেওয়া হইবে কিনা,

(খ) এ বৎসরের জন্য ঐ বাবত কত টাকা বাজেটে মঞ্জুরী রহিয়াছে,

(গ) উক্ত মঞ্জুরীকৃত টাকা প্রয়োজনবোধে বৃদ্ধি করা হইবে কিনা;

(ঘ) মেদিনীপুর জেলায় এই পরিকল্পনায় কতগুলি রাস্তা প্রস্তুতের আবেদন পাইয়াছেন,

(ঙ) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এই মর্মে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে তিনি যেন এই পরিকল্পনার কোন রাস্তা বা পুলের সুপারিশ এই বৎসর না করেন, এবং

(চ) সত্য হইলে এইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রদানের কারণ কি?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত :

(ক) চলতি আর্থিক বৎসরে, ইতিমধ্যেই কতকগুলি কাজ সি, ভি, আর স্কীমে করিবার জন্য অনুমোদন করা হইয়াছে। এম ভি আর স্কীমে নূতন প্রস্তাব ভারত সরকার আর অনুমোদন করিতেছেন না।

(খ) সি ভি আর স্কীমে ৫ লক্ষ টাকা এবং এম ভি আর স্কীমে ১ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে।

(গ) এখনই বলা সম্ভব না।

(ঘ) চলতি আর্থিক বৎসরে মেদিনীপুর জেলা শাসকের নিকট হইতে এরূপ কোন প্রস্তাব পাওয়া যায় নাই।

(ঙ) না।

(চ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, সি ভি আর স্কীম-এর এস্টিমেট-এ কত টাকার এস্টিমেট আপনারা মঞ্জুর করেন এবং তার মধ্যে রাস্তা ও পুল বাদে যদি সুইস্ কালভার্ট হয় তাহলে সেটা মঞ্জুর করবেন কিনা?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : রাস্তা, ব্রিজ সবই সি ভি আর স্কীম-এ নেওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ ১৫ হাজার টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করেন—অর্থাৎ ½ অংশ সরকার বহন করেন এবং ½ অংশ স্থানীয় জনসাধারণ বহন করেন।

শ্রীঅনন্তমোহন দাস: আপনি বলেছেন যে মেদিনীপুর জেলা থেকে পরিকল্পনার কোন তালিকা পাওয়া যায়নি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, আপনারা ম্যাজিস্ট্রেট-কে একথা বলেছেন কেন যে এখন আর কোন স্কীম সুপারিশ করে পাঠাবেন না?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: না। গত বছরের যেসব পরিকল্পনা ছিল তার মধ্যে দুটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তার আগের পরিকল্পনা সমস্ত কার্যকরী করা হয়নি। এবছর ৫ লক্ষ টাকার ভিতর ৯০ হাজার মঞ্জুরী মেদিনীপুর জেলার জন্য বরাদ্দ হয়েছে।

শ্রীঅনন্তমোহন দাস: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এবছর আর নূতন কোন স্কীম পাঠান যেতে পারবে কিনা?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: আর্থিক অবস্থা যা তাতে সম্ভব হবেনা।

শ্রীবলাইলাল দাসমহাপাত্র: মন্ত্রিমহাশয় বললেন মেদিনীপুর জেলার জন্য দুটি স্কীম মঞ্জুর করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেই স্কীম কি কি এবং কি ধরনের?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: এখনই বলা কঠিন, নোটিশ চাই।

Residence for the M.L.A.'s in Calcutta

***333.** (Admitted question No. *1171)

শ্রীজলেশ্বর হাঁসদা: গৃহনির্মাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

ইহা কি সত্য যে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সদস্যদের জন্য কলিকাতায় বাসস্থান নির্মাণ করা হইয়াছে?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: না, তবে এরূপ একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীসনৎ কুমার রাহা: এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনি কি কোন আলোকপাত করতে পারেন যে এটি কি ধরনের পরিকল্পনা?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: জমি সংগ্রহের চেষ্টায় আছি, জমি পেলে পরিকল্পনা তৈরী করব।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ সিংহ: আমাদের পশ্চিমবাংলার আইনসভার সদস্য যাঁরা আছেন তাঁদের যাতে শীঘ্র এ্যাকোমোডেশন দেওয়া হয়, তার জন্য যেন জরুরীভাবে চিন্তা করা হয়।

(নিরুত্তর)

শ্রীকান্তিকান্তি গুহ: যতদিন না এই পরিকল্পনা কার্যকরী হচ্ছে ততদিন কোন বিকল্প ব্যবস্থা করছেন কিনা?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: না এখনও পর্যন্ত চিন্তা করছি না।

Bustee-dwellers

***334.** (Admitted question No. *1320) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Housing Department be pleased to state—

(a) the present number of families and the present number of people residing in the bustees within the municipal limits of (i) Calcutta and (ii) Howrah;

(b) average rent paid by a family living in the bustees of (i) Calcutta and (ii) Howrah;

(c) **what** progress has been made in slum clearance in Calcutta and the consequential rehabilitation of slum-dwellers up to July, 1963; and

(d) whether the Government has any proposal for extending this scheme to Howrah town area?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

(a) According to a survey conducted in 1959 the number of families and the number of persons residing in the bustees in ward nos. 1-75 of the Calcutta Corporation were 1,89,447 and 6,68,904 respectively.

Figures relating to Ward Nos. 76 to 80 of the Calcutta Corporation and relating to Howrah Municipality are not available.

(b) The average rent paid by the bustee families in Calcutta was approximately Rs. 12/- per family per month in 1959. Information regarding average rent paid by bustee families in Howrah is not available.

(c) Nil, so far as clearance of slums under the Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Act, 1958 is concerned. The Act requires that Slum-dwellers should be offered suitable accommodation before they could be evicted and slum acquired. The State Government has accordingly taken up construction of as many as 1196 tenements under Slum Clearance Scheme sponsored by Government of India which are under different stages of progress.

The Calcutta Improvement Trust are, however, clearing slums falling on the alignment of their Improvement Schemes under the Calcutta Improvement Act since inception. The total number of slums thus cleared is not readily available. They have however cleared a number of slums by offering alternative accommodation in tenements constructed by them with financial aid from Government under Slum Clearance Scheme in Bagbazar, Ultadanga and Kankurgachi area and the number of slum families thus rehabilitated in the said tenements stands at 1901.

(d) No proposal for extending the Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Act, 1958, to Howrah town area is under consideration at present.

শ্রীঅবনীকুমার বসু: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ১৯৫৯ সালে যে সার্ভের কথা উনি উল্লেখ করেছেন, এই সার্ভে কারা করেছিল এবং তার কোন রিপোর্ট আছে কিনা?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: এই সার্ভে ষ্টেট ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরো থেকে করা হয়েছিল এবং তার রিপোর্ট আছে, আমার কাছে এখানে নেই।

শ্রীঅবনীকুমার বসু: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এই সার্ভে ওয়ার্ক কতদিন আগে করা হয়েছিল?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: আগেই বলেছি ১৯৫৯ সালে হয়েছিল।

শ্রীঅবনীকুমার বসু: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের উত্তর থেকে দেখতে পাচ্ছি যে কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত ৭৬ টু ৮০ ওয়ার্ড, এবং হাওড়ার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এগুলি কি সার্ভের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: এগুলি হচ্ছে টালিগঞ্জ-মিউনিসিপ্যাল এরিয়া, যখন আরম্ভ হয়েছিল, টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি আলাদা বলে বোধ হয় বাদ ছিল।

শ্রীঅবনীকুমার বসু: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানিয়েছেন ১২ টাকা হচ্ছে এভারেজ রেণ্ট, ১৯৫৯ সালে ছিল, বর্তমানে কত?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: বর্তমানে নূতন করে সার্ভে নেওয়া হয়নি।

শ্রীঅবনীকুমার বসু: এই যে ১২ টাকা এভারেজ রেণ্ট, এভারেজ একোমডেশন কত ছিল? এভারেজ রেন্ট বার করতে গেলে একটা স্লাম ডুয়েলার্স ফ্যামিলি কতখানি জায়গা অকুপাই করে থাকত জানতে চাই।

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: সেটা এখন বলতে পারিনা।

[12-10—12-20 p.m.]

শ্রীঅবনীকুমার বসু: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের উত্তর থেকে দেখতে পাচ্ছি যে স্লাম ক্লিয়ারেন্স ইজ এ্যাট ডিফারেণ্ট স্টেজেস। কি কি স্টেজে রয়েছে সেটা যদি উনি দয়া করে জানান তাহলে ভাল হয়।

I want to know what are the different stages at which this slum clearance is going on?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: আমি আগেই বলেছি গভর্ণমেণ্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ১ হাজার ১ শো ৯৬ টা টেনামেণ্ট কম্পলিট করেছেন, ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ১ হাজার ৯ শোর মত কম্পলিট করেছে। এ ছাড়া আমাদের আণ্ডার কনস্ট্রাকসান আছে আরো প্রায় ৬/৭ শোর মত।

শ্রীঅবনীকুমার বসু: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন কতগুলি স্লাম কলকাতায় আছে?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: নোটিশ দিলে বলতে পারব।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়: আপনি সি তে বলেছেন কলকাতাতে যে ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে সেটা আণ্ডার ডিফারেণ্ট স্টেজেস অব প্রগ্রেস, আর একটা ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট এ্যাক্ট অনুসারে হচ্ছে। বিলেতে ছিল আগে অল্টারনেটিভ এ্যাকোমোডেসান দিতে হবে।

Are you aware that the people who have been evicted from bustees have not yet been accommodated in these tenements.

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: যাদের আমরা উচ্ছেদ করেছি তাদের অল্টারনেটিভ এ্যাকোমোডেসান অফার করা হচ্ছে।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়: ইউ মিন লেটার অন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যে বস্তিগুলি ভাঙ্গা হয়েছে নট ইন কন্টেম্পলেসান বাট ইন এ্যাকসান, তাদের মেম্বারদেব অন্য জায়গায় এ্যাকোমোডেসান দেওয়া হয়েছে কিনা?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: যেসব বস্তিগুলি ভাঙ্গা হয়েছে তাদের মেম্বারদের অন্যান্য জায়গায় এ্যাকোমোডেসান অফার করা হয়েছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ৩টা জায়গায় - কাঁকুড়গাছি, বাগবাজার এবং আর একটা জায়গায় যেখানে ওরা করছে সেখানে এ্যাকোমোডেসান অফার দিয়েছে।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়: আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিলেতে ছিল প্রপার রেণ্ট ১২ টাকা। আপনারা কত টাকায় টেনামেণ্ট অফার দিচ্ছেন?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: ১৯ টাকা থেকে ২১ টাকায় অফার দেওয়া হয়েছে

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়: সি আই টি'র অধীনে যেগুলি স্কীম [illegible] সকল জায়গায় কি রিহ্যাবিলিটেসানের অল্টারনেটিভ স্কীম দেওয়া হয়েছে?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: তারা যেখানে বস্তি অপসরণ করছে সেখানে অল্টারনেটিভ এ্যাকোমোডেসান অফার করছে।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়: আমি জিজ্ঞাসা করছি কতকগুলি ইউনিভার্সিটি এক্সটেনসান, কলেজ এক্সটেনসানের নাম করে বস্তি এ্যাকয়ার করা হচ্ছে, সেগুলি কি এই দুটো স্কীমের মধ্যে পড়ে?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: না।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন যেসমস্ত বস্তি ভাঙ্গা হয়েছে তাদের যে টেনামেণ্ট অফার দেওয়া হয়েছিল তারা সকলেই কি তা গ্রহণ করেছে?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: আমি সে সংবাদ এখনও পাইনি।

শ্রীঅবনীকুমার বসু: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের উত্তর থেকে দেখতে পাচ্ছি যে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার যে স্পনসোর্ড স্কীম তাতে ১ হাজার ১শো ৯৬টা টেনামেণ্ট প্রস্তুত হয়েছে।

আমি তাঁর কাছে জানতে চাই যে সেই ১ হাজার ১শো ৯৬টা টেনামেণ্ট অকুপায়েড হয়েছে কিনা?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: টেনামেণ্ট অফার করা হয়েছে কিন্তু এখনও অকুপায়েড হয় নি।

Shri Abani Kumar Basu:

কতগুলি অকুপায়েড হয়েছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Cupta :

নোটীশ চাই।

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ করে বলবেন কি কোলকাতায় এখন কতগুলি বস্তী আছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Cupta :

আমি আগেই বলেছি যে কোলকাতায় কতগুলি বস্তী আছে, নোটীশ দিলে পরে বলতে পারবো।

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

এই বস্তীতে যারা আছে তাদের সংখ্যা প্রত্যেক বছর কত কত বাড়ছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Cupta :

১৯৫৯-এর সংখ্যা যেটা আমার কাছে আছে সেটা পূর্বে আপনাদের জানিয়েছি।

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

বাড়ছে না কমছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Cupta :

তা আমি বলতে পারি না।

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

এই যে স্লাম ক্লিয়ারেন্সের আপনাদের যেসব স্কীম আছে তাতে দশ বছর বিশ বছরের আগে আপনারা এই সব বস্তী ডোয়েলার্সদের সেই সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন কিনা এরকম কিছু বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Khagendranath Das Cupta :

২০ বছরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবো কিনা?

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

২০ বছরের মধ্যে কি তারও আগে নিয়ে যেতে পারবেন কিনা?

The Hon'ble Khagendranath Das Cupta :

সেটা আজই কিছু বলতে পারছি না।

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই যে স্লাম ক্লিয়ারেন্স টেনামেণ্ট নতুন সব তৈরী হয়েছে যাদের জন্য এগুলি তৈরী হয়েছে, আর যারা এখন সেখানে থাকে তারা কি এক লোক না বিভিন্ন পর্যায়ের লোক সেখানে গিয়া আছে যারা বস্তীতে কোন কালে থাকতো না?

The Hon'ble Khagendranath Das Cupta :

আপনার প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

আপনি কি অনুসন্ধান করবেন যে বস্তী ডেয়েলার্স যাদের জন্য স্লাম ক্লিয়ারেন্সের ব্যবস্থা হয়েছে—এই বাড়ীতে যাঁরা এখন আছেন, তাঁরা বস্তীর একজনও লোক নয়?

The Hon'ble Khagendranath Das Cupta :

বস্তীবাসীরাই তো যাচ্ছেন।

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

আমি যদি বলি তাঁদের মধ্যে নব্বই পারসেণ্টই বস্তীবাসী নয়—একথা কি ঠিক হবে না?

The Hon'ble Khagendranath Das Cupta :

আমার যতদূর ইনফর্মেসান আছে তা আমি বলেছি।

Shri Napal Chandra Roy

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এই বস্তী উচ্ছেদ করতে আপনাদের অনেকদিন সময় লাগবে বলে

আপনি জানিয়েছেন ২০ বছরের মত বা তারও বেশী—এই ইন্টারিম পিরিয়াডে বস্তী ডোয়েলারদের ওখানে কল, কারখানা, স্যানিটেসন ইত্যাদি এই সমস্ত জিনসের সরকারের তরফ থেকে কোনরকম ব্যবস্থা আপনারা করেছেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :
সরকারের তরফ থেকে এই সমস্ত বস্তী উন্নয়নের ব্যবস্থা আমরা করবো বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

Shri Napal Chandra Roy:
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রি জবাব দিলেন যে সরকারের তরফ থেকে করবেন বলে স্থির করেছেন—সেটা কবে থেকে চালু হবে জানাবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :
যতশীঘ্র সম্ভব চালু হবে।

Dr. Narayan Chandra Roy :
সে প্রশ্নটা আমি আগেই করেছিলাম ভাড়ার জন্য ১২ টাকার জায়গায় আপনি ২১ টাকা বল্লেন এবং আর একটা প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি হ্যাঁ বলেছেন। যাদের যাদের সত্বর বস্তী থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে তারা টেনামেন্ট স্কীমে ঠিকমত বস্তী পাচ্ছে, সীট পাচ্ছে একথার প্রতিবাদে আমি একটা ছবির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনি দেখেছেন কিনা জানিনা—সম্প্রতি কাগজে বেরিয়েছিল, প্রকান্ড টেনামেন্ট হাউস যেখানে বস্তী ডোয়েলাররা গেছে তার তলাতে বড় বড় মোটর গাড়ীর ছবি, যুগান্তর কাগজে বেরিয়েছিল, আপনি জানেন কি

The Hon'ble Khagendranath Das Gupta :
কবে কি বেরিয়েছে আমি বলতে পারি না।

Shrimati Biva Mitra :
আমি মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছি—যে সমস্ত বস্তী ডোয়েলার আছেন তাঁদের ফ্যামিলীর স্ট্যাটিস্টিকস নেয়া হচ্ছে কিনা?

The Hon'ble Khagendranath Das Gupta :
আমি আগেই বলেছি যে ১৯৫৯ সালে নেয়া হয়েছিল এবং সেই স্ট্যাটিস্টিকস আমার উত্তরে বলেছি।

Kandi-Salar Road

***335.** (Admitted question No. *1233.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : পূর্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে,

(১) মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী-সালার রাস্তাটি খারাপ হইয়া যওয়ায় জনসাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে, এবং

(২) ঐ রাস্তার বিনুদিয়া বিলের ওপরের ব্রীজটি অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ) ঐ রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গত পাঁচ বৎসরের কোন বৎসরে কত টাকা খরচ হইয়াছে?

[12-20—12-30 p.m.]

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত :

(ক) রাস্তা ও সেতুটির অবস্থা ভাল। এই রাস্তায় মোটর যান চলাচল করিতে পারে।

(খ) রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

১৯৫৮-১৯৫৯= ৬৪৪৮ টাকা
১৯৫৯-১৯৬০=১০৭১৭ „
১৯৬০-১৯৬১=৩০৯৩৬ „
১৯৬১-১৯৬২=৩২৫১১ „
১৯৬২-১৯৬৩=২৬১৫৪ „

North Salt Lake Reclamation Scheme

***336.** (Admitted question No. *1352.)

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত : সেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) উত্তর লবণ হ্রদ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ কবে নাগাদ শেষ হইবে,

(খ) উক্ত এলাকায় কত সংখ্যক পরিবারকে জমি দেওয়া সম্ভব হইবে,

(গ) একটি পরিবারকে কতটা পরিমাণ জমি দেওয়া হইবে এবং সেই জমির মূল্য বাবদ কত টাকা দিতে হইবে; এবং

(ঘ) কোন শ্রেণীর পরিবারকে উক্ত জমি বণ্টন করা হইবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee :

(ক) সম্পূর্ণ এলাকায় উন্নয়নের কাজ ১৯৭৩-৭৪ সালে শেষ হবার কথা।

(খ) এবং (গ) টাউন প্ল্যানিং-এর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

(ঘ) জমি বণ্টন সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি।

Shri Tarun Kumar Sen Gupta :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে, বাংলার স্বর্গতঃ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই পরিকল্পনা যখন করা হয়েছিল তখন বলেছিলেন যে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারকে এই জমি বণ্টন করা হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee :

সে মতলব এখনও ছাড়া হয়নি। বলছিনা যে করা হবে না।

Shri Tarun Kumar Sen Gupta:

তাহলে ডাঃ রায়ের সেকথা স্বীকার করছেন না কেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee :

অস্বীকারও করছিনা।

Dr. Kanailal Bhattacharyya:

এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হবে '৭৩-৭৪ সালে। তাহলে তার আগে কি কোন জমি বণ্টন হবে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee :

১৯৭৩-৭৪ সালে ঐ টাউন প্লানিংটা শুধু শেষ হবে, জমি ভরাট নয়, জমি ভরাট হতে ৬ বৎসর লাগবে তার মধ্যে এক বৎসর হয়ে গেল। সব জমি ভরাট হবার আগেই, হয়ত আসছে বছর থেকে আমরা কিছু কিছু জমি বিলি করতে পারবো। কিন্তু তার রাস্তা আন্ডার গ্রাউন্ড সিউয়ারেজ, তার জলের ব্যবস্থা, ইলেকট্রিসিটি, এই সবগুলি না দিলে ত সে টাউন-এ লোক বাস করতে পারবে না। টাউন প্লানিং করে দিলে পর কাজটা শেষ হবে ১৯৭৩-৭৪ সালে।

Dr. Kanailal Bhattacharyya:

আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, এর মধ্যে কি জমি বিলি হবে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee:

হবে।

Dr. Kanailal Bhattacharyya:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই এক বৎসরের মধ্যে কত একর জমি ভরাট করা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee:

২৮-৮-৬৩ পর্যন্ত ৪৫৭ একর।

Shri Napal Chandra Roy:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, যে কোম্পানীকে এই সল্ট লেক ভরাট করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইনভেস্ট ইম্পোর্ট বলে, তাদের সঙ্গে কি সরকারের এমন কোন চুক্তি হয়েছে, যদি তাদের কোন যান্ত্রিক গোলোযোগ বা স্ট্রাইক বা অন্য কিছু হয় তার জন্য কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কম্পেন্সেসন্ দেবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee :
সেখানে চুক্তি আছে উভয় তরফের। তাদের ত্রুটে হলে আমরা কম্পেনসেসন্ পেতে পাব, আমাদের ত্রুটি হলে তারা কম্পেনসেসন্ পেতে পারে।

Shri Napal Chandra Roy:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি এই যে গঙ্গা থেকে মাটটা ও সাকসন্ পাম্প দিয়ে সাকসন্ করে উঠায়, সেখানে যদি একটা কাঠও আটকে যায় সাকসন্ পাম্প যদি সাকসন্ করতে না পারে তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কম্পেনসেসন্ দিতে হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee:
না, ইতিমধ্যে বহু আটকেছে, কম্পেনসেসন্ দিতে হয় নি।

Shri Napal Chandra Roy:
সাকসন পাম্প-এ কয়লার টুকরো আটকে গেলে কম্পেনসেসন্ দিতে হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee :
না, ওখানে গেলে দেখতে পাবেন যে কয়টি কয়লার টুকরো আটকেছিল তা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

Shri Napal Chandra Roy:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন এই কন্ট্রাক্টটা ৫৩ কোটি টাকার হয়েছে এই ইনভেস্ট ইম্পোর্ট এর সঙ্গে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee :
আমি সঠিক বলতে পারছি না। প্রায় ১ কোটি টাকার।

Shri Tarun Kumar Sen Cupta
এই জমি বিলি করা হোক এই বলে দরখাস্ত পেয়েছেন কত জনের কাছ থেকে এবং কি ধরনের?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee :
আমরা দরখাস্ত কল করিনি, কয়েক হাজার দরখাস্ত অমনি এসে গিয়েছে।

Dr. Kanailal Bhattacharyya :
একজন লোককে কত দেওয়া যেতে পারে বলে ঠিক করেছেন সরকার?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee :
ও'রা প্ল্যানিং করে দিলে ওরা প্লট করে দেবেন। ৩ কাঠা কি ৫ কাঠা। সেটা ওরা করে দিলে পর আমরা বলতে পারবো।

Bagjola Canal

***337.** (Admitted question No *1359.)

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত : সেচ এবং জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, চব্বিশপরগনা জেলার দমদম থানার বাগজোলা খাল সংস্কারের অভাবে বিভিন্ন স্থানে মজিয়া গিয়াছে ও উক্ত খালের অনেক স্থানে পাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে; এবং

(খ) অবগত থাকিলে, ইহার প্রতিকারের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা?

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জী :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) বাগজোলা খালের পলি পরিষ্কারের জন্য ২,১৪,১৮৬ টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। বর্তমানে বর্ষার জন্য পরিকল্পের কাজ বন্ধ আছে। আশা করা যায় পরিকল্পনার কাজ এই বৎসরেই শেষ হইবে।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত :
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, দমদম, উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম, বরানগর, কামারহাটি প্রভৃতি ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলে উত্তর কলকাতার জল ঐ খালে পড়ার ফলে কাচা ড্রেন পড়ার ফলে পলি পড়ে এবং তার পার ভেঙ্গে যায় সে সম্বন্ধে এই জলকে পরিশ্রুত করা বা অন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জী :

এটা সেচ বিভাগের করণীয় নয়। তবে আমি শুনেছি সি এম পি ও ব্যাপকভাবে এই খালের ড্রেনেজ-এর এবং ঐ খালটার সিল্‌ট ক্লিয়ার করা ও তাকে ট্রিট্‌মেন্ট করার একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন। তবে কবে থেকে সেটা আরম্ভ করবেন বলতে পারি না। শীঘ্র করবেন বলে একটা প্রাইওরটি দিয়েছেন।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত :

আচ্ছা, কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে ঐ জলকে পিউরিফাই করা বা ঐ অঞ্চলের ড্রেন করার কি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে?

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জী :

পৃথকভাবে কিছু হয় নি। তবে সি. এম. পি ও ৩।৪টি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে একটা কমপ্রিহেনসিভ স্কীম করেছে।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় :

মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি, গত কালকের বৃষ্টিতে উত্তর কলকাতা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় যাঁরা গিয়েছেন তাঁরাই জানেন, আমার চার বার গাড়ী বন্ধ হয়েছে, ২০ টাকা গাড়ী ঠেলার জন্য দিয়েছি, এবং এই যে এলাকাটা একটা পারমানেন্ট নুইসেন্স হয়ে রয়েছে এবং সেটা হয়েছে ঐ বাগজোলা খালের যে ড্রেন সেই ড্রেন দিয়ে জল যায় না এবং তারই ফলে এবং তার কি কোন প্রতিবিধান করবেন?

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জী :

না বাগজোলা খালের জন্য হয় নি, কলকাতা কর্পোরেশনের যে সমস্ত কাঁচা খাল আছে, যার মধ্য দিয়ে জল যায় না সেই কারণে হয়েছে।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী :

নর্থ ক্যালকাটা কর্পোরেশনের দোষে যে জল জমছে সেটা কি কারণে সে বিষয় আপনার কি কোন তথ্য জানা আছে? আমি কালকে ছিলাম, ওখানে যে জল জমেছে সেটা কর্পোরেশনের দোষে জমে নি, কর্পোরেশনের বাইরে যে সব জায়গা দিয়ে জল যাবে সেগুলি পরিষ্কার না হওয়ার জন্যই জল জমেছে।

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জী :

কর্পোরেশন ছাড়াও কলকাতার আসে পাশের আরো দু' তিনটি মিউনিসিপ্যালিটির জল ওখানে এসে জমা হয়। আর বাগজোলা খালে গিয়ে পড়ে আন ফিলটার্ড সিউয়েজ ওয়াটার সেইজন্য এই সব হচ্ছে। যাতে ট্রিটেড ওয়াটার হয়, পাকা ড্রেন হয় সেই জন্য সি এম পি ও চেষ্টা করছেন।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় :

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বললেন, যে, সি এম পি ও থেকে পাকা বড় ড্রেনের একটা ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই ব্যবস্থা কবে আরম্ভ হবে এবং শেষ হবে?

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জী :

সে কথা আমি বলতে পারবো না।, তবে সি এম পি ও এটার প্রায়রিটি দিয়েছে বলে আমি জানি।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় :

আমরা বাচ্চা থেকে কলকাতায় আছি এবং যতদিন ঐ রাস্তা দিয়ে বর্ষাকালে যতবার যাবার চেষ্টা করেছি, এই একই অবস্থা গত ৪০ বৎসর ধরে দেখে আসছি, এটা একটা পারমানেন্ট নুইসেন্স, এটা কার দোষ, বা কার গুণ, মিউনিসিপ্যালিটি এবং করপোরেশন-এর দোষ গুণ আমরা শুনতে চাই না, আমরা জানতে চাই ঐ রাস্তাটি ভাল হবে কিনা, মোটোরেবল হবে কিনা, রাস্তাটি দিয়ে লোক যেতে পারবে কিনা, এই কথাটের আমি জবাব চাই?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী :

মাননীয় সেচমন্ত্রীর মত নিয়ে আমি জানাচ্ছি যে গত শুক্রবার এই বিষয়ে প্রশ্নের সমস্ত উত্তর দেওয়া হয়েছে, মাননীয় নেপালবাবু বোধহয় ছিলেন না, সি এম পি ও পরিকল্পনা নিয়েছে Irrigation department Calcutta Corporation, Calcutta Improvement Trust,

তিনটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়ে এই স্কিমকে কার্যকরী করবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এই স্পেশাল কমিটি এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত করপোরেশন-এর সঙ্গে, দমদম মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে এবং আর একটি মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে, এই জন্য তিনটি কমিটির প্রতিনিধি নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি করে পরিকল্পনার কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। কবে শেষ হবে তা বলা মুশকিল।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় :
আমার কথা তা নয়। ঐ যেরকম টালা ব্রীজ হচ্ছে, সে ব্রীজের উপর দিয়ে আমরা যাবো না, আমাদের হয়ত নাতিপুতিরা যাবে। সেই রকম যদি হয় তাহলেও কোন প্রশ্নই আসে না, আমরা চাচ্ছি যে কত তাড়াতাড়ি এই কাজ আপনারা নিতে পারবেন এবং কবে শেষ করবেন? হয়ত পরিকল্পনা আপনারা আরম্ভ করলেন কিন্তু দেখা গেল ৫০ বৎসর পর তা রূপায়িত হল, সেটা আমরা চাই না?

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জী :
এটা একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, যার আংশিক কাজ যেমন আপনার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, এর পোরসন আরম্ভ করে দিয়েছে এবং করপোরেশনও কাজের ভার নিয়েছে। কিন্তু সংশিলষ্ট মিউনিসিপ্যালিটির যেটা হবে, সেটা বৃহত্তর পরিকল্পনা, সেটা সি এম পি ও করেছেন। সি এম পি ও একসিকিউটিভ বডি নয়, প্ল্যানিং বডি, তারা এই সমস্যাটির একটি স্কিম করে দিয়েছেন যাতে বিভিন্ন বিভাগ কাজ আরম্ভ করতে পারে কিন্তু কবে করবে এই রকম একটা বিরাট পরিকল্পনা তা কোন বিশেষজ্ঞের বলা সম্ভব নয়।

[12-30—12-40 p.m.]

শ্রী তরুণকুমার সেনগুপ্ত : যশোহর রোডের ওখানে পাতিপুকুরের উপর দিয়ে রেলওয়ে লাইন গিয়েছে এবং তার ফলে সেখানে জল দাঁড়ায়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটি ভাল পাম্প বসিয়ে সেখানে থেকে জল সরানোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ওখানে রাস্তায় যে জল দাঁড়ায় তার জন্য পাম্প বসিয়েছি এবং ড্রেনেজ ইমপ্রুভমেন্ট-এর চেষ্টা চলছে। এগুলি হলে পর পাম্প-এর আর দরকার হবে না।

Salar-Bharatpur Road

***338.** (Admitted question No. *1394.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : পূর্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার সালার হইতে ভরতপুর পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে তাহা মেরামতের অভাবে লোক অথবা যান চলাচলের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে; এবং

(খ) উক্ত রাস্তা মেরামতের জন্য গত পাঁচ বৎসরে কত টাকা খরচ করা হইয়াছে?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : (ক) রাস্তাটির বর্তমান অবস্থা ভাল। মোটরযান চলাচল করিতে পারে। (খ) সর্বসাকুল্যে ব্যয়ের পরিমান ৯৫,৬৫৬ টাকা।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, সালার থেকে ভরতপুর যাবার যে রাস্তা তাকে উন্নত করবার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : বর্ষার পর থরো রিপেয়ার হবে এবং তারজন্য প্রয়োজনীয় মেটাল সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং রাস্তার উপরে যে পুল আছে তার সংগে কজওয়ে করে দেওয়া হবে।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী : মন্ত্রীমহাশয় (ক) প্রশ্নের উত্তরে বললেন রাস্তার অবস্থা ভাল আবার এখন বললেন বর্ষার পর মেরামতের ব্যবস্থা হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে পরিষ্কার করে বলুন যে, রাস্তার অবস্থা ভাল না খারাপ?

দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : রাস্তার অবস্থা ভাল এই সেন্স-এ যে রাস্তা দিয়ে গাড়ী যাতায়াত করতে পারে—বর্ষার পর রিপেয়ার-এর প্রয়োজন হবে।

Proposal for opening branch office of D.V.C. at Hooghly

***339.** (Admitted question No. *1430.)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : সেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বর্ধমান ক্যানেল বিভাগ ও ডি ভি সির (সেচ) ডিভিসন ১ এই উভয়ের অফিস বর্ধমানে রহিয়াছে এবং হুগলিতে কোন শাখা অফিস নাই;

(খ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি; এবং

(গ) হুগলি জেলার অধিবাসীদের সুবিধার জন্য ঐ অফিসের কোন শাখা অফিস হুগলিতে খুলিবার প্রস্তাব আছে কি?

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় :

(ক) "বর্ধমান ক্যানেল বিভাগ" এবং "ডি ভি সির (সেচ) ডিভিসন-১" নামে কোন অফিস নাই, তবে সেচ ও জলপথ বিভাগের "দামোদর ক্যানেল ডিভিসন" এবং ডি, ভি, সির "কনস্ট্রাকসন ডিভিসন নং ১" এই উভয়েরই অফিস বর্তমানে বর্ধমান শহরে অবস্থিত আছে এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ ও চাপাডাংগাতে সেচ ও জলপথ বিভাগের দুইটি সাব-ডিভিসনের এবং উক্ত জেলার অন্তর্গত পান্ডুয়া, চাঁপাডাংগা ও সিংগুরেও ডি, ভি, সির তিনটি সাবডিভিসনের অফিস বর্তমানে অবস্থিত আছে।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) হুগলী শহরে কোন নূতন শাখা-অফিস খুলিবার প্রস্তাব বর্তমানে নাই।

শ্রী[illegible] চৌধুরী : আমি যে প্রশ্ন করেছিলমা তাতে আছে যে-ডি, ভি, সি-র রেভিনিউ সেকসনটা বর্ধমানে আছে। এখন আমার প্রশ্ন হোল বর্ধমান এবং হুগলীর জন্য রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট যেটা বর্ধমানে আছে তাতে হুগলীর জন্য চুঁচূড়াতে অফিস খোলার কথা চিন্তা করছেন কিনা।

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জী : "কর আদায়" সেচ বিভাগ থেকে হয় না, ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে হয়। ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট ডি, ভি, সি ওয়াটার রেট আদায় করবার জন্য একটা স্পেসাল ব্রাঞ্চ খুলছে এবং তাঁরা যেখানে প্রয়োজন মনে করবেন সেখানে করবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : এরকম অফিস বর্ধমানে আছে যার ফলে ট্যাক্স সম্পর্কিত হুগলী-জেলার সমস্ত আপত্তি বর্ধমানে গিয়ে জানাতে হয়। কাজেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে হুগলীতে এ রকম অফিস খুলবেন কিনা?

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জী : এটা আমার বিভাগের বিষয় নয়, ল্যান্ড রেভিনিউ বিভাগ থেকে জানতে পারবেন।

Gumani River

***340.** (Admitted question No *1456)

শ্রীসনৎকুমার রাহা: সেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি মুর্শিদাবাদ জেলায় রানীনগর থানায় হেবামপুর ইউনিয়নের বড়বিলা হইতে ভৈরব পর্যন্ত যে গুমানী নদী সেচ বিভাগ হইতে কাটা হইতেছে তাহার উপর দিয়া যাতায়াতের জন্য কোন ব্রীজ নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কিনা?

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জী : না।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : এই যে গুমানী নদী কাটা হয়েছে এটা কি সরকারী পরিকল্পনা নিয়ে কাটা হয়েছিল, এটাতে কি এপারে ওপারে যাতায়াতের পরিকল্পনা ছিল না?

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জী : ১৯৫১ সালে বড়বিলা হইতে ভৈরব নদী পর্যন্ত একটি খাল খনন করার সময় গুমানী নদীর উপর একটি ফুট ব্রীজ তৈরী করার জন্য দাবী জানানো হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষাকালে—গুমানী নদীর দক্ষিণস্থ রাস্তাটি জলে নিমগ্ন থাকিত বলিয়া এবং অন্যান্য সময়ে নদীটি সহজভাবেই অতিক্রম করা যায় বলিয়া ফুট ব্রীজটি তৈরী করা হয় নাই। অনতিদূরে হরিডাংগাতে একটি স্লুইস কাম ব্রীজ থাকায় আর একটি ফুট ব্রীজ নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না।

Rent remission

***341.** (Short Notice) (Admitted question No. *1570) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(i) if it is true that Government has passed order for granting rent remission to homestead lands up to one-third of an acre to owners of agricultural lands;

(ii) if so, kindly state what directions have been given to officers; and

(iii) please also state the year from which such rent remission will be implemented?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : (i) Yes. But this order applies to land located outside the limits of any municipality or of any notified area like Durgapur and the concession will be available to persons having land upto 3 acres in irrigated areas or upto 5 acres outside irrigated areas.

(ii) The directions given to the officers are contained in the Circular No. 16916(15)-GE/729/63 dated the 14th August 1963, of the Board of Revenue, West Bengal, a copy of which is placed on the table.

(iii) From 1370 B.S.

Circular referred to in reply to clause (ii) of starred question No. 341

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

OFFICE OF BOARD OF REVENUE, WEST BENGAL

'A' Group—G. E Branch.

Memo No. **16916(15)—G.E. 729/63**

dated, Calcutta the 14th. August, 1963.

To—The Additional Collector,

Subject :—Abatement of rent in respect of homestead land

It has been decided by Government that lands comprised in homesteads not exceeding one-third of an acre in area and not located within the limits of any Municipality or of any notified area like Durgapur, will be exempted from payment of rent and cesses from 1370 B.S. onwards. Persons having lands upto 3 acres in irrigated areas or upto 5 acres outside irrigated areas will be entitled to this benefit. If any person owing land upto 5 acres has less than 3 acres of irrigated land, then he too will be entitled to this benefit. If a person who is otherwise eligible has more than one homestead, each less than one-third acre in area, then he will get the benefit in respect of that homestead which has the largest area.

2. For the purposes of this order "Irrigated area" will mean area irrigated by Government canals only and "Land" will mean both agricultural and non-agricultural land.

3. Every person who wants to avail himself of this benefit will have to submit an application to the J.L.R.O. in whose jurisdiction his homestead is situated. The application will be in the enclosed form which may be printed locally and made over to the Tahsildars so that intending applicants can get them easily. The application must be submitted so as to reach the Junior Land Reforms Officer on or before 30-9-63.

4. On receipt of the applications the Junior Land Reforms Officer will enter them in a register to be opened for the purpose (vide specimen enclosed) and note the registration number and the date of receipt at the top and at the bottom of each application. He will also fill up the lower portion of each application form, sig.. and seal it with his official seal and make it over to the applicant in token of receipt. He will then sort the applications Mouzawar and send them to the Tahsildars concerned

5. The Tahsildars will check the applications with reference to the records of rights and satisfy themselves—(a) that the applicants have homesteads not exceeding one-third of an acre in area, (b) that the homesteads are not situated within the limits of any Municipality or notified area, and (c) that they have land not exceeding 3 acres in irrigated areas or 5 acres outside irrigated areas in the whole of West Bengal. Having satisfied themselves that the statements made in the applications are correct and the applicants are, therefore, entitled to get abatement, they will enter each case in a Register of Abatement of rent and cesses in the enclosed form. The Tahsildars will fill up columns 1 to 8 of this register themselves and put up the same to the Junior Land Reforms Officers for orders. Having satisfied themselves that these columns have beeen filled up properly and correctly the Junior Land Reforms Officers will fill up column 9 and put their signatures in column 10. The Sub-Divisional Land Reforms Officers will, in course of their inspections, check 10 percent of these enetries and put their signatures in column 11 in proof thereof. The Tahsildars will thereupon proceed to make correction in the Tenants' ledger and such other registers as may be found neceessary, nothing the reason for such corrections. The Junior Land Reforms Officers will initial these corrections after satisfying themselves with reference to the Register of Abatement that these have been correctly made. The Register of Abatement and the applications will thereafter be returned to the Junior Land Reforms Officers for safe custory.

6. Wide publicity should be given to the contents of this order, particularly the last date of submission of applications, so that persons who will be benefited by the order can avail themselves of the benefit.

7. Government attaches great importance to the proper and timely implementation of this order. It may, therefore, be kindly ensured that the abatements are granted and the ledgers corrected before the commencement of the next collection season.

A. DASGUPTA

Special Officer & (ex-officio) Secretary,
Board of Revenue, West Bengal.

Memo. No. 16916/1(237)-G.E., dated Calcutta the 14th August, 1963
Copy forwarded to the:

(1) Commissioner,.................. .. Division,.. . ...

(2) Sub-Divisional Land Reforms Officer, ...

(3) Junior Land Reforms Officer,........... ...for information [and necessary action] [for (2) & (3)

A. Dasgupta
14-8-63
Special officer and ex-officio.

Register of Applications for Abatement of rent and cesses in respect of Homestead land.

District—

P. S.—

Serial No.	Date of receipt of application.	Name and address of the applicant	Date of despatch to the Tahsildar	Date of receipt from the Tahsildar.	Purpose of the order—whether the application has been granted or not.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7

Note—In case abatement is not granted, reasons for refusal should be noted in Column-7

Register of Abatement of rent and cesses in respect of Homestead land.

District—

P.S.—

Serial No.	Name and No of Mauza. (The mauzas should be arranged according to their J. L. Nos.)	Name of tenant	Application No	Total area of the tenancy.	Total rent and Cesses of the tenancy		Area of homestead land	Proportionate rent and cesses of homestead land		Amount of abatement sanctioned (in words)		Signature of J L.R.O	Remarks.
					Rent	Cesses		Rent	Cesses	Rent	Cesses		
1	2	3	4	5	6 (a)	6(b)	7	8(a)	8(b)	9(a)	9(b)	10	11

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন যে যদি কোন ব্যক্তি ৫ একরের মালিক হন কিন্তু তার জমি ইরিগেটেড এরিয়াতে ৩ একরের কম থাকে তাহলে তিনি এই সুযোগ পাবেন কিনা?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য : আজ্ঞে তিনি সুযোগ পাবেন, যে সার্কুলারের কথা বলা হয়েছে তাতে এই বাক্যটি আছে

If any person having land upto 5 aceres with less than 3 aceres irrigated land there he too will be entitled to this concession.

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যদি কোন ব্যক্তির দুটি হোম ষ্টেড থাকে এবং তার দুটিই যদি এক একরের কম হয় তাহলে এই রেন্ট এবেটমেন্টের সুযোগ পাবেন কিনা?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য :
পাবে, তবে কথা হচ্ছে সেখানে একটি হোম ষ্টেডের জন্য পাবে।

শ্রীঅবনীকুমার বসু :
মন্ত্রী মহাশয় তাঁর উত্তরে ইরিগেটেড এবং নন-ইরিগেটেড এরিয়ার কথা বলেছেন, কোন এরিয়াকে ইরিগেটেড বলা হবে এই রেন্ট রেমিশনের ক্ষেত্রে?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য : যেখানে সরকারী ক্যানেল দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা আছে এবং তার জন্য খাজনা দিতে হয়, জলকর দিতে হয়।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের জানালেন যে এই বছর অর্থাৎ ১৩৭০ সাল থেকে এই রেন্ট এ্যাবেটমেন্ট দেওয়া হবে। আমি জানতে চাই এই রেন্ট এবেটমেন্ট পেতে গেলে দরখাস্ত দেবার শেষ তারিখ কিছু নির্দিষ্ট হয়েছে কিনা?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দরখাস্ত দেওয়ার শেষ তারিখ হল ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩। ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকার কর্তৃক ছাপান দরখাস্ত যে কোন কাগজে করতে পারেন। একথা জানাই যে আমাদের কয়েক লক্ষ দরখাস্ত বিচার করতে হবে। সেজন্য যদি খুব শীঘ্র দরখাস্তগুলি পাওয়া যায় তাহলে এ বছর-এর মধ্যে সমস্ত হোম-ষ্টেড, যার খাজনা ছাড় দেবার উপযুক্ত তার খাজনা ছাড় দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানিয়েছেন ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সাল দরখাস্ত দেবার শেষ তারিখ। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি এ বিষয়ে পাবলিকের কাছে নোটিফাই করার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য : জনসাধারণের কাছে এটা প্রচার করবার জন্য জেলা সমাহর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা স্থানীয় কাগজপত্রে এই ফর্মের একটি কপি প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক জে, এল, আর ও অফিসে একটি করে কপি পাঠান হয়েছে, বিজ্ঞপ্তির নকল করে পাঠান হয়েছে।

[12-40—12-50 p.m.]

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এ বিষয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি বা প্রেস নোট ইসু করবার কথা তাঁরা চিন্তা করেছেন কিনা?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য : বিভিন্ন জেলার স্থানীয় সংবাদপত্রে এই খবরটা প্রকাশ করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরো অন্যান্যভাবে অধিকতর প্রচার করবার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের যদি দরকার হয় তাহলে নিশ্চয়ই তা করা হবে।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে যদি কোন কারণে কোন ওনার ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত দিতে না পারে তাহলে এর ডেট এক্সটেন্ড করা

হবে কিনা এবং যদি অনুসন্ধান কার্য্য শেষ না হয় তাহলে ১৩৭০ সালের পরে এটার কোন এফেক্ট দেওয়া হবে কিনা?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য : যদি কোন রকম অনুসন্ধান কার্য্য শেষ না হয় তাহলে এমন ক্ষেত্রে ১৩৭০ সাল থেকেই হোমস্টেড রেমিসান দেওয়া হবে। যদি আমাদের ক্যাল-কুলেসানে কোন রকম অসুবিধা হয়ে থাকে এবং কোন কারণে আমরা সমস্ত দরখাস্তগুলি বিচার বিবেচনা করে উঠতে না পারি তাহলে ১৩৭০ সাল থেকে রেমিসান দেওয়া হবে। যদি ১৩৭০ সালে বিচার বিবেচনা করতে না পারার জন্য আমরা আদায় করে ফেলি তাহলে ১৩৭১ সালে সেটা এ্যাডজাস্ট করা হবে।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে সেচ এলাকায় যেখানে জল কর দেয় সেই সব এলাকায় যাদের জমি পড়ে তাদের নিজের বসত বাড়ী থাকার জন্য যে খাজনা সেটা দিতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক এলাকা আছে এবং আমার মুর্শিদাবাদ জেলার খাড়গ্রামে যেখানে সেচ এলাকা সেখানে কোন সেচের জল পাওয়া যায় না অথচ খাজনা আদায় করা হয়। সেখানে কি হবে?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য : যেখানে সেচের জন্য জলকর আদায় করা হয় সেখানে আমাদের প্রিজামপসান ধরে নিতে হবে যে সেখানে সেচের জল পাওয়া গিয়েছিল।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : যেখানে জলকর আদায় করা হয় অথচ একই ফ্যামিলির একই এলাকায় ৩ বিঘার মধ্যে ২-৩ খানা হোমস্টেড আছে, সেখানে কি হবে? সেখানে ৩ খানা বাড়ীই কি মাফ পাবে?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য : না, ৩ খানা বাড়ী পাবে না।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : মফঃস্বল এলাকায় এই যে আইনটা প্রয়োগ করা হচ্ছে এর দ্বারা আজ পর্যন্ত কত দরখাস্ত এসেছে এবং ব্যাপকভাবে দরখাস্ত আসার সুযোগ যে দিয়েছেন তাতে কি সরকার মনে করছেন সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য : আমরা আশা করছি যে মাননীয় সদস্যগণের সহ-যোগিতাতে এবং জনসাধারণের সহযোগিতাতে আমরা সমস্ত দরখাস্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেতে পারব।

শ্রীনিখিল দাস : ৩০শে সেপ্টেম্বরের পরে যদি কেউ দরখাস্ত করে তাহলে সে এটার সুবিধা পাবে কিনা?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য : আমরা আশা করছি যে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যদি সমস্ত দরখাস্তগুলি পাই তাহলে ১৩৭০ সাল থেকে এটাকে এফেক্ট দেওয়া যেতে পারে। যদি টাইম একসটেন্ড করব বলে এখন থেকে স্থির করি তাহলে আমাদের ভয় হচ্ছে ১৩৭০ সাল থেকে আমরা এফেক্ট দিতে পারব না। সেজন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছি। যদি কেউ গুরুতর কারণে দরখাস্ত করতে না পারেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ডেবার্ড হয়ে যাবেন না। তবে একটা কথা হচ্ছে নির্দিষ্ট তারিখ বেঁধে দিয়ে ওয়াইড পাবলিসিটির যদি ব্যবস্থা করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে লক্ষ লক্ষ দরখাস্ত এবং হয়ত ৯৫ পার্সেন্ট দরখাস্ত পেয়ে যাব এবং আমরা এফেক্ট দিতে পারব।।

শ্রীনুরুল হক : ওয়াইডলী পাবলিসিটি করার জন্য যদি ইউনিয়ন বোর্ড বা অঞ্চল পঞ্চায়েৎ-এর সহিত সহযোগিতা করা যায় তাহলে বোধ হয় ভাল হয়—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এরকম নির্দেশ দেবেন কি?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য : মাননীয় সদস্য যে সাজেসন দিয়েছেন সেটা নিশ্চয়ই আমরা বিবেচনা করে দেখবো, আমরা বর্তমানে জে এল আর ও অফিসে পাঠিয়েছি এবং ইউ-নিয়ন বোর্ড বা অঞ্চল পঞ্চায়েৎ অফিসে এক কপি করে সমস্ত বিজ্ঞপ্তি যদি পাঠিয়ে দিতে পারি আশা করি তারা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবেন।

ডাঃ রাধানাথ চট্টোরাজ :
যাদের বাড়ী ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি নেই, জমি নেই তাদের কি দরখাস্ত করতে হবে?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য :
দরখাস্ত না করলে সমস্ত বিষয়টা বুঝতে পারবেন না—দরখাস্ত এজন্য করতে হয়—যে তার সত্য সত্য কতখানি জমি আছে, কিন্তু কতখানি আছে, কৃষি অকৃষি জমি কতখানি আছে এবং তা আমাদের সীমারেখার মধ্যে পড়ছে কিনা—সেজন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। যদি তাঁরা দরখাস্ত করেন তাহলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে।

ডাঃ রাধানাথ চট্টোরাজ :
যাদের জমি একেবারে নেই কেবল বাস্তু আছে তাদের দরখাস্ত দেবার কি প্রয়োজন আছে—তহশীলদাররা তো সেটা ঠিক করতে পারবেন।

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য :
আমার মনে হয় যাদের শুধু বাস্তু আছে তারাও দরখাস্ত করুন এবং এই দরখাস্তের ফর্ম বিনাপয়সায় পাওয়া যাবে, দরখাস্ত যে কোন কাগজে লিখে দেয়া যেতে পারে এবং খুব কষ্ট যাতে না হয় সেজন্য আমাদের যে জে. এল. আর. ও অফিস আছে, অন্যান্য অফিস আছে তারা সহযোগিতা করবেন সর্বদায় কিভাবে দরখাস্ত লিখতে হবে এবং দরখাস্ত লিখে দেবার জন্যও তারা সহযোগিতা করবেন, তাতে আমাদের সুবিধা হবে।

ডাঃ রাধানাথ চট্টোরাজ :
এ সম্পর্কে যদি তহশীলদারদের নির্দেশ দেন যে যাদের মাত্র বাড়ী আছে তহশীলদাররা সেটা ব্যবস্থা করে নেবেন তাহলে সুবিধা হয়।

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য :
শুধু তহশীলদারদের উপর এতখানি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়ত ঠিক হবে না। আমি একটা কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই যে আমরা অঞ্চল পঞ্চায়েৎ অফিস এবং ইউনিয়ন বোর্ড যেখানে আছে সেই ইউনিয়নের বোর্ডের অফিসে এই দরখাস্তের কপি ভাল উপযুক্ত সংখ্যায় পাঠিয়ে দেব, বিনাপয়সায় তারা সেটা পেতে পারেন।

শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া :
মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি যে দরখাস্তের ফর্মের কপি কি করে গ্রামের লোকে সহজে পাবে তার কোন ব্যবস্থা করতে পেরেছেন কিনা?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য :
আমরা এখন থেকে কেন্দ্রীয় অফিসে থেকে দরখাস্তের ফর্ম ছাপাচ্ছি না। আমরা কিছু দরখাস্তের ফর্ম ছাপিয়েছি, মাননীয় সদস্য যদি দরখাস্তের ফর্মের কপি চান আমি দিতে পারি কিন্তু বিভিন্ন জেলায় কালেকটারকে আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে স্থানীয় প্রেস মারফৎ বিভিন্ন জায়গায় ঐ দরখাস্তের ফর্ম উপযুক্ত সংখ্যায় ছাপিয়ে নেবেন এবং যদি কোন প্রতিষ্ঠান ছাপিয়ে নিয়ে বিলি করেন পয়সা না নিয়ে তাহলে আমাদের কাজের সুবিধা হতে পারে। তা ছাড়া এই ফর্ম দেখে সাদা কাগজে কেউ যদি লিখে দেন বিবরণগুলিসহ তাহলেও কাজ চলবে।

ডাঃ রাধানাথ চট্টোরাজ :
এই দরখাস্ত কাকে দিতে হবে মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য :
আমি এর ফর্ম দিতে পারি যদি দয়া করে নেন। আমরা এই ফর্মের সংগে রসিদ করেছি, সেই ফর্ম দেবার সংগে সংগে রসিদটা ছিঁড়ে তাকে দেয়া যেতে পারে। কাজেই ফর্মটা হারিয়ে গেলে বা কোথাও মিসপ্লেসড হলেও কোন ভয় থাকবে না। ফর্ম জে. এল. আর. ও অফিসে দেবেন, তহশীলদারকে নয়।

শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া :
মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি একজন জেলা সমাহর্তার পক্ষে তাঁর জেলায় বেশ কয়েক লক্ষ ফর্ম কোন প্রেসে ছাপিয়ে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিলি করা সম্ভবপর কিনা?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য : একথা ঠিক যে কোন জেলা কালেকটরের পক্ষে খুব তাড়াতাড়ি এত লক্ষ লক্ষ ফর্ম ছাপানো হয়ত সম্ভব হবে না। সেজন্যই বলেছি এই ফর্ম দেখে যদি কেউ কাগজে টুকে নিয়ে সেটা আবেদন হিসাবে দাখিল করতে পারেন সেটা চলবে। আমার মনে হয় হয়ত কোন কোন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এইসব কাজে এগিয়ে আসতে পারেন, তারা ফর্ম ছাপিয়ে বিক্রি করতে পারবেন।

শ্রীলুৎফল হক : এই সব ফর্ম পূরণ করে জেলায় জেলায় দিতে হবে?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য :
জে এল আর ও অফিসে।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা :
আমি একটা সাজেসান দিচ্ছি খবরের কাগজে ঐ ফর্ম যদি ছাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে গ্রামের লোকের সুবিধা হবে।

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য :
আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে লোকাল নিউজপেপার আছে সে সব জায়গায় ছাপাতে বলেছি, কোলকাতায় খবরের কাগজগুলি ছাপবেন কিনা সন্দেহ আছে।

শ্রীঅবনীকুমার বসু :
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ঐ ইউনিয়ন বোর্ড কি পঞ্চায়েতের কাছে অবিলম্বে যাতে এই ফর্ম যায় সে বিষয়ে কি ব্যবস্থা করবেন?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য :
নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করব।

[12-50—1 p.m.]

শ্রীঅবনীকুমার বসু :
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাইছি যে, এই রেন্ট রেমিসন্ দিতে গিয়ে কত টাকার রাজস্ব আমরা ছেড়ে দেব?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য :
এই বিষয়ে আমাদের এখনও কোন সঠিক তথ্য নেই। আমরা এ বিষয়ে তথ্য বের করবার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে চেষ্টা করেছিলাম বিভিন্ন ভাবে তাতে বিভিন্ন ফিগার পাওয়া গেছে- কখনও পাওয়া গেছে ৩১ লক্ষ টাকা কখন দাঁড়িয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা।
ইট উইল বি এনিথিং বিটুউইন ৪০ এ্যান্ড ৫০ ল্যাকস্।

শ্রীঅবনীকুমার বসু :
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন এই যে য়্যাবেটমেন্ট্ অব রেন্ট যেটা উনি দিতে চাচ্ছেন তার সঙ্গে ল্যান্ড রিফরমস্ য়্যাকট্ চালু হবার কোন সম্পর্ক আছে কী না?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য :
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ল্যান্ড রিফরমস্ এ্যাক্ট-এর সেকসন ২৯ আছে অবশ্য যে কি ভাবে রেন্ট স্ট্রাকচার হবে, তার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটা জায়গায় আছে যখন ল্যান্ড রিফরমস এ্যাক্ট-এর সেই ২৯ ধারা প্রয়োগ করা হবে তখন
ওয়ান থার্ড অফ দি একরস অফ দি ল্যান্ড হোম স্ট্যান্ড এর রেমিসন পাবে।
কাজেই ল্যান্ড রিফরমস এ্যাক্ট এর ৩১ ধারায় একটা সামান্য অংশ আছে বলতে পারেন। পুরোপুরি সম্পর্ক যেটা সেটা অনুমান সাপেক্ষ।

Questions to which written answers were laid on the table

Compulsory primary education in urban areas

632. (Admitted question No. 457.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা: শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কি কি ব্যবস্থা হইয়াছে; এবং

(খ) বর্তমানে কতগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় পৌরসংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে?

The Minister for Education :

(ক) ১৯১৯ সনের বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে পৌর কর্তৃপক্ষগুলির উপর স্ব স্ব এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। এই আইনের বিধান অনুসারে যেসকল পৌর কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ এলাকায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সরকারী অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারণে উক্ত আইনের বিধান আশানুরূপ কার্যকরী না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিধানগুলি সংশোধন করিয়া '১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ শহরাঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা বিল' নামে এক বিল বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনে উপস্থিত করা হইয়াছে।

(খ) ১৯৬১-৬২ সালে ২২টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং ৪১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

Acquisition of a house at Chandernagore

633. (Admitted question No. 804.)

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) চন্দননগর বেল স্টেশনের নিকট বসু-পরিবারের একটি বাড়ি সরকার কর্তৃক ক্রয় করা হইয়াছে কি;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয় তবে কোন বৎসর ক্রয় করা হইয়াছে,

(গ) কত টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে,

(ঘ) এই বাড়িটা বর্তমানে ভাঙিয়া ফেলা হইতেছে অথবা সংস্কার করা হইতেছে কি; এবং

(ঙ) এই বাড়িটা কি কার্যে লাগানো হইবে বলিয়া সরকার ঠিক করিয়াছেন?

The Minister for Education :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অ্যাক্ট ১৯৪৮ (ডব্লিউ বি অ্যাক্ট টুয়েন্টি-ওয়ান অব ১৯৪৮) আইন অনুসারে ভূমিগ্রহের মাধ্যমে 'এস এম, বোসের বাড়ি' নামে প্রতিষ্ঠিত বাড়ি ও তৎসংলগ্ন ৮.৪৪ একর জমি উদ্বাস্তু ও ত্রাণ বিভাগ কর্তৃক ১৯৫২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রহণ করা হইয়াছে।

(গ) এই বাবত মোট ৩,৯৩,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) সংস্কার করা হইতেছে।

(ঙ) মাত্র ১.৭৯ একর জমি ও তদপরিস্থিত গৃহাদি শিক্ষা বিভাগকে দেওয়া হইয়াছে। এই অংশে মেয়েদের দুইটি আবাসিক বেসিক ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

Vested lands in West Dinajpur

634. (Admitted question No. 978.)

শ্রীমঙ্গলা কিস্কু: ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) এস্টেট এ্যাকুইজিসন এ্যাক্ট-এর বিধি বলে পশ্চিম দিনাজপুরের কোন্ কোন্ থানার কি পরিমাণ উম্বৃত্ত জমি সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে,

(খ) উক্ত জমির মধ্যে কি পরিমাণ জমি আবাদযোগ্য;

(গ) এ যাবৎ সরকার ন্যস্ত জমির মধ্য হইতে থানাভিত্তিক (পশ্চিম দিনাজপুর জেলার) কি পরিমাণ জমি দখল লওয়া হইয়াছে,

(ঘ) এ যাবৎ থানা ভিত্তিতে (পশ্চিম দিনাজপুর জেলার) কি পরিমাণ জমি কৃষককে বিতরণ করা হইয়াছে;

(ঙ) কোন অকৃষককে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে কিনা, এবং

(চ) বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়া থাকিলে, তাহার পরিমাণ কত?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) থানা	সার্কেল	ন্যস্ত উম্বৃত্ত জমির পরিমাণ একর
বালুরঘাট হিলি	বালুরঘাট	৬,৯৬৪ ১১
গঙ্গারামপুর কুমারগঞ্জ	পতিরামপুর	৯,৩৮০ ৭৭
তপন	নয়াবাজার	১১,৫১৯ ৫৩
কুসমণ্ডী বংশীহারা	বংশীহারা	৯,২৫৭ ১৪
কালিয়াগঞ্জ হেমটাবাদ	কালিয়াগঞ্জ	৬,৯১৭ ০০
রাইগঞ্জ ইটাহার	রাইগঞ্জ	১১,৪০৯·০০

(খ) এখনও নির্ধারিত হয় নাই।

(গ) থানা	সার্কেল	দখলীকৃত ন্যস্ত জমির পরিমাণ একর
বালুরঘাট হিলি	বালুরঘাট	৫,২৭৫ ০০
গঙ্গারামপুর কুমারগঞ্জ	পতিরামপুর	৭,৭৯১·৮১
তপন	নয়াবাজার	৯,২৪৩·৪০
কুসমণ্ডী বংশীহারা	বংশীহারী	৮,২৫২·০০

কালিয়াগঞ্জ হেমতাবাদ	কালিয়াগঞ্জ	৩,৯২৬·০০
রাইগঞ্জ ইটাহার	রাইগঞ্জ	৬,৭৬০·০০

(ঘ) থানার নাম	সার্কেলের নাম	বন্দোবস্ত করা জমির পরিমাণ একর
বালুরঘাট হিলি	বালুরঘাট	২,৭৬০·৪৩
গঙ্গারামপুর কুমারগঞ্জ	পতিরামপুর	৩,৬০৫·১৬
তপন	নয়াবাজার	১,৫৮৬ ০৩
কুসমন্ডী বংশীহারা	বংশীহারী	২,২৮৩·০০
কালিয়াগঞ্জ হেমতাবাদ	কালিয়াগঞ্জ	১,৫৮৬ ০৩
রাইগঞ্জ ইটাহার	রাইগঞ্জ	৩,৯৯২·৪৭

(ঙ) হ্যাঁ, হইয়াছে।

(চ) ৬৫১·৫৮ একর

Establishment of Paper Mills at Murshidabad

635. (Admitted question No. 1065.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় কাগজ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং

(খ) অবগত থাকিলে এই জেলায় একটি কাগজের কল নির্মাণের কোন চিন্তা সরকার করিয়াছেন কি?

The Minister for Commerce and Industries :

(ক) হ্যাঁ, খড়, পাটকাঠি ও আখের ছিবড়া জাতীয় উপকরণ পাওয়া যায়।

(খ) কাগজ ও মন্ড শিল্প প্রচলিত নীতি অনুসারে বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হওয়ার কথা।

দি রামনগর কেন্ অ্যান্ড সুগার কোম্পানি লিঃ শিল্প (উন্নয়ন ও প্রবিধান) বিহিতক অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের বরাবরে একটি আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই বস্তুর উৎপাদন যথেষ্ট থাকায় আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

Hooghly Mohsin College

636. (Admitted question No. 1113.) **Shri GIRIJA BHUSAN MUKHERJEE :** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state whether the Science classes of Hooghly Mohsin College have been shifted to new building ?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) when they have been shifted to new building ;

(ii) whether all the requirements of Science training have been fulfilled ; and

(iii) whether the arrangements for Science practical training have been made in full ?

The Minister for Education : (a) and (b) (ii) Yes

(b) (i) The Science classes have been shifted to the new building during the last academic session.

(iii) All the arrangements for practical training in Science excepting the instalation of electricity in the Gas Plant House have been made in the new block Steps have been taken for the installation of electricity in the Gas Plant House

Jute

637. (Admitted question No. 1120.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিম বাংলায় কত পাট স্টেট্ ট্রেডিং করপোরেশন গত ১৯৬২-৬৩ সালে ক্রয় করিয়াছে এবং তাহার মূল্য কত;

(খ) উক্ত পাটের কত অংশ আসাম বটম স্তরের পাট,

(গ) মার্কেটিং সোসাইটি কি হারে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন খরচা পাটের ক্রয়ের উপর কেটে নেন; এবং

(ঘ) অন্যান্য ভ্যারাইটি পাটের কি মূল্য দেওয়া হয়?

The Minister for Co-operation :

(ক) পাট ক্রয়ের মোট পরিমাণ	মোট মূল্য
১৫,৪২,০১৫ কিলোগ্রাম	১২,৯২,৯১৩ টাকা

(খ) ৫৯,৩৯১ কিলোগ্রাম।

(গ) মার্কেটিং সোসাইটিগুলি পাট-ক্রয়কালে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত খরচগুলি বাদ দেন।

(১) জুট ট্যাক্স,

(২) ক্রয়কেন্দ্র হইতে কলিকাতার স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের গুদামে পাট আনিবার খরচ,

(৩) গ্রেডিং-এর খরচ,

(৪) বেলিং-এর খরচ,

(৫) শুল্ক (ড্রাইয়েজ এ্যান্ড ওয়েস্টেজ),

(৬) গুদাম খরচ প্রভৃতি,

(৭) সমবায় সমিতিগুলির বিভিন্ন স্তরের কমিশন, মণ প্রতি ৫০ নঃ পঃ।

এই কারণে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খরচের নির্দিষ্ট হার নাই. ইহা দূরত্ব ও ক্রয়কেন্দ্রের অন্যান্য অবস্থার উপর নির্ভর করে।

(ঘ) ভ্যারাইটি (বটম) এবং মূল্য (প্রতি মণ)

লোকাল দেশী মেস্তা ২৭·০০ টাকা

মুর্শিদাবাদ তোষা ২৯ ৫০ টাকা

মুর্শিদাবাদ মেস্তা ২৫ ৫০ টাকা

নর্দান মেস্তা- ২৭ ০০ টাকা

অর্ডিনারী দেশী ৩১·০০ টাকা

রায়গঞ্জ মেস্তা ২৮ ৫০ টাকা

সিলেক্টেড্ ডিস্ট্রিক্ট দেশী ৩২ ০০ টাকা

সিলেক্টেড্ মুর্শিদাবাদ মেস্তা ২৭ ০০ টাকা

ওয়েস্টার্ন দেসাল তোষা ৩০ ০০ টাকা

বনগাঁ করিমপুর তোষা ৩১ ০০ টাকা

উপরে বিভিন্ন প্রকার পাটের বটম ভেরাইটির মূল্য উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেকটি ভেরাইটির মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ অনুসারে মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

Deep tubewells in the district of Nadia

638. (Admitted question No. 1140) **Shri Birendra Narayan Ray :** Will the Minister of State for Agriculture be pleased to state—

(a) how many deep tubewells are proposed to be sunk in the district of Nadia in 1963-64 (with locations); and

(b) how many deep tubewells have been sunk in the above district in the years 1957 to 1962 (with locations)?

The Minister of State for Agriculture : (a) One hundred and twelve. A list of sites with their locations is placed on the Table.

(b) Sixty-seven. A list of tubewells with their locations is placed on the Table.

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 638.

Sites tentatively selected for sinking of deep tubewells in Nadia District during 1963-64

Sl No.	Name of Mouza	Name of P S	Sl No	Name of Mouza	Name of P S
1	Khajuri	Kotwali	32	Chittka	Tehatta
2	Singhati	,,	33	Nazirpur	,,
3.	Senadanga	,,	34	Betaijitpur	,,
4	Naldanha	,,	35	Chilakhali	,,
5	Sendha	,,	36	Shamnagar	,,
6	Jahangirpur	,,	37	Krishna Chandrapur	,,
7	Subarnabehar	,,	38	Narayanpur	Harunghata
8	Bishnupur	,,	39	Uttar Rajapur	,,
9	Amghata	,,	40	Suarnapur	
10	Pannala		41	Dakshin Duttapara	
11	Bhanderkhola	,,	42	Goaldov	,,
12	Bhanderkhola (Java)	,,	43	Secundarpur	,,
13.	Baruipara	Karimpur	44	Kasthodanga	,,
14.	Kechuadanga	,,	45.	Kasthodanga	
15	Arabpur	,,	46	Uttar Brahmapur	,,
16.	Tvorkhali	Nabadwip	47.	Bhawanipur	,,
17.	Mahatpur	Chapra	48.	Satvapole	
18.	Mahatpur	,,	49.	Purba Satberia	,,
19.	Pitambarpur	,,	50	Chanda	,,
20.	Chote Andulia	,,	51	Goaldov	,,
21.	Bara Andulia	,,	52.	Dighalgram	,,
22.	Shomepukur	,,	53.	Ukhra	,,
23.	Majhidaha	,,	54.	Ukhra (Napit-Satberia)	,,
24.	Hatisala	,,	55	Jhikra	,,
25.	Deulia	,,	56.	Kastodanga	,,
26.	Patharghata	Tehatta	57	Kulumberia	,,
27.	Puimari	,,	58	Gobindapur	Chakdah
28.	Tehatta	,,	59	Muktipara	,,
29.	Tehatta	,,	60.	Jagulia	,,
30.	Bagakhali	,,	61.	Mondalghat	,,
31.	Haripur	,,	62.	Rasullapur	,,

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 638.—(contd.)

Sites tentatively selected for sinking of deep tubewells in Nadia District during 1963-64.

Sl No	Name of Mouza	Name of P.S.	Sl. No	Name of Mouza	Name of P.S.
63	Kunduha	Chakdah	88	Gobin[illegible]pur	Hanskhali
64.	Shimurali	,,	89	Dhakuria	,,
65.	Balarampur	,,	90	Joypur	,,
66	Balarampur	,,	91	Dakshinapara	,,
67	Srinagar	,,	92	Itaberia	,,
68	Shibpur		93.	Itaberia	,,
69	Banamalipara	,,	94	Joypur	,,
70	Sahapur	,,	95	Koya	Krishnagar
71	Perary	,,	96	Joania	,,
72	Geetugachi	,,	97	Mailka	,,
73	Gopinagar Bagadanga	Ranaghat II	98	Krishnagar	,,
74	Gangnapur (south)	,,	99	Madhugari	Karimpur
75	Korabari	,,	100	Madhugari	,,
76.	Korabari	,,	101	Joyrampur	,,
77.	Gangnapur	,,	102	Sundalpur	,,
78	Uprpukuria	,,	103	Tarapur	,,
79.	Anantapur	,,	104	Andherkata	,,
80	Baidvapur	,,	105	Madhugari	,,
81	Ruppur	,,	106	Baruipara	,,
82.	Aranghata	,,	107	Mahishbathan	,,
83.	Aranghata-Narayanpur	,,	108	Mahishoathan	,,
84.	Aranghata-Narayanpur	,,	109	Mathishbathan	,,
85.	Anulia	Ranaghat I	110	Mahishbathan	,,
86.	Ghoraghacha	,,	111.	Andharkota	,,
87.	Parbatipur	,,	112.	Jamsorpur	,,

Statement referred to in reply to clause (h) of unstarred question No. 638.

List of deep tubewells sunk in Nadia District during the period from 1959-62.

Sl. No.	Name of Mouza	Name of P.S.	Sl. No.	Name of Mouza	Name of P.S.
1.	Kamari	Kaliganj	35.	Joykrishnapur	,,
2.	Hatgacha	,,	36.	Pumlia	,,
3.	Dabgacha	,,	37	Panpara	Ranaghat
4.	Debagram	,,	38	Raghabpur	,,
5.	Debagram	,,	39	Habibpur	,,
6.	Debagram	,,	40	Jhitkapota	Krishnagar
7.	Bikrampur	Nakashipara	41	Panchpota	Santipur
8	Bikrampur	,,	42	Chack chapra	Krishnagar
9.	Bikrampur	,,	43	Chapra Dignagar	,,
10.	Bamandanga	,,	44	Itla	,,
11	Jagadanandapur	,,	45	Itla (Nabadurgapur)	,,
12	Panighata	Kaliganj	46	Purbakhamarsimulia	Hanskhali
13	Patuly	Ranaghat	47	Dogachi	Krishnagar
14.	Gobindapur	Kaliganj	48	Baspukur	Hanskhali
15.	Itapukur	Chakdah	49	Nabapukuria	,,
16.	Purbabishnupur	,,	50	Gopalpur	Ranaghat
17	Silinda	,,	51	Baraset	,,
18.	Balia	,,	52	Nazirpur	,,
19.	Louhagacha	Nakashipara	53	Berakamgachi	,,
20.	Dahakul	,,	54.	Nandighat I	,,
21	Chakbege	Kaliganj	55	Nandighat-II	,,
22.	Asachia	,,	56	Gangu	,,
23.	Teghria	,,	57	Bhatjungla	Krishnagar
24.	Hijli	,,	58	Neulia	Chakdah
25.	Baritna	,,	59	Debagram	Kaliganj
26.	Chandpur	,,	60	Jagpur	Nakashipara
27.	Gobindapur	,,	61	Bhaduri	Ranaghat
28.	Dhubulia	Krishnagar	62	Chandandah	,,
29.	Dhubulia	,,	63	Nokari (Purnnagar)	,,
30.	Ghatigacha	Ranaghat	64	Hudaputia	,,
31	Muragacha	Haringhata	65.	Dhamtola	,,
32.	Birohee	Haringhata	66	Uttarpara	,,
33.	Rowtari	Chakdah	67.	Jafarnagar	,,
34.	Khorgachi	Chakdah			

Malaria eradication transport at Murshidabad

639. (Admitted question No. 1142.)

শ্রী [illegible] রায় : স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন ডিপার্টমেন্ট-এর অধীন কয়টি ট্রাক অথবা জীপ ভিন্ন অন্যপ্রকারের সরকারী যান আছে; এবং

(খ) ইহাদের জন্য ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬২-৬৩ সালের কোন সালে কত খরচ হইয়াছিল?

The Minister for Heath :

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ পরিকল্পনার অধীনে ট্রাক ও জীপ ভিন্ন অন্য প্রকারের যান নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

The Thana Farm of Murshidabad District

640. (Admitted question No. 1143) **Shri Birendra Narayan Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(a) various kinds of pure seeds produced in the Thana Farm of Murshidabad district for the last three years;

(b) quantity of such seeds produced per bigha in the same period;

(c) the total quantity of foundation seeds distributed to 'A' type growers for the same period in each such farm; and

(d) the names and addresses of each 'A' type growers when pure seeds were distributed from Nabagram Farm (with quantity) for the same period?

The Minister of State for Agriculture: (a) to (c) Statement I is enclosed herewith.

(d) Statement II is enclosed herewith.

Statement referred to in reply to clause (a) to (c) of unstarred question No 640.

STATEMENT I

(Thana Farms in connection with district Murshidabad)

Name of Thana Farm	Name of important seeds produced.	Produce per bigha (in mds.) 1960-61	1961-62	1962-63	Total quantity of foundation seeds distributed to type growers (in mds.) 1960-61	1961-62	1962-63
Bharatpur	Aus paddy	4 13 0	3 30 0	3 37 0	509 20 0	367 12 12	564 14 0
	Aman paddy .	8 0 0	5 31 0	9 21 0			
	Wheat .	2 28 0	7 3 0	4 13 0			
	Dhancha ..	1 23 0	3 0 0	3 12 0			
Domkal ..	Aus paddy .	3 7 0	3 27 0	2 27 0	77 8 8	210 5 0	33 18 0
	Aman paddy .	8 20 0	3 27 0	6 0 0			
	Dhancha .	3 0 0	3 0 0	3 0 0			
Nabagram . ..	Auspaddy .	3 16 0	2 5 0	2 20 0	107 6 0	281 0 0	352 0 0
	Aman paddy	5 20 0	7 34 0	6 3 0			
	Dhancha		4 17 0	3 17 0			
Burdwan .. .	Aus paddy .	5 33 0	4 0 0		525 0 0	398 25 0	521 0 0
	Aman paddy	8 14 0		9 15 0			
	Dhancha	4 13 0	3 0 0	2 28 0			
Beldanga	Aus paddy	4 27 0	2 27 0	2 31 0	91 26 0	174 21 0	93 20 0
	Aman paddy	3 22 0					
	Wheat	3 34 0	3 27 0	3 1 0			
	Dhancha		3 13 0	1 34 0			
Sagardighi	Aus paddy	2 15 0	4 0 0	5 0 0	352 0 0	620 0 0	473 0 0
	Aman paddy	7 20 0	9 27 0	6 31 0			
	Dhancha	4 27 0	3 0 0	3 0 0			
Suti*** . .	Aus paddy	2 20 0	1 38 0	3 20 0	107 6 0	Not harvested due to flood	107 0 0
	Dhancha	1 2 0	1 39 0	3 0 0			

****Remarks* During 1961 62 flood affected the farm

STATEMENT II

List of 'A' class growers to whom aus and aman paddy foundation seeds were distributed from the produce of the Nabagram thana farm during the year 1960 61.

Name of the grower	Address	Quantity distributed — Aus. Md Sr Ch	Quantity distributed — Aman. Md. Sr. Ch.
1	2	3	4
	U B I. Panchgram Union		
1 [illegible] Mondal	Panchgram ..	.	1- 20 --0
2 [illegible] Taher Mondal	Ditto. ..	.	1 0 -0
3 [illegible] Ali	Nabarampur	.	1 -0 --0
4 Maten Ali	Buradanga .	.	1 0 0
5 Khodabox Sekh	Tentuna	.	1 0 -0
6 [illegible]dhakar Saha	Kishorepur	.	1 0 --0
7 [illegible] Ali ..	Jhargram .	. ..	1- 0 -0
8 [illegible] Islam .	Kharikadanga	.. ..	0 30 0
9 [illegible] Mandal ..	Ditto .	.. ..	1 -0 0
10 [illegible] Sk	Digridanga	..	0 30 -0
11 [illegible] Sk	Kutabpur	.	0 20 --0
12 [illegible] Sk	Chakp[illegible]	..	1 0 0
13 [illegible] Sk .	Milki	. ..	1 0 0
			12 20 0
	2 No Gorabpakhall Union		
1. [illegible]tatan Kongar	Pushla	.	1 0 0
2 [illegible] Mondal	Kangram	.. ..	1 -0—0
3 Man[illegible] Sk .	Pundi .	.. ..	1 0 -0
4 M[illegible] Haque .	Belure .	..	1 -30 -0*
5. D[illegible] Ch Somo	Aira	.. .	1 0 -0
6 H[illegible]uddin Sk . .	Nungram	.. .	0 -35—0
7. San[illegible]tan Roy Choudhury	Gura .	.. ..	1 -5 -8 +
8 Baru Ghosh .	Bilolo .	.. ..	0 -39—0
9. Kased Sk . .	Belure .	.. ..	0 15—0
10. Tashad Sk. .	Belure ..	.. ..	0 -10—0
11 A[illegible] Sk	Pundi .	.. ..	0 -10 -0
12. S[illegible] Ali	Belure .	.. ..	0 -15 -9

2 No. Gevahparhill Union – contd.

13.	Panchanan Roy	Pusla	0—5—8
14.	Kinu Sk.	Belure *	0—20—0
15.	Ramgopal Chatterjee	Pasla	0—20—0
16.	Abdullah Sk.	Belure	0—20—0
17.	Ajit Mondal	Koragram	0—20—0
18.	Panchanan Bhakat	Koragram	0—20—0
19.	Md. Rabic	Balure	0—15—0
20.	Eashin Sk.	Balure	0—10—0
21.	Karuna Sindhu Dey	Pundi	0—15—0
			13—25—0

*30 seers for D/C
+5½ seers R/D.

Maharul U B 3

Rakhal Dewal	Palsa	1—0—0
Bahudallab Mondal	Hizrole	1—0—0
Abdus Sattar Mia	Haswain	1—0—0
Hrishidesh Mondal	Muraria	1—0—0
Kabad Mondal	Goraia	1—0—0
Minraj Kabiraj	Pajkhanda	1—0—0
Moktar Ali	Anantapur	1—0—0
Sudhir Mondal	Grandighi	1—0—0
Madan Ghosh	Daspara	1—0—0
Rajendra Nath Sah	Kalyanganj	1—0—0
Shyama Pada Ghosh	Hizrole	0—39—0
		10—39—0
	Demonstration Centre	0—30—0
	Result Demonstration	0—11—0
		12—0—0

Narayanpur U. B. 5

1.	Tarapada Mondal	Dakshingram	1—0—0 Under seed Saturation Scheme.
2.	Ishaque Mondal	Khajuria	1—0—0
3.	Karuna Sindhu Ghosh	Bichhuti	1—0—0
4.	Kanti Pada Pradhan	Nashigram	1—0—0

Narayanpur U.B. 5—*contd.*

5.	Bholanath Chatterjee	Jalukha	1—0—0
6.	Matiur Bhusman	Gopegram	1—0—0
7.	Sakti Pada Roy	Gopegram	1—0—0
8.	Panchkari Biswas	Khajuria	1—0—0
9.	Benoy Kr. Roy	Gopegram	1—0—0
10	Kirthibash Mondal	Purbagram	1—0—0
11	Satya N. Bhaket	Palsunda	1—0—0
12.	Aswini Kr. Pal. .	Bishnupur	1—0—0
13.	Sankar Ch Mondal	Dakshingram	1—0—0
14	Jitendra Mohan Ghosh	Behala	1—0—0
15	Aswini Kr Mondal	Budhaidanga	1—0—0
16.	Abdul Haque . .	Panchanandapur	1—0—0
17	Shyamapada Mondal	Dakshingram	1—0—0
18	Modan Mohan Ghosh	Mazhigram	1—0—0
19	Purna Ch. Ghosh	Brahmapur	1—0—0
20	Gadadhar Mondal	Pomia	1—0—0
21	Damadar Pal . .	Bichuti	1—0—0
22	Kinkar Mondal	Mogroldanga	1—0—0
			22—0—0

Bagirapara Union No. 8

Md Hossain		1—0—0
Amsurjamman	Hazbibidanga	1—0—0
Mir Abul Kasem	Bagirapara	0—20—0
Sarada Saha	Sarabangar	1—0—0
Hazi Abdulahed	Jhulanpur	1—0—0
Md Abdulahed Mondal	Jurankandd	1—0—0
Md. Abdul Sattar . .	Sahebnagar	1—0—0
Md Emran Hossain Mondal	Sarbanagar	0—20—0
Shamad Sheikh	Sarbanagar	0—20—0
Md Abdul Jalil	Kachubari	1—0—0
Amarendra Nath Mondal	Chandraghat	1—0—0
Bholanath Mondal . .	Bakhrabad	0—20—0
Surya K Mondal	Bakhrabad	0—20—0
Mir Anuar Ali	Bagirapara	0—20—0
		14—0—0

Shibpur Union

			Aus	Aman
1.	Hazi Allerakha	Joykrishnapur	1—0—0	
2.	Jatindra N. Chakraborty	Shibpur	1—0—0	
3.	Rudra N. Mondal	Dafarpur	1—0—0	
4.	Profulla K. Mondal	Ramda	1—0—0	
5.	Anil Kr. Mondal	Bagar	1—0—0	
6.	Abdul Gafur Khan	Madhupur	1—0—0	
7.	Jiban K. Sarkar	Bagar	1—0—0	
			7—0—0	
8.	Profulla K Mondal	Ramda		1—0—0
9.	Hakshed Mondal	Shibpur		1—0—0
10.	Najarali Sk	Mukunda		1—0—0
11.	Rampada Mondal	Joykrishnapur		1—0—0
12.	Sudhir Ghose	Amlakunda		0—15—0
13.	Hazi Allerakhu	Amlakunda		1—0—0
14	Bhola N Saha	Bagar		0—25—0
15.	Rampada Khan	Madhuna		1—0—0
16.	Aswini K Mondal	Gunkar		1—0—0
17.	Chitta R Chakraborty	Anukha		1—0—0
18.	Jatindra N Chakraborty	Shibpur		1—0—0
19.	Earnush Sarkar	Achra		1—0—0
20.	Banka Roy Mondal	Gangaram		1—0—0
21.	Keshori Mondal	Kanakpur		1—0—0
22.	Birendra Ghose	Kanakpur		1—0—0
23.	Tara Pada Ghose	Kanakpur		1—0—0
24.	Hemanta Ghose	Amarkundu		1—0—0
25	Hyfulla Sk.	Achra		1—0—0
26.	Hazi Abidh Sk.	Mudundap		1—0—0
27.	Tarapada Mondal	Dafarpur		1—0—0
28	Bhupendra Mondal	Dafarpur		1—0—0
29.	Niranjan Mondal	Ramdya		1—0—0
30.	Baidya N. Sarkar	Gakuni		1—0—0
31.	Arwin Biswas	Gakuni		1—0—0

Aus 7—0—0 Aman 24—0—0

Japanese system of paddy cultivation in Pingla police-station, Midnapore

641. (Admitted question No. 1163.)

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস : কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানাতে গত বৎসর কোন কোন গ্রামের কত জমিতে জাপানী প্রথায় চাষ করা হইয়াছিল;

(খ) কোন গ্রামের কত জমিতে এ প্রথায় সর্বাপেক্ষা বেশী ফলন হইয়াছিল এবং উহার পরিমাণ মত;

(গ) জাপানী প্রথায় চাষ করার জন্য কৃষকগণকে এ থানায় কিভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়;

(ঘ) (খ) প্রশ্নে উল্লিখিত জমিগুলিতে সেচের সুবিধা আছে কিনা এবং সেচের সুবিধা থাকিলে ঐ জমিগুলিকে দোফসলী জমিতে রূপান্তরিত করিবার কোন ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিনা, এবং

(ঙ) ঐ সকল জমিতে কি প্রকারের কত পরিমাণ সার গত বৎসর প্রয়োগ করা হইয়াছিল?

The Minister of State for Agriculture:

(ক) বিস্তারিত তালিকা এতদ্‌সহ সংস্থাপিত করা হইল।

(খ) চাটিয়া গ্রামের এক একর জমিতে জাপানী প্রথায় উন্নত প্রথায় সর্বাপেক্ষা বেশি ফলন হইয়াছিল এবং উহার পরিমাণ ৩০ মণ ২৪ সের।

(গ) পিংলা থানায় কৃষকগণকে জাপানী প্রথায় উন্নত প্রথায় চাষ করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা উৎসাহিত করা হয়—

(১) দলগত আলোচনা,

(২) হাতেকলমে দেখানো,

(৩) কৃষি প্রদর্শন ক্ষেত্র,

(৪) মেথড ডেমনস্ট্রেশন,

(৫) উন্নত ধরনের বীজ বিতরণ,

(৬) উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ,

(৭) রাসায়নিক সার বিতরণ ও ক্রয়ের সুবিধার জন্য ঋণ দান ইত্যাদি।

(ঘ) বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্য কোন সময়ে ঐ সকল জমিতে সেচের কোন প্রকার সুবিধা না থাকায় দো ফসলী জমিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই। তবে, আমন ধানের সহিত মিশ্রিত ফসলের চাষ হিসাবে খেসারি কলাইয়ের চাষ হইয়া থাকে।

(ঙ) এসকল জমিতে নিম্নলিখিত সারসমূহ ব্যবহার করা হইয়াছিল—

(১) নাইট্রোজেন ঘটিত সার—৫৫ টন,

(২) ফসফেট ঘটিত সার—৩০ টন,

(৩) পটাশ ঘটিত সার—১০ টন,

(৪) গোবর সার—১৯,৫০০ টন,

(৫) কম্পোস্ট সার—৬৫০ টন।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 641

পিংলা থানায় ১৯৬২-৬৩ সালে যে যে গ্রামে জাপানী প্রথায় (উন্নত প্রথায়) ধান চাষ করা হইয়াছিল তাহার নাম

		একর
১। মুণ্ডমারী	...	৫·০০
২। কুসুমদা	...	৮·০০
৩। খামার কুসুমদা	...	৩·০০
৪। ক্ষীরিন্দা	...	৪·০০
৫। হালিমনগর	.	২ ৫০
৬। পাইকান রডিংচক	...	৬·০০
৭। সুততজুড়া	..	৮·০০
৮। কালিকাডিহি		৩ ৫০
৯। সাহারা	..	১২ ০০
১০। বেলাড়	.	১৮·০০
১১। গোপীনাথপুর	...	৮ ০০
১২। দুজীপুর	...	১৭·০০
১৩। রাধাকৃষ্ণপুর	...	৮·০০
১৪। জয়া	...	৬ ০০
১৫। বলরামপুর	..	৭ ০০
১৬। কৃষ্ণপ্রিয়া	.	৮ ০০
১৭। মল্লারপুর	.	৯ ০০
১৮। বেলুন	..	১২ ০০
১৯। টুঙ্গুর	.	৭ ০০
২০। সাতাই	.	১৮ ০০
২১। উজান	.	৬ ০০
২২। মাধবচক	...	৭ ০০
২৩। জামনা	...	১৩·০০
২৪। মণ্ডলবার	.	৫·০০
২৫। ধনেশ্বরপুর	...	২৫ ০০
২৬। মধ্যবার	...	২৯·০০
২৭। কুইল্যাচক	..	১০·০০
২৮। হান্দল	...	৬·০০
২৯। রেজাপুর	...	৪·০০
৩০। ঘোড়ামারা	...	১২·০০
৩১। বথীশ্বরপুর	...	৮·০০
৩২। ডাবরা	...	২২·০০
৩৩। মীরপুর	...	১৮·০০

		একর
৩৪। প্রতাপচক	...	৬·০০
৩৫। যশরাজপুর	...	৮·০০
৩৬। পঃ ক্ষীরাই	...	৬·০০
৩৭। সিঁথিবিন্দা	...	৪০·০০
৩৮। সাহাড়দা	...	২৭·০০
৩৯। কুঞ্জপুর	...	১৩·০০
৪০। রাগপুর	...	১৫·০০
৪১। গোবর্ধনপুর	...	৫·০০
৪২। দণ্ডশিরা	...	২০·০০
৪৩। কুলতাপাড়া	..	১৭·০০
৪৪। ব্রহ্মনীপুর	..	১৩·০০
৪৫। দনীচক	..	২০·০০
৪৬। রাত্রাপুর	...	৩০·০০
৪৭। রাজমা	...	৩৫·০০
৪৮। পার্দমা	.	২৫·০০
৪৯। হাবমা	..	৩০·০০
৫০। গোটগ্যাড়্যা	...	১০·০০
৫১। পিণ্ডোরই	...	১৪·০০
৫২। চণ্ডীপুর	...	৮·০০
৫৩। উত্তরবাব	...	১৭·০০
৫৪। মাকড়দা	...	২০·০০
৫৫। চহত	...	১৬·০০
৫৬। আলিচক	...	১৩·০০
৫৭। সাণ্গার	.	২৭·০০
৫৮। পাঁচগেড়্যা	..	২২ ০০
৫৯। মোগলানিচক	..	৩০·০০
৬০। বাসুদেবপুর	...	২১·০০
৬১। থাকনা	...	৪৫ ০০
৬২। এড়্যালচক	..	৩৫·০০
৬৩। তেতুলমুড়ি	.	৪৫·০০
৬৪। কবকাই	...	২৫·০০
৬৫। চককৃষ্ণদাস	...	২৫·০০
৬৬। ভুজুনিয়া	..	২০·০০
৬৭। বড়াগেড়্যা	...	১০·০০
৬৮। পালগেড়্যা	...	১৫·০০
৬৯। দেওড়া	...	১০·০০

			একর
৭০।	মালিগ্রাম	...	১৫·০০
৭১।	সীতারামপুর	...	৫·০০
৭২।	ছোটফেলনা	...	১৮·০০
৭৩।	পাচথুবী	...	৭·০০
৭৪।	তুলসীচক	...	৫·০০
৭৫।	চকচন্ডী	...	৩·০০
৭৬।	আব্দুল্লা	...	১০·০০
৭৭।	কুচাইপুর	...	৮·০০
৭৮।	উপলদা	...	৬·০০
৭৯।	উঙ্গালদা	...	৫·০০
৮০।	জলচক	...	১৫·০০
৮১।	পশ্চিমচক	...	২০·০০
৮২।	ভাটিয়া	...	৮·০০
৮৩।	নুনগোদার	..	১২·০০
৮৪।	বরিষা	...	১০·০০
৮৫।	বাগনাবার	...	১৫·০০
৮৬।	নারাঙ্গাদীঘি		৫·০০
৮৭।	গোকুলচক		১৫·০০
৮৮।	তিলদাগড়	...	২৭·০০
৮৯।	যক্ষীপাবি	..	১৯·০০
		মোট	১৩০০·৫০

Government 'Khas Dakhal' in Nadia district

642. (Admitted question No. 1168.)

শ্রীদেবীপ্রসাদ বসু : ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা উচ্ছেদের ফলে নদিয়া জেলার সদর কোতোয়ালী থানার এলকাধীন সাধনপাড়া ইউনিয়ন ও বেলপুকুর ইউনিয়ন এবং নবদ্বীপ থানার নবদ্বীপ শহর, কবলাচী ইউনিয়ন, রামপুকুর ইউনিয়ন ও স্বরূপগঞ্জ পানশীল ইউনিয়ন এলাকায় কোন জমি সরকারী খাস দখলে আনা সম্ভব হইয়াছে কি;

(খ) উক্ত (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' হয়, তাহা হইলে উপরে বর্ণিত কোন্ কোন্ ইউনিয়ন ও নবদ্বীপ শহরের অন্তর্গত কোন্ কোন্ মৌজার কত খতিয়ান নং এর কত কত দাগে কত পরিমাণ জমি খাসে আসিয়াছে; এবং

(গ) উপরি-উক্ত জমির মধ্যে কি পরিমাণ জমি এ পর্যন্ত বিলি করা হইয়াছে?

The Minister for Land and Land Revenue :

(ক) সদর কোতোয়ালী থানার বেলপুকুর ইউনিয়ন ও নবদ্বীপ থানার নবদ্বীপ শহর ব্যতীত অন্য সকল এলকায় জমি দখল লওয়া হইয়াছে।

(খ) পূর্ণ তালিকা টেবিলে ন্যস্ত করা হইল।

(গ) ৪·৫৭ শতক।

Statement referred to item (Kha) of the unstarred question No. 642.

Mouja Rukunpur, J.L. No 1, P S. Kotwali, U.B. Sadhanporo.

Khatian No.	Plot No.	Class		Area
	187	Khash Patit	..	0·14
	79	,,	..	0·10
	92	,,	..	0·15
	30	Sandy Char	..	13·20
		-do-	..	12·04
				25 73

Mouja Batgora, J.L. No 2

3	1527	Ansd	..	0·60

Mouja Rakhalgachi, J. L No 4.

198	87	Aush	.	1·62
	87	,,	..	1·15
	137	,,	.	0·47
	436	,,	.	0 16
				3·40

Mouja Sujanpur, J L. No 6.

720	589	Khal	..	1 83
	804	,,	..	2·45
720	589	,,	.	0·30
	804	,,	.	0 47
722	589	,,		0·24
	804	,,		0·34
723	589	,,	..	0·85
	804	,,	..	0·23
724	589	,,		0 24
	804	,,	..	0·67
725	589	,,	.	0 24
	804	,,		0·37
726	589	,,		0 23
	804	,,		0·37
				9 83

Mouja Bablari Devanganj, P S Nabadwip, U.B Balori.

84	10	Aush		0·72
3-7	18	Jungle		0·76
	184	Patit	.	1·46
	221	Aush	..	0·03
	222	Patit	..	0·02
	238	,,	.	0·32
	239	,,	..	0·46
	300	Aush	.	0·12
	347	,,	..	0 12
	549	Patit	..	0·47
	836	Aush	..	0 17
225	838	Patit ..	..	0 34
111	338	Road ..	..	0·08

Mouja Bablari Devanganj, P.S. Nabadwip, U.B. Bablari.—*concld.*

Khatian No.	Plot No.	Class.	Area.
3—7	18	Jungle	0·76
	19	Path	2 45
	107	Aush	0·18
	127	Aush	3·58
	129	Aush	3·05
	143	Aush	0·90
	184	GarLayek Patit	1·46
	186	Road	0·29
	196	Road	0·18
	221	Aush	0·03
	222	Gar Layek Patit	0 02
	230	Gar Layek Patit	0·38
	236	Aush	3·80
	243	Road	2·02
	275	Road	0 60
	293	Road	0·21
	300	Aush	0 12
	309	Aush	1·37
	311	Road	0 45
	335	Road	0·19
	338	Road	0 08
	347	Aush	0·12
	352	Road	0·07
	359	Garden	0 11
	366	Road	0 10
	237	Gar Layek Patit	0 48
	346	Road	0 19
	508	Road	0·41
	510	Road	0 25
	526	Road	1 60
	549	Gar Layek Patit	0 47
	550	Patit	0 54
	567	Patit	0 08
	572	Aush	0 31
	589	Road	0 11
	526	Road	0 95
	645	Gar Layek Patit	0 27
	871	Ditto	0 10
	607	Ditto.	0 02
	338	Ditto.	0 32
	339	Ditto.	0 03
	52	Ditto.	0 03
1548	309	Ditto.	0 06
1519	520	Ditto.	0 93
949	572	Garden	0 08
1016	509	Homestead	0·27
1412	836	Aush	0·17
	349	Homestead	0·12
	735	Aush	0 07
	106	Aush	0·53
	10	Aush	0·72
	616	Homestead	0 10
	524	Aush	0·07
	351	Aush	0·05
	2	Aush	0·70
	521	Aush	0 08
	838	Gar Layek Patit	0·34
			38·47

Mauza Sardanga, J. L. No. 11, Police station **Nabadwip,** Union Board Mayapur Bamanpukur

Khatian No.	Plot No.	Class.	Area.
878	702/1708	Sikasti ..	0·84
	702/1702	Aush .. .	0·05
	1515/1704	Aush	0·09
	702/1705	Aush	0.08
	702/1707	Sand	0·89
175/2	1508	Aush	0·84
	1429	Sikasti ..	0·89
	1406/1663	Sikasti ..	0·23
	891/1644	Khamar ..	0·02
	1353/1715	Khal	0·37
			4·31

Mauza Mollapara, J. L. No. 13

Khatian No.	Plot No.	Class.	Area.
50	22	Aush ..	0·07
	310	Khad	0·05
			0·12

Mauza Baman Pukur, jurisdiction list No. 9

Khatian No.	Plot No.	Class.	Area.
6	1281	Aush .	0·81
1561	438	Homestead .	0·04
	2216		0·85

Mauza Bhaurandanga, jurisdiction list No. 6

Khatian No.	Plot No.	Class.	Area.
(5—10, 27—29)	54	Aush .	0·48
	82	Khamar ..	0·31
	83	Khal	0·71
			1·50

Mauza Rudrapara, jurisdiction list No. 5

Khatian No.	Plot No.	Class.	Area.
349/1	1090/2425	Beel	0·68
349/54	1106	Road	0·18
230	217	Aush	0·12
307	651	Aush	0·46
			1·44

Mauza Sankarpur, jurisdiction list No. 2

Khatian No.	Plot No.	Class	Area
219	38	Aush	2 97
106	508	Homestead ..	0 03
			3·00

Mouja Sunulgachi, J L No 23, P S Nabadwip, U B Swarupganj, Pansila.

204	607	Gar Layek Patit	0·60
205	883	-do- .	0··15
343	371	Doba Patit	0·06
348	470	Gar Layek Patit	0 04
147	275	Patit	0 23
			1 08

Mouja Pansila, J L No 25

559	1301 1303 1304	Side of tank Gar Layek Patit Patit	1 28

…una Mahisura, J L No 30

2807	Beel	..	5·10
2973	Patit	..	0·52
3385	Beel	.	3·06
3040	Patit	..	0·70
3364			
275	Aush	..	0·32
3721			
275	Beel	..	2·63
3722			
275	Aush	..	0·12
3724			
275	-do-	..	0·02
3730			12·47

Development work of Nehru Colony at Serampur

643. (Admitted question No. 1178.)

শ্রীবৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় : উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) হুগলি জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরস্থ নেহেরু কলোনীর ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রাথমিক কার্য যথা সরেজমিনে জমি জরিপ, রাস্তার নকশা তৈরি, প্রভৃতি বহু পূর্বেই সমাধান হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ডেভেলপমেন্টের কার্য আরম্ভ হইতেছে না কেন;

(খ) কতদিনে ডেভেলপমেন্টের কার্য আরম্ভ হইবে,

(গ) ইহা কি সত্য যে, ঐ কলোনীতে প্রতি বিশ ঘর পরিবার পিছু একটি করিয়া টিউবওয়েল দিবার সরকারী সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও অদ্যাবধি ঐ হারে টিউবওয়েল দেওয়া হইতেছে না;

(ঘ) সত্য হইলে, তাহার কারণ কি; এবং

(ঙ) এই কলোনীগুলিতে পায়খানা তৈরির জন্য পরিবার পিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব আছে কি?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation :

(ক) উন্নয়নের পর রাস্তাঘাট ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ একটি সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার পৌরসভা এলাকাস্থিত কলোনীগুলি সম্বন্ধে সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, যদি সংশ্লিষ্ট পৌরপ্রতিষ্ঠান উন্নয়নান্তে রাস্তাঘাট ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন তবেই মঞ্জুরী দেওয়া হইবে। এই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বিলম্ব হইয়াছে।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের আনুষ্ঠানিক সম্মতি পাইলেই গৃহীত হইবে।

(গ) লোকসংখ্যা অনুপাতে নলকূপের সংখ্যা উন্নয়ন পরিকল্পনায় নির্ধারিত হয় এবং এরূপ নলকূপ উন্নয়ন কার্যের অগ্রগতির সহিত যথা নিয়মে বসান হইবে।

(ঘ) এ প্রশ্ন আর উঠে না।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত জবরদখল কলোনীর নিয়মকরণ পরিকল্পনাতে গৃহ নির্মাণ ঋণ তথা সেনিটারী পায়খানার জন্য ঋণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই।

Home Guards in West Bengal

644. (Admitted question No 1189)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের জেলাওয়ারীভাবে হোম গার্ডের সংখ্যা কত;

(খ) উক্ত হোম গার্ডের জন্য সরকারের তহবিল হইতে কোনও খরচা হয় কি; এবং

(গ) খরচা হইলে ৩১এ জুলাই পর্যন্ত প্রতি জেলায় কত টাকা এই বাবত খরচ হইয়াছে?

The Minister for Home (Police) :

(ক) একটি বিবরণী নিম্নে যুক্ত হইল।

(খ) হাঁ।

(গ) একটি বিবরণী নিম্নে যুক্ত হইল।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 644

Strength of Home Guards up to 31-7-63

District.		Total.
Purulia	..	116
Bankura	..	128
Birbhum	..	125
Burdwan	..	170
Midnapore	..	448
Hooghly	..	322
Howrah	..	361
24-Parganas	..	800
West Dinajpur	..	182
Murshidabad	..	200
Nadia	..	166
Jalpaiguri	..	565
Malda	..	134
Darjeeling	..	631
Cooch Behar	..	974
Calcutta	..	1,911
Total	..	7,233

Statement referred to in reply to clause (Ga) of the unstarred question No 644

Expenditure incurred for Home Guards up to 31st July 1963

District			Expenditure incurred.
Purulia	..	..	2,686 00
Bankura	..	..	4,210 81
Birbhum	..	..	4,146 27
Burdwan	..	..	9,682 17
Midnapore	..	..	20,358 55
Hooghly	..	..	13,489.20
Howrah	..	..	18,890 00
24-Parganas	..	..	33,815 00
West Dinajpur	..	..	3,078.30
Murshidabad	..	..	7,452.44
Nadia	..	..	7,273 60
Jalpaiguri	..	..	17,962.00
Malda	..	..	7,825.00
Darjeeling	..	..	29,500.00
Cooch Behar	..	..	27,828.93
Calcutta	..	..	1,07,000.00
	Total	..	3,15,198.27

Tax levied from the tax-remitted persons in Nabagram police-station Murshidabad district

645. (Admitted question No. 1195.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : (ক) গত ৫ই এপ্রিল, ১৯৬০ তারিখে প্রদত্ত অতারকিত ৬৬৫নং (অ্যাড্‌মিটেড প্রশ্ন নং ১১৪১) প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করিয়া ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি যে, নবগ্রাম থানার যে সকল মৌজায় ১৩৬৬ সালের বন্যায় ফসলহানীর জন্য খাজনা মকুব করা হইয়াছিল, সে সকল মৌজায় উক্ত ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের জন্য কোনও খাজনা আদায় করা হইয়াছে কি?

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত খাজনা আদায় করিবার কারণ কি;

(২) টাকার অঙ্কে তাহার পরিমাণ কত; এবং

(৩) পরবর্তী কোনও বৎসরের খাজনার সহিত উক্ত বৎসরের আদায়ীকৃত খাজনা অ্যাডজাস্ট হইবে কি?

The Minister for Land and Land Revenue :

(ক) বিধান সভার ৫২৫নং অ্যাডমিটেড্ প্রশ্নের (ক) অংশের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(খ) (১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খাজনা মকুব হইবে কিনা না জানায় কিছু খাজনা এই আদেশের পূর্বে আদায় করিয়া ফেলিয়াছিল।

(২) ও (৩) বিধান সভার ৫২৫ নং অ্যাডমিটেড প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

Damage to Shyampur circuit embankment, Midnapore

646. (Admitted question No. 1203.)

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাশ : সেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার মধ্যে অবস্থিত শ্যামপুর সার্কিট বাঁধের কালকাদাড়ী গ্রামে বেহারাপাড়ার কাছে কতিপয় ব্যক্তি বাঁধের ক্ষতিসাধন করিয়া উহাতে ফসল উৎপাদন করিতেছে;

(খ) সত্য হইলে—

(১) এইরূপ ফসল উৎপাদনের কাজ কবে হইতে হইতেছে, এবং

(২) ইহার প্রতিকারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন?

The Minister for Irrigation and Waterways :

(ক) হ্যাঁ, এই স্থানে গত বৎসর এক ব্যক্তি বাঁধের কিছু ক্ষতি করিয়া সবজি চাষ করিয়াছিলেন।

(খ) (১) গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত ব্যক্তি সবজি চাষ করিয়াছিলেন এবং ঐ বৎসরেই উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির উপর নোটিশ জারী করা হইয়াছে।

Cottage Industry Centres in Moyna police-station, Midnapore

647. (Admitted question No. 1204.)

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাশ : কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ময়না থানাতে কতগুলি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান আছে;

(খ) উহাদের নাম কি এবং উহাদের পরিচালকগণের নাম কি;

(গ) গত ১৯৬০ সাল হইতে বর্তমান সন পর্যন্ত প্রতি বৎসর কি কি বাবত উক্ত সমিতি-গুলির কোনটিকে কত টাকা সাহায্য বা লোন দেওয়া হইয়াছে;

(ঘ) উক্ত প্রকার সাহায্য বা লোন টাকা যে উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়াছে কিনা তাহা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে কিনা; এবং

(ঙ) উহাদের মধ্যে কোন কোনটি খাদি গ্রামীন শিল্প-বোর্ড হইতে গত তিন বৎসরের মধ্যে কোন বৎসর কত টাকা কি কি বাবত ঋণ বা সাহায্য পাইয়াছেন?

The Minister for Cottage and Small Scale Industries:

(ক) ১১টি।

(খ) ও (গ) লাইব্রেরী টেবিলে বিবরণী '১' এবং '২' রাখা হইল।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ শিল্প অধিকার হইতে সাহয্যপ্রাপ্ত সমবায় সমিতিগুলির হিসাব সহকারী নিয়ামক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত বণ্টিত অর্থের অপচয়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। গ্রামীণ শিল্পবোর্ড হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাব বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষিত হইতেছে।

(ঙ) লাইব্রেরী টেবিলে বিবরণী '২' রাখা হইল।

Fishermen's Co-operative Societies in West Bengal

648. (Admitted question No. 1207)

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস: সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬২-৬৩ সালে কোন্ কোন্ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে সরকার কত টাকা অনুদান করিয়াছেন;

(খ) ঐ সালে কোন্ কোন্ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে কত টাকা কম সুদে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ঋণদান করা হইয়াছে এবং ঐ সুদের হার কি;

(গ) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি মারফৎ মৎস্যজীবীদের স্বল্পমূল্যে জালের জন্য সুতা বিতরণের ব্যবস্থা চালু আছে কিনা; এবং

(ঘ) যদি 'গ' প্রশ্নের উত্তর 'না' হয় তবে উহা চালু করার কোন প্রস্তাব আছে কি?

The Minister for Co-operation:

(ক) ও (খ) এতদ্‌সংলগ্ন তালিকা দ্রষ্টব্য।

(গ) এবং (ঘ) না।

Statement referred to in reply to clauses (ka) and (kha) of the unstarred question No. 644

তালিকা

সমিতির নাম	ঋণ টাকা	অনুদান টাকা
১। বনগাঁ সেন্ট্রাল ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৩,৭৫০	১,২৫০
২। কুন্দিপুর ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৭,৮৭৫	২,৬২৫
৩। বেলডাঙ্গা ব্যারাকপুর ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৭,৮৭৫	২,৬২৫
৪। পর্টাশিমুলিয়া ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৭,৮৭৫	২,৬২৫
৫। গোপালপুর ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৭,৮৭৫	২,৬২৫
৬। আকাইপুর দরকসিনী ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৭,৮৭৫	২,৬২৫

সমিতির নাম	ঋণ	অনুদান
	টাকা	টাকা
৭। মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঃ ফিসারমেন্স সোসাইটি লিঃ	৩,৭৫০	১,২৫০
৮। লালগোলা পদ্মা ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৭,৮৭৫	২,৬২৫
৯। শক্তিপুর রামপাড়া ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৭,৮৭৫	২,৬২৫
১০। গোঘাটা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	৭,৮৭৫	২,৬২৫
১১। লংকাবার ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৬,৩৭৫	২,১২৫
১২। বামনহাট ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৬,৩৭৫	২,১২৫
১৩। বড়শোলমারী ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৬,৩৭৫	২,১২৫
১৪। মোরাডাঙ্গা ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৬,৩৭৫	২,১২৫
১৫। কাজলীকুরা ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৬,৩৭৫	২,১২৫
১৬। নির্মলা কলোনী ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৬,৩৭৫	২,১২৫
১৭। খয়রামারি ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	৭,৮৭৫	২,৬২৫

বিভিন্ন খাতে ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। ঋণের মেয়াদ ও সুদের হার চূড়ান্তভাবে স্থির হয় নাই এবং বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

Nabagram Union Board in Murshidabad district

649. (Admitted question No. 1220.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডের বর্তমান সভাপতির নাম কি;

(খ) তিনি সভাপতিপদে নির্বাচিত না মনোনীত; এবং

(গ) তাঁহার নির্বাচন অথবা মনোনয়নের তারিখ কি?

The Minister for Local Self-Government and Panchayat:

(ক) শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ।

(খ) এবং (গ) প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Coal dealers of Murshidabad district

650. (Admitted question No. 1223.) **Shri Birendra Narayan Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Supplies Department be pleased to state the names and respective holding No. of depots of coal dealers of Murshidabad district?

The Minister for Food and Supplies: A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to Unstarred Question No. 650.

List of coal dealers of Murshidabad district.

Sl. No. 1	Name and address of coal dealers 2	Holding No. of Depots. 3
	Berhampore subdivision	
1.	Sri Narendra Nath Banerjee, Kadai, P.O. Berhampore.	Holding No. 4, Kadai under Berhampore Municipality.
2.	Messrs. Kankan Bhattacharjee & Bros., Sadharghat, P.O. Khagra.	Holding No. 238, Plot Nos. 620 to 621
3.	Sri Jogesh Chandra Sen, 3/1 Chatterjee Lane, P.O. Berhampore.	Holding No. 168, Berhampore Main Road.
4.	Sri Tarapada Roy Tandon, Netaji Road, P.O. Khagra.	Berhampore Mauza, Plot No. 706, Kh. 1026 (B M)
5.	Sri Birendra Kr. Biswas, Sadarghat, Khagra	Holding No. 136, Netaji Subhas Road (B.M)
6.	Sri Jagadish Bhattacherjee, Goalpara, P.O Khagra.	Holding No 50/2, Netaji Road (B.M.)
7.	Messrs. Dhirendra Nath Bhowmik & Sons, Kadai, P.O Berhampore	18 Upper Kadai Road, P.O. Berhampore (B M)
8.	Shri Benoy B. Mondal, Lower Kadai, P.O. Berhampore.	Nutanpara Bistoo Babu's Godown, Holding No. 3 (B.M)
9.	Shri Chatrapati Roy, Kadai, P.O. Berhampore	Kansaribazar Mauza, Dag. No. 1260, (B M)
10.	Shri Arabinda Ghosh, Berhampore Nutanpara, Khagra.	Nutanpara, Kh No 132, Plot No. 1368 (B.M.)
11.	Shri Mohit Kr. Bhattacherjee, Rambagan, P.O. Berhampore	Holding No 24, South Eastern Pilkhana Road (B M)
12.	Shri Samaresh Chandra Biswas, Daris Road, Gorabazar	Judge Court Road, Kh. No, 931, Plot No. 1951 (B M)
13.	Shri Tarapada Saha, 30 Gurimahal Road,	Holding No 6, Bibiganj Road, Gorabazar
14.	Shri Abhimanya Singha, 62 Nayasarak Road	20/1 Nayasarak Road (B M.)
15.	Shri Amalendu Bh. Sinha, Gorabazar, P O. Berhampore	Holding No 35, Abhkhan Molla near Nayasarak.
16.	Shri Jyotirmoy Sen, Gorabazar, P.O. Berhampore.	No 5, Bhakri Union, Choahose, Kh. No 118, Pl No 374
17.	Shri Samarendra Lal Bose, Gorabazar, P O Berhampore.	No Ukilpara Road, Pl. No. 2060, Kh. No. 1797 (B M.)
18.	Shri Amalendu Sen, Rotimahal, Gorabazar ..	Holding No. 84, Rotimahal Road (B M.)
19.	General Secretary, Saktimandir, Gorabazar, P.O. Berhampore.	9 Thana Road, Gorabazar (B.M.)
20.	Shri Ajoy Kr. Gupta, Main Road, Berhampore ..	Cantonment Ward, Laldighi Road, (B.M.)

Statement referred to in reply to unstarred question No 650,—contd.

List of coal dealers of Murshidabad District.

Sl. No.	Names and address of coal dealers.	Holding No. of Depots.
1	2	3
	Berhampore Subdivision.—	
21.	Shri Biswanath Dutta, 19 Nrisinghadeb Ghat Road.	Holding No. 19, Nrisinghadeb Ghat Road.
22.	Shri Gurudas Bhattacharjee, Saidabad, P.O. Khagra.	Holding No. 9, Srikrishna Sanyal's Lane, P O. Khagra.
23	Shri Taher Ali, Radharghat, Khagra	Radharghat, Plot No. 620, Kh. No. 1122
24.	Shri Shibnarayan Roy, Gopejan Radharghat .	Mauza Gopejan, Kh No 475, Plot 7147.
25.	Shri Krishna Ch. Baral, Netaji Road, Khagra	Holding No 58, Khagra Daihatta Road.
26	Shri Bhupendra Bakshi Gupta, Laldighi Road.	Holding No 49, Laldighi Road, Plot No 4, Kh No 364 (B M)
27.	Shri Biswanath Joardar, Netaji Road	Holding No 20, Plot No. 1174, Netaji Road (B M)
28.	Shri Subodh Chatterjee, Gaurangatala	Holding No 37, Berhampore Main Road.
29	Shri Narendra Chatterjee, Netaji Road, Khagra	Holding No 130, Netaji Road (B.M.)
30	Shri Arupla1 Mukherjee, Manindra Road .	Western side of Holding No 78, Manindra Road (B.M.)
31.	Shri Prosanta Kr Dutta, Krishna Sanyal Lane, Khagra	Holding No. 9, Krishna Sanyal Lane (B M.)
32.	Shri Rabindra N. Addya, Khagra .	Holding No. 114, Daihatta Road, Khagra (B.M.)
33	Shri Jitesh Chandra Lahiri, P.O. Khagra .	Plot No. 949, Keranibagan Lane, Khagra (B.M)
34	Shri Benoy Bh. Mukherjee, P.O. Satni	Satni, Kh. No. 477, Plot No 618
35.	Shri Amarnath Chattejee, P.O. Satni .	Satni, Kh. No. 46, Plot Nos. 930, 931
36	Srimati Kalisankari Dhar, P O. & Village Satni.	Satni, Kh. No. 43, Plot No. 924.
37.	Shri Jyotirmoy Guha, Berhampore Stn. Approach Road.	Near Guru Training School, T. No. 579, C S. Plot No. 42.
38.	Shri Mohit R. Saha, P O Berhampore ..	Holding No. 250, Berhampore Main Road, (B.M.)
39.	M/S. K. K. Nath & Bros., P.O. Khagra ..	Holding No. 113, Daihatta Road (B.M.)
40.	Shri Nirendu Sarkar, P. O. Khagra ..	1/7 Baubulbona Road, P.O. Cossimbazar (B.M.)
41.	Govinda Bajpayee, Saidabai	Holding No. 4578 (B.M)
42.	Shri Romarani Bhattacherjee. Cossimbazar ..	Kh. No. 185, Pl. No. 714, Cossimbazar.
43.	Shri Girija Bhusan Sinha, Gurucharan Babu's Lane, Khagra.	Mohanraipara, P.O. Khagra, Plot No. 482, Holding No. 11.

Statement referred to in reply to unstarred questions No. 650.

List of coal dealers of Murshidabad district.

Sl. No.	Name and address of coal dealers	Holding No. of Depots.
1	2	3
44.	Shri K. K. Adhikary, Saidabad. ..	.. Holding No. 191, Saidabad Main Road.
45.	Shri Bimal Kr. Roy Choudhury, Saidabad, Khagra.	Holding No 18, Katmapara Lane, Khagra (B.M)
46.	Shri Gopaldas Neyogychoudhury, Katmapara, Saidabad.	Holding No 39, Saidabad Main Road (B M)
47.	Shri Taresh Ch. Banerjee, Lower Kadai	. Holding No. 1, 94 "KA", Saidabad Main Road (B.M)
48.	Shri Dharani Dhar Paul, Cossimbazar P.O	. Manindranagar Colony, Plot No. 714, Kh. No. 184
49.	Shri Sunil Kr. Gupta, Gorabazar .	Parshimahal Road, Kh No. 745, Plot No. 453 (B.M.)
50.	Shri Durga Charan Saha, P O & Village Beldanga	Beldanga, Kh No 703, Plot No. 1538.
51.	Shri Donobandhu Dey, P.O & Village Beldanga	Beldnaga. Plot No 98, Bata 2504, Dag No. 2863
52.	Shri Elahiboz Mondal, P.O Trimohini	Dag No 5707, Kh No 765
53.	Shri Mihir Kr Mukherjee, P O. & Village Patkabari	Kh No. 1940, Plot No 2352
54.	M/S. West Bengal Coal Co , P O & Village Beldanga	Beldanga Kamarpara, Kh No. 426, Plot No 2225
55.	Shri Kamal Kr Saha, Sargachi P.O. Mukula	Mauza Gopinathpore, Plot No. 47.
56.	Shri Mahadeb Ch Banerjee, Bazarsahu, P.O. Saktipore.	Kh No. 45, Plot No. 254
57.	Shri Kamal Kr Nandi, Bazarsahu, P.O . Saktipore	Bazarsahi, Kh. No. 106, Plot No. 951, Plot No. 76.
58.	Shri Kamal Kr Das, Village Rajinagar.	. Rajinagar, Kh. No. 565, Plot No. 524.
59.	Shri Hrishikesh Chatterjee, P.O. & Village Beldanga.	Beldanga, Kh. No. 312, Plot No. 114.
60.	Shri Ramani R. Choudhury, Village Goaljan, P O. Gopejan.	Goaljan, P O. Gopejan, Kh. No. 3, Plot No. 1118.
61.	Shri Nanda Kr. Saha, P.O. Bhabta.	.. Bhabtabazar, Plot No. 2320, Kh. No. 52.
62.	Shri Biswanath Roy, P.O. & Village Bhagirathpore.	P O. Bhagirathpore, Kh. No. 851, Plot No. 1712.
63.	Shri Mahadeb Bach, P.O. & Village Beldanga. ..	Rly Plot No. 34, Beldanga.
64.	Shri Jogendra Ch. Chandra, P.O. & Village Beldanga.	Beldanga Govt. Colony, Plot No. 117.
65.	Shri Imajuddin Ahmad, Village Boochadanga, Nowda.	Amtala, Plot No. 3704, Kh. No. 1535.

Statement referred to in reply Unstarred Qcestion No. 650.—contd.

List of coal dealess of Murshidabad district.

Sl No.	Name and address of coal dealers	Holding No. of Depots.
1	2	3
66.	Shri Ananda Gopal Dutta, P.O & Village Jal-langi.	Jallangibazar, Kh. No. 7. Plot 415.
67.	Sk Abdul Kader, Village Barua, Beldanga	Barua, Kh. No 154, Plot 2058.
68.	Shri Nagendra Kundu, Domkal Bazar	Romnaedbungagai, Plot 1932, Kh. 738.
69.	Shri Gayanath Mondal, P O & Village Garai-mari.	Garaimari, Plot 6904, Kh. No. 908.
70.	Shri Jatindra Roychoudhury, Khalasi Bazar Road, Kadai	Holding No. 10, Lower Kadai Road Road, (B M)
71	Shri Nishit R Choudhury, Saidabad, Khagra	Holding No 218, Saidabad Main Road, (B M)
72	Shri Prittur Chandra Pal, Gorabazar.	Holding No 21-1, Lalsarak Road, Berhampore (B M)
73	Shrimati Nivanani Roy, Prop. : Basanta Nibas, Kotwali Road	Holding No. 8, Kotwali Road, Berham-pore
74	Shri Santosh Chandra Dass Cossimbazar P O	Plot No. 2026, Kh 2101, Mauza Cossim-bazar
75.	Shri Biswanath Roy, P O & Village Domkal	Plot 50-51, Kh No 119, Domkal
76.	Shri Abhoy Ch Bhowmik, P O. & Village Doula-tabad	Kh. No 2, Plot 395, Daulatabad.
77.	Shri Asoke Roy Tandon, P O & Village Hari-harpara.	Village Hariharpara, Plot 1250, Kh 141.
78.	Shri Jitendia Nath Biswas, Gorabazar Davis Road	Gorabazar Mauza, Holding No. 37/6, Plot 1573-3300, Kh No. 2190 (B.M.)

N.B—The letters "B.M." indicate Berhampore Municipality.

Lalbagh Sub-division.—

79.	Shri Nabami Kanta Roy, P.O. & Village Murshi-dabad.	Holding No. 10, Ward No. 11.
80.	Shri Sarat Kr Banerjee, P.O & Dist Murshida-bad.	Holding No. 111, Ward No. 1.
81.	Shrimati Gouri Rani Mitra, P.O. Nashipur Rajbati.	Holding No. 62, Ward No. IV.
82	M/S. Sarbamangala Coal Concern, P.O. & Village Murshidabad.	Holding No. 45, Ward No. I.
83.	Shri Abani Kanta Roy, P.O. & Dist. Murshi-dabad.	Holding No. 9, Ward No. 1.
84.	Shri Chinta Haran Das, P.O. & Village Murshi-dabad	Holding No. 197, Ward No. I.

Statement refrred to in reply Unstarred Question No. 650.—contd.

List of coal dealers of Murshidabad district.

Sl. No.	Name and address of coal dealers	Holdind No. of Depots.
1	2	3
86.	Shri Kala Ch. Bhattacherjee, P.O. & Dist. Murshidabad.	Holding No. 86, Ward No. 1.
87.	Shri Profulla Kr. Saha, P.O. Jhaganj, Jiaganj, Azimganj.	Holding No. 67, Baluchar Mahalla.
88.	M/S. Jiaganj Azimgunj S.S.S.S. Limited, P O. Jiaganj.	Holding No 93, Ganakpara Mahalla.
89.	Sri Murali M. Goswami, P O. Jiaganj.	Holding No 241, Begamganj Mahalla.
90.	Sri Jogendra Nath Nath, P.O. Jiaganj.	Holding No 40, Dhakumalpatti Mahalla.
91.	Sri Lakshmi K. Bhattacharjee, P.O. Jiaganj	Holding No 54, Dhakumalpatti Mahalla
92.	Sri Dulal Pada Dhar, P O Jiaganj.	Holding No. 52, Amaipara Mahalla.
93.	Shri Bhabani Pr Mishra, P.O. Jiaganj	Holding No 130, Chauni Mahalla
94.	Shri Keshrimalla Jain, P O. Jiaganj	Holding No 65, Gunakpara Mahalla.
95.	Shri Badal Singh Sethia, P O Jiaganj	Holding No 1, Pulkishore Mahalla.
96.	Shri Peari Ch. Bachhawat, P O Jiaganj	Holding No. 1, Pulkishore Mahalla.
97.	M/S. Bandhab Bhander, P.O. Azimganj	Holding No 2, Raja Bijoy Singh Mahalla
98.	M/S. Azimganj Coal Co P O , Azimganj	Holding No. 2, Raja Bijoy Singh Mahalla.
99.	Shri Dhamu Lal Nowlakha, P O. Azimganj	Holding No. 36, Raja Bijoy Singh Mahalla.
100.	Sri Pramatha Nath Saha, P.O. Lalgola	Pl No 2772, Khatian No. 115, Mauza Lalgola.
101.	M/S. Nathmall Bhagochi (P) Ltd , P.O Lalgola	Pl. No. 1723, Kh. No 1547, Mauza Lalgola
102.	Chawk Islampur Union Co. op Multi-Society, P.O. Islampur.	Pl. No 103, Kh. No. 134, Mauza Islampur.
103.	M/S. G. C. Dutta & Bros. ,P.O. Islampur	Pl. Mo 178, Kh. No. 530, Mauza Harharia Chawk.
104.	Sri Anil Kr. Ganguli, Vill. Nazirpur, P.O. Islampur.	Pl. No. 1086, Kh No. 790, Mauza Dighirpahar.
105.	Sri Amritakunda S.S.S.S. Ltd.,P.O. Amritakunda	Pl. No. 2119, Kh. No. 892, Mauza Amritakunda
106.	Sri Nabagram Union Co-op. Agril. Credit Society, P.O. Kanfate.	Pl. No. 200, Kh. No. 3, Mauza Kanfate.
107.	Sri Nabagram Thana Co-op. Agril. Marketing Society, P.O. Nabagram.	Pl. No. 395, Kh.No. 46, Mauza Nabagram.
108.	Sri Dhirendra Nath Ghose, P.O. Itore	Pl. No. 272, Kh No. 309, Mauza Itore.
109.	Sri Gurapasla Union Co-op. Agril. Credit Society, P.O. Nimgra Biluri.	Pl. No. 739, Kh. No. 189, Mauza Amirabad.

Statement referred to in reply to Unstarred Question No. 650.—condt

List of coal dealers of Murshidabad district.

Sl. No.	Name and address of coal dealers	Holding No. of Depots
1	2	3
Kandi Sub division.—		
110.	Sri Bijan Kr Saha, P.O. Kandi	Holding No 25, under Kandi Municipality.
111.	Sri Bhakti Bhusan Dhar, P.O. Kandi.	Holding No 10, Namokandi.
112.	Shri Pashupati Datta, P O Kandi	Holding No 1-3, Chatinakandi.
113	Sri Kuladanadan Dutta, P.O. Kandi	Holding No. 215, Chatinakand.
114.	Sri Sudhir Kumar Das, P O Kandi	Holding No 11, Nabagram.
115.	Sri Birendra Ch. Sinha, P O Kandi	Mauza Gopinathpur, Kh. 1679, Pl. No. 1949-2142
116	Sri Sontosh Kr. Bhatterjee, P O. Kandi	Holding No. 18, Nabagram
117.	Sri Haripada Mukherjee, P O Kandi	Holding No. 165, Natunhat.
118.	Sri Chinmoy Kr. Das, P O Kandi	Mauza Kandi, Kh. No 65, Plot No. 1200.
119.	Sri Anil Kumar Kundu, P O Kandi	Holding No. 152, Natunhat.
120.	Sri Muktipada Chatterjee, P.O. Kandi	Mauza Ruppur, Kh. No. 238, Pl. No. 111.
121.	Sri Naba Kr. Saha, P O Kandi	Mauza Sadpur, Kh. No 128, Pl. No. 258.
122	M/S Dutta & Banerjee, P O Kandi	Holding No 12, Narayandharpur.
123.	M/S Falguni Samabai Samity Limited	Holding No. 6, Ruppur.
124	Sri Hirendra Bhusan Roy, P.O. Kandi, Jumo	Mauza Jemo-Raghunathpur, Kh. No 513, Pl No 430
125.	Sri Sirish Ch. Singha Biswas, Bagdanga	Mauza Jemo Kh No. 311, Pl. No. 211.
126.	M/S Singha & Bros., Bagdanga	Mauza Shibarambati, Kh. No. 116, Pl. No. 882
127.	Sri Sontosh Kr. Mukherjee, Vill & P.O. Rosorah	Mauza Rosorah, Kh No. 772, Pl. No. 31
128.	Sri Biswanath Mitra, P.O. & Vill. Jibanti	Mauza Udaichandpur, Kh. No. 484, Pl. No. 1319.
129.	Sri Laxmi Narayan Roy, Vill. & P.O. Gokarna	Mauza Gokarna, Kh. No. 3177, Pl. No. 1438.
130.	Sri Mosaraf Hossain, Vill. Nabagram, P.O. Hazarpur, Nabagram.	Mauza Nabagram, Kh. No. 188, Pl. No. 581.
131.	Secretary Jasohari-Anukha Union Co-op. M. P. and Marketing Society Ltd, Vill. & P.O. Bahara	Mauza Bahara, Kh. No. (i) 40 (ii) 905, Plot No. 843, 887-2568.
132.	Sk. Muhammad Ali, Vill. & P.O. Purandarpur.	Mauza Purandarpur, Kh. No. 400, Pl No. 313.
133.	Sri Sanat Kr. Dutta, Vill. & P.O. Indrani	Mauza Indrani, Kh. No. 785, Pl. No. 2268.

Statement referred to in reply to Unstarred Questiod No. 650.—contd.

List of coal dealers of Murshinabad district.

Sl. No.	Name and address of coal dealers	Holding No. of Depots
1	2	3
134.	Sri Debendra Nath Mukherjee, Vill. & P.O. Eroali	Mauza Eroali, Kh. No. 1878, Pl. No. 2801.
135.	Md. Ali Asgar, Vill. & P.O Nagore.	.. Mauza Nagore, Kh. No. No. 1, Pl. No. 464.
136.	Sri Gurudas Banerjee, Vill & P.O. Eroali	.. Mauza Eroali, Kh No. 767, Pl. No. 2874
137.	Sri Sitanath Das, Vill. & P.O. Khargram	.. Mauza Khargram Kh. No. 2325, Pl. No. 7250.
138.	Sri Gopendra Krishna Ghosh, Vill. & P.O. Gurulia.	Mauza Gurulia Kh. No. 355, Pl. No 2090
139.	Mosior Rahaman, Vill. & P.O. Nonadanga.	.. Mauza Nonadanga, Kh No. 69, Pl. No 434.
140.	Sri Ahmed Ali Hamid Jalali, Vill. & P.O. Khargram.	Mauza Khargram Kh No 1956, Pl. No. 872.
141.	Sri Sontosh Kr. Saha, Sherpur, P.O. Sahisharpur.	Mauza Sherpur, Kh No 516, Pl No.665
142.	M/S. R. S. Thakur & Bros., Vill. & P.O. Salar	. Mauza Salar, Kh. No. 1617, Pl. No. 4840
143.	Sri N. M. Sarkar & Co , Vill. & P.O. Salar	. Mauza Salar, Kh. No. 1095, Pl. No. 4733
144.	M/S. Kazi Bros , Vill. & P.O Salar	. Mauza Salar, Kh No 793, Pl. No. 4334
145.	Sri Haradhan Raj, Vill & P O. Salar	. Mauza Salar, Kh No. 745, Plot, No 3758
146.	Sri Golam Mortuza, Vill. & P.O Salar	. Mauza Salar, Kh. No. 554, Pl. No, 3876.
147.	Sri T. N. Misra, Vill & P.O. Salar .	. Mauza Salar, Kh. No 506, Pl. No. 3761.
148.	M/S. Bharatpur Thana Central Co-op. Marketing Society Ltd.	Mauza Salar, Kh. No. 116, Pl No. 1379.
149.	Sri Rash Mohon Ghose, Vill. & P.O. Kagram	. Mauza Kagram, Kh No. 3547, Pl. No. 9326.
150.	Sri Sitanghshu Bh. Ghose, Vill. & P.O. Talibpur	Mauza Talibpur, Kh No 2480, Pl. No. 10823.
151.	Shri Jagannath Pain, Vill. &. P.O. Sanarundi	.. Mauza Sonarundi, Kh. No. 649, Plot No. 256.
152.	Shri Phani Bhusan Dutta, Vill. & P.O. Kandra	Mauza Kandra, Kh. No. 1682, Plot No. 2352
153.	Shri A. Hafiz Sarkar, Vill. & P.O. Bharatpur,	Mauza Bharatpur, Kh. No. 2387, Plot No. 8233.
154.	Shri Anil Kr. Mondal, Vill. & P.O. Gunanandabati.	Mauza Gunanandabati, Kh. No. 16, Plot No 909.
155.	M/S. Jinnath Ali & Bros., P.O. Kandra	.. Mauza Malihati, Kh. No. 149, Plot No. 2335.
156.	Secretary, Panchthupi Union Co-op. M.P. Society Ltd., Vill. &. PiO. Panchthupi.	Mauza Shibarambati, Kh. No. 943, Plot No. 1218.

Statement referred to in reply Unstarred Question No. 650.—contd.

List of coal dealers of Murshidabad district.

Sl. No.	Name and address of coal dealers	Holding No. of Depots
1	2	3
157.	Sri Atul Krishna Pathak, Vill Kulichowrasta, P.O. Kulikandi.	Mauza Kuli, Kh. No. 214, Pl. No. 204.
158.	Shri Nani Gopal Pathak, Vill. Kulichowrasta, P.O. Kulikandi	Mauza Kuli, Kh No No 273, Pl. No. 196.
159.	Shri Anil Kr. Chatterjee, Vill & P O. Andi.	Mauza Andi, Kh No. 350, Pl. No. 863
160	Shri Kalipada Ghosh, Vill Nima, P O Panchthupi	Mauza Gramsalika, Kh. No. 208, Plot No 1074
161.	Sri Sudhir Kr. Saha, Vill & P.O Barwan .	Mauza Barwan, Kh No. 189, Plot No 7297
162	M/S Das & Nandy, Vill Belgram, P O Andi. .	Mauza Belgram, Kh. No 345, Pl. No. No 950.
Jangipur Sub-division—		
163	M/S B C Nath & Bros , P O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad	C S. Pl No 134, Kh No. 499, Mauza Raghunathganj, Ward No. IV, of Jangipur Municipality
164	Shri Satya Kinkar Gupta, P O Raghunathganj Dist Murshidabad	Pl No 31, Kh. No 116. Mauza Basudebpur, Ward No IV of Jangipur Municipality
165	Shri Tara Prasanna Roy, P O. Raghunathganj, Dist Murshidabad	Holding No 232, Ward No IV of Jangipur, Municipality.
166	Shri Hiralal Chandra, P O Raghunathganj, Dist Murshidabad	Holding No 435 4 in Ward No IV and No 24 in Ward No. V of Jangipur Municipality
167	Shri Ramani Mohan Chakravorty, P O Raghunathganj, Dist Murshidabad	Pl No 856, Kh No 367, Ward No. V of Jangipur Municipality
168.	Shri Chittaranjan Saha, P O Jangipur, (Babubazar)	Pl No 2992, Kh No 296, Pl No. 3041, Kh No 2423 of Ward No I, Jangipur Municipality.
169.	M/S. P. K Dhar & Bros., (Babubazar) ..	Pl. No 521, 522 and 521/1915, Kh. No. 1781 of Ward No II, Jangipur Municipality
170.	M/S. Jangipur-Raghunathganj Co-operative Multipurpose Society Ltd , Raghunathganj.	C S Pl No. 53, Kh No. 144, Mauza Basudebpur, Ward No. IV, Jangipur Municipality.
171.	Shrimati Sibabhabini Debi, Village and P.O. Barala.	Pl. No. 1908/2513, Kh. No. 1259, Barala.
172.	Shri Amal Krishna Pramanik, Vill. Mirzapur, P.O. Gankar.	Pl No 1252 and 1253, Kh. No. 992, Mauza Mirzapur.
173.	Shri Bhupati Bhusan Das, Vill Sammatinagarbazar, P.O. Rajpur-Teghori	Pl No 531, Kh. No. 62, Mauza Sahajadpur.
174.	Shri Bhabani Charan Hazra, P.O. and Vill. Barala.	Pl. No. 125, Kh No 249, Mauza Srikantabati
175.	Shri Kuran Chandra Singha Roy, Vill. & P.O. Mithipur	Pl. No. 193, Kh. 533, Mauza Mithipur
176.	Shri Bishnupada Saha, Vill Sammatinagarbazar, P.O. Rajpur-Teghori.	Pl. No 398, 529 Kh. No. 107 and 148, Mauza Sahajadpur.
177.	Shri Hari Charan Prosad Bhakat, Vill. & P.O. Sagardighi.	Pl. No. 2887, 28891 Kh. No. 180, Mauza Popara.

Statement referred to in reply Unstarred Question No. 650.—contd.

List of coal dealers of Murshidabad district.

Sl. No.	Name and address of coal dealers	Holding No. of Depots
1	2	3
178.	Shri M. M. Ganguli, Vill &. P.O Mnigram	Pl. No 1083, Kh. No. 145, Pl No. 1128/1140, Kh No. 384, Mauza Balarambati.
179.	M/S. Jaglai Co-operative Multipurpose Society Ltd., Vill. Jaglai, P O. Tantibirol.	Pl. No 2059, Kh No 241, Mauza Jaglai.
180.	Shri Kali Pada Sarkar, Vill Sankobazar, P.O. Dhanpatganj.	Pl. No 56, Kh No 283, Mauza Telaengal.
181.	Shri Bimal Kanti Sanyal, Vill. Jalbandho, P.O. Sagardighi	Pl No 253, Kh No 112, Mauza Fulbari.
182.	Shrimati Rajlakshmi Choudhury, Vill. & P.O. Sagardighi	Railway Coal Pl No 1 of Sagardighi Rly Station
183.	Shri B. K Das, Vill & P.O Aurangabad	Pl No 252, Kh No 2119, Mauza Ichalipara
184.	Shri Modan Gopal Memani, P O Nimtita	Pl No 603, Kh. No. 53, Mauza Dafahat.
185.	Shri S N Banerjee, Vill. & P.O Jagtai	Pl No 374, Kh No 52, Mauza Jagtai.
186.	Sri Bejoy Bh. Das, Vill & P O. Ahiron	Pl No 3271, Kh No 639, Mauza Ahiron.
187.	M/S K K. S, S K Saha, Vill & P O Dhulian.	Holding No 184 185, Ward No II, of Dhulian Municipality
188.	Sri Kamalakanta Das, Vill & P O Dhulian	Pl No 5905, Kh No 2083, Mauza Anupnagar, Ward No II of Dhulian Municipality
189.	Sri Kali Krishna Das, Vill. & P O Dhulian.	Pl No 5905, Kh No 2083, Mauza Anupnagar
190.	Shri Gour Pada Saha, Vill Serpur, P O Nimtita	Pl No 81, Kh No 3, Mauza Serpur.
191.	Sri Sk. Abdul Kayum, Vill & P O Dhulian	Pl No 5905, Kh No 2083, Mauza Anupnagar
192.	Sri Ajimuddin Biswas, Vill & P O Joykristo-pur.	Pl No. 199, Kh No 1332, Mauza Joykristopur
193.	Sri Amal Krishna Monda, Vill. & P.O Arjun-pur.	Pl. No 148, 149 Kh No. 197, Mauza Arjunpur
194.	Sri Makhanlal Saha, Vill. & P O Nayansukh.	Pl No. 352, Kh No. 1537, Mauza Nayansukh.
195.	Sri Upendra Nath Saha, Vill Khejuria, P O. P.O. Farakka.	Pl No 353, Kh No 384, Mauza Srimantopur.
196.	Sri Balak Kumar Chandra, Vill & P.O. Raghunathganj.	Holding No 45, Ward No. V of Jangipur Municipality.
197.	Sri Bhutnath Bhattacherjee, Vill & P.O. Barala	Pl. No. 3735, Kh. No. 2977, Mauza Barala
198.	Sri Umapati Chakravorty, Vill. & P.O. Jangi-pur.	Pl. No. 1193, Kh. No 806, Mauza Jangipur.
199.	Sri Sunil Kumar Mukherjee, Vill. Jangipur (Banbehari Nibas) P.O. Jangipur.	Pl No 999, Kh No 1068, Mauza Jangipur, Ward No III of Jangipur Municipality.
200.	Sri Chhakari Lal Saha, P.O. Raghunathganj	Holding No. 576, Ward No. 4 of Janigpur Municipality.
201.	M/S. Belal Biri Factory, Vill. & P O. Dhulian	Holding No. 838, Ward No. I of Dhulian Municipality

Number of theft and dacoity cases in Midnapur district

651. (Admitted question No. 1226.)

শ্রীজনার্দনমোহন দাশ ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ময়না থানাতে ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সনে কতগুলি চুরি ও ডাকাতি হইয়াছে;

(খ) উহাদের মধ্যে কোনটিতে কতজন গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং কতজনের কোন্ কেসে সাজা হইয়াছে;

(গ) উক্ত থানায় দেউলি গ্রামে কোন্ তারিখে ডাকাতি হয় এবং উহাতে কতজন ব্যক্তি ধরা পড়ে; এবং

(ঘ) উক্ত ধৃত ব্যক্তিদের কতজনের কিরূপ সাজা হইয়াছে?

The Minister for Home (Police):

(ক) ১৯৬২ সালে ১৭টি চুরি ও ২টি ডাকাতি হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের ৩০এ জুলাই পর্যন্ত ৮টি চুরি ও ২টি ডাকাতি হইয়াছে।

(খ) ১৯৬২ সালে ৬ জন চুরি কেসে এবং ৩৪ জন ডাকাতি কেসে গ্রেপ্তার হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে চুরি কেসে ১ জন ও ডাকাতি কেসে ১ জনের সাজা হইয়াছে।

১৯৬৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ৫ জন চুরি কেসে এবং ১৯ জন ডাকাতি কেসে গ্রেপ্তার হইয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে মাত্র ২ জনের চুরি কেসে সাজা হইয়াছিল। ডাকাতি কেসে কাহারও সাজা হয় নাই।

(গ) ১৯৬২ সালের ১২-১৩ই মার্চ রাত্রে ময়না থানায় দেউলি গ্রামে একটি ডাকাতি হয় এবং ঐ ব্যাপারে ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

(ঘ) উক্ত ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ১ জন ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

Relief Committees in Midnapur district

652. (Admitted question No. 1227.)

শ্রীজনার্দনমোহন দাশ ঃ ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার কয়টি অঞ্চলে রিলিফ কমিটি আছে;

(খ) গত ১৯৬১-৬২, ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রতি বৎসর কোন্ কমিটির কয়টি বৈঠক কোন্ কোন্ তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে;

(গ) ইহা কি সত্য যে, (১) ৩নং, ৬নং, ৭নং, ৮নং এবং ৯নং অঞ্চল রিলিফ কমিটির সভাপতিগণ প্রায়ই রিলিফ কমিটির সভা আহ্বান করিতেছেন না এবং (২) ৩নং রিলিফ কমিটির সভাপতি বিদেশে অবস্থান করায় রিলিফ কমিটির সভা একেবারেই ডাকা হইতেছে না;

(ঘ) সত্য হইলে কমিটির অধিবেশন ডাকার জন্য বিকল্প কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে?

The Minister for Relief:

(ক) ৯টি।

(খ) একটি বিবরণী এতদ্‌সহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) (১) ও (২) ইহা সত্য নহে।

(ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Statement referred to in reply to clause (kha) of unstarred question No. 52

বিবরণী

অঞ্চলের নাম	১৯৬১-৬২ সালে অনুষ্ঠিত		১৯৬২-৬৩ সালে অনুষ্ঠিত		১৯৬৩-৬৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত	
	বৈঠকের সংখ্যা	বৈঠকের তারিখ	বৈঠকের সংখ্যা	বৈঠকের তারিখ	বৈঠকের সংখ্যা	বৈঠকের তারিখ
১নং অঞ্চল	২	২০-৮-৬১ ১৯-৩-৬২	৪	১৭-৪-৬২ ১৫-৮-৬২ ১৭-৯-৬২ ১-১২-৬২	৬	১-৪-৬৩ ১৫-৫-৬৩ ১০-৬-৬৩ ১৫-৬-৬৩ ২৪-৬-৬৩ ৯-৭-৬৩
২নং অঞ্চল	৪	৩০-৭-৬১ ২১-৯-৬১ ৩০-১১-৬১ ২৭-১২-৬১	১০	১২-৮-৬২ ১৯-৮-৬২ ১৬-৯-৬২ ৯-১০-৬২ ১৯-১১-৬২ ১৭-১২-৬২ ৩১-১২-৬২ ২৯-১-৬৩ ১৭-২-৬৩ ৩১-৩-৬৩	৪	১৯-৪-৬৩ ২৭-৪-৬৩ ২৭-৫-৬৩ ২৪-৬-৬৩
৩নং অঞ্চল	৪	৩০-৭-৬১ ২১-৯-৬১ ৩০-১১-৬১ ২৭-১২-৬১	৪	২৩-৯-৬২ ১৬-১০-৬২ ১-১২-৬২ ২১-১২-৬২	৬	২০-৪-৬৩ ২২-৪-৬৩ ২৬-৫-৬৩ ৭-৬-৬৩ ১৫-৬-৬৩ ২৭-৭-৬৩
৪নং অঞ্চল	৬	২৯-৫-৬১ ১৪-৭-৬১ ১৭-৮-৬১ ১৯-৯-৬১ ৯-১১-৬১ ১-১-৬২	১০	২৫-৪-৬২ ৩০-৪-৬২ ২৪-৬-৬২ ২২-৭-৬২ ৫-৯-৬২ ১৬—৯-৬২ ৭-১০-৬২ ২৮-১০-৬২ ৬-১২-৬২ ২-৩-৬৩	৬	২০-৪-৬৩ ৩০-৪-৬৩ ২৫-৫-৬৩ ৮-৬-৬৩ ৭-৭-৬৩ ১০-৭-৬৩
৫নং অঞ্চল	৩	৫-৭-৬১ ৩১-৯-৬১ ৩১-১১-৬১	৯	১০-৫-৬২ ৯-৭-৬২ ১২-৮-৬২ ১-১০-৬২ ১৯-১০-৬২ ২৫-১০-৬২ ২-১১-৬২ ১০-১-৬৩ ৪-৩-৬৩	৬	৮-৪-৬৩ ২৪-৪-৬৩ ৯-৫-৬৩ ১৩-৬-৬৩ ২৩-৬-৬৩ ১০-৭-৬৩

অঞ্চলের নাম	১৯৬১-৬২ সালে অনুষ্ঠিত		১৯৬২-৬৩ সালে অনুষ্ঠিত		১৯৬৩-৬৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত	
	বৈঠকের সংখ্যা	বৈঠকের তারিখ	বৈঠকের সংখ্যা	বৈঠকের তারিখ	বৈঠকের সংখ্যা	বৈঠকের তারিখ
৬নং অঞ্চল	২	২০-৯-৬১ ১৪-১১-৬১	৭	১৯-৮-৬২ ২০-১১-৬২ ৬-১২-৬২ ১৬-১২-৬২ ১৫-১-৬৩ ৩-২-৬৩ ২৬-৩-৬৩	৩	২১-৪-৬৩ ৮-৭-৬৩ ২৮-৭-৬৩
৭নং অঞ্চল	৫	২-৬-৬১ ৯-৯-৬১ ১০-১১-৬১ ২৭-১২-৬১ ২৪-১-৬২	৫	২১-৪-৬২ ২৫-৯-৬২ ৫-১১-৬২ ১৬-১২-৬২ ১-১-৬৩	৯	২০-৪-৬৩ ১-৫-৬৩ ১৪-৫-৬৩ ১৭-৫-৬৩ ২২-৫-৬৩ ২-৬-৬৩ ৯-৬-৬৩ ১৩-৬-৬৩ ২৪-৬-৬৩
৮নং অঞ্চল	৪	১৪-৯-৬১ ১৭-৭-৬১ ৩১-১০-৬১ ৫-২-৬২	৮	১৪-৪-৬২ ৬-৭-৬২ ১৮-৯-৬২ ২০-১০-৬২ ৩১-১০-৬২ ৫-১-৬৩ ১৯-১-৬৩ ১-২-৬৩	১২	৭-৪-৬৩ ২১-৪-৬৩ ২৯-৪-৬৩ ১৭-৫-৬৩ ১৯-৫-৬৩ ২৫-৫-৬৩ ৯-৬-৬৩ ১৯-৬-৬৩ ২৭-৬-৬৩ ৮-৭-৬৩ ১০-৭-৬৩ ২৫-৭-৬৩
৯নং অঞ্চল	৯	২২-৩-৬১ ২১-৭-৬১ ২১-৫-৬১ ২৫-৮-৬১ ১৪-৮-৬১ ১০-৯-৬১ ২২-১০-৬১ ২০-১১-৬১ ১৩-১২-৬১	১৪	১২-৪-৬২ ১২-৫-৬২ ১৪-৬-৬২ ২২-৬-৬২ ২২-৭-৬২ ৯-৭-৬২ ১৮-৭-৬২ ২৮-৮-৬২ ১-৯-৬২ ৭-৯-৬২ ১০-১০-৬২ ২২-১০-৬২ ২৭-১১-৬২ ২৫-১১-৬২	৮	২৭-১-৬৩ ২৬-৪-৬৩ ১৮-৫-৬৩ ২৮-৫-৬৩ ৫-৫-৬৩ ১১-৬-৬৩ ২৫-৬-৬৩ ২৭-৭-৬৩

M. R. Shops at Murshidabad

653. (Admitted question No. 1232.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার কোথায় কোথায় কয়টি এম আর সপ বর্তমানে চালু আছে;

(খ) উহাদের কোন্ কোন্‌টিতে কত দামে চিনি বিক্রয় করা হইতেছে; এবং

(গ) উক্ত দোকানগুলিতে চাল, গম, আটা বা ময়দা কি দরে বিক্রয় হইতেছে?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) প্রয়োজনীয় তালিকা এতদ্‌সহ উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) পাইকারী ব্যবসায়ীর দোকান হইতে রেশন দোকানের দূরত্ব অনুযায়ী চিনির মূল্য প্রতি কিলোগ্রাম হিসাবে ১·১৭ টাকা হইতে ১·২৩ টাকা ধার্য করা হইয়াছে।

(গ) রেশন দোকান মারফৎ ময়দা বিতরণ করা হইতেছে না। অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য প্রতি কিলোগ্রাম হিসাবে নিম্নরূপ:

চাউল—৫১ নয়া পয়সা হইতে (শ্রেণী অনুসারে) ৫৭ নয়া পয়সা।

গম—৪৩ নয়া পয়সা।

আটা—৪৮ নয়া পয়সা।

Statement referred to in reply to clause (ka) of unstarred question No. 653.

List of M. R. shops in Murshidabad district as on 1st August, 1963.

Subdivision.	P.S.	No of shops
1. Sadar	Sadar	65
	Beldanga	62
	Naoda	19
	Hariharpara	26
	Domkal	26
	Jalangi	26
		224
2. Jangipur	Raghunathganj	50
	Farakka	17
	Sagardighi	26
	Suti	30
	Samshergan]	31
		154

Subdivision	P. S.	No. of shops.
3. Lalbagh	Lalgola	42
	Nabagram	17
	Bhagabangola	42
	Ramnagar	40
	Murshidabad	27
	Jiaganj	22
		190
4. Kandi	Kandi	47
	Bardwan	33
	Bharatpur	48
	Khargram	28
		156

Lalgola Fishermen's Co-operative Society

654. (Admitted question No. 1236.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, লালগোলা ফিসারমেন কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রাক্তন সম্পাদক সমিতির টাকা তছরূপ করিয়াছেন বলিয়া সরকার অবগত আছেন;

(খ) যদি 'ক' প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত প্রাক্তন সম্পাদকের নাম কি,

(২) উক্ত প্রাক্তন সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এবং

(৩) ১৯৫৮ সালে উক্ত সমিতির কার্য নির্বাহক কমিটির সভ্যদের নাম ও পরিচয় কি?

The Minister for Co-operation :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) শ্রীপঞ্চানন সরকার।

(২) সরকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার কথা নহে। সমিতি যথারীতি মামলা দায়ের করিয়াছেন।

(৩) নির্বাচিত (৬ই এপ্রিল ১৯৫৭ তারিখে নির্বাচিত) সদস্য—

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র হালদার—সভাপতি,

শ্রীরাইচরণ সরকার—সহঃ সভাপতি,

শ্রীপঞ্চানন সরকার—সম্পাদক,

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—সহঃ সম্পাদক,

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস—কোষাধ্যক্ষ,

শ্রীমাধবচন্দ্র বিশ্বাস,

শ্রীরসিকচন্দ্র হালদার,

শ্রীহারাণচন্দ্র হালদার,

শ্রীগৌরচন্দ্র সরকার,

শ্রীঅনিলকুমার হালদার,

শ্রীঅমূল্যকুমার হালদার,

শ্রীআশুতোষ হালদার।

সমবায় সমিতি নিবন্ধক কর্তৃক নিযুক্ত অতিরিক্ত সদস্য—

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার,

শ্রীবনবিহারী ঘোষ,

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সরকার,

শ্রীঋষিন্দ্রনারায়ণ রায়,

শ্রীনবদ্বীপ হালদার এবং
লালগোলার কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহের অডিটর।

Number of unemployed persons registered in Employment Exchange Offices

655. (Admitted question No. 1241.) **Shri Birendra Narayan Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) the district-wise number of unemployed persons (including Calcutta) registered in the different Employment Exchange Offices up to 31st July, 1963;

(b) the number of persons provided with employment out of them; and

(c) the number of them that are skilled?

The Minister for Labour: (a) to (c) District-wise figures are not being maintained. Exchange-wise figures are given in the enclosed list, showing the jurisdiction of the Employment Exchanges.

Statement referred to in reply to clauses (a) to (c) of unstarred question No 655.

Name of the Exchange	Jurisdiction	No. on Live Register as on 31-7-63	No. placed during January, 1963 to 31st July, 1963.	
			Total	Skilled
1 Calcutta	Calcutta Corporation area, Alipore Sadar and Diamond Harbour Subdivisions of 24-Parganas, District South and North Dum Dum Municipality and Dum Dum Cantt. and Bashirhat Subdivision, for clerical, supervisory and higher grade applicants and vacancies.	72,591	1,502	115
2 Kidderpore	*For skilled workers and vacancies* :—North and South Dum Dum Municipalities and Dum Dum Cantt., whole of Calcutta Corporation area and the Subdivisions of Alipore Sadar and Diamond Harbour of 24-Parganas District and Bashirhat Subdivision.	78,884	3,536	1921
	For unskilled workers and vacancies :—Alipore Sadar Subdivision (excluding Haltu and Bansdroni Unions) and Diamond Harbour Subdivision of 24 Parganas District and the South-West portion of Calcutta Corporation area bounded by Tolly's Nalla on the north and east; river Hooghly in the west and Taratolla Road and Tollygunge Circular Road up to Tolly's Nalla in the south and Bashirhat Subdivision			
3 Howrah	Howrah District .	30,236	2,179	775
4 Barrackpore	Barasat, Barrackpore and Bongaon Subdivisions of 24-Parganas(excluding Dum Dum South and North Municipalities Cantt and Bijpur P.S.).	70,942	1,435	483
5. Asansol . .	Bankura District and Asansol Subdivision of the Burdwan District (excluding Faridpur and Kanksa P S) and Coal Fields in P S. Asansol, Hirapur and Jamuria.	22,376	1,385	246
6. Darjeeling . .	Darjeeling District (excludihg Siliguri Subdivision)	3,103	451	22
7. North Calcutta	South and North Dum Dum Municipality and Dum Dum Cantt., and Calcutta Corporation area bounded in the south-west by Tolly's Nalla and on the south by Hazra Road, Bondel Road and Picnic Garden Road (For unskilled workers only).	55,545	1,998	. .

Name of the Exchange	Jurisdiction	No. on Live Register as on 31-7-63.	No. placed during January, 1963 to 31st July, 1963	
			Total	Skilled
8. Durgapur ..	Police-station Faridpur and P.S. Kanksa of Asansol Subdivision	21,313	953	273
9. Serampore ..	Hooghly district excluding the Sadar Subdivision.	17,939	998	141
10. Kharagpore ..	Midnapore district .. .	16,209	646	17
11. Burdwan .	Sadar, Kalna and Katwa Subdivisions of Burdwan district.	9,482	1,904	135
12. South Calcutta	Portion of Calcutta Corporation area beyond Hazra Road and Haltu Union Board (For unskilled workers only)	10,355	213	
13 Siliguri .	Siliguri Subdivision of Darjeeling district and Jalpaiguri (except Aliporeduar Subdivision).	8,664	595	56
14 Purulia	Purulia district	3,757	313	8
15 Kalyani	Nadia district and Bijpur Thana in 24-Parganas	27,151	278	38
16 Malda .	Malda and West Dinajpur	9,496	1,670	109
17 Berhampore	Murshidabad district .	6,973	205	11
18 Cooch Behar .	Cooch Behar district and Alipurduar Subdivision of Jalpaiguri district	7,333	155	33
19. Suri	Birbhum district ..	7,810	1,917	8
20. Raniganj	Coal-fields in P S Raniganj Ondal, Kanksa and Faridpur	6,185	2,217	8
21 Sitarampore	Coal fields in P S Chittaranjan, Baraboni, Kulti and Salanpur	5,203	645	11
22 Farakka ..	Farakka Barrage Project			
23 Tribeni	Sadar Subdivision of Hooghly district.	15,745	270	53
24 University Employment Bureau, Calcutta	.. ..	488	26	..
25 Special Employment Section attached to the Directorate of National Employment Service	Whole of West Bengal (for the retrenched and surplus Government employees)	1,985	185	12
	Total .	5,09,735	25,676	4,475

Resinking of tubewells

656. (Admitted question No. 1243.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকারী সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত টিউবওয়েল রিসিংকিং করার জন্য সরকার হইতে কি ব্যবস্থা আছে; এবং

(খ) এই রিসিংকিং করিতে হইলে জনসাধারণকে তাহার জন্য কোন ব্যয় বহন করিতে হয় কিনা?

The Minister of State for Health:

(ক) প্রতি বৎসরই বাজেটে রুর‍্যাল ওয়াটর সাপ্লাই প্রোগ্রাম-এর অধীনে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ সাপেক্ষ প্রতি ৪০০ ব্যক্তির জন্য ১টি এবং প্রতি গ্রামে অন্তত ১টি জল উৎস সংস্থাপনের প্রচলিত নীতি অনুযায়ী অকেজো জল উৎসগুলি পুনঃসংস্থাপন করা হইয়া থাকে।

(খ) না, রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম-এ বাধ্যতামূলকভাবে কোন ব্যয় বহন করিতে হয় না। তবে জনসাধারণের সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁহারা স্বেচ্ছায় নাগদ অর্থে কিম্বা শ্রমের দ্বারা উক্ত ব্যয়ের কিছু অংশ বহন করিতে পারেন।

Messages

Secretary (P. Roy): Sir, the following Messages have been received from the West Bengal Legislative Council, namely:

(1)

"Message

The West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 29th August, 1963, passed the following resolution:

That this Council concurs in the recommendation of the Legislative Assembly that the Council do join in the Joint Committee of the Houses on the West Bengal Gramdan Bill, 1963, and resolves that the following Members of the Council be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:

(1) Dr. Charu Chandra Sanyal,
(2) Shri Nirmal Chandra Bhattacharyya,
(3) Shri Biswanath Mukherjee, and
(4) Shri Sudhir Kumar Banerjee.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta:
The 30th August, 1963.

(2)

"Message

The West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 29th August, 1963, agreed to the West Bengal Premises Requisition and Control (Temporary Provisions) (Second Amendment) Bill, 1963, without any amendment.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta:
The 30th August, 1963.

(3)

"Message

The West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 29th August, 1963, agreed to the West Bengal Anti-Profiteering (Amendment) Bill, 1963, without any amendment.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta:
The 30th August, 1963.

Sir, I beg to lay copies of the **Messages** on the table.

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

The Hon'ble Charu Chandra Mahanti : Sir, with reference to the Calling Attention Notice given by Shri Birendra Narayan Ray regarding non-availability of cement permit in Murshidabad District, I make the following statement :—

Nowhere in any part of the district of Murshidabad huge quantity of cement has been lying undisposed with cement dealers specially during the rainy season when the wagon position becomes easier. Some times few wagons of cement arrive at a time and at that time it may seem to many that considerable stock of cement are lying undisposed of. Within a short period of arrival of such stock disposal is made quickly. As such the question of accumulation of stock for a long period does not arise at all as stocks are disposed of speedily within the stipulated period of six weeks.

In the matter of issue of permit to the consuming public the existing policy and procedure laid down by the Government from time to time is being followed. Usually applications are disposed of in the chronological order of receipt of such applications. It is not a fact that the general public do not get permit for cement due to negligence, whims and inefficiency of the departmental authorities concerned. In all cases, the emergent requirements and for industrial development works issue of cement on priority basis is being considered.

It is not at all a fact that the supporters of some particular political party get cement permit although they do not need cement. No cement permit is issued to any person or party unless the necessity is confirmed on proper verification. Cement permits are issued to persons irrespective of holding any political views. Bonafide need is being given due consideration in the matter of issue of cement.

In the context of the above, it may be stated that no development works are being hampered due to negligence of the local authorities. But it cannot be denied altogether that the demands of the general public cannot always be met so quickly as they desire. The main reason of it is the short supply of cement.

The departmental authorities concerned are always alert to dispose of stocks of cement received.

[1—1-10 p.m.]

Mr. Speaker : I have received two notices of Calling Attention, one from Shri Gour Chandra Kundu regarding stoppage of supply of rice to ration card holders in the Ranaghat Subdivision of Nadia district, and the other from Shri Kamal Kanti Guha, Shri Sunil Das Gupta, Shri Amarendra Nath Roy Prodhan, Shri Bijoy Kumar Roy and Shri Sunil Basunia, regarding stoppage of B class ration and reduction of A class ration in the Cooch Behar district.

I have selected the notice of Shri Kamal Kanti Guha and others on the stoppage of B class ration and reduction of A class ration in the Cooch Behar district. The Hon'ble Minister-in-charge will please make a statement today or give a date for making the statement.

The Hon'ble Charu Chandra Mahanti: On Friday.

COVERNMENT BILL

The West Bengal Warehouses Bill, 1963

শ্রীনিখিল দাস : স্যার, এই অয়্যারহাউস বিল এর পরে আসবে লোকাল অথোরিটিজ (পসপনমেন্ট অফ ইলেকশনস) রিপিলিং বিল আব লিস্ট অফ বিজনেস-এ দেখেছি হোমিও-প্যাথিক সিসটেম অব মেডিসিন বিল, তাহলে কোনটা হবে।

Mr. Speaker: As I had already announced, the West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963, will be taken up after the Warehouse Bill

The Hon'ble Smarajit Bandopadhyay: Sir, I beg to move that the West Bengal Warehouse Bill, 1963, as settled in the Assembly, be passed

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু : মাননীয় স্পীকার স্যার, এর আগে যখন আইন করার চেষ্টা হয় তখন আমরা এই কথা বলেছিলাম বিলের তৃতীয় পাঠেও আমাদের সেই কথাই অনেক খানি বলতে হবে তার কারণ এই আমরা আশা করেছিলাম বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে এই বিল সম্পর্কে যে সমালোচনা করা হল বা যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হল আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সেগুলি সম্পর্কে একটু বিচার বিবেচনা করবেন এবং এই বিলের যে সমস্ত খারাপ দিকগুলি আছে সেগুলি সম্বন্ধে তিনি সেফগার্ড দেবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় শুধু সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে এই বিলের মধ্যে দিয়ে চাষী সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার চেষ্টা করব কিন্তু সেই সদিচ্ছার প্রমাণ বিলের কোন য়্যামেণ্ডমেন্ট গ্রহণের মধ্যে দিয়ে আমরা পেলাম না বা কোন সংশোধন বা সংযোজন সরকারের পক্ষ থেকে আমরা দেখতে পেলাম না। আমরা যে জিনিসটা মূলগতভাবে সমালোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে আজকে ব্যক্তিগত মালিকানায় যদি অয়্যারহাউস স্থাপন করা হয় তাহলে চাষীকুল আজকে যেভাবে নিপীড়িত হচ্ছে অর্থাৎ ফসলের ন্যায্যদাম সে পাচ্ছে না, মহাজনের খপ্পরে গিয়ে সে পড়ছে এবং তার চাষ আবাদের সময় যে পয়সাকড়ির প্রয়োজন সে পাচ্ছে না এবং গ্রাম্য অর্থনীতি দিনের পর দিন চলছে এবং কৃষি অর্থনীতির কোন উন্নতি হচ্ছে না সেই জিনিসগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকলে তার উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই—সেইজন্য আমি জোর দিয়েছিলাম যে কো-অপারেটিভ সিসটেম এবং সরকারী মালিকানা স্থাপন করা হোক। যার জন্য আমরা বলেছিলাম যে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কারণ দেশের মধ্যে খাদ্য যেটুকুর অভাব আছে তার চেয়ে বেশী কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে আমাদের দেশে এই মুনাফাখোরের দল, চোরাকারবারীর দল এবং তারাই খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। সুতরাং দেশের মানুষের যদি মঙ্গল করার দরকার হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করা দরকার। আমরা অয়্যারহাউস সম্পর্কে ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বলেছিলাম যে ব্যক্তিগত মালিকানায় যদি অয়্যারহাউস স্থাপন করা হয় তবে অয়্যারহাউস স্থাপন করার যে উদ্দেশ্য সেই মূল লক্ষ্য যা মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন তা ব্যাহত হবে। কারণ ব্যক্তিগত মালিকানায় যারা অয়্যারহাউস লাইসেন্স নেবেন তারা চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য উক্ত লাইসেন্স নেবেন না—তারা চাষীদের স্বার্থে মাল রাখার চেষ্টা করবে না। নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে আজকে বেশী মাত্রায় সচেতন থাকবে। সেজন্য যদি সরকারের তরফ থেকে কোন প্রোটেকসন না থাকে যেটা ষ্টেট অয়্যারহাউস করপোরেশনে আছে সেটা আরও ব্যাপক বিস্তার লাভ করিয়ে বা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে করিয়ে তাহলে তাতে কোন কাজই হবে না। কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে করলে বুঝতাম যে আজকে চাষীদের হাতে কিছু নিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে। অবশ্য সরকারের তরফ থেকে যদিও একটা ধারা আছে ঠিক কথা কিন্তু বিলের একটি ধারার সংগে আর আর যে সমস্ত ধারা আছে যা ব্যাপকভাবে যোগ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানা। যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং এই বিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপন করা। মন্ত্রীমহাশয় সেদিন বক্তৃতায় বলেছেন এবং উত্তরেও

বলেছেন যে ষ্টেট অয়্যারহাউসে মাল রাখলে পর যে রসিদ পাওয়া যাবে তাতে ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে বা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাবার একটা ব্যবস্থা আছে। এবং এখানেও তিনি বললেন যে এই যে ব্যক্তিগত মালিকানার যে অয়্যারহাউস হবে সেই অয়্যারহাউসে মাল রাখলে যে রিসিট পাওয়া যাবে সেই রসিদও দেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু বিলটি আজকে সকালে খুব ভাল করে পড়েছি এবং অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু দেখেছি যে এই প্রভিসন এই বিলের মধ্যে নেই। ব্যক্তিগত মালিকানায় যে অয়্যারহাউস সেখানে রেখে যে রসিদ পাওয়া যাবে এই রকম কোন ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে নেই। এখানে মন্ত্রিমহাশয়ের মুখের কথায় কাজ হবে না। বিলের মধ্যে যদি এই রকম কোন প্রভিসন থাকতো তাহলে বুঝতে পারতাম যে এঁদের অন্তত কিছুটা সদিচ্ছা আছে। সেদিন আমি একথা বলেছিলাম যে গ্রামের অর্থনীতির সংগে যাঁদের পরিচয় আছে তারা জানেন যে গ্রামের কৃষকরা যে দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে সেটা আপনারা সকলেই জানেন। সেটা কি--যখন চাষাবাদের মরশুম সুরু হয় তখন তারা মহাজনদের কাছ থেকে ধার করতে বাধ্য হয়—কেন ?—না বীজ কেনবার জন্য, লাঙ্গল দেবার জন্য বা চাষাবাদের খরচ জোগাবার জন্য এবং তার পর চাষাবাদ আরম্ভ হবার আগে যে ৩-৪ মাস তাদের ঘরে খাদ্য থাকে না তখন মহাজনদের কাছ থেকে দেনা করতে হয় এবং সেই দেনা করবার সময় বাকে এইটুকু থাকে যে যখন ফসল উঠবে তখন সেই ফসল প্রথম তাদের এই দরে বিক্রি করবে। এই দরটা অত্যন্ত নিম্নতম দর থাকে। হয়তো বাজারে গেলে পর ১৮।১৯ টাকা পেত সেখানে তাকে ৮।৯ টাকায় বিক্রি করতে হবে এই রকম লেখাপড়া থাকে। তার ফলে হচ্ছে কি? হচ্ছে এই যে চাষীদের ঘর থেকে মালটা অত্যন্ত নিম্ন দামে চলে যায় এবং সমস্ত মহাজন সেই সমস্ত ধান চাল বা অন্যান্য জিনিসপত্র ষ্টোর করে নেয় এবং সেই ষ্টোর করে নিয়ে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। একদিকে এতে যেমন চাষীকুলের সর্বনাশ করে আবার অন্য দিকে দেখা যায় যে আমাদের বাজারের জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দেয় এইভাবেই খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যায়। যদিও পাটে ফুড ভ্যালু নেই তবু মহাজনরা বা মিল মালিকরা জানে যে তাদের যত দাম কম দিতে পারবে ততই তাদের লাভ হবে -চালের মহাজনরা জানে যে চালের দাম আমরা যত বাড়াতে পারবো ততই আমাদের লাভ হবে। সেইজন্য যারা প্রডিউস করে তাদের ইচ্ছামত বাজার দর নিয়ন্ত্রিত হয় না। বাজার দর নিয়ন্ত্রিত হয় বড় বড় ব্যবসায়ী, মুনাফাখোরদের স্বার্থে। যদি সেটা বন্ধ করতে পারেন তাহলে কৃষির উন্নতি হবে—এবং তাতে একদিকে যেমন চাষীদের হাতে পয়সা আসবে তেমনি চাষীরা জমির উন্নতি করবার জন্য তারা সচেষ্ট হবে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার চেষ্টা করবে। অপর দিকেও বাজারে এই যে খাদ্যশস্যের বা জিনিসপত্রের দাম তা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হবে এবং কমতে বাধ্য হবে। এই স্টেট অয়্যারহাউসিং স্কীম যেটা সরকার গ্রহণ করেছেন সেটা যদি সরকারী মালিকানায় এবং পরিচালনায় হোত বা কো-অপারেটিভের মালিকানায় হোত তাহলে সত্যিই এটা একটা মহৎ উদ্দেশ্য হোত এবং আমরাও একে অভিনন্দন জানাতে পারতাম। কিন্তু আজকে দেখছি ব্যক্তিগত মালিকানায় এটা করেছেন। সরকার মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা কো-অপারেটিভ সিসটেম ডেভলপ করা দরকার বলে যা বলছেন আমরা তার সংগে একমত যে গ্রামে গ্রামে যদি কো-অপারেটিভ সিসটেম ডেভেলপ করা যায় তাহলে মহাজনদের হাত থেকে চাষীদের বাঁচান যায় এবং বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এদিক থেকে আমরা আশা করেছিলাম অয়্যারহাউস বিলের মধ্য দিয়ে এই জিনিস হবে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রচয়িতারা বারে-বারে বলেছেন যে কো-অপারেটিভ-কে যেন প্রায়রিটি দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা দেখছি পশ্চিম-বংগ সরকার তাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি এবং মনে করি কো-অপারেটিভ-কে যদি অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাহলে অয়্যারহাউস বিলের পূর্ণ প্রকাশ হতে পারে এবং কো-অপারেটিভ-কে যদি সুযোগ দেওয়া হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হয় তাহলে চাষী অনেকখানি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে। স্যার, যে সমস্ত ষ্টেট অয়্যারহাউসিং আছে সে সম্পর্কে সেদিন শুনিয়েছি এবং মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি যে, সেই স্টেট অয়্যারহাউসিং-এ চাষী কোন উপকার পায়না একমাত্র মহাজনরাই উপকার পায়। কাজেই সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর যে জিনিস আমি বলতে চাই সেটা বিলের প্রভিসনে আছে অর্থাৎ সর্টেজ, স্প্রিংকেজ, ড্রাইয়েজ এবং তাছাড়া আছে রিজনস নট কনট্রোলড বাই দি অয়্যারহাউসম্যান। এই ধারাটা সম্বন্ধে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বিবেচনা করতে বলি। স্যার, আমাদের মফঃস্বল জেলায় যে সমস্ত হোলসেলার আছে অর্থাৎ

যারা গভর্ণমেন্ট-এর হোলসেলার তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তারা মণকরা ২-১ আনা মার্জিন রেখে সরকারের কাছ থেকে কন্ট্রাক্ট নেন এবং এই কনট্রাক্ট নেবার সময় তারা ১০-২০-৩০-৪০ হাজার টাকা ঘুস দেন। এটা কেন নেন তা আমরা সকলেই জানি। যেখানে মণকরা ২-১ আনা মার্জিন এবং যেখানে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা সেখানে তারা এটা নেয় এবং ঐ যে ড্রাইয়েজ স্রিংকেজ এবং রিজনস নট নোন টু দি অয়্যারহাউসম্যান এই যে গাঁড়াকল আছে তার ফাঁক দিয়ে অনেক হাতী ঘোড়া পার হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান ভারতবর্ষের সোস্যালিষ্টিক প্যাটার্ণ-এর ফাঁক দিয়ে যেমন সোস্যালিজম পার হয়ে গেল এটাও ঠিক সেই রকম ঐ ড্রাইয়েজ, স্রিংকেজ-এর মাঝখান দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা এই হোলসেলার-রা লোটেন। তারপর, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ড্রাইয়েজ, স্রিংকেজ ছাড়া মন্ত্রীমহাশয় আর একটা ভাষা যা ব্যবহার করেছেন—অর্থাৎ আদার কজেজ বিয়ণ্ড দি কন্ট্রোল অব অয়্যারহাউসম্যান, এটা কি? ড্রাইয়েজ মানে বুঝি, স্রিংকেজ মানে বুঝি, কিন্তু আদার কজেজ বিয়ন্ড দি কন্ট্রোল অব অয়্যারহাউসম্যান আর কি থাকতে পারে? আর কিছু থাকতে পারে না এবং আইনে এই যে ফাঁক রাখা হয়েছে সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে চাষীর কাছ থেকে মাল জমা রাখার সময় যেটা ন্যায্য ফি দিতে হবে তার চেয়ে একস্ট্রা ফি আদায় করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ'রা বলে দেবেন ২ মণ কম হয়ে গেছে এবং কেন কম হোল তার কারণ হিসেবে বলবেন ঐ আদার কজেজ বিয়ণ্ড দি কন্ট্রোল অব অয়্যারহাউসম্যান। অর্থাৎ এই ড্রাইয়েজ, স্রিংকেজ-এর ফাঁক দিয়ে তারা বেরিয়ে যাবে এবং লাল হবে মোটা হবে এবং অপর দিকে চাষীকে ঠকাবার ব্যবস্থা হবে। কাজেই বিলের তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা হলেও আমি বলব এই যে ফাঁক রেখেছেন এটার সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন এবং এটাকে এমনভাবে সংশোধন করবেন যাতে চাষীর ক্ষতি না হয় এবং অয়্যারহাউসম্যান-রা চাষীকে ফাঁকি দিতে না পারে।

[1 10—1 20 p.m.]

তারপর বলেছিলাম অয়্যারহাউস পাবে কারা, সেদিনও বলেছিলাম আজকেও বলতে চাই অয়্যারহাউস নিশ্চয়ই গ্রামের চাষীরা পাবে না। কারণ অয়্যারহাউস-এর ব্যবসা করবার মত অবস্থা তাদের নেই অনেক গ্যারাকল হবে সেই ব্যাপারে। যাঁরা গঞ্জে বড় বড় ব্যবসায়ী, মহাজন তাঁরাই পাবেন। যারা বর্তমানে বড় বড় ব্যবসা করে, চালের চোরা কারবার করে, মিলের সাথে কারবার করে এই ধরণের লোকই পাবে এবং কার্যকালে দেখা যাবে চাষীরা যাদের সত্যিকার দরকার অয়্যারহাউসে মাল রাখার টাকা লোন নেওয়ার আইনে সেরকম উপযুক্ত প্রতিনিধি নেই, আইনে কো-অপারেটিভ সিসটেমে অয়্যারহাউস না হওয়ার জন্য, ব্যক্তিগতভাবে মাল রাখবার জন্য বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনা পাবে না। ছোট ছোট মহাজনরাই মাল রাখবে এবং বিভিন্ন ভাবে গ্যারাকল করবার ব্যবস্থা করবে। সেজন্য বলছি মহাজনদের খপ্পর থেকে যদি চাষীদের বাঁচাতে হয় তবে অয়্যারহাউস ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালনা করার পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন করতে হবে এবং যাতে কো-অপারেটিভ সিস্টেমে পরিচালনা করেন তার জন্য বলছি।

তারপর ধারা সম্পর্কে। দুটি মূল ধারা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। ৩১ ধারায় আছে

State Government may, by notification in the Official Gazette, for reasons to be recorded exempt any class of Warehousemen from all or any of the provisions of this Act.

এটা রাখার কি প্রয়োজন ঘটেছে বুঝতে পাচ্ছি না। কারণ অয়্যারহাউসম্যান একটা বিল তৈরী করলেন এবং অয়্যারহাউস লাইসেন্স ইত্যাদি আইন কানুন তৈরী করলেন সেই আইনের মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে, তবু আইনে বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে, তা থেকে যখনই খুসী হবে তখনই অয়্যারহাউসম্যানকে এই আইন থেকে এক্‌জেম্‌ট করে দেবেন। তার মানে একটা বিরাট ক্ষমতা হাতে নিচ্ছেন। আপনাদের যারা পেটোয়া লোক হবেন যাঁরা আপনাদের দলের স্বার্থ সিদ্ধি করবেন বলে সম্ভাবনা আছে তাদের যে কোন মুহূর্তে আইন থেকে বরবাদ করে দিয়ে লুটেপুটে খাবার সুযোগ দেবেন। এই ধারাটা অত্যন্ত মারাত্মক। এই ধারা সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

তারপর ৩৩ ধারা সম্পর্কে আপনারা বলেছেন ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এই করবেন। ষ্টেট গভর্ণমেন্ট অয়্যারহাউস অথরিটি করবেন, ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এপিলেট অথরিটি তৈরী করবেন, আবার বলছেন ষ্টেট গভর্ণমেন্ট-এর বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করবার ক্ষমতা থাকবে না। তাহলে

তাদের উপর যদি অত্যাচার হয়—ভূরি ভূরি অত্যাচার এমন হচ্ছে, তারা কোর্টে যেতে পারবে না, মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না—এটা কোন্ দেশের আইন বুঝতে পাচ্ছি না। বিচার বিভাগকে সকলেরই সম্মান করা উচিত। সেই বিচার বিভাগকে ভোটাধিক্যের জোরে বন্ধ করে দিতে চাচ্ছেন। আমি মনে করি এটা মোটেই গণতন্ত্রসম্মত নয়। এটা স্বৈরতন্ত্র। আপনারা অয়্যার-হাউস তৈরী করে সমাজতন্ত্র তৈরী করার কথা যা বলছেন তা থেকে বহু দূরে সরে যাচ্ছেন এবং এই ধারা যোগ করে গণতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ করছেন। সুতরাং এই সম্বন্ধে একটা বিচার বিবেচনা করবার জন্য বলছি।

তারপর ২৪ ধারা সম্বন্ধে আর একবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যদি রসিদ হারিয়ে যায় অয়্যারহাউসের, তাহলে আবার তাকে ফী দিতে হবে। সে মালপত্রের ভাড়া দিল সব কিছু করল আবার বলছেন তাকে ফী দিতে হবে। যদি এটা প্রমান হয় যে লোকটা রসিদ নিয়েছিল তাহলে আবার কেন ফী দিতে হবে? এই ডবল ফী দেওয়ার নিয়ম বর্তমানে খুবই কমই আছে। প্রমাণ যদি পাওয়া যায় যে লোকটা মাল রেখেছিল তাহলে ডুপ্লিকেট একটা রসিদ করে দিলেই হয়। সেজন্য এটা একটু বিবেচনা করতে বলছি।

তারপর ১৪ নম্বর ধারা। এটা আমরা সকলেই জানি যে মালটা নেওয়ার সময় গরীব চাষীরা সাধারণ লোকেরা একটু হয়রানি হয়। এই হয়রানিরই সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে in the absence of reasonable excuse.

মাল দিতে দেরী করল ঘুরাল, বলল ঘুষ দাও, পয়সা দাও, মালটা দিচ্ছি। তারপর ঘুষ দিলে এবং রিসিট দেখালে মাল দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। সুতরাং এই আইনের মধ্যে ফাঁক রেখে দেওয়া হচ্ছে অয়্যারহাউসম্যান যাতে চাষীর ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত ফাঁক রেখে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত মালিকানায় অয়্যারহাউস করে চাষীদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পেতে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তারা মহাজনদের খপ্পরে গিয়ে পড়ছে, মহাজনদের রাজত্ব সৃষ্টি করার জন্য আইনে ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এটা সমাজতন্ত্র নয়, চাষীদের শোষণ করার জন্য একটা তন্ত্র সৃষ্টি করার ব্যবস্থা হচ্ছে, তেমনি অপর দিকে এই আইনের মধ্যে যেটুকু বাধ্য-বাধকতা মালিকের উপর থাকা দরকার ছিল এই আইনে কিছু ফাঁক রেখে সেই বাধ্যবাধকতা থেকে মালিকদের মুক্ত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। মোট কথা হচ্ছে কংগ্রেস সরকার যে নীতি নিয়ে চলেছেন সেই নীতি বড় বড় মহাজন, বড় বড় চোরাকারবারী তাদের স্বার্থ পূরণ করে চলেছে। আজকে অয়্যারহাউস বিলের মধ্যে দেখছি যে উদ্দেশ্য স্থাপন করবার জন্য তাঁরা এই বিল প্রণয়ন করেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে ঘোষিত নীতি কো-অপারেটিভকে প্রায়োরিটি দাও এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যে কথা বলেন এবং সমাজতন্ত্র হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য যেটা কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন, সেই লক্ষ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুদূরে সরে গেছেন এবং আজকে কো-অপারেটিভের ডেভেলপ্মেন্টের পরিবর্তে তাকে ধ্বংস করার দিকে আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পদক্ষেপ করছেন। সেজন্য পুনরায় এই বিলটাকে ঢেলে সাজাবার অনুরোধ মন্ত্রি-মহাশয়কে জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, এই বিলের মারফত গ্রামাঞ্চলে রিচ পেজ্যান্ট ইকনমি চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। আজকে সাধারণ চাষীর যে অবস্থা তাতে তাদের পক্ষে এই বিল যদি আইনে পরিণত হয় তাহলে কোন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করবে না, উল্টে যারা এখন পর্যন্ত বড় বড় জোতদার বলুন মহাজন বলুন সাধারণ চাষীর কাছ থেকে ধান বা অন্যান্য পণ্য শস্য কেনে তাদের হাতে আর একটা হাতিয়ার দেওয়া হল এই বিলের মাধ্যমে। গুদাম তৈরী করার যে হাতিয়ার সেই হাতিয়ারের সাহায্যে তারা সাধারণ চাষী এমন কি গরীব চাষী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ চাষী এবং বিশেষ করে যারা আধিয়ার বা বর্গাদার তাদের যাতে আরো নতুন কায়দাতে শোষণ করতে পারে তারই সুযোগ এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। কেন রাখা হয়েছে আমি এক এক করে মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই হাউসে রাখতে চাই। এটা ঠিকই যে আজকে যারা ধনী চাষী বা বড় গৃহস্থ চাষী তারা ধান বা যে কোন ফসল ধরে রাখতে পারে। এবং যারা পাইকারী যারা কেনে খরিদ্দার তাদের সঙ্গে সুবিধা মত বার্গেন করতে পারে। কিন্তু প্রশ্নটা তাদের দিকে তাকিয়ে নয়, সাধারণ চাষী যারা

ধান বা কোন ফসল ধরে রাখতে পারে না, যারা বাজারে চড়া দামে বিক্রী করবার সুযোগ পায় না প্রশ্নটা হচ্ছে তাদের দিক থেকে। তারা যাতে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় সেটা যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে এবং লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেই লক্ষ্যের দিক বিবেচনা করে যদি বিলটাকে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে সাধারণ গরীব চাষীর স্বার্থ এই বিলে কোথাও সুরক্ষিত হয়নি। অন্য দিকে কারা এই অয়্যারহাউস তৈরী করতে পারবে না, যাদের হাতে টাকা আছে তারা। তারা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের বড় বড় মহাজন, বড় বড় জোতদার যারা বিভিন্ন পাইকারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তারাই একমাত্র ক্ষমতা রাখে এই ধরনের গুদাম তৈরী করবার এবং সেই গুদামে মহাজন, জোতদার, গঞ্জের বড় বড় ব্যাপারী ধান বা অন্যান্য ফসল জমা রাখে। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানায় গুদাম তৈরী করে চাল কলের মালিক, বড় বড় পাইকারীদের দবাদরি করার সুযোগ এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু গরীব চাষী, মধ্যবিত্ত চাষী, দরিদ্র আধিয়ার বা বর্গাদার তাদের সুযোগ-সুবিধা এই বিলের মারফৎ করা হয়নি, তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে থেকে যাচ্ছে।

[1-20—1-30 p.m.]

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, শুধু একটা কথা আমি বলতে চাই যে আজকে গ্রামে যদি ফেয়ার প্রাইস মোটামুটি সাধারণ চাষীকে দিতে হয় তার তৈরী আবাদ বিক্রী করবার ক্ষেত্রে তাহলে ২।৩টা জিনিস করা দরকার একটা হচ্ছে, আমি আগেই বলেছি যে অধিকাংশ চাষী তার ধান বা যে কোন ফসল ধরে রাখতে পারে না, জমিতে যখন ধান বা বিভিন্ন ফসল থাকে তা সুদে বিক্রী হয়ে যায়, তাদের আগাম মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হয়, মিডিলম্যানদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হয় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে এবং এইভাবে তাদের দেয়া যে দাদনের টাকা সে টাকায় সংসার চালাতে হয় এবং তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধান বা পাট বা অন্যান্য ফসল জমিতে থাকার সময় তার দর নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং ওঠার সয় তা বিক্রী হয়ে যায়। সুতরাং যদি গরীব চাষীদের প্রোটেকসন দিতে হয়, তাদের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে দরকার ক্রেডিট ফেসিলিটির, অর্থাৎ যাতে নামমাত্র সুদে ধার পায়। সাধারণ চাষী দুর্দিনে তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে গুদাম, অয়্যারহাউস স্কীমের যেটা মুখ্য উদ্দেশ্য যাতে ফেয়ার প্রাইস সাধারণ চাষী পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে অয়্যারহাউস স্কীমে সে ষ্টেট অয়্যারহাউজিং স্কীম বলুন, কো-অপারেটিভ অয়্যারহাউজিং স্কীম বলুন বিভিন্ন অয়্যারহাউজিং স্কীম পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি যে ক্রেডিট ফেসিলিটি চলছে না সেই অবস্থা আমরা লক্ষ্য করেছি এবং এই দুটো ইন্টার লিংকড। একদিকে ক্রেডিট ফেসিলিটি এক্সটেন্ড করতে হবে এবং তার পাশাপাশি গুদামের ব্যবস্থা করতে হবে যে গুদামে মাল সংরক্ষিত হতে পারে এবং সেই রিসিট নিয়ে সে যাতে ক্রেডিট ফেসিলিটি নামমাত্র সুদে পায় এবং যখন বাজার দর সাধারণ চাষীর পক্ষে ফেবারেবল হবে সে সময় যাতে সে সেটা বিক্রী করতে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে পাশাপাশি এই দুটো জিনিস চালু করতে হবে। একদিকে গুদাম এক্সটেনসন হওয়া দরকার। আর এক দিকে ক্রেডিট ফেসিলিটি এক্সটেনসন হওয়া দরকার। এই দুটো যদি পাশাপাশি গ্রো না করে তাহলে সাধারণ চাষীর উপকার করা সম্ভব নয় বা উপকার হতে পারে না। সেটাকে আরো জোরদার করার জন্য মার্কেটিং অর্গানাইজেসন-এর দরকার, সেখানে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা করা দরকার বা অন্যভাবে চাষী এই যে ধান বিক্রী করবে সেখানে মার্কেটিং অর্গা- এই অবস্থার যদি সৃষ্টি করতে হয় তাহলে যে জিনিষের দরকার তা হচ্ছে একদিকে ক্রেডিট ফেসিলিটি দিতে হবে সেটা এক্সটেন্ড করতে হবে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে। অন্য দিকে পাশাপাশি অয়্যারহাউস এরেঞ্জমেন্ট করতে হবে। সেখানে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং-এর সোসাইটি গড়ে তুলতে হবে বিভিন্ন জায়গায় যার মাধ্যমে বেচাকেনা চলতে পারে এবং মিডল মেন যারা চাষীদের শোষণ করে চলেছে তাদের সেই শোষনের হাত থেকে সাধারণ চাষীকে মুক্ত করা যেতে পারে বা তাদের যে শোষণ সেই শোষণ দূর করা যেতে পারে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এখানে রিসিটের কথা ধরা যাক—গুদামে ধান কি চাল কি পাট জমা দিলাম, তার বিনিময়ে রিসিট পলাম সে এত টাকার মাল জমা দিয়েছে। সেই রিসিট কতখানি

কাজ করবে সেটা পরিষ্কারভাবে বিলের ভেতর যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে—

"A Warehouse receipt shall, unless it is otherwise specified thereon, be transferrable by endorsement and delivery and shall entitle any lawful holder thereof to receive the goods specified in it as if he were the original depositor."

যে জমা রাখলো, সাধারণ চাষী, সে এর থেকে কি বেনিফিটটা পাচ্ছে। সে অন্যকে ট্রান্সফার করে দিতে পারে, সে তাকে বেচে দিতে পারে কিন্তু সে এটার এগেনষ্ট-এ লোন সিকিওর করতে পারবে কিনা ঠিক সেই রকমের অবস্থা এই আইনে কোথায়ও নেই যে তারা লোন সিকিওর করতে পারবে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আপনি জানেন যে গ্রামে গ্রামে কেন, ইউনিয়ন-এ ইউনিয়ন-এ রুরাল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক বা ঐ জাতীয় কোন ব্যাঙ্ক এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। সহরে, বাজারে গিয়ে ব্যাঙ্কের মারফতে লোন করবার যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা এখনও দেখা দেয়নি, সুতরাং এই রিসিপ্ট-এর এগেনষ্ট-এ যদি আমার লোন করবার ক্ষমতা না থাকে, ব্যাঙ্ক রুরাল ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস্ যদি গ্রামেও প্রসারিত না হয় তাহলে এই রিসিপ্টের অর্থ অন্য কোন কিছু থাকবে না যে যারা অর্থবান লোক, ধরুন একজন চাষী, গরীব, ধান ঘরে ধরে রাখতে পারছে না, সেখানে বড়জোর অয়্যারহাউস-এ জমা রাখলো। তারপরে জমা রেখে সে রসিদটা নিলো, সেই রসিদটা ২ দিন কি ১০ পরে আর একজনকে বিক্রি করে দিয়ে কোন রকমে সংসার চালাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। সুতরাং কোন য়্যাডিসনাল সুযোগ, এখন যা অবস্থা আছে তার থেকে কোন য্যাডিসনাল সুযোগ ন্যায্যতঃ চাষীদের পাবার ক্ষেত্রে অবারিত হয়নি, দেওয়া হয়নি এই বিলের মারফতে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আর একটা আশংকা এই বিলের মাধ্যমে বড় হয়ে উঠছে। আজকে আপনি জানেন, এবং মাননীয় সদস্যরা সবাই জানেন, বিভিন্ন, দ্বিতীয় পাচসালা পরিকল্পনার মাঝখানে অয়্যারহাউস স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। কো-অপারেটিভ অয়্যারহাউজিং স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে, ষ্টেট অয়্যারহাউজিং করপোরেশনের মাধ্যমে করার ব্যবস্থা হয়েছে। তেমনি বিভিন্ন-ভাবে যে আজকে অয়্যারহাউজিং স্কিমকে ওয়ার্ক আপ করার যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থা তাঁরা করছেন এবং সেটি আশংকা করার কারণ আছে এই বিল আইনে পরিণত হলে যে টারগেট তাঁরা তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাতে রেখেছেন, যে গ্রামাঞ্চলে এই ধরণের রুর‍্যাল ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস তারা এক্সটেন্ড করবেন, এই এতগুলি অয়্যারহাউস তাঁরা করবেন বিভিন্ন জায়গাতে। তাদের যে টারগেট সেই টারগেট তখন আর ঠিক থাকবে না এবং সেই জায়গাতে ঢিলা পড়বে, সেই জায়গাতে শিথিলতা দেখা দেবে এবং অন্য দিকে যে কথাটা আমি বলেছি আগে যে, যারা গ্রামের মহাজন বা গঞ্জের মহাজন, বড় বড় পাইকার, ব্যবসায়ী, যারাই সেই গুদাম করে একমাত্র মালিক হয়ে উঠতে পারে তাদেরকে ১৬ আনা সুযোগ করে দেওয়া হবে যাতে ধান চালের ব্যবসা বা অন্যান্য ফসলের ব্যবসা তারা তাদের খুশীমত চালাতে পারে এবং যাতে সাধারণ চাষী কোন লাভবান হচ্ছে না বা লাভ বান হবে না। মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আপনার মারফতে মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এটা জানাতে চাই যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের অধীনে আমরা যখন দেখছি যে টোটাল স্টোরেজ ক্যাপাসিটি কি পরিমাণ সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানে বিবরণ বেরিয়েছে এবং তার ক্ষেত্রে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনাতে য়্যাডিসনাল প্রভিসন হিসাবে ২৫০ মিলিয়ন টন স্টোরেজ ক্যাপাসিটি আরো বাড়ানর কথা বলা হয়েছে। এবং অয়্যারহাউজিং প্রোগ্রামের মারফতে সেখানে ৮০ মিলিয়ন টন শস্য রাখার মত অয়্যারহাউজিং স্কিমের বাড়াবার কথা বলা হয়েছে। আমি মনে করি যে, আজকে যদি এই ধরণের বিল আইনে পরিণত হয় তার ফলে সেখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন যে সমস্ত গুদাম গড়ে উঠবে তাদেরই চাপে অন্য দিকে আমরা দেখতে পাবো এই টারগেট থেকে আমরা ভ্রষ্ট হচ্ছি, লক্ষ্যচ্যুতি হচ্ছি। মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, অয়্যারহাউজিং স্কিমের আর একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে অপচয় বন্ধ করা। আমাদের কাছে কিছু হিসাব আছে। সরকারী হিসাব থেকে বলা হচ্ছে যে, সেটা ওয়েসটেজ। বাড়ীতে ফসল থাকলে যেটা ওয়েসটেজ হয়, নষ্ট হয়, সেই ওয়েসটেজ বন্ধ করা। এবং সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে আমাদের ভারতবর্ষে একটা এসটিমেটেড ওয়েসটেজের পরিমাণ কত ? ৩ মিলিয়ন টন শস্য। ৬১ সালে মোটামুটি যে এসটিমেটটা বের হয় তাতে ৩ মিলিয়ন টন খাদ্য শস্যের ওয়েসটেজ ঘটে, নষ্ট হয়ে যায় এই ধরণের রিপোর্ট বেরিয়েছে। সেই ওয়েসটেজ দূর করবার জন্যও যে বিধি বিধান এই অয়্যারহাউসিং বিল-এ রাখা দরকার ছিল সেটা কোথায়ও নেই যে কিভাবে, কি রকম প্লিন্থ্ করত হবে। কি রকম মেজে

করতে হবে, কিরকম দেওয়াল করতে হবে, স্পেসিফিকেসন যাকে বলে, সেই রকম ধরণের কোন পরিকল্পনা এই অয়্যারহাউস বিলে আমরা লক্ষ্য করছি না, কোন উপধারার ক্ষেত্রেও আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না। সেইজন্যই মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, এই কথা এই বিলের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্ট হচ্ছে এই বিল যদি আইনে পরিণত হয় তাহলে সেখানে গ্রামাঞ্চলে রিচ পেজেনটস্ ইকনমি গড়ে তোলার চেষ্টা হবে, ধনী কৃষকদের সুবিধা করে দেওয়া হবে এবং সাধারণ চাষী, যারা বর্গাদার, আধিয়ার তাদের ভাগ্য উন্নত করবার কোন বিধি ব্যবস্থা এর মধ্যে নেই। অন্য দিকে জোতদার এবং মহাজনদের হাতে গুদাম তৈরীর যে হাতিয়ার সেই হাতিয়ার তুলে দিয়ে তাদের যে শোষণ চলছে সেই শোষণকে অব্যাহত রাখবার ব্যবস্থা হবে। এই কথা বলে মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আমি অনুরোধ করবো আপনার মারফতে যে বিলের পুনর্বিবেচনা করা হোক, আবার নূতন করে ধারা উপধারাকে বিচার করবার চেষ্টা করা হোক।

[1-30—1-40 p m.]

Shri Bejoy Kumar Banerjee : Mr Chairman, Sir, I am sorry that I have to address almost an empty House when a matter of very great importance affecting millions of people is being discussed and debated upon in the House Sir, I realise that the members of the Government benches particularly are feeling sympathy for the sudden going away of more than a dozen Deputy Ministers and Ministers of State I have also my sympathy for them, but Ministers may come and Ministers may go and even if another half a dozen go away, the legislation will go on.

Mr Chairman, Sir, with a heavy heart I am speaking on the third reading of this Bill. I have heard with patience the various speeches of the honourable members of the House as also the replies given by the Hon'ble Minister in charge of the Bill I thought that doubts would be clarified, my suspicion about some of the provisions of the Bill would be removed and there would be clarification of certain points. But, Sir, I am absolutely disappointed to hear the speech of the Hon'ble Minister and I can emphatically say that never perhaps in the annals of this Legislature has such an ill-drafted Bill—a Bill which will go absolutely not for the benefit but for the injury of millions of cultivators been ever brought before the House. I would, therefore, request the Hon'ble Minister to withdraw this Bill immediately and redraft it by incorporating certain provisions and certain measures which have been suggested by various members of this House Sir, it is my unfortunate experience during the short time that I am here that no amendment, no suggestion, however reasonable it may be, has ever been accepted by the Treasury benches if it came from this side of the House Sir, this is how democracy functions in this State It functions in an autocratic manner and by rule of the majority I would request the honourable members of the Congress Party particularly to forget their party allegiance, to forget whatever mandate they may have got to support this Bill and to think about millions of people in the countryside and then decide as to whether they should agree to the passing of this Bill I will demonstrate, I will prove that in the interest of the people this Bill should be and must be withdrawn.

Sir, the first thing that has been stated in the Bill is that Government is going to appoint a Warehouse Authority. More powers have been retained in the hands of the rule-making body than what have been provided for in the Bill itself. Sir, the Legislature has been asked to pass this Bill after keeping things secret and suppressing facts It has not been defined in the Bill as to who will be the Warehouse Authority to whom such wide powers will be given, e.g. he will be empowered to issue licences for warehouses, to cancel such licences or to renew such licences and to do some other responsible jobs. Sir, how is it that it has not been mentioned anywrere in the Bill as to who will be the person to be appointed as Warehouse Authority?

From which class of society they would be taken? What would be their educational qualifications? What would be their status and position? What is the guarantee about their integrity? Those are the persons on whom depends the future of the country—on whom depends the future of millions of cultivators.

Then "Warehouse Authority" has not been defined in the Bill. It has not been specifically stated that they would be taken from the Village Panchayats or Anchal Panchayats, or from the Judiciary or from the members of the Legislature. It has not been stated from whom they would be taken.

The Warehouse Authority has been invested with power to deal with licence and to do certain things—they are under no obligation—they may act according to their whims. The Warehouse Authority would go to inspect warehouses and other places. Nothing has been said in this Bill that it is obligatory on the Warehouse Authority to inspect them at regular interval or at what interval but they are to do certain things.

Facts have been deliberately suppressed from the members of the Legislature: it has not been said in the Bill as to who would construct these warehouses. There is no doubt that it would be entrusted to the monied businessmen, and I say with full sense of responsibility that the Government will have to depend on unscrupulous businessmen for the construction of the warehouses. Why was it not taken to be the duty of the Government to construct the warehouses? Government must take the full responsibility They are unable to act and to govern this State properly, and they are in this way delegating their power to unscrupulous businessmen, monied businessmen It has been done deliberately and it will bring about the ruin of our country. They indulge in tall talks; they say that they want a network of such warehouses in this country.

I appreciate the necessity of these warehouses I feel that power should be given to the cultivators to transfer their receipts to get loans as against their deposits You will be amazed to find, if you analyse the provisions of the Bill—I am not going into details—they have deliberately made provision in a way so that you cannot touch those warehousemen You have kept loopholes for them to get out scot-free without caring to following the provisions of the Bill and violating the provisions of the Bill You cannot touch them. The provisions of the Bill have been made deliberately and in connivance and conspiracy with those businessmen who will be given the charge of constructing these warehouses If they fail to carry out any provision of the Act they will be penalised but they will go scot-free if they can prove that they did not knowingly contravene the provisions of the Act. The word "knowingly" is a very serious thing. If they say that they never knew this, is it any excuse? It is specifically said that they would be penalised if they knowingly contravene any provisions of the Act.

[1-40—1-50 p.m.]

But if there is contravention, they will not be penalised and they will always take the plea, Sir, that they did not know it. Everything has been made deliberately. Sir, how ridiculous these provisions are and the responsible Ministry has made these provisions by drafting the Bill in this way. Sir, there is a provision that it would be obligatory to put up in the notice board that the licence is cancelled. They would not be allowed to carry on with the warehouse business. They would be bound to hang up in the notice board that such and such warehouses have been cancelled. This provision was made deliberately. Sir, this will not be effective at all.

Then, Sir, about the Appellate Authority. It has not been described or defined or specified as to who would be the Appellate Authority. Would

it be taken from the Village Panchayet or from the Gram Panchayet ? Sir, I do not know who would be the Appellate Authority. Why was it not taken from the members of the Judiciary or from the members of the Magistracy or whoever is there. Nothing is clear All these things have been kept secret. Mr. Chairman, Sir, you are an experienced lawyer. May I ask you just for one moment to forget your party affiliation ? Have you ever come across a Bill like this in your long experience as a member of the Bar ? I do not think that a Bill like this should be passed in the Legislature simply by majority of votes and by showing the green and red lights to decide the fate of millions Something should be done with regard to rules of law, with regard to stamp duty, with regard to the period of limitation and with regard to all other important matters Sir, we do not know as to what would be the period of limitation Who would be the Appellate Authority? What would be the stamp duty for filing an appeal and what would be the period of limitation ? Nothing is clear

[At this stage the green light was lit.]

Sir, What I want to say is this Nothing should be done to take away the authority of the people to go to a court of law They won't do things depriving the people of their right—the fundamental right -to go to a court of law Sir, nothing is known as to who will be the Appellate Authority Perhaps the Village Panchayet will be one of the Appellate Authorities We also do not know that It is in the hands of the rule-making body What harm is there for the Hon'ble Minister to express that the Appellate Authority would be from such and such category of persons. What is the harm, Sir, in putting forward the specific qualification and categories from where the Warehouse Authority is to be taken Sir, that has not been done We recognise that these things are very important. The Bill, I should say, should be withdrawn if there is any honesty left in the Bill maker or those who are inaugurating this Bill They should, in the interests of millions of people, withdraw the Bill, make all sorts of provisions in the Bill, bring everything to the knowledge of the legislature and then pass such a Bill We fully appreciate that there is necessity of such a Bill, but it is only the Statement of Objects and Reasons. The Bill will be absolutely ineffective if you put these businessmen, I should say these unscrupulous minded businessmen who can form themselves into a ring and raise and inflate prices and all that

Then, again, Sir, it has been said that if the Warehouseman charges unreasonable rent, he would be penalised; but has unreasonablenes of rent been defined ? The person who will fix the rent are the persons who are behind this Government, who are controlling this Government; there is no secret about it.

I would only beg to be excused when I say that the Hon'ble Ministers seem to be of the view that because we belong to this side of the House whatever we say we say for opposition's sake only The opposition members have suggested most reasonable amendments, but these have been unceremoniously rejected as they have always been rejected In my experience, I have not seen even one comma or fullstop in a Bill changed through amendments given from this side of the House Is it the sign of democracy? They go on ruthlessly trampling upon the rights of millions of people, rights which are very fundamental and rights for which we are here to fight.

Mr. Speaker, Sir, I would therefore suggest that necessary provision should be made clearly defining what category of men you want to appoint as Warehousemen, I would also suggest to the Hon'ble Minister that what the reasonable rent is must be specified, and there must be a limit to it. Then, again, the appellate authority. You are bound under the Constitu-

tion to lay as to what would be the appellate authority, because you are today taking away from the people the right, which is their inherent right given under the Constitution. Then about security ; each time they break the law there is no security imposed on the Warehousemen. If there is any difference in the weighment or measurement, the man has not to go to the appellate authority, but they have to go to another authority to be prescribed by Government. Where are these unknown persons ? Bring them to light. Let us test them, let us test their honesty and integrity. Patriotism is not your monopoly ; patriotism is not the monopoly of a particular party We have also right to speak on behalf of the people.

I would therefore request the Hon'ble Minister to withdraw this Bill immediately and keep the tradition of this House

[1-50—2 p.m.]

শ্রীবলাইলাল দাস মহাপাত্র: মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, এই বিলের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধারাবাহিক আলোচনার সময় আমরা এই বিলের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আছে সেগুলি সংশোধন করে গ্রামের কৃষকদের স্বার্থ লক্ষ্য করে যাতে বিলটা উন্নত হয় সেজন্য মন্ত্রিমহাশয়ের বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আমাদের কোন সংশোধন গ্রহণ করলেন না। তিনি নিজে মামুলী ধরণের একটা সংশোধন এনেছেন। যদি জানতাম যে আমাদের সংশোধন নেওয়ার সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি ছিল তাহলে তিনি নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কৃষকদের স্বার্থে ভাল সংশোধন আনতে পারতেন এবং আমাদেরও কিছু বলবার থাকত না। এই বিলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র চাষীদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং তারা যাতে তাদের কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তা না হলে এই বিল আনার কোন প্রয়োজন ছিল না, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অয়্যারহাউসিং এ্যাক্ট আছে। তিনি নিজে বলেছেন আমি পরিপূরক হিসাবে এটা আনছি অর্থাৎ সরকার বলছেন যে গ্রামে গ্রামে যাতে চাষীরা অয়্যারহাউস-এর সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার জন্য এই বিলটা আনছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত সরকার যে নীতিতে ১৯৫৮ সালে এই অয়্যারহাউস স্কীম এনেছিলেন এবং সমস্ত রাজ্যকে তার বিস্তারের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন এবং টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যাতে গ্রামের কৃষকরা ক্রেডিট ফেসিলিটি বেশী পায়, সার, বীজ এবং অন্যান্য সাহায্য পায়, তা ছাড়া কৃষিজাত দ্রব্য স্টক করে উপযুক্ত সময়ে বেচবার সুযোগ পায় এবং ব্যাংক থেকে ঋণ পায় সেই উদ্দেশ্যকে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, এই বিলটা এনে ব্যর্থ করতে চাচ্ছেন। তিনি ব্যক্তিগত মালিকানায় অয়্যারহাউসের লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা বার বার এর বিরুদ্ধে আপত্তি তাঁর কাছে করেছি। আমরা বলেছি যে কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে একমাত্র এর লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এটা নূতন কিছু বলছি না, ভারত সরকারের নীতিকে ভিত্তি করে আমি এই কথা বলতে চেয়েছি। আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবে শুধু অয়্যারহাউসের লাইসেন্স দেওয়ার কথা বলিনি, আমি তার সঙ্গে আর একটা সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি যে তাকে হোল সেল ডিলার করা হোক। এর দ্বারা হত কি আলু, ধান উঠলে সে অয়্যারহাউসে গিয়ে তা জমা দিতে পারত এবং জমা দিয়ে অয়্যারহাউস থেকে টাকা নিতে পারত। কিন্তু বিলে যেটা করা হয়েছে তাতে মাল জমা রেখে তার রসিদ দেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে তাকে টাকা নিতে হবে। সাধারণ কৃষক অত্যন্ত দরিদ্র, তাদের সময় নেই, বিশেষ করে যারা লেখাপড়া জানে না তারা ব্যাঙ্ক ঘুরে ঘুরে রসিদ দেখিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে পারবে না, অন্ততঃ শতকরা ৯০ জন পারবে না। কিন্তু অয়্যারহাউসকে যদি হোল সেল ডিলার করা যেত তাহলে অয়্যারহাউস ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এনে দাদন দিতে পারত, তাতে অসুবিধা কিছু ছিল না। কৃষকরা সেখানে মাল জমা রেখে মালের একটা অংশ যদি ঋণ রূপে পেত তাহলে সে কৃষি উৎপাদনের কাজে তা লাগাতে পারত এবং সংসার খরচ-খরচায় লাগাতে পারত। দ্বিতীয়তঃ আমি বলতে চাই যে ব্যক্তিগত মালিকানায় আমি প্রাধান্য দিতে চাই না। কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে যদি অয়্যারহাউস হত তাহলে সেই অঞ্চলে সব কৃষকরা সেই অয়্যারহাউসের মেম্বার হতে পারত এবং তার যেটা লভ্যাংশ হত সেটা তারা পেতে পারত। **সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যষ্টির স্বার্থের চেয়ে সমষ্টির স্বার্থকে আমি প্রাধান্য**

দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মন্ত্রিমহাশয় এটা মেনে নেননি। তিনি বলেছেন যে অনেক জায়গায় কো-অপারেটিভ সোসাইটি নেই সেজন্য এটা করতে পারছি না। আমি তাঁকে বলতে চাই যে অয়্যারহাউস তৈরী হবে যারা ফাটকাবাজী করে অর্থাৎ ১০।২০ টাকায় ধান কিনে ২০।২২ টাকায় বেচে তারাই আসবে এই অয়্যারহাউসের মালিক হবার জন্য। যারা সিমেন্ট, টিন নিয়ে চোরাকারবারী করে তারাই আসবে অয়্যারহাউসের মালিক হবার জন্য এবং তারা সেই সুযোগ পাবে। কারণ তারা জানে যে সরকারের কাছে ইলেকসনের টাকা দিতে পারলে আমরা লাইসেন্স পাবো। কাজেই আজ তিনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে মহাজনদের দ্বারা শোষিত হবার কোন আশংকা নেই অথবা কৃষকদের ঋণ পাবার কোন অসুবিধা হবে না। আমি তাঁকে বলতে চাই যে ফটকাবাজীরা যদি অয়্যারহাউসের মালিক হয় তাহলে আমি জোর করে বলতে পারি যে কৃষকের স্বার্থ বিপন্ন হবে এবং এইসব অয়্যারহাউসে ছোট ছোট কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক তারা সেখানে মাল রাখবার সুযোগ পাবে না এবং তারা বহু প্রকারে হয়রানী হবে। এই বিলেতে কোন মালটা খারাপ, কোনটা খারাপ নয়, ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন আছে। সেখানে ফাটকাবাজীরা নিজেদের সুবিধার জন্য নিজেদের মাল রাখবার জন্য, ব্যাঙ্ক থেকে ঋণে সুযোগ সুবিধা নেবার জন্য বেনামীতে মাল রাখবে এবং সত্যিকারের কৃষকরা সেখানে মাল রাখবার কোন সুবিধা পাবে না এবং ঋণ পাবারও সুযোগ পাবে না। তারা এর থেকে বঞ্চিত হবে। সেজন্য আমি আবার বলছি যে তিনি একথাটা বিশেষভাবে শিক্ষা করুন। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে যেহেতু কো অপারেটিভ সোসাইটি বাংলা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে নেই যেহেতু ব্যক্তি বিশেষকে সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু আমি বলছি তাতে কৃষকদের ভীষণ অনিষ্ট করা হবে। তারপরে আর একটা কথা বলছি আপনারা কেন এই ১৫ বছরের মধ্যে সমবায় সমিতি করতে পারেননি সব জায়গায়। আপনারা যেখানে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রাধান্য দিতে চান সেখানে কেন করতে পারেননি? আমি ৬।৭ বছর আগে এখানে একটা কথা বলেছিলাম যে সমবায় বিভাগই হচ্ছে সমবায়ের শত্রু, সমবায় বিভাগ যদি দলীয় রাজনৈতিক প্রাধান্য না দিত, ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য না দিত তাহলে আমি বলবো সমগ্র বাংলা দেশের প্রত্যেক গ্রামে সমবায় গঠন করা যেতে পারতো এবং ভারতবর্ষের যেখানে মূলধন নেই, সাধারণ কৃষকরা যেখানে ২০ টাকা এগ্রিকালচারল লোনের জন্য প্রতিবার বি ডি ও, সার্কেল অফিসারের অফিসে ঘুরে বেড়ায় সেখানে অনেক ভাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি ফর্ম করা যেত। সরকারের যদি আন্তরিকতা থাকতো তাহলে আমি মনে করি বাংলা দেশের এমন কোন ইউনিয়ন বা গ্রাম থাকত না যেখানে সমবায় সমিতি গঠন হত না কিন্তু সরকার তা করছে না। সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখবার জন্য সেভাবে সমবায় সমিতি গঠন করতে পারছেন না। আমি বলেছিলাম যে অন্ততঃপক্ষে এক একটা ব্লকে অন্ততঃ অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীনে সমবায় সমিতি গঠন করার অসুবিধা ছিল না। সেখানে বি ডি ও বা অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধানকে নির্দেশ দিলে কয়েক মাসের মধ্যেই সমবায় সমিতি গঠন করা যেত এবং সেখানে ক্রেডিট সোসাইটির সমষ্টিগত কিছু মূলধনের দ্বারা প্রত্যেকটা জায়গায় অয়্যারহাউস স্কীমকে সফল করা যেত এবং কৃষকদের বাঁচানো যেতে পারতো কিন্তু সেদিকে সরকার অগ্রসর হচ্ছেন না। আমি আবার অনুরোধ করবো তিনি আমাদের সংশোধনী প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে দেখুন- যদি আন্তরিকভাবে কৃষকদের বাঁচাতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা অঞ্চলে এক একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করে তার দ্বারা অয়্যারহাউস করবার চেষ্টা করুন, তাহলে নিশ্চয়ই সফল হবেন এবং আমি মনে করি এর দ্বারা সমগ্র বাংলা দেশে কৃষি অর্থনীতিতে যে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করছে সেটা বন্ধ হবে।

[2—2-10 p.m.]

আর একটা কথা বলতে চাচ্ছি, এই যে আপীল সম্পর্কে মাননীয় বিজয় বাবু বললেন, আমি সেইটার তীব্র আপত্তি করেছিলাম যে কেন বিচার বিভাগকে ওরা স্থান দিতে চাচ্ছেন না। যেখানে মজুতদার, যারা মজুত করবে, তাদের যদি কোন আপত্তি থাকে, কেন সেখানে অয়্যারহাউস অথরিটি তার বিরুদ্ধে তাদের উপর অন্যায় করতে পারেন, অয়্যারহাউসম্যান অন্যায় করতে পারেন, অবিচার করতে পারেন, হয়ত কোন সময় মাল নিলেন না অথবা সে মাল সত্যিকারের নষ্ট হচ্ছে না, অয়্যারহাউসম্যান তার নিজের স্বার্থের জন্য সেই মালকে বললেন সরিয়ে নিয়ে যাও,

১০ দিনের মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাও, দু'দিনের মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাও, হয়ত কৃষক সেখানে সরাতে পারলোনা, অমনি তার মালকে নিলাম করে দেওয়া হল, অত্যন্ত কম মূল্যে নিলাম করে দেওয়া হল, এইরকম বহু ঘটনা ঘটতে পারে; কাজেই সেখানে আমরা বলতে চেয়েছিলাম যে য়্যাপিলেট অথরিটি যে হবে সেটা অন্ততঃ বিচার বিভাগ হবে। আমরা চেয়েছিলাম অন্ততঃ পক্ষে য়্যাডিসনাল ডিসট্রিক্ট জাজ অথবা ডিসট্রিক্ট জাজ, ডিসট্রিক্ট জাজ যদি না হয় তাহলে অন্ততঃ য়্যাডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ-র উপরে ভার দিন। একটা বিচার বিভাগ, আদালতের কাছে যাক। কিন্তু আপনারা কেন বিচার বিভাগকে ভয় পাচ্ছেন আমি জানিনা। আমি সেদিন অনুযোগ করেছিলাম যে যারা ডিকটেটরসিপ-এ বিশ্বাস করে তারা বিচার বিভাগকে ভয় পান। আপনারাত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক, আপনারা কেন বিচার বিভাগকে ভয় পান? আমি সেকথা বুঝে উঠতে পারি না। একটা যুক্তি আপনারা দেখান যে যদি বিচার বিভাগের মাঝখানে যাই তাহলে দেরী লাগবে, ৩ মাস ৪ মাস লাগবে কিন্তু সুবিচার পাবার জন্য যদি ৩।৪ মাস লাগে সে পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। তাহলে আপনারা হাতে মাথা কাটবেন এই মনোভাবটা কেন, আপনাদের থাকবে যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাযিসট্রেট বা এস ডি ও-র দ্বারা যা ইচ্ছা তাই করে গেলাম এবং সেই হবে ফাইনাল অথরিটি এ কি করে হতে পারে? সেইজন্য আমি আপনাদের কাছে আবার নিবেদন করছি যে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করুন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষ যাতে সুযোগ সুবিধা পায়, বিচার পায়, তারা যাতে বলে যে তারা সুবিচার পেয়েছে এই মনোভাব যাতে সৃষ্টি হয়, বিচারের প্রতি যাতে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয় সেই মনোভাবটা আপনারা সৃষ্টি করুন। তার জন্য আমি য়্যাপিলেট অথরিটি মানে সেখানে করতে চেয়েছিলাম
District Judge or Additional District Judge
এইটা সম্বন্ধে আপনারা চিন্তা করে দেখুন। তারপর আমি আমার আর একটি বক্তব্য নিবেদন করবো যে এই বিলটি আপনারা চিন্তা করুন এবং এটাকে যদি আজকে স্থগিত রেখে যদি ভালভাবে একটা আনেন তাহলে আমরা এটা আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করবো এবং মনে করছি এই বিল অত্যন্ত জনকল্যাণমূলক বিল কিন্তু এর ধারা উপধারাগুলি সত্যিকারের কৃষকদের স্বার্থের বিরোধী। কাজেই আজ এই নিবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই যে এই বিলের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জনকল্যাণ হবেনা। কৃষকদের স্বার্থে যাতে বিলটা নূতন করে করতে পারেন সেই নিবেদন করছি।

Shri Sanat Kumar Raha:

মাননীয় সভাপতিমহাশয়, আজকে এই অয়্যারহাউস বিল যেভাবে আমাদের কাছে এসেছিল এবং আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাকে যেভাবে দেখেছিলাম বিরোধী-পক্ষের থেকে, প্রায় শতখানেক সংশোধনী দেওয়া হয়েছিল। দুঃখের বিষয় একটি সংশোধনীও মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যোগ্য বিবেচনা করতে পারেননি। তথাপি এই বিল অধিক সংখ্যাক ভোটে পাস হয়ে যাবে এবং একে এ্যাক্ট-এ পরিণত করার পর চালু করা হবে। চালু করতে গেলেও আমাদের এই বিধান সভার নিয়মমত আমরা মনে করি আমাদের যিনি সরকার, যে পার্টির হাতে সরকার আছে, তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য সংশোধনের পর্যায়ে যেসব আলোচনা করেছি একে কার্যকরী করবার জন্যে, এই অ্যাক্ট-টাকে কার্যকরী করতে গেলে পরে যেসব হুঁশিয়ারী থাকা দরকার সেগুলি আমাদের বক্তব্য হিসাবে আবার আপনাদের সামনে রাখছি। প্রথমতঃ আমাদের কাছে বহু রকমের অথরিটি, করপোরেসন, য়্যাক্ট মাধ্যমে, বিলের মাধ্যমে বহু কর্তৃত্ব আমাদের সামনে এসে পড়ছে। সমাজ ব্যবস্থা দিন দিন জটিল হয়ে পড়ছে। জটিল সমস্যা থেকে সমাধানের পথ পাওয়ার জন্য নানা আইন রচিত হচ্ছে। এই আইন রচনা করার ভিতর দিয়ে বহু কর্তৃত্ব ও সংস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। যাকে বলে ফরমস অব অরগানাইজেসানস, এই যে ফরমস অব অরগানাইজে-সান এটি দিনের পর দিন ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে নানাভাবে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যত সংগঠনের কাঠামো আপনারা দেন সেই কাঠামোর পরিচালনার নীতি যদি সাধারণের সন্তুষ্টি বিধান না করতে পারে, সেই ফরমস অব অরগানাইজেসান আজকের যুগে বিষয় হচ্ছে এই যত সংগঠনের কাঠামো আপনারা দেন সেই কাঠামোর পরিচালনার নীতি যদি সাধারণের সন্তুষ্টি বিধান না করতে পারে, সেই ফরমস অব অরগানাইজেসান আজকের যুগে সমস্যাসঙ্কুল সমাজে অকেজো হতে বাধ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা বলতে পারি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ মুভমেন্টস সম্পর্কে ইয়ুনিয়ণ গভর্ণমেন্ট-এর পক্ষ থেকে শ্রীদে

মহাশয় যেসব আলোচনা করেছেন তার থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে বাংলাদেশের কো-অপারেটিভ মুভমেন্টস বাংলাদেশের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট যে ভাবে সফল হওয়া উচিত ছিল তাতো হয়নি, অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। সেই ভাবে স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বহু করপোরসন-এর খবরের মধ্যে এই একই জিনিষ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় এই সামাজিক একটা লক্ষ্য রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থায় যে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আমাদের সংবিধান থেকে রাষ্ট্রনেতারা এবং প্রত্যেকটা হাউসে ভারতবর্ষে এই কথাই বলা হয় যে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমাদের যেমন আইনের আশ্রয় নিতে হবে তেমনি সেই রকমের অনুকুল পরিবেশে সংস্থা এবং সংগঠন গড়তে হবে। সেই সংগঠনগুলি গড়ার সময় যদি এটাই আমরা দেখি বারবার যে এত সংগঠন এত ফরমস এত রুলস এত বিল এবং য্যাক্ট পাশ হয়ে গেল সমস্ত জিনিষের ভিতর দিয়ে বহু রকমের সংস্থার পরিপূরক ভাবে সমাজে এসেগেল কিন্তু সমাজে ১৬ বছরের মধ্যে তার পরিপূরক হিসাবে কতটুকু উন্নতি বিধান করতে পেরেছে। আমরা জানি আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে, আমরা জানি আমাদের মাথাপিছু পার ক্যাপিটা ইনকাম সেই অনুপাতে বাড়ানো দেখান হয়েছে, কিন্তু এটাও সত্য কথা এবং কংগ্রেসের যা শাসক পার্টির তদন্ত বা কোন স্ট্যাটিস্টিকাল য্যাসোসিয়েসন এর পক্ষ থেকে তদন্ত করে এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে ১৬ বছরের মধ্যে যতরকমের সংবিধান গত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও আমরা যে সব সংগঠনী কাঠামো খাড়া করিয়েছি তা সত্ত্বেও ১৬ বছরের মধ্যে আমাদের দেশের লোক ধনী আরোও ধনী হয়েছে গরীব আরও বেশী গরীব হয়েছে। এইটা বার বার আমাদের কাছে দেখা দিচ্ছে বার বার আমরা বিরোধীপক্ষ থেকে বলে আসছি যে এতে আমাদের সামগ্রীকভাবে সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে না। তেমনি আমরা বার বার প্রত্যেকটা বিলকে কেন্দ্র করে ঐ সামাজিক লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য বার বার হুসিয়ারী করে দেওয়া হয় যে এমন এমন আইন করুন যাতে করে সমাজের ঐ মোটিভ ফোর্স অব প্রফিট অর্থাৎ মুনাফার দিকে যে গতিশীলতা আছে, সমাজের সেই গতিশীলতাকে নিয়ন্ত্রিত করুন। মুনাফার জন্য যে একটা মোটিভ গ্রো করছে দেশে দিনের পরদিন যে একচেটিয়ার শক্তির মাধ্যমে সেই গতিশীলতার নিয়ন্ত্রণ এবং ধারক বাহক হয়ে তারা পরিচালনা করছে তাকে আপনারা নিয়ন্ত্রিত করুন। এই না করতে পারলে মিক্সড অর্থনীতি, অর্থাৎ মিশ্র অর্থনীতির মধ্যে এর কোন সফলতা থাকতে পারে না। কাজে কাজেই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সরকারের লক্ষ্য রেখেও যে সব জিনিষ পত্র আমাদের দেশে এসে পড়ছে এই আইন সভার ভিতরে তার মধ্যে দিয়ে আমাদের একই জিনিষ বার বার ঘুরেফিরে আসছে সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের সমাজের মধ্যে যে মুনাফাখোরী প্রবৃত্তি যে দুর্নীতির প্রবৃত্তি যে করাপসন দুর্নীতি অত্র ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করছে তাকে চেক করবার জন্য সংবিধান গত দৃষ্টিভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও আমাদের সেই সংগঠন কোথায়, সেই সংগঠনের সেই পরিচালনার শক্তি কোথায়। এই যে স্টিয়ারিং ধরবার জন্য যে পরিচালকবর্গ থাকা দরকার তাদেরই হাতে আজ রাজ্যের প্রশাসন দপ্তর। তারা যদি দৃষ্টিভঙ্গী সেইভাবে না রাখেন যতই ওলোট পালট হোক কংগ্রেসের মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে আইনের মধ্যে সেই ওলোট পালটে কিছু যায় আসে না যদি দৃষ্টিভঙ্গীর ওলোট পালট না হয়। কাজে আজ বাংলাদেশে কামরাজ নাদার প্লান কার্যকরী করতে গিয়েও আমরা এই কথাই দেখব যত লোক সরান যত লোক ছাটাই করুন যত কম বেশী লোক রাখুন না কেন নীতিই যদি পরিবর্তিত না হয় কোন কিছুতেই এই সমাজ পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে পারবে না। তাই আমি বলছিলাম অয়্যারহাউস বিল সম্পর্কে আমি কতকগুলি হুসিয়ারী আপনাদের সামনে রাখতে চাই, এক হচ্ছে আমরা যেখানে দেখছি ভারতবর্ষে প্রয়োজন হচ্ছে গ্রামে পণ্যাগার সৃষ্টি করান সেই পণ্যাগারের মাধ্যমে চাষীদের হাতে কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া এবং সেই সুযোগের সংব্যবহার যাতে সমাজের লোকে পায় তার ব্যবস্থার জন্য অনুকুল পরিবেশ তৈরী করা।

[2-10—2-20 p.m.]

এই সব জিনিসগুলি আসবে আইনের মারফতে এবং আইনটাকে কার্যকরী করতে হবে প্রশাসনিক দপ্তর থেকে। এবং কার্যকরী ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সেটা দেখবার জন্য শাসকবর্গের কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব আছে। যে বিল আনা হয়েছে তাতে আমি আগেই বলেছি যে প্রাইভেট সেকটরকে নিয়ে এবং ষ্টেট সেক্টরকে নিয়ে সারা ভারতবর্ষে একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম চলেছে। সংগ্রাম চলেছে এই দিক দিয়ে আমরা প্রাইভেট সেক্টর বাড়াবো না ষ্টেট সেক্টর বাড়াবো। ষ্টেট সেক্টর

বাড়াবো এই দৃষ্টিভঙ্গী বিরোধী পক্ষ নেয় এজন্য যে ষ্টেট সেক্টর হোলে দেশে ভাবীকালে সমাজতন্ত্রবাদের ধাঁচ চলে আসবে। যদি প্রাইভেট সেক্টরকে বাড়াবার দৃষ্টিভঙ্গি নিই তাহলে একটা ব্যক্তিগতভাবে, বিচ্ছিন্ন আকারে সারা দেশের মধ্যে যদি ওয়ার হাউস তৈরী করতে দিই তাহলে তাদের প্রতিক্রিয়ার যে গতিশীলতা তাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে এবং তাকে সংযত করা অসম্ভব হয়ে যাবে। কিন্তু যদি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেওয়া হয় তাহলে সেই ক্ষমতার সঙ্গে লড়াই হবে জনসাধারণের এবং সেই লড়াইয়ের মাধ্যমে সরকারকে হয় কোন নীতির পরিবর্তন করতে হবে না হয় কোন নীতি ছাড়তে হবে। এটাই ইতিহাসের স্বাক্ষর। এই দিক দিয়ে বলতে পারি যে অয়্যারহাউস বিলের অনেকগুলি ত্রুটি আছে। আপনারা গ্রামে যে অয়্যারহাউসের লাইসেন্স দেবেন সেখানে টাকার দরকার হবে--অতএব কাকে লাইসেন্স দেবেন? দেখতে হবে তার দুর্ণীতির অভিযোগ আছে কিনা, ম্যাল প্র্যাকটিসের অভিযোগ আছে কিনা করাপসনের অভিযোগ আছে কিনা তার সম্বন্ধে বা তারা মহাজনী বা সুদী কারবার করে কিনা সেটা দেখতে হবে। যদি ভাল লোক চান–সমাজে এমন মধ্যবিত্ত লোক আছেন যারা একজোট হয়ে অয়্যারহাউস তৈরীর ব্যাপারে আসতে পারেন--আপনারা তার ব্যবস্থা করতে পারেন। এবং সেই রকম লোককে আগে প্রায়রিটি দেওয়া উচিত। কিন্তু আইনে তার ব্যবস্থা নেই। আইনে ঢালাও বলা হয়েছে--সেখানে কোন বাধা নিষেধ দেবার ব্যবস্থা করা হয় নি। কাজেই বলবো যখন লাইসেন্স দেবেন তখন তার মধ্যে প্রভিসন থাকবে যে লোক্যাল অথরিটি যারা থাকবেন তাদের যাচিয়ে নিতে হবে। সে ব্যক্তিটি কেমন, তারা গ্রামাঞ্চলে কি করে দেখতে হবে–তাদের সার্ভিস রেকর্ড কেমন আছে। একটা পূর্ণ এল আর ও যিনি কানুনগো ছিলেন, রেভিনিউ অফিসার হয়েছেন তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা ইল্লিগ্যালি জমায়েত করেছে সেই সব লোককে লোক্যাল অথরিটি করতে রাজী নই। এই অয়্যারহাউস ষ্টেট সেকটরে যদিও না নেওয়া হয়, যদিও প্রাইভেট সেক্টরের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দেওয়া হয়েছে এই অয়্যারহাউস বিলে তবুও সেখানে আমার হুঁসিয়ার হচ্ছে যে আপনারা লোক্যাল অথরিটিকে ষ্টেট করে নেবেন হোয়েদার তার পেছনে কোন দুর্ণীতি আছে কিনা এবং সব দেখে--তার সার্ভিস রেকর্ড দেখে তাকে লাইসেন্স দেওয়া উচিত। গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে ডিল করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে বহু লোক আছে যারা এদের গাঁড়াকলের মাধ্যমে হয়তো তারা শেষ পর্যন্ত পারচেজড হয়ে যাবে বাই সাম বিগ ম্যান . ... . .এটার একটা রেষ্ট্রিকসন থাকা দরকার। দ্বিতীয় হচ্ছে যে অয়্যারহাউসে মাল রাখবে সে মাল রাখবার প্রায়রিটি ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই বলে করা উচিত যে যারা মাল দিতে আসবে তাদের লিষ্ট করা উচিত - ওয়ান, টু, থ্রি করে, যে করে এসেছে--এ রকম ক্রমশ একটা লিষ্ট হবে। দেখেশুনে তাদের মধ্যে কিছু ছাটাই করুন—লিষ্ট করুন কেন কোন লোককে না দিলে চলে না--কারণ তারা গরীব লোক—টাকা পয়সা নেই-সে অন্য এই লোক শস্য বিক্রী করবেই। তাহলে--সেই লোককে আগে চান্স দিন রুলের মধ্যে এই বিধান করুন। অন্তত পক্ষে যেখানে স্মল পেজেন্ট্রি সেখানে আমার এমেন্ডমেন্ট ছিল যে ১৫ একর জমি যাদের আছে তাদের প্রায়রিটি দেবেন না। যাদের ১৫ একর পর্যন্ত এবং তার কম যাদের জমি আছে তাদের প্রায়রিটি দিতে পারেন এবং তারপর যদি দেখা যায় অয়্যারহাউসে জায়গা আছে—এ্যাকমডেসন বা স্পেস আছে—তখন অন্য লোককে দেবেন এই রকম লোক কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অনেক লোক আছে যারা গোডাউন করে রেখে দুর্ণীতি করে নানাভাবে রোজগার করে। আমরা জানি ইনসিয়োরেন্স কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে আগুন লাগিয়ে তাদের গোডাউনে টাকা আদায় করে এবং এই ভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তারা সংগ্রহ করেছে। এই রকম ধরণের যারা আসবে তাদের অয়্যারহাউসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তারা নিজের গোডাউন নিজে করে ইনসিওর করুক এবং এইভাবে তারা কারবার করুক সেই ব্যবস্থা করে দিন। আপনারা মুখে যে কথা বলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমরা বলছি। আপনার এমন কাঠামো তৈরী করুন যাতে সমাজতন্ত্রের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী না আসে। কাজেই অয়্যারহাউস বিলে সেই রাস্তাগুলি দেওয়া হবে যা দিয়ে সেখানে যেন গ্যামলিং না হয়, যেন কোন ডিসপিউট গ্রো না করে, কোন প্রফিটিয়ারী করা না হয়। এবং যখন ডেলিভারীর রাস্তা দেবেন তখন এমনভাবে দেবেন যাতে অপর লোককে প্রায়রিটি দেবার জন্য যেন এগুলি না করা হয়। যখন ডিটারমিন্ড হয়েছেন এই বিল পাশ করাবেনই, কাজ চালু করে দেবেনই সেখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে যেটা ওয়ার-

হাউস সাধারণের সম্পত্তি বলে সকলে মনে করেন। এই সব করলে তবেই অয়্যারহাউস কার্যকরী হবে। আমাদের সমস্যা জড়িত এই সমাজে নূতন করে আবার একটা সমস্যা সৃষ্টি করবেন না। সেখানে একচেটিয়া পুঁজিপতিকে সমর্থন করবেন না সমাজতন্ত্রকে ডুবিয়ে দেবেন না।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরাঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এই বিলের তৃতীয় অধ্যায়ে কতগুলি নীতিগত আলোচনা হওয়া দরকার বলে মনে করি এবং সেইজন্য মন্ত্রিমহাশয়কে বলছি তিনি যেন একটু চিন্তা করেন এই শেষ অধ্যায়ে। স্যার, যখন আমাদের কৃষি অর্থনীতিকে সংগঠিত করবার কথা হচ্ছে, যখন আমাদের ফসলের ব্যবস্থা করবার কথা হচ্ছে এবং যখন তা বন্টন করবার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করছি এবং প্ল্যানিং কমিশন যখন বারে বারে একথা বলছেন তখন আমাদের এই আড়ৎদার বিল এসেছে। প্রথম কথা হচ্ছে যদি সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয় তাহলে এর দ্বারা হবে কিনা? এটা কোন কথার কথা নয়, কৃষি অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করতে গেলে গোড়া থেকে ভাবতে হয়—অর্থাৎ চাষ—আবাদ, জমির কথা ভাবতে হয়, সেচ, সার—এর কথা ভাবতে হয় এবং বীজের কথা ভাবতে হয়। বর্তমানে কি অব্যবস্থা চলছে সেটা আমরা জানি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১৫ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন করা হবে, কিন্তু গত বছর একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল যে সেটা সম্ভবপর হবেনা এবং সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে যে তা সম্ভবপর হবেনা। তাহলে দেখা যাচ্ছে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, উৎপাদনের দিকে একটা বিষম বাধা দেখা দিয়েছে। এটাকে অরাজকতা বলবনা কেননা এটা এ্যানার্কি নয়। তবে একটা বিষম বাধা এসেছে এবং সেই বাধা অতিক্রম করে যে ফসল ফলাচ্ছে যে যখন ফসল রাখতে তখন কোথায় সেটা রাখা হবে, না তার জন্য এই আড়ৎদারী তৈরী হচ্ছে। স্যার, আমরা যদি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কথা ভাবি তাহলে তার প্রাথমিক কর্তব্য হোত মাল রাখার সঙ্গে সঙ্গে তার এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ চাষী যাতে পায় তার ব্যবস্থা করা এবং এটা করলে ছোট ছোট চাষী উপকৃত হোত। কিন্তু এই সমস্ত ছোট চাষীর পক্ষে আড়তে মাল জমা রেখে বসে থাকা অসম্ভব ব্যাপার কাজেই তাকে যে কোন দামে বাজারে বিক্রি করতে হবে যাতে এখনই কিছু টাকা হতে আসে এবং যা দিয়ে সে দেনাদায় মেটাতে পারে।.কাজেই দেখা যাচ্ছে এর দ্বারা একমাত্র ধনী কৃষকরা উপকৃত হবে। এবারে আমি অশোক মেটার একটি রিপোর্টের কথা বলবো যে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এস্টেট এ্যাকুইজিসন এ্যাক্ট পাশ হবার পর গ্রামে একদল জোতদার শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা বেশী উৎপাদন করে এবং সেই উৎপাদিত মাল কোথায় তারা রাখতে পারে তারা এই অয়ার হাউসে মাল রাখবে এবং তার ফলে মজুতদারী এবং হোর্ডার- এর পাপ আপনারা লিগালাইস করে দিচ্ছেন -অর্থাৎ এই পাপীদের আইনগত এই অধিকার দিলেন যে তারা সেই ফসল জমিয়ে রাখতে পারবে। আমি বুঝতে পারছিনা এরকম একটা ক্লাশ সৃষ্টি করে আপনারা দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর, প্লানিং কমিশন যেখানে স্টেট ট্রেডিং এবং কোঅপারেটিভের কথা বলছেন সেখানে আপনারা তার সামনে যাকে বলে পর্বতের মত একটা প্রাচীর তৈরী করছেন এবং এই প্রাচীর করার ফলে যে জিনিস দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে পাবলিক সেক্টর এই দেশে কোনদিন ডেভলপ করতে পারবেনা। যেখানে প্রগতিশীল নীতি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে করা যেত সেখানে সেদিকে না গিয়ে বা অগ্রগতি না করে পশ্চাৎগতি করছেন। স্যার, এই বিলের অনুশাসনগুলো অনুধাবন করলে দেখা যাবে এর মধ্যে সরকারের এমন একটা উদ্দেশ্য আছে যার ফলে কৃষি অর্থনীতি কোনদিন শক্তিশালী হতে পারবেনা। আগে আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে এবং এখন কৃষির সুসামঞ্জস বন্টনের পথে অন্তরায় হবে এই অয্যারহাউসগুলো।

[2-20—2-30 p.m.]

সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনারা তৃতীয় অধ্যায়ের পরও আবার যখন এটা আনতে পারেন তখন এই বিলটা পুনরায় চিন্তা দিয়ে এই বিলটা নিয়ে আসুন। আপনারা ভাবুন, আমাদের পাবলিক সেক্টারকে ডিভেলপ করতেই হবে না করলে আমরা বাঁচতে পারবনা। অন্য দিকে কি হচ্ছে। আপনি ছেড়ে দিলেন কৃষককে, সেখানে সেমাল জমা রেখে টাকা পাবে রসিদ নিয়ে। কোথা থেকে পাবে? একটা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার রুরাল ক্রেডিট ইউনিট যখন খুলতে পারে তখন। সেই রসিদ নিয়ে তারা গিয়ে জোতদার শ্রেণী বড় লোক শ্রেণীর হাতে পড়বে। আগেই যেকথা বলেছি ছোট কৃষকরা মাল রাখতে পারবেনা কারণ মাল জমা রাখা মানে হচ্ছে সেখানে, কিছুদিন কেটে যাবে তার ফলে পয়সা আসবেনা তাই খোলা

বাজারে তাড়াতাড়ি বিক্রী করার প্রয়োজনে তাদেরই শীকার হয়ে পড়বে। ধনী কৃষক যারা, জোতদার ক্লাস যারা তারাই সুবিধা সুযোগ নেবে ফলে যাবতীয় সুবিধাই মালিকদের হবে। অন্য দিকে আর একটা ভয় আছে, সেখানে যে মাল জমা রাখবেন তার রসিদগুলি তার হাতে রাখতে পারবে। আমাদের দেশ এখনও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়নি। আমাদের রেশন দোকানে দেখবেন কার্ড দোকানীর হাতে থাকে, মাল অন্য লোক নিয়ে যায়। সেই রকম পুরানো রসিদ হাতে রেখে অন্যান্য ব্যাংক থেকে ক্রেডিট সোসাইটি থেকে তারা টাকা নেবে এবং ফলে ফেঁপে উঠবে। এতে দেশের কোন উপকার হবনা। আপনারা এই রকম একটা বিপদ আনছেন। আমার মনে হয় অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্যই এই বিলটা ভাল করে পড়েননি, পড়লে আপনারা অনুধাবন করতে পারতেন এবং মন্ত্রিমহাশয়কে আলোকপাত করতে পারতেন। আমি মনে করি সদস্য মহাশয়রা আর একবার বিলটা পড়ুন এবং এই বিলটা সংশোধিত আকারে নিয়ে আসুন। এই আবেদন করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

দি অনারেবল স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : যে সব অভিযোগ আলোচিত হচ্ছে তার অনেকগুলি প্রথম পাঠের সময় এবং দ্বিতীয় পাঠের সময় বলা হয়েছে এখন তার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। সেগুলির আর জবাব দিতে চাইনা। প্রথম কথা হচ্ছে যে এই বিল সম্পর্কে কংগ্রেস সদস্যদের ভ্রান্ত ধারনা হয়েছে কি বিরোধী পক্ষের ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কারণ নীতিগতভাবে তাঁরা সমর্থন করেছেন যখন তখন আমার মনে হচ্ছে এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁদের কোন কোন বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। বিশেষ করে শ্রীবলাইলাল দাস মহাপাত্র ও শ্রীননী ভট্টাচার্য মহাশয় গঠন মূলক বক্তৃতা করেছেন এবং এর স্পিরিট সমর্থন করছেন। সনৎবাবুর বক্তৃতাও গঠনমূলক হয়েছে কিন্তু তাঁদের আশংকা হচ্ছে যে সম্বন্ধে সে সম্বন্ধে কয়েকটি সংশোধনী দিয়েছেন। সেগুলি একটু ইম্পরটেণ্ট, তাছাড়া অধিকাংশই মামুলি। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এঁনি পারসন অয্যারহাউস-ম্যান হতে পারবে যেখানে আছে, সেখানে তাদের আশংকা ছিল কো-অপারেটিভ সোসাইটি হতে পারবেনা। আমি আগের দিনই বলেছি যে কো-অপারেটিভ হতে পারবে।

Person includes any company or association or body of individuals whether incorporated or not

সুতরাং কো-অপারেটিভ সোসাইটি বাদ দিচ্ছিনা।

দ্বিতীয় কথা বলাইলাল দাস মহাপাত্র মহাশয় বলেছেন 'হোল সেলার" ওয়ার-হাউস-ম্যানকে করা হচ্ছেনা কেন। ওঁর সংশোধনী ছিল "হোলসেলার"। হোলসেলারের অয্যারহাউস যদি থাকে তাহলে তাঁর ওয়ার হাউস ম্যান হতে বাধা নেই। তিনি হতে পারবেন। শ্রীগৌর কুন্ডু ঐএকই কথা বলেছেন যে ইনডিভিজুয়াল ওনারসিপকে আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি। স্টেট ওয়ার হাউস কর্পোরেশান বা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি বা গোডাউন যেসব ছিল সেগুলি বুঝি ব্যাহত হবে। আমি বলছি যে মোটেই হবে না। আমরা প্রথমে বলেছি স্টেট অয্যারহাউসিং কর্পোরেশান যেসব ওয়ার হাউস করছেন, কোঅপারেটিভের তরফ থেকে যেসমস্ত মার্কেটিং সোসাইটির গোডাউন হচ্ছে তা সত্ত্বেও যেসব আড়ৎদার আছে তাদের সংযত করে, লাইসেন্স দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের দিয়ে আরো অয্যারহাউস করতে আমরা চাইছি এবং সেই গোডাউন তাঁরা কেবল ভাড়া দেবেন। আগের দিন মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন এই সব খাদ্যের ভার ব্যক্তিগত মালিকের দুর্ণীতির উপর ছেড়ে দেওয়া হতে থাকবে। তাদের হাতে ডিস্ট্রিবিউসানের কোন ব্যাপার নেই, তারা কেবল চাষীদের মালটা গোডাউন রাখবে সার্টেন একটা পয়সা দিয়ে এবং তার যে রসিদ চাষী পাবে সেই রসিদ ব্যাংকে জমা দিলে ঋণ পাবে। গ্রামে গ্রামে ব্যাংক হবে। আমি বলতে পারি নদীয়া জেলার করিমপুরের একটা বাজারে অয্যার-হাউস আছে, মার্কেটিং সোসাইটির গোডাউন আছে, নদীয়া সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ সোসাইটির ব্যাংক এর একটা পে-অফিস খোলা হয়েছে। অবশ্য এতদিন সেটা আইনতঃ নেগোসিয়েবল হয়নি এই বিলের দ্বারা সেই রসিদ নেগোসিয়েবল করা হচ্ছে, ওয়ারহাউসে জমা দিয়ে কেউ সেই রসিদ সেখানে দিলেই টাকা পাবে। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন ঋণের ব্যবস্থা নেই। সেই ঋণের ব্যবস্থা এই আইনের দ্বারা করা হচ্ছে, রসিদটা নেগোসিয়েবল হবে এবং যেসব সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে তারা গঞ্জে গঞ্জে পে-অফিস খুললে সেখানে সেটা দিলে মালের শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা ঋণ পেতে পারবে তারপর, বলা হয়েছে যে গরীব চাষীরা এতে উপকৃত হবে না। গরীব চাষীরা যাতে এর উপকার পান, যাতে এটা ব্যবহার করেন সেটা আমরা যারা

জনপ্রতিনিধি রয়েছি তাঁদের দেখতে হবে। যেসব ফাঁক আছে, মনোরঞ্জন হাজরা মহাশয় যে আশংকার কথা বলেছেন সেই আশংকা যাতে দূর করতে পারি তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তারপর, শ্রীগৌর কুন্ডু আর একটা কথা বলেছেন যে রসিদ হারিয়ে গেলে ডুপ্লিকেট রসিদের জন্য আবার পয়সা দিতে হবে কেন। রসিদের জন্য একটা কিছু খরচ আছে। সর্বত্র ভবিষ্যতে রসিদ হারিয়ে গেলে ডুপ্লিকেট নিতে হলে কিছু পয়সা দিতে হয়। এটা এমন কিছু দোষের বলে মনে করিনা। তারপর ড্রাইয়েজ এবং শ্রীংকেজ সম্বন্ধে গৌর কুন্ডু মহাশয় বলেছেন। ড্রাইয়েজ শ্রীংকেজের ইত্যাদির ফলে যদি মালটা কিছু বাড়ে সেটা ডিপজিটারের অনুকূলে যাবে, এতে অয়্যারহাউসম্যানের কোন সুবিধা হচ্ছে না। এ ভয়েস ফ্রম অপোজিসান বেশ বাড়বে কি করে?] ময়েশ্চারের জন্য বাড়ে। ময়েশ্চার অথবা আদার কাজের জন্য বেড়ে যায়। আইনে বিধান আছে সেটা ডিপজিটারের ফেভারে যাবে। সেজন্য তিনি যে ভয় করছেন সেই ভয়ের কোন কারণ নেই। তারপর, ননী ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন থার্ড প্লানে ওয়ার হাউসের যে টার্গেট ছিল তাতে রিচ করা যাবে না। ওয়ার হাউস কর্পোরেশান প্রতি বছর ৬টা করে অয়্যারহাউস করবেন, থার্ড প্লানে ৩০টা করবেন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকার ৩০টা করেছেন। এটা আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। গ্রামে গ্রামে চাষীরা যাতে সুযোগ পায় সেজন্যই সরকার প্রাইভেট ওয়্যার হাউস সরকারীতত্ত্বাবধানে করতে চান। তারপর, বিজয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আর একটা কথা বলেছেন যে এ্যাপিলেট অথরিটি কে হবে?

30—3 p.m.]

দুঃখের বিষয় আমি প্রথম পাঠের যে উত্তর দিয়ে ছিলাম, তখন হয়ত তিনি ছিলেন না অথবা শোনেননি। আমি শ্রীকমলকান্তি গুহের বক্তৃতার উত্তরে বলেছিলাম যে আমার প্রেস্ক্রাইবড আথারিটি ডিষ্ট্রিক্টের কোন রেসপন্সেবল অফিসারকে করবো এবং য্যাপীলেট আথারিটি স্টেট-লেভেল-এর কোন রেসপন্সেবল অফিসারকে করবো।

Shri Kamalkanti Guha:
তাহলে কি তাদের আবার কোলকাতায় আসতে হবে?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :
ওখানে গিয়েও ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তবে আমি এটা বলতে পারি কোন অজ্ঞ, অশিক্ষিত লোককে দিয়ে হবে না। কাজেই বিজয় ব্যানার্জি মহাশয় যে আশংকা করছেন যে বাজে লোককে দেওয়া হবে—সেই আশংকার কোন ভিত্তি নেই। কোন দায়িত্বশীল শিক্ষিত আইন জানা অফিসারকে এই ভার দেয়া হবে। বিরোধীপক্ষীয় সমস্ত সংশোধনী আমি গ্রহণ করতে পারিনি বলে তাঁরা যেসব সংশোধনী দিয়াছিলাম সেগুলি আমি গ্রহণ করতে পারি না। তারপরে আমি মিঃ যোশীকে বলতে চাই—

I can tell Mr Josse that there is a plan for setting up a cold storage at Siliguri Land has been purchased and a composite coldstorage would be set up at Siliguri for the preservation of potatoes, fish and other pershiable commodities

আমাদের কংগ্রেস দলের সদস্য শ্রীবীরেন মৈত্র এই বিলকে সমাজতন্ত্রের পথে একটা পদক্ষেপ বলাতে শ্রীসনৎ রাহা এবং আরো অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন কিন্তু তিনি মোটেই বলেননি যে আমরা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছে গেছি এবং শ্রীবলাই দাস মহাপাত্র বলেছেন যে সরকার সমিতি যদি আজকে বেশী করে করতে পারি তাহলে আমরা ধীরে ধীরে সেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করতে পারবো এবং গ্রামে গ্রামে আমরা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছাতে পারবো। আজ ভারতবর্ষে আমরা পাবলিক সেক্টরে সব কিছু রাষ্ট্রায়ত্ব করে ফেলবো যখন ভারতের পার্লামেন্ট সে নীতি ঘোষণা করেনি, যখন ব্যক্তিগত মালিকানার সুযোগ এখানে রয়েছে এবং মিশ্র অর্থনীতির কথা যখন আমরা ঘোষণা করেছি আমাদের শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্রে তখন আমাদের এখানে স্টেট অয়্যারহাউসিং কর্পোরেশনে সমবায় সমিতি সেখানে থাকবে, তার পাশাপাশি ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে তার উপর অবশ্য নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব সরকারের থাকবে যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না হয় এবং কোন দুর্নীতি না হয়। আর

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, সেদিন অবশ্য বলেছি—ক্রেডিটের কোন ব্যবস্থা নেই, সেটা এই আইনে নেই বটে কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এর ব্যবস্থা আছে। সেখানে বলা হয়েছে—সেদিন আমি পড়েছিলাম, আজও পড়েছি।
The Reserve Bank will accept as collateral, not the goods pledged with and in the custody of the scheduled or State Co-operative Bank but only the title to goods (i e. the receipts issued by the independent warehouses).

এটা হচ্ছে Section 17(4)(d) of the Reserve Bank of India Act
একদিন অয়্যারহাউস রিসিটগুলি নেগোসিয়েবল ছিলনা, সেজন্য ইনঅপারেটিভ হয়েছিল—এই আইনে এটা নিগোসিয়েবল করাতে চাষীদের ঋণ আদায়ের সুবিধা হবে এবং আমি বিশ্বাস করি এই বিলটা আইনে পরিণত হলে কৃষকদের উন্নতি হবে, কল্যাণ হবে এবং কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পাবে তাদের কৃষিজাত পণ্যের এবং ন্যায্যমূল্য পাবার ফলে তাদের কৃষিকার্যে, কৃষির উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহী হবে এবং আমাদের কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এই বলে আমি এই প্রস্তাব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

The motion of Hon'ble Smarajit Bandhopadhyay that the West Bengal Warehouses Bill, 1963, as settled in the Assembly be passed, was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for twenty minutes]

[After adjournment]

[3—3-10 p.m.]

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee: I beg to introduce the West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill 1963.

(Secretary then read the title of the Bill)

I beg to move that the West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963, be taken into consideration

Sir, in moving this motion I need not make a long speech, nor do I think any opposition speech is called for The House may remember that during the last emergency when it was thought that elections all over West Bengal to the various local bodies be postponed, an enactment was necessary in view of the provisions of the different Acts constituting the local bodies, to postpone the elections Therefore a short Bill was introduced in the April session which was published in the Calcutta Gazette on the 3rd May, 1963. Since then it has been found that the acute tension which prevailed at that time necessitating the postponement of elections no longer exists in West Bengal and it would not be advisable to indefinitely put off the elections to the various local bodies Government is proceeding with the elections in the various Panchayets under the West Bengal Panchayet Act, as also in nearly 48 Municipalities where elections are due under the provisions of the Bengal Municipal Act. But Government was advised that in view of this Act, which is known as the West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Act, 1963, there may be difficulties Therefore, Govt. have been advised to repeal this Act As ra matter of fact, Sir, in the month of Septembe elections have started in the district of Purulia under the West Bengal Panchayet Act and by stages we are having elections in different districts, as also in the Municapilities when they are due, under the provisions of the respective Acts. So, to avoid any complications we want that this Act should be repealed. We have therefore introduced a very short Bill

repealing the said Act with a provision for the usual saving clause and also a provision for validation of actions taken as provided in clause 3 of the Bills, so that any action taken may not be challenged by the provisions of the said Act.

I move that this Bill may be taken into consideration

Shri Sanat Kumar Raha :

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, আজকে যে বিলটা আমাদের কাছে এসেছে এটাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এজন্য যে এর মধ্যে স্বীকৃতি আছে যে এমারজেন্সির যে গ্রাভিটি ছিল সেই গ্রাভিটি বর্তমানে নাই, এই কথা এর মধ্যে স্পষ্ট না থাকলেও পরোক্ষভাবে আছে। আজকে সারা বাংলাদেশে এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে পঞ্চায়েৎ গঠিত হতে চলেছে। এবং য্যাডাল্ট ফ্রানচাইজ-এর ভিত্তিতে আজকে আমাদের সমাজে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হতে চলেছে। এমারজেন্সী ধূয়া তুলে নির্বাচন স্থগিত রাখার যৌক্তিকতা নাই একথা সরকার স্বীকার করেছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ নির্বাচন যতশীঘ্র হয় যত শান্তিপূর্ণভাবে হয় এবং যত ব্যাপকক্ষেত্রে হয় ততই ভাল। এই নির্ধারণ অনুষ্ঠিত হলে এমারজেন্সী সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া কি সে সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের হবে। বর্তমানে আমাদের ডি আই রুলস আছে, এখনো এমারজেন্সী পিরিয়ড কন্টিনিউ করছে। এই অবস্থায় যদি কোন নির্বাচন হয় তাহলে ভারতরক্ষা আইনে যাঁরা কংগ্রেস বিরোধী তাদের উপর নির্যাতন হয় এবং কংগ্রেস দলের নেকনজরে পড়ে লাঞ্ছিত হতে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি আবেদন করব যে আপনারা যখন নির্বাচনের জন্য সমগ্রদেশকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সারা বাংলাদেশের লোকের কাছে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান জানাচ্ছেন তখন আমি এর জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। যদিও আমাদের দেশে জরুরী অবস্থার শেষ অবস্থা এখনো আসেনি তথাপি এই জরুরী অবস্থার মধ্যে দিয়ে দেশব্যাপী যে রকম শিথিলতা দেখা দিয়েছে তাতে আমি মনেকরি এই নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখা ঠিক নয়, নির্বাচনের জন্য সংগ্রামী মানুষকে প্রস্তুত হবার জন্য সুযোগ দেওয়াই ভাল। আজো আমাদের দেশের বহু কর্মী ভারত-রক্ষা আইনে জেলে আছে নানা রকম অজুহাতে তাদের জেলখানায় রাখা হয়েছে, কার বিরুদ্ধে চার্জসিট দেওয়া হয়েছে, কার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, নানাভাবে ভারতরক্ষা আইনে সহস্র সহস্র লোককে আটক রাখা হয়েছে। এইযে পরিবেশ এমারজেন্সি থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করি নির্বাচন স্থগিত রাখা সম্ভব নয়, আজকে আমি মনে করি ভারতরক্ষা আইন থাকা সত্ত্বেও এই ঘোষণা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়া দরকার যে, নির্বাচন জেলার ক্ষেত্রে হবে, অঞ্চল পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে হবে মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে হবে, কি শহর, কি গ্রামের ক্ষেত্রে নির্বাচনী সংগ্রামের পটভূমিকা সর্বত্র তৈরী হবে। এই আইনের দ্বারা এই গ্যারান্টি দেওয়া হোক যে, সারা বাংলা দেশে নির্বাচন সুষ্ঠুভবে হবে, গণতান্ত্রিক পন্থায় হবে, শান্তিপূর্ণ পন্থায় হবে এবং নির্বাচনে ডি আই রুলস-এর অপব্যবহার হবেনা এবং বাংলাদেশের সংগ্রামী জনসাধারণকে নির্বাচনে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার দেওয়া হবে। মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, এই জরুরী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে। জরুরী অবস্থার আর প্রয়োজন নেই, এই মতও আমাদের বিধানসভার ব্যক্ত হয়েছে, এমারজেন্সি রিপিল হোক এই কথা বলা হয়েছে। আমরা চাই এমারজেন্সি সরিয়ে দেওয়ার আওয়াজ বাংলাদেশ থেকেই সুরু হোক। আমরা জানি এমারজেন্সির নামে কম্যুনিস্ট পার্টির বহুলোককে ষড়যন্ত্র করে বিনা অপরাধে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাশিয়াপন্থী হোক আর চীনপন্থীই হোক, কোন রকম বিচার না করে কম্যুনিস্ট পার্টির বহু লোককে ধরে রাখা হয়েছে। আমি আবেদন করব কংগ্রেসপার্টির কাছে এবং অন্যান্য সমস্ত পার্টির কাছে এমারজেন্সী-র গুরুত্ব যেভাবেই চিন্তা করুন না কেন, আমাদের আপত্তি নাই। তবে আমরা এক জায়গায় এক প্লাটফর্ম-এ দাঁড়িয়ে এই স্বীকৃতি দেব, বাংলাদেশেই লোককে এই অভয় দেব, এই সান্তনা দেব, এই সাহস দেব যে, জরুরী অবস্থায় দেশের উপর বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলেও—চীন কর্তৃক আক্রমণ হতে পারে, পাকিস্থান কর্তৃকও আক্রমণ হতে পারে, এমারজেন্সি-র অজুহাতে ইনডেফীনিট পিরিয়ড-এর জন্য নির্বাচন স্থগিত রাখা হবে না। নির্বাচনের পুরানো আইনকে বাতিল করে দিয়ে নতুন আইনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ আরো ঐক্যবদ্ধ হোক, আরো গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধে দীক্ষিত হোক। এই সঙ্গে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে, যদি আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সংকীর্ণ

রাজনীতির মধ্যে টেনে নিয়ে আসি তাহলে তাতে আমাদের দেশরক্ষার কাজ ব্যাহত হবে। আজকে আমাদের দেশের ভিতর দেশপ্রেমের ধুয়া তুলে কতকগুলি মুনাফাখোর দালালরূপী দুষমনের সৃষ্টি হয়েছে। আমি তাই মনে করি, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের অতি যত্নের সহিত চিন্তা করা উচিত, তাই একটা কমপ্রিহেনসান আউটলুক নিতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের একটা বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসুন, আজকে আমরা ঘোষণা করি, যদিও এমারজেন্সি আজ, দেশরক্ষার জন্য আমাদের দেশের সমস্ত লোককে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা দরকার। এই বলে এই বিলকে আমি পরোক্ষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীকমলকান্তি গুহ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে বিলটা আমাদের সামনে আনা হয়েছে তা আমি সমর্থন করতে পারছি না, তার কারণ হচ্ছে, মন্ত্রিমহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন এমারজেন্সি অবস্থা রয়েছে এবং যে অবস্থায় ইমারজেন্সি ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন আজ পর্যন্ত ঘটেনি। আমি সব চেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি—এই সরকারের মনোভাব দেখে, তাঁদের নিজেদের অব্যবস্থার ফলে, ভুল নীতির ফলে আমাদের দেশের মানুষের মনে কি ধারনার সৃষ্টি করছেন তাঁরা এমারজেন্সি সম্বন্ধে, যাহার ফলে সারা দেশে এমারজেন্সি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে এমন একটা ধারণা হয়েছে যে দেশে এমারজেন্সি নাই, সরকার শুধু ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য, সাধারণ মানুষকে শোষণ ও নিপীড়ন করবার জন্য এমার-জেন্সির দোহাই দিচ্ছেন।

[3-10—3-20 p m.]

এই ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে আজকে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর এদের কার্যকলাপ অসঙ্গতিপূর্ণ। আমি আজকে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বলতে চাই যে যেদিন আপনারা এই বিল এই হাউসে এনেছিলেন যে আমাদের বাংলা দেশের কোন লোকাল অথ-রিটিতে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। কারণ শত্রু আমাদের ঘাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, বৈদেশিক আক্রমণ ঘটছে—এই সময় যদি নির্বাচন হয় তাহলে সমস্ত শাসনযন্ত্রকে সমস্ত শাসনব্যবস্থাকে সব ঐ নির্বাচনের পেছনে থাকতে হবে। কাজেই এই অবস্থাতে নির্বাচন হওয়া উচিত নয়। সেদিন আমরা আপনাদের এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলাম। কিন্তু সেই অবস্থার কি কোন পরিবর্তন ঘটেছে? আমাদের রাষ্ট্রনেতারা এখনও বলছেন যে চীন আমাদের ঘাড়ের উপর এসেছে যে ১০ কিলোমিটার সরে গিয়ে ছিল আবার তারা অধিকার করে নিয়েছে পাকিস্তান আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত বরাবর জেলায় জেলায় ঘাঁটি গড়বার চেষ্টা করছে এবং এই অবস্থা থাকায় আন্তর্জাতিক অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় আপনারা যে বিলটা এনেছেন আমার মনে হয় এটা অসংগতিপূর্ণ। কেন একথা বলতে চাচ্ছি- আমার যুক্তি কোথায় সেটা আমি পেশ করতে চাই আপনাদের কাছে। নির্বাচন ধরুন অনুষ্ঠিত হোল এটা একটা উপনির্বাচন নয় যে স্থান বিশেষে কিছু লোক এই নির্বাচনে নিজেদের জড়িয়ে ফেলবে তা নয়। সারা বাংলা দেশের গ্রাম জীবন থেকে আরম্ভ করে সহর জীবন পর্যন্ত মানুষ ওতঃপ্রোতভাবে এই নির্বাচনে অংশীদার হয়ে দাঁড়াবে। সমস্ত শাসনযন্ত্রকে এই নির্বাচনের পেছনে এসে পড়তে হবে। সমস্ত পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট এই নির্বাচনে ব্যস্ত থাকবে। উপনির্বাচন যেমন এক দিনে শেষ হয়ে যায় তেমনি এটা হবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা দেখেছি প্রথমে গ্রামসভার নির্বাচন হবে তার পর অঞ্চলের নির্বাচন হবে। এই রকম করে ধাপে ধাপে নির্বাচন হবে এবং সমস্ত নির্বাচন এক দিনে হবে না। সারা বাংলা দেশে এই রকমভাবে লোককে এক দেড় মাস ধরে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হবে- তাদের ব্যস্ত থাকতে হবে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনি চিন্তা করুন জলপাইগুড়ি জেলার কথা, চিন্তা করুন দার্জিলিং জেলার কথা, চিন্তা করুন কুচবিহার জেলার কথা—একদিকে পাকিস্তান এবং আর এক দিকে চীনারা দাঁড়িয়ে আছে—আর সেখানে সেখানকার পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট এবং সরকারী কর্তৃপক্ষকে দিনের পর দিন যদি এইভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হয়—ব্যস্ত থাকতে হয়—নিজেদের তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে আমাদের ইমারজেন্সি ব্যবস্থা শিথিল হবে কি? মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে আজকে এই নির্বাচনকে কমিউনিষ্ট পার্টি কেন স্বাগত জানাচ্ছে। তাদের একটা সুযোগ এসে দাঁড়াবে যে নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হবে তখন সেই

সুযোগ তারা বলতে পারবে যে আমাদের যাদের বন্দী করা হয়েছে—যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তাদের এই নির্বাচন ব্যাপারে ছেড়ে দেওয়া হোক। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করবে যে ওরা যদি ছাড়া না পায় অর্থাৎ নির্বাচনে যদি অংশ গ্রহণ করতে না পারে তাহলে নির্বাচন সার্থক হয়ে দাঁড়াবে না—আমি জানি এই রকম একটা প্রচেষ্টা চলেছে। এবং সেই সুযোগ আমাদের মেরুদণ্ডহীন সরকার এনে দিচ্ছে। সেইজন্য আমি আপনার কাছে বলবো যে যদি আজকে আপনারা মনে করেন যে চীন আক্রমণ করবে না—পাকিস্তান থেকে আমাদের দেশে উৎপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাহলে ইমারজেন্সি তুলে দিন—সে সৎ সাহস আপনাদের থাকা উচিত—সে সাহস যদি থাকে তাহলে বলুন যে ইমারজেন্সি নেই, চীন আক্রমণ করবে না—দেশ শত্রু দ্বারা যে আক্রান্ত হয়েছিল এখন আর সে রকম সম্ভাবনা নেই—চীন যে অংশ আমাদের গ্রহণ করেছিল সে জায়গা থেকে তারা চলে গেছে পাকিস্তানের সাথে প্রীতিপূর্ণ সদ্ভাব আবার নূতন করে তৈরী হয়েছে এই সব কথা আপনারা বলুন এবং সাথে সাথে আপনারা বলুন যে ইমারজেন্সির নামে যে ট্যাক্স আমাদের উপর চাপিয়েছিলেন লোককে শোষণ করবার জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের অধীনে সাধারণ লোককে এনেছিলেন এখন সেই অবস্থা নেই বলে তা তুলে দিন। এদিকে আপনারা বলছেন যে ইমারজেন্সি আছে আবার বলছেন যে আমাদের নির্বাচন কিছু কিছু করতে হবে। আমি জানি না কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কি রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে একথা বলছেন কংগ্রেসী তরফ থেকে আমি তা বুঝতে পারছি না। আজকে দেশের কথা চিন্তা করুন, উত্তর বঙ্গের কথা চিন্তা করুন। আমি আপনাদের এই অনুরোধ করবো যে এই বিলকে আপনারা প্রত্যাহার করুন। আপনি একবার চিন্তা করে দেখুন যে কুচবিহার জেলায় যে সীমান্ত অঞ্চলগুলি রয়েছে সেখানে অবাধে এই নির্বাচন যদি হয় তাহলে সেখানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে কারণ আমরা প্রত্যক্ষদর্শী যে সেখানে এই কয় দিন আইন আর কিছু থাকবে না পাকিস্তান থেকে লোক নিয়ে এসে যে কোন প্রকারে যে নির্বাচনে তারা দাঁড়িয়েছে সেই নির্বাচনে জয়যুক্ত হবার চেষ্টা করবে। পাকিস্তান থেকে ফলস্ ভোটার নিয়ে আসা হয় এবং সেই ফলস্ ভোটার ধীরে ধীরে সেখানকার নাগরিক হয়ে যায়।

যেকোন প্রকারে হোক যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে তারা জয়যুক্ত হবার চেষ্টা করে এবং পাকিস্তান থেকে ফলস ভোটার আনা হয়। যারা ধীরে ধীরে সেখানকার নাগরিক হবার সুযোগ পায়। কাজেই আপনি চিন্তা করুন। আমি মনে করি দেশে এমন একটা অবস্থা হয়নি যার ফলে এক বছর বা ৬ মাসের মধ্যে যদি নির্বাচন না হয় তাহলে দেশ রসাতলে যাবে বা শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। বরং অন্যদিকে বলতে পারি আপনারা যদি এই নির্বাচন করেন এবং সেই নির্বাচন করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত জেলায় যে অবস্থা আছে, শাসনযন্ত্রে যে শৈথিল্য আছে বা ছিদ্র আছে তার ফলে শত্রুপক্ষ যদি ঢুকবার সুযোগ পায় বা গুপ্তচররা আসবার সুযোগ পায় তাহলে দেশের বিরাট ক্ষতি হবে এবং আপনারা সেটা সংশোধন করতে পারবেননা। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Nani Bhattacharjee : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st October, 1963.

Shri A. H. Besterwitch : Sir, the West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963 has been placed before this House with a dramatic force. Sir, some months back it was said about grave emergency and suddenly that grave emergency is gone. I think there is contradiction in holding an election. The Hon'ble Minister should say that there is no emergency in the country and then hold the election. Sir, you will find that the Hon'ble Ministers are taking advantage of the emergency. They have placed a lot of Bills and they have rushed through them and got them passed. Sir, what is necessary is that the democratic rights of the people should not be curtailed. Now the Hon'ble Minister has brought this Bill and we cannot say that we are happy over it unless the democratic rights of the people are going to be maintained by this Bill. Will there be fair election by keeping the emergency, the D.I. Rules and all these things? You cannot get the

people to participate in this election whole heartedly. The people should get some scope to come forward whole heartedly to participate in the election and give a fair verdict. You are aware, Sir, that while we told repeatedly for the curtailment of Ministry, the Chief Minister told us in reply, that since the people want them, the Ministry cannot be curtailed. May I ask you, Sir, that the people have suddenly changed their mind to curtail the Ministry Sir, this Government is for the party and not for the people

[3-20—3-30 p.m.]

Similarly, in these Bills which are coming one after another, whatever is there, they would say, do as I tell you, donot do what you think. That is the principle of parliamentary democracy in this House. They would never listen to opposition; they will never listen to the criticisms which are really good and should be accepted. The other day, you saw that there was an amendment from the opposition side to reduce a cess 2 per cent, but they did not accept the opposition amendment. As soon as the Government amendment came in, they accepted it All these things are being done according to the wishes of the Hon'ble Minister sitting in the treasury bench.

Now, Sir, of course from our side we are really happy over this Bill; but I cannot understand how can emergency and election run together. Will there be fair and free elections I would ask the Hon'ble Minister if he has the courage to say that emergency is over Then, it was grave emergency, while in this Bill the graveness has been dropped; now it is only emergency Will he be courageous enough to remove the word "emergency" too and let there be a free and fair election for all these bodies? He will not He has not got that courage, because, who knows, if he has got the courage or not, he may come under the sword of Democles very shortly.

In congratulating the idea of this Bill certainly I must ask the House to see that the word "emergency" is deleted from the Bill

শ্রীবলাইলাল দাস মহাপাত্র : মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়ের এই বিলটির আমি বিরোধীতা করছি। আমি বুঝে উঠতে পারছিনা বর্তমান অবস্থায় এই বিলটি কি করে আনা হল। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অবশ্য বলেছেন যে যদিও ইমারজেন্সি চলেছে তাহলেও হঠাৎ এমন কিছু ঘটবার কারণ নাই যার জন্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইলেকশান বন্ধ রাখা যেতে পারে। আমি প্রশ্ন করি যদি ইমারজেন্সি থাকে তাহলে কি করে ব্যাপক নির্বাচনের ব্যবস্থা হতে পারে? দুটির মধ্যে একটিকে স্বীকার করে নিতে হবে। হয় ইমারজেন্সি আছে না হয় নেই। যদি না থাকে তাহলে সব কাজই স্বাভাবিকভাবে চালনা করতে হবে। আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে যদি এই বিল আমরা মেনে নিই তাহলে আগেকার যে এ্যাক্ট ছিল ইলেকশান বন্ধ রাখার জন্য সেটা রিপীল করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে বাংলাদেশের ৩৮ হাজার গ্রামের সকলকে এই নির্বাচনের মধ্যে আনছেন। মিউনিসিপ্যাল এলাকা, কর্পোরেশন এলাকা এবং যত বড় বড় সহর আছে তার প্রত্যেক লোককে, শ্রমিককে, কৃষককে, মধ্যবিত্তকে—প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্বাচনের মধ্যে নিয়ে আসছেন।

গ্রামের যারা কৃষক শুধু বয়স্ক নয়, তার সংগে সংগে অপ্রাপ্ত বয়স্ক তারা এই ইলেকসানের সংগে জড়িয়ে পড়বে। আজ এই পর্যায়ে যদি ইলেকসান হয় এবং যেটা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আগামী নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যে করতে চাইছেন, এবং যদি এমারজেন্সি অবস্থা বর্তমান থাকে তাহলে তা কি করে সম্ভব হবে বুঝতে পারছি না। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, বিভিন্ন দেশের মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী, আসামের মুখ্যমন্ত্রী, সকলেই স্বীকার করেছেন যে চীনারা ব্যাপকভাবে সৈন্য সমাবেশ করছে, বড় বড় রাস্তা তৈরি করছে, অস্ত্রশস্ত্র সমাবেশ করছে, পাকিস্তান গোটা সীমান্ত মিলে সৈন্য সমাবেশ করছে, অস্ত্রশস্ত্র সমাবেশ করছে, এই অবস্থার মধ্যে কি করে ইলেকসান চলতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি করে যে এই বিলটা নিয়ে এলেন আমি বুঝতে পারছি না।

একটা দুটো বাই-ইলেকসান চলতে পারে, যেমন কিছুদিন আগে ৫ টা হয়ে গেল, তাতে আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু ব্যাপক আকারে যদি ইলেকসান হয় তাহলে সহস্র সহস্র লোক একসংগে নির্বাচনের সংগে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। শুধু তারা যদি হত তাহলে আমরা কিছু মনে করতাম না। কিন্তু এর সংগে বহু অফিসারকে নিযুক্ত হতে হবে, তার সংগে সহস্র সহস্র পুলিশকে সম্মিলিত হতে হবে এবং গভর্ণমেন্টের লক্ষ লক্ষ টাকা এতে খরচ হবে। প্রধানমন্ত্রি অথবা মুখ্যমন্ত্রি কিংবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রি মিথ্যা কথা বলেছেন যে কোন কিছু নয়, এ সমস্ত হচ্ছে মায়া। এটা যদি বাস্তব হয় তাহলে আমি মনে করি কিছুতেই ইলেকসন হওয়া উচিত নয়। কারণ, প্রত্যেক নাগরিককে দেশ রক্ষার কাজে নিযুক্ত হতে হবে, প্রত্যেক কৃষক, শ্রমিক, যুবককে দেশ রক্ষার কাজে সমস্ত শক্তি দিতে হবে। আজ যদি এদের নির্বাচনে ব্যস্ত থাকতে হয়, এটা ২।৪।১০ দিনের ব্যাপার নয়, অন্ততঃ ৩ মাসের ব্যাপার, তাও এক সংগে সব ইলেকসান হচ্ছে না, এই আইন পাশ করে দিলে মাসের পর মাস বছরের পর বছর এটা চলতে থাকবে, তাহলে আমি মনে করি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। সেজন্য আমরা যারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে চাই, সমস্ত শক্তি, অর্থকে এর পিছনে নিয়োজিত করতে চাই তারা সকলেই মনে করে যে দেশ রক্ষার জন্য যদি ২ বছর ইলেকসান বন্ধ থাকে তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না। কাজেই আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রি মহাশয়কে এই বিল প্রত্যাহার করে নেবার জন্য অনুরোধ করছি। এবং সমস্ত শক্তিকে দেশ রক্ষার কাজে নিযুক্ত করার জন্য তিনি যেন চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই বিলের মধ্যে যে সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষ করে ৩ নম্বর ধারার আমি খুব বিরোধিতা করছি। আমি মনে করছি যে বর্তমানে চীন যেখানে আমাদের হাজার হাজার বর্গমাইল দখল করে নিয়েছে, যেখানে তাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আমাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করা দরকার সেখানে আমাদের এখানে জরুরী অবস্থা বর্তমান নেই এই কথা কিছুতেই মনে করতে পারছি না অথবা এটা হালকাভাবে দেখতে পাচ্ছি না। আমি মনে করি দেশে নিশ্চয়ই জরুরী অবস্থা আছে। শুধু সৈন্য সমাবেশ নয়, আজ ভারতবর্ষের মাটি সাম্রাজ্যবাদী চীনের দখলে রয়েছে, তাকে উদ্ধার করার জন্য জরুরী অবস্থার প্রয়োজন আছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে বলে মনে করার কোন কারণ ঘটে নাই। সেজন্য আমি এর বিরোধিতা করছি এবং মাননীয় মন্ত্রি মহাশয়কে অনুরোধ করছি যে তিনি এই বিলটা প্রত্যাহার করবেন।

[3-30—3-40 p.m.]

শ্রীঅনাদি দাস :

মিস্টার স্পীকার স্যার, আমি এই বিলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই বিলে যে নির্বাচন বন্ধ করা হ'ল সেই বন্ধটা অন্ততঃ দূর হয়ে গেল। সেদিক থেকে এই বিলকে আমি সমর্থন করি। এই বিলকে আর একটা দিক থেকে আমি সমর্থন করা প্রয়োজন বলে মনে করি সেটা প্রিসিউড —যে ইমার্জেন্সীর বোঝা আমাদের উপর চেপে আছে সেই ইমার্জেন্সী প্রত্যাহার করবার জন্য এটা প্রথম ধাপ মাত্র। সত্য সত্যই অনেক সময় মনে হয় যে এই ইলেকসন য়্যান্ড ইমার্জেন্সী এই দুটো পরস্পর বিরোধী কিন্তু অন্য দিকে আরো কতকগুলি কথা আমরা যেন ভুলে না যাই, বিশেষ করে আমরা যারা এই মন্ত্রীমন্ডলীর সমালোচনা করছি, তাঁদের কাজ কর্মের সমালোচনা করছি, যে যারা এই ইমার্জেন্সীকে পার্টির স্বার্থে, প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থে, ধনীকতন্ত্রের স্বার্থে প্রয়োগ করেছেন তাঁদের সমালোচনা আমরা এই য়্যাসেম্বলীর মধ্যে করেছি। আমরা কি মনে করবো যে আমরা এই সমালোচনা কেবল য়্যাসেম্বলীর মধ্যে করবো? জনসাধারণের কি দেশ নয়, যে কজন আমরা য়্যাসেম্বলীর মধ্যে সভ্য হয়ে আসতে পেরেছি দেশপ্রেম কি তাঁদের একচেটিয়া, তবে আমরা বিধানসভায় বলতে পারি যে না, তোমরা যেভাবে দেশকে পরিচালিত করছো তাতে দেশরক্ষার কাজ ব্যাহত হচ্ছে, তোমরা যেভাবে দেশ পরিচালিত করছো তাতে দেশের লোকের মনোবল দুর্বল হচ্ছে, এ কথা কি কেবল আমরা বলবো যে কজন আমরা এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে থাকবার সুযোগ পেয়েছি? সমস্ত দেশের লোক আজকে যে কথা বলছে, তাদের মনে মনে যে জিনিস গজিয়ে উঠছে সেই গুঞ্জরণ যদি প্রকাশ পায় তাহলে মুস্কিল হবে, বরং আজ দেশরক্ষার ব্যবস্থার জন্য যে যে কাজগুলি করা প্রয়োজন দেশের মানুষ সে কথাগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে বলবার সুযোগ পাবে। ইমার্জেন্সীর সময় একথা স্বীকার্য যে এই নির্বাচনে আমরা কি বলবো, সরকার কি ভাবে এই নির্বাচনকে ব্যবহার করতে দেবেন, তাঁরা যে একদিকে নির্বা-

চন করতে দেবেন, আবার আর একদিকে নির্বাচনের সময় যে তীব্র সমালোচনা সরকারপক্ষের হয়ে তাদের প্রিয়জনদের হবে, ধনীকতন্ত্রের শোষকদের যেভাবে হবে সেই সমালোচনাকে তাঁরা সহ্য করবেন কিনা তার উপর ইমার্জেন্সী থাকার অবস্থায় ইলেকশন কিভাবে হবে তা নির্ভর করে সত্য কিন্তু এটা ঠিক তাঁরা যদি দুইভাবে এটাকে ব্যবহার করেন তাহলে এই সরকারের মুখোস আরো ভালভাবে জনসাধারণের সামনে খসে পড়বে যে একদিকে তাঁরা নির্বাচন করতে দেবার কথা বলেন, আবার অন্যদিকে নির্বাচনে সরকারী নীতিকে, সরকারের কার্য প্রণালীকে যেভাবে সমালোচনা করা প্রয়োজন দেশবাসীর স্বার্থে সেইভাবে তাঁরা সমালোচনা করতে দেন না। কাজেই এই দুটো নীতিকে যদি চালানো হয় তাহলে দেশের লোক বরং আরো ভাল করে এই জিনিসটা বুঝতে পারবে। সুতরাং ইমার্জেন্সী আজকের দিনে উঠে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যেকথা পণ্ডিত নেহরু বলেছেন এবং আরো অন্যান্যরাও বলেছেন যে এই যে চীনের সংগে যুদ্ধাবস্থা এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে, অর্থাৎ আমাদের সেকথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে আমাদের দেশকে দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত করতে হবে এবং প্রস্তুত থাকতে হবে। দেশকে প্রস্তুত করার অর্থ তার যে অর্থশক্তি আছে, বস্তুশক্তি আছে, লোকশক্তি আছে তাকে যদি নিয়োগ করা হয়, দেশপ্রেমকে যদি জাগিয়ে তোলা হয় তাহলে সেটাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেই কাজে লাগানো যেতে পারে। সেই কাজ যদি সেরকমভাবে হতে পারে তাহলে ইলেকসনের সময় আবার ইমার্জেন্সী প্রয়োগ করা যায় এবং নির্বাচনও বন্ধ করা যায়।

কিন্তু আজ যেভাবে চলেছে, অন্ততঃ দেশের লোকের স্বার্থে, দেশের লোক দেশরক্ষাকে কিভাবে দেখতে চায়--সেই স্বার্থে দেশের লোক এমারজেন্সীকে সরকার কিভাবে ধনতন্ত্রের স্বার্থে ব্যবহার করেছে সেকথা প্রকাশ করবার জন্য এই বিল জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা মনে করি সরকার পক্ষ থেকে এই বিল এসেছে, সরকার পক্ষ যেভাবেই করে থাকুক আমরা জনসাধারণের তরফ থেকে বলি যে এই বিল জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন এবং জনসাধারণের জন্য সঙ্গে সঙ্গে দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন এই ভাবেই আমি এই বিলকে সমর্থন করছি।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এই যে নূতন বিল আসছে এতে আমি দেখছি যে এই য়্যাসেম্বিলিতে আইন যখন ইচ্ছা করাও যায় আবার আইন যখন ইচ্ছা ভেঙ্গেও দেওয়া যায় এটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এই মাস ৫।৬ আগে বা কিছু দিন আগে আইন হল যে জরুরী অবস্থা হয়েছে এখন সব ইলেকশন বন্ধ করুন। আবার মাস ৫।৬ পরে বলতে আরম্ভ করলেন যে, না, জরুরী অবস্থা আছে কিন্তু ঠিক সেরকম নেই যাতে ইলেকশন বন্ধ হয়। এই যে আইন করা ও আইন ভাঙ্গা এটার যদি একটা ব্যবস্থা সুনিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট না হয় তাহলে ত আমাদের এই বিধানসভায় কাজকর্ম করার খুব অসুবিধা হয়ে পড়ে। ইলেকশন হলে যে কারো খুব অসুবিধা আছে আমাদের এদিককার তা মনে করি না কিন্তু সেই ইলেকশনের আবহাওয়া কি ঠিক সেই রকম। যদি আজকে নূতন করে, ভাল করে সরকারকে নিন্দা করতে হয় তাহলে এখনি সরকারের, অর্থাৎ যাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তারা বলবে এরা দেশদ্রোহী, এদের ধরে নিয়ে যাও। তাহলে ইলেকশন করতে গেলে আগে সরকারের নীতির কথা, যারা সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তাদের ত সে কথা বলতে হবে বার বার জোর করে যে দেখুন এই সরকার খেতে দেয় না, পরতে দেয় না, এর এই অবস্থা, দেখুন এই সমস্ত হয়েছে। এবং যেই বলবেন ঐসব কথা, তখন পাকিস্তান ঢুকে পড়ছে, চীন ঢুকে পড়ছে এটা কি সরকার! তা একথা যে আপনারা বরদাস্ত করবেন তার গ্যারান্টি কোথায়। তাহলে আপনারা কেন বলছেন যে ইলেকশন হোক। আপনি বলেছেন, যিনি বিল করেছেন মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, যে ইমারজেনসী আছে কিন্তু অবস্থা সেরকম নয় যাতে ইলেকশন হতে পারে না। আপনি জানলেন কোথা থেকে, কে আপনাকে বলেছে একথা ? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন একথা যে চীনারা আগে যেখানে ছিল এবার তার চেয়েও এগিয়ে এলো, তারপরে কাগজে লেখা হল পাকিস্থান এসে পড়লো, সব ধারে ধারে লোক লাগিয়েছে, আরো সব আপনারা টাকাকড়ি দিন, এসব করুণ, জরুরী অবস্থা, সবই হোল, তাহলে এই রকম হেলেখেলা করে বিল করবার কি দরকার ছিল। কারণ আমরা চাই, ইলেকশন যদি হয় তাহলে স্বাভাবিক অবস্থাতেই ইলেকশন হোক।

ইলেকশন করে নেবেন, হয়ত আপনাদের এখন পড়তা ভাল, সুখ সুবিধা আছে, এবারে নিই, এবারে বেশ কতকগুলিকে ধরে রেখেছি আর বাদবাকীগুলিকে ধরবো, তারপরে যে যেখানে আছে তারা কিছু করতে পারবে না, রাত্রিতে আলো নিবিয়ে দেবো ইমার্জেন্সী হয়েছে। তা এইরকম করে ইলেকশন করার স্বার্থকতা কি? আমি শুনলাম দার্জিলিং এ এবার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন হবে, দার্জিলিং ১৯৬১ সালে এই বিধানসভায় লিস্ট তৈরী হয়েছিল সে সব কাটাকুটি এখনও কিছু হয় নি, রিভাইজড হয় নি, করেক্ট হয় নি। ইলেকশন হলে সেই পুরাণো, ভুলভাল লিস্ট-এর উপরেই হবে। অন্য জায়গার অবস্থা হয়ত সেই রকম, কিছুই জানি না। তা এসমস্তগুলি তদন্ত করে ভাল করে করলেই হোত। কিন্তু আপনি এটা সত্যি করে বলুন ভালভাবে, কেন আপনারা চাইছেন এই ইলেকশন। আপনাদের যদি মনে করেন সুখ সুবিধা হয়েছে তাহলে আপনারা নমিনেসন্ করে দিন। এ ত রোজ প্রতি বিলে দেখছি যা কিছু হবে স্টেট গভর্নমেন্ট উইল নমিনেট। তাহলে এখানেও একটা নমিনেসন করে দিলেই ভাল; আমাদের আর দরকার কি? তারপরে আপনারা এইভাবে আমাদের বলছেন ইলেকসন করতে, জরুরী অবস্থা আছে কি না আছে তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বলবার কোন অধিকার নেই। কারণ আমি জানি যে আজকে যদি উনি জোর করে বলেন যে জরুরী অবস্থা সেরকম নয় তাহলে এটার ব্যাখ্যা আমাদের সেন্টার থেকে জানতে হবে যে সত্যিকার মানেটা কি?

[3-40—3-50 p. m.]

কারন আমাদের ডিফেন্স মিনিস্টার-এর কাছে খবর নিতে হবে জরুরী অবস্থা কি রকম, কারণ এই যে ইলেকসন হবে এই ইলেকসন ও একটা ছোটখাটো লড়াই এবং এই লড়াইও কম নয়। তারপরের কথা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কত তফাৎ, ইলেকসন এর মারফৎ আমাদের মধ্যে কত ভাগাভাগি হয়। ইলেকসন এর সময় রেষারেষি চলতে পারে, মতভেদ হতে পারে, অনেক কিছু ব্যাপার।

(শ্রীনেপালচন্দ্র রায় : তবে ইলেকসন-এর দরকার নাই?)

ইলেকসন খুব দরকার কিন্তু তার আগে কারেকটেড ভোটারস লিস্ট তৈরী হোক এটা আমরা দেখতে চাই। হঠাৎ যা খুশি করলে হবে না, একটা নিয়ম থাকা উচিত। প্রত্যেক দিন এখানে একটা না একটা বিল পাস হয়ে যাচ্ছে। বিলের মধ্যে কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপ ইত্যাদি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। এখানে আমাদের ডেমোক্রাসির অনেক কথাও শুনতে হয়। বিরোধীপক্ষ থেকে যেসব য়্যামেন্ড-মেন্ট দেওয়া হয় মন্ত্রীমহাশয়রা সেগুলির জবাব দেবেন আশা করা হয়। কারণ, আমরা যারা এখানে এসেছি আমাদর প্রত্যেকেরই একটা মতবাদ আছে। ইলেকসন করুন, আপত্তি নাই, ইমার্জেন্সী তুলে দিন। ইমার্জেন্সী ও ইলেকসন এক সংগেই হতে পারে। কিন্তু আপনার বলবার অধিকার নাই ইমার্জেন্সী আছে কিনা, আপনি তো একজন সিভিল মিনিসটার, আপনি তো মিলিটারী মন্ত্রী নন। আমরা ভালভাবেই খবরের কাগজ পড়ি আমরা সব জানি। আপনারা ইমার্জেন্সী আছে কি নেই সে কথা বল্লে লোকে শুনবে কেন? যাই হোক, ইমার্জেন্সীর নাম করে দেশের কোন কাজ করবেন না, তার চেয়ে ইমার্জেন্সী তুলে দিন ইলেকসন করুন, তাতে আমাদের আপত্তি নাই।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি যদিও এখানে একটা কথা বলতে হয়, যে কথা কমলবাবু বলেছেন তার যে আশঙ্কা নাই তা নয়। তারপর, কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনের সুযোগ পেয়ে কিছুটা গুন্ডামি করবার চেষ্টা করবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট আশংকা আছে। কংগ্রেস সরকার ইমার্জেন্সীর সুযোগ নিয়ে লোকের গণতান্ত্রিক অধি-কার খর্ব করতে চায় এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একটা কথা শ্রীযুক্ত বিজয়বাবু বলেছেন ইলেকসন হলে আমরা লোকের কাছে সব কথা বলতে পারব না আমরা আমাদের অধিকার রক্ষা করতে পারব না। ধাপ্পা দিয়ে কোন কথা যদি কেউ বলবার চেষ্টা করেন এবং এই সংকটের সুযোগ নিয়ে কেউ যদি দেশের ঐক্য নষ্ট করবার চেষ্টা করে বা স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় এমন কোন কথা কেউ বলেন তাহলে নিশ্চয়ই সরকার থেকে তাঁকে দমন করা উচিত। এই বিলকে স্বাগত জানিয়ে একটা কথা আমি সরকারকে বলতে চাই, কমলবাবু যে কথা বলেছেন সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ইলেকসন এর সময়

সবকথা বলা যাবে কিনা মন্ত্রীমহাশয় যখন বক্তৃতা দেবেন তখন এটা পরিষ্কার ভাবে বলে দেবেন। আমরা কারুরই গণতান্ত্রিক অধিকার গলাটিপে নষ্ট করতে চাই না।

Shri Radhakrishna Singha :
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এমারজেন্সির জন্য সর্বভারতীয় একটা প্রচেষ্টা চলেছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন

"At present through the emergency continues, the immediate circumstances are not considered to be such as to justify an indefinite posponement.

আমি মন্ত্রিমহাশয়কে বলতে পারি, দেশ রক্ষার প্রয়োজনে আজকে যেমন একটা কম্প্যাক্ট বা অখণ্ড ভারত এই চেতনা লোকের মনে তৈরী করা দরকার তেমনি দরকার লোকের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা। আজকে আমরা খবরের কাগজের মাধ্যমে যা জানতে পারছি তাতে আমাদের মনে সন্দেহ আছে এমারজেন্সি উঠে যাবার অবস্থা এসেছে কিনা। আজকে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ-শিল্পীর ত্যাগের মধ্যে দিয়ে, কমপালসারি সেভিং ডিপোজিট এর মধ্যে দিয়ে অন্যান্য বহু রকম ট্যাক্স করে দেশকে রক্ষা করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরাও চাই দেশরক্ষা হোক। তাই আমি মন্ত্রিমহাশয়কে বলব, যদি সঠিকভাবে বলতে পারেন, না, দেশে এমারজেন্সি নাই, পাকিস্তান ঠাণ্ডা হয়েছে তাহলে আমরা বুঝব, হ্যাঁ, আপনারা ভালো কাজই করেছেন। কিন্তু এটা আমরা বিশ্বাস করতে চাই না। কালকে খবরের কাগজে পড়লাম ইন্দোনেশিয়ার যে চার্জ ডি এ্যাফেয়ার আছেন তিনি বলেছেন চীন আর ভারতবর্ষ এ্যাটাক করবে না। যদি চীন ভারতবর্ষ এ্যাটাক না করে, যদি কলম্বো প্রস্তাবে যে কথা সাব্যস্ত হয়েছিল তারা সেটা মেনে নেয় তাহলে আমি মন্ত্রি-মহাশয়কে বলব, আজকে যেখানে দেশের প্রত্যেকটি লোক দুঃখ কষ্ট বরণ করে দেশকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এসেছে সেখানে এমারজেন্সি বজায় রেখে ফেয়ার্স করবেন কেন। অন্য দিকে আমি এই কথাও মন্ত্রিমহাশয়কে বলব, আপনি পুনর্বিবেচনা করুন এই বিলটা যদি ৬ মাস পরে আনতে পারেন তাহলে কেন তখন আনবেন না।

দ্বিতীয় হচ্ছে কোন ইলেকসন করতে গেলে তা ফেয়ার ইলেকসন করা দরকার। এবং ফেয়ার ইলেকসন করতে গেলে আজকে যে রাজনৈতিক দল আছে তারা সবাই এই ইলেকসানে নামবে এবং বর্তমানে যে রাজত্ব চালাচ্ছে তাদেরও কিছু বলতে হবে। সেইজন্য আমি বলবো মাননীয় মন্ত্রি-মহাশয় পুনরায় এটাকে বিবেচনা করে যদি পেশ করবার হয় তাহলে উপস্থিত করবেন।

[3-50—4 p. m.]

শ্রীগোর চন্দ্র কুন্ডু : মননীয় সভাপতি মহাশয়, আগে আমাদের মন্ত্রিমহাশয়, যে পোসপণ্ড-মেন্ট বিল পেশ করেছিলেন সেটা এপ্রিল মাসে—অর্থাৎ ১৯৬৩ সালের বাজেট সেসনে সেই বিল পেশ হয়েছিল। তারপর আমি মফঃস্বলে জিলায় গিয়ে খবর পেলাম যে মিউনিসপ্যাল ইলেকসন হবে পঞ্চায়েত ইলেকসন হবে। বি ডি ও অফিসে যারা রিটার্নিং অফিসার আছেন তাদের কাছে একটা সার্কুলার এসেছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম—আমি বললাম যে এই সেদিন আমরা এসেমব্লীতে বিল পাশ করে এলাম যে এখন ভোটাভুটি বন্ধ হয়ে গেল। আবার হঠাৎ রাতারাতি কি ব্যাপার? ওরা বল্লো যে গভর্ণমেন্ট থেকে সার্কুলার এসেছে যে এটা এবার আইনসভায় বিল আকারে উত্থাপিত হবে। আমি এই বিল সম্বন্ধে এই কথাই বলতে চাই যে এই বিলের মধ্যে পরোক্ষ যে স্বীকৃতি রয়েছে যে ইমারজেন্সিকে এখন চালু করে রাখার কোন যুক্তি নেই। অবশ্য এ স্বীকৃতি মন্ত্রিমহাশয়ও দিয়েছেন এই বিল এনে এবং শুধু মন্ত্রি নয়, পশ্চিমবঙ্গের সরকার সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই জনাই বলছি যে এই স্পিরিটটিকে সমর্থন করুন। আমি ইমারজেন্সি লিফটিং করবার জনা একটা প্রস্তাব এনেছিলাম তখন অনেক সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, এবং আপনিও জানেন যে দেশ রক্ষার প্রশ্ন বা ডিফেন্সের প্রশ্নে আমরা সকলেই একমত যে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবার জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা দরকার। আমাদের দেশের যারা বৈদেশিক শত্রু তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার এবং তার জন্য যখন ইমারজেন্সি চালু করা হয় তখন পার্লা-মেন্টে সমর্থন জানিয়েছিলাম—কিন্তু যখন ডি, আই রুল চালু করা হোল তখন সেই রুলের সবচেয়ে বেশী বলি হয়েছিল কমিউনিষ্ট পার্টি। এখন যখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তখন

ইমারজেন্সি রাখার কোন যুক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দেখছি ভারত সরকার পার্লামেন্টের উপনির্বাচনগুলির নির্বাচন করছেন—এখন দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন যথারীতি হয়েছে তখন দেশে সর্বত্র মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে আরম্ভ করে সরকারী কাজকর্ম ইত্যাদি কোন রকম ব্যাহত হচ্ছে না এবং অবিলম্বে কোন রকম সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখছি না তখন ইমারজেন্সি রাখার সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন তুলেছি যে ইমারজেন্সি তুলে দেওয়া দরকার। তারপর দেশে যদি পরিবর্তিত অবস্থা দেখা যায় তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যেই রাষ্ট্রপতি ইমারজেন্সি চালু করতে পারেন। সে সংবিধানগত ক্ষমতা বা অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে। সেখানে আমি আর একটি কথাও বলেছিলাম কেন গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করা সরকারের উচিত নয়। ভারতবর্ষের জনসাধারণকে ভারতবর্ষের পবিত্র সংবিধান যে অধিকার দিয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত পার্টিকে তাদের নিজেদের কথা বলবার জন্য এবং দেশের মানুষকে তাদের উপর কংগ্রেসী সরকার যে জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে বলবার যে অধিকার সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা আজকে কোন সরকারের উচিত নয়। সরকার কিন্তু ইমারজেন্সির সুযোগ নিয়ে সেই অধিকারকে ক্ষুন্ন করেছেন, খর্ব করেছেন, গণতন্ত্রকে সংকুচিত করেছেন। এটা আমার অভিযোগ। আমি দেখেছি যে আজকে যখন চালের দর এক টাকা হয়ে যায়, বাজারে জিনিষপত্রের দাম অধিক মূল্য হয়ে যায় তখন যারা এই মূল্য বৃদ্ধি করেছে তাদের বিরুদ্ধে এই ডি আই রুল প্রয়োগ করেন নি। কিন্তু যারা দেশ রক্ষা করার জন্য কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আইনসভার অভ্যন্তরে এক সংগে প্রস্তাব নিয়েছিল আজকে তাদের কারাগারে আটকে রেখেছেন এখনও পর্যন্ত। যখন সারা ভারতবর্ষে সংবিধানিক প্রশ্ন উঠেছে তখনও তাদের আজকে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে অন্যায়ভাবে অযৌক্তিকভাবে, বিনা বিচারে। এইভাবে ইমারজেন্সিকে অপব্যবহার করা হচ্ছে। কলকারখানায় দেখা যাচ্ছে মালিকদল শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে ছাটাই করে দিচ্ছে তাদের মজুরী কমিয়ে দিচ্ছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ডি আই রুল ব্যবহার করা হচ্ছে না ইমারজেন্সি ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু শ্রমিকরা যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে আন্দোলন করতে যায় তখন সেই ইমারজেন্সির খড়গ চলে আসে, ডি আই রুলের খড়গ চলে আসে মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য।

আমাদের প্রতিবাদ তারই বিরুদ্ধে। দেশ রক্ষার প্রশ্নে আমরা ঐক্যবদ্ধ এবং দেশ রক্ষার প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি এবং করব। তবে এই ইমারজেন্সীর সুযোগ নিয়ে যাঁরা ক্ষমতার অব্যবহার করছেন, দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করছেন তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাই এবং সেইজনাই এই প্রস্তাব এনেছি। আজকে এই বিলের মধ্য দিয়ে তার পরোক্ষ স্বীকৃতি রয়েছে কাজেই মন্ত্রিমহাশয় উত্তর দেবার সময় বলবেন যে না, ইমারজেন্সীর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু নেই। সরকার যদি বলেন তাহলে পশ্চিমবাংলার লক্ষ লক্ষ লোক ভোটে নামবে, ৩।৪ মাস ধরে ভোটের জন্য প্রচার করবে, স্বাভাবিক কাজ কর্ম চলবে, সরকারী কর্মচারীরা নির্বাচনের কাজে নেমে পড়বে এবং সেখানে সরকার এটা জেনেই করছেন যে ইমারজেন্সী রাখার যৌক্তিকতা নেই এবং সেইজনাই এই বিলকে সমর্থন জানাই। আর একটা কারণে এই বিলকে সমর্থন করা দরকার। সেটা বামপন্থী বন্ধুরা ভেবে দেখবেন। আজকে এই ইমারজেন্সীর সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থাতে নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে যেখানে কংগ্রেসের ভোট আছে সেখানে এটা চালু রাখা হয়েছে এবং যেখানে কংগ্রেসের ভোট নেই, বামপন্থীদের ভোট আছে সেখানে সেই বোর্ডকে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-এর হাতে রাখা হয়েছে। আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে এ্যাডমিনিসট্রেটর রাখা হয়েছে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন বহু জায়গায় স্থগিত করা হয়েছে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিধন করা হচ্ছে বা মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাঁরা আডল্ট ফ্রানচাইজ-এর কথা বলছেন, কিন্তু সেই অনুসারে কাজ করতে দ্বিধা বোধ করছেন এবং সেইজনাই এই পোসটপনমেন্ট বিল এনেছেন। অর্থাৎ এতে আমরা দেখছি এ্যাডল্ট ফ্রানচাইজকে কি করে কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য কায়দা কানুন হচ্ছে, বিল এসেছে যে এ্যাডল্ট ফ্রানচাইজ আমরা আদায় করেছি তার থেকে আমাদের বঞ্চিত করার জন্য এবং ইমারজেন্সীকে চালু রাখবার জন্য এইসব ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে এই বিলের মধ্য দিয়ে ইলেকসন-এর কথা যেটা মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন তাতে ইমারজেন্সী উঠিয়ে নেবার পরোক্ষ স্বীকৃতি দেখতে পাচ্ছি এবং সেইজনাই এই বিলকে সমর্থন করছি। তবে এই সমর্থন করতে গিয়ে

আর একটা জিনিস সংগে সংগে বিচার বিবেচনা করতে বলব এবং সেটা হচ্ছে আজকে যেটা পরোক্ষ স্বীকৃতি দিচ্ছেন সেটার প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি দিন—অর্থাৎ ইমারজেন্সী উঠিয়ে নেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মতামত পাঠান। দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে আজকে আপনারা ইলেকসন করবার জন্য বলছেন বা সারা পশ্চিমবাংলায় ভোটের অধিকার দিচ্ছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে বিভিন্ন গণআন্দোলনের কর্মীদের বিনা বিচারে আটক করে রেখে সুষ্ঠু এবং ন্যায়-সংগত ইলেকসন যে করা যায় না সেদিকে আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অর্থাৎ আমার বক্তব্য হচ্ছে ইমারজেন্সী উঠিয়ে নেবার ক্ষমতা যদিও তাঁদের নেই কিন্তু এই রিলিজ অব পলিটিক্যাল প্রিজনার্স এটা তাঁরা করতে পারেন, এটা তাঁদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। এর সংগে সংগে আর একটা কথা বলতে চাই যেটা বিজয়বাবুও বলেছেন যে, ইমারজেন্সী বহাল অবস্থায় যদি ইলেকসন হয় তাহলে সেই ইলেকসন ফেয়ার হতে পারে না কারণ কংগ্রেস দল ইমারজেন্সীর অপব্যবহার করে চলেছে এবং অবাধে করবে। মিউনিসিপ্যালিটির অব্যবস্থাকে ধামা চাপা দিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে সেই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণ যখন বিক্ষুব্ধ হবে এবং সেই অব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বামপন্থী দল যখন নির্বাচনে অবতীর্ণ হবে তখন সরকার অন্য পন্থা নিয়ে, ডি আই রুল-এর ভয় দেখিয়ে বাজীমাত করবার চেষ্টা করবেন, বিভিন্ন রকম চাপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করবেন। কাজেই আমি বলছি এই ইলেকসন মিউ-নিসিপ্যালিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হোক, পঞ্চায়েতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হোক। আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে অন্য প্রশ্ন এনে গণতান্ত্রিক অধিকারকে যেন প্রহসনে পরিণত করা না হয়, ফেয়ার ইলেকসন যাতে হয় সেই ব্যবস্থা করা হয় এবং ইমারজেন্সী উঠিয়ে নেবার যে পরোক্ষ স্বীকৃতি আছে সেটা যেন বাস্তবে পরিণত করা হয়। পশ্চিমবংগ সরকারকে এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Point of Orders reg. : Whether an Act postponing elections during emergency period can be repealed when the emergency continues.

Shri Kashi Kanta Maitra : Mr Chairman, Sir, may I rise on a point of order ? I may do it here and now, if you so allow me, before the Hon'ble Minister rises to give his reply to the points that have been raised in the course of the debate. The point is this. I would invite your attention to the Statement of Objects and Reasons that has been appended to this Bill. It attracted my notice just when Mr Singha, a member of the Independent Benches, was making his speech. It struck me and I also spoke to the Hon'ble Speaker about it. The Statement of Objects and Reasons says :

"In the circumstances immediately following the declaration of grave emergency under article 352 of the Constitution of India the holding of elections of various Local Authorities in West Bengal was considered inadvisable and so at that time a Bill for postponement of such elections was brought before the Legislature and enacted as the West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Act, 1963 (West Bengal Act XIX of 1963.) . . ."

[4—4-10 p m]

At present though the emergency continues, the immediate circumstances are not considered to be such as to justify an indefinite postponement of all such elections, particularly where elections are to be held generally on the basis of adult franchise. Under the Constitution of India such declarations are made only by the President of India, and it is made on his own sole, subjective satisfaction ; his satisfaction is supreme. If the Hon'ble Minister had said that he wants to bring this Bill, instead of assigning this reason, I could have appreciated that. If he wants to arrogate to himself the responsibility of assuring the House that the circumstances prevailing in the country are not such as to justify an indefinite postponement of the

elections, notwithstanding the continuance of the proclamation of emergency in the country, I humbly submit that he is overstepping his own limits because he is encroaching into the realms of President's own jurisdiction. He cannot do that. It is a very important point. This House should consider if it can at all debate on a subject in which the Hon'ble Minister is not at all competent to say one way or the other—on this very important matter—whether we can at all debate on the subject- particularly when only the other day the Hon'ble Home Minister of India made a categorical statement on the floor of the Lok Sabha that the situation in West Bengal is very serious, especially in the border districts of Darjeeling, etc., and the activities of pro-Peking elements are strong there they are mustering their strength in those regions is it open to the Hon'ble Minister here to arrogate to himself the responsibility of deciding that the circumstances are not such as to justify indefinite postponement of the election Sir, I appeal to give your opinion on my point of order I would appeal to you to postpone the discussion of this Bill for some time at least.

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee : My friend has overstepped the limits of the provision of the Constitution Article 352 of the Constitution, which authorises the President to declare a state of emergency, clearly lays down what the President should do The fact that under article 352 an emergency has been declared does not mean that all functions of the State automatically are superseded and States are imbecile to take any action. In the Statement of Objects and Reasons it is admitted that the emergency under article 352 of the Constitution of India exists, it is clearly admitted that there is a state of emergency but the State Government, in bringing forward this Bill, has given the reason that the immediate circumstances are not considered to be such as to justify an indefinite postponement of all elections This statement does not mean that the Minister or the State Government are arrogating to themselves any powers of the President Under article 352 the President has enacted the D I Rules those Rules do not say that all elections are indefinitely postponed In April 1963 the State Government considered, in the situation and circumstances prevailing in the country, that the emergency was such that elections could not be held then Conditions have since changed After April 1963 when the postponement of elections Bill was passed, by-elections have been held not only in West Bengal but elsewhere also Twenty-seven by-elections have been held all over India under the very nose of the Government of India The results of the elections all over India have been peaceful The results of the elections all over India have demonstrated that D I Rules' application was not necessary The results of elections all over India demonstrated that in this democratic country nowhere in the election meeting D.I. Rules were applicable. Restriction is only for those elections where election speeches contravene the provisions of the D I Rules All the political parties exercised the complete restraint which is needed in democracy The Government of India in these days feel that it will not be proper in the interest of the Constitution and in the interest of the emergency itself to indefinitely postpone election. This Government feels that the emergency required that the people should have more power and more confidence This Government feel that the people of West Bengal should not be deprived of the power to develop the country. They should devote themselves to defensive measures with the help of emergency. Powers have been given to the people and they feel that elections should not indefinitely be postponed. In this view of the matter the Bill was introduced There is nothing in the point of order because the Government has accepted the emergency Having introduced this Bill Government has not violated any provision of Article 352 and, therefore, the Bill, in my humble submission, is in order.

Shri Kashi Kanta Maitra : Sir, I do not say that they are not justified from their point of view. My point is that it is the President's satisfaction that comes here. If the Hon'ble Minister had not referred to this point, I would not have any grievance at all. I am quite strong in my submission that he has overstepped the limitations put upon him as a Minister. He says though the emergency at present continues, immediate circumstances are not considered to be such as to justify the postponement. He is, therefore, interpreting what the national emergency is and that he is not at all competent to do. Therefore, I am only seeking your interpretation on the point with regard to this part of the statement.

Mr. Chairman : I do not think any interpretation is required. The Statement of Objects and Reasons clearly says what the emergency continues but even then in the present circumstances elections were held all over India and by-elections were held recently. So I do not think there is anything substantial in your point of order.

Shri Kashi Kanta Maitra : Sir, you have missed my point. My point is this. So far as the Statement of Objects and Reasons is concerned, it requires the satisfaction of the President. What I wanted to say is this. The Hon'ble Minister cannot interpret but he has interpreted what an emergency really means when he says immediate circumstances are not such as to justify immediate postponement. He is arrogating to himself a very great responsibility and I am asking him, with great humility, whether he is competent to do so. This is on his own satisfaction. If he were clear on the point I would not have any complaint to make. Look at the qualifying words "immediate circumstances". How is he competent to interpret in view particularly of the observations—the pithy observations made by the Hon'ble Home Minister and also the Prime Minister on the floor of the Parliament only the other day ?

Mr. Chairman : I do not think there is any controversy anywhere. The Bill is in order.

[4-10—4-20 p.m.]

Shri Bhabani Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September 1963.

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে লোকাল বডিজের নির্বাচন স্থগিত করার বিলটা বাতিল করে নির্বাচন সুরু করবার জন্য নূতন বিল এসেছে। এই বিল আসার পর আমাদের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় মাননীয় সদস্য, যেমন এই মাত্র বিজয়বাবুর কথা শুনলাম তিনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন যে সরকারের মতিস্থির আছে কিনা। ২।৩ মাস আগে এরকম বিল আনে, আবার ২।৩ মাস পরে আর একরকম বিল আনে এবং কয়েক দিনের মধ্যে মধ্যে তাদের অবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে হিসাব পাল্টে যায়, একথা বলে তিনি একটু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আজকে সেই বিস্ময় প্রকাশে মনে হল আমাদের কাছে নির্বাচন এসেছে, সেজন্য বিরাট একটা কাণ্ড করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক অধিকার জনসাধারণের যা হরণ করা হয়েছিল তা অনেকখানি নাকি ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর কোন লক্ষণ বা বিষয় আছে বলে আমি মনে করি না। আজকে শাসকদলের প্রয়োজন হয়েছে কতকগুলি জায়গায় ইলেকসান করানো, সেজন্য যেখানে ইলেকসান হবে সেখানে তারা জানেন যে জিততে পারবেন। যেখানে তারা জানেন যে জিততে পারবেন না সেখানে ইলেকসানও হবে না। এই নির্বাচন এবং নির্বাচন নয়, আরও শাসনমূলক যেসব প্রতিষ্ঠান, সেসব প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার—এবং যেসব প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারী দলের যে খেলা করবার কায়দা সেই খেলা করবার কায়দা হিসাবে এই নির্বাচন হচ্ছে বলে আমি মনে করি। তবে নির্বাচন হচ্ছে ভাল কথা—যেটুকু খেলা তাঁরা খেলেন এবং জনসাধারণকে যে আজকে গলাটিপে

রেখে দেয়া হয়েছে, সেখানে যদি একটু-আধটু তারা কথা বলতে পারে, চীৎকার করতে পারে তো সেটুকু সুযোগ দেওয়া হোক—সেজন্য স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রিকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। নির্বাচন যখন বন্ধ হল, যখন জরুরী অবস্থার নাম করে বাংলা দেশের সমস্ত স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে গলাটিপে তাদের সুপারসীড করার ব্যবস্থা হয় সেই সময় যে ঘটনা ঘটেছিল তা যে কোন নিরপেক্ষ ন্যায়বান লোক জানেন, সেখানে জোর করে শাসকদল যাঁরা ক্ষমতায় আসীন আছেন তাঁর বিরোধীদলকে কোন রকম স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে রাখবেন না, যদিও সেখানকার নাগরিক-জনসাধারণ যতই ভাল ভাবে সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলি চালায়, এই নীতি নিয়ে সেখানে শাসকদলের পার্টির মধ্যে পরামর্শ হয়েছিল এবং সেইভাবে প্ল্যান করে বিভিন্ন জায়গায় ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। একটা ঘটনার ব্যাপারে আমার নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, আমরা দেখেছি যে, চন্দননগরে সেখানকার বোর্ডকে সুপারসীড করতে বাধ্য করা হয় সেখানকার সাধারণ সং নাগরিকরা সেই প্রতিষ্ঠান সুনামের সংগে চালাচ্ছিলেন, তার আগের বোর্ড তাঁরা অত্যন্ত জনপ্রিয়ভাবে চালাচ্ছিলেন এবং পরে তাঁরা কংগ্রেসকে মাত্র ৩টি আসন দিয়া ১৯টা আসন দখল করেন। এই সমস্ত জনপ্রিয় প্রতিনিধিদের তাদের ক্ষমতা থেকে কি করে চ্যুত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা আমরা জানি। সেখানে দেখেছি এস ডি ওর বাড়ী থেকে ২৫।৫০ জনকে নিয়ে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল এস ডি ওর বাড়ী থেকে শোভাযাত্রা বেরুবার আগে তাঁদের নেতা এস ডি ওর সংগে পরামর্শ করে এলেন শোভাযাত্রা চল্লো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অফিস বন্ধ আছে, তালা বন্ধ, ছুটীর দিন দরজা ভাঙ্গা হল এবং ভেংগে সেখানে মেয়রের ঘরে গিয়ে ঢোকা হল। সেই প্রসেসনের সংগে পুলিশ ভ্যান ছিল দেখেছি, সেখানে মেয়রের ঘরে ঢুকে সেখান থেকে এস ডি ওকে ফোন করেছে যে আমরা ভেঙেছি এই সমস্ত কারবার করা হয়েছে। আমি কয়েকদিন আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম একটা লিখিত প্রশ্নের যে কোন কোন জায়গায় নির্বাচন হবে, তাতে যা জানানো হয়েছিল সেখানে চন্দননগরের নাম নেই এবং যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি দয় করে দখল করা হয়েছে তাদের নাম নেই। যেখানে তাঁরা জানেন যে নির্বাচন করলে সেখানে কংগ্রেস মেজরিটি হতে পারবে না- সেজন্য সেখানে নির্বাচন করা হবে না।

আমি আজকে দাবী করছি যে নির্বাচন নিশ্চয়ই করা হোক, গণতান্ত্রিকভাবে করা হোক। জনসাধারণের পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে করা হোক। এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত জায়গা সুপারসীডেড হয়েছে সমস্ত জায়গায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক। এই সাহস যদি থাকে তাহলে গণতন্ত্রের বড়াই করবেন এই কথাই আমরা সরকারী দলকে এবং স্বায়ত্বশাসন [illegible] বলছি। আজকে চন্দননগরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-এর শাসন চলছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-এর শাসনে সেখানে কি হয়েছে? এরা কাকে মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিসট্রেটর বাছে তাও একটা তাজ্জব ব্যাপার। চন্দননগরে সাম পালিতকে অ্যাডমিনিসট্রেটর করা হয়েছে। সেই মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিসট্রেটর গিয়েই কি করলেন? যা, তাজ্জব সমস্ত কাণ্ড করছেন এবং এ খবর আমার কথা নয়, তাঁদেরই চন্দননগরে যে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভ্য আছেন প্রভাত পালিত মহাশয় তাঁরই কাগজে এই সব বেরিয়েছে। 'সমাচার' মন্ত্রিমহাশয় একটু দয়া করে পড়ুন। কিন্তু চন্দননগরে নির্বাচন হবে না। সেখানে গিয়ে অ্যাডমিনিসট্রেটর মহাশয় একটা রিক্সা স্ট্যান্ড এবং একটা বাসস্ট্যান্ড লিজ দিয়ে ছিলেন। এই অ্যাডমিনিসট্রেটর এর বিচারে হল। একটা বিরাট বিক্ষোভ হল এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের শ্রমিক নেতারা, বোমকেশবাবু ইত্যাদি, সেখানে গিয়ে রিক্সাওয়ালাদের পক্ষে নিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানেও যাকে অ্যাডমিনিসট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে রেলওয়ে স্টেসনে [illegible] নিয়ে করপোরেসন-এর কর্মচারীদের মারধর আরম্ভ করলেন। এমন আঘাত করলেন যে তার চোখটি নষ্ট হয়ে যাবার অবস্থা। সেখানে অ্যাডমিনিসট্রেটর মহাশয়ের [illegible] সেখানে মেয়ে স্কুলের দাবি [illegible] আছে যাতে করে মেয়েরা [illegible]। সেই দাবি [illegible] [illegible]। মেয়েদের এখন স্কুলে আসার পথ বন্ধ। সেখানে আজকে করপোরেসন অফিসের কর্মচারীরা [illegible] করপোরেসনে অরাজকতা চলছে। ট্যাক্স আদায় কি হচ্ছে [illegible]। [illegible] সব সময় [illegible] ট্যাক্স আদায় [illegible] এই সব [illegible] তাদের অধীনে। সেখানে অ্যাডমিনিসট্রেটর [illegible] ভীষণ এফিসিয়েন্সি-টি [illegible] হয়। এফিসিয়েন্সি [illegible] [illegible] বন্ধ হয়ে গেল। পাম্প হাউস বন্ধ হয়ে গেল ১৫ দিন আজ সহরে জল নেই। কিন্তু সেই পাম্প কল সারানর যে করে ব্যবস্থা হবে, জানা যাচ্ছে না। অ্যাডমিনিসট্রেটরের ব্যক্তিগত ব্যাপার না বলাই ভাল। কিন্তু এমন

বাড়াবাড়ি হচ্ছে যে লোকে বুঝেছে যে স্বায়ত্বশাসন বিভাগ একটা পাগলের বিভাগ এবং তার মন্ত্রি কি রকম তা জানি না। তিনি কি রকম লোককে নিয়োগ করেন? বেছে বেছে যাদের রাঁচীতে পাঠান দরকার তাদের য়্যাডমিনিসট্রেটর করে নিয়োগ করেন কিনা এই সব প্রশ্ন লোকের মনে রয়ে গিয়েছে। কারণ একজন ভদ্রলোক, তার একটা বাড়ী—আমি বাড়ীর নামটা বলছি "নষ্টনীড়" চন্দননগরে মিউনিসিপ্যাল য়্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়েই তিনি হঠাৎ একদিন তাঁর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ঢুকে পড়ে সেই বাড়ীর বাগান থেকে ফুল তুলতে আরম্ভ করেছেন। বাড়ীর মেয়ে এসে বলছেন কি মশায় আপনি ফুল তুলছেন কেন? বললেন কে আছে তোমার বাড়ীতে? মেয়েটি বললো কেউ নেই। বাবা অফিস গিয়েছেন, আপনি কি চান বলুন? তিনি বললেন তোমার বাবাকে বলবে আমি মিউনিসিপ্যাল য়্যাডমিনিসট্রেটর চন্দননগরের। সম্প্রতি আর একটি ব্যাপার ঘটেছে চন্দননগরের স্কুলের শিক্ষক নিয়ে। চন্দননগরে কতকগুলি বড় বড় স্কুল আছে। সেই স্কুলে শিক্ষক নেই। সেখানে এডুকেশন কমিটি বলে একটি বস্তু আছে। সেই এডুকেশন কমিটির প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ডি আই। কিন্তু য়্যাডমিনিসট্রেটর বলেছেন যে ডি আই যদি প্রেসিডেন্ট থাকেন তাহলে সেই কমিটির মিটিং ডাকবো না। কারণ তিনি ত সবচেয়ে বড়। য়্যাডমিনিসট্রেটর তিনিই সবচেয়ে বড়। আর একজন মিটিং-এ প্রিজাইড করবে এটা তিনি সহ্য করতে পারেন না। অতএব তিনি এডুকেশন কমিটির মিটিং ডাকবেন না। তারজন্য আজকে ৩।৪ মাস হল যে সমস্ত শিক্ষকরা স্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছে, তার জায়গায় সেখানে শিক্ষক নিয়োগের কোন ব্যবস্থা নেই। এই সব কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে অন্ততঃ নির্বাচিত হলে, যদি যাহোক করে কায়দা করে নির্বাচন করেন, নির্বাচিত লোক অন্ততঃ একখানি পাগলামো করবে না এতটুকু বলতে পারি। এবং সেই দিক দিয়ে এই বিলটাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা বলছি সেই নির্বাচন করলে শাসকদল সেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন এমনভাবে যাতে করে জনসাধারণ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারবেন। কিন্তু আমি মনে করি শাসকদল যেখানে নির্বাচনে জেতার আশা নেই, সেখানে তাঁরা নির্বাচন করবেন না। অতএব অনেকে যারা আশা করছেন যে এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সত্যি সত্যিই নির্বাচনের অবাধ অধিকার হল, সে সম্বন্ধে কোন আশা অন্ততঃ আমি পোষণ করতে পারছি না।

[4-20—4-30 p.m.]

Shri Nikhil Das : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st October, 1963.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলটা ষ্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস এ্যান্ড রিজনস এ দেখছি গ্রেভ এমারজেন্সি যখন ঘোষিত হয়েছিল আর্টিকেল ৩৫২ অনুযায়ী তখন আমাদের ইলেকসান বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। পরের স্ট্যানজাতে দেখছি এই গ্রেভ শব্দটা উঠে গিয়েছে শুধু বলছে যাট প্রেজেন্ট, দো দি এমারজেন্সি কনটিনিউস।

আমাদের কনস্টিটিউসনে গ্রেভ, নট গ্রেভ এইভাবে ভাগ করা হয়নি। আর্টিকেল ৩৫২ অনুযায়ী আমাদের যে ফানডামেন্টাল রাইটস্ আছে সেই ফানডামেন্টাল রাইটস্ সাসপেনডেড হয়ে আছে। সেই অবস্থা এখনো আছে। তাতে করে জনসাধারণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেই গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হয়েছে। জনসাধারণের অধিকার সাসপেনড করে রাখা হয়েছে। আমরা জানি গ্রেভ, নট গ্রেভ যেমনই হোক, এমারজেন্সি ঘোষণা করবার ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট এর আছে, এবং এমারজেন্সি ঘোষিত হলে কোন কোন অধিকার আমাদের হাত থেকে চলে যায়, তাতে আমরা জানি আর্টিকেল ১৯, আর্টিকেল ২১, আর্টিকেল ২২-তে আমাদের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাগুলি সাসপেনড হয়ে গিয়েছে। তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, এই যে বিল এখান থেকে পাস হয়ে যাচ্ছে যেটা রেকমেন্ডস ফ্রম দি স্টেট গভর্ণমেন্ট হিসাবে আসবে, তাতে এমারজেন্সি বর্তমানে ঘোষিত আছে—যেটা থাকা উচিত নয় অর্থাৎ যে ধরনের এমারজেন্ট সিচুএসন আজকে আছে সেই এমারজেন্সি থাকা উচিত নয় এবং আর্টিকেল ১৯ অনুযায়ী যে ফানডামেন্টাল রাইটস আছে সেই ফান্ডামেন্টাল রাইট রিভিউ করা উচিত, এখন যে ধরনের অবস্থা আছে তাতে ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলি লোককে দেওয়া উচিত, এবং প্রেসিডেন্টকে দিয়ে সেই অধিকারগুলি যদি রিভাইভ করা হয় তাহলে কি আমরা

বুঝব যে বর্তমানে ভারতবর্ষে সেই অবস্থা আছে? মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি আপনার সামনে এই কথা বলতে চাই, এই যে ইলেকসন করার বিল—এই হাউসে আমরা বারবার বলবার চেষ্টা করেছি, দেশের আজকে যে অবস্থা সেই অবস্থায় যে এমারজেন্সি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে তা লিফ্‌ট করবার জন্য আমাদের ওয়েস্ট বেংগল গভর্নমেন্ট-এর তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব পাঠান দরকার। এটা আমরা বারবার বলেছি, আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস খর্ব হয়েছে। আজকে এই বিলের মাধ্যমে আমাদের সেই বক্তব্য সরকারও মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের যা আসল উদ্দেশ্য তা এই বিলেই ষ্টেটমেন্ট অফ অবজেক্‌ট্‌স য়্যান্ড রিসনসএ নাই। তা হচ্ছে, এমারজেন্সি থেকেই যাচ্ছে - এবং আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস সাসপেন্ড হয়ে থকছে। এই অবস্থায় ইলেকসান করার কোন মানে হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের যে পূর্ণ সুযোগ পাওয়া উচিত তা তারা পাবে না এবং সেই সুযোগ না পাবার দরুণ কংগ্রেস দলের স্বার্থে তাঁদের দলীয় চক্রান্তই কার্যকরী হবে এবং ফেয়ার এন্ড ফ্রি ইলেকসন হবে না। ষ্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস য্যান্ড রিসনসএ পরিষ্কার বলা আছে যে এমারজেন্সি থাকছে, সব কিছুই থাকছে, এবং লোকের ফান্ডামেন্টাল রাইটস সাসপেন্ড হয়ে থাকছে। দলের লোককে সুযোগ করে দেওয়াই এই বিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার আমি এই কথা বলতে চাই, যদি এমারজেন্সি লিফ্‌ট করে ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকসন না হয় তাহলে এইরকম ইলেকসন এর প্রতি দেশের মানুষের শ্রদ্ধা থাকবে না। আমি আবার
ষ্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস য্যান্ড রিসনস

এর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেকেন্ড স্ট্যানজাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে গ্রেভনেস যাই থাকুক না কেন এমারজেন্সি যখন ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে তখন আমাদের ক্ষমতা আছে, আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস সেই সাসপেন্ড থাকছে আর্টিকেল ১৯-এর আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলি অটোমেটিক্যালি সাসপেন্ড হয়ে যায়। তার কোন তারতম্য হয় না। ডিক্লেরেসন অব এমারজেন্সি থাকবে সেই কথার দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই বিলে ইলেকসন অনুষ্ঠিত হবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে নিশ্চয়ই স্বাগত জানব এবং পাশাপাশি নীতিগতভাবে এই অনুরোধও করব যে, ব্যক্তিগতভাবে এটা মেনে নেওয়া হোক কারণ এমারজেন্সি রেখে ইলেকসন করা অত্যন্ত অন্যায় হবেই। যদি ফেয়ার এন্ড ইলেকসন করতে চান, যদি ডেমোক্রেসির মর্যাদা রাখতে চান গণতন্ত্রকে ঠিক বলছি যে এমারজেন্সি রেখে ফেয়ার এন্ড ফ্রি ইলেকসন হতে পারে না। পরিশেষে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই কথা বলতে চাই, যদি এই বিলের দ্বারা ঠিক ঠিক ভাবে ফেয়ার এন্ড ফ্রি ইলেকসন করতে চান, যদি ডেমোক্রেসির মর্যাদা রাখতে চান গণতন্ত্রকে ঠিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাহলে এমারজেন্সি তুলে নেন অর্থাৎ এমারজেন্সি রাখার কোন প্রয়োজন নাই। এই যদি করেন তাহলে এই বিল অনেক সার্থক হয়।

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee: Sir, I beg to move that to

মাননীয় সভাপতি মহাশয় আমি একটু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই দেখে যে এই বিল সম্বন্ধে বিরোধীদল দ্বিধাবিভক্ত, দুইদল সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন, স্বাগত জানালেন, অন্য দুই দল এর সম্পূর্ণ বিরোধীতা করলেন। পোস্টপোনমেন্ট অব ইলেকসন বিল-এ অধিকাংশ সদস্য সরকারকে তখন অভিযুক্ত করেছিলেন এই বলে যে এমারজেন্সির সুযোগ নিয়ে সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করছেন সরকার নিজেদের হাতে ক্ষমতা কক্ষীগত করছেন এবং তাঁরা এই আশংকাও প্রকাশ করেছিলেন যে, এই আইনের দ্বারা সরকার এমারজেন্সির সুযোগ নিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাচন বন্ধ রাখলেন। তখন তাঁরা সরকারের দুরভিসন্ধির তীব্র ভাষায় বিরোধীতা করেছিলেন।

[4-30—4-40 p. m.]

কিন্তু আজকে সে কথা উল্লেখ করবো না। মৌলিক প্রশ্ন হয়েছে যে কমিউনিস্ট পার্টি একে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু সেই সংগে তার সভ্যরা দুটি কথা বলেছেন - আইন সভায় আজকে থেকে ইমারজেন্সী তুলে দেবার আওয়াজ তুলতে হবে সারা বাংলাদেশে আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই যে ইমারজেন্সী তুলে নেওয়া কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষমতা। দেশে

ইমারজেন্সি আছে কিনা সেটা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিচার করবে? ইমারজেন্সি শুধু কি বিহারের, শুধু কি পশ্চিমবাংলার, শুধু কি দার্জিলিংয়ের? একমাত্র রাষ্ট্রপতি সর্বভারতের বিপদ কিনা সেই ভিত্তিতে ৩৫২ ইমারজেন্সি ঠিক করেন। সুতরাং তাঁর এই যুক্তি অপ্রাসাংগিক। দেশে ইমারজেন্সি আছে এবং তা গুরুতর অবস্থাতেই আছে কিনা স্বীকার করে নিয়ে এই বিল আনা হচ্ছে। দ্বিতীয় উনি বলেছেন যে এই সুযোগে ডি আই রুল প্রত্যাহার করে নেবার ধ্বনি আমাদের তুলতে হবে। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ২৭টি উপনির্বাচন ভারতে হয়ে গিয়েছে তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টি কোন জায়গায় সভা সমিতি করবার বক্তৃতা দেবার অধিকার থেকে বাধা পেয়েছেন কি এই গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে? তিনি এটা মুক্ত কন্ঠে বলুন। যাতে বাধা না পায় তার স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার জন্য তার সমস্ত অধিকার এই গণতান্ত্রিক সরকার দিয়েছে। সেই রকম এই নির্বাচন ব্যাপারে যদি এমন কোন কথা না বলেন যা বিদেশী শত্রুকে অর্থাৎ চীনকে সাহায্য করে এই রকম ইংগিত থাকে এমন কোন কথা না থাকে, দেশ রক্ষার বিরুদ্ধে উত্তেজনার সৃষ্টি না করে তাহলে নির্ভয়ে নির্বিচারে নির্বাচনে যোগদান করতে পারেন। কিন্তু যদি এই সুযোগ নিয়ে তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে দেশ রক্ষার বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করেন অর্থাৎ এই নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে যদি এমন কথা বলেন যা চীনকে উত্তেজিত করে তাহলে নিশ্চয়ই ডি আই রুলের আওতায় তারা পড়বেন। আমি মনে করি ইমারজেন্সি থাকলেও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্বাচনের কোন অসুবিধা হবে না। তৃতীয়তঃ আর একজন বলেছেন যে এই সময়ে ইমারজেন্সি রাখার কোন যুক্তি নেই। আমি তো বলেছি যে ইমারজেন্সি রাখার যুক্তি বিচার করার দায়িত্ব কোন প্রাদেশিক সরকারের নেই। এই যুক্তি বিচার করবেন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার। সুতরাং এই প্রশ্ন আজকে এই বিলের মধ্যে আসতে পারে না। কোন কোন সদস্য বলেছেন নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে সমালোচনা বন্ধ করতে হবে। একথা শুনলে দুঃখিত হতে হয়। কংগ্রেস সরকার এই ১৫ বছরের মধ্যে কি দেখেছেন যে তারা সমালোচনার কন্ঠ বন্ধ করেছেন? নিশ্চয়ই সমালোচনা হতে পারে, ভারতবর্ষের ৪০ কোটি নরনারীর কন্ঠে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা হচ্ছে। এতে কংগ্রেস সরকার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তাঁরা গণতান্ত্রিক সমালোচনা চান এবং সেই সমালোচনাকে তাঁরা অভিনন্দন জানান সেই সমালোচনা দেশের গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই ১৫ বছরে তিনটি সাধারণ নির্বাচন এবং দেশে অসংখ্য নির্বাচন হয়ে গেছে- কিন্তু কোন দিনই জনসাধারণের কন্ঠরোধ এই সরকার করেন নি। বিরোধী সর্বদলই অভিনন্দন জানিয়েছে এই সভায় যখন এডাল্ট ফ্রানচাইস আনা হয়। এখন সব এই প্রায় প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার পেয়েছে এই পৌর সভা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গঠন করবার জন্য। কিন্তু এখন আমরা তাদের সেই ক্ষমতাকে যদি ব্যবহার করতে না দিই তাহলে তাদের মনে একটা বিসাদের ছায়া, হতাশার ছায়া এসে পড়বে। সেটা দেশ রক্ষায় বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অনুকূল হবে না। তাই আমি বলছি এই নির্বাচন এই পরিস্থিতিতেই হওয়া উচিত তাতে জনসাধারণ উল্লসিত হবে সংঘবদ্ধ হবে এবং তাদের নিজেদের ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে তাদের যে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব আসবে তাতে দেশ রক্ষা ব্যবস্থাকে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সহায়তা করবে। আজকে ওরা ভয় করতে পারেন-- কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন এই সরকার নির্দেশ দিয়েছেন কংগ্রেস পার্টি অব অল ইন্ডিয়া -- সারা দেশ ব্যাপী পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে এবং সেখানে কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসাবে অংশ গ্রহণ করবে না।

(বিরোধী পক্ষের বেঞ্চ হতে এই সব অসত্য কথা)

[illegible] ঠিকই [illegible] একথা প্রমাণ [illegible] সর্ব [illegible] প্রতিবাদ [illegible] মন্ত্রী [illegible] নির্দিচারে, [illegible] প্রমাণ করতে পারেন যে এটা [illegible] কি না যখন সময় হবে।

(বিরোধী পক্ষের বেঞ্চ থেকে নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারবো)

এখনও নির্বাচন হয় নি কি করে প্রমাণ করবেন- এখনও আপনাদের প্রমাণ করার অপারচুনিটি আসে নি।

মিস্টার স্পীকার: আপনি বলে যান।

দি অনারেবল শৈলকুমার মুখার্জি: স্যার, উনি যদি এইভাবে বলেন তাহলে কি করবো স্যার, প্রতিবাদ করা বন্ধ করুন।

যেকথা এপ্রিল মাসে বলেছিলেন আজকে তার উল্টো কথা বলছেন যে, আমরা ইলেকসন করতে চাই, আমরা বুঝেছি ইমারজেন্সী থাকতে এমন অবস্থা হয় নি যাতে বিপদ আসবে। নিখিলবাবুর কথার উত্তরে কাশীবাবু যে পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছিলেন তার উত্তরে বলেছি এবং বারে বারে তাঁকে বলেছি যে, আর্টিকেল ৩৬২-তে এমন কোন নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেওয়া হয় নি যাতে গণতান্ত্রিক নির্বাচন করলে বা এ্যাডাল্ট ফ্রানচাইস-এর ভিত্তিতে ইলেকসন করলে সেটা গ্রেভ ইমারজেন্সী প্রতিকূল হবে। এই ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পূর্ণ আছে এবং তারা বিবেচনা করতে পারবে যে গ্রেভ ইমারজেন্সীর মধ্যে কোন কাজ করলে সেটা গ্রেভ ইমারজেন্সীকে ব্যাঘাৎ করা হবে। স্যার, পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে পিছিয়ে রয়েছে কাজেই পশ্চিমবাংলা এক তৃতীয়াংশ আমরা নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে চাই। ৬০ হাজার কনস্টিটিউএনসীতে ইলেকসন হবে এবং ২ লক্ষ গ্রামের লোক বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা পাবে। আমরা পশ্চিমবাংলার গ্রামবাসী এবং শহরবাসীকে বেশীদিন ক্ষমতাচ্যুত করে রাখতে চাই না এবং আমরা আশাকরি তারা এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে পারবেন। আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে এই ইমারজেন্সীর দিনে জাতীয়তা প্রতিরোধ রক্ষার প্রতিকূলে যাবে সেই জন্য এই সামান্য রিপিলিং বিল এনেছি এবং আশা করছি সকলেই এই বিলকে সমর্থন করবেন।

[4-40—4-46 p.m.]

Shri Nani Bhattacharjee:
মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমি যে সার্কুলেশন মোশন দিয়েছিলাম, আমার নামে যে সার্কুলেশন আছে তাতে আমি ডিভেসন চাচ্ছি।

Mr Speaker: All right

The motion that the West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and a division taken with the following result

Noes—99

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdul Gafur, Shri
Abdul Latif, Shri
Abdullah, Shri S M
Abul Hashem, Shri
Ashadulla Choudhury, Shri
Bankura, Shri Aditya Kumar
Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerjee Shrimati Maya
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Basu, Shri Abani Kumar
Bazlur Rahman Dargapuri, Moulana
Beri, Shri Daya Ram
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Bejoy Krishna
Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Bose, Shri Promode Ranjan
Chakravarty, Shri Hrishikesh

Chakravarty, Shri Jnantosh
Chatterjee, Shri Mukti Pada
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Dakua, Shri Mahendra Nath
Das, Shri Abanti Kumar
Das, Shri Ambika Charan
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanai Lal
Das, Shri Mahatab Chand
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Das Gupta, Dr Susil
Dhar, Shrimati Charu Shila
Dhara, Shri Sushil Kumar
Dutt, Shri Ramendra Nath
Dutta, Shri Asoke Krishna
Dutta, Shrimati Sudha Rani
Fazlur Rahman, The Hon'ble S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr Ranjit Kumar
Guha, The Hon'ble Dr Prabodh Kumar
Haldar, Shri Haralal
Hansda, Shri Debnath
Hansdah, Shri Bhusan
Jana, Shri Mrityunjoy
Jana, Shri Prabir Chandra
Joynal Abedin, Shri
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Khan, Shri Satyanarayan
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Mahanty, The Hon'ble Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Maitra, Shri Birendra Kumar
Maiti, The Hon'ble Abha
Maity, Shri Bijoy Krishna
Majumdar, Shrimati Niharika
Manya, Shri Murari Mohan
Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shrimati Santilata
Mondal, Shri Sishuram
Mookerjee, Shri Naresh Nath
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar
Mukherjee, Shri Santosh Kumar
Mukherjee, Shri Shankar Lal
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Tarapada

Raikut, Shri Bhupendra Deb
Ray, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Arabinda
Roy, Shri Gonesh Prosad
Roy, Shri Pranab Prosad
Roy, Shri Tara Pada
Saren, Shri Mangal Chandra
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sen, The Hon'ble Bijesh Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shamsul Bari, Shri Syed
Sharma, Shri Jaynarayan
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha, Shri Hiralal
Sinha, Kumar Jagadish Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tushar
Wangdi, The Hon'ble Tenzing

Ayes—5

Baksi, Shri Monoranjan
Banerjee, Shri Bejoy Kumar
Das Mahapatra, Shri Balai Lal
Maitra, Shri Kashi Kanta
Singha, Dr Radhakrishna

The Ayes being 5 and the Noes 99, the motion was lost

Mr Speaker : Other circulation motions fall through

The motion of the Hon'ble Saila Kumar Mukherjee that the West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963, be taken into consideration was then put and agreed to

Clauses 1 and 2.

The question that clauses 1 and 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 3.

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee: Sir, I beg to move that to Clause 3, the following **Explanation** be added, namely :-

> '**Explanation.**—In this section "election" has the same meaning as in the said Act.'

Sir, 'election' was not defined in the previous Act and it is now defined

Shri Bejoy Kumar Banerjee : On a point of order, Sir মিনিস্টার নিজেই কি এ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করতে পারেন?

Mr Speaker : তা পারবেন না কেন। He has given proper notice for that

The motion of the Hon'ble Saila Kumar Mukherjee that to clause 3, the following Explanation be added, namely :

'Explanation.—In this section "election" has the same meaning as in the said Act.'
was then put and agreed to.

The question that clause 3, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee: Sir, I beg to move that the West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963, as settled in the Assembly, be passed

The motion was then put and agreed to

Adjournment

The House was then adjourned at 4-46 p m till 12 noon on Tuesday, the 3rd September, 1963, at the Legislative Building, Calcutta

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Legislative Building, Calcutta, on Tuesday, the 3rd September, 1963, at 12 noon.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Keshab Chandra Basu) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 6 Hon'ble Ministers of State, 7 Deputy Ministers and 149 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given.)

[12—12-10 p.m.]

Arrests made in connection with black-marketing and profiteering

***342.** (Admitted question No *1338)

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: স্বরাষ্ট্র (পুলিস) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইবার পর কোন্ কোন্ জেলায় কতজন ব্যবসায়ীকে চোরাকারবার এবং অতিমুনাফার দায়ে অভিযুক্ত করিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এবং

(খ) ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কতজন সাজা পাইয়াছে ও তারা কি কি ব্যবসায়ে উক্ত অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়াছিল?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: (ক) এ সম্পর্কে একটি বিবরণী উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) মোট ১৭১৬ জন সাজা পাইয়াছে এবং ব্যবসাগুলি হইল—

(১) আটা,

(২) চিনি,

(৩) কেরোসিন,

(৪) কয়লা,

(৫) গুঁড়াদুধ

(৬) গ্যাস সিলিন্ডার,

(৭) পাট,

(৮) সিমেন্ট,

(৯) মাছ,

(১০) লৌহ ও ইস্পাত

(১১) কাপড়,

(১২) অ্যামোনিয়াম সালফেট

(১৩) ঔষধ,

(১৪) কাগজ,

(১৫) বনস্পতি ও

(১৬) সাবান।

(ক) প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত বিবরণী

জেলা।	ধৃত ব্যাক্তির সংখ্যা।
কলিকাতা	১,৫১২
বাঁকুড়া	১
বীরভূম	৩
হাওড়া	৩৮
মেদিনীপুর	৪৩
২৪-পরগনা	২
মুর্শিদাবাদ	৩
নদীয়া	৪
পঃ দিনাজপুর	১৮
জলপাইগুড়ি	৫০
মালদা	৭
দার্জিলিং	১২
কোচবিহার	১৮
পুরুলিয়া	২
জি আর. পি শিয়ালদহ	৩
মোট	১,৭১৬

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য : আপনি বলবেন কি এই যে ১,৭১৬ জন ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হয়েছে এর মধ্যে পাইকারী ব্যবসায়ী কত জন এবং খুচরা ব্যবসায়ী কত জন?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : নোটিশ চাই

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে কত জন ব্যবসায়ীকে চোরাকারবার ও অতিমুনাফার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সুতরাং সেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে বিভাগ সেই বিভাগটাই যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমি মনে করি এর মধ্যে কোন অসংগতি থাকে না।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : নোটিশ দিলে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য : এর আগে যখন প্রশ্ন করেছিলাম তখন মুখ্যমন্ত্রী কোন জবাব দেননি, সুতরাং আমি আশা করব এই সেসনের মধ্যেই তিনি অন্ততঃ এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিভাগ কি রকম, কত পাইকারী, কত খুচরা তা জানাবেন।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আপনার কথা মনে থাকবে।

Mr. Speaker :

উনি স্পেসিফিকালি টু দি পয়েন্ট জবাব চাচ্ছেন।

Shri Tarun Kumar Sen Gupta:
যাঁরা ধরা পড়েছেন, বা সাজা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কোন্ ব্যবসার সবচেয়ে বেশি লোক সাজা পেয়েছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কতজন সাজা পেয়েছে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে।

Shri Kamal Kanti Guha:
কোথায় কতজন সাজা পেয়েছে বলতে পারবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি সব বলে দিয়েছি—কলকাতায় ১,৫১২, বাঁকুড়ায় ১, বীরভূমে ৩, মেদিনীপুর ১৩, ২৪-পরগণা ২, মুর্শিদাবাদ ৩, নদীয়া ৪, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও কোচবিহার ১৮, পুরুলিয়া ২, শিয়ালদহ জি আর পি ৩ জন।

Shri Kashikanta Maitra:
কি ধরণের মাল প্রাকটিস ব্যাডপ্ট করেছিল সেটা বলবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
নোটিশ চাই।

Shri Tarun Sen Gupta:
জি আর পি-তে মোট কত অপরাধী ধরা পড়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
বলতে পারবনা।

Shri Balai Lal Das Mahapatra:
কোন্ ব্যবসায়ে কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে বলতে পারবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
নোটিশ দিলে সমস্ত তথ্য জানতে পারব।

Dr. Narayan Chandra Ray:
জি আর পি-তে যারা ধরা পড়েছিল তাদের কি অপরাধ ছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
তিনজন ধরা পড়েছিল, তিনজনই চোরাকারবারের অপরাধে।

Shri Kashi Kanta Maitra:
চোরাকারবার ও অতিমুনাফার সরকারী ডেফিনেসান কি বলবেন কি? এসম্পর্কে স্ট্যান্ডার্ড কিছু ঠিক করেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
অতিমুনাফা ও স্মাগলিং-এর মধ্যে কি তফাৎ নিশ্চয়ই আপনি জানেন।

Shri Sanat Kumar Raha:
এই যে ১,৭১৬ জনকে এমার্জেন্সি পিরিয়ড-এ গ্রেপ্তার করে সাজা দেওয়া হয়েছে এটা কি নরমাল টাইম থেকে বেশি সংখ্যক?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
তুলনা করে দেখিনি।

Shri Kashi Kanta Maitra:
কোন্ কোন্ আইনে ধরা হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমাদের এখানে ধরা পড়েছে।

West Bengal Anti-Profiteering Act,
Forward Contract Regulation Act of West Bengal, Cement Control Act, Essential Commodities Act অনুসারে

Shri Kamal Kanti Guha:
শিয়ালদহ জি আর পি কাউকে চোরাকারবারের দায়ে অভিযুক্ত করতে পারে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এটা এর থেকে উঠেনা।

Shri Kashi Kanta Maitra:
এই কথা সত্য কিনা একমাস পূর্বে সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্ট এই নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে যারা অতিমুনাফা করছে তাদের ক্ষেত্রে যেন ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া রুলস্ প্রয়োগ করা হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এটা এর থেকে উঠেনা।

Shri Kashi Kanta Maitra:
চোরাকারবার ও অতিমুনাফার লিগ্যাল প্রোপ্রাইটি কি রকম, এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে কোন নির্দেশ এসেছিল কিনা ইয়েস অর নো আমি জানতে চাই। ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া রুল প্রয়োগের কি দরকার নাই?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আপনি কোয়েশ্চেনটা পড়ে দেখুন এটা আসেনা।

Theft of Idols

***343.** (Admitted question No. *1347.)

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী: স্বরাষ্ট্র (পুলিস) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিম বাংলার কোন্ কোন্ জেলার কোন্ কোন্ মৌজায় ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাস হইতে চলতি আগস্ট মাসের ১৫ই তারিখ পর্যন্ত কতগুলি দেব বিগ্রহ মূর্তি অপহরণের সংবাদ সরকার অবগত আছেন, এবং

(খ) সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
(ক) ও (খ) একটি তথ্য সম্বলিত বিবরণী এতদসংগে যুক্ত হইল।

Statement referred to in reply to clauses (ka) and (kha) of starred question No *343 *(admitted question No* *1347).

Serial no.	Names of districts.	Number of cases reported from Janury, 1963 to 15th August 1963 and number of idols stolen	Names of Mouzas or villages where from thefts were reported	Preventive measures taken to combat temple thefts.
1.	Bankura	No case reported	.	(1) Village Registance groups and Rural Police have been alerted
2.	Purulia	Do	.	(2) The villagers, particularly the temple owners have also been alerted
3.	Nadia	Do		(3) C I D West Bengal had already arranged to circulate warning leaflets amongst the villagers—through the Director of Publicity for the purpose of alerting people against temple thieves.
4.	Jalpaiguri .. .	Do	.	(4) Besides these, C I D, has assumed control of investigaton of some recent cases of Burdwan, one of the affected districts with a view to unearthing the gangs responsible for such thefts
5.	G.R.P., Howrah	Do		
6.	Darjeeling . ..	Do	.	
7.	G.R.P., Sealdah .	Do	.	
8.	Burdwan .. . (only Asansol Sub-Division so far recd.)	1 case (2 images and 1 Narayan Shila were stolen)	Mouza Kurdia	
9.	Murshidabad .	6 cases (6 images stolen)	(1) Sam Matinagore, (2) Beliaghata, T B. No. 3 (3) Kandi Town (4) Azimgunj city (5) Mouza Koregram (6) Lalgola Rajbari.	

*Statement referred to in reply to clauses (ka) and (kha) of starred question No *343 (admitted question No. *1347).*

Serial no.	Names of districts.	Number of cases reported from Janury, 1963 to 15th August 1963 and number of idols stolen.	Names of Mouzas or villages where from thefts were reported.	Preventive measures taken to combat temple thefts.
10.	**Malda** .	1 case (1 image was stolen)	South Baluchak	
11	**Hooghly**	1 case (1 image was stolen)	Chatra bazar Rd. Luxmi temple, Serampore	
12.	**Midnapur** .. .	3 cases (3 images were stolen)	1 Kakrada. 2 Nagua 3. Chandrakona Town	
13.	**Birbhum** .. .	1 case (1 image was stolen)	Akalipur	
14	**West Dinajpur** .. .	3 cases (8 images were stolen)	1 Harirampur 2 Sarihat	

N B—Reports from the districts of Burdwan, Cooch Behar, 24-Parganas and Howrah could not be so far collected.

Shri Monoranjan Baksi:
তথ্যটি কি, স্যার?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
তথ্যটা হচ্ছে আইডলস কতগুলি চুরি হয়েছিল। বাঁকুড়াতে একটাও না, পুরুলিয়াতে না, নদীয়াতে না, জলপাইগুড়িতে না, হাওড়াতে না, দার্জিলিং-এ না, শিয়ালদা জি, আর, পি-তে না, আসানসোল সাবডিভিসনে ওয়ান কেস, ওয়ান ইমেজ ওয়াজ ষ্টোলন, মুর্শিদাবাদে অনেক ৬টি, সিক্স ইমেজেস ষ্টোলন্, মালদহে একটি, ওয়ান ইমেজ ওয়াজ ষ্টোলন, হুগলী জেলায় একটি, মেদিনীপুর জেলায় ৩টি।

[12-10—12-20 p.m.]

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায়: এর মধ্যে কয়টা উদ্ধার করা হয়েছে জানাবেন কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: কয়টা উদ্ধার করা হয়েছে তার তথ্য নেই। আমার এখানে আছে—
The C I D., West Bengal, has already arranged to circulate warning leaflets through the Director of Publicity for the purpose of alerting people against temple thieves. Besides this, the C.I.D has assumed control of investigation of some recent cases of Burdwan, one of the affected districts, with a view to unearthing the gangs responsible for such thefts

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: কাকে কাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলবেন কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: কাকে কাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেটা কি করে বলব? কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেটা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর নিশ্চয়ই দেব।

শ্রীসনৎকুমার রাহা: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই বিগ্রহ চুরি করবার পেছনে কোন সাম্প্রদায়িক মতলব আছে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: আমি বলতে পারিনা।

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী: এই যে বিগ্রহ চুরি যাচ্ছে তাতে সরকারের এটা জানা আছে কি যে, এই সমস্ত বিগ্রহ এখান থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: পাচারের খবর আমার কাছে নেই।

শ্রীসনৎকুমার রাহা: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই বিগ্রহগুলো চুরি করে বাজারে বিক্রয় করা হচ্ছে কিনা বা বিদেশে চালান দেওয়া হচ্ছে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: আমি বলতে পারিনা।

শ্রীনেপাল রায়: মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কয়টি মূর্তি কলকাতায় ধরা পড়েছে সেগুলোর কি হোল?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: এই প্রশ্ন থেকে এটা আসেনা।

শ্রীমতী শান্তি দাস: বিগ্রহ চুরি করলে তাকে কি চোর বলা হবে? কারণ আমরা জানি বিগ্রহ হচ্ছেন ভগবান এবং প্রত্যেকেই চয় ভগবান তার ঘরে থাকুন।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: তাকে দস্যু বলা যেতে পারে।

Water supply in certain municipalities

***344.** (Admitted question No *1360.)

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: উন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) দমদম, দক্ষিণ দমদম এবং উত্তর দমদম পৌর এলাকায় গৃহে গৃহে পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনার কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হইবে, এবং

(খ) উক্ত পানীয় জল জবরদখল বাস্তুহারা কলোনীগুলিতে সরবরাহ করা হইবে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: (ক) খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৪-৬৫।

(খ) পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানে জবরদখল কলোনীতে জলসরবরাহের কোন প্রস্তাব নাই।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: আপনি বললেন ১৯৬৪-৬৫ সালে সম্পন্ন হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই ৩টি মিউনিসিপ্যালিটিতে একই সময় হবে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে উত্তর দমদম এবং দক্ষিণ দমদম পৌর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন বিভাগ প্রনোদিত পরিকল্পনা রূপায়নের কাজ দ্রুত অগ্রগতির পথে। প্রথম পর্যায়ে আনুমানিক ব্যয় হচ্ছে দমদমে ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬০৮ টাকা—দক্ষিণ দমদমে ৪০ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৩৮ টাকা এবং উত্তর দমদমে ১৪ লক্ষ ৪ হাজার ৪০০ টাকা। ব্যয়ের ২।৩ অংশ অনুদান এবং বাকী ১।৩ অংশ ঋণ। উক্ত ঋণ পৌরসংস্থা কর্তৃক ৩০টি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। পরিকল্পনা অনুযায়ী দমদম এবং দক্ষিণ দমদমে দৈনিক গড়ে মাথাপিছু ২০ গ্যালন এবং উত্তর দমদমে ১৫ গ্যালন করিয়া জল সরবরাহ করা হইবে। গভীর নলকূপের সাহায্যে এই পানীয় জল সরবরাহ করা হইবে এবং উহা সকল প্রকার রোগজীবানু এবং খনিজ প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত থাকিবে। যদিও ১৯৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পরিকল্পনা রূপায়নের কাজ সম্পন্ন হইবে, কিন্তু আংশিক জল সরবরাহ চলতি ইংরাজী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে দেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। জল সরবরাহ পরিকল্পনা মিউনিসিপ্যালিটির নির্দেশ মত করা হইয়াছে এবং যেখানে যেখানে জল সরবরাহ করা হইবে তাহা মিউনিসিপ্যালিটি বলিয়া দিয়াছে। জবরদখল কলোনীগুলো এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

Expenditure involved in protecting Pakistan-border areas of West Bengal

***345.** (Admitted question No. *1386.)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়প্রধান: স্বরাষ্ট্র (পুলিস) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের পাক সীমান্ত, সীমান্ত পুলিস দ্বারা পাহারার জন্য ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে;

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের পাকসীমান্ত পাহারার সমস্ত ব্যয়ভার বহনের কোন প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: (ক) ১৯৬১-৬২ সালে ৩২,৫১,০০০ টাকা এবং ১৯৬২-৬৩ সালে ৪৯,৯৩,০০০ টাকা।

(খ) সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের নিমিত্ত কোনও প্রস্তাব এখনও দেওয়া হয় নাই, তবে এই খরচের কিছু অংশ বহন করার জন্য লেখা হইয়াছে। এ বিষয়ে আরও কতটা সাহায্য চাওয়া হইবে তাহা বিবেচনা করা হইতেছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায় প্রধান: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আসাম সরকার সীমান্ত এলাকা রক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হয়েছেন কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: জানিনা।

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ব্যয় ভার-এর কত অংশ বহনের রাজী করিয়েছেন বা রাজী করার চেষ্টা করছেন?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: আমি সর্বপ্রথমেই বলেছি এই খরচ তাঁদের বহন করতে বলেছি যদি সমস্ত বহন করেতো খুসী হবো, কতটা তাঁরা দেবেন এখনও সেটা সিদ্ধান্ত হয়নি।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা হিসাব দিলেন ৩২ লক্ষ টাকার কিছু বেশী আর একটা ৪৯ লক্ষ টাকা. অতিরিক্ত প্রশ্ন হলো পশ্চিমবঙ্গ এবং পাকিস্তান সীমান্ত এলাকার জেলাগুলিকে উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে টাকা ব্যয় করা হল তার অঙ্ক আপনি দিলেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদের এবং তাদের ধন সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য যে পরিমান টাকা বরাবর ব্যয় করে আসছেন এই যে অঙ্ক দিলেন তা তার চাইতে বেশী কি, যদি বেশী হয়, কত বেশী?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: এই যে বলেছি ৩২ লক্ষ টাকা ১৯৬১-৬২ সালে, তারপরে ৪৯ লক্ষ টাকার বেশী,—প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার বেশী।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: বর্তমানে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন নূতন ব্যবস্থা নিয়েছেন?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: সঠিক বলতে পারিনা, কেননা পুরো ব্যাটালিয়ন বাড়িয়েছি তাতে ৩৩-৩৬ ভাল টাকা বাড়বে।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায়: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বর্ডার এলাকাগুলি আনপ্রটেক্টেড কিনা, তা যদি হয় তাহলে কোথায় কোথায় আনপ্রটেক্টেড রয়েছে এবং বিনা পাশপোর্টে বহু জায়গায় লোক যাচ্ছে আসছে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: নোটিশ চাই। তবে একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল তার উত্তরে বলছি আমরা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্যাপিটেল খরচ যা হবে তার ৫০ ভাগ চেয়েছি আর ক্যাপিটেল কষ্ট ৫০ ভাগ ঋণ হিসাবে চেয়েছি। ৫০ ভাগ গ্রান্ট,, ৫০ ভাগ লোন, এখনও পর্যন্ত তার মাত্র ৩৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা দিয়েছে আর্মস কিনবার জন্য। এটা আমার কাছেই ছিল বলতে ভুলে গিয়েছি।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এই চেঞ্জড সারকামষ্টেন্সে—লোক-সভায় প্রধান মন্ত্রিমহাশয় যে বক্তৃতা দিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা করছি তিনি এই হাউসে এই আশ্বাস দিতে পারেন কিনা যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের, তাদের ধন সম্পত্তির এবং ষ্ট্যান্ডিং ক্রপ যা রয়েছে সেগুলি রক্ষা করার জন্য অ্যাডিকুয়েট প্রটেকশন ওয়েষ্ট বেঙ্গল পুলিশ ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: এখন যে ব্যবস্থা করছি তাতে এডিকুয়েট প্রটেকশন দিতে পারব।

[12-20—12-30 p.m.]

শ্রীকমলকান্তি গুহ: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে আর একটা ব্যাটেলিয়ান বাড়ান হচ্ছে। কিন্তু বর্ডার ক্যাম্প বাড়ান হবে কিনা এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: হ্যাঁ, কিছু বাড়ান হবে।

শ্রীসনৎকুমার রাহা: সীমান্ত এলাকার মুর্শিদাবাদ জেলায় হাজার হাজার বিঘা জমি পাকিস্তান থেকে লোক এসে সেগুলি দখল করে চাষ করছে। সেখানে পাহারার ব্যবস্থা করা কি সম্ভব নয় যাতে সেগুলি আমাদের দখলে নিয়ে এসে চাষীকে দিয়ে চাষ করান যায়?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: এটা এর থেকে উঠেনা, আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না।

শ্রীবলাইলাল দাস মহাপাত্র: **মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কিনা?**

দি অনারেবল প্রফ্ল্লচন্দ্র সেন: এ প্রশ্ন এর থেকে উঠেনা।

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে আমি প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে খরচের কত অংশ আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে চেয়ে পাঠিয়েছি, তাতে বললেন সবটাই। তারপর অবশ্য ভালভাবে ফাইল দেখে বললেন অর্ধেকটা ও'রা ঋণ হিসাবে দিয়েছেন এবং অর্ধেকটা দান হিসাবে দিয়েছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বর্ডার রক্ষার দায়িত্ব যখন কেন্দ্রীয় সরকারের তখন প্রোটা চাননি কেন?

দি অনারেবল প্রফ্ল্লচন্দ্র সেন: যখন দ্বিতীয় ফাইন্যান্স কমিশন তৃতীয় ফাইন্যান্স কমিশন এসেছিল তখন তাঁদের কাছে বলেছিলাম যে বর্ডার রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, কাজে কাজেই এর ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারের বহন করা উচিত। তাঁরা রাজী হন নি। এখন দেখছি কিছ্ যদি পাই সেটাই লাভ।

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য: আসামে সেটা দিচ্ছে।

দি অনারেবল প্রফ্ল্লচন্দ্র সেন: আসামের কথা যেটা বলছেন তা যদি দিয়ে থাকেন তাহলে আমাদের কেন দেবেন না?

শ্রীবলাইলাল দাস মহাপাত্র: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন সীমান্ত রক্ষী প্লিশের উপর সরকার কোন কোন কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন?

দি অনারেবল প্রফ্ল্লচন্দ্র সেন: এক কথায় বলতে গেলে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব তার মানে যা তাই।

শ্রীকমলকান্তি গ্হ: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বল্লেন যে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব যা প্লিশ তা করবে। কিন্তু মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি সমান্ত রক্ষী যারা আছে তারা চোরাকারবারীদের ধরতে পারে না?

দি অনারেবল প্রফ্ল্লচন্দ্র সেন: এ প্রশ্ন এর থেকে উঠেনা।

T. B. and leprosy patients in Murshidabad district.

***346.** (Admitted question No. *1399.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাইবেন কি -

(ক) ম্শির্দাবাদ জেলায় সরকারী হিসাব অন্যায়ী (১) যক্ষ্মা (২) কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা বর্তমানে কত;

(খ) উক্ত জেলায় কুষ্ঠ রোগের হাসপাতাল এবং যক্ষ্মা রোগীর বেড বাড়াইবার প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা,

(গ) পরিকল্পনা থাকিলে তাহা কতদিনে কার্যকরী করা হইবে, এবং

(ঘ) গত পাঁচ বৎসরে উক্ত জেলায় উক্ত রোগ দুইটিতে কতজন লোক মারা গিয়াছে?

দি অনারেবল প্রবোধকুমার গ্হ:

(ক) (১) (২) সরকার কর্তৃক কোন সমীক্ষা না হওয়ায় সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নহে।

(খ) কুষ্ঠ রোগীর হাসপাতাল বাড়াইবার কোন প্রস্তাব সরকারের আপাততঃ নাই। তবে ম্শির্দাবাদ জেলার সদর হাসপাতালে উপস্থিত যে ছয়টি যক্ষ্মা রোগীর শয্যা আছে তাহা বাড়াইয়া উক্ত হাসপাতালে মোট ২০টি যক্ষ্মা রোগীর শয্যা স্থাপনের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

(গ) কুষ্ঠ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে না; তবে যক্ষ্মা সম্বন্ধে পরিকল্পনা যথা সম্ভব শীঘ্র কার্যকরী করা হইবে।

(ঘ) কুষ্ঠ রোগীর মৃত্যু ১৫৬, যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু ৭১৩।

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায়: কয়েকদিন আগে আপনি একটা লিখিত প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন মুর্শিদাবাদে ২০টা টি বি রোগীর বেড আছে। আজকে বল্লেন ৬টা আছে। কোনটা ঠিক?

দি অনারেবল প্রবোধ কুমার গুহ: এখন ৬টা আছে, ২০টা স্যাঙ্কসান করেছি। কিন্তু স্যাঙ্কসান হলেও সব এক সংগে তৈরী হয় না, সময় লাগবে। খুব শীঘ্র ২০টা ব্যবহৃত হবে।

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায়: এটা কোন হাসপাতালে হবে, যেটা নতুন হাসপাতাল হচ্ছে সেখানে হবে, না, যেটা পুরাণ সদর হাসপাতাল সেখানে হবে?

দি অনারেবল প্রবোধ কুমার গুহ: খুব দুঃখের বিষয় যে আমাদের কাগজপত্রে সেরকম কিছু নেই যে কোন্ জায়গায় হবে।

Derelict tubewells in Sadar Subdivision of Hooghly district

***347.** (Admitted question No. *1431.)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) হুগলি জেলার সদর মহকুমায় সরকারী সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি নলকূপ খারাপ হইয়া আছে,

(খ) খারাপ টিউবওয়েল রিসিংক করিবার জন্য কতজন স্টাফ ঐ মহকুমায় নিযুক্ত আছেন;

(গ) কি কি বিষয় বিবেচনা করিয়া এই রিসিংক কেসগুলির প্রায়রিটি ধার্য হয়, এবং

(ঘ) কোন অফিসার ইহা মঞ্জুর করেন?

শ্রীজয়নাল আবেদিন:

(ক) উক্ত মহকুমায় রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত নলকূপগুলির মধ্যে ২৩ টি অকেজো অবস্থায় আছে। অন্যান্য বিভাগীয় পরিকল্পনার অধীনে স্থাপিত নলকূপগুলির মধ্যে অকেজো নলকূপের হিসাব এখনই দেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

(খ) ও (গ) রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম-এর অধীনে প্রতিবৎসর বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান সাপেক্ষ প্রতি ৪০০ ব্যক্তির জন্য ১টি এবং প্রতি গ্রামে অন্ততঃ ১টি নলকূপ স্থাপনের নীতি অনুযায়ী নূতন ও অকেজো নলকূপ স্থাপনের কার্যসূচি গ্রহণ করা হইয়া থাকে। উক্ত কার্যসূচি সাধারণ ঠিকাদার মারফৎ সম্পন্ন হয়। তবে যে সমস্ত অঞ্চলে গ্রামবাসীগণ অদক্ষ শ্রম (আনস্কিল্ড লেবার) দান করিতে রাজী থাকেন সেখানে ডিপার্টমেন্টাল বোরিং সেট এর সাহায্যে কিছু কিছু অকেজো নলকূপ পুনঃস্থাপন করা হইয়া থাকে। হুগলী সদর মহকুমায় এরূপ একটি বোরিং সেট আছে। ইহা চালাইবার জন্য ১ জন মেকানিক ও ২ জন মেট নিযুক্ত আছেন। যে সমস্ত অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব অত্যধিক সেইসব অঞ্চলকেই এই ব্যাপারে যথাসম্ভব অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়া থাকে।

(ঘ) রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম-এর অধীনে গৃহীত রিসিংকিং-এর কার্যসূচি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত করা হইয়া থাকে। ডিপার্টমেন্টাল বোরিং এর সাহায্যে নলকূপ পুনঃস্থাপনের কাজ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই-এর সংশ্লিষ্ট এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুর করিয়া থাকেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী:
এই যে ২৩টা নলকূপ অকেজো আছে, কতদিন ধরে আছে?

শ্রীজয়নাল আবেদীন:
দিন, ক্ষণ, তিথি আমি বলতে পারবো না।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী:
সবশেষে সদর সাবডিভিসন-এ কতগুলি নলকূপ আর ডবলিউ এস-র অন্তর্ভুক্ত?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : সে হিসাব আমি দিতে পারি না, তবে আমরা মাস্টার প্ল্যান করছি যখন যে কোন প্রোগ্রামের অধীনে নলকূপ হচ্ছে একটা ইউনিফায়েড প্রোগ্রামে আমরা তা আনার চেষ্টা করছি। আমি টোটাল ফিগার দিচ্ছি ৩,১৫৬ টিউবওয়েল আছে।

Some of these tubewells were sunk by the District Board before the water supply work in rural areas was taken up by the Government in the Health Department and the remaining tubewells were sunk under different programmes, viz., R.W.S., Tribal Welfare Scheme, C.D. Programme, Local Government programmes, etc.

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : যেখানে ৩ হাজারের উপর টিউবওয়েল সেখানে একজন একজি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁর দুজন এ্যাসিস্টান্ট এবং নলকূপ পোঁতার যে দুটো যন্ত্র আছে তাই দিয়ে ৩ হাজার টিউবওয়েল রক্ষণাবেক্ষণ কি সম্ভব বলে মন্ত্রীমহাশয় মনে করেন?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : আমার মনে করা নিয়ে কিছু যায় আসে না—সরকারের যে ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়েছে তাই করা হয়েছে।

[12-30—12-40 p.m.]

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : ১৯৬২-৬৩ সালের মধ্যে রুর‍্যাল ওয়াটার-সাপ্লাই স্কীমে কত-গুলি টিউবওয়েল সিংক করেছেন?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এটা পৃথক প্রশ্ন না করলে বলতে পারবো না।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে এই অব্যবস্থার জন্য ব্লক এরিয়া, নন-ব্লক এরিয়া, আর ডবলিউ এস—এই তিনটি ইউনিট থাকার জন্য মফঃস্বল অর্থাৎ রুর‍্যাল এরিয়া ওয়াটার-সাপ্লাই-এর অব্যবস্থা হচ্ছে—গত বাজেটে বলেছিলেন যে এই তিনটিকে ইউনিফিকেসন করা হবে—সেইসব করা হয়েছে কিনা?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এখনও পুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি—বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে ২।৩ হাজার টিউবওয়েলের মধ্যে বছরে কত টিউবওয়েল খারাপ থাকে?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : তিন হাজারের মধ্যে কত খারাপ থাকে বলতে পারবো না, এখানে প্রশ্ন ছিল যে আর ডবলিউ এস-তে কতগুলি টিউবওয়েল খারাপ হয়েছে?

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় : আমি পারসেন্টেজ বলছি—কত পারসেন্ট টিউবওয়েল খারাপ থাকে?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : সেটা এখনই বলতে পারবো না।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় : যদি না বলতে পারেন তাহলে মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয় বলবেন যে ৩ হাজার টিউবওয়েল মেরামত করবার জন্য দুটি ইউনিট-এ এটা কখনও সম্ভব নয়—এবং বছরের পর বছর, দিনের পর দিন সেইজন্য টিউবওয়েলগুলি অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। তার জন্য আরও বেশী ষ্টাফ সেখানে নিয়োগ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : একটা সাবডিভিসন-এ ৩,১৫৬ বলেছি এবং কোয়েশ্চেন-এর মাধ্যমে রিকোয়েষ্ট ফর এ্যাকসন হয় না—এ সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা আছে—আপনারা রিপ্রেজেনটেসন দেবেন তাহলে তার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি যে সারা বাংলা দেশে যেখানে এক একটি সাবডিভিসনেতে ৩ হাজার করে বলছেন আবার অন্যান্য বড় সাবডিভিসনে তার চেয়ে

আরও বেশী আছে—এই রেসিওতে ও অন্যান্য জায়গায় এই রকম ২টি করে ইউনিট যে আছে রিপেয়ার করবার জন্য সে খবর কি উনি রাখেন?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : প্রায় তাইই আছে—কোথাও ২টি, কোথাও ১টি, কোথাও তিনটি আছে—আমি কিন্তু এর আগে এই হাউসে কলিং এ্যাটেনসনের জবাবে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করেছি।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে সব টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে—সেগুলি রিসিংকিং করার কোন পদ্ধতি নেবার জন্য দেশের লোককে আমরা বলবো?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : আপনি ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা জেনে নিতে পারেন—হাউসে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার সময় নেই এবং প্রশ্নের মাধ্যমে রিকোয়েস্ট ফর একসন হয় না।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : রিসিংকিং করার জন্য সরকার থেকে টাকা আদায় করা বা রিসিংকিং করার জন্য পাবলিককে টাকা দিতে হবে এমন কোন ব্যবস্থা আছে কি?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : দিতে পারলে ভাল সে তথ্য আমি আপনার কলিং এটেনসনের জবাবে দিয়েছি—তবে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : এই টাকা কাকে দিতে হবে?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : সংশ্লিষ্ট এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার যাঁরা আছেন তাঁদের দিতে হয়।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : গভর্নমেন্টের কি জানা আছে যে রিসিংকিং ব্যাপারে এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার—এ'রা কোন টাকা গ্রহণ করেন না?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : ডিস্ট্রিক্ট হেলথ কমিটি আছে—তারা এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করেন। সব ব্যাপারেই যে টাকা দিলে করে দিতে পারবো সে রকম ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নি—আমি ডিটেলস বলেছি এর বেশী তথ্য যদি চান আমার মনে হয় না যে আমাকে তার উত্তর দিতে হবে।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : এই তিন বছর ধরে এ বিষয়ে জবাব মারফত কাজের মাধ্যমে কোন পদ্ধতি আমরা পাই নি—অনুগ্রহ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বছরের মধ্যে কোন পদ্ধতি নির্ণয় করবেন কি?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : বিবেচনাধীন নিশ্চয়ই আছে।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এই মাত্র বললেন যে একটা মাষ্টার প্ল্যান রচনা করেছেন—ঐ প্ল্যানটা কি ধরণের সেটা তিনি জানাবেন কি?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এ প্রশ্নের সংগে এর কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : স্যার, কোয়েশ্চেন এরাইজেস আউট অব দি রিপ্লাই গিভেন।

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এখন এ তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : এই রকম মাষ্টার প্ল্যান বাংলা দেশের অন্যান্য জায়গায় চালু করবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : আমাদের এটা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য রচিত হয়েছে।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে এই আর ডবলিউ এস-এর টিউবওয়েলগুলি জেলা শাসক, জেলা উন্নয়ন কমিটির অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার জন্য একটা প্ল্যানড্ এপ্রোচ করা হয়েছিল এবং তার জন্যই দ্রুত সেই সমস্ত টিউবওয়েল খনন করা সম্ভব হয় নি গত বছরে?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এই প্রশ্নের সংগে এর কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এ বিষয়ে চিন্তা করবেন কি যে আর. ডবলিউ, এস-তে যে টিউবওয়েল খনন করার ক্ষমতা আছে সেটা বি, ডি, ও-র অন্তর্ভুক্ত করা যাতে সুষ্ঠু-ভাবে টিউবওয়েল খনন করা সম্ভব হয়?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এর উত্তর আমি কলিং এটেনসনের মাধ্যমে সব তথ্যই দিয়েছি।

শ্রীবলাইলাল দাস মহাপাত্র : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে যেসব নলকূপ খারাপ হয়ে গেছে তা কত দিন থেকে খারাপ হয়ে আছে?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : নোটিশ দিলে বলতে পারি।

শ্রীকমলকান্তি গুহ : আপনি ডিস্ট্রিক্ট হেলথ কমিটির কথা বলেছেন। এই ডিস্ট্রিক্ট হেলথ কমিটিটা কি এবং কাদের নিয়ে গঠিত হয়?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এতে ডি এম ও থাকেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন, এক্জিকিউ-টিভ ইঞ্জিনীয়ার যিনি আমাদের থাকেন তিনি থাকেন।

শ্রীদেবীপ্রসাদ বসু : মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন এই যে, আর ডবলিউ এস-র টিউবওয়েল, যার থেকে জল সরবরাহ করা হচ্ছে, তাতে সাজান বাগান শুকিয়ে যাবার পর জল সরবরাহ করে কি কোন লাভ হবে?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এর উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

Asansol Development Board

***348.** (Admitted question No. *1436.)

শ্রীবিজয় পাল: উন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) আসানসোল মহকুমার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বা অ্যাডভাইসরী বোর্ড আছে কিনা,

(খ) থাকিলে, সেই বোর্ডের মিটিং গত নির্বাচনের পর ডাকা হইয়াছে কিনা; এবং

(গ) যাহাদের লইয়া বোর্ড গঠিত হয় তাহাদের নাম কি, এবং কি ভিত্তিতে সভ্যদের লওয়া হইয়া থাকে?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এর উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। এখানে প্রশ্ন ছিল আসানসোল মহকুমার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বা অ্যাডভাইসরি বোর্ড আছে কিনা? উত্তরে বলা হয়েছে না। থাকিলে সেই বোর্ডের মিটিং গত নির্বাচনের পর ডাকা হইয়াছে কিনা? প্রশ্ন উঠে না। আর (গ) হচ্ছে যাহাদের লইয়া বোর্ড গঠিত হয় তাহাদের নাম কি এবং কি ভিত্তিতে সভ্যদের নেওয়া হইয়া থাকে। কাজেই এই প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আমি দেখছি এখানে যদিও ডেভেলপমেন্ট বোর্ড নেই বা অ্যাডভাইসরি বোর্ড নেই, আসানসোল মহকুমায় উন্নয়ন কমিটি আছে। এবং ১৭-১০-৫৫ তারিখে ঐ কমিটি গঠিত হয় ১৪-৯-৫৯ তারিখে পুনর্গঠিত হয়। পুনর্গঠিত কমিটির সভ্যদের নাম হচ্ছে

1. S.D.O., Asansol—Chairman
2. Circle Officer, Asansol.—Secretary
3. Circle Officer, Raniganj
4. Block Development Officer, Faridpur.
5. Subdivisional Agricultural Officer, Asansol.
6. Subdivisional Agricultural Marketing Officer, Asansol.
7. Subdivisional Health Officer, Asansol.
8. Subdivisional Publicity Officer, Asansol.
9. Subdivisional Fishery Officer, Asansol.
10. Subdivisional Medical Officer, Asansol.
11. Chief Sanitary Officer, Asansol Mines Board of Health.
12. Inspector of Co-operative Societies, Asansol
13. Veterinary Surgeon, Veterinary Hospital, Asansol.

এ'রা হচ্ছেন অফিসিয়ালস্ আর

Representatives of Local Bodies

1. Chairman, Asansol Municipality.
2. Chairman, Raniganj Municipality.
3. Dr. B. C. Kanjilal, P.U.B., Bogra.
4. Shri Balaram Majhi, P.U.B., Puchra.
5. Dr. Kali Mukherjee, P.U.B., Basudebpur.
6. Dr. Amulya Acharjee, P.U.B , Neamatpur.
7. Shri Shyamananda Banerjee, P.U.B., Burnpur.
8. Shri Sudhakar Acharjee, P.U.B , Bidyanandapur.
9. Shri Gokul Mukherjee, P.U.B., Jemera.
10. Shri Chandicharan Mukherjee, P.U.B , Ondal.
11. Shri Satyagopal Mukherjee, P.U B., Faridpur.
12. Shri Prasanta Agasti, P.U.B., Kanksa.

আর মেম্বারস অব লোকসভা ও ষ্টেট লেজিসলেচার হচ্ছে

Members of Lok Sabha and State Legislature

1. Shri Monomohan Das, M P , Deputy Minister.
2. Shri Dhwajadhari Mandal, M.L A.
3. Shri Ananda Gopal Mukherjee, M.L A.
4. Shri Bimanbihari Lal Singh, M L.C.
5. Shri Atulya Ghosh, M.P
6. Shri Shibdas Ghatak, M L.A
7. Shri Amarendra Nath Mandal, M.L.A
8. Shri Benarasi Prosad Jha, M.L.A.
9. Shri Taher Hossain, M L.A.
10. Shri Kanai Lal Das, M L A.
11. Shri Pasupati Nath Malia, M.L C.
12. Shri Baidya Nath Mandal, M.L.A.

Members of District Board

1. Shri Nalinaksha Roy.
2. Shri Bagalananda Banerjee
3. Shri Kamalbihari Lal Singh
4. Shri Nirmalendu Mukherjee
5. Shri Atul Chandra Acharjee
6. Shri Amulya Ratan Acharjee

Member nominated by Government

Professor S K Mukherjee, Vice-Principal, Asansol College.

Members nominated by District Magistrate

1. Shri R. M. Gole.
2. Dr. N C. Sen.
3. Shri P. K. Ghosh.
4. Shri G R. Mitra.
5. Shri Shew Prosad Poddar.

কাজে কাজেই আমি ঐ সাপ্লিমেন্টারী হিসাবে বলে দিলাম এটা ডেভলপমেণ্ট বোর্ড নেই বলে (ক) (খ) (গ)—তিনই হচ্ছে, না, প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায় : উন্নয়ন সমিতি ও ডেভেলপমেন্ট বোর্ড-এর তফাৎ কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : মহকুমায় ডেভেলপমেন্ট বোর্ড নাই।

Prices of the essential commodities

***349.** (Admitted question No. *1444.) **Shri Narayan Choubey:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Supplies Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that prices of essential commodities have been fixed by the Government in this State ;

(b) if so, what are the essential commodities whose prices have been so fixed ; and

(c) what are the wholesale and retail prices of the same fixed for the various parts of the State ?

[12-40—12-50 p.m.]

The Hon'ble Charu Chandra Mahanti:

(a) and (b) Yes, in respect of the following commodities only, viz. :

(i) imported wheat and wheat products, namely, atta, flour and suji.

(ii) sugar, and

(iii) soft coke.

(c) Statements I, II and III are laid on the table

Statement I referred to in reply to clause (c) of starred question No. 349.

Maximum wholesale and retail prices of Imported Wheat and Wheat-products

Commodity.	Area.	Maximum Price chargeable by Producers (per quintal)	Maximum Wholesale prices (per quintal)	Maximum Retail prices (per kilogram)
1	2	3	4	5
		Rs P.	Rs. P.	Rs. P.
Wheat (Imported).	Calcutta Industrial Area .			0·40
	Districts . ..			0·43
Atta ..	Calcutta .. .	40 19	41 53	0·44
	24-Parganas district (excluding areas falling within the Calcutta Industrial area).	..	42 87	0·47
	Howrah district (excluding areas falling within the Calcutta Industrial area).	.	42·87	0·47
	Hooghly district (excluding areas falling within the Calcutta Industrial area).	..	42·87	0·47

Commodity.	Area.	Maximum Price chargeable by Producers (per quintal)	Maximum Wholesale prices. (per quintal)	Maximum Retail prices. (per kilo-gram)
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
	Nadia district		43·54	0·47
	Murshidabad district		44·21	0·48
	Burdwan district		43·54	0·47
	Birbhum district		44 21	0·48
	Bankura district		44 21	0·48
	Midnapore district (excluding Contai subdivision)		44·21	0·48
	Contai subdivision of Midnapore district		44 74	0·48
	Purulia district		44·21	0·48
	Malda district		46·89	0·50
	Raiganj subdivision of West Dinajpore district		45 55	0·49
	Sadar subdivision of West Dinajpore district		46 89	0·50
	Cooch Behar district		46 89	0·50
	Siliguri subdivision of Darjeeling district		46·89	0 50
	Sadar subdivision of Darjeeling district		50·91	0·55
	Kurseong subdivision of Darjeeling district.	..	49 57	0 54
	Kalimpong subdivision of Darjeeling district	..	52·24	0·56
	Sadar subdivision of Jalpaiguri district	..	46·89	0·50
	Alipurduar subdivision of Jalpaiguri district.		48 23	0·51
Flour ..	Calcutta Industrial Area ..	55·75	..	..
Suji ..	Calcutta Industrial Area ..	58·94	.	..

*Statement II referred to in reply to clause (c) of starred question No. *349.*

Statement showing minimum wholesale and retail prices of Sugar in the District Head-quarters of West Bengal as on 10-8-63.

Districts	Wholesale Prices in Rupees per quintal	Retail Prices in Rupees per Kilogram
1	2	3
1 Calcutta	117·95	1·22
2 24-Parganas	116·27	1·20
3 Nadia	114·96	1·17
4 Murshidabad	114·55	1·17
5 Burdwan	119·76	1·23
6 Birbhum	118·87	1·21
7 Bankura	119·16	1·22
8 Purulia	118·48	1·22
9 Midnapore (Sadar North)	119·88	1·23
10 Hooghly	119·55	1·22
11 Howrah	120·15	1·23
12 Jalpaiguri	119·00	1·23
13 West Dinajpur	134·00	1·37
14 Darjeeling	123·14	1·26
15 Malda	119·65	1·22
16 Cooch Behar	120·89	1·24

*Statement III referred to in reply to clause (c) of starred question No *349*

Price of soft coke in quintals in different parts of West Bengal

Serial No.	Name of Station	Wholesale	Retail	Remarks
1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	
1	Calcutta	5.26	6.22	Prices differ at different centres in the sub-division. So the maximum and minimum prices have been shown.
2	Alipur Sadar	5.54 to 5.80	6.55 to 6.81	
3	Barasat	5.21	6.47 to 6.61	
4	Barrackpur	5.48 to 6.66	6.46 to 7.42	

Serial No.	Names of Station	Wholesale	Retail	Remarks
1	2	3	4	5
		Rs	Rs.	
5	Diamond Harbour	5 57 to 6 24	6 53 to 7 20	Prices differ at different centres in the sub-division. So the maximum and the minimum prices have been shown
6	Bongaon		6 32 to 6 66	Ditto
7	Basirhat	5 86 to 6 99	6 45 to 7 58	Ditto
8	Hooghly Sadar	5 34	6 05 to 6 30	
9	Serampore	5 91 to 6 22	6 21 to 6 52	Ditto
10	Chandernagore	5 91 to 6 22	6 21 to 6 52	Ditto
11	Arambagh		4 62 to 7 22	
12	Howrah Sadar	5 29	5 94 to 6 69	
13	Uluberia	5 49 to 5.68	5 81 to 7 95	Ditto
14	Burdwan Sadar		5 70	
15	Asansol	4.90	5 20	
16	Katwa		5.98	
17	Kalna		5 84	
18	Berhampur Sadar		6 13 to 8.36	Prices differ at different centres in the sub-division. So the maximum and the minimum prices have been shown
19	Lalbagh		6 18 to 7.71	Ditto
20	Kandi		6.04 to 7 13	Ditto
21	Jangipur		5.71 to 7.10	Ditto
22	Birbhum Sadar	5.21 to 5.71	5.46 to 5.96	Ditto
23	Rampurhat	5·24	5.49	
24	Contai		6 18 to 7.92	Prices differ at different centres in the sub-division. So the maximum and the minimum prices have been shown.
25	Midnapore	..	5.33 to 6 94	Ditto.
26	Ghatal	5.16 to 5.78	5.41 to 6.03	Ditto
27	Jhargram	..	5.47 to 6.50	Ditto.

Serial No.	Names of Station	Wholesale	Retail	Remarks.
1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	
28	Tamluk	5.41 to 8.00	5 57 to 8.16	Prices differ at different centres in the subdivision. So the maximum and the minimum prices have been shown.
29	Bankura Sadar	4.17 to 4 42	4 77 to 4 92	Ditto
30	Vishnupur	4.45 to 5 53	5 12 to 6 20	Ditto.
31	Nadia Sadar		6 23 to 6 28	Ditto
32	Ranaghat		6 23 to 6 28	Ditto
33	Maldah		6 35 to 7 41	Ditto
34	Raiganj		6 86 to 7 75	Ditto.
35	Balurghat		7 83 to 8 33	Ditto
36	Islampur		6 72 to 6 78	Ditto
37	Darjeeling(S)	10.57 to 12 72	10 80 to 13 00	Ditto
38	Kurseong	9 60	9 90	Ditto
39	Siliguri		7 50	Ditto
40	Kalimpong		8 92 to 10 92	Ditto
41	Jalpaiguri (S)		6 85 to 7 90	Ditto.
42	Alipurduar		6 90 to 7 88	Ditto
43	Cooch Behar		7.68 to 7 90	Ditto
44	Purulia	4 40 to 5 22	4 46 to 5 22	Ditto

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: প্রশ্নটা ছিল রাইস কি এসেন্সিয়াল কমোডিটি নয়? রাইস-এর কোনরকম দাম বাঁধা হয়নি?

দি অনারেবল চারুচন্দ্র মহান্তী: আপনি প্রশ্ন করেছেন
whether it is a fact that prices of essential commodities have been fixed by the Government in this State
তার মধ্যে চালের দাম ফিক্স করা হয়নি।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: আমি জিজ্ঞাসা করছি এই সরকার চালকে এসেন্সিয়াল কমোডিটির মধ্যে ইনক্লুড করেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ যদি করেন, এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ-এর মধ্যে ইনক্লুড করে ডিফারেন্সিয়ালি ট্রিট্ করবার কারণ কি বিশেষ করে চাল নিয়ে যখন দেশে হাহাকার?

দি অনারেবল চারুচন্দ্র মহান্তী: আমরা চালের দাম ফিক্স করতে চাই না।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: আমার প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালকে এসেন্সিয়াল কমোডিটি রূপে ট্রিট্ করেন কিনা—

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন ছিল—

"whether it is a fact that prices of essential commodities have been fixed by the Government in this State:

(b) if so, what are the essential commodities whose prices have been so fixed; and

(c) what are the wholesale and retail prices of the same fixed for the various parts of the State"?

আমাদের পশ্চিমবাংলার চালের মূল্য নির্দ্ধারণ আগে কোনরকম করা হয়নি বলেই মন্ত্রিমহাশয় এইরকম উত্তর দিয়েছেন।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: এটা জাগলারি অব ওয়ার্ডস হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি চালটা এসেন্সিয়াল কমোডিটিরূপে গণ্য করেন কিনা এবং যদি করেন তাহলে সেটাকে অন্যান্য এসেন্সিয়াল কমোডিটি থেকে তফাৎ করছেন কেন?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: এজন্য যে আমরা এসেন্সিয়াল কমোডিটি আইন অনুসারে যা ঠিক করে দিয়েছি তার মধ্যে চালের দাম ঠিক করা হয়নি।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: আমার প্রশ্ন হচ্ছে—আমি এই জাগলারি অব ওয়ার্ডস-এর মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করছি চালকে এসেন্সিয়াল কমোডিটি রূপে গণ্য করেন কিনা এবং যদি করেন তাহলে সেটাকে এসেন্সিয়াল কমোডিটি-র মধ্যে যেগুলি পড়ে তার থেকে তফাৎ করছেন কেন?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: এর জবাব দেওয়া হয়েছে -

[Noise]

Shri Kashi Kanta Maitra: Sir, let him reply to my first question

Mr. Speaker: Your question consists of two parts

Shri Kashi Kanta Maitra: Yes, my first question is —if rice is included or treated as an essential commodity by the Government of West Bengal?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Unless we fix the price of a commodity, we do not include it in the list of essential commodities.

Shri Kashi Kanta Maitra: What are the considerations that govern the decision of the Government as to whether a particular commodity will be treated as an essential commodity or not? Is it to be guided solely by the consideration of its price or by the consideration of its paramount importance in the life of the consumers?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Every commodity or article may be considered as essential So far as rice is concerned, certainly it is an essential commodity, but because we have not fixed the price of rice, we have not included it in the schedule

শ্রীসনৎকুমার রাহা: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এসেন্সিয়াল কমোডিটি হিসাবে গণ্য করেন এবং চালের ঊর্ধতন এবং নিম্নতম দাম বাঁধার বিষয় চিন্তা করছেন কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: সরকার বিবেচনা করছেন।

শ্রীননী ভট্টাচার্য: আমি মুখ্যমন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি অ্যাপার্ট ফ্রম দি ফিক্সেসন অব প্রাইস চালকে তাঁরা এসেন্সিয়াল কমোডিটি হিসাবে ট্রিট করেন কিনা, এটা আমি ক্যাটিগোরিক্যালী জিজ্ঞাসা করতে চাই।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: আমি তো পূর্বেই-এর উত্তর দিয়েছি - এখানে এমন কোন লোক নাই যিনি বলবেন না চাল এসেন্সিয়াল কমোডিটি নয়। আর, আমরা যে জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে সেই জিনিসের মূল্য এনফোর্স করব তাকে সেই সিডিউল-এ ফেলব এটা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

শ্রীঅবনীকুমার বসু: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি ইন রেসপেক্ট অব রিটেল অ্যান্ড লার্জ স্কেল ট্রানজ্যাকসন্স চালের বিষয়ে তিনি কি কোন প্রফিট-এর হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: সম্প্রতি আমরা মারজিন ঠিক করে দিয়েছি, কিন্তু মারজিন ঠিক করে দেওয়াই মূল্য নির্ধারণ নয়। ধানের দর নির্ধারণ করে হোলসেলারসদের যে প্রাইস নির্ধারণ করবো তাতে ইন্সিডেন্টাল এক্সপেন্সেস ধরে ক্যাস সেল-এ ১১/২% মারজিন রাখতে পারবে আর ক্রেডিট সেল-এ শতকরা ২ ভাগ

শ্রীঅবনীকুমার বসু: আমি আর একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি—হোলসেলারদের গুদামে মাল ধরবার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: সেরকম ব্যবস্থা নাই।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : ধানের দর কেন আপনারা ফিক্স করেন না?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: কেনর জবাব দেবনা। কারণ,

that is the policy of Government. We have not fixed the price of rice.

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য: তাঁকে আমি অনুরোধ করব তিনি যেন টেম্পার না দেখান ভদ্রভাবে কথা বলেন কারণ তিনি হাউস-এর লিডার।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমার টেম্পার মাননীয় সদস্যের টেম্পার-এর চেয়ে অনেক ভাল।

[12-40—1 p.m.]

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : চিফ মিনিস্টারকে অনুরোধ করব কামরাজ প্রপোজাল ইমপ্লিমেন্ট করার সংগে সংগে এতটা আনব্যালেন্সড হবেন না। যা হোক, কি কি জিনিস এসেনসিয়াল কমোডিটি হিসেবে নিয়েছেন তার একটা স্টেটমেন্ট হাউসে দিলেন যে এটা এটা আমরা গণ্য করি। আমার প্রশ্ন হলো যে কমোডিটিকে সিডিউলের মধ্যে ইনক্লুড করছেন বা করছেন না তার উপরেই কি সেটা এসেনসিয়াল কমোডিটি কিনা সেটা নির্ভর করছে, না যে কমোডিটির প্রাধান্য মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী তার উপরে সেটা নির্ভর করছে?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমি উত্তরেই বলেছি চাল যে বাংগালীর জীবনে এসেনসিয়াল কমোডিটি একথা বলে দিতে হবে না। কিন্তু চাল বা ধানের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ দাম আমরা নির্ধারণ করিনি এবং যেহেতু নির্ধারণ করিনি সেহেতু মূল্য এনফোর্স করবার প্রশ্ন ওঠে না এবং সেইজন্য তালিকাতেও নাম নেই।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মুখ্যমন্ত্রীমহাশয়ের উত্তর থেকে দেখতে পাচ্ছি হুইট এ্যান্ড হুইট প্রডাক্টস এসেনসিয়াল কমোডিটি হিসেবে তার প্রাইস ফিক্সড হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে চাল ছাড়া মাছ, তেল বা অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে মূল্য নির্ধারণ করবার পরিকল্পনা বা চিন্তা আপনাদের আছে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : চিন্তার মধ্যে নেই। হুইট-এর যে আছে তার কারণ হচ্ছে পশ্চিমবাংলার সমগ্র হুইট-এর কনট্রোল আমাদের হাতে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে আমেরিকান হুইট পাই তার ডিস্ট্রিবিউসন আমাদের কর্তৃত্বাধীনে হয়ে থাকে এবং সেইজন্যই তার মূল্য এনফোর্স করতে পারি শুধু হুইট-ই নয়, হুইট প্রোডাক্টস-এরও করতে পারি।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : চিনি এসেনসিয়াল কমোডিটি হিসেবে ট্রিট করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে চিনির হোলসেল এবং রিটেল প্রাইস যা ফিক্স করেছেন তাতে এই ফিক্স করবার আগে বাজারে যে চলতি দর ছিল তার চেয়ে কত বেশী হয়েছে?

দি অনারেবল চারুচন্দ্র মহান্তি : কয়েকদিন যাবত কিছু বেড়েছিল বলে কনট্রোল হয়েছে। কন্ট্রোল হবার পূর্বে যে দাম ছিল তার চেয়ে কম।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : কয়েকদিন আগে যে দর বেড়েছিল তার তুলনায় এক রকম হতে পারে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে হঠাৎ দাম বেড়ে গেল এবং তার আগে চিনির যা বাজার দর ছিল তাতে আপনারা যে হোলসেল এবং রিটেল প্রাইস ফিক্স করলেন সেটা তার চেয়ে বেশী কিনা?

দি অনারেবল চারুচন্দ্র মহান্তি : তার চেয়ে বেশী ঠিক কিন্তু আমার কাছে কোন লিস্ট নেই।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : মুখ্যমন্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, এটা এসেনসিয়াল কমোডিটি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে চালের দাম কেন বাঁধলেন না?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঃ যে সমস্ত দ্রব্যকে বা কমোডিটিকে এসেনসিয়াল কমোডিটি এ্যাক্ট অনুসারে বিচার করি না, যার সরবরাহের উপর আমাদের কোন কন্ট্রোল নেই তার মূল্য নির্ধারণ করলে আমরা সেই মূল্য এনফোর্স করতে পারব না।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র ঃ এসেনসিয়াল কমোডিটিকে আইনের আওতায় আনবার জন্য ওয়েস্ট বেংগল গভর্নমেন্ট কোন চেষ্টা করেছেন কিনা বা করবেন কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঃ আমরা চালের সম্বন্ধে কোন রকম চেষ্টা গত ৫ বছরে করিনি এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যদি অনুমতি না দেন তাহলে যে সিদ্ধান্তে আমরা এতদিন আছি সেটাতেই বহাল থাকব—কোন রকম পরিবর্তন করতে পারব না।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র ঃ পশ্চিমবাংলায় চালের দাম যখন ৪০ টাকায় উঠেছে তখন আপনি চালকে এসেনসিয়াল কমোডিটি হিসেবে সিডিউলের মধ্যে আনবার জন্য পার্মিসন চাইবেন কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঃ চালের মত কমোডিটিকে যদি এসেনসিয়াল কমোডিটি বলে ঘোষণা করতে হয় তাহলে চালের সমস্ত সরবরাহ আমাদের হাতে থাকা উচিত। তা যদি না থাকে তাহলে কোন বুদ্ধিমান লোক চালের দাম নির্ধারণ করবেন না এবং করলে তা বাতুলতা হবে।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী ঃ চালের দাম যদি ৪০ টাকা থেকে ১০০ টাকা হয় তাহলেও কি কোন উপায় নেই?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঃ যদি ৪০ টাকা থেকে ১০০ টাকা হয় এই হিসেবের মধ্যে আমি যেতে চাচ্ছি না।

Health Centre at Mahula

***350.** (Admitted question No. *1449.)

শ্রীদেবশরণ ঘোষঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বেলডাংগা থানার মহুলা অঞ্চল হেলথ্ সেন্টারটিকে প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টারে রূপায়িত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি,

(খ) পরিকল্পনা থাকিলে, উহাকে কয়টি শয্যাসংখ্যা বিশিষ্ট করা হইবে, এবং

(গ) বর্তমানে উক্ত হেলথ্ সেন্টারটিতে কতজন কর্মচারী আছেন এবং তাঁহারা কি কি পদে নিযুক্ত আছেন?

শ্রীজয়নাল আবেদিন ঃ (ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) ডাক্তার — ১ জন।

কম্পাউন্ডার — ১ জন।

হেলথ এ্যাসিস্টান্ট — ১ জন।

সেবিকা — ১ জন।

শিক্ষাপ্রাপ্ত দাই-ধাত্রী — ১ জন।

ঝাড়ুদার — ১ জন।

জেনারেল ডিউটি
এ্যাটেন্ডেন্ট — ১ জন।

Civil Defence measures

351.* (Admitted question No. *1458.) **Shri L.R. Josse: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Civil Defence) Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that Civil Defence measures from Darjeeling, Kalimpong, Jalpaiguri and Cooch Behar have been withdrawn ; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (a) Yes.

(b) This has been done in accordance with the instructions of the Government of India who have to decide where Civil Defence measures have to be taken

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং অঞ্চলে সিভিল ডিফেন্স মেজার তুলে দিয়েছেন এবং কারণ হিসাবে বলেছেন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইনস্ট্রাকশনে তুলেছেন, এখন এই তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় বাংলাদেশের প্রতীক হিসাবে এই অঞ্চলের অবস্থা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে সিভল ডিফেন্স মেজার এই সব অঞ্চলে রাখা উচিত।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এ সম্বন্ধে যারা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী অভিজ্ঞ তারা আমাদের সংগে দু তিন বার পরামর্শ করেছেন এবং এই সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেই তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

Shri Lakshmi Ranjan Josse: From the reply of the Hon'ble Minister am I to understand that it has been done by the Central Government on the advice of the Bengal Government ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: In this matter I am not competent to advise them

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের সংগে বাংলা সরকার একমত হয়েছেন কিনা ?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এখানে একমত হওয়ার কোন প্রশ্ন নেই, ডিফেন্সের ব্যাপারে তারা যা বলবেন তা আমরা মানতে বাধ্য।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বললেন যে এটা ডিফেন্সের ব্যাপার, কিন্তু সিভিল ডিফেন্সের ব্যাপার হলেও আমরা যখন বাজেট বরাদ্দ করেছি সেদিক থেকে এটা বাংলা সরকারের ব্যাপার, তাই প্রশ্ন হল এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নেওয়ার আগে বাংলা সরকারের সংগে একমত হয়েছিলেন কিনা ?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : সিভিল ডিফেন্স ষ্টেট সাবজেক্ট হলেও আমরা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শানুসারে কাজ করে থাকি। আমি মনে করি এ বিষয়ে তাদের হাতে এক্সপার্ট আছে, অন্য দেশ থেকে বিদেশ থেকে এক্সপার্ট এসেছিলেন, তাঁদের সংগে অনেক আলোচনা করেছি, পরামর্শ করেছি, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত তাঁদের হাতে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই এটা হয়েছে।

Shri Kashi Kanta Maitra: In view of the aggravation of the border situation particularly in regard to these border districts, will the State Government urge upon the Centre for restoration of civil defence measures in these districts ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I have already stated that it is the Central Government whose advice is to be taken in all these matters.

Nursing Training Centre in Murshidabad district

***352.** (Admitted question No. *1471.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় নার্সিং ট্রেনিং-এর জন্য কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা; এবং

(খ) উক্ত ট্রেনিং স্কুলে কতজন ছাত্রীর সীট আছে?

[1-00—1-10 p.m.]

দি অনারেবল প্রবোধকুমার গুহ : (ক) আছে।

(খ) প্রতি বৎসর ২০ জন সেবিকার ভর্তির জন্য মঞ্জুরীকৃত সীট আছে।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : এই সিট কি ২০ টার বেশী বাড়াবার কোন পরিকল্পনা আছে?

দি অনারেবল প্রবোধকুমার গুহ : আমাদের যারা কোয়ালিফায়েড নার্স তাদের সংখ্যা কম থাকার জন্য আমরা সিট বাড়াবার চেষ্টা করছি এবং মুর্শিদাবাদে যেটা জে এন রায় হাসপাতাল-এ নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার আছে সেখানে ২০ টার জায়গায় ৪০ টা করবার চেষ্টা করছি এবং বাকি ২০ টা মেয়ে থাকবার জন্য আমাদের যাতে ঘর তৈরি হয় তার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি ১ বছরের মধ্যে ঘর হয়ে যাবে।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর শহরে যে নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার আছে সেখানে ২০ জন ছাত্রীকে নেওয়ার জন্য সিলেকসান করেন কারা?

দি অনারেবল প্রবোধকুমার গুহ : এর জন্য সিলেকসন কমিটি আছে। আমাদের এ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর, নার্সিং, তিনি সেই সিলেকসান কমিটি পর্যবেক্ষণ করেন।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : লোকাল চীফ মেডিক্যাল অফিসার এবং ডি এম ও তাঁদের কি এই সিলেকসানের দায়িত্ব নেই?

দি অনারেবল প্রবোধকুমার গুহ : সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব হবে না। এই সমস্ত ডিটেলস আমার কাছে নেই, তবে সিলেকসান কমিটিতে থাকা স্বাভাবিক।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : মুর্শিদাবাদে যখন সেন্টার আছে তখন মুর্শিদাবাদের ছাত্রীরা যদি নার্সিং ট্রেনিং নিতে চায় তাহলে তাদের প্রায়োরিটি দেওয়া হবে কিনা?

দি অনারেবল প্রবোধকুমার গুহ : দেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়।

Retrenchment of some employees of Land and Land Revenue Department

***360.** (Short Notice) (Admitted question No. *1571) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(1) if it is a fact that a large number of employees in the Settlement and Estates Acquisition set-up as well as other sections of the Land and Land Revenue Department are going to be retrenched;

(2) if so, please state the reasons thereof;

(3) cannot the services of these employees be retained for expediting compensation payment work and also for implementing land reform measures; and

(4) is the Government considering to provide alternative employment to these employees, if so, where?

***The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya*:** (1) There is no such proposal at present.

(2) Does not arise.

(3) does not arise.

(4) Does not arise in the present case; but it has been the policy of Government to provide alternative employment to surplus men of any branch of administration when occasion arises as far as practicable in other branches of the administration.

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানিয়েছেন যে দেয়ার ইজ নো সাচ প্রোপোজাল এ্যাট প্রেজেন্ট। আমি তাঁর কাছে জানতে চাই কোন সময়ে এই রকম কোন প্রোপোজাল ছিল কিনা?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য : মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, ব্যাপার হচ্ছে এই আমাদের ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা কালেকটরের মাধ্যমে ছিল। আমরা ক্ষতিপূরণের কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করবার জন্য ব্যবস্থা করেছি যে ডি এল আর এ্যান্ড এস আর মাধ্যমে সেটেলমেন্ট অফিসাররা যাতে স্থানীয় কমপেনসেসান পেমেন্ট করতে পারেন বিভিন্ন জায়গায় যেয়ে যেয়ে। লোকাল পেমেন্টের ব্যবস্থা করার পর থেকে কালেকটরের অধীনে যে সমস্ত কর্মচারী ছিলেন তাঁদের কিছু কিছু প্রয়োজন হ্রাস পায়। সেজন্য কয়েকদিন আগে মোট ৭৩ জন এমপ্লয়ীকে বীরভূম, বর্ধমান এবং মালদহ জেলায় তাদের কাজ লাঘব হওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। এ কথা আমি বলেছি যে ঐ ৭৩ জনকে আবার আমাদের অন্য বিভাগে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আমরা পুনরায় বলি যে সরকার নীতি হিসাবে এই জিনিসটা বরাবব অনুসরণ করে চলেছেন এবং করে চলবেন যে ভবিষ্যতে যদি কারোর কর্মচারী দবকার না হয় তাহলে তকে ছাঁটাই না করে অন্য শাখাতে যতদূর সম্ভব এ্যাবজর্ভ করা হবে।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন এই ফাইনাল কমপেনসেসান পেমেন্ট রোল তৈরি করার জন্য বর্তমানে পশ্চিমবংগে কতগুলি কর্মচারী নিযুক্ত আছে?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য : এটা আমি ঠিক বলতে পারব না। আমরা গত বছর ৬ শো জনকে অতিরিক্ত নিযুক্ত কবেছিলাম যে ৬ শো জনের মধ্য থেকে ৭৩ জনকে এই নূতন পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়াব ব্যবস্থা করার পব থেকে ছাঁটাই করবাব প্রয়োজন হয়। আমরা তাদের পুনরায় অন্য কাজে নিযুক্ত করেছি।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি আমাদেব হাউসে এই আশ্বাস দেবেন যে ৬ শো জনকে অতিরিক্ত নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর বিকল্প চাকরিতে নিযুক্ত করা হবে?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য : মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, এই কথা বলেছি এবং পুনরায় বলছি যে সরকারের ঘোষিত এবং অনুসৃত নীতি হচ্ছে কোন সরকারী কর্মচারীর কাজ শেষ হয়ে যাবার পর তাকে ছাঁটাই না করে বিকল্প কাজে যতদূর সম্ভব নিযুক্ত করা যাবে।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি নদীয়া জেলায় এ ধরনের ২৯ জনের উপর ছাঁটাই করার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিনা?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য : আমার কাছে সে রকম কোন সংবাদ নেই।

Admission of students into the R. G. Kar Medical College, Calcutta

***361.** (Short Notice) (Admitted question No. *1558.)

বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্তমান বৎসরে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে মালদহ এবং কোচবিহার জেলার জন্য সংরক্ষিত চারটি আসনের মধ্যে যাঁহারা প্রি-মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তি হইবার জন্য নির্বাচিত হইয়াছে তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের পিতার নাম এবং তাঁহাদের পুরা ঠিকানা কি; এবং

(খ) ইহাদের উক্ত জেলাসমূহে স্থায়ী বাসস্থান আছে বলিয়া কাহার জন্য কে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন?

শ্রীজয়নাল আবেদিন:

(ক) তালিকা টেবিলে রাখা হইয়াছে;

(খ) তালিকা টেবিলে রাখা হইয়াছে।

(ক) ১৫৫৮ (এস এন) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখিত তালিকা

নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	প্রার্থীর পিতার নাম	পূর্ণ ঠিকানা
	মালদহ জেলা	
(১) শ্রীমানসকুমার পোদ্দার	ডাঃ রাধামাধব পোদ্দার	গ্রাম—কেন্দুয়া পোঃ আঃ—বুলবুল-চণ্ডী, জেলা—মালদহ।
(২) শ্রীঅরুণপ্রকাশ মন্ডল	শ্রীঅভয়চরণ মণ্ডল।	গ্রাম—শেকদামপুর, পোঃ আঃ ঐ, জেলা—মালদহ।
	কোচবিহার জেলা	
(১) শ্রীসুহাসচন্দ্র রায়।	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।	গ্রাম শীতলকুচি, পোঃ আঃ—ঐ, জেলা—কোচবিহার
(২) শ্রীরণজিৎকুমার ধর	ডাঃ আশুতোষ ধর।	কোচবিহার টাউন, থানা—কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার।

(খ) যাহার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে।	যিনি সার্টিফিকেট দিয়াছেন।
মালদহ জেলা।	
(১) শ্রীমানসকুমার পোদ্দার।	(১) শ্রীনিমাইচাঁদ মুর্মু, এম এল এ (হবিবপুর)
(২) শ্রীঅরুণপ্রকাশ মন্ডল।	(২) শ্রীশান্তি গোপাল সেন, এম এল এ (ইংলিশ বাজার)
কোচবিহার জেলা	
(১) শ্রীসুহাসচন্দ্র রায়।	(১) শ্রী বি কে রায় এম এল এ (শীতলকুচি)
(২) শ্রীরণজিৎকুমার ধর।	(২) শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত, এম এল এ (উত্তর কোচবিহার)

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র: ভর্তির সঙ্গে যে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে তাতে কি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট বলে লেখা হয়েছে?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : *আমি সার্টিফিকেটটা পড়ে দিচ্ছি—*

This is to certify that Shri Manas Kumar Poddar, Son of Shri Radha Madhab Poddar, is permanently residing at Kendua, P.O. Bulbulchandi, District Malda. He is (Manas Kumar Poddar) personally known to me. He bears a good moral character.

I wish him success in life Sd. Nemai Chandra Murmu, M.L.A.

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র : ঐ সার্টিফিকেট দেয়ার পর এটা কি সত্য যে আবার ২ জন এম এল এ কোন সার্টিফিকেট বা সুপারিশ পত্র দিয়েছেন আর জি কর মেডিকেল কলেজে ?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এর পরে দুজন একটা স্টেটমেন্টের মত দিয়েছেন—শ্রীধরণী ধর সরকার, এম এল এ এবং শ্রীনিমাইচাঁদ মুর্মু, এম এল এ।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র : ওটা দয়া করে পড়বেন কি ?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : প্রার্থীর বাবা শ্রীরাধামাধব পোদ্দার ১৯৪২ সন হইতে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত মালদহে ছিলেন। ১৯৪৫ সনে চাকরী নিয়ে তিনি আসামে যান এবং এখনও সেখানে চাকরী করেন। ছুটীতে মাঝে মাঝে মালদহের কেন্দুয়া গ্রামে আসেন, তাঁহার ছেলে শ্রীমানস কুমার পোদ্দার জন্ম হইতে (১৯৪৫ সাল) ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মালদহে ছিল, তারপর অন্যত্র থেকে সে পড়াশুনা করে এবং ছুটীর সময় মাঝে মাঝে মালদহে যায়। আমরা জানি ভারতবর্ষে তাহার দ্বিতীয় নামে কোন জায়গা বা জমি বা বাড়ী নাই।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র : ছুটীতে মাঝে মাঝে সে মালদহ জেলায় আসে তাকে মালদহের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট বলা যাবে কিনা ?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এর উত্তর আমি দিতে পারি না।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র : পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট বলে যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, আপনি কি জানেন যে ওখানকার অঞ্চল প্রধান একটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে এরকম কোন লোকের এরকম কোন বাড়ী নাই কিম্বা এরকম কোন দিন বাড়ী ছিল না ?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এটা পুরোপুরি আমার জানা নেই।

শ্রীমতী ইলা মিত্র : ছেলেটার যে ওখানে বাড়ী রয়েছে ওটা বাবার বাড়ী, না মামার বাড়ী ?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এখানে লিখে দিচ্ছেন ভারতবর্ষে তার পিতার নামে কোন জায়গা বা কোন বাড়ী নেই, দুটো সার্টিফিকেটই আমি পড়ে শুনিয়েছি, এর মধ্যে একটু অসংগতি দেখা যাচ্ছে।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্ত : কোন হোল্ডিং না থাকলে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কি করে হতে পারে ?

Shri Joynal Abedin: Let me explain the whole position Admission in the Medical College is decided by a Selection Committee which is the final authority in the matter of admission to the Pre-Medical and the Medical Courses.

এটা মেডিকেল কলেজের সিলেকসন বোর্ড সিলেকসন করে প্রিন্সিপ্যালকে জানিয়ে দেন প্রিন্সিপ্যাল অ্যাডমিশন করেন

during the stage of interview, selection was being made by the Selection Committee

তো এরকম কোন অভিযোগ সিলেকসন কমিটির কাছে কিম্বা প্রিন্সিপ্যালের কাছে কিম্বা সরকারী দপ্তরে উত্থাপিত করা হয় নি এবং এই সভার দায়িত্বশীল সদস্য এ সম্বন্ধে একটি সার্টিফিকেট দিয়েছেন এ্যাজ রিকোয়ার্ড বাই দি রুলস, এর পরে এখন আর আমাদের করার কিছু নেই।

[1-10—1-20 p.m.]

শ্রী[illegible] মৈত্র : ও'র বাড়ী যদি মালদা জেলায় না হয় তাহলেও একজন মালদা জেলার ছেলে বাদ পড়ে গেল এই অধিকার থেকে তারজন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মালদা জেলার জনৈক এম-এল-এ-এর সুপারিশে মালদা জেলার একটা সিট-এ একজন ছাত্র ভর্তি হয়েছে। এই সম্বন্ধে যদি কোন অভি-যোগ আসে তাহলে সেটা বিবেচনা করে পরে বলা যেতে পারে এখন বলা সম্ভব নয়।

শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জী : যে সার্টিফিকেটের বলে এই ছেলেটি মালদা জেলার বাসিন্দা বলে গণ্য হয়েছিল এবং ভর্তি হয়েছিল, এই সার্টিফিকেট যদি ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে সরকার এর বিরুদ্ধে কোন মামলা আনবেন কিনা?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এটা 'যদি' দিয়ে ত হয় না। এর জন্য আইন আদালত সর্ব সময়েই খোলা।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্ত : এটা যে ফলস সেটাত আগেই হল। তার যখন কোন হোল্ডিং নেই, পারমানেন্ট রেসিডেন্স নাই তাহলে পরে যে সার্টিফিকেট ফলস হল এর কোন এ্যাকশন নেওয়া হবে কনা?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : আগেত হয় নি। এটাত এখন হল আফটার সিলেকশন এ্যান্ড এড-মিসন।

শ্রীধরণীধর সরকার : স্যার, সেই মানস মৈত্র, সে তার মামার বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেছে এবং সেখান থেকে সে মানুষ হয়েছে তারপরে সে অন্যত্র পড়াশুনা করছে। কিন্তু তার রেসিডেন্স বলতে তার পিতার অন্যত্র কোথায়ও বাড়ী নেই, তাই মামার বাড়ীই হচ্ছে তার বাড়ী এবং সেখানে তারা ছোট বেলা থেকে মানুষ হয়েছে, সেখানে সে থাকে।

(নো রিপ্লাই)

শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জী : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন যে, এই যে এম-এল-এ যাঁরা সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাঁরা কোন দলভুক্ত?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : শ্রীধরণীধর সরকার ও শ্রী নিমাইচাঁদ মুর্মু কোন পক্ষের সদস্য তা সকলেই জানেন। তাঁদের আমি নিয়মিত কমুনিস্ট বেঞ্চে বসে থাকতে দেখেছি।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি অবগত আছেন যে ইউনিভার্সিটির সামনে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ, আর-জি-কর এবং নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ-এ গত ৪ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ২৫টি কেস রয়েছে যেখানে একজন এম-এল-এ বিভিন্ন কলেজের নাম করে বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে কেস কি করা যাবে?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : এই সম্বন্ধে কোন তথ্যই আমরা এ পর্যন্ত জানি না। এই প্রথম আমরা শুনলাম।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় : আপনি কি অবগত আছেন এ সম্বন্ধে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির কাছে তথ্য জ্ঞাপন করা হয়েছে?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : আমি অবগত নহি।

শ্রীধরণীধর সরকার : কমিউনিস্ট পার্টির এম-এল-এ হয়ে যদি কোন এম-এল-এ সার্টি-ফিকেট দেয় তাহলে তাতে আইনগত কোন বার আছে কিনা?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : না, বাধা নেই বলেইত সে ছেলে ভর্তি হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন বোস : স্যার, মালদা জেলায় ৪টি সিট-এর মধ্যে একটি আমরা হারিয়েছি বলে বলেছি যে, রাধামাধব পোদ্দার, হুগলীতে তার বাড়ী আছে কিনা? তার মামার বাড়ী হচ্ছে

মালদা জেলার কেঁদুয়া গ্রামে এবং সেই ছেলেটি মালদায় কখনও যায় নি এবং সেখানেও যায় নি। সরকার সেটা অনুসন্ধান করবেন কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে মালদা জেলার একটি ছেলে যে বঞ্চিত হল তার জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আর একটি সিট-এর ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : সিট বাড়াবার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়? এবং মালদা জেলার ছেলেরা যে সিট থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা মালদহ জেলার এম-এল-এ দ্বারাই হয়েছে সুতরাং এখানে আমাদের করার কিছু নেই। অভিযোগ যদি নির্দিষ্টভাবে আসে গভর্নমেন্ট উইল টেক এ ডিসিশন দেন, এখন কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র : একটু আগেই শ্রীধরণীধর সরকার বলেছেন যে ছেলেটি মামার বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেছে। মামার বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করলেই সেটা পারমানেন্ট রেসিডেন্স হবে কিনা সেটা মন্ত্রীমহাশয় দয়া করে বলবেন কি?

শ্রীজয়নাল আবেদিন : সে দোষ আমাদের দিচ্ছেন কেন?

Food target

***353.** (Admitted question No. *1477.) **Shri Narayan Choubey:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government of West Bengal have revised the target of food production of the State,

(b) if so, what was the old target and what is the new one; and

(c) what steps, if any, the Government proposes to take for fulfilling the new target?

The Minister for Agriculture :

(a) Yes.

(b) The targets are given below.

In tons

	Old target		New target	
	Third Plan	1963-64	Third Plan	1963-64
Rice	14,75,000	4,81,127	9,38,702	4,53,509
Wheat & Pulses	—	—	22,500	5,080
Potato & Vegetables	—	—	4,00,000	89,000

(c) For fulfilling the target, special emphasis has been given by the Department for execution of more Minor Irrigation Schemes—sinking of Deep Tubewells, River Lift Irrigation Schemes, execution of Small Irrigation Schemes with people's contribution, granting of loan for executing

Small Irrigation Schemes by people themselves and co-operatives, improvement of large number of tanks—distribution of about 9 lakh tons of fertilisers, distribution of foundation seeds for multiplication by villagers to provide improved seeds, subsidised distribution of improved implements, subsidised distribution of pesticides, subsidised distribution of Plant Protection equipment, payment of subsidy for construction of pucca manure pits and improved cow-sheds to develop organic manures, distribution of large number of Calcutta sludge at subsidised rates, distribution of town compost at subsidised rates, distribution of subsidised seeds and manures in newly-irrigated areas for improved multiple cropping, distribution of seeds and seedlings for encouraging vegetable cultivation, distribution of grafts and gooties for fruit-bearing trees at subsidised rates, introduction of Package Programme in Burdwan and introduction of intensive rice cultivation in seven other districts.

Seizure of a truck loaded with sugar at the Darakeswar river ghat

***354.** (Admitted question No. *1478.) **Shri Abani Bhattacharya :** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state if it is a fact that a truck loaded with sugar was seized by the police at the Darakeswar river ghat, Bankura, while it was moving out of Bankura Town in the middle of night on 17th July, 1963 ;

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) if any investigation has been made about this matter , and

(ii) if so, the results thereof ?

The Minister for Home (Police) :

(a) No

(b) (i) and (ii)—Do not arise.

Misappropriation of milk-powder in 24-Parganas district

***355.** (Admitted question No *1481)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বরাষ্ট্র (পুলিস) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, চব্বিশ-পরগনা জেলায় বিদেশী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেওয়া গুঁড়া দুধ কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আত্মসাৎ করিয়াছেন এরূপ অভিযোগ সরকার পাইয়াছেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ অভিযোগ কোন সময়ে পাইয়াছেন;

(২) ঐ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম কি,

(৩) কত টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইয়াছে।

(৪) অভিযুক্ত ঐ সকল ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরকার অদ্যাবধি কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন; এবং

(৫) ঐ সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত কোনও রাজনৈতিক দলের সম্বন্ধ আছে কি?

The Minister for Home (Police):

(ক) হ্যাঁ, পাইয়াছেন।

(খ) (১) ১৯৬২ সনের জুন মাসে।

(২) ঘটনাটি এখনও তদন্তাধীন বলিয়া নাম প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

(৩) ৮,৭২৫·৩২ নঃ পঃ মূল্যের।

(৪) বিষয়টি তদন্তাধীন বলিয়া এখনও কোন মামলা দায়ের করা হয় নাই, তবে ৩১ জন ব্যক্তিকে এযাবৎ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

(৫) ইহা তদন্তের বিষয়বস্তু না হওয়ায় এরূপ কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয় নাই।

Proposal for appointing local registered doctors in the Health Centres

***356.** (Admitted question No *1483.)

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলে যেসব পাস করা ও রেজিস্টার্ড অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক আছেন তাহাদিগকে স্ব স্ব এলাকার হেল্‌থ সেন্টারগুলিতে নিয়োগ করিবার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

(খ) পরিকল্পনা থাকিলে, কখন হইতে ইহা কার্যকরী হইবে, এবং

(গ) পরিকল্পনা না থাকিলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Health:

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) প্রশাসনিক ও আইনগত অসুবিধার জন্য এরূপ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

WEST BENGAL CITIZENS' COMMITTEE

***358.** (Admitted question No *1489.) **Shri Monoranjan Baksi:** (a) Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to state whether any committee called West Bengal Citizens' Committee has been formed by the Government?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) what is the function of the said Committee,

(ii) who are the members of this Committee,

(iii) whether this Committee has held any meeting up till now, and

(iv) if so, how many and on which dates?

The Hon'ble The Chief Minister:

(a) Yes, under executive order.

(b) (i) to harness and mobilize the spontaneous and tremendous enthusiasm of people to take part in the national defence efforts in the present emergency due to Chinese aggression.

(ii) A statement is laid on the table.

(iii) Yes.

(iv) Once on 28.11.62 in which it was decided that for effective functioning the Committee would work through its Sub-committees in different spheres.

*Statement referred to in reply to clause (b) (ii) of starred question No. *358*)

List of Members of West Bengal Citizens' Committee.

The Hon'ble The Chief Minister Shri Prafulla Chandra Sen—Chairman.

1. Shri S. D. Banerji.
2. Shri T. K Ghosh.
3. Shri K N Das Gupta
4. Shri J Kolay
5. Shri Rai H N Chaudhuri
6. Shrimati Purabi Mukherjee
7. Shrimati Abha Maity
8. Shri A K. Mukherjee
9. Shri S M Fazlur Rahman
10. Shri Atulya Ghosh
11. Dr P C Ghosh
12. Shri R N Majumdar.
13. Shri B N Ray Chowdhury
14. Shri Asoke Sarkar.
15. Shri Tushar Kanti Ghosh
16. Sri Biren Mukherjee
17. Shri D N Bhattacharjee
18. Shri M P Birla
19. Shri S. P Jain
20. Dr Maitreyi Bose
21. President, Bengal Chamber of Commerce and Industry
22. President, Bengal National Chamber of Commerce and Industry
23. President, Bharat Chamber of Commerce.
24. President, Indian Chamber of Commerce
25. President, Oriental Chamber of Commerce.
26. Shri K. N Mukherjee
27. Shri B K Dutta
28. Imam of Nakhoda Mosque.
29. President, Calcutta Stock Exchange Association Ltd
30. Shia Imam Maulana Vajhul Hasan Saheb
31. Shrimati Renuka Ray.
32. Shri Bejoy Singh Nahar.
33. Shri Deo Prokash Rai.
34. Shri Nirmalendu Dey.

35. Shri Bejoyananda Chatterjee.

36. Shri Siddhartha Sankar Roy.

37. Shri Hemanta Kumar Basu.

38. Shri Kashi Kanta Maitra.

39 President, Merchants' Chamber of Commerce.

Subdivisional Offices of Agriculture Department

***359.** (Admitted question No *1518.)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়প্রধান—কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, (১) গত জুলাই মাসে (১০ই জুলাই ১৯৬৩) বিশেষ আদেশপত্র জারী করিয়া মহকুমা কৃষি দপ্তরগুলির অবলুপ্তি ঘটান হইয়াছিল এবং কর্মচারী-দের বিভিন্ন ব্লক অফিসে নিযুক্ত করা হইয়াছিল; এবং

(২) পরবর্তীকালে গত ৯ই আগস্ট ১৯৬৩ তারিখে উক্ত সিদ্ধান্তকে বাতিল করার জন্য পুনরায় নির্দেশ জারী করা হইয়াছে,

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি (১) ইহার কারণ কি, (২) ইহার ফলে কতজন কর্মচারীকে মহকুমা অফিস হইতে ব্লক এবং ব্লক অফিস হইতে মহকুমা অফিসে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে, এবং (৩) উক্ত বদলী কর্মচারীদের জন্য কত টাকা টি এ বাবদ খরচ হইয়াছে?

The Minister for Agriculture:

(ক) (১) এবং (২) - সত্য।

(খ) (১) সমস্ত রাজ্যে কৃষি উন্নয়ন কার্য ব্লকের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে ভারত সরকারের এই নীতিগত সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সমস্ত রাজ্য ব্লক উন্নয়নের আওতায় না আসায় এতদিন ঐ নীতি পুরাপুরিভাবে চালু করা সম্ভব হয় নাই। প্রতি ব্লকে এখন একজন করিয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধি-কারিক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ঐ পদটি মহকুমা কৃষি অধিকারিকের পদমর্যাদা বিশিষ্ট। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা কৃষি অধিকারিকদের কৃষি উন্নয়ন বিষয়ে পূর্বের ন্যায় কিছু করণীয় না থাকায় গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৬২) এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে সর্বভারতীয় ধাঁচে ধীরে ধীরে মহকুমা কৃষি অধিকার তুলিয়া দেওয়া হইবে। তদনুযায়ী সকলকে গত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ব্লকের কৃষি উন্নয়ন কার্য অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং খারিফ চাষ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে ব্লকে অতিরিক্ত করণিকের প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হওয়ায় গত ১০।৭।৬৩ তারিখে মহকুমা কৃষি অধিকারিকের অফিসের করণিকদের ব্লকে স্থানান্তর করিয়া একটি আদেশ জারী করা হয়। এই আদেশ জারী হওয়ার পর প্রশাসনিক কিছু কিছু সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। সেইজন্য এই বিষয়ে নূতন করিয়া আদেশ-পত্র জারী হওয়ার সাপেক্ষে গত ৯।৮।৬৩ তারিখের আদেশে উক্ত সিদ্ধান্তকে সাময়িকভাবে বাতিল করা হইয়াছে।

(২) ২৭ জনকে।

(৩) এখনও পর্যন্ত কোন খরচ হয় নাই।

Unstarred Questions to which written answers were laid on the table.

Hospitals in the district of Midnapore

657. (Admitted question No. 125.)

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস : স্বাস্থ্যবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার কোথায় কোথায় কি প্রকারের হাসপাতাল আছে;

(খ) উহাদের প্রত্যেকের পরামর্শদাতা কমিটি আছে কিনা,

(গ) সাধারণত কতদিন অন্তর পরামর্শদাতা কমিটির সভা হয়,

(ঘ) উক্ত সভার প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করা হয় কিনা,

(ঙ) ইহা কি সত্য যে, তমলুক মহকুমা হাসপাতালে রোগীদিগকে প্রত্যহ ১৯ নয়া পয়সার ঔষধ দেওয়া হয় এবং বেশী মূল্যের ঔষধ প্রয়োজন হইলে তাহা রোগীদিগকে নিজ ব্যয়ে ক্রয় করিতে হয়,

(চ) সরকার কি অবগত আছেন যে, গত ছয় মাস ধরিয়া উক্ত মহকুমা হাসপাতালে অপারেশন টেবিলের জন্য কোন রবার ক্লথ নাই, সেলাইয়ের জন্য কোন নিডিল নাই এবং পেনিসিলিন উক্ত হাসপাতাল স্টোরে একেবারেই নাই,

(ছ) অবগত থাকিলে, এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করিতেছেন?

The Minister for Health:

(ক) একটি তালিকা উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলির প্রত্যেকটিতে আছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির শতকরা প্রায় ৫০টিতে পরামর্শদাতা কমিটি আছে।

(গ) সাধারণত তিন মাস অন্তর হইয়া থাকে।

(ঘ) যথাসম্ভব কার্যে পরিণত করা হয়।

(ঙ) সাধারণ ঔষধের জন্য আউটডোর রোগী প্রতি প্রত্যহ গড়ে ১৯ নয়া পয়সা এবং ইনডোর রোগী প্রতি প্রত্যহ গড়ে ৫০ নয়া পয়সা বরাদ্দ আছে। যক্ষ্মা নিরোধক, শৃগাল, কুকুর এবং সর্পদংশনের ঔষধের মূল্য ইহার মধ্যে ধরা নাই। এইসকল ঔষধ প্রয়োজন মত সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া, ইনডোর রোগীদের বিশেষ ঔষধের জন্য শয্যা প্রতি বার্ষিক ৫০ টাকা বরাদ্দ আছে।

অতি প্রয়োজনীয় বিশেষ ঔষধ হাসপাতাল ভাণ্ডারে না থাকিলে একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই রোগীদিগকে ক্রয় করিতে বলা হয়।

(চ) নূতন রবার ক্লথ ছিল না, তবে পুরাতন ক্লথে কাজ চালান হইয়াছে। নিডল এবং পেনিসিলিন সর্বদাই আছে।

(ছ) প্রশ্ন উঠে না।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 657

তালিকা

	Place		Hospital
1.	Midnapore	..	Midnapore District Hospital.
2.	Digri	.	M. R. Bangur Sanatorium (T. B. Hospital).
3.	Ghatal	...	Subdivisional Hospital.

Place.		Hospital
4.	*Contai*	*Subdivisional Hospital.*
5.	*Jhargram*	Subdivisional Hospital.
6.	Tamluk	Subdivisional Hospital.
7.	Ghatal	A. G. Hospital.
8.	Contai	A. G. Hospital
9	Satmail	A G. Hospital
10	Ajay	A G. Hospital
11	Pichabom	A G Hospital
12.	Mahishadal	A G Hospital
13.	Mugberia	A G Hospital
14.	Basantia	A G Hospital
15.	Bhaitgarh	A G Hospital
16.	Moyna	A G Hospital
17.	Dhekua	A G. Hospital
18.	Nandigram	A G Hospital
19	Chichra	Amrala Primary Health Centre
20.	Tilaband	Andharia Subsidiary Health Centre
21.	Lauriadam	Bamanmara Subsidiary Health Centre
22.	Chatruganj	Basanchora Subsidiary Health Centre
23	Belegoria	Belegoria Subsidiary Health Centre
24	Tentulia	Behaberah Subsidiary Health Centre
25.	Charaganj	Bhagabantapur Subsidiary Health Center.
26.	Bhagwanpur	Bhagwanpur Primary Health Centre
27.	Binpur	Binpur Primary Health Centre
28.	Katranka	Borhat Subsidiary Health Centre
29.	Chandrakona	Chandrakona Primary Health Centre.
30.	Nijmoithuna	Chotapadmapur Subsidiary Health Centre.
31.	Dashpur	Dashpur Primary Health Centre
32.	Debbhog	Debbhog Primary Health Centre
33.	Debra	Debra Primary Health Centre.
34.	Lalgarh	Dharampur Subsidiary Health Centre.
35.	Pasang	Duar Subsidiary Health Centre
36.	Egra	Egra Primary Health Centre
37.	Garbeta	Garbeta Primary Health Centre
38.	Gobardhanpur	Harma Subsidiary Health Centre

	Place.		Hospital.
39.	Janka	..	Janka Subsidiary Health Centre.
40	Ramkrishnapur	...	Jara Subsidiary Health Centre.
41	Kelomal	...	Kelomal Subsidiary Health Centre.
42	Hijli	...	Kharagpur Primary Health Centre.
43	Khirpai	...	Khirpai Primary Health Centre.
44	Kultikri	...	Kultikri Primary Health Centre
45	Manikpara	...	Kusemghati Subsidiary Health Centre.
46	Lalgarh	..	Lalgarh Subsidiary Health Centre
47	Rampore	..	Mohammadpur Primary Health Centre.
48	Mohar	..	Mohar Subsidiary Health Centre.
49	Goaldanga	..	Mongrul Subsidiary Health Centre.
50	Khasbad	...	Monsuka Subsidiary Health Centre
51	Mugberia	...	Mugberia Subsidiary Health Centre
52	Shyamsundarpur	...	Mysora Subsidiary Health Centre.
53	Nandigram	..	Nandigram Primary Health Centre
54	Pamparul	..	Pamparul Subsidiary Health Centre
55	Pratapdighi	...	Pratapdighi Subsidiary Health Centre
56	Barberia	...	Radhapur Primary Health Centre
57	Khoribandh	...	Ramchandrapur Subsidiary Health Centre
58	Ramgarh	...	Ramgarh Subsidiary Health Centre
59	Ramjibanpur	...	Ramjibanpur Subsidiary Health Centre
60	Sabong	..	Sabong Primary Health Centre
61	Salboni	...	Salboni Primary Health Centre
62	Ramchandrapur	.	Santipur Subsidiary Health Centre.
63	[illegible]		Sarsa Subsidiary Health Centre
64	[illegible]		Satyapur Subsidiary Health Centre
65	[illegible]		Silda Subsidiary Health Centre
66	[illegible]		Trilochanpur Subsidiary Health Centre
67	Belda	.	Belda Primary Health Centre
68	Potashpur	...	Potashpur Primary Health Centre
69	Belpahari		Belpahari Primary Health Centre
70	Mashinan		Mashinan Subsidiary Health Centre
71	Mahabila	..	Mahabila Subsidiary Health Centre
72	Kapgari	.	Kapgari Subsidiary Health Centre

Place		Hospital
73. Raghunathpur	...	Raghunathpur Subsidiary Health Centre
74. Kashiary	..	Kashiary Primary Health Centre.
75. Purba Itara	..	Purba Itara Subsidiary Health Centre
76. Uttar Meenagram	...	Uttar Meenagram Primary Health Centre.
77. Patharhuri		Patharhuri Subsidiary Health Centre

Kunjapur Hat-Khirat River Canal Scheme in Midnapure district

658. (Admitted question No. 1257.)

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাশঃ ত্রাণবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানাতে কুঞ্জপুর হাট হইতে ক্ষিরাট নদী পর্যন্ত একটি খাল খননের পরিকল্পনা টেস্ট রিলিফে মঞ্জুর হইয়াছিল,

(খ) সত্য হইলে, উক্ত স্কীমের মোট বরাদ্দ কত ও তন্মধ্যে কত টাকা খরচ করা হইয়াছে,

(গ) উক্ত খালটির খনন সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা,

(ঘ) খননকার্য সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি এবং উহা এই বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হইবে কি,

(ঙ) ১৯৬৩ সালে পিংলা থানাতে কোথায় কোথায় কত টাকা ব্যয়ে কোন্ কোন্ টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনা মঞ্জুর হইয়াছিল এবং তার মধ্যে প্রত্যেক স্কীমে কত টাকা খরচ হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ স্কীমের কাজ শেষ হইয়াছে,

(চ) উক্ত যে যে স্কীমের কাজ শেষ হয় নাই, তাহাদের কাজ কবে আরম্ভ হইবে, এবং

(ছ) টেস্ট রিলিফ স্কীমের পে মাস্টার ও মোহরার ও স্কীমের পরিকল্পনা কে ঠিক করেন এবং এ বিষয়ে ইউনিয়ন বা অঞ্চল রিলিফ কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করা হয় কিনা?

The Minister for Relief:

(ক) ইহা সত্য নহে।

(খ), (গ) ও (ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঙ) একটি বিবরণী এতদসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(চ) ধান্য ফসল উঠিবার পরে প্রয়োজন হইলে কাজ আরম্ভ হইবে।

(ছ) সহায়ক কার্যের পরিকল্পনা এবং ঐ কাজের পে মাস্টার ও মোহরার স্থানীয় রিলিফ কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ঠিক করিয়া মহকুমা শাসকের অনুমোদন গ্রহণ করেন।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 658

বিবরণী

ক্রমিক নং ও মঞ্জুরীকৃত সহায়ক কর্ম পরিকল্পনার নাম	পরিকল্পনার জন্য ব্যয়িত টাকার মঞ্জুরীকৃত ব্যয়ের টাকার পরিমাণ টাকা।	পরিমাণ টাকা।	কার্যশেষ হইয়াছে কিনা
১। গোবর্ধনপুর-বাগপুর রোড, ৭নং ইউনিয়ন	২,১৫৪	২,০৭৫	শেষ হইয়াছে
২। উপলদা হাইস্কুলের ফুটবল গ্রাউন্ড (১ম খণ্ড), ৮নং ইউনিয়ন	২,৭৬৫	২,৭৬৫	শেষ হইয়াছে
৩। ঝিনাই শহীদ স্মৃতি জুনিয়র হাইস্কুলের ফুটবল গ্রাউন্ড, ৬নং ইউনিয়ন	১,৯৪৭	১,৯৩৩	শেষ হইয়াছে
৪। করকাই জুনিয়র ফুটবল গ্রাউন্ড, ৪নং ইউনিয়ন	১,৯০৮	১,৮৩২	শেষ হইয়াছে
৫। করকাই সিনিয়র ফুটবল গ্রাউন্ড, ৪নং ইউনিয়ন	১,২০৯	১,১০০	শেষ হয় নাই
৬। উপলদা হাইস্কুলের ফুটবল গ্রাউন্ড (২য় খণ্ড), ৮নং ইউনিয়ন	৫ ২২৯	১,৭০০	শেষ হয় নাই
৭। ঝিনাই খোড়াদা রোড ৬নং ইউনিয়ন	৩,০৩৮	২,৬১৭	শেষ হয় নাই
৮। চক পাড়া পশ্চিমাচক ... উন্নয়ন, ইউনিয়ন নং ৫, ৬, ৯	২,৮৩৭		শ্রমিকের অভাবে কার্য আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।

Agricultural Co-operative Societies in Murshidabad district

***659.** (Admitted question No. 1273.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ঃ গত ৮ই আগস্ট ১৯৬৩ তারিখে প্রদত্ত অতারাকিত ৩৫৮নং (অ্যাডমিটেড্ প্রশ্ন নং ৬৬৫) প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ করিয়া সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) মুর্শিদাবাদ জেলায় যে আটটি কৃষি সমবায় সমিতি আছে তাহারা ১৯৫২ সাল হইতে কোন্‌টি কত লাভ বা লোকসান করিয়াছে,

(২) উহাদের কোন্‌টির মূলধন কত,

(৩) উহাদের কোন্‌টির মালিকানায় কত কৃষি জমি আছে,

(৪) উহাদের কোন্‌টিকে সরকার বর্তমান বৎসরের জুলাই মাস পর্যন্ত কত টাকা ঋণ অনুদান বা অন্য উপায়ে সাহায্য করিয়াছেন, এবং

(৫) ঐ সমবায় সমিতিগুলির কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের নাম ও পরিচয় কি?

The Minister for Co-operation :

(১) নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) এরপর হইতে কৃষি সমবায় সমিতিগুলির লাভ লোকসানের খতিয়ান সংলগ্ন 'ক' চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে প্রদত্ত হইল।

(২) সমিতির নাম ও মূলধনের পরিমাণ

(ক) কুমার ষণ্ড সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড—১,৬৫,৭১৪ টাকা।

(খ) ছাপঘাটি দেবনগর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড—৩,১৮৩ টাকা।

(গ) সুন্দরপুর ইউনিয়ন সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড—২১৪ টাকা।

(ঘ) টাকীপুর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড—ব্যালান্স সীট শূন্য।

(ঙ) কাতলামারী সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড—৫৮০ টাকা।

(চ) জাগরাই সমবায় সংযুক্ত কৃষি সমিতি লিমিটেড—১০,৪০০ টাকা।

(ছ) আখরিঘাটা সমবায় সংযুক্ত কৃষি সমিতি লিমিটেড—১৯,৯৮০ টাকা।

(জ) লক্ষ্মীনারায়ণপুর সমবার কৃষি সমিতি লিমিটেড—শূন্য।

(৩) সমিতির নাম ও এলাকাধীন জমির পরিমাণ

(ক) কুমারষণ্ড সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড ৩৬২·৬৬ একর।

(খ) ছাপঘাটি দেবনগর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড— শূন্য

(গ) সুন্দরপুর ইউনিয়ন সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড— শূন্য

(ঘ) টাকীপুর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড— শূন্য

(ঙ) কাতলামারী সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড—৪২ একর

(চ) জাগরাই সমবায় সংযুক্ত কৃষি সমিতি লিমিটেড—৩৫ একর

(ছ) আখরিঘাটা সমবায় সংযুক্ত কৃষি সমিতি লিমিটেড—৩২ একর

(জ) লক্ষ্মীনারায়ণপুর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড— শূন্য

(৪) সমিতির নাম ও সরকারী ঋণ, অনুদান ও সাহায্য পরিমাণ (জুলাই ১৯৬৩ পর্যন্ত)

(ক) কুমারষণ্ড সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড ৩,০০০ টাকা ঋণ এবং [illegible],৮৫০ টাকা (অনুদান) ইহার মধ্যে কৃষি বিভাগ হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ৪,৩৫০ টাকা।

(খ) ছাপঘাটি দেবনগর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড ৫০০ টাকা (অনুদান)

(গ) সুন্দরপুর ইউনিয়ন সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড ৫০০ টাকা (অনুদান)

(ঘ) টাকীপুর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড ৫০০ টাকা (অনুদান)

(ঙ) কাতলামারী সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড—শূন্য

(চ) জাগরাই সমবায় সংযুক্ত কৃষি সমিতি লিমিটেড ৭৫৫০ টাকা (ঋণ) এবং ২৫৫০ টাকা (অনুদান)

(ছ) আখরিঘাটা সমবায় সংযুক্ত কৃষি সমিতি লিমিটেড ১০৭৫০ টাকা (ঋণ) এবং ২,৫৫০ টাকা (অনুদান)।

(জ) লক্ষ্মীনারায়ণপুর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড— শূন্য

(৫) 'খ' চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে প্রদত্ত হইল।

Statement referred to in reply to clause (1) of unstarred question No. 659

ক্রোড়পত্র 'ক'

সমিতির নাম	সাল	লাভ বা লোকসানের পরিমাণ
(১) কুমারষণ্ড সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড	১৯৫২-৫৩	৭,৯৫৩ টাকা ৯ আনা (লোকসান)
	১৯৫৩-৫৪	১৮,৯৩৩ টাকা ৬ আনা ৬ পাই (লোকসান)
	১৯৫৪-৫৫	১৫,৬৬১ টাকা ১৩ আনা ৬ পাই (লোকসান)
	১৯৫৫-৫৬	১০,৩৯৩ টাকা ১১ আনা ৬ পাই (লোকসান)
	১৯৫৬-৫৭	১০,২৮২·৪২ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৫৭-৫৮	১,৯০৭·৪২ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৫৮-৫৯	১৫,৮২৭·৬২ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৫৯-৬০	৮০৭·৬৮ নয়া পয়সা
	১৯৬০-৬১	১,৬৫৩·৯৬ নয়া পয়সা (লোকসান) (লাভ)
	১৯৬১-৬২	৪,১৯১·৭৮ নয়া পয়সা (লাভ)
(২) ছপাঘাটি দেবনগর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড।	১৯৫৭-৫৮	৩৫২·৯৬ নয়া পয়সা (লাভ)
	১৯৫৮-৫৯	৭২৩·২৫ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৫৯-৬০	৩৫৯·৬১ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৬০-৬১	১২১·৪৩ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৬১-৬২	১১·৮৬ নয়া পয়সা (লোকসান)
(৩) সুন্দরপুর ইউনিয়ন সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড।	১৯৫৮-৫৯	২ টাকা (লাভ)
	১৯৫৯-৬০	৬ টাকা (লাভ)
	১৯৬০-৬১	১৮২·৯৯ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৬১-৬২	১৪৭·৭০ নয়া পয়সা (লোকসান)

সমিতির নাম	সাল	লাভ বা লোকসানের পরিমাণ।
(৪) টাকীপুর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড।	১৯৫৮-৫৯	৭৪ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৫৯-৬০	৭৪ নয়া পয়সা (লাভ)
	১৯৬০-৬১	১৮ ৪৩ নয়া পয়সা (লাভ)
	১৯৬১-৬২	(কাজ বন্ধ)
(৫) কাতলামারী সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড।		(কাজ শুরু হয় নাই)
	১৯৫৯-৬০	৩১৪ ৮৫ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৬০-৬১	২৪৩·৮৬ নয়া পয়সা (লাভ)
	১৯৬১-৬২	২৭৮ ০৯ নয়া পয়সা (লোকসান)
(৬) জাগরাই সমবায় সংযুক্ত কৃষি সমিতি লিমিটেড।	১৯৫৯-৬০	৯ ৩৭ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৬০-৬১	(কাজ বন্ধ)
	১৯৬১-৬২	১৬২ ৩০ নয়া পয়সা (লোকসান)
(৭) আর্থানিঘাটা সমবায় সংযুক্ত কৃষি সমিতি লিমিটেড।	১৯৫৯-৬০	২৭৩ ৪৩ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৬০-৬১	১৬৭ ১৯ নয়া পয়সা (লোকসান)
	১৯৬১-৬২	৫৫৩ ৬৭ নয়া পয়সা (লাভ)
(৮) লক্ষ্মীনারায়ণপুর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড।		আজ পর্যন্ত কোন লাভ বা লোকসান হয় নাই।

Statement referred to in (kha) in reply to clause (5) of unstarred question No. 659

ক্রোড়পত্র 'খ'

(১) কুমারখণ্ড সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের নাম ও পরিচয়—

১। শ্রীশিশিরকুমার মুখার্জী—সভাপতি

২। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী—সহ-সভাপতি

৩। শ্রীনির্মলকুমার চৌধুরী—সম্পাদক

৪। শ্রীবাদলচন্দ্র বিশ্বাস—পরিচালক

৫। শ্রীসীতানাথ ভট্টাচার্য—পরিচালক

৬। শ্রীঅমূল্যকুমার মণ্ডল—পরিচালক

(২) ছাপঘাটি দেবনগর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের

১। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র বিশ্বাস—সভাপতি

২। শ্রীঅজিতকুমার নন্দী—সহ-সভাপতি

৩। শ্রীশ্রীপতিনাথ দাস—সম্পাদক

৪। শ্রীগোপালবন্ধু সেন—সহ-সম্পাদক

৫। শ্রীঅমৃতলাল দত্ত—কোষাধ্যক্ষ

৬। শ্রীবলরাম দাস—পরিচালক

৭। শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার—পরিচালক

নাম ও পরিচয়—

৮। শ্রীভোলানাথ বিশ্বাস—পরিচালক

৯। শ্রীঅজিতকুমার সাহা—পরিচালক

১০। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—পরিচালক

১১। শ্রীতুষ্টুলাল বিশ্বাস—পরিচালক

১২। শ্রীপ্রফুল্লকুমার বিশ্বাস—পরিচালক

১৩। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী—পরিচালক

১৪। শ্রীবিমলচন্দ্র বিশ্বাস—পরিচালক

১৫। শ্রীমানু সিংহ—পরিচালক

১৬। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস—পরিচালক

১৭। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র হালদার—পরিচালক

১৮। শ্রীলালমোহন হালদার—পরিচালক

(৩) সুন্দলপুর ইউনিয়ন সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড-এর প্রথম কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের নাম ও পরিচয়—

১। অঞ্চল উন্নয়ন আধিকারিক [বড়ঞা অঞ্চল ব্লক]—সভাপতি (নিযুক্ত পরিচালক)

২। শ্রীগিরিজাকান্ত রায়—সহ-সভাপতি

৩। শ্রীকমলাকান্ত রায়—সম্পাদক

৪। শ্রীসুরেশ্বর পাল—সহ-সম্পাদক

৫। শ্রীভৈরব বাগ্দী—সহ-সম্পাদক

৬। শ্রীসুধীরকুমার ধর—কোষাধ্যক্ষ

৭। কৃষি সম্প্রসারণ অধিকারিক বড়ঞা—পরিচালক [নিযুক্ত পরিচালক]

৮। শ্রীপশুপতি রায়—পরিচালক

৯। শ্রীবনেশ্বর রায়—পরিচালক

১০। শ্রীসত্যনারায়ণ চক্রবর্তী—পরিচালক

১১। শ্রীজাহাদার হোসেন—পরিচালক

১২। শ্রীগোলকপতি ঘোষ—পরিচালক

(৪) টাকীপুর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড-এর প্রথম কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের নাম ও পরিচয়—

১। অঞ্চল উন্নয়ন আধিকারিক [বেলডাঙ্গা অঞ্চল (ব্লক)-২] সভাপতি [নিযুক্ত পরিচালক]

২। শ্রীনূর মোহাম্মদ—সহ-সভাপতি

৩। শ্রীতাজুদ্দিন মণ্ডল—সম্পাদক

৪। কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক—পরিচালক (নিযুক্ত)

৫। শ্রীআসমল আলি—পরিচালক

৬। গ্রামসেবক, বাসপাড়—পরিচালক (নিযুক্ত)

(৫) কাংলামারী সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের নাম ও পরিচয়—

১। শ্রীসুধীরকুমার বাগচী—সভাপতি

২। শ্রীআমিরুদ্দিন সরকার—সহ-সভাপতি

৩। শ্রীঅমেন্দ্রনাথ সরকার—সম্পাদক

৪। শ্রীঅশ্বিনীকুমার দে—সহ-সম্পাদক

৫। শ্রীআব্দুল মজিদ—পরিচালক

৬। শ্রীআব্দুর রহমান—পরিচালক

(৬) জাগবাই সংযুক্ত সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের নাম ও পরিচয়—

১। শ্রীজগদীশচন্দ্র মণ্ডল—সভাপতি

২। শ্রীত্রিলোচন মণ্ডল—সহ-সভাপতি

৩। শ্রীভজনমোহন মণ্ডল—সম্পাদক

৪। শ্রীসুধাকৃষ্ণ ঘোষ—সহ-সম্পাদক

৫। শ্রীকাশীনাথ মণ্ডল—পরিচালক

৬। শ্রীদুর্গাপদ মাল—পরিচালক

(৭) আখরিঘাটা সমবায় সংযুক্ত কৃষি সমিতি লিমিটেড-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের নাম ও পরিচয়—

১। অঞ্চল উন্নয়ন আধিকারিক (মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ অঞ্চল)—সভাপতি [নিযুক্ত পরিচালক]

২। শ্রীদুর্গাপদ সিংহ—সহ-সভাপতি [নিযুক্ত পরিচালক]

৩। শ্রীঘাটু মণ্ডল—সম্পাদক

৪। শ্রীশ্রীকান্ত মণ্ডল—কোষাধ্যক্ষ

৫। মহকুমা কৃষি আধিকারিক—পরিচালক [নিযুক্ত]

৬। শ্রীজগন্নাথ মণ্ডল—পরিচালক

৭। শ্রীমধু মণ্ডল—পরিচালক

৮। শ্রীভগৎ মণ্ডল—পরিচালক

৯। শ্রীশিবচরণ মণ্ডল—পরিচালক

(৮) লক্ষ্মীনারায়ণপুর সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড-এর প্রথম কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের নাম ও পরিচয়—

১। শ্রীঅরুণচন্দ্র সরকার—সভাপতি

২। শ্রীললিতমোহন মণ্ডল—সহ-সভাপতি

৩। শ্রীনগেন্দ্র সরকার—সম্পাদক

৪। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল—পরিচালক

৫। শ্রীভূপেনচন্দ্র সরকার—পরিচালক

৬। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার—পরিচালক

৭। শ্রীধরম মণ্ডল—পরিচালক

৮। শ্রীশ্রীচরণ মণ্ডল—পরিচালক

৯। শ্রীবসন্তকুমার মণ্ডল—পরিচালক

Remuneration, etc., of the relief workers in Ghatal subdivisional

660. (Admitted question No. 1283.)

ডাঃ ইন্দ্রজিৎ রায় : ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল মহকুমায় টেস্ট রিলিফ কাজের সুপারভাইজার, পে-মাস্টার, মোহরার ও ডিলারগণের ১৯৫৯-৬০, ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬২-৬৩ সালের মাহিনা পারিশ্রমিক ও গাড়ী ভাড়া বাবদ কিছু টাকা সরকারের নিকট প্রাপ্য আছে,

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কোন্ মাল বাবত কোন্ স্টাফের কত টাকা প্রাপ্য আছে,

(২) উক্ত প্রাপ্য টাকা দিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ কি,

(৩) উক্ত প্রাপ্য টাকা সত্বর দেওয়ার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন কি?

The Minister for Relief :

(ক) পে-মাস্টার, মোহরার ও ডিলারগণের কিছু টাকা প্রাপ্য আছে—সুপারভাইজারদের কিছু পাওনা নাই।

(খ) (১)

সাল	প্রাপ্য টাকার পরিমাণ		
	পে-মাস্টার	মোহরার	ডিলার
	টাঃ নঃপঃ	টাঃ নঃপঃ	টাঃ নঃপঃ
১৯৫৯-৬০	১৬৬·০০	১০৬ ০০	২,২৪৫ ৮৬
১৯৬০-৬১	৮১·০০	৫৪ ০০	১,৩৫৯ ০৯
১৯৬১-৬২	২৭·০০	১৮ ০০	১,২১৫ ৮০
১৯৬২-৬৩	২ ৩৭৯ ০০	১·৬৩৬ ০০	৭,৪২৬ ৯৮

(২) পে-মাস্টার মোহরার ও ডিলারগণের যে টাকা বাকি আছে তাহা নিম্নোক্ত কারণের জন্য দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই—

(অ) পাওনাদার কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ হিসাব দাখিল,

(আ) কয়েকটি স্কীমের পে-মাস্টার মোহরার প্রভৃতির দুর্নীতির জন্য পুলিসের এনফোর্স-মেন্ট বিভাগের তদন্ত চালু থাকা,

(ই) কতকগুলি ১৯৫৯-৬০ ও ১৯৬০-৬১ সালের স্কীমের ডিলার কর্তৃক অতি বিলম্বে ১৯৬৩ সালে তাহাদের প্রাপ্য টাকার বিল দাখিল।

(৩) হ্যাঁ।

Maternity Centres at Andul and Sankrail, Howrah

661. (Admitted question No. 1291.) **Shri Dulal Chandra Mondal:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state whether the Government has any proposal for opening—

(a) a Maternity Centre at Andul ; and

(b) a Health Centre in Sankrail police-station in Howrah district ?

The Minister of State for Health : (a) No

(b) Yes.

Tubewells in Sankrail police-station, Howrah

662. (Admitted question No. 1292.) **Shri Dulal Chandra Mondal:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state

(a) the number of tubewells sanctioned last by the Rural Water Supply and Development Committee for the area of Sankrail police-station in Howrah district ; and

(b) what steps, if any, have been or are being taken by Government for sinking or re-sinking of these tubewells ?

The Minister of State for Health : (a) and (b) There is no official Committee known as Rural Water Supply and Development Committee for this area. Under the Rural Water Supply Programme of 1961-62 of the Department of Health, five new sinking and 17 re-sinking of tubewells were sanctioned in the said police-station and all these works have been completed.

Dhulagori-Ekabbarpur Road, etc., in Sankrail police-station

663. (Admitted question No. 1297.) **Shri Dulal Chandra Mondal:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

(a) what is the position of construction of roads (i) Dhulagori-Ekabbarpur Road in Sankrail police-station in the district of Howrah, and (ii) Sankrail-Hirapur Bazar Road via Manickpur in the same police-station and district;

(b) what arrangement is being made by the Government for construction of an overbridge in continuation of the Saraswati Bridge for Satyen Bose Road near Sankrail Rajganga; and

(c) whether the Government has any proposal for taking up Andul-Purbapara Road starting from Andul Raj bridge to N. H. 6 Road under the C.V.R. scheme?

The Minister for Public Works: (a) Necessary arrangements are being made for collection of materials for construction of the roads.

(b) A box culvert is being provided at the place for which tenders have been invited.

(c) No.

Pensions of retired personnel of the Oriental Gas Co. Ltd.

664. (Admitted question No. 1298.) **Shri Kashi Kanta Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(a) if it is a fact (i) the retired personnel of the Oriental Gas Co. Ltd. taken over by the State Government on November 16, 1960, are not regularly getting their pensions, and (ii) that sometimes these employees after retirement have to wait for six months or even more pending sanction of Government orders; and

(b) if so, what steps are being taken to ensure regular remittance of pension?

The Minister for Commerce and Industries: (a) (i) No; after some initial difficulties in tracing the company's orders and obtaining Finance Department's concurrence such pensions are now being paid on an "ad hoc" basis.

(ii) Since acquisition of the undertaking there has been only one case of retirement, where pension orders have already been issued.

(b) Does not arise.

Gratuitous relief—complaint in Amta Block II, Howrah

665. (Admitted question No. 1300.) **Shri Kashi Kanta Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) whether the Government has received any complaint to the affect that the P.U.B. along with the members of the Union Board under the jurisdiction of Block No. II Amta, Howrah, are regularly issuing gratuitous relief in the name of persons who are long since dead and that Token Nos. 391191, 371193, 106633,

106829 have been issued against persons who died long ago and that rations are being drawn against these aforementioned tokens regularly with the connivance of the P.U.B. and his group men; and

(b) if so, what steps have been taken by Government in this regard ?

The Minister for Home (Police) : (a) No.

(b) Does not arise.

Champa Khal Re-excavation Scheme

666. (Admitted question No 1329) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that the Champa Khal Re-excavation Scheme has been separated from the Sasaberia Khal scheme ;

(b) if so, when the said Champa Khal Scheme will be taken up for execution ; and

(c) at what stage the said scheme remains now ?

The Minister for Irrigation and Waterways : (a) No. Sasaberia Drainage Scheme, which covers the Champa-Khal basin also, is now under investigation. On completion of the investigations it will be decided whether two separate schemes or one integrated scheme will be necessary.

(b) Cannot be said at this stage

(c) The scheme is under investigation

Construction of new wooden bridge for Mahespur Ferry Ghat

667. (Admitted question No 1330) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that new wooden bridge for Maheshpur Ferry Ghat over Midnapore Canal Reach No VIII already sanctioned has been changed to Chandipur Ferry Ghat over the same Reach of the Khal ; and

(b) if so, when the work of construction of the said bridge will be taken up ?

The Minister for Irrigation and Waterways : (a) Yes

(b) The work is proposed to be taken up during the coming working season.

Thana-wise distressed fishermen in Howrah district

668. (Admitted question No 1335) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state—

(a) the thana-wise number of distressed fishermen in the district of Howrah during the current year ;

(b) if it is a fact that in the past years the Government made payment of artisan grant and also special gratuitous relief for fishermen families ; and

(c) if so, whether the Government contemplates to take similar measure in the current year ?

The Minister for Relief : (a) The required information is furnished below :

	Name of the thana	No. of distressed fishermen in the thana.
1.	Howrah	.. Nil
2.	Sibpur	.. Nil
3.	Bantra	10
4.	Golabari	.. 5
5.	Bally	.. 5
6.	Jagacha	5
7.	Panchla	.. 5
8.	Domjur	.. 5
9.	Jagatballavpur	5
10.	Sankrail	8
11.	M. P. Ghora	2
12.	Amta	25
13.	Udaynarayanpur	5
14.	Bauria	.. 5
15.	Shyampur	120
16.	Bagnan	20
17.	Uluberia	.. 25

(b) No special gratuitous relief was distributed during the last two years. Artisan grants were, however, distributed to the deserving fishermen.

(c) The matter is receiving the consideration of the local officers.

Repair of a sluice and construction of foot bridges and cart bridges

669. (Admitted question No. 1337.) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(a) whether the Government is aware that for lack of repair of a sluice in Banibon Union at Santer-Hera the same has completely collapsed, resulting in inundation by saline water of about 1,000 acres of paddy land;

(b) if so, what steps Government proposes to take in this respect;

(c) whether the Government is aware that the foot bridges and the cart bridges on the said Amta Drainage Project have not yet been constructed;

(d) if so, the reason for the delay and when the said bridges will be constructed;

(e) the reason for delay in constructing the forest bridge at Juleswar; and

(f) when the said bridge is likely to be taken up for execution?

The Minister for Irrigation and Waterways : (a) The existing sluice at Santer-Hana has been badly damaged. There was no inundation by saline water.

(b) *The said sluice is proposed to be replaced by a 3ft. diameter R. C spun pipe sluice in the coming winter.*

(c) Yes.

(d) The delay is mainly due to non-availability of screw piles of required size both in the case of the foot bridges and cart bridges. Work of construction of 6-Nos. screw pile foot bridges has already been taken up and is in progress. Work of construction of 2-Nos. cart bridges is programmed to be taken up in the coming winter.

(e) and (f) The delay in taking up construction work is due to Court injunction. The work will be taken up after the injunction is vacated.

Electrification of rural areas in Uluberia subdivision

670. (Admitted question No. 1404.) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(a) what places in Uluberia subdivision are likely to be electrified in the remaining period of the Third Five-Year Plan under the Rural Electrification Scheme ; and

(b) by whom and in what method selection of the sites for electrification in the rural areas is made ?

The Minister for Commerce and Industries : (a) So far as the Uluberia subdivision is concerned two schemes for electrification of Par-Radhanagar (Pera Harishpur) and Naul have been sanctioned and the work is already in progress. Selection of other places for electrification during the remaining years of the Third Five Year Plan has not yet been finalised.

(b) Selection of places for rural electrification is made by the Technical and Administrative Wing of the State Electricity Board on the basis of load survey of the places from the viewpoint of cost involved and returns expected.

Part-time services of some Government officers

671. (Admitted question No. 1343.) **Shri Mrigendra Bhattacharya :** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased be state if it is a fact that some officers of the Government of West Bengal, holding ranks not below that of a Deputy Secretary, have been permitted to lend their part-time services to departments other than those where they are appointed full-time, and/or to various statutory organisations, and to draw allowances, honorarium or remuneration for such services ?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) the names of such officers ;

(ii) the names of such departments or statutory organisations, where they lend part-time services ; and

(iii) the amount drawn by each of such officers as allowances, honorarium or remuneration for such services, each month during the last year ?

The Minister for Finance: (a) Yes.

(b) A statement, as far as available in this department, is laid on the Table.

The amount of remuneration has been drawn either on a lump basis or on a monthly basis. This has been shown in the statement accordingly.

Statement referred to in reply to clause (b) of the Unstarred Question No 671.

Public Works (Establishment) Department	Shri R C Bose	Superintending Engineer, Road Construction Circle II (P W D)	Not exceeding Rs 500 as an examiner of L C E. Examination, of last June.
Ditto	Shri K C Roy	Superintending Engineer, Presidency Circle	Not exceeding Rs 300 as paper setter and ex-examiner of L C E of last June
Directorate of Medicinal Plants	Dr K Biswas	Director, Medicinal Plants	Permitted to act as paper setter and examiner of Calcutta University. The amounts of remuneration drawn cannot be reported as Dr Biswas is outside India
States Statistical Bureau	Shrimati C Bose	Director, States Statistical Bureau	Special pay at the rate of Rs 150 per month for part time service in connection with Annual Survey of Industries

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Mr. Speaker: I have received four notices calling attention to the following subjects —

(1) decrease in the supply of ration in Howrah district from Shri Tarapada Dey,

(2) reported pro-Chinese Communist activities in Darjeeling district—from Shri Deb Prakash Rai,

(3) apprehension of non-supply of rice against ration card in Ranaghat Subdivision of Nadia district—from Shri Gour Chandra Kundu, and

(4) reported murder of five workers of East Barabani Colliery, district Burdwan—from Shri Gour Chandra Kundu and Shri Lakhan Bagdi

I have selected the notice of Shri Gour Chandra Kundu and Shri Lakhan Bagdi on the reported murder of five workers of East Barabani Colliery, district Burdwan The Hon'ble Minister-in-charge may kindly make a statement on the subject today or give a date for the same

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : It will be made on Friday.

Half-an-hour discussion under rule 58 on answer to starred question No. 325 answered on 30th August, 1963.

Mr. Speaker : We take up the half-an-hour discussion on notice of by Shri Manoranjan Hazra and Shri Nani Bhattacharjee.

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : *মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ৩০ তারিখে এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চেন নং ৩১৪ সম্পর্কে যে আলোচনা হয় সে সম্পর্কে আমার এই মোসন। সেই প্রশ্নোত্তরকালে যে অংশটা দেখা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে এই যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে* রিসড়ার এ্যালকালী কেমিক্যালের শ্রমিকরা সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট করে এবং তার ফলে ৬ জন শ্রমিক কর্মচারীকে ১৭ই আগষ্ট তারিখে ছাটাই করা হয়। এবং শ্রমিক দপ্তরের ডেপুটি লেবার কমিশনার শ্রী কাদের নাওয়াজ এই ব্যাপারটি গ্রহণ করেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু কোম্পানীর অনমনীয় মনোভাবের ফলে দেখা গেল যে কোন রকম নিষ্পত্তি হোল না তখন শ্রী কাদের নাওয়াজ সাহেব কনসিলিয়েসন অফিসার হিসাবে সমস্ত ব্যাপারটি তাঁর মন্তব্য সহ সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। এখন সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবার পর দেখা গেল যে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে লাগলো—তার পর তৎকালীন শ্রম মন্ত্রীর কাছে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে গেলেন। তখন সাত্তার সাহেব বললেন নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি আমি দেখবো। কিন্তু নির্বাচনের সময় তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন তার পর কি হয়েছে তা আমরা সকলেই জানি—মাননীয় বিজয় সিং নাহার মহাশয় শ্রমমন্ত্রী হলেন। তিনি শ্রমমন্ত্রী হবার পর ১০ই জুলাই ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটা চিঠিতে তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটা জানানো হোল—কিন্তু সেই চিঠির পর একেবারে নীরবতা—তার কোন উত্তর পাওয়া গেল না এবং এই নীরবতার পরে তার সংগে সাক্ষাৎকার করা হোল। তার পর তিনি তৎকালীন যে লেবার কমিশনার মিঃ ডি, চ্যাটার্জিকে ডেকে কেসটা রিভিউ করতে বলেন এবং লেবার কমিশনার অফিসে আমরা কয়েকবার যাতায়াত করলাম। কিন্তু মুস্কিল হোল যে ফাইল পাওয়া গেল না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে গত ৩০ তারিখে যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন বার বার এই ফাইলের প্রশ্ন করাতে বার বার শ্রম মন্ত্রী মহাশয় জবাব দিয়েছে যে ফাইল আমার কাছে আছে।

[1-20 - 1-30 p.m.]

আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি লেবার কমিশনার-এর দপ্তরে বিভাগীয় ফাইল থাকে না, সেই ফাইল থাকে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে—এই হচ্ছে পরিস্থিতি। এবং সেই ফাইল না পাবার পর ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে, ৫ই মার্চ মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর সংগে পুনরায় দেখা করা হয়, তখন তিনি বল্লেন ব্যাপারটা আগেই ডিসপোজাল হয়ে গিয়েছে, লং এগো, তারপর সেই কথা ইউনিয়নকে জানান হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলতে পারি য়ুনিয়নকে এরকম কোন চিঠি দিয়ে জানান হয় নি, সংগে সংগে ৬ই তারিখে একটি পত্রে, এই পত্রের রসিদ আমার কাছে আছে, মাননীয় শ্রমমন্ত্রীকে জানান হয় আমরা পাই নি, সেই চিঠির জবাবও ইউনিয়ন পায় নি। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। সেজন্য আমি বলতে চাই, কনসিলিয়েসন অফিসার-এর যে রিপোর্ট গভর্নমেন্ট-এর কাছে দিয়েছিল সেই রিপোর্ট আমাদের কাছে রাখা হোক, তাহলে বুঝতে পারবেন কতদিন ফেলে রাখা হয়েছিল এবং কিভাবে ভারত সরকারের শ্রমনীতির সংগে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয় সেদিন যখন প্রশ্নোত্তর হচ্ছিল তখন আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, একজন অফিসার প্রাডাকশন ম্যানেজার যিনি জেনারেল ম্যানেজার হতে যাচ্ছেন এইচ, কে, ভাণ্ডারী [illegible] তিনি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর নিকট আত্মীয় এবং ডিস্‌ট্রিক্ট [illegible] প্রাইভেট এ্যাড্রেস এবং মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর এ্যাড্রেস এক [illegible]। যাই হোক, আমি এখানে বলতে চাই, ভারত সরকারের শ্রমিক কর্মচারীরা যে ধর্মঘট করেছিল তার প্রতি সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট করার জন্য ৬ জনকে যে ছাটাই করা হয়েছে এই কনসিলিয়েসন এবং ট্রাইব্যুনালে দেওয়া যেতে পারে কিনা সেটা ভেবে দেখা উচিৎ। এবং আমি আরো বলতে চাই এটা ভারতসরকারের শ্রমনীতির বিরোধী হয়েছে। এমন কি আই, এন, টি, ইউ, সি-এর যে কনফারেন্স হয়ে গিয়েছে তাতে এই রিট্রেঞ্চমেন্ট [illegible] লক্ষ্য করে তারা খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে পশ্চিমবংগ সরকার এতে বিশেষ ভাবে নজর দিচ্ছেন রিট্রেঞ্চ-মেন্ট-এর ব্যাপারে কনসিলিয়েসন করতে। সেজন্য আমি বলতে চাই, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ধর্মঘট মিসকণ্ডাক্ট বলতে তাদের কনডান করা হল যেখানে একটা প্রাইভেট ফার্ম-এর এই ৬ জন যারা ছাটাই হল তাদের সম্বন্ধে কনসিলিয়েসন করতে আপত্তি কেন। এবং

বিশেষ করে যখন মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর নিকট আত্মীয় এবং কেয়ার অফ-এ তাঁর যে এ্যাড্রেস জড়িত রয়েছে তখন তাঁর উচিৎ ফেয়ারনেস দেখাবার জন্য এই ব্যাপারটা রিওপেন করা। এর নজীরও আঁছে, হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানী বা একটা অমনিবাস্ ট্রাইবুনাল-এ সরকারপক্ষ হাজির থাকে নি, ফলে হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানী বেরিয়ে যান। মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যখন এই হাউস-এ প্রশ্ন করি তখন আলাদা একটা ট্রাইবুনাল দেওয়া হয়েছিল, এই নজীর আছে; এবং ট্রাইবুনাল এর পরে যখন সুপ্রীম কোর্ট-এ গেল তখন শ্রমিকরা ৮।৯ দিনের ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স এক সংগে পায়। কাজেই আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীকে বলতে চাই, আপনি দেখুন, য়ুনিয়ন আপনার কাছে তাদের যে চিঠি, যে দরখাস্ত- সেটা আমি একটু পড়ে শোনাই,

"It is an established principle that charges against a workman must be framed in accordance with and based on the provisions of the certified standing orders of the company A perusal of the charge sheets served on the concerned workmen will show that the charges were neither framed in accordance with, nor were they based on, the provisions of the certified standing orders of the company In fact, there is no mention of the standing order at all in any of the charge sheets. The second charge for which the concerned workmen were actually dismissed, as will be evident from the orders of dismissal, is absolutely vague and not concrete in so far as time, place of occurrence and the persons involved were not specified in the charge sheets, and as such the charge sheets themselves were not specific Whatever might have been made specific subsequently during the so called enquiry was done as after-thoughts This goes to prove that the management was acting with mala fide intention and that there was want of good faith on the part of the management. This deprived the concerned workmen of adequate is opportunity of defending themselves properly Thus, the management is guilty of violation of the principle of natural justice."

মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর ফাইলে এই চিঠি আছে। আর সময় না নিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই, এই ৬টি লোক, এই ৬ জনের নাম বল্লেই বুঝতে পারবেন আজকের দিনে,—তাদের নাম হচ্ছে, অমূল্যরতন দে বসন্ত চক্রবর্তী তারাদাস চক্রবর্তী, খগেন দাস, শীতলদাস চক্রবর্তী, অনাদি চক্রবর্তী, এই ৬ জন বাঙালী ছেলে এই ফার্ম থেকে নেচারাল জাস্টিস না পেয়ে বিট্রেঞ্চড হল। ম্যানেজমেন্ট এর সংগে চক্রান্ত করে পশ্চিমবংগের শ্রমদপ্তর শ্রমিকদের ছাঁটাই করছেন, এটা ভারত সরকারের শ্রমনীতির বিরোধী। আশা করি শ্রমমন্ত্রীমহাশয় এ'র একটা ব্যবস্থা করবেন।

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এর আগে ৩০ তারিখে অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে পলিসিগত ব্যাপারে প্রথমদিকে মন্ত্রীমহাশয় একবার বলেছেন যেহেতু সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর সংগে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর কোন সম্পর্ক নাই সেইহেতু সরকারের এই রকম নীতি যে, অন্য কেউ যদি সহানুভূতিসূচক স্ট্রাইক করে তাহলে কোনরকম সহানুভূতিসূচক ব্যবস্থা করা যায় না—প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেছেন। তারপর, তিনি সাধারণ পলিসি সম্পর্কে আরো যা বলেছেন সেটা হচ্ছে,—তিনি বলেছেন, আমি পরিষ্কারভাবে বলছি সরকারের মত, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর যে স্ট্রাইক হয়েছে তার সংগে যদি কলকারখানার শ্রমিককর্মচারীরা ডেমোনেস্ট্রেশন ও স্ট্রাইক করে এবং তাতে যদি সংশ্লিষ্ট ম্যানেজমেন্ট এ্যাকসন নেন তাহলে সরকার সেখানে কিছু করবেন না। আমি মনে করি এবং সেদিনও আমি এই কথা বলেছিলাম, এই যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবাংলা সরকারের অনুসৃত নীতি যা এই পর্যন্ত হয়ে এসেছে তা এই স্টেটমেন্ট থেকেও কমপ্লিট ডিপারচার, এবং আমি এই প্রশ্নও রেখেছিলাম মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে যে, কোন ক্যাবিনেট বৈঠক ডেকে এই নীতি গ্রহণ করেছেন কিনা, কোন ৺বাব

পাইনি। আজকেও এই প্রশ্ন আপনার মাধ্যমে মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে রাখছি। আমি দুটো জিনিস মনে করি, একটা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় শ্রমনীতি বা পশ্চিমবাংলার শ্রমনীতির ফলে যদি কোথাও সিমপ্যাথেটিক স্ট্রাইক হয়, পিসফুল ষ্ট্রাইক, লিগ্যাল ষ্ট্রাইক হয় এবং সেই ষ্ট্রাইক-এ যদি কোন শ্রমিক কর্মচারী ডিসমিসড হয় তাহলে গভর্নমেন্ট তার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস এ্যাক্ট অনুসারে সেই দায়িত্ব এড়ানোর কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি—এই হচ্ছে এক নম্বর কথা। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে, আমি সরকারের যে অনুসৃত নীতির কথা বলেছিলাম, যেসমস্ত ক্ষেত্রে ট্রাইবিউন্যাল-এ পাঠানোর ব্যাপারে লেবার ডিপার্টমেন্ট-এর ডিসক্রীসন আছে, যেসমস্ত সেড প্রিন্সিপলস লেবার ডিপার্টমেন্ট-এ এতদিন ছিল বা কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তরে ছিল তাতে কোথাও নাই—এই কথা আমি জোরের সংগে বলছি—এই কথা নাই যে সিমপ্যাথেটিক ষ্ট্রাইকে অংশগ্রহণ করলে যদি কোন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কাউকে ডিসমিস করে সেই সমস্ত ডিসমিসড কেস সম্পর্কে পশ্চিমবাংলা সরকার চোখ বুঁজে থাকবেন।

[1-30—1-40 p.m.]

সেই রকম ধরণের কোন সেড প্রিন্সিপল এখন পর্যন্ত লেড ডাউন হয় নি এটা আমি জোরের সংগে বলছি। আইন ঘটিত প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি বলছি যে যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট বেআইনী কিনা বা সেটা বাদ দিয়ে তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই যে সেটা বেআইনী স্ট্রাইক ছিল এবং সেই বেআইনী স্ট্রাইক-কে সমর্থন করে তারা ডিমোনেস্ট্রেসন স্ট্রাইক করেছে তাহলেও সেই স্ট্রাইক বেআইনী হয় না। স্যার, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট এ্যাক্ট-এর ২২ এবং ২৩ ধারায় বলা হয়েছে যে কোন কোন অবস্থায় শ্রমিক বা কর্মচারীরা স্ট্রাইক করতে পারবে না এবং ২৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি ২২ এবং ২৩ ধারা লংঘন করে স্ট্রাইক করে তাহলে সেই স্ট্রাইক ইললিগ্যাল হবে। এখন আমি যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই বা শ্রমমন্ত্রীর সংগে বিতর্কের জন্য ধরেও নেই যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা ইললিগ্যাল স্ট্রাইক করেছিলেন এবং তাদের সমর্থনে বাংলাদেশে বা যে কোন জায়গায় কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বা কর্মচারীরা স্ট্রাইক করেছিলেন তাহলে এই ২২-২৩-২৪ ধারার যে কোন ধারাই বলুন না কেন কোন ধারাতে একথা নেই যে সেই স্ট্রাইক ইললিগ্যাল হবে বা হতে পারে। যদি স্ট্রাইক ইললিগ্যাল হয়ে থাকে তাহলে তার মেরিট-এর দরুন হবে, সিমপ্যাথেটিক স্ট্রাইকের দরুন হবেনা। কাজেই এই সিমপ্যাথেটিক স্ট্রাইক সম্বন্ধে আমি শ্রমমন্ত্রীমহাশয়কে একথা স্মরণ রাখতে বলছি। তারপর, তিন নম্বর কথা হচ্ছে পেনাল রুজ যদি দেখি তাহলে আমরা কি দেখব? ধরুন একটা ইললিগ্যাল চলছে এবং তাকে সমর্থন করে যদি কেউ খাটে বা অর্থ সংগ্রহ করে—অর্থাৎ ইন ফার্দারেন্স অব দ্যাট স্ট্রাইক, ইন সাপোর্ট অব দ্যাট পার্টিকুলার ইললিগ্যাল স্ট্রাইক যদি কেউ কাজ করে তাহলে একমাত্র সেক্ষেত্রেই সেটা একটা অবৈধ কর্ম হিসেবে দেখা দিতে পারে অন্যভাবে নয়। তারপর, যদি একটা ইললিগ্যাল স্ট্রাইকের সমর্থনে অন্য কোন জায়গায় লিগ্যাল স্ট্রাইক হয় যেটা এর মধ্যে পড়েনা এবং সেটা যদি পিসফুল হয় তাহলে আমি মনে করি সেখানকার শ্রমিকদের শুধু ১৬ আনা ন্যায়সংগত অধিকারই নয়, তাদের আইনসংগত অধিকার আছে সেই ইললিগ্যাল স্ট্রাইকের সমর্থনে সেখানে স্ট্রাইক সংগঠন করা এবং সেটা সম্পূর্ণ বৈধ। সুতরাং সেই স্ট্রাইকে অংশ গ্রহণ করবার জন্য যদি কর্মচারীকে ডিসমিস করা হয় তাহলে আমি মনে করি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট এ্যাক্ট-এর দ্বিতীয় চাপটার অনুসারে পশ্চিমবংগ সরকারের করণীয় আছে এবং কনসিলিয়েসন ফেল করলে, আর্বিট্রেসন-এর জন্য যদি মালিক পক্ষ রাজী না হয় তাহলে ট্রাইবুনাল বা এ্যাডজুডিকেসন মেসিনারীর কাছে তাকে পাঠাবার ১৬ আনা অধিকার এবং এক্তিয়ার তাঁদের আছে। আমি আগেই বলেছি এমন কোন সেড প্রিন্সিপল নেই যার দরুন তাঁরা পাঠাতে পারেন না। মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে, এমন কি অবৈধ স্ট্রাইক-ও যদি হয় এবং সেখানে যদি কেউ অংশ গ্রহণ করে এবং তাকে যদি ডিসমিস করা হয় তাহলে সেই ডিসমিস যে ঠিক করেছে এটা মনে করবার কোন কারণ নেই। স্যার, এই শিল্প বিরোধ আইনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ডিসপিউট দেখা দিয়েছে তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিচার হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রিন্সিপল কি হবে সেটা সুপ্রিম কোর্ট লে ডাউন করেছে। স্যার, আপনি এবং শ্রমমন্ত্রীমহাশয় জানেন যে, আমি আই, জি, এন, আর, কোম্পানী এবং সেখানকার শ্রমিকদের বিরোধের কথা

বলেছি যে সেখানে কয়জন শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। এবারে আমি আপনার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের ডিসিসন-এর সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

এখানে বলা হয়েছে কখন ইললিগেল স্ট্রাইকে অংশ গ্রহন করার দরুন একজন শ্রমিক ডিসমিস হতে পারে বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে গ্রহন করা যেতে পারে। যদি সে সিম্পলি স্ট্রাইকে পার্টিসিপ্যান্ট হয়ে থাকে, স্ট্রাইকে অংশ গ্রহন করে থাকে তাহলে সেটা ডিসমিসালের কারণ হবেনা, কিন্তু যদি সে ভাইওলেন্ট হয়ে থাকে, এমন কিছু করে থাকে, যাতে সেখানে ল এ্যান্ড অর্ডার ভাংগা যায়, তাহলে সেই ইললিগেল স্ট্রাইকে পার্টিসিপেট করতে যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ ন্যায়সংগতভাবে ডিসমিস করতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে নয়। আমি প্রসংগতঃ বলছি আই জি এন রেলওয়ে কোম্পানী এবং তাদের যে ওয়ার্কমেন যারা সংশ্লিষ্ট বিরোধের সংগে ভাইওলেন্সের সংগে জড়িত ছিল না, যারা সেখানে ল এ্যান্ড অর্ডার ভাইওলেট করার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল না তাদের সেই স্ট্রাইকে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, পার্টিসিপেট করা সত্ত্বেও পুনর্বহাল করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি

Labour Law Journal, 1960, Volume I.

এই বইখানার ২৬।২৭ পৃষ্ঠা দেখার জন্য অনুরোধ করছি। এই বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার বলা আছে,

"The punishment of dismissal or termination of services has, therefore, to be imposed on such workmen as had not only participated in the illegal strike but had fomented it and had been guilty of violence or doing acts detrimental to the maintenance of law and order in the locality where work had to be carried on."

অর্থাৎ যারা ভাইওলেন্সে ইনভলভড হয়েছে বলে অভিযুক্ত হয়েছে এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধরণের ল এ্যান্ড অর্ডার ভাইওলেট করেছে শুধু মাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ন্যায়-সঙ্গতভাবে বরখাস্ত করে থাকেন। কিন্তু যদি শুধু স্ট্রাইকে অংশ গ্রহন করে থাকে এবং যদি সেই স্ট্রাইক পীসফুল হয় এবং ন্যায়সঙ্গত হয় এবং সেই অংশ গ্রহন করার জন্য যদি কর্তৃপক্ষ একাধিক শ্রমিককে বরখাস্ত করেন তাহলে সেটা ন্যায়সংগত বরখাস্ত হবেনা। অন্ততঃ সে সম্বন্ধে বিরোধ থাকতে পারে এবং সেই বিরোধ-আলটিমেটলি কোর্টে যেতে পারে, ট্রাইবুনালে যেতে পারে। যখন মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন সাপ্লিমেন্টারীর জবাবে যে আমার কিছু নাই, কিছু করবো না, সহানুভূতিসূচক মনোভাব দেখাবো না তখন আমি শ্রমমন্ত্রী মহাশয়কে বলছিনা আবেদনও করছি না, দয়া দাক্ষিণ্য দেখাতেও বলছি না। তিনি বলছেন কোন কিছু করব না, এটাই হচ্ছে পান্ড পলিসি তা থেকে এই এই কারণ ডিপার্চার মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে শ্রমিকদের ফ্রাটারনাইজেশনের ব্যাপারে ওয়ার্কিং ক্লাসের ইউনিটির ব্যাপারে আই. এল. ও-র আবির্ভাব, ইন্টারনেশন্যাল লেবার অর্গানাইজেশনের আবির্ভাব। এটাকে আপনারা যত কিছু সীমাবদ্ধ বলুন না কেন কায়েমী স্বার্থের বেড়াজালে আবদ্ধ সংগঠন বলুন না কেন তবু এটা একটা ইন্টারনেশন্যাল বডি ওয়ার্ক করছে। তার কথা বাদ দিলাম। সেখানে পরিষ্কার কালেকটিভ বার্গেনিং প্রিন্সিপলের কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং নানাভাবে একথা বলা হয়েছে, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী কি জানেন না একথা? যখন পে কমিশন-এর নির্ধারিত বেতন চালু করার জন্য দাবি উঠে তখন তার উপর তাঁর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের ভাগ্য যেমন নির্ভর করে তেমনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মচারী যারা নন বাইরের যারা কর্মচারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী তাদেরও ভাগ্য নির্ভর করে। আজকে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা যদি বোনাসের দাবি তোলে এবং সেটা যদি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে এটা শ্রমমন্ত্রী মহাশয় জানেন যে সে দাবি জয়ের যে ফল তা সুদূরপ্রসারী। এ পর্যন্ত আমি শ্রম-মন্ত্রী মহাশয় যা বলেছেন তার উত্তরে অনুসৃত শ্রম নীতির কথাই বললাম। অবশ্য তিনি যদি লঘুচ্ছলে বলে থাকেন তাহলে আমার বলার কথা হচ্ছে একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রীর পক্ষ থেকে এইরকম লঘুভাবে মজুরদের মেজাজ দেখিয়ে উল্টা-পাল্টা কথা বলাটা যদি অভ্যাসে দাঁড়ায় তাহলে তাঁর সাংঘাতিক দুর্নাম হবে, তিনি কিভাবে ষ্টেটমেণ্ট দিলেন আমি মনে করি তিনি একসপ্লেন করবেন।

[1-40—1-50 p.m.]

Mr. Speaker : Hon'ble Mr. Nahar.

[Shri Kashi Kanta Maitra rose.]

Dr. Kanai Lal Bhattacharya: স্যার, আমি দুই মিনিট বলতে চাই।

Mr. Speaker: I would draw your attention to rule 58(5) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly. It reads, "The member who, has given notice make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly."

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য : আই ওয়াজ এ সিগনেটরী টু দি মোশান। আমায় একটু বলতে দিন।

মিঃ স্পীকার: আগে মিনিষ্টারের জবাব শুনুন, পরে কোয়েশ্চেন পুট করবেন।

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য : দিস ইজ দি ফার্স্ট অকেসান, আমাদের একটু টাইম দেন।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি সেদিন প্রশ্নোত্তরে যে কথা বলেছিলাম তাতে শেষের দিকে এত গোলমাল হল যে অনেক মাননীয় সদস্য আমার কথার উল্টো-পাল্টা করে এর অর্থ করেছেন। এই কেসের ব্যাপারে সোজা কথা আমি বলেছিলাম এটা ট্রাইবুন্যালে দেওয়া যায় কিনা। আমি এটা বলতে পারি সাধারণভাবে সরকার একটা নীতি গ্রহণ করেন যেটা আইনের মধ্যে রয়েছে, তার সংগে ইণ্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স, ম্যাডরাস, সেখানে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটা ডিসপিউট বিবেচনা করে তাঁরা ঠিক করেন যে কোনটা ট্রাইবুন্যালে পাঠাবেন, কোনটা পাঠাবেন না। বস্তুতঃ এই ডিসপিউটটা হয়েছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কর্মচারীরা একটা ইললীগ্যাল স্ট্রাইক করেছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই কারখানার কর্মীরা স্ট্রাইক করে। কর্মীদের মধ্যে দুটো ভাগ ছিল—কিছু কর্মী স্ট্রাইক করতে চেয়েছিল, কিছু চায় নি। এটা আমার সময়কার ঘটনা নয়—আগেকার। আমি এই সমস্ত ফাইল দেখছিলাম। মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু আমাদের কাদের নওযাজের রিপোর্ট পড়ে শোনালেন। সেই রিপোর্টে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল, এটা কোন ইনফ্লুয়েন্স করে লেখা হয়নি, অর্ডার দিয়ে লেখান হয় নি, আমি একটা লাইন পড়ে দিচ্ছি—

Under the circumstances the dispute could not be settled and no further action is possible.

অত্যন্ত পরিষ্কার করে সমস্ত আর্গুমেন্ট দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন যে এ দেওয়া যায় না এবং তারপর সরকার সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এখানে যে ঘটনা হয়েছিল তাতে দেখতে পাচ্ছি এই স্ট্রাইকের জন্য কোন নোটিশ পূর্ব থেকে দেওয়া হয়নি। একটা ইউনিয়ন স্ট্রাইক করব বলে ঘোষণা করলেন এবং অনেক কর্মী সেখানে স্ট্রাইক করব না বলে। তাতে যাঁরা বাধা দিয়েছিলেন তাঁদের নামে চার্জ সিট হয়। চার্জসিট সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার জন্য এনকোয়ারী করার ব্যবস্থা আছে, সেগুলি হয়েছিল। তারপরেও তাঁরা এঁদের দোষী সাব্যস্ত করলেন। তাঁরা বাধা দিয়েছিলেন, তাঁরা ডিমনস্ট্রেট করেছিলেন, আরো অনেকগুলি জিনিস আছে সেগুলি পাওয়াতে তাঁদের ডিসচার্জ করলেন। সরকার পক্ষ এই ঘটনা খুব ভালভাবে দেখেছেন, কনসিলিয়েসানের চেষ্টা করেছেন এবং একবার নয়, কয়েকবার বৈঠক হয়েছে। এতে ডেপুটি লেবার কমিশনার যে রিপোর্ট দিলেন তাতে এটা ট্রাইবুন্যালে পাঠান যায় না। সেই রিপোর্টটা উপরে পর্যন্ত এসে ঠিক হয়েছে যে ট্রাইবুন্যালে পাঠান যায় না। এটা নতুন কোন নীতি নয়, আমি এসে নীতি পাল্টে দিয়েছি তা নয়। সাধারণভাবে একটা জায়গায় স্ট্রাইক হয়েছে তাঁর সংগে সিমপ্যাথেটিক স্ট্রাইক করেছেন এবং তার মধ্যে কি কি ঘটনা ঘটেছিল, মালিক পক্ষ কি এ্যাকসান নিলেন সবগুলি বিচার বিবেচনা করে সরকার ঠিক করেন যে কোনটা ট্রাইবুন্যালে পাঠাবেন, কোনটা পাঠাবেন না।

এটা ঠিক যেখানে দেখা যায় যে, যে স্ট্রাইক করেছে সেই স্ট্রাইকে কোন ডিমাণ্ডের ব্যাপার নেই, অন্য কোন ব্যাপার নেই, সেই স্ট্রাইকের জাস্টিফিকেসন সম্বন্ধে, লিগালিটি ইল্লিগালিটি

সম্বন্ধে সন্দেহ আছে সেখানে সাধারণ ভাবে একথা বলেছিলাম যে সরকার সেটাকে সহানুভূতি-সূচক মনোভাব নিয়ে বিচার করেন না এবং এজন্য করেন না যে এতে আরো এরকম ! স্ট্রাইক চারিদিকে বেড়ে দেশের মধ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হবে, গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। সেজন্য শ্রমিক-দের স্ট্রাইক করার যে অধিকার আইনে স্বীকার করা হয়েছে সেটা সরকার কেড়ে নিতে চান না কিন্তু তার ব্যবহার কোথায় হবে সেটা অনেক জায়গায় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, সেটা লেবার কন-ফারেনস, ত্রি পক্ষীয় বৈঠকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, তার বাইরে যাঁরা যান সরকার তাঁদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন আমি সেকথা বলেছিলাম। এখন এ সম্বন্ধে মনোরঞ্জনবাবু যেটা বল্লেন যে আমি শ্রমমন্ত্রী হবার পর নাকি আমার দপ্তরের কর্মচারীকে দিয়ে উলটা পালটা লিখিয়ে নিয়েছি, এই কথা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁদের সব সময় মনে হয় যেহেতু আমি শ্রমমন্ত্রী আছি এবং যেহেতু তাঁদের সমস্ত ইউনিয়নের সংগে কিম্বা তাঁদের সঙ্গে মতবিরোধ হয় সেহেতু —আমি ওলট পালট কাজ সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে করিয়ে থাকি কিম্বা আমাদের যদি কোন আত্মীয় থাকেন তাহলে তার দিকে আমরা বেশী টেনে কথা বলি। আমি এটুকু বলতে পারি যে কংগ্রেসকর্মীরা এবং কংগ্রেসের লোকেরা যেখানে যাঁর যত আত্মীয়ই থাকুক বা যে কেউই থাকুক সেদিক দৃষ্টি না রেখে যেটা করণীয় সেটা করেন। আত্মীয় স্বজন আছেন বলে বা দলের লোক আছেন বলে তাঁরা সেদিকে যাবেন সেটা কংগ্রেসের তরফ থেকে কোন সদস্য বা কোন মন্ত্রী কোন দিনই করেন না, ন্যায়কে সামনে রেখে বিচার করে তাঁরা নিজেরা ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে পারি এবং এই কয়দিন যে আমার হাতে শ্রম দপ্তর রয়েছে, আপনারাও দেখেছেন আমি অত্যন্ত সহজভাবে যেটা ন্যায় সংগত হয় তাই করি, কোন দলকে টেনে কিছু করি না এবং সরকারের মধ্যে যদি কেউ এই প্রবৃত্তি আনবার চেষ্টা করেন সেটা আমরা বারণ করি। আমরা কংগ্রেসের লোক যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি সেই দায়িত্বকে পালন কর-বার শক্তি আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে এটুকুই আমি বলেছিলাম।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য : একটা বিষয় আমার পরিষ্কার হল না—আমি যে পয়েন্টটা তুলেছিলাম সেই পয়েন্টটা হচ্ছে এই যে, যদি কোন ধর্মঘট ইল্লিগ্যাল হয় এবং যদি অন্য কোন কারখানায় সেই ধর্মঘটের সমর্থনে সিমপ্যাথেটিক স্ট্রাইক হয় এবং সেই সিমপ্যাথেটিক স্ট্রাইকের ফলে যদি কোন অন্যায়ভাবে ছাঁটাই হয় তাহলে সরকার কি সেগুলি ট্রাইব্যুন্যালে দেবেন না—এই কি সরকারের নীতি ?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : আমরা সব সময় দেখি যে প্রিন্সিপল আর ন্যাচারাল জাষ্টিস ভায়োলেটেড হয়েছে কিনা কিম্বা আমাদের কাছে লেবার প্র্যাকটিস করা হয়েছে কিনা যদি কিছু পাই নিশ্চয়ই ট্রাইব্যুনালে দিই কিন্তু যেখানে দেখি প্রিন্সিপল অব ন্যাচারাল জাষ্টিস ভায়োলেটেড হয় নি কিম্বা আনফেয়ার লেবার প্র্যাকটিস হয় নি সেখানে আমরা দিই না।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : কাদের নাওয়াজের রিপোর্টের যে অংশ পড়লেন ওটা আমাদের দিন না, পুরোটা দিয়ে দিন না।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : ফাইলের কোন জিনিস আমি দিতে পারি না আপনারা যদি প্রশ্ন করেন তাহলে উত্তর দিতে পারি।

শ্রীকাশিকান্ত মৈত্র : স্যার, সেদিনে মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে আমার এ প্রশ্ন মনে জেগেছিল যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে স্ট্রাইক ইল্লিগ্যাল ডিক্লেয়ার করে যে অর্ডিনান্স ১৯৬০ সালে প্রামালগেটেড হয়েছিল সেই অর্ডিনান্সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একথা কোন জায়গায় বলেন নি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ী ছাড়া অন্য কোন জায়গায় প্রাইভেট সেকটর এণ্টারপ্রিসমেন্ট বা কমার্সিয়াল এস্টাব্লিসমেন্টে যদি কোন স্ট্রাইক হয়,

Those strikes would be illegal and those involked in the strike would be penalised as contemplated by the Ordinance of 1960.

এটা কোথাও ছিল না।

[1-50—2 p.m.]

যখন প্রশ্ন হচ্ছে এখন আপনি যে কথা বললেন যে কমার্সিয়াল এস্টাব্লিসমেন্ট : এই ৬ জনের ভিতর চার্জ সিট ড্রন আপ করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে আমি জানতে চাই যে সেই চার্জসিট এর মধ্যে কি এটা ছিল যে এই কমার্সিয়াল এস্টাব্লিসমেন্ট এর এমপ্লয়িজ-রা তারা

In sypmathy with the strike of the Central Government employees when they struck work land therefore they viated the standing order or for the matter of that the rules.

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : সেই রকম কোন চার্জ সিট ছিল না।

শ্রীকাশিকান্ত মৈত্র : নানা, তাহলে আপনি যে বললেন যে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারী-তে ন্যাচারাল জাস্টিস ভায়োলেটেড হচ্ছে কিনা সেটা কোথায় আসে? সেটা আসে যেখানে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারী হয় সেখানে। ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারী হলে সেখানে যদি ন্যাচারাল জাস্টিস-এর প্রিন্সিপল অবসার্ভ না হয় তাহলে সেখানে সেই প্রশ্নটা আসে। আর যদি ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারী না করে, যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর স্ট্রাইক-এর সঙ্গে সিমপ্যাথেটিক স্ট্রাইক করেছে এই কারণে যদি তাদের সঙ্গে সঙ্গে ডিসমিস করে দেয় তাহলে এনকোয়ারীর কোন প্রশ্ন নেই। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে

সেকসান ২২ এ্যান্ড সেকসান ২৩ অব দি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট এর মধ্যে তাঁরা বলে দিচ্ছেন কোনগুলি লিগাল স্ট্রাইক এবং কোনগুলি ইল্লিগ্যাল স্ট্রাইক হবে। এই ডোমেন-এর মধ্যে একটা ক্লাস অব স্ট্রাইক থাকতে পারে যেগুলি ইল্লিগ্যাল না হয়ে সেগুলিকে আমরা আইনের পরিভাষায় বলি

আনজাস্টিফায়েড স্ট্রাইক। আনজাস্টিফায়েড স্ট্রাইক আর নট নেসেসারীলি ইল্লিগ্যাল স্ট্রাইক। সুতরাং যদি এটা ধরিয়া নেওয়া যায় যে আনজাস্টিফায়েড স্ট্রাইক হয়েছে তার জন্য এমপ্লয়িজদের পানিসমেন্ট দেবার জন্য সুয়ো মটো প্রভিসন আইনে নেই। এবং যদি কোম্পানী করে থাকে তাহলে আমি মনে করি সেটা সম্পূর্ণ ভুল।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : উনি আমার উত্তরটা যা ছিল তা মন দিয়ে শোনেননি, হঠাৎ কতকগুলি প্রশ্ন করে বসলেন। আমি অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় বলেছিলাম যে কোম্পানী এনকোয়ারী করেছেন সমস্ত চার্জ সিট যেগুলি দিয়েছেন এবং তার মধ্যে এই যে স্ট্রাইক-এর কথাটা সেই চার্জ সিট-এ ছিল না। তাঁরা কিজন্য করেছেন সেটাও বলেছিলাম যে যারা আসতে চেয়েছিল তাদের বাধা দিয়েছিল। তারা অন্য রকম গোলমাল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিল তারই চার্জ সিট ছিল, তারই এনকোয়ারী হয়েছে এবং সেই এনকোয়ারীর রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। আমাদের কনসিলিয়েসন অফিসার সবগুলি দেখে তিনি স্যাটিসফায়েড হয়েছিলেন যে এতে আমাদের আর কিছু করণীয় নেই।

মিঃ স্পীকার : দি ডিসকাসন ইজ ওভার

Laying of Order No. 2 of the Delimitation Commission

The Hon'ble Iswar Das Jalan : I beg to lay before the Assembly Order No. 2 made by the Delimitation Commission under clause (b) of section 8 of the Delimitation Commission Act, 1962.

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha: Sir, I beg to move that the West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963, as passed by the Council, be taken into consideration.

In moving this, I may state that this Bill has been designed to improve the standard of teaching and training of Registered Homoeopathic practitioners. While the Health Survey and Development Committee,

popularly known as the Bhore Committee published its comprehensive report in 1946, the Committee did not make any specific recommendation regarding the indigenous and Homoeopathic systems of medicine except advising the Provincial Governments to enact necessary legislation of controlling and regulating these systems. After attaining independence the Ministry of Health of the Government of India appointed a Homoeopathic Enquiry Committee in 1948, and this Committee submitted its report in 1949. This Committee recommended registration of only those Homoeopathic practioners who were duly qualified in India or abroad from the institutions recognised by the States concerned or who were already registered. The Committee also recommended that all other Homoeopathic practitioners with experience of bona fide Homoeopathic practice for at least 7 years should be placed on a list with no powers for certification. The Committee also recommended that all other Homoeopathic practitioners would have to pass a test both in theory and practice of medicine of Homoeopathy as per standard laid down by the Central Council of State Faculty of Homoeopathic Medicine, West Bengal. The test would be continued for a period of not more than three years and may be held twice a year. The Committee also recommended that "Any existing Homoeopathic practitioners who will not be able to pass the examination within the above period of 3 years from the date when effect is given to our recommendations should be debarred from practising homoeopathy." The Committee also recommended that the State Homoeopathic Council should have only 9 members, with 1 President, 1 Vice-President, 1 representative of the affiliated homoeopathic institution, 2 representatives of those homoeopaths who hold registrable qualifications in scientific medicine and 4 homoeopathic practitioners.

The Central Council of Health appointed a Commitee popularly known as the 'Dave' Committee which submitted a report in 1956. This Committee recommended that homoeopathic practitioners who were of 15 years' standing prior to the appointed day would be on the register along with the persons who have passed from the approved institutions and the rest with at least 2 years' practice in homoeopathy should be placed in a 'list'. The Committee also recommended that the listed practitioners would not be entitled to the privileges given to the registered practitioners. The listed pactitioners would be entitled to practice particularly in rural areas and especially in those areas where registered practitioners were not available. The Committee also strongly recommended for prohibition of bogus degrees.

The Health Survey and Planning Committee popularly known as the Mudaliar Committee, appointed in 1959 by the Ministry of Health, Government of India, in its report submitted in 1961 made recommendations regarding the Indigenous System of Medicine, but not homoeopathy.

The Bill was first introduced in the Council on the 2nd April, 1963, and with the consent of both the Houses, was referred to Joint Elect Committee consisting of 15 members, 10 members from this House and 5 members of the Council. The Joint Select Committee held four sittings from 25.6.63 to 28.6.63, examined 9 witnesses and after due deliberations submitted its report, recommending amendment of clauses 5(1) (a), 5(a) (f), 21(2), 25(1), 26(2), 34, 35, 38 and the Schedule.

The Bill along with the recommendations of the Joint Select Committee were placed before the Council on the 6th and 7th August 1963, and passed by the West Bengal Legislative Council on the 7th August 1966, with further amendment made in clauses 1(3), 2(12), 17, 25(1) and in

some other clauses for changing the language. The Council made two important amendments relating to clauses 1(3) and 25(1). The amendment of clause 1(3) meant that different dates might be appointed by the State Government for different sections of the Act. The main purpose of this amendment is to render facilities to the students now studying in unaffiliated homoeopathic institutions before Section 34 is enforced on the said institutions.

The amendment of clause 25(1) relates to the payment of renewal fees once a year instead of once every five years. The Council passed this amendment on economic grounds. If, however, this House was in favour of the recommendation made by the Joint Select Committee, naturally, I would have no objection to accept the amendments relating to clauses 1(3) and 25(1).

With these words, I move that the Bill as passed by the Council be taken into consideration.

Mr. Speaker: All the amendments for circulation are out of order But honourable members can speak generally on the provisions of the Bill. I call upon Shri Sanat Kumar Raha

[2—2-10 p m]

শ্রীসনৎকুমার রাহা: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় অনেক দেরীতে এবং বিলম্বিত অবস্থার ভিতর দিয়ে আজকে আমাদেব সামনে হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম অব মেডিসিন বিল এসেছে। আমরা মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে শুনলাম ১৯৪৮।৪৯ ইং সালে একবার তদন্ত হয়, তারপর এই ১৫ বৎসর কেটে গেল। এই ১৫ বৎসর অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়ে থাকবার পর আজকে আমাদের সামনে এই হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম অব মেডিসিন এই বিলটা আনা হয়েছে। এতদিন এই জিনিসটা উপেক্ষিত হবার ফলে আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জগতে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, একটা ধারাবাহিক ও সুশৃংখল অধ্যাপনা থেকে ছাত্রমহল বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়েছেন। ক্যালকাটা করপোরেশন থেকে এই ব্যাপারে যে সার্ভে হয়েছিল তার রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, শতকরা ২৫·৭ হোমিওপ্যাথিকে প্রায়রিটি দেবার জন্য বলেছেন, এবং আমাদেব সমাজে আজকে অর্থাভাবের দরুন শতকরা ৪০ জন লোক হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট নিতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই আজকে এই বিলটা সম্পর্কে আমাদের দুটো বিষয় চিন্তা করা দরকার। প্রথমেই আমি বলব, হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম অব মেডিসিন-এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা এবং যদি থাকে সেই বিজ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে রাষ্ট্র থেকে সাহায্য করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থাও পরিবেশের মধ্যে আমরা চলেছি তাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। আজকে আমাদের দেশের শতকরা ৩৩ জন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহণ করেছে। এই সামাজিক পরিবেশেও ব্যাকগ্রাউন্ড-এ এই সিস্টেমকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে আমাদের বিল করা দরকার। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বিলের ধারাগুলির উপর বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া উচিৎ। এই সম্পর্কে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেরও কতকটা অগ্রগতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে, যে দেশ নাকি একদা শিক্ষার দিক থেকে সবচেয়ে বেশী অগ্রগণ্য ছিল আজকে নানাদিক দিয়ে, বিশেষ করে আর্থিক ও শিক্ষার দিক দিয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি এতদিন যে উপেক্ষা দেখান হয়েছে সেটা স্বীকার করে নিয়ে এই সরকার আজকে এই বিল এনেছেন, তারজন্য তাঁদের আমি অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানাচ্ছি। এই বিলটার একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং এই বিলটা গ্রহণ করলে পর আমাদের বহু দিনের একটা সমস্যা দূরীভূত হবে। এই বিলে কতগুলি মৌলিক বিষয় আছে যেগুলি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। প্রথম হচ্ছে, আমাদের দেশে একটা কাউন্সিল গঠন করার ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা জানি বর্তমানে আমাদের দেশে একটা য়্যাসোসিয়েসন আছে। ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা দেখেছি প্রাক্‌টিক্যাল ব্যবস্থার ক্ষেত্রে

হোমিওপ্যাথির এখনো পুরো মর্য্যাদা পেতে বাকী আছে। সেদিক থেকে আমি বলতে চাই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে আমাদের এই বিলটার বিভিন্ন ধারাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। এই বিলের উপর ২৫০টা সংশোধনী এসেছে। ১৫ বৎসর হল প্রায় এই ব্যাপারে তদন্ত হয়েছিল, তারপর সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এর পরিবর্তন ঘটেছে। এজন্য আমি আনন্দিত, এবং আমি মনে করি তাঁদের কর্তব্য তাঁরা করেছেন। এ সম্পর্কে আমার প্রথম সুপারিশ হচ্ছে কম্পোজিসন অব দি কাউন্সিল একটা কাউন্সিল গঠন করতে হবে। এই কাউন্সিল কাদের নিয়ে হবে? মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন তদন্ত কমিটিতে যারা আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু সেইসব আলোচনা ও পরামর্শ থাকা সত্ত্বেও কাউন্সিল-এর গঠনের পদ্ধতি ও সদস্যের সংখ্যার ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমাদের এখানে হাজির হওয়ার দরকার আছে। যারা সিলেক্ট কমিটিতে আছেন তাঁদের কোনও মতামত কার্যে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে হয় না। কাজেই আমি বলছি আমাদের এখানে শেষ আলোচনা হবে এবং কম্পজিসন অব দি কাউন্সিল কিভাবে হওয়া উচিত কারা সদস্য থাকবেন বা কাদের সদস্য থাকা উচিত সেই সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে আমাদের বক্তব্য রাখা দরকার। ১৯ জন লোক নিয়ে—একজন

President, seven members nominated by the State Government, one member nominated by the Vice-Chancellor of the University of Calcutta, the Head of the Homoeopathic Research Institute, the Principal of the Homoeopathic College and eight members who are citizens of India, elected, from such constituencies and in such manner as may be prescribed

এখানে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যাঁরা স্কুলে ও কলেজে হাতে-কলমে হোমিওপ্যাথিককে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন সেই শিক্ষক শ্রেণী থেকে কাউকে নির্বাচন করার কোন ব্যবস্থা এর মধ্যে নেই। আমি মনে করি, এর মধ্যে শিক্ষকদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকা দরকার; বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ে, যারা হাতে-কলমে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং মানুষের জীবনে এই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করছেন তাঁদের ব্যবহারিক জ্ঞান এই কাউন্সিল-এ থাকা দরকার।

[2-10—2-20 p.m.]

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর একটা কথা বলতে চাই এবং সেটা হচ্ছে এই বিলের মধ্যে অনেকগুলো যে ধারা দেওয়া আছে তার মধ্যে রেজিস্ট্রেসন-এর ব্যবস্থার কথা আছে, ক্যাটিগরি "এ" এবং "বি"-র কথা আছে, ৫ টাকা ফি দেবার কথা আছে। এগুলি কাগজে দেখেছি কিন্তু বিলের মধ্যে দেখছিনা। তারপর, রিনিউয়াল-এর জন্য পরীক্ষা দিতে হবে এবং এছাড়া আরও কয়েকটি ধারা আছে। আমি বলতে চাই সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে যে অবস্থা দেখছি তাতে দেখছি হোমিওপ্যাথিক যে সংঘ আছে তাঁরা সব লোককে একই মর্যাদা দিতে চাচ্ছেন না। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, "এ" এবং "বি" ক্যাটিগরি দুটি থাকলে ভুল হবে না কিন্তু "এ" এবং "বি" ক্যাটিগরির মধ্যে কতগুলো রেজিষ্ট্রীভুক্ত করে নেবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে আমি তার সমালোচনা করতে চাই। স্যার, বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে যে শত সহস্র আনরেজিষ্ট্রার্ড ডাক্তার আছেন এবং যারা এইভাবে চিকিৎসা করে জীবিকার্জন করে থাকেন তাতে আজকে যদি পরীক্ষার মান ঠিক করে দেন যে পরীক্ষায় পাশ করলে হোমিওপ্যাথিক রেজিস্ট্রেসন পাবার সুযোগ পাবে তাহলে মনে হয় বহু ব্যক্তি যারা এইভাবে জীবিকা অর্জন করছেন তা থেকে বঞ্চিত হবেন। বাংলা দেশের সামাজিক পরিবেশ বা পটভূমিকায় তাকে আইনের দিক থেকে বাধ্য করে প্রাকটিস থেকে বঞ্চিত করা হবে কিনা জানিনা, কিন্তু একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হবে। কাজেই আমার মনে হয় আপনার একটা চেক রাখুন যে, যারা বর্তমানে আনরেজিষ্টার্ড হয়ে আছে, যাদের প্রপার সার্টিফিকেট নেই তাদের রেজিষ্ট্রিভুক্ত হতে গেলে একটা পরীক্ষার চেক থাকবে। এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমি মনে করি যারা এইভাবে চিকিৎসা করে জীবিকা অর্জন করছে, যাদের দুর্নাম হয়নি এগুলি তদন্ত করা দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা দরকার যে শুধু হোমিওপ্যাথিক

সাবজেক্ট-এর উপর পরীক্ষা হবে—তার বাইরে নয়। তার বাইরে করলে গ্রামের এই যারা অল্প শিক্ষিত বা কম শিক্ষিত বা এইভাবে যেসব ডাক্তার চিকিৎসা করেন তাঁরা রেজিষ্টার্ড হতে পারবেন না এবং তাতে দুটি সমস্যার সৃষ্টি হবে। রেজিষ্টার্ড না করলে বেকার আরও বাড়বে এবং বেকার যদি নাও বাড়ে তাহলে তাঁরা বেআইনীভাবে চিকিৎসা করবেন। কাজেই আমার মনে হয় সমস্ত জিনিস রিকগনাইজড সিস্টেম-এর অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য এঁদের পরীক্ষা করা দরকার এবং সেই পরীক্ষা অত্যন্ত লিবারেল বা উদারভাবে করা দরকার। শুধু হোমিওপ্যাথিক সাবজেক্ট-এর উপর পরীক্ষা হোক যাতে তাঁরা ক্রমশঃ এসে উন্নতি করতে পারেন, তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের দিক থেকে উন্নতি করতে পারেন এবং সেইজন্য কাউন্সিল এবং গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর দেখছি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যাঁরা বছর বছর রিনিউ করবেন তাঁদের রিনিউয়াল ফি দিতে হবে। এঁরা বলছেন যে, অন্য যাঁরা মেডিকেল প্রাক্‌টিসনার্স আছেন তাঁদের যখন রিনিউয়াল-এর জন্য ব্যবস্থা হয়নি তখন এই হোমিওপ্যাথদের ক্ষেত্রে সেটা কেন করা হচ্ছে? যদি আপনারা হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র এবং তার ব্যবহারিক ক্ষেত্রের উন্নতি করতে চান, তার গবেষণাগার, লাইব্রেরী এবং তাত্ত্বিক উন্নতি বিধানের জন্য ব্যবস্থা করতে চান তাহলে ডাক্তারদের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করুন—অর্থাৎ অন্য সোর্স থেকে আদায় করুন। কিন্তু বাংলা দেশে যাঁদের আপনারা আইন সম্মত ডাক্তার হিসেবে গ্রহণ করছেন তাঁদের কাছ থেকে যদি ফি হিসেবে কিছু নেন তাহলে তাঁরা মনে করবেন এটা আমাদের পক্ষে বিশেষ অমর্যাদাকর। তাঁরা মনে করবেন লোকে যেমন প্রফেসনাল ট্যাক্স দেয়, দোকানদার যেমন সেলস্ ট্যাক্স দেয় আমাদেরও তেমন বছর বছর ট্যাক্স দিতে হবে। কাজেই এই পদ্ধতি বদলান দরকার। স্যার, চিকিৎসার উন্নতির জন্য, কাউন্সিল-এর উন্নতির জন্য, হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য, তাত্ত্বিক দিক বাড়াবার জন্য, সঠিক প্রয়োগ করবার জন্য, তার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, তার এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজ-এ প্রয়োগ বিধির ভাল ব্যবস্থা করবার জন্য যদি ফান্ড-এর প্রয়োজন হয় তাহলে আমার মনে হয় সংঘ বা প্রত্যেকটি রেজিষ্টার্ড মেম্বার স্বচ্ছন্দে তা দেবেন।

আর একটা কথা বলা দরকার যে অনেকের এরকম একটা উন্নাসিকতা আছে যে হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা ডাক্তার পদবী ব্যবহার করতে পারবেন না। এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি আছে জানি না। তবে মোটামুটি দেখি বড় বড় মেডিকেল অফিসার, বড় বড় এম বি এ্যালোপাথের কথা ছেড়ে দিলাম, বড় বড় পণ্ডিত লোক এবং জনসাধারণ, হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল প্রাকটিশনার—যাঁরা তাদের প্রতি যে উপেক্ষা করেন সেটা দূর করা উচিত। রাষ্ট্র যখন তার পেছনে আইন নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের রিকগনিশন দিচ্ছে তখন সর্ব শক্তি দিয়ে মর্যাদা দিয়ে হোমিওপ্যাথিকে এ্যালোপ্যাথির স্থানে তোলা উচিত এবং বিজ্ঞান-সম্মতভাবে লোকের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক সিষ্টেম প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত। সেদিক থেকে তাঁরা ডাক্তার পদবী কেন ব্যবহার করতে পারবেন না তার যুক্তি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে শুনতে চাই। তাঁদের লোকে গ্রামের লোকে ডাক্তার বলে ডাকবে, ডাক্তার সাহেব, ডাক্তারবাবু বলে ডাকবে আপনারা তাদের কেতাব দিন আর নাই দিন।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অন্যান্য মেডিকেল প্র্যাক্‌টিশনারদের যেসব সুযোগ সুবিধা আছে, যেসব প্রিভিলেজেস্ আছে তা অনেক কার্টেল করা হয়েছে এই বিলের মারফত, আমি জানতে চাই অনেক কলিয়ারী আছে, চা বাগান আছে, ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ফ্যাক্টরী আছে যেখানে তাঁরা চান এই হোমিওপ্যাথিক সিষ্টেম অব মেডিসিন চালু করা, সেখানে সরকারী ডাক্তার এম. ও, মেডিকেল অফিসার হোমিওপ্যাথিক দেওয়া হবে কিনা? আমি আরও জানতে চাই যেখানে এল. আই. সি-তে এলোপ্যাথরা কেস দেখেন সেখানে এই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার দেওয়ার বাধা কোথায়? যে বিদ্যা শিখিয়ে নিলে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা হতে পারে যে পরীক্ষা পাশ করলে এল আই সির কেসগুলি তাঁরা দেখতে পারেন সেরকম টেস্টের ভিতর দিয়ে আসলে তাঁরা কেন যোগ্য হবেন না? সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে চাই চা বাগানে বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত মেডিকেল অফিসার কাজ করেন তাঁদের যেসব প্রিভিলেজেস আছে মর্যাদা এবং অধিকার আছে সেই সব অধিকার কেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের থাকবে না?

আর একটা বিষয় বলতে চাই। এই বিলে এমন কোন ব্যবস্থা এমন কোন কার্যকরী ব্যবস্থা দেখলাম না, উৎসাহ দেখলাম না যাতে বাংলা দেশের হাসপাতালে যে ব্যবস্থা আছে তার কোন উন্নতি হতে পারে। আমাদের দেশের শতকরা ৩৮।৪০টি হাসপাতালে গিয়ে দেখেছি সেখানে আউটডোরে কি ইনডোরে হোমিওপ্যাথিক সিস্টেমের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতিটি হাসপাতালে কত অজস্র লোক যায়, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দেখেছি, সেখানে রাইটার নেই কম্পাউন্ডার নেই, শত শত লোক দাঁড়িয়ে আছে চার ঘণ্টা ডিউটি করে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যায়, সব লোক সেখানে বসে থাকে। অথচ একই হাসপাতালে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করে দু-তিনটি আউটডোর করে সেখানে আয়ুর্বেদ সিস্টেম হোমিওপ্যাথিক সিস্টেমে এবং এ্যালোপ্যাথ সিস্টেমে ডিভিশন করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে অনেক সুবিধা হতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশ যে-ভাবে চলেছে তাতে যাতে আমাদের সমস্যার সুরাহা হয় তার ব্যবস্থা বিলে করবার জন্য আবেদন জানাবো। এবং এই আবেদন জানাবো যে এই বিলে এমন এ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসুন যাতে বর্তমানে যে হাসপাতালগুলি আছে তাতে আউটডোরে এবং ইনডোরে বেডের ব্যবস্থা করে এই হোমিওপ্যাথি সিস্টেমে এবং আয়ুর্বেদ সিস্টেমে চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে।

আমি আর একটা কথা বলবো। মন্ত্রিমহাশয় কাউন্সিলে বক্তৃতায় বলেছেন যে পাবলিক হেল্‌থ প্রিভেন্টিভ মেডিসিন সম্পর্কে হোমিওপ্যাথির কোন জুরিশ্‌ডিকশন নাই। আমি এই পাম্‌পলেটটা পড়ে শোনাবো না তাতে প্রতিবাদ করে জানিয়েছে এবং তাঁরা অনেক দলিল-এর নাম দিয়েছেন বইয়ের নাম দিয়েছেন, আমার মনে হয় তাদের অধিকার আছে, তাঁরা এ আলোচনা করতে পারেন। পাবলিক হেল্‌থ প্রিভেন্‌টিভ মেডিসিন-এর সম্পর্কে যে বার রাখা হয়েছে আমার মনে হয় আরও বিশেষ আলোচনা করে এ বিষয় সম্পর্কে আমাদের গবেষণা করা উচিত তা নাহলে কাজটা হঠকারী হবে এবং এই বিজ্ঞানের মূলে আঘাত পড়বে বলে মনে করি।

2-20—2-30

কারণ যেসব তথ্য তাঁরা দিয়েছেন সেই তথ্যগুলি খুব বেশী প্রনিধানযোগ্য এবং বিচার বিশ্লেষণ-মূলক। আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে হোমিওপ্যাথি বিলটাকে চালু করে দিয়ে হয়ত আপনারা বলবেন যে ধাপে ধাপে নোটিফিকেসান করে চালু করবেন। আমার সেখানে বক্তব্য হচ্ছে এক একটা ধারায় এক একটা ব্যবস্থা আছে, আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথি একটা ব্যবস্থা নিয়ে চালু হওয়ার পর এক দল আছে তারা চিকিৎসক হোন আর দালাল হোন এর থেকে কিছু পয়সা পাবার ব্যবস্থা করে নেবেন। কেনন। আনরেজিস্টার্ড পার্সন বিলের ৩২।৩৩।৩৪।৩৫ ধারাগুলি ফাঁকি দিয়ে বহু পয়সা কামাবার চেষ্টা করবে। সেজন্য আমি বলছি যে আপনারা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ করবেন না, এক সংগে সাইমুলটেনাসলি হোমিওপ্যাথি বিলের সব ধারাগুলি প্রয়োগ করা উচিত। যদি না করেন তাহলে মূলে দেখা যাবে চিকিৎসা শাস্ত্রের মান নিচে নেমে গেছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সেটা যেন না হয়, এই বিলকে নিয়ে প্রহসন করবার, এর বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে মুনফা করবার সুযোগ যেন কোন লোক না পায়।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, স্বাধীনতার প্রায় ১৬ বছর পরে বহু উপেক্ষা এবং অবহেলার মধ্য দিয়ে আজ হোমিওপ্যাথি সিসটেমকে আমরা মানতে যাচ্ছি। যদিও এটা অনেক দেরি হয়ে গেছে, তাহলেও এই জিনিসটা অনেক লোকের এবং অনেক চিকিৎসকের অনেক দিনের দাবি। ভারতবর্ষের এবং বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মধ্য দিয়ে আরোগ্য লাভ করেছে এটা ঠিক। কাজেই সে দিক থেকে বিলটা যে এত উপেক্ষা এবং অবহেলার মধ্য দিয়ে সরকার এনেছেন সেজন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ্যালোপ্যাথি যে চিকিৎসা সেটাকেও অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন যদিও তাদের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করা উচিত সেই সমস্ত ব্যবস্থা এখনও হয় নি। আজ হয়ত বিলটা পাশ হবে কিন্তু কতদিন পরে যে এই বিল অনুসারে কাজ হবে সেই বিষয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে সেজন্য আমি বলব যে সরকার এই বিলটা যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করবার চেষ্টা করবেন। কাউন্সিলে শুনলাম অনেকগুলি এ্যামেন্ডমেন্ট এসেছে, সেগুলি মন্ত্রি-মহাশয় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সিলেক্ট কমিটি সেগুলি বিবেচনা করবার কোন সুযোগ পান নি।

তথাপি সেগুলি যে মন্ত্রিমহাশয় গ্রহণ করেছেন বিলটাকে উন্নত করবার জন্য, বিলটা যাতে লোকের উপকারে লাগে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎকগণ যাতে আরো বেশী সুবিধা পান, সে দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি যা করেছেন তাতে তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু এটা ঠিক যে সরকার যে কোন বিল নিয়ে আসেন সেই বিলের মধ্যে তাঁদের মনোনীত ব্যক্তি যাতে বেশী থাকে সে দিকে সব সময় দৃষ্টি রাখা হয়। এই হোমিওপ্যাথি সিসটেম অব মেডিসিন বিলে যে কাউন্সিল গঠিত হবে সেই কাউন্সিলের হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকবে এই বিলকে কার্যকরী করার জন্য। কিন্তু কাউন্সিলটাকে এমনভাবে গঠিত করা হচ্ছে যে তাতে সরকার মনোনীত ব্যক্তিই বেশী থাকবে। সেজন্য বলছি যে সেই কাউন্সিলের মধ্যে যারা চিকিৎসক, যারা শিক্ষক, তাদের সংখ্যা যাতে বেশী থাকে, সরকার মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা যাতে বেশী না থাকে তার ব্যবস্থা করা উচিত।

কাজেই এতে করে মনে হচ্ছে যে সরকারের যে উদ্দেশ্যে যে নীতি আছে সেটা এই কাউন্সিল মারফৎ পরিচালিত করবার চেষ্টা করছেন। সুতরাং এটা যাতে দলনিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয়, যাতে বাস্তবিকই হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে এই বিলটা করা উচিত ছিল। এইখানে মনোনিত সদস্য সংখ্যা যত কম হোত ততই ভাল হত। সেদিক থেকে যেভাবে কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে সেখানে যেভাবে সভাদের গ্রহণ করা হবে সেভাবে গ্রহণ না করে যদি য়্যাসেম্বলী বা কাউন্সিল থেকে একজন করে নেয়া হয় এবং যাঁরা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করেন তাঁদের যদি নেয়া হয় তাহলে ভাল হয়। আর প্রিন্সিপ্যালকে গভর্নমেন্ট নমিনেসান না করে যাতে তাঁরা মিলে একজন প্রতিনিধিকে নির্বাচন করেন এই ব্যবস্থা করা দরকার। কাজেই সেদিক থেকে যদি এগুলিকে সংশোধন করেন তাহলে আমার মনে হয় যে এই কাউন্সিলটা আরো সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে এবং প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সরকার প্রথমে নির্বাচন করবেন ক্ষতি নেই কিন্তু পরে কাউন্সিল যদি নমিনেট করেন তাহলে ভাল হয়। বিশ্ববিদ্যালয় আইনে যেভাবে আছে যে ভাইসচ্যান্সেলার নির্বাচন করবার জন্য ৩ জনের নাম সুপারিশ করতে হয়। তার মধ্যে যেটাকে চান্সেলার গ্রহণ করবেন তিনিই হবেন, এখানেও কাউন্সিল প্রেসিডেন্টকে নিয়োগ করবেন—প্রথম বছর গভর্নমেন্ট করলে ক্ষতি নেই কিন্তু পরে কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন। সেদিক থেকে সরকার তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রেখেছেন যে তারাই করবেন এবং পরে তারা ৩ জনের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করবেন। কাজেই সেদিক থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এই বিলে নিশ্চয়ই ত্রুটি এবং গলদ রয়েছে এবং এই ত্রুটি এবং গলদ দূর করার জন্য যখন দফানুযায়ী আলোচনা হবে তখন এবিষয়ে নিশ্চয়ই মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে তারপরে স্যার, রেজিষ্ট্রেসনের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, রেজিষ্ট্রেসান নিশ্চয়ই করা উচিত এবিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু রেজিষ্ট্রেসান ব্যাপারে যেভাবে ক্যাটিগরি অব প্র্যাকটিসনারস ভাগ করা হয়েছে। এ ক্যাটিগরী, বি ক্যাটিগরী এটা অসংগত হয়েছে। যাতে সমস্ত হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার সকল সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। একটা প্রিলিমিনারী টেষ্ট অবশ্য হওয়া উচিত যাঁরা ৩ বছর প্র্যাকটিস করছেন তাঁদের হোমিওপ্যাথি বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ে কিন্তু সমস্ত ক্যাটিগরীর চিকিৎসা ব্যবসায়ীগণ যাতে সমান সুযোগ পান এবং একশ্রেণীর হন তার ব্যবস্থা করা উচিত এর মধ্যে কোন রকম ভাগাভাগী হওয়া উচিত নয়। আমাদের অ্যালোপাথী বা কবিরাজী সিস্টেমের মধ্যে বড় বড় ডাক্তারও আছেন, আবার যাঁরা নীচে, যাঁদের বিশেষ প্র্যাকটিস নেই তাঁরাও আছেন তাঁরা সকলেই সমান সুযোগ পান কিন্তু যিনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন তিনি আরো বেশী উপরে উঠে যান। সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে বিভিন্ন এ ক্লাস বি ক্লাস এই ধরনের ব্যবস্থা না করে যাতে এক শ্রেণীরই সকলে হন এবং যেটা মিনিমাম কোয়ালীফিকেসন সেটা যাতে সকলের এক হয় এবং ৩ বছর যাঁরা মেডিক্যাল প্র্যাকটিস করছেন তাঁরা সকলে এক ক্যাটিগরীভুক্ত হন সেই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য বলে আমি মনে করি এবং এর মধ্যে কোন রকম ডিসক্রিমিনেসন না হওয়াটাই ভাল। আমার মনে হয় সকলকেই সমান সুযোগ দেয়া উচিত। রিনিউয়ালের দিক থেকে আয়ুর্বেদ সম্পর্কে যখন বিল এসেছিল তখন কথা উঠেছিল, তখন আমরা রিনিউয়াল বিল সম্বন্ধে যথেষ্ট আপত্তি করেছিলাম।

[2-40—2-50 p.m.]

এ্যালোপাথি সিস্টেম অব প্রাক্টিস-এ যা আছে তাতে করে রেজিস্টার্ড ডক্টরদের বোধহয় কোন রকম রিনিউয়াল ফি দিতে হয় না। কাজেই ডাক্তার যিনি, যিনি একটা সিস্টেমে-এ

ডাক্তারী করবেন তিনি যদি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, যে তিন বৎসরের সার্ভিস যেটা গ্রহণ করা হয়েছে সেটা যখন স্বীকৃত হল তখন তাঁকে আবার প্রত্যেক বছর রিনিউয়াল ফি দেবার প্রশ্ন সেখানে আসে না। কাজেই বরাবরই সে যাতে রিনিউয়াল ফি না দিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারে। তাকে অরডিনারী একটা দোকানদার বা বিজিনেসম্যান-এর মত লাইসেন্স রিনিউ করা এই রকম ব্যবস্থা এর মধ্যে না নিয়ে যাওয়া ভাল। কাজেই ওটা আমরা খুব আপত্তি করছি এবং এটা খুবই আপত্তিকর। স্যার, এখনও পর্যন্ত আমাদের সরকারের মনে বা আমাদের যিনি মন্ত্রী ডাঃ পি কে গুহ, যিনি খুবই সম্মানীয় এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধু বল্লেই চলে, কাজেই তিনি যে বিলটা এনেছেন এবং এই বিলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখনও ঠিক এ্যালোপ্যাথির সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম অব মেডিসিনে-র একটা বড় পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেন ঠিক হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম অব মেডিসিন-কে এ্যালোপ্যাথিকের সমপর্যায় বলে এঁরা স্বীকার করছেন না। কাজেই সেই দিক থেকে আমরা অনেক বিষয় তাদের যে চিকিৎসা ব্যাবসা করার সুযোগ পাবেন না সেই সকল বিষয় নিষেধ ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই সেগুলি যাতে দূর করা হয় তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমাদের এই মন্ত্রিমহাশয়ের করার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমাদের হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম অব মেডিসিন যা অন্যান্য সিস্টেমে যে সব ব্যবস্থা আছে, ঠিক হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম অব মেডিসিন-এ সকল রকম রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে, সকল রকম ঔষধের ব্যবস্থা আছে। কাজেই সে দিক থেকে আমাদের যে সমস্ত বই আছে চিকিৎসার ব্যাপারে এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক সমস্ত দ্বারা সেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়। যেমন

Science of Plunity and adulteration of drugs

এই সমস্ত ব্যবস্থা, তার পরেতে

wine test and the art of malling wine in accordance with the sensible principle 1790

তার পরেতে

poisoning by arsenic and its treatment,

বিষক্রিয়া সম্বন্ধে যে তার ব্যবস্থা নেই তা নয়, এই সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে যার মধ্যে এই বিষক্রিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে। যথেষ্ট এর প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই, বর্তমান যুগে জনস্বাস্থ্যকর পথিক বলিয়া বিখ্যাত প্যাটেন্ট কুপার ৫০ বৎসর পূর্বে এর গবেষণা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এবিষয়ে কোন রকম নূতন তথ্য এতে যোগ দিতে কেউ পারেন নি, নতুন যুক্তিও এবিষয় কেউ আনতে পারেনি। এবিষয় হ্যানিম্যানের লিখিত বইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য --

Friend of Health Pamphlet 100 pages 1797; Pamphlet 2—92 pages, Precautionary Measures for Female Sex 1791; Handbook for mothers or principles on the education of infants on the pure air and the different kinds of air pastuer "

সমস্ত প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা এর মধ্যে আছে। এমন কি এটা গ্রামাঞ্চলেও চালু আছে এবং এখনও রয়েছে। এলোপ্যাথি চিকিৎসার সমপর্যায়ে এটা আসতে পারে এমন প্রমাণও এতে আছে—যেমন কলেরার প্রতিষেধক ব্যবস্থা রয়েছে। অন দি সিওরেষ্ট কিওর অ্যান্ড ইর‍্যাডিকেসন অব এসিয়াটিক কলেরা। আমার স্যার, মনে পড়ে—ছেলেবেলায় পল্লীগ্রাম উত্তরপাড়ায় ছিলাম তখন। আমার কলেরা হোল—তখন আমার কোন জ্ঞান নেই কিন্তু ভেতরে জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু কোন কথা বলতে পাচ্ছি না। এই রকম অবস্থা হয়েছিল। বাপ-মা কাঁদছেন। একজন এলোপ্যাথি ডাক্তার আমাকে দেখছিলেন তিনি তো এলে দিয়ে গেলেন। আমি সবই শুনছি কেবল কিছু বলতে পারছি না অদ্ভুত একটা অবস্থা। এমন সময় একজন বল্লেন যে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দেখালে কেমন হয়। তখন একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার এসে একডোজ মেডিসিন দেবার পর আমার শরীর অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেল। কাজেই সেদিক থেকে এই সমস্ত চিকিৎসা ব্যাপারে কে বড় কে ছোট একথা বলা খুব কঠিন। একদিকে যেমন বড় বড় ডাক্তার আছে যে বিধান রায়, নীলরতন সরকার, ইত্যাদি আছেন আবার এদিকেও আছেন

ডাঃ ত্রিপাঠি, এন এন চৌধুরী, ডাঃ জ্ঞান মজুমদার, বড় বড় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারও আছেন। এ'দের মধ্যে যে কে বড় বা কে ছোট তা বিচার করা যায় না। প্রতাপ মজুমদারও আছেন। কাজেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এতদিন সরকারের কোন সাহায্য পায় নি, কোন উৎসাহ পায় নি— একেবারে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়ে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল। কাজেই এটাকে ঠিকভাবে দেখে বিচার বিবেচনা করে এ্যালোপ্যাথির চেয়ে ছোট এইভাবে কিছু করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না। তার পর স্যার, ডাক্তার কথা ব্যবহার। যারা এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার তাদের ইন্ডিয়া মেডিক্যাল ড্রাগস এ্যাক্ট অব ১৯৬০ যেটা আছে তার মধ্যে ঠিক ডাক্তার কথা ব্যবহার করবার কারও কোন অধিকার নেই—সুযোগ নেই তার মধ্যে সেটা আছে। কাজেই তারা যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন এটা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা তারা এই ডাক্তার শব্দটা কেন ব্যবহার করতে পারবে না? যদি কাউকেই ব্যবহার করতে না দেওয়া হয় তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক ডাক্তার কথা ব্যবহার করতে পারবে তাহলে অন্য শ্রেণীর লোক কেন ব্যবহার করতে পারবেনা। কাজেই সেদিক থেকে যে চিকিৎসক সে হোমিওপ্যাথই হোক আর এ্যালোপ্যাথিই হোক তারা কেন ডাক্তার কথাটা ব্যবহার করতে পারবেনা এর কোন সারবত্তা আমি বুঝতে পারলাম না। অর্গানেন বলে যে বই আছে হোমিওপ্যাথির যেটা হোমিওপ্যাথির মূল শাস্ত্র তাতে বিষক্রিয়া বিদ্যা, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই তার মধ্যে রয়েছে। আজকে সরকার এই বিল আনলেন এবং এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে একটা উন্নয়নের ব্যবস্থা করুন এটাই আমরা চাই। এবং সেদিকে থেকে সরকারের উচিত হবে বিভিন্ন জায়গায় হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল যাতে পৌছায় যেটা মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন তার ব্যবস্থা করা এবং এটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। এবং এটাও আশা করি যে যাতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা এ্যালোপ্যাথির সম পর্যায় নিয়ে গিয়ে একটা সম্মানজনক শাসন পায়, মর্যাদা পায় সেইভাবে সরকার তার স্বীকৃতির ব্যবস্থা করবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[2-40—2-50 p.m.]

ডাঃ অনাথবন্ধু রায়ঃ

মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আজকে আমাদের দেশের সরকার এই প্রস্তাবটা আমাদের সামনে এনেছেন। আমাদের দেশে যেসমস্ত চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে হোমিওপ্যাথি তার মধ্যে অন্যতম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা গত ২০০ বৎসর ধরে বহু নরনারী রোগমুক্ত হয়েছে। যারা চিকিৎসাক্ষেত্রে বহুদিন ধরে রয়েছেন, যাঁরা শিক্ষা দেবেন, এমন অনেক সময় হয়েছে যে সময় অনেক হতাশক রুগীও তারা ভালো করেছেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা। বহু কঠিন রোগে হোমিওপ্যাথি ফলপ্রদ হয়েছে, দেখা গিয়েছে। সুতরাং এর ভিতর যে সত্য রয়েছে তাকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করে আজ ২০০ বৎসর ধরে আমাদের দেশের বহু বিজ্ঞানী এই চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও বৈদেশিক শাসনের কালে এই চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি কোন রকম রাজানুকূল্য ছিল না ডাক্তার গুহ এইমাত্র আমাদের দেশে যসব বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে এবং তাদেরকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কি প্রতিষ্ঠা দেওয়া যেতে পারে এবং সে সম্পর্কে যেসব কমিটি হয়েছে, যেমন ভোর কমিটি, দাদু কমিটি মুদালিয়র কমিশন, তার ধারাবাহিক বিবরণ দিলেন, তাতে আমরা দেখতে পাই যে, যদিও বৈদেশিক শাসন আমলে হোমিওপ্যাথির প্রতি সরকারী আনুকূল্য ছিল না তথাপি তারা নিজ সত্যের দ্বারা জনপ্রীতি করেছে, এই কথা অস্বীকার করবার নয়। সুতরাং আজ এই যে প্রচেষ্টা হচ্ছে হোমিওপ্যাথিককে যথোপযুক্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আমি তার জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কোন চিকিৎসা শাস্ত্রই পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনা। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা সত্য আছে বলেই এই পদ্ধতিতে বহু মানুষের রোগের নিরাময় হয়েছে। সুতরাং আজকে এই শাস্ত্রকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক এবং তাকে আর্থিক আনুকূল্যদ্বারা উন্নতি বিধানের চেষ্টা করাও সরকারের কর্তব্য। সেদিক থেকে এই বিলটা সময়োপযোগী হয়েছে। এই বিলের কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে যেহেতু এই বিলে সন্নিবেশিত কতগুলি ধারা তাঁদের মনঃপূত হয়নি। আমি বলব এই বিলে যতগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন তা সমস্তই দেওয়া হয়েছে।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন এই বিল একটা বিষয়ে অসম্পূর্ণ সমস্ত হোমিওপ্যাথি-সেবীদের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া দরকার। আমি বলব, এই বিলে এমন কোন ধারা সন্নিবেশিত করা হয়নি যাতে হোমিওপ্যাথি সেবীদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আমি আপনার অনুমতি নিয়ে আরেকটা কথা উল্লেখ করব। প্রথমে হল—

registered homoeopathic practitioner shall be entitled to grant a death certificate required by any law or rule to be signed or authenticated by a duly qualified medical practitioner or medical officer, to grant a medical or physical fitness certificate required by law or rule to be signed and authenticated by a duly qualified medical practitioner or medical officer, to give evidence at any inquest or in a court of law as an expert under section 45 of the Indian Evidence Act, 1872, General Council of State Faculty of Homoeopathic Medicine "

এছাড়া আর কি সুযোগ অন্য পদ্ধতিতে আছে জানি না। আমার মনে হয় সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। আরেকটা সমালোচনা হয়েছে যে, পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে, দুটো তালিকা হয়েছে, এর আগে জেনারাল কাউন্সিল-এ স্টেট মেডিকাল ফ্যাকাল্টি থেকে তাদের নামের যে লিস্ট তৈরী করা হয়েছিল সেটা খুবই উপযুক্ত এবং স্বাভাবিক হয়েছে। তারপর করা হয়েছে যারা দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বা যাঁরা একাধিক্রমে দশ বৎসর এই চিকিৎসাব্রতী রয়েছেন তাঁদের রেজিস্ট্রেসন করার আবশ্যক এবং তাঁরা উপযুক্ত। কিন্তু এখন যারা ৩ বৎসর এই চিকিৎসাব্রতী আছেন তাদের একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আমার মনে হয় এটা খুব সমীচীন হয়েছে। যাঁরা হোমিওপ্যাথিকব্রতী রয়েছেন তাঁদের মধ্যেও দেখা যায় অনেকে নানা রকম গৃহ চিকিৎসায়, সুসলার ইত্যাদি বই পড়ে চিকিৎসা করেন, তাঁরা অনেকেই সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে চিকিৎসা করছেন। সুতরাং তাঁদের যদি সম পর্যায় ফেলা যায় তাতে করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের পক্ষে অনিষ্টকর হবে। এই ব'লে এই বিলের প্রতি আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। জয়হিন্দ।

[2-50—3-20 p.m.]

শ্রীনাথেনিয়াল মুর্মু: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিল প্রথম যখন বিধানসভায় আসে তারপর একে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে এবং বিধান পরিষদ হয়ে যখন এই বিল এখন এল তখন একসঙ্গে তুলনা করলে সত্যই আমরা আনন্দিত হই। এই বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার সময় বিধানসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমরা যে সাজেসন্স দিয়েছিলাম তার অনেকগুলো সিলেক্ট কমিটি বিধান পরিষদ এবং মন্ত্রিমহাশয় এ্যাক্সেপ্ট করে নিয়েছেন। তবে বিরোধিতার মন নিয়ে নয়, বিরোধীদলের সদস্য হিসেবে একে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য আমরা যে আশা করেছিলাম বা যে দায়িত্ব নিয়েছিলাম সেদিক থেকে আমাদের সেই আশা তাঁরা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করতে পারেননি। তবে আমরা সরকারকে এবং বিশেষকরে ভূতপূর্ব মন্ত্রী পি কে গুহ-কে অভিনন্দন জানাই কারণ তিনি একটা মহৎ প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। আমার আগের বক্তা ভূতপূর্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনাথবন্ধু রায় যেকথা বলেছেন তাতে দেখছি তিনি আমাদের বিরোধীদলের মনোভাব ঠিকমত বুঝতে পারেননি। আমার মনে হয় বিরোধীদলের কোন সদস্য এই বিলকে বিরোধিতার মনোভাব নিয়ে সমালোচনা করছেন না। বিরোধীদল বলুন আর কংগ্রেস দলের সদস্যই বলুন গ্রাম বাংলায় যাঁরা থাকেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে গরীব লোকের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই হোমিওপ্যাথি-র অবদান কত বড়। স্যার, আমরা আরও আনন্দিত হতাম যদি এই বিল অনেক দিন আগে আইনে পরিণত হোত। তবে আমাদের ভূতপূর্ব মন্ত্রিমহাশয়ের মনে একটা ক্ষোভ থাকতে পারে, কিন্তু আমি তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে বলছি যে তাঁর দুঃখ পাবার কিছু নেই, কারণ কোন্ মন্ত্রীর আমলে আইন এসেছে সেটা বড় কথা নয়। আমরা হিসেব করব এই জিনিসটি যে, এই আইন যখন বাংলাদেশের সব জায়গায় চালু হবে তখন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কল্যাণে এটা লাগবে। আমার কথা হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম আইনানুগ করে বাংলাদেশে চালু করবার একটা প্রচেষ্টা যখন চলছে তখন আরও উদার

তার বাইরে যেন না যায়। আমি আরও খুসী হতাম যদি অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা একটা সিলেবাস তৈরী করাতেন এবং কোন বিষয়ে কিভাবে পরীক্ষা হবে সেই অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা যদি তৈরী করাতেন। যদি এই অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা তাড়াতাড়ি একটা সিলেবাস তৈরী করাতে পারা যেতো তাহলে আজকে যে একটা এনোমেলী আছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে, সেখানে ইউনিফর্মিটি আনা যেতো, কোন এনোমেলী থাকতনা।

লাইসেন্স ফী সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আগেই বলেছেন সে সম্পর্কে আমি পুনরাবৃত্তি করছি। লাইসেন্স ফী রিনিউ করতে প্রতি বছর টাকা দিতে হয় অন্যান্য বিভাগে যেটা করতে হয়না, হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রেও এটা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি সেজন্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি অন্যান্য চিকিৎসকদের যেমন লাইসেন্স ফী দিতে হয় না সেই রকম হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের বেলায়ও সেই রকম বিধান যেন চালু করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার সময় মন্ত্রিমহাশয় যাতে বিভিন্ন সংশোধনী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন সেজন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে এই বিল আনার জন্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে আর একবার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes]

[After adjournment]

[3-20—3-30 p.m.]

শ্রীবলাইলাল দাস মহাপাত্র : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বহু প্রত্যাশিত এই বিলটা আজ বিধান সভার সামনে উপস্থিত হয়েছে। আমি এই বিলকে আমার সমর্থন এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বিদায়ের প্রক্কালে এই যে জনকল্যাণ মূলক বিলটা আমাদের সামনে এনেছেন যার দ্বারা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ আর্ত দুঃস্থ সেবার সুযোগ পাবে এবং আরোগ্য লাভ করবে তার জন্য তাঁকে আরো গভীর ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ্যালোপ্যাথি মতে একদল বলেন যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং খুবই অনগ্রসর। যে কোন কারণেই হোক—তাদের অভিমতের জন্য হোক, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হোক, অন্য কোন কারণে হোক আজ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে সুযোগ দেওয়া হয় নি। এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা আমরা সেই দাবি করতে পারব না, কারণ আমরা হোমিওপ্যাথ নই। এই চিকিৎসা খুব সহজ, সরল, অল্প ব্যয়সাধ্য এবং এতে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য হচ্ছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এটা অনুভব করছি। কাজেই এটুকু আমি বলব যে যে চিকিৎসার দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষ আরোগ্য হয় তাকে সুযোগ দেওয়া এতদিন সরকারের উচিত ছিল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎকরা বলেন যে এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁরা বলেন যে সাদৃশ্যের দ্বারা সাদৃশ্যের আরোগ্য লাভ হবে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক এখানে যাঁরা আছেন অথবা এ্যালোপ্যাথির মধ্যে যারা এটাকে স্টাডি করেছেন তাঁরা ভাল করে বুঝবেন যে তাঁরা যেটা দাবি করেন সুস্থ ব্যক্তির উপর একটা ওষুধ প্রয়োগ করলে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তা যদি অসুস্থ ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করলে সেই লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে সেই ওষুধের দ্বারা সে নীরোগ হয়। যেমন আমরা দেখছি নাক্স, ইপিকাক ব্যবহৃত হচ্ছে। যে লক্ষণ দেখে তাঁরা সেই ওষুধ নির্বাচন করেন তাতেই ভাল হয় আমি সেই তর্কের মধ্যে যাব না। আমরা মনে করি যে ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করছে এই হোমিওপ্যাথির দ্বারা। সরকার যদি এটাকে সুযোগ সুবিধা দেন যেমন এ্যালোপ্যাথির ক্ষেত্রে বহুরকম রিসার্চ হচ্ছে, নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, সেই রকমভাবে যদি সুযোগ সুবিধা দেন তাহলে আমি মনে করি হোমিওপ্যাথি কারোর চেয়ে খারাপ হবে না। আমি অভিযোগ করব যে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট একদিন তাদের বড় বড় ওষুধ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এই দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে এবং আমাদের প্রাচীন যে চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল আয়ুর্বেদ তাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিল।

আমাদের যে বিরাট মহান জিনিস চরক সুশ্রুত, তাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু এই চরক সুশ্রুত নিয়ে জার্মানী আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় রিসার্চ চলছে, অথচ ভারতবর্ষে

এটা এখনও সেই সুযোগ সুবিধা লাভ করে নি—পশ্চিমবাংলায় তো করেই নি। আমি একথা বলতে পারি উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, মাদ্রাজ সেখানে এই আয়ুর্বেদকে যেভাবে সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশে সেই সুযোগ সুবিধা আজও পায় নি। কাজেই আমি মনে করবো যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রভাব প্রতিপত্তি এখনও পশ্চিমবংগ সরকারের উপর রয়েছে যার জন্য তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন নি। আমি বরং বলবো কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় প্রায় ৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা এই চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। অবশ্য কত টাকা তারা পেয়েছেন জানি না এবং যদি পেয়ে থাকেন তাহলে কি ব্যবস্থা করেছেন তাও জানিনা স্টেট ফ্যাকাল্টি ছাড়া। সেজন্য আমি বলবো তাদের বিমাতৃসুলভ মনোভাব এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ক্ষেত্রে রয়েছে, গভীর দুঃখের সংগে আমি এই অনুযোগ করছি। যা হোক এতদিন পরে বিলটা এসেছে এবং এই বিলটা নিশ্চয়ই সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হবে, আমি সেই আকাংখা করছি—আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ কছু না বলে কেবল এটুকু বলবো যে এই বিলের ভেতর কতকগুলি যে ধারা আছে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সেগুলি বিশেষ ভাবে চিন্তা করবেন এবং চিন্তা করে সেগুলি যদি সংশোধনের ব্যবস্থা করেন তাহলে ভাল হয়। এই যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কাউন্সিল সম্বন্ধে যেটুকু করেছেন তার উপর আমি বিশেষ কিছু সংশোধনী আনতে যাচ্ছি না, কেবল প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে ২ বছর টার্মের পরে তবুও কেন তাঁকে নমিনেসন দেয়া হবে সেটা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। অন্ততঃ একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁদের মেনে নেয়া উচিত। সেখানে যে প্যানেলের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন কি প্রয়োজন? সেখানে ২ বছর টার্মের পর সেই কাউন্সিলের যাঁরা মেম্বার তাঁরা কেন তাঁকে নির্বাচন করতে পারবে না সেটা আমি বুঝে উঠলাম না। কাজেই এটা বিবেচনা করে দেখা দরকার। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে 'এফ'-এ যেটা বলতে চাচ্ছেন পার্ট 'এ'-র যাঁরা রেজিষ্ট্রিভুক্ত হবেন এখানে তাঁদের অন্ততঃ ৪ জন থাকা উচিত, যখন নির্বাচনে আসবেন তখন পার্ট এ পার্ট বি-র প্রশ্ন কেন, নির্বাচিত সকলে হয়ে আসবেন। এ সম্বন্ধে গুরুতর আপত্তি রয়েছে, সে সম্বন্ধে পরে বলছি কিন্তু আমি মনে করি যে এখানে নির্বাচনে কোন রকম বৈষম্য থাকা উচিত নয়। পার্ট এ, পার্ট বি যেই হউন না কেন ৮ জন যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসছেন কাউন্সিলে তাঁরা যেন সকলেই আসতে পারেন, তাতে বাধাসৃষ্টি করা উচিত নয়। তারপরে আমি আর একটা বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে বিবেচনা করার জন্য বলছি। অনেক কিছু আপত্তি ছিল, কাউন্সিল থেকে অনেক কিছু পরিবর্তন করে এটাকে আনা হয়েছে সেজন্য আমাদের আপত্তিও অনেক কমে গেছে। আমার ২০।২১।।২৯ ধারা সম্বন্ধে গুরুতর আপত্তি আছে। যেখানে রেজিস্ট্রেসনের ব্যাপার আছে ১ ২ ৩ এক রকম সুযোগ পাবেন আর ৪ ৫ আর এক রকম সুযোগ পাবেন এবং রেজিস্ট্রেসনের ব্যাপারে দুজনকে দুভাবে দেখার ব্যবস্থা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এখানে ডিগ্রী ডিপ্লোমা বা অন্য কোন রকম সার্টিফিকেটের বেলায় যে সুযোগ সে সুযোগ দেয়া সম্বন্ধে যদি বৈষম্য করা হয় তাহলে অবিচার করা হবে। সেজন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করবো যে এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করে দেখুন। আমি তাঁকে একথা বলতে চাই যে ৪ এবং ৫-এর বেলায় যেটা বলতে চাচ্ছেন যে যাঁরা ৩ বছরের অভিজ্ঞ তাদের একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন আমি পরীক্ষার পক্ষপাতি হাতুড়ে এসে চিকিৎসা করবে এটা আমি চাইনা কিন্তু পরীক্ষা নেয়ার পর কেন তাকে 'এ' ক্যাটাগরীতে রাখা হবেনা অর্থাৎ এ পার্ট কেন নেয়া হবেনা সেটা আমি বুঝতে পারছি না।

[illegible]

ধরুন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে যারা প্রাইভেট ম্যাট্রিক দিল [illegible] যারা রেগুলার ভাবে পরীক্ষা দিল তাদের সম্বন্ধে ত সেখানে কোন বৈষম্য করা হয় না, ম্যাট্রিক ম্যাট্রিক স্কুল ফাইনাল স্কুল ফাইনাল বি এ, বি এ যখন সে ডিগ্রী পেলো তখন সে প্রাইভেট দিক বা রেগুলার হোক তার মধ্যে কোন বৈষম্য করা হয় না। যখন আপনি ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিতরে তার পরীক্ষাটা মেনে নিচ্ছেন, যখন সে পরীক্ষা দিতে আসবে তখন সে কাউন্সিল-এর সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে আসবে। কাউন্সিল-এর সিলেবাস অনুসারে পরীক্ষা দেবার পর তার সম্বন্ধে এই অবিচার কেন করা হবে—এই বৈষম্যমূলক ব্যবহার কেন করা হবে? সেইজন্য আমি বলবো যে এই ধারায় আপনি যেটি

রাখতে চাচ্ছেন যে তিন বৎসর অভিজ্ঞতার পর পরীক্ষা দিয়ে এলেও তাকে 'বি'-ক্যাটাগোরিতে রাখা হবে এটা উচিত নয়। সেটা তুলে দেবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। কারণ কি, তখন সে কোয়ালিফায়েড্ হয়ে গেল, পরীক্ষা দিয়ে কোয়ালিফায়েড্ হল আপনার সিলেবাস অনুসারে। কাজেই সেই সম্বন্ধে আপনি বিবেচনা করে দেখবেন। তারপর, দ্বিতীয় হচ্ছে অন্য ষ্টেট থেকে যাঁরা আসবেন মেডিক্যাল পাস করে কোন সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী নিয়ে এলেন, তাকেও আবার সেই 'বি' ক্যাটাগরি-তে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। আপনারা মিউ-চুয়াল এ্যারেঞ্জমেন্ট করলেন, করার পরও সে যদি সত্যিকারের ডিগ্রী পাস করে এসে থাকে, বা ডিপ্লোমা নিয়ে এসে থাকে বা সার্টিফিকেট নিয়ে এসে থাকে অন্য কোন ষ্টেট থেকে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন-এর মধ্যে তাকেও 'বি' পার্টে রাখবার কি কারণ থাকতে পারে আমি তা বুঝতে পারলাম না। এটা আপনি বিবেচনা করে দেখুন যে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করা উচিত নয়। কারণ এইটা যদি আপনি রাখেন তাহলে এসে যাচ্ছে সেখানে এইটাকে যদি আপনি মেনে নেন তাহলে ৩য় ধারায় যে ব্যবস্থা রয়েছে সেই সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। সেই সুযোগ আপনি কি দিচ্ছেন? 'এ'-পার্টে যাঁরা থাকবেন রেজিষ্ট্রেসান-এ যাঁরা থাকবেন, তাঁরা কি বলছেন আপনি? সে হাসপাতালে চাকরী করতে পারবে, হাসপাতালের সুযোগ পাবে, ডিসপেনসারী-র সুযোগ পাবে অথবা টিচারসিপ-এর সুযোগ পাবে কিন্তু 'বি' পার্টে যারা থাকবে তারা সে সুযোগ পাচ্ছে না। কিন্তু যদি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং আপনাদের কোয়ালিফায়েড হয়, ডিগ্রীধারী হয় তাহলেও সে সেই সুযোগ পাচ্ছে না। তাহলে এই যে বিভেদ সৃষ্টি হল তাতে যেন তারা গভর্নমেন্ট-এর যে বেতন অথবা লোক্যাল অথারিটি-র যে পে সে তা গ্রহণ করতে পারবে। 'বি' পার্ট তা পাচ্ছে না, সে সুযোগ পাচ্ছে না। তাহলে এই যে বিভেদ সৃষ্টি হল তাতে আমি মনে করি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। এই সম্বন্ধে আপনি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখুন আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। পরীক্ষা নেবার পর আর কোন বৈষম্য রাখা উচিত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষা না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাকে একটা লাইসেন্স দিন যেমন কম্পাউন্ডারের লাইসেন্স দেওয়া হয় অথবা অনেক সময় ঐ রকম ধরণের লাইসেন্স দেওয়া হয় এলোপ্যাথিতে সেই রকম করতে পারেন। কিন্তু আপনার সিলেবাস অনুসারে পরীক্ষা দেবার পর এই প্রকার বৈষম্য রাখা উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। তারপর ২৫ ধারায় যেটা আপনি লাইসেন্স রিনিউ-এর কথা বলেছেন সেই ফি সম্পর্কে। সেটা অনেকে আপত্তি করেছেন আমিও সেটা আপত্তি করেছি। একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে যেমনভাবে লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা আছে, এখানে যদি সেই রকম পারমিট-এর ব্যবস্থা করেন ডিলারসিপ-এর পারমিট এখানে যদি তাই মনে করেন তাহলে সেটা অত্যন্ত অসম্মানজনক হবে ডাক্তারদের পক্ষে। আমি মনে করি এই ধারাটা তুলে দেওয়া উচিত। একবার যারা পাশ করেছে ডিগ্রীধারী হল ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট ধারী হল একবার রেজিষ্টার্ড হবার পর সে ফি আপনি যাই করুণ ৫ টাকা হোক বা ১০ টাকা হোক তাতে আমার কিছু বলবার নেই সেটা করবেন প্রেসক্রাইবড ম্যানার অনুসারে সেটা কিভাবে করবেন তা আমরা এখন জানতে পারছি না সেই ফি দেবার পর আর কোন রিনিউয়াল-এর ফি নেওয়া হবে না এবং যদি নেওয়া হয় তাহলে সেটা খুব অসম্মানজনক হবে। বিশেষ করে আমি বলবো যারা এলো-প্যাথিক প্র্যাকটিসনারস তাদের কাছ থেকে একবার রেজিষ্ট্রেসন ফি নেবার পর আর তা নেওয়া হয় না। একবার রেজিষ্ট্রেসান নেবার পর তার বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে তাকে একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এবং আবার যদি রেজিষ্ট্রেসান ভুক্ত করতে হয় তাহলে তাকে এ্যাপীল করতে হয় এবং অ্যাপীল করার পর তা করতে পারেন। আপনি যদি তাদের পাশাপাশি দুই জনকে সমান সুযোগ না দেন তাহলে আমি যেটা বলেছিলাম যে হোমিওপ্যাথির জন্য আপনার বিমাতৃসুলভ মনোভাব তাই হবে সেই আমি আপনার কাছে অনুরোধ করবো যে এই রিনিয়্যাল ফি আপনি রাখবেন না। তার পর ডাক্তার সম্বন্ধে একটা কথা উঠেছে কাউন্সিল এ বলেছিলেন ডাক্তার টাইটেল এলোপ্যাথ ডাক্তাররা ডাক্তার লিখতে পারে আপনি একটা প্রশ্ন তুলেছেন সেটা নাকি ডিগ্রি এ্যাক্ট আছে তাতে নাকি নেই। কিন্তু যারা ডাক্তারী পাশ করলো ডিপ্লোমা ডিগ্রী পেলেন তাঁরা কি লিখবেন সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। যারা এলোপ্যাথি ডাক্তার তারা লিখতে পারবে আর হোমিওপ্যাথি ডাক্তার তারা লিখতে পারবে না এটা কেন থাকবে? আমার মনে হয় এটা আপ-

নাদের সংশোধন করা উচিত। এর মধ্যে একটা সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। শেষে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে আইনটা আপনারা পাশ করাবেন আমি এর ধারা উপধারার মধ্যে যাচ্ছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে কাউন্সিলকে কেবল অধিকার দেওয়া হোল যে তারা সার্টিফিকেট দেবেন এবং কোথায় কোন কলেজ পরিবর্তন করবেন ইত্যাদি। আমি বলছি সরকার নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মেডিক্যাল কলেজ করবেন—যেমন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ করবার মত তাদের পরিকল্পনা আছে কিনা। যদি বেসরকারীভাবে করেন তাহলে আরও ২ বছর সময় লাগবে। সেখানে তারা টাকাকড়ি পাবে না—তাদের প্রচেষ্টা অনেকখানি ব্যাহত হবে। কারন ইচ্ছা থাকলেও সে পারবে না। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে কলিকাতা সারা বাংলা দেশের নয়, সারা ভারতবর্ষের স্নায়ুকেন্দ্র এখানে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মত একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা দরকার যেখানে ৪।৫ শত বেড থাকবে এবং তার সমস্ত রকম বিভাগ থাকবে ইমারজেন্সি থেকে আরম্ভ করে শিশু বিভাগ ইত্যাদি। এই রকম একটা ব্যবস্থা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যাপারে হওয়া উচিত। কারণ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে সমস্ত রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে এবং সেইভাবে নার্স ট্রেনিং দেওয়া উচিত—সেখানে রিসার্চ ল্যাবরেটরী থাকা উচিত এবং এইভাবে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল থাকা উচিত। এই রকম ব্যবস্থা যদি কলকাতার বুকের উপর না করা হয় তাহলে আপনাদের সমস্ত সদিচ্ছা পূর্ণ হবে না।

(শ্রীকমলকান্তি গুহ—টাকা কোথা থেকে পাবে?)

তিনি ষ্টেট গভর্নমেন্টকে বলবেন—তা না হলে তার এই বিল এনে লাভ কি আছে। উনি একটা সাধু বিল নিয়ে এলেন অথচ সেটা কার্যকরী হতে পারলো না—তাতে কোন লাভ হবে না। এর জন্য যদি ৫ লক্ষ টাকা লাগে সেটা ষ্টেট গভর্নমেন্ট-কে বলুন তাদের কাছে দাবী করুন এবং কলকাতায় যদি এই রকম একটা আদর্শ হাসপাতাল করেন তাহলে সত্যিকারের এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার একটা উন্নতি হবে। এতে রিসার্চের সুযোগ আছে কিনা এবং এর যে বহু কিছু সম্ভাবনা আছে এই সাইন্সকে বড় করার জন্য। এতদিন পর্যন্ত আমরা একে উপেক্ষা করে চলেছি বলে এই সায়েন্স ঠিকভাবে চালু হচ্ছে না। সেইজন্য আমি আপনাকে বলি যে এর মধ্যে অন্ততঃ প্রসূতি বিভাগ যেন আসে এবং সংগে সংগে এখানে নার্স ট্রেনিংয়ের যে ব্যবস্থা আছে তার সুযোগ সুবিধা যেন থাকে। এবং যে আইনগুলি প্রচলিত রয়েছে যেমন—ইন্ডিয়া নার্সিং কাউন্সিল-ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, ইন্ডিয়া ফার্মাকোপিয়া কমিটি প্রভৃতি এ্যালোপ্যাথির জন্য—যেসব ব্যবস্থা রয়েছে ফার্মেশী কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি সেই রকম প্রত্যেকটি সুযোগ সুবিধা আপনারা এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যাপারে দেন তাহলে আমার মনে হয় যে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। তাহলে আমার মনে হয় লক্ষ লক্ষ লোক এর দ্বারা সুযোগ সুবিধা পাবে। আমি আরও বিনয়ের সংগে অনুরোধ করবো যে আজকে বাংলা দেশে বহু অঞ্চল আছে যেখানে আপনারা হাসপাতাল করতে পারেন নি একটা ডিসপেনসারীও করে দিতে পারেন নি। সেখানে এই হাতুড়ে চিকিৎসকের উপর নির্ভর করতে হয় যারা কোন পড়াশুনা করে নি—মহেশ ভট্টাচার্য্যের বই কিনে চালাচ্ছে। আজ যদি আপনারা সেখানে হোমিওপ্যাথির ব্যবস্থা করেন এতে খরচও অনেক কম হবে—এক হাজার-দেড় হাজার টাকা খরচ করলে একটা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী চলতে পারে এবং এর ঔষুধ খরচ খুব কম—এটা প্রত্যেক ইউনিয়নে করা যেতে পারে। যেখানে ৩।৪।৫ হাজার টাকা একটা ডিসপেনসারীতে খরচ হয় সেখানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অতি কম খরচ হবে। আমি শুনেছি ৯ হাজার থেকে ১৫ হাজার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আছে বিভিন্ন জায়গায় বসে তারা এই চিকিৎসা দ্বারা সাধারণ মানুষকে উপকার করতে পারে এবং আপনারা যেখানে যেখানে হেলথ সেন্টার করছেন সেখানেও এটা করতে পারেন।

Shri Bejoy Kumar Banerjee: Mr Speaker, Sir, it is not always that we oppose everything that comes from the Treasury Benches Sir, this Bill at least we all welcome as a piece of good measure which will do good to the homeopathic system of medicine as also to the homeopaths

Sir, I will not refer to the details of the Bill which has already been done by my other friends. Sir, this Bill has come here after it was debated and discussed in he Select Committee They made certain modifications which are acceptable to the homoeopathic practitioners and also acceptable to many of us here.

[3-40—3-50 p m]

But one thing in this Bill to which I have got my objection is that this Government has not changed its policy and outlook with regard to the control of homoeopathy which they have kept in their own hands. Sir, I am opposed to clause 5 of this Bill which deals with the composition of the Council As is usual with this Government and as I found in the case of other Bills, in this Bill also the Government have kept in their own hands a majority of the members in order to control the homoeopaths It is more in other interests than in the interest of homoeopathy It is to perpetuate their rule of party politics Persons who will be in the good books of the Government will get nominations in the Council On that matter at least, this Bill is based on suspicion and distrust about the members of the Council. Why appoint outsiders without any knowledge of homoeopathy? Government have kept this provision with a motive so that they can control and dictate the policy which would be in the hand of the Council The Government have retained in their own hands the power to dissolve the Council altogether If the provision is in the Bill, if the Council fails to carry out the provisions of the Bill, the Government can dissolve the Council altogether Even in spite of that, why do the Government retain in their own hands the power to nominate the majority of the members, mostly non-homoeopaths, to be the members of the Council? I am afraid I cannot admire this attitude of the Government which they are following consistently ever since I am here as a member in the case of every Bill that they bring before this House I would, therefore, suggest to the Hon'ble Minister at least to take more homoeopaths in this Council than outsiders who will be non-homoeopaths, because homoeopathy can be best controlled by the homoeopaths themselves and not by other persons occupying positions in other spheres of life I hope the Hon'ble Minister will take serious note of this fact I go so far as to remind the House that the Government have control not only over this Council but in every way that the Council will act They will be fettered by Government decision from above In the matter of appointing Committees the Council will have to work subject to the approval of the Government Why? The Council can very well function in the best interest of homoeopathy, but if they want to form some committee, it would require the approval of the Government and the terms on which the Committee will be appointed will have to be approved by the Government. Is it in the interest of homoeopathy? May I ask the Minister as to whether it is in the interest of homoeopathy or it is in the interest of perpetuating the majority rule?

Sir, even further the number of officers, the servants and their designations that have been given by the Council also requires to be approved by the Council. The Council will be a powerless body to decide anything If they want to appoint servants of the officers, their designation and their pay also would have

to be approved by the Government before they can do anything The Council wants to grant a scholarship to a deserving student. But nothing can be done without the approval of the Government If the Council wants to appoint a registered teacher, that is also subject to the approval of the Government Are all these things helpful for any organisation to function efficiently? May I ask most humbly the Hon'ble Minister whether he really wants to give the Homoeopath a status and recognition. We congratulate the Hon'ble Minister for having brought this Bill. Sir, may I request him—we are sorry we are going to miss him after a few days—even at this time at least to rise up and not to support this method of Government to get everything passed in every Bill by a majority of votes. Sir, my friends have put forward certain suggestions with regard to the quality and status of different practitioners of different groups and also with regard to examination I would request the Hon'ble Minister to consider all aspects of the matter with regard to examination, with regard to the status of groups 'A' & 'B' I would request him to do his best so that it may meet at least the prime needs of the Homoeopaths Facilities for medical treatment by homoeopathic system of medicine should be extended everywhere The state of affairs is almost shocking everywhere for want of facilities of medical treatment Sir, you know the difficulties of the people for want of facilities of the medical treatment Sir, you know very well about the difficulties of the people in bearing the expenses You are also aware of the want of accommodation in the hospitals In these days it is still more necessary that homoeopathic system of medicine should be encouraged Research Institute and many other things have got to be provided Sir, what would happen in villages if there were no homoeopaths to cater to the needs of the poor people? Sometimes doctors are not available within a radius of several miles from their own homes Something should be done for that In case of dire need domestic treatment is made Even the female folk knowing something about homoeopathy administers medicine and we get some consolation of treatment when we cannot get medical treatment near about Sir, it is a system well-recognised in this country and Government should, without hesitation, do whatever is possible in this matter I would appeal to the Hon'ble Minister to trust the homoeopaths Sir, I would request him not to pass this Bill by forming a Council on suspicion, mistrust and distrust Sir, if you believe them, believe them wholly or do not believe them at all

With these words, Sir, I support this Bill and I take this opportunity of congratulating the Hon'ble Minister once again, as I may not have the opportunity to do so again some days later, for having brought this piece of legislation which will do very good to a maximum number of people, and he will have the gratitude of men, particularly poor men, of Bengal.

With these words, Sir, I resume my seat Thank you

[3-50—4-00 p.m.]

শ্রীঅনংগ মোহন দাস : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বহুদিন অপেক্ষা করে আমরা আজ হোমিওপ্যাথিক বিল পাচ্ছি এবং মন্ত্রীমহাশয়ের উক্তি থেকে জানতে পারলাম এবং আমরাও জানি যে, ১৯৪৮ সালে ভারত গভর্নমেন্ট একটা এনকোয়ারী কমিটি বসিয়েছিলেন কি করে

হোমিওপ্যাথির উন্নতি করা যায়। তখন ভারত সরকার মনে করেছিলেন মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে যেমন হয়েছে সেই রকম বাংলাদেশের কাছ থেকেও তাঁরা সমর্থন পাবেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট তা করলেন না। ১৯৫২ সালে স্বাস্থ্য বিভাগের অর্ডারের দ্বারা তাঁরা জেনারেল কাউন্সিল এ্যাণ্ড স্টেট ফ্যাকাল্টি অব হোমিওপ্যাথিক এটা করলেন এবং তাদের কাজ হোল কেবলমাত্র যে সমস্ত চিকিৎসক দীর্ঘদিন গ্রামাঞ্চলে বা শহরে চিকিৎসা করে আসছে তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি ভুক্ত করা এবং যে সমস্ত কলেজ চলছে তাদের কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে মঞ্জুরী দেওয়া—আর কিছু নয়। স্যার এই হোমিওপ্যাথি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যদিও সমর্থন পায় নি, কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামে শতকরা ৮০ জন এবং শহরে শতকরা ৬০ জন এই হোমিওপ্যাথির দ্বারা চিকিৎসিত হয়। কিন্তু একটা মস্তবড় অসুবিধা রয়েছে, ধরুন একজন লোক সরকারী চাকুরী করছেন এবং তিনি হোমিওপ্যাথির দ্বারা চিকিৎসিত হলেন, কিন্তু ভাল হয়ে সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেবার উপায় নেই কারণ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সার্টিফিকেট গভর্নমেন্ট অফিসে গ্রাহ্য হয়না। এর ফলে তাকে একজন এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে গিয়া ফি দিয়ে সার্টিফিকেট নিতে হোল এবং এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার এই যে মিথ্যা সার্টিফিকেট দিলেন তাতে হোমিওপ্যাথির মর্যাদা দেওয়া হোল না। এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। কাজেই এখন মন্ত্রীমহাশয় যে বিল এনেছেন এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি কারণ তিনি উন্নতি করবার জন্য চেষ্টা করছেন। এই বিল প্রথম যখন আসে তখন তার মধ্যে অনেক ত্রুটি ছিল, কিন্তু সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে তা দূর করা হয়েছে। আমি হোমিওপ্যাথির যে ব্যাখ্যা দিয়েছি সেটা হোল হ্যানিম্যান যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেখিয়েছেন এবং যে পন্থা বলেছেন সেটাই হোল হোমিওপ্যাথি। আমরা অনেক তর্ক বিতর্ক করে ঠিক করেছি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ালেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হবে না একটা নির্দিষ্ট পন্থায় চিকিৎসা করতে হবে। তারপর, হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকদের কি ক্ষমতা দেওয়া হবে সেটা ক্লজ-এ ছিল না কিন্তু পরে করা হয়েছে। তারপর, কাউন্সিল গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে নমিনেটেড মেম্বার বেশী রয়েছে। আমরা নমিনেটেড মেম্বারে আপত্তি করি না, কিন্তু সেটা যদি হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকদের মধ্যে থেকে করেন তাহলেই হোমিওপ্যাথির উন্নতি হবে—এ্যালোপ্যাথ বা কবিরাজদের যদি বসিয়ে দেন তাহলে সর্বনাশ হবে। আমরা নমিনেসন-এ আপত্তি করি না তবে ইলেকসন হলে ভাল হোত। যা হোক, নমিনেসন দিতে গেলে এটা দেখতে হবে যে যারা প্রকৃত হোমিওপ্যাথিকে ভালবাসেন তাঁরাই যেন কাউন্সিল-এর মেম্বার হন। দ্বিতীয় কথা হোল হোমিওপ্যাথিতে ড্রাগ ইমপ্রুভমেন্টের কোন ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু সিলেক্ট কমিটি থেকে আসার পর ড্রাগ ইমপ্রুভমেন্টের ব্যবস্থা হয়েছে। হ্যানিম্যান যে ২৫৮টি ঔষধ আবিষ্কার করেছিলেন তাতে তিনি মানুষের শরীরের উপর ক্রুড ঔষধ ব্যবহার করে যে লক্ষণ দেখেছিলেন সেটা প্রত্যক্ষ করে এই অবস্থায় এনেছেন। আমাদের দেশেও বেলপাতা অর্জুন ছাল প্রভৃতি থেকে ঔষধ তৈরী হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত এইরূপ ৫১টি ঔষধ আবিস্কৃত হয়েছে।

কিন্তু এই ধরনের ড্রাগ তৈরীর ব্যবস্থা যদি না হত, সরকারের কাছ থেকে সমর্থন না থাকত তাহলে হোমিওপ্যাথির বেশী উন্নতি হতে পারত না। সেজন্যই আমি এটা এই ক্লজে যোগ করেছি এবং আইনটা যতখানি সম্ভব উন্নত করবার চেষ্টা করছি। যদিও আইনটা সর্বাংগ সুন্দর হয় নি তাহলেও আমরা হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকরা মনে করি যে এই ধরনের আইন হলে অন্য চিকিৎসক হিসাবে একটা স্বীকৃতি পাই। তারপর এটা ঠিক সত্য যে হোমিওপ্যাথি বিলের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি রয়েছে কিন্তু সেই সব ত্রুটির কথা আমি এখন তুলছি না কেননা আমরা জানি প্রত্যেকটি আইনের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি থাকে তারপর সে আইন প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যখন আস্তে আস্তে ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে তখন আইনটা সেরকমভাবে সংশোধিত হয়। আমি একটা কথা কিন্তু বলতে চাই সেটা হচ্ছে, আমরা সিলেক্ট কমিটিতে যখন বিল আলোচনা করে ঠিক করি তারপরে কাউন্সিলে দু-জায়গায় বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। একটা—পরিবর্তন হয়েছে সেকশন ১(৩)। উহাতে বর্তমানে বলা হয়েছে যে ষ্টেট গভর্নমেন্ট যেদিন এই বিলের যে সেকশন চালু করার জন্য ধার্য করবেন সে দিন চালু হবে আমাদের কথা ছিল যে দিন ষ্টেট গভর্নমেন্ট ধার্য করে ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশ করবেন সেই দিন হইতে সমগ্র আইন চালু করা হবে তা না করে হয়ত সেকশন ১ এখন চালু হবে, অন্যান্য সেকশন-এর

জন্য ডিফারেন্ট ডেটস উইল বি সেটেল্ড। তার জবাব স্বরূপ মন্ত্রী মহাশয় একটা উদাহরণ দিলেন যে ৩৪-৩৫ ধারায় লেখা আছে যে কোন ইনষ্টিটিউশন ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা দিতে পারে না। উনি বলুন তাহলে যে সমস্ত নন-এফিলিয়েটেড কলেজ আছে সেগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। আমিও ঠিক সেই কথাই বলছি যে বন্ধ হওয়া উচিত, যেগুলি ডিপ্লোমা সেলিং ইনষ্টিটিউশন, কতকগুলি দোকান খুলে ব্যবসা চালাচ্ছে সেগুলি বন্ধ করা উচিত। ইহারাই হোমিওপ্যাথির ১লা নম্বর শত্রু। যে সমস্ত কলেজগুলি নির্দিষ্ট পন্থায় চলে না, যারা কারিকুলাম মানে না, হোমিওপ্যাথি পন্থায় চিকিৎসা দিতে চায় না, যারা শুধু একটা কলেজ খুলে কতকগুলি ছেলেকে পড়াচ্ছে, তাদের যদি ডিপ্লোমা দেবার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে মুস্কিল হবে, হোমিওপ্যাথির ক্ষতি করা হবে অবশ্য একথা বলা যেতে পাবে যে কয়টি কলেজ চলছে তাদের কি হবে। তারা ফ্যাকাল্টির কাছে, কাউন্সিলের কাছে দরখাস্ত করতে পারে যে আমরা এই কারিকুলাম মানবো, এই ধরণের ষ্টাফ রাখা হয়েছে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই এফিলিয়েশন পেয়ে যাবে। তা যদি না হয় ৩৩-৩৪ ধারার অছিলা দেখিয়ে এই যে ক্লজের পরিবর্তন এসেছে তা সমর্থনযোগ্য নয়। আমি অনুরোধ করবো মন্ত্রী মহাশয়কে যে ১(৩) ধারায় যে পরিবর্তন এনেছেন এটা না করে আমরা সিলেক্ট কমিটিতে যেটা করেছিলাম সেটাই গ্রহণ করুন। তারপর রেজিষ্ট্রেশন রিনিউ সম্বন্ধে বহু তর্ক আমরা করেছিলাম, আমরা বলেছিলাম যে ডাক্তার যখন রেজিষ্ট্রি হয় তখন আর কি রিনিউ-এর আবশ্যক হয়? এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে কি আছে? মেডিকেল বোর্ডের রেজিষ্টার্ড মেম্বার তার আর রিনিউয়্যালের কোশ্চেন উঠে না অথচ আমাদের হোমিওপ্যাথির ঘাড়ে রিনিউয়েল চাপিয়ে দিচ্ছেন। এটা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে আলোচনার পর এটা স্থির হয় যে পাঁচ বছর অন্তর রিনিউয়েল করা হবে। মন্ত্রী মহাশয় একটু আপত্তি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন পাঁচ বছর অন্তর কেন, একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হোমিওপ্যাথি করছেন, অন্য কাজও করছেন, কিছুদিন পর যদি ডাক্তারী ছেড়ে দেন তখনও চিকিৎসক থেকে যাবে। সে সকল কথা বিবেচনা করে ঠিক হয়েছিল যে রিনিউয়েল লাইসেন্স পাঁচ বছর যদি করা হয় তাহলে ঠিক হবে, কেননা নিভৃত পল্লীতে এমন হোমিওপ্যাথ রয়েছে যারা সময়মত যদি দরখাস্ত কলকাতার অফিসে পৌছাতে না পারে, টাইম যদি ওভার হয়ে যায় তাহলে তাঁর নামটা কাটা যাবে। তাহলে ইন্ডাইরেক্টলী বছর বছর রিনিউয়্যাল করার নামে ধীরে ধীরে রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথদের সংখ্যা বাতিল করে দেওয়া হবে। সেজন্য বলছি আমরা যেটা করেছিলাম পাঁচ বছর অন্তর রেজিষ্ট্রেশন রিনিউয়েল করা হোক।

তারপর প্র্যাক্টিজিং হোমিওপ্যাথিক-দের রেজিষ্ট্রেশনএর নাম্বার পরীক্ষার কথা অনেক সদস্য বলেছেন যে পরীক্ষা করা উচিৎ নয়। যারা তিন বছর প্র্যাকটিস করছে তাদেরই রেজিষ্ট্রি করা উচিত। আমরা কিন্তু মনে করি হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকদের রেজিষ্ট্রেশন-এর নাম্বার পরীক্ষা হওয়া উচিত। সত্যই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছে কিনা কিম্বা পারিবারিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বই নিয়ে, বাক্স খুলে নামমাত্র ২।৪ ঔষধ নাড়াচাড়া করে তাহা বিনাপরীক্ষায় জানা যায় না। সেজন্য একটা টেষ্টের ব্যবস্থা থাকা উচিত। কি ধরনের টেষ্ট হবে। সেটা কাউন্সিল ঠিক করবে। আমি মোটামুটি বিলটি সমর্থন করছি, তবে আমার এ্যামেন্ডমেন্ট গুলি গ্রহণ করতে মন্ত্রীমহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

[4-00—4-10 p.m.]

শ্রীগিরিশ মাহাত : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে হোমিওপ্যাথি বিলটা এনেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের পুরুলিয়া জেলায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা বহুদিন থেকে আছে, যখন আমরা বিহারে ছিলাম তখনও দেখেছি। আমাদের জেলার মত গরীব গ্রাম সমূহে হোমিওপ্যাথির খুব দরকার। আজ এ্যালোপ্যাথির কোয়াকরা গ্রামের জনসাধারণের উপর ডাকাতি করছে, সেজন্য হোমিওপ্যাথির খুব দরকার। কিন্তু আর এক দিকে এই বিলের মধ্যে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, বছর বছর ফি নেওয়া হবে। সেটা আপনার সামনে প্রস্তাবের মারফৎ আলোচনা করছি। বিশ্বে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার সর্বোচ্চ স্থান হয়েছে। একাধিপত্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর প্রয়োজনীয়তাও যেমন আছে তেমনি এর প্রতি আমাদের মোহও যথেষ্ট। সেই

কারণে বিজ্ঞানসম্মত অন্যান্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শাখার প্রতি আমাদের মধ্যে অনেকের বিরূপতাও যথেষ্ট আছে। বিশেষতঃ যেখানে এ্যালোপ্যাথরা শাসনক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে আছেন সেখানে তাঁদের কাছ থেকে অন্যান্য চিকিৎসাশাখা বিসদৃশ বিরূপতা ও অবিচার লাভ করেছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাখা তার মধ্যে অন্যতম, এই শাখাও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এবং চিকিৎসার উপযোগিতা ছাড়াও আমাদের দেশের মত আর্থিক পরিস্থিতিতে এর উপযোগিতাও বিশেষ। সেজন্য হোমিওপ্যাথিক শাখাকে উপযুক্ত স্বীকৃতি ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ দেবার সময়ে আমাদের সহানুভূতির সঙ্গে দৃষ্টি রাখতে হবে যেন এই শাখা তার মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা লাভ করে এবং চিকিৎসার সুযোগহীন জনগণের আপন তাগিদে যে শাখা প্রশাখা গড়ে উঠেছে তার উপর অহেতুক ষ্টীম রোলার চালানো যেন না হয়। সেজন্য সহানুভূতির সঙ্গে চেষ্টা করা দরকার একে কাজের উপযোগী করে নেওয়ার জন্য যেন সুযোগের বিবিধ সহজ পথ থাকে। সেই কারণে বিলটি যা বর্তমান রূপ নিয়েছে তার কিছু পরিবর্তনের জন্য ন্যায়সঙ্গত যা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তা ভেবে দেখা দরকার। চিকিৎসা জীবনে যাঁদের দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা তাঁদের স্বীকৃতি দেবার যে প্রস্তাব বিলের মূল খসড়ায় ছিল তাই থাকা উচিৎ। এ বিষয়ে সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব সমীচীন হয় নি। দশ বৎসরের কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসকদের জন্য একটা সাধারণ পরীক্ষার ব্যবস্থা কোন অসমীচীন প্রস্তাব নয়। রিনিউয়েল ফি বিষয়েও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এর অগ্রগতি ব্যাহতই করবে এবং উচিতও হবে না। এ্যালোপ্যাথির ক্ষেত্রে যেমন তেমনি এর ক্ষেত্রে রিনিউয়েল ফি রদ হওয়া উচিৎ। প্রস্তাব করা হয়েছে ডি এম. এস. ডিপ্লোমা প্রাপ্তেরা চাকুরির যোগ্যতাসম্পন্ন হবে। কিন্তু এভাবে এই সুযোগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ না রেখে যোগ্যতার বিচারে এর নির্বাচন বিধি রাখাই সমীচীন। পাশ না করা চিকিৎসকদের মধ্যেও বহু খ্যাতিমান উপযুক্ত সেবাব্রতী চিকিৎসক মিলবে। আর একটি গুরুতর ত্রুটির বিষয় আলোচনা করি। এই জাতীয় সকল প্রচেষ্টার মধ্যে সরকারী যে ঝোঁক বিসদৃশ হয়ে দেখা দেয় এখানেও তাই দেখা দিয়েছে। নির্বাচিত সদস্যদের চেয়েও বেশী সংখ্যক মনোনীত সদস্যের বিধান রাখা হয়েছে। মনোনীত সংখ্যার চেয়ে নির্বাচিতের সংখ্যা বেশী করলে এই বিলের উদ্দেশ্য আরো ভালভাবে সাধিত হবে তাতে ক্ষতি কিছু হবে না এবং নির্বাচনের বিধানকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। তা না হলে রাজ্যের সকল অংশের প্রতি সুবিচার হবে না এবং এর প্রসারের কার্য ব্যাহত হবে। সেজন্য একটি সমীচীন প্রস্তাব করা হয়েছে, তা ভেবে দেখা দরকার। সমগ্র রাজ্যের জন্য একটি নির্বাচন ক্ষেত্র না করে তিনটি নির্বাচন ক্ষেত্রে ভাগ করা হোক এবং প্রতি নির্বাচন ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভোটারকে ৪ জন নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হোক। নির্বাচন ক্ষেত্র হবে—বর্ধমান ডিভিসান প্রেসিডেন্সি ডিভিসান এবং কলকাতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি। এবং প্রেসিডেন্টের পদও সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচন ব্যবস্থায় হওয়া উচিত এবং প্রেসিডেন্ট একজন হোমিওপ্যাথ হওয়া উচিত। নতুবা সেই পদ একজন গোঁড়া এ্যালোপ্যাথের দ্বারা অলংকৃত হলে এই কার্য ধারা ও অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। হোমিওপ্যাথিক কলেজে শিক্ষকতার পদে হোমিওপ্যাথ নিয়োগের সিদ্ধান্তও হয়ত বর্তমান সময়ে কাজের অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। এ্যানাটমি প্রভৃতির জন্য সুযোগ্য চিকিৎসক হোমিওপ্যাথ না হলেও চলবে। শিক্ষার সকল বিভাগের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন হোমিওপ্যাথ গড়ে ওঠার একটা সুযোগের কার্যকাল নির্ধারণ করে দেওয়া যেতে পারে। এই চিকিৎসা শাখার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি থাকলে এই প্রস্তাবগুলির উপযোগিতা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হবে না আশা করি।

Reading of prepared speech—Observation from Chair

Mr. Speaker: Mr Mahato, you are in this House for quite a long time Prepared statements should not be read, at least regularly

West Bengal Homoeopathic system ef Medicine Bill 1963

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমি দুটো কথা বলতে চাই। গরীবের ওষুধ হিসাবে এবং গরীবের চিকিৎসা হিসাবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই দীর্ঘ ১৫।১৬ বছর পরে এই বিলটা এসেছে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। অনেকে মন্ত্রিমহাশয়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন—অভিনন্দন করার বদলে আমার মতে এর কঠোর সমালোচনা হওয়া উচিৎ যে কেন

এতদিন এটা হয়নি এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি বলতে চাই যে এই বিলটাতে এখনও সরকারের কিছু কিছু হেজিটেসান রয়েছে মনে হচ্ছে, যেখানে কাউন্সিল গঠনের প্রশ্ন আছে সেখানে সমস্ত বিলের মধ্যে যেমন কালো হাতের স্পর্শ দেখতে পাই, এখানেও তাই রয়েছে। এখানে কাল হাতের স্পর্শটুকু না থাকলে বিলটা আরো গ্রহণযোগ্য হতে পারতো এবং এই হাউস আরো একমত হতে পারতো। আর একটা হচ্ছে সেখানে রিনিউয়ালের প্রশ্ন আছে—আপনারা কি মনে করেছেন যে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারেরা খোঁয়াড়ের মালিক যে এসে এসে লীজ নিয়ে যাবে, আপনারা তাদের একটু মর্যাদা দিতে পারেন না? কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গী বিলের মধ্যে রয়েছে প্রথমতঃ কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে কালো হাত, দ্বিতীয়তঃ রিনিউয়ালের মধ্য দিয়ে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের এমন মর্যাদা দিচ্ছেন যেন তারা খোঁয়াড়ের সুপারভাইজর, বছর বছর লীজ নেবেন। সেজন্য বলছিলাম যে এখনও মানসিক প্রস্তুতি হয়নি আর যদি সত্যই হোমিও-প্যাথির উন্নতি চান তাহলে তো একটা বড় হাসপাতাল টাসপাতাল করতে হয়, সেখানে একটু চর্চা রাখতে হয়। এইসব চর্চা না করলে বিলটা এনে কেবল প্রত্যেকবার লাইসেন্স করা এই রকম করে খাতায় নাম উঠলো লিস্টে হল ভোটের সময় কাজে লাগবে এইসব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হবে না। কাজেই এসব চর্চার জন্য হাসপাতাল টাসপাতাল করতে হবে। ওষধপত্রের ব্যবস্থার যাতে উন্নতি হয় তারজন্য রিসার্চের ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব না হলে হোমিওপ্যাথির উন্নতি হওয়া মুস্কিল। তারপরে যেটি বলতে চাই যে অনেক সময়েতে আমরা ঐ শিক্ষা ব্যাপারে দেখেছিলাম যে পরীক্ষা হওয়া উচিত, নিশ্চয়ই একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে একটা চিকিৎসা শাস্ত্র দাঁড়াবে এটা সকলের কাম্য এবং এদিক থেকে সমর্থনযোগ্য নিশ্চয়ই। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থাটা আছে সেই অবস্থায় আপনি সকলকে পরীক্ষায় ডাকবেন, যারা সুদূর পল্লীগ্রামে থাকেন, এ্যানাটমির কিছুও জানে না তাদের হোমিওপ্যাথির উপর পরীক্ষা করুন কি এ্যানাটমি ইত্যাদি এই সবের উপর পরীক্ষা ধীরে ধীরে করতে হবে। সেগুলি ইনট্রোডিউস করে যাতে পরিষ্কারভাবে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে তার চেষ্টা করুন। এই কয়েকটি কথা বলে আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। আমার কথা হল এই যে ১৬ বৎসর পরে বিলটা আসছে, ১৬ বৎসর আগে এলে আরো অনেক অগ্রগতি হয়ে যেতো এটা ভেবে দেখবেন। তারপর যা বলার আছে তা আমি য্যামেন্ডমেন্ট-এর সময় বলবো।

[4-10—4-20 p.m.]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি বিজ্ঞানসম্মত বিল এতদিন পরে এসেছে যেটা এতদিন ছিল অবহেলিত যেটি ছিল উপেক্ষিত—সেটা আজকে বিল আকারে এই সভায় উপস্থাপিত হয়েছে তারজন্য আমি সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে পশ্চিম বাংলায় চিকিৎসার সুযোগ অত্যন্ত কম। হাসপাতাল গ্রামে গ্রামে নেই বললেও চলে। হাসপাতাল যদিও বা আছে ডাক্তার নেই, ডাক্তার যদিও বা আছে ঔষধ নেই। আজকের খবরের কাগজে পড়ছিলাম বর্ধমান জেলায় যে সদর হাসপাতাল রয়েছে সেই হাসপাতালে ডাক্তার আছে। ঔষধ নেই। রোগীদের সাংঘাতিক অবস্থা। এক বৎসর হল কোন চিকিৎসা হচ্ছে না। এই জেলা শহরে যেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা, সেখানটায় যে গ্রামীন বাংলা রয়েছে সেই গ্রামের মধ্যে চিকিৎসার সুযোগ আরো কম। শহর এলাকায় যদিও বা হাসপাতাল আছে ডাক্তারও রয়েছেন, পয়সা দিলে কিম্বা ব্যাকিং থাকলে হাসপাতালে একটা বেডও পাওয়া যায়; কিন্তু গ্রামে সে সুযোগও নেই। সেই যে গ্রাম যেখানে এতদিন যাবৎ আমরা দেখে এসেছি ঐ তন্ত্র-মন্ত্রেরই ছিল যুগ 'ফু মন্ত্রের ফু হয় তাক না লাগলে তুক'। এই ছিল ঝাড় ফুকের ব্যবস্থা গ্রামের মধ্যে। যদি জ্বর হয় তাহলে বলবো হয় ভূতে ধরেছে না হয় ডাইনী ধরেছে। এই যে গ্রামের অবস্থা ছিল তার চেহারা ফিরে গিয়েছে অন্ততঃ বলতে পারি এইসব হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের প্রচেষ্টার ফলে, যাদের হাতে ঐ ছোট কালো বাক্স যার মধ্যে গুটিকতক ছোট ছোট শিশি ভর্তি ঔষধ। তারা গ্রামের মধ্যে যেতো রুগীর বাড়ী বাড়ী এবং সেখানে গিয়ে দু ফোটা ঔষধ দিতো, রুগী ভাল হয়ে যেতো। এই অবস্থা হয়েছে। অন্ততঃ তন্ত্রমন্ত্রটাকে গ্রামের মধ্যে থেকে উঠিয়ে দিতে পেরেছেন। সেইজন্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের অবদান অনস্বীকার্য। সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের সম্পর্কে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে আজকে যে বিল এসেছে আমাদের সামনে এটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করার দরকার আছে।

এই কারণে দরকার আছে আরো যে অন্ততঃ ভারতবর্ষের যে গ্রামীন অর্থনীতি। যেখানে সাধারণ মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না, চিকিৎসার সুযোগ অত্যন্ত কম। চিকিৎসা করাবার মত সামর্থ নেই। সেই জায়গায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রামীন মানুষের অনেক সুযোগ এনে দিয়েছে। এতে অল্প পয়সায় চিকিৎসা হতে পারে। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের সম্পর্কে একটা কথা চালু আছে। অন্ততঃ যারা নাক সিটকান এ কথা বলে। গ্রাম ও শহরে কিছু লোক বলে থাকে "যার নাই কোন গতি তারাই করে হোমিওপ্যাথিক"। অর্থাৎ হোমিও-প্যাথি ডাক্তারদের উল্লেখ করে এই রকম একটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু আমি বলি যে এটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের ক্ষেত্রে নয়। সত্যিকার যারা গ্রামের মানুষ যারা কোন রকম চিকিৎসার সুযোগ করতে পারে না কোন রকম অর্থ স্বাচ্ছলতা নেই তারাই সুযোগ নেয় এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার। অর্থাৎ এটাকে ঘুরিয়ে বলা চলে "যার নেই কোন গতি তারাই নেয় সুযোগ হোমিওপ্যাথি"। এইত অবস্থা। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করবার প্রয়োজন আছে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি কি। এই চিকিৎসা পদ্ধতি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যার সঙ্গে এ্যালোপ্যাথিকের কোন সম্পর্ক নেই। এটা সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে সমস্ত ভারতবর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হ্যানিমানের যে সূত্র সেই ভারতবর্ষে তথা বাংলা দেশে এসেছে অন্যভাবে। এ নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ নেই পাশকরা ডাক্তার নেই। যেসব চিকিৎসক এর ভিতর দিয়ে এসেছেন তারা শুধুমাত্র রোগী দেখেছেন রোগী দেখার পর তারা হ্যানিমানের যে সূত্র সেটা ধরে সেই চিকিৎসা পদ্ধতিতে ঔষধ দিয়েছেন। অসুখ ভাল হয়েছে। এইভাবে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গ্রামে গ্রামে এই চিকিৎসা বেড়ে চলেছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যে বিল এসেছে, যে বিল সেলেক্ট কমিটিতে গিয়েছিল এবং তারপর যে চেহারা হয়েছে তার মধ্যে লক্ষ্য করেছি সত্যিই এর মধ্যে অনেক ভাল জিনিষ রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এর মধ্যে কতকগুলি ত্রুটি রয়েছে। সেই ত্রুটিগুলি দেখে মনে করি, এই বিল যদি এই আকারে পাশ হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে এই বিলের যে মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, যে সৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, তা নষ্ট হয়ে যাবে।

এই বিলের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি খুব আশা পোষণ করি এবং সেজন্য আজকে এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। কিন্তু এই বিলের সমস্ত ধারাগুলি সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবার অনুকূলে নয়। এর কারণ এই বিলের মধ্যে দুটি জিনিস খুব খারাপ রয়েছে। একটা হোল সমস্ত হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিলকে সরকারের পক্ষে রাখবার চেষ্টা রয়েছে এই বিলের মধ্যে। দ্বিতীয় হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ এ বি ক্যাটাগরীতে ভাগ করা হয়েছে এই বিলের মধ্যে। প্রথমত যেটা আমি লক্ষ্য করেছি যে কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে ১৯ জনের বডি নিয়ে এবং সেই বডির মধ্যে নমিনেটেড সদস্য রয়েছে কম পক্ষে ১১ জন। আজকে আপনারা গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান আপনারা বলেন কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্রের পূজারী—কিন্তু এই গণতন্ত্রের পূজারীর নামে এই হোমিওপ্যাথি বিলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ১৯ জনের বডির মধ্যে ১১ জন হচ্ছে নমিনেটেড এবং এই বিলে পরিষ্কার বলা হচ্ছে ৭ জন তাঁরা নমিনেশন দেবেন–অর্থাৎ তাদের ৭ জন নিজস্ব পেটোয়া লোককে নেবেন। কিন্তু যারা সত্যিকারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জনসাধারণের দ্বারে এনে উপস্থিত করেছেন তাঁরা হোলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক এবং যাঁরা বিভিন্ন হোমিওপ্যাথি কলেজে অধ্যাপনা করে থাকেন সেইসব শিক্ষকরা তাঁদের কাউন্সিলে আনবার কোন ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে নেই। সেইজন্য আমি বলি যে যে ৭ জন নমিনেটেড হবেন তাঁরা এঁদের ভেতর দিয়ে আসুন। কিন্তু তা লেখা নেই। এটা পরিষ্কারভাবে লেখা উচিত ছিল যে যারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যারা শিক্ষক, তাদের প্রতিনিধি নেওয়া হোক যেটা এই বিলে থাকা দরকার ছিল। সেইজন্য আমি এমেন্ডমেন্ট নিয়ে এসেছি পৃথকভাবে—এমেন্ডমেন্ট আলোচনার সময় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো এ বিষয়ে। তারপর দেখছি নমিনেশনের সুযোগ রয়েছে এই বিলের মধ্যে। এবং তাতে যারা রাজনীতি করে কংগ্রেসের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে তারাই আবার এর মধ্যে ঢুকবে। ফলে সত্যিকারের উৎসাহী নয়—যাদের এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই—আদৌ চিন্তা করে না এ সম্বন্ধে,

তারাই এখানে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তাতে গোটা হোমিওপ্যাথি বিলটির যে মহৎ উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সরকার মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা এই কাউন্সিল তৈরী হবে, তাতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে তারা নিজেরাই এটাকে কুক্ষিগত করে রাখবেন। তাহলে কি প্রয়োজন ছিল এই বিল নিয়ে আসবার? বরং হোমিওপ্যাথির নামে একটা যদি দপ্তর আলাদা করে খুলতেন রাইটার্স বিল্ডিংসে তাতে হেলথ ডিপার্টমেন্ট-এর ভেতর দিয়ে কনট্রোল করার ক্ষমতা আরও ব্যাপ্ত হোত। এটা পরিষ্কারভাবে জেনে রেখে দেওয়া দরকার যে হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা যেটা আজকে আমাদের দেশে চালু হয়েছে তা সরকারের সহযোগিতা হয় নি। এটা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক কিংবা হোমিওপ্যাথি লাইনে যারা আছেন তাদের সহানুভূতিতেই এটা হয়েছে। আজকে এই বিলের উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু তাদের সঙ্গে যদি সহযোগিতার মনোভাব থাকে, সহানুভূতির মনোভাব থাকে, সরকারের যদি তার উপর কুঠারাঘাত করার মনোভাব না থাকে, তাহলে এই হোমিওপ্যাথি বিলকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ক্লজ ওয়ান এবং তার পরে যে বলা হচ্ছে যে ডাক্তারদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হবে। অর্থাৎ চিকিৎসকদের 'এ' এবং 'বি' ক্যাটাগরীতে ভাগ করা হবে। কিন্তু এই এ ক্যাটাগরীর কি কাজ আছে বা বি ক্যাটাগরীর কি কাজ আছে, এ ক্যাটাগরীর কি সুযোগ সুবিধা হবে এবং বি ক্যাটাগরীর কি সুযোগ সুবিধা হবে এটা যদি লক্ষ্য করে থাকেন বা চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন ক্লজ ৩৮-এ যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে যে হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা তাদের কি সুযোগ হবে আবার ক্লজ ৩৭-এ বলা হচ্ছে

to grant a death certificate (b) to grant a medical or physical fitness certificate (c) to give evidence at any inquest or in any court of law as an expert under section 45 of the Indian Evidence Act, 1872

সমস্ত ডাক্তার যারা আছেন তাঁরা সবাই এই সুযোগগুলি পাবেন—আবার এ এবং বি ক্যাটাগরী করা হোল এবং বি ক্যাটাগরী যারা রয়েছে তারা এই সুযোগগুলি পাচ্ছে না—অথচ 'এ' ক্যাটাগরীর যারা তারা কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে—তাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে তারা বিভিন্ন ইনস্টিটিউসনে টিচার হয়ে থাকবার কিংবা হাসপাতালে থাকবার—কোন কোন ডিসপেনসারীতে থাকবার সুযোগ পাবেন। তা সত্বেও ক্লজ ৩৮-তে বলা হচ্ছে—যে প্রভিসন রয়েছে যে

"Provided that a registered Homoeopathic practitioner whose name is entered in Part B of the Register shall be competent to hold any such appointment if he has held any such appointment from a date prior to the first day of January, 1961".

[4-20—4-30 p.m.]

অর্থাৎ বি ক্যাটাগরি এই সুযোগ পেতে পারে। কেনই বা এই প্রভিসন রাখছেন? আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাস করি তিনি কি বলবেন, বহু ডাক্তার রয়েছেন এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাঁরা বি ক্যাটাগরিতে পড়ছেন অথচ তাঁরা কোন ইনস্টিটিউশন-এর প্রিন্সিপাল অব প্রফসর। যে সিডিউল করা হয়েছে তার মধ্যে যে কোয়ালিফিকেশন ১।২।৩ করে, তাঁদের কাবুর নাই। তা সত্বেও তাঁরা নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কেউ টেস্ট ফিজিশিয়ান, কেউ শিক্ষক এবং অধ্যাপক। এই অবস্থা বিচার করে আমি দেখেছি। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁরা ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারছেন তাঁরা মেডিক্যাল অব ফিজিক্যাল ফিটনেস সার্টিফিকেট দিতে পারছেন, তবু সে ক্ষেত্রে এ এ্যাণ্ড বি ক্যাটাগরি করবার কি কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছি না? এর আসল উদ্দেশ্য, যেটা সরকারের সত্যিকারের উদ্দেশ্য— সেটা হচ্ছে এটা না করার পিছনে একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে। এই বিল পাস হয়ে যাবার আগে মন্ত্রী-মহাশয়কে আবার আমি অনুরোধ করব তিনি এই এ এ্যাণ্ড বি ক্যাটাগরি তুলে দিন। এই বিল যে তাড়াতাড়ি চালু হয় তারজন্য তাঁকে অনুরোধ জানাব। তিনি নিশ্চয়ই জানেন এই নিয়ে

বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর সংগে আমি বলব, কাউন্সিল-এ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কাউন্সিলে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, এর কিছু কিছু অংশ পরে নির্দিষ্ট সময়ে অফিসিয়াল গেজেট-এ বিভিন্ন সময়ে ফুল-ফিল করবার চেষ্টা করবেন। আমি অনুরোধ করছি, সিলেক্ট কমিটি-তে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এবং যেভাবে বলা হয়েছিল অর্থাৎ যতো শীঘ্র সম্ভব এই বিল চালু করা হবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে—

it shall come into force on such date as the State Government may in the official Gazette appoint

একথা বিলে থাকুক। ডাঃ গুহ তাঁর প্রাথমিক বক্তৃতায় বলেছেন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এটা তুলে নিতে রাজী আছেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করছি এই কথা তুলে নেবার জন্য। এ বি কাটাগরিও তিনি তুলে নেবার চেষ্টা করুন,—এবং যারা শিক্ষক তারাও যেন স্থান পান হোমিওপ্যাথ কাউন্সিলে এই কথা ব'ল আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীননী ভট্টাচার্য: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিরোধীপক্ষের অন্যান্য মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা আমি রিপিট না করারই চেষ্টা করব, তবু কিছু করতে হবে। আমি প্রথমেই এই বিল আনার জন্য মন্ত্রীমহাশয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কিন্তু মন খুলে জানাতে পারছি না তার কারণ তিনি যে দাক্ষিণ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের প্রতি দেখালেন সেটাও অকুণ্ঠিত দাক্ষিণ্য নয়। এই সম্পর্কে আমি দু চারটা কথা বলতে চাই। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে, ফ্যাকাল্টি অন্তর্ভুক্ত হোমিওপ্যাথিক কলেজ আছে এবং ফ্যাকাল্টির বাইরেও কলেজ বহু আছে। দীর্ঘকাল ধরে এই সমস্ত কলেজ, ইংরাজ আমলেই একবারে প্রথম দিক থেকে এগুলি চলে আসছে, এবং ইংরাজ আমলে আমরা লক্ষ্য করেছি, এবং পরবর্তী কালে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরেও আমরা লক্ষ্য করেছি ফ্যাকাল্টি অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত কলেজ বা ইনষ্টিটিউশন আছে এবং ফ্যাকাল্টির বাইরে যে সমস্ত ইনষ্টিটিউশন আছে গভর্নমেন্ট মোটামুটি তাদের নেক-নজরে দেখেন, হোমিওপ্যাথিকে এ্যালোপ্যাথির সমপর্য্যায়ে আনা তা তারা করেন নি। এটাও আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯৫২ সালে যখন ১৯৪১ সালের একটা সরকারী প্রস্তাব অনুসারে এবং একটা নোটিফিকেশন অনুসারে ফ্যাকাল্টি সৃষ্টি করা হল, তার পরেও ১৯৪১ সাল থেকে আরম্ভ করে তারপর ১৯৫২ সালেও আমরা লক্ষ্য করেছি কেন্দ্রিয় সরকার অন্ততঃ ফ্যাকাল্টির অন্তর্ভুক্ত কলেজই হোক বা বাইরের কলেজই হোক সেই সমস্ত কলেজের যারা ডিপ্লোমা হোল্ডার তাঁদের সমান চোখে দেখেন নি। আমি এই প্রসংগে একটা চিঠির কথা, মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এবং মাননীয় সদস্যদের নজরে আনছি। সেই চিঠিটা হচ্ছে

"From

Shri Kumaresh Roy,

Deputy Secretary to the Government of West Bengal

To

The Assistant Secretary to the Government of India,

Ministry of Health

New Delhi

No Med 1/203 6A-28/49H,

Dated Calcutta, the 11th January, 1952

Subject Acceptance of Medical Certificate from Vaids, Hakims, etc"

সেই চিঠিতে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে যাঁরা হোমিওপ্যাথিক ডিপ্লোমা হোল্ডার তাঁদের সার্টিফিকেট-এর মূল্য তাঁরা মানতে রাজী নন বা তাঁরা মানছেন না—তার কারণ অবশ্য দেখান হয়েছে সেখানেই বলা হচ্ছে—

'I am directed to say that after a very careful consideration of the matter, this Government has decided not to accept medical certificates from Vaids, Hakims and Homoeopaths at this stage as the organisations set up in this country for development and standardisation of these different systems of medicine are of comparatively recent origin and have not succeeded in standardising their system of training and teaching to the extent desirable.'

স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এখনো হয় নি এবং যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সে ফ্যাকাল্টি অন্তর্ভুক্তই হোক বা বাইরেরই হোক, সেখানে ভালমত এবং ডিসায়েরেবল চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে না যার ফল একটা হচ্ছে—স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হয়নি হোমিওপ্যাথিক সিসটেম অব মেডিসিন এর অন্য দিকে শিক্ষা ব্যবস্থার অনগ্রসরতা, এই দুই কারণেই প্রধানতঃ আমরা দেখলাম ফ্যাকাল্টির অন্তর্ভুক্ত কলেজই হোক বা বাইরের কলেজই হোক, সেই সমস্ত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা হোল্ডার যে সমস্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন তাঁদের সার্টিফিকেট বৈধ হিসাবে বলা হয় নি। এই হল একটা কথা, আরেকটা জিনিস আমরা এর পাশাপাশি লক্ষ্য করেছি,—দুর্ভাগ্যের কথাই বলতে পারা যায়, এ্যালোপ্যাথির সংগে হোমিওপ্যাথির ঝগড়া, আবার হোমিওপ্যাথির মধ্যেও নানাধরণের বা বিশেষ করে দুই ধরণের ভাগ আমরা লক্ষ্য করেছি, একটা ফ্যাকাল্টিকে কেন্দ্র করে আরেকটা ফ্যাকাল্টির বাইরে যে সমস্ত ইনস্টিটিউশন আছে সেগুলিকে কেন্দ্র করে। ঠিক এই অবস্থা। আমি এর ভাল মন্দের মধ্যে যেতে চাই না, কিন্তু যখন একটা কম্প্রিহেনসন আইন হচ্ছে তখন তাঁদের কাছে একটু উদারতা ও নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করি তাঁদের কাছে আমরা এই প্রত্যাশা করব যে, ফ্যাকাল্টির অন্তর্ভুক্তই হোক বা বাইরের হোক, যে সমস্ত ইন-স্টিটিউশন আছে শিক্ষার জন্য তাদের ডিপ্লোমা মোটামুটি একভাবেই তারা বিচার করবেন। কিন্তু আমরা দেখছি, আজকে যখন কাউন্সিল তৈরী হতে যাচ্ছে তখন আপনারা সবাইকে কাউন্সিল-এর অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছেন, সমস্ত ইনস্টিটিউশনকে অটোমেটিক্যালি এ্যাফিলেট করে নিচ্ছেন, তৎসত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করছি সরকার অনুমোদিত সিলেবাসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন এবং হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম অফ মেডিসিন-এর স্ট্যান্ডার্ডাইজেসন এর ব্যবস্থা করেছেন এভাবে এক এক করে সমস্ত কিছু করা হওয়ার দিকেই এগুচ্ছে।

[4-30—4-40 p.m.]

সেখানে যে উদারতা এবং নিরপেক্ষতা দেখান উচিত ছিল সেটা মন্ত্রিমহাশয় যখন বিল আনলেন তাতে আমরা দেখলাম না। সেইজন্যই বলছি হোমিওপ্যাথদের ক্ষেত্রে যখন কুণ্ঠিত দাক্ষিণ্য দেখান হয়েছে আমরাও তখন মন খুলে অভিনন্দন জানাতে পারছিনা—কুণ্ঠিত অভি-নন্দন হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ধারাওয়ারী আলোচনার সময় আমি বিস্তৃতভাবে বলব কাজেই এখন আর এই বিষয় বেশী বলতে চাইনা। এবারে আমার বক্তব্য হচ্ছে কি কারণে জেনারেল অবজারভেসন-এর প্রয়োজন হয়েছে। জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে দেখলাম মূল ব্যাপারের কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে এবং সেইজন্য সিলেক্ট কমিটির মাননীয় সদস্যদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে মূল ব্যাপারগুলো একই থেকে গেল। যেমন "এ", "বি"-র পার্থক্য কাউন্সিল-এর কম্পোজিসন কি হবে এবং এ্যালোপ্যাথদের ক্ষেত্রে যেমন রিনিউয়াল ফি-র দরকার হয়না এখানে সেই জিনিস আনা হোল। এরকম কতগুলো ক্ষেত্রে দেখছি রিনিউয়াল হয়নি কিছু কমপ্রোমাইস এর মত হয়েছে। কাজেই মূল উদ্দেশ্য পৌঁছুনোর দিক থেকে পেছিয়ে রয়েছে। এবারে আমি "এ" এবং "বি" ভাগ করা প্রসঙ্গে কিছু বলব। আপনি উভয়কে যে "এ" এবং "বি" হিসেবে ভাগ করছেন এবং হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার্স-দের রেজিস্ট্রিভুক্ত করছেন সেখানে কোন তফাৎ করছেন। এমন কি সেকসন থার্টিসেভেন-এ যে সমস্ত রাইটস্ দেওয়া হচ্ছে অধিকারের সনদ দেওয়া হচ্ছে সেখানেও কোন তফাত টানছেন না। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক 'এ' শ্রেণীভুক্ত হোক আর "বি" শ্রেণীভুক্ত হোক তাঁদের চিকিৎসা করবার অবাধ পার্মিসন দিয়ে দিচ্ছেন, সে জীবন মৃত্যু নিয়ে খেলতে পারে এই পার্মিট তাঁকে দিচ্ছেন।

তারপর, অন্যান্য ক্ষেত্রে, কোর্টে ডেথ সার্টিফিকেট বা বিভিন্ন সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে ৩৭ ধারায় যে সনদ আপনারা দিচ্ছেন তাতেও দেখছি "এ" এবং "বি"-র মধ্যে কোন তফাত রাখেননি, কোন ডিসক্রিমিনেসন করেননি। ডেথ সার্টিফিকেট দেবার ক্ষেত্রে দেখছি,—

required by any law or rule to be signed or authenticated by a duly qualified medical practitioner or medical officer.

তারপর, দ্বিতীয় অধিকারের সনদ দিচ্ছেন উভয়কে—

to grant medical or physical fitness certificate required by a duly qualified medical practitioner or medical officer,

তারপর তিন নম্বর হচ্ছে—

to give evidence, at any inquest or in any court of law as an expert under section 45 of the Indian Evidence Act, 1872

স্যার, আমরা দেখছি খুব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো জায়গায় এঁরা ৩৭ ধারার মাধ্যমে কতগুলো অধিকার দিচ্ছেন এবং সেইজন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারা। রেজিস্ট্রিভুক্ত হোমিওপ্যাথদের চিকিৎসা করবার যে অবাধ সুযোগ আপনারা দিয়েছেন তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার এই ৩৭ ধারায় দিয়েছেন সেখানে কি দিচ্ছেন না? কোথাও ডিসক্রিমিনেসন করা হোল? ডিসক্রিমিনেসন করা হোল ফাইভ-এর এফ-এর ক্ষেত্রে যে, তাঁরা তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধি অর্থাৎ যারা 'বি' ক্যাটিগরিভুক্ত হোমিওপ্যাথ তাঁরা ৪জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে না। অর্থাৎ যেখানে ৭জন নির্বাচিত হচ্ছেন সেখানে সেই ৪জনকে "এ" শ্রেণীভুক্ত হতেই হবে। এই জায়গাটায় আপনারা ডিসক্রিমিনেট করলেন। দ্বিতীয় নম্বর যেটা ডিসক্রিমিনেট করলেন সেটা হচ্ছে এ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর ক্ষেত্রে। এই এ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর প্রসংগে আমি বলতে চাই এবং স্যার, আপনিও জানেন যে, বহু অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক আছেন যাঁরা এমন কি যখন এই সমস্ত ডিপ্লোমার এত মূল্য হয়নি তখন তাঁরা তাঁদেরই অধীনে লেখাপড়া শিখে ডিপ্লোমা হোল্ডার হয়েছেন এবং ফ্যাকালটিতে যে বসে আছেন সে দৃষ্টান্ত বিরল নয়। স্যার, আপনি এটাও জানেন যে ইংরেজ আমলে বিশেষকরে যাঁরা জেলে বা অন্তরীণ ছিলেন তাঁরা লেখাপড়ার এত সুযোগ পাননি বলে বাইরে যে সমস্ত ইন্সটিটিউসন আছে হোমিওপ্যাথির সেখানে লেখা-পড়া শিখে অভিজ্ঞ চিকিৎসকে পরিণত হয়েছেন এবং মন্ত্রিমহাশয়ও সেকথা জানেন। সুতরাং এ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর ক্ষেত্রে কে কি পরিমান দক্ষ সেটা বিচার করে এ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর ক্ষেত্রে এই ডিসক্রিমিনেসন না রেখে অভিজ্ঞ চিকিৎসককে সেখানে নিতে পারতেন যাঁদের আজকে "বি" ক্যাটিগরিভুক্ত করা হচ্ছে। অবশ্য আমি তাঁদের একটা বড় দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানে বসাতে বলছি না।

কংগ্রেস সদস্য অনংগবাবু বলেছেন যে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে উঠার দরুণ এবং ক্রমাগত অবহেলিত হওয়ার দরুণ মর্যাদার দিক থেকে যারা সমজায়গাতে আসতে পারতেন এ্যালোপ্যাথদের সংগে তাঁরাও আজকে নির্যাতিত হচ্ছেন। আমি আশা করেছিলাম যে আজকে এই বিলের মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিক তোলা হবে। এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি করা হবে না। বিচার করে দেখুন কোন জায়গাতে ডিসক্রিমিনেশন এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে সেকশন ৩৭ এতে যে সমদর্শিতা দেখান হয়েছে অধিকার দেবার ক্ষেত্রে যে সমদর্শিতা দেখান হয়েছে, সেই সমদর্শিতা আমি আশা করবো বিলের ধারাওয়ারী আলোচনার সময় ট্রেজারী বেঞ্চ-এর তরফ থেকে দেখান হবে এবং যতটা ডিসক্রিমিনেশন রেখেছেন রিপ্রেজেনটেশনের ক্ষেত্রে এবং এ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে সেটুকু তুলে দেবেন।

তৃতীয় নম্বর কথা হল একজামিনেশনের ক্ষেত্রে সাম সর্ট অব সেফটি হওয়া উচিত এটা অস্বীকার করি না কিন্তু রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়ে গেলে কি ধরণের একজামিনেশন করবো। মন্ত্রি-মহাশয় জানেন এল এম এফ-কে কনডেন্সড কোর্সের ভিতর দিয়ে এম বি-তে উন্নীত করা হয়েছে। সেখানে অনেক মেডিকেল ইন্সটিটিউশন ছিল ইংরেজ আমলেই রিকগনাইজড ছিল এবং যেগুলি আনরিকগনাইজড ছিল তাদের এক জায়গাতে টেনে আনা হয়েছে সমপর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে এবং সেখানে যারা পাশ করা ডাক্তার তাদেরকে খুব সর্টার কোর্সের ভিতর

দিয়ে উন্নীত করা হয়েছে এবং ষ্ট্যানডার্ডাইজ করার দিকে এগিয়েছে। এটাই আমরা এ্যালোপ্যাথির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি। এখানে আমরা মনে করি যে ভাবে এল, এম, এফ-কে এম, বি-তে উন্নীত করা হয়েছিল সেই ধরণের টেষ্ট অনলি অন হোমিওপ্যাথি সাবজেক্ট রাখেন তাহলে কোন আপত্তি নাই। সাম সর্ট অব ষ্টেট রাখাই যদি দরকার হয় তাহলে সেই ধরণের রাখুন। আমি মনে করি তার জন্য যদি কোন এলাবরেট এক্‌জামিনেশনের ভিতর দিয়ে যেতে হয় তাহলে অবিচার করা হবে। সেজন্য সেদিকে মন্ত্রিমহাশয়কে লক্ষ্য রাখতে বলছি। ধারাওয়ারী আলোচনার সময় আমরা আশা করবো এগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে সংশোধন করে নেওয়া হবে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ সিংহঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে বিল আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তাকে নিশ্চয়ই অভিনন্দিত করবো। বিশেষতঃ আমি সহকর্মী না হলেও সহধর্মী হিসাবে। এই হোমিওপ্যাথি সিস্‌টেম অব এডুকেশন সম্বন্ধে অনেক সায়েন্‌টিফিক মত আছে এবং এই মতবাদ বহু দেশের আমরা পড়েছি। এ্যানসেন্ট মেডিকেল সায়েন্স বলে একটা বই পড়েছিলাম তাতে তারা হিক্‌কসের আমল থেকে, আড়াই হাজার বছর আগে থেকে হোমিওপ্যাথি সিস্‌টেম অব এডুকেশন পর্যন্ত যা কিছু তা লিখেছে। তারপর মহামান্য হ্যানিম্যান ২০০ বছর আগে ব্যবহারিক জীবনে এটাকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এবং তার জন্য তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। এমনও জানি

He had to change his address 65 times

তিনি এ্যালোপাথ ছিলেন। অনেক হোমিওপ্যাথের কাছে একথা বলতে শুনেছি যে হ্যানিম্যান ওয়াজ হোমিওপ্যাথি এ্যান্ড হোমিওপ্যাথি ওয়াজ হ্যানিম্যান। অনেক সহ্য করে তিনি প্রতিপন্ন করে গেছেন এর সায়েন্টিফিক বেসিস। তিনি শুধু এর ব্যবহারিক দিকটা করে গেছেন।

[4-40—4-50 p m]

আজকে অনেক মাননীয় সভ্য এখানে এ্যালোপ্যাথি ডাক্তারদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা কোনদিন হোমিওপ্যাথিকে কোন বাধা দেননি, এবং এটাকে আমরা অভিনন্দিত করব। আজকে ভারতীয় জীবনে এটা বিশেষভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। কারণ ভারতবর্ষে চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব পর্যাপ্ত নয়। সেজন্য আমরা, স্পেশালি মফঃস্বলে যাঁরা বাস করেন তাঁরা এবং প্রত্যেকটি লোক এই হোমিওপ্যাথিকে অভিনন্দন করি, একে ভালবাসি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু প্রথমতঃ অভিনন্দন জানাবার পরে আমি বলব যে আজকে যে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে তাঁদের এমন একটা অফিসিয়াল ষ্টেটাসে আনবার আগে আমাদের কতকগুলি জিনিস খুব ভাল করে আলোচনা করা দরকার, জানা দরকার। আপনারা জানেন যে ফাদার অব হোমিওপ্যাথি হচ্ছে জার্মানী। তাঁরা এখনও হোমিওপ্যাথিকে স্টেট রেকগনিসান দেননি। আমি বলব যে একে রেকগনিসান দেবার আগে এর প্রত্যেকটি ধারা আমাদের বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যখন এই বিলটা এনেছেন তখন তাঁকে একটা একটা করে কতকগুলি জিনিস জানাচ্ছি প্রথম হচ্ছে—ডুয়েল সিস্টেম। এই ডুয়েল সিস্টেম সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া উচিত। আপনি জানেন যে এ্যালোপ্যাথি সিস্টেমে আমাদের স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বহু চেষ্টা করে এই এ্যালোপ্যাথির মধ্যে যে এম, বি এবং এল, এম, এফ সিস্টেম ছিল সেটা নষ্ট করে গেছেন। যাঁরা ডাক্তার তাঁরা জানেন ডুয়েল সিস্টেম ডাক্তারদের মধ্যে এমন একটা বিভেদ সৃষ্টি করবে যে বিভেদ কোন দিন যাবে না। এই রকম একটা ডিসক্রিমিনেসানের সৃষ্টি হবে উনি বড় ডাক্তার উনি ছোট ডাক্তার। এই জিনিসটা নষ্ট করা দরকার। তারপর মান উন্নয়ন সব সময় রাখতে হবে। চিকিৎসা সস্তায় হোক কিন্তু মান চাই সেজন্য আমি বলব আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে যে টেন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স যাঁদের আছে সেই সমস্ত চিকিৎসকদের এগজামিনেসান থেকে বাদ দিন এটা একটা আমার সাজেসান। ৩ বছরের যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের এগজামিনেসান নিন এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় সাজেসান। তৃতীয় হচ্ছে কাউন্সিলে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট থেকে অন্ততঃ একজন ডাক্তার রিপ্রেজেনটেটিভ নিন,

তাহলে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। আর একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেসনের ব্যাপার। রেজিস্ট্রেসান যেটা করবেন সেটা একবার করুন যেমন এ্যালোপ্যাথিক সিস্টেমে রয়েছে। ২০।২৫ টাকা করুন, একবার করুন। তারপর বছরে ১০।১৫ টাকা হোক ড্রাগ লাইসেন্স করুন। কিন্তু রেজিস্ট্রেসান প্রত্যেক বছর করার মানে হচ্ছে ডাক্তারদের স্টেটাসকে নষ্ট করা। এ্যালোপ্যাথিক সিস্টেমে যেমন ড্রাগ লাইসেন্স আছে সেই রকম ড্রাগ লাইসেন্স করুন। সেই ড্রাগ লাইসেন্স না নিলে তিনি ওষুধ বিক্রি করতে পারবেন না। আমি শেষে বলব যে মন্ত্রিমহাশয় নিজে একজন চিকিৎসক, তিনি সমস্ত জানেন, এই রকম ব্যবস্থা করে তিনি যদি এটাকে অনুমোদন করেন তাহলে আমার আপত্তি নেই।

Point of Privilege

শ্রীনেপাল চন্দ্র রায়: অন এ পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ স্যার শ্রীনিমাই মুর্মু, কমিউনিস্ট পার্টির এম এল এ সকাল বেলায় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রি মহাশয়ের যে বিস্লাই হয়েছে তাতে দেখলাম তিনি একটা ছেলেকে মালদহের রেসিডেন্ট বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আমার কাছে মালদহের সেই জায়গার অঞ্চল প্রধানের সার্টিফিকেট রয়েছে এবং তিনি বলেছেন যে এখানে সেই লোক কোন সময়ে বাস করত না। এইভাবে একজন এম এল এ মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়েছেন। গভর্ণমেন্ট-এর কাছে যে সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে, সেই হাসপাতালে যে সমস্ত রেকর্ড আছে তাতে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিমাই মুর্মু বলছেন যে এই ছেলেটি অর্থাৎ রাধা মোহন পোদ্দার বা শ্রীমানস পোদ্দার নামে সেখানে লোক বাস করে। এ সম্বন্ধে আমি জানতে চাই। আপনি এটা প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠিয়ে দিন, এর বিচার হোক।

Mr. Chairman: This question was raised in the morning I don't think there is any point of privilege You may write to the Government for an enquiry, if you like

Procession by Deputy Ministers & State Ministers.

শ্রীকমল কান্তি গুহ: মিঃ চেয়ারম্যান স্যার আমি একটা কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে ১৪৪ ধারায় বাইরে একটা মিছিল এসেছে শুনেছি, সেই মিছিলটা হচ্ছে কর্মচ্যুত রাষ্ট্রমন্ত্রি এবং উপ-মন্ত্রিদের। তাঁরা চীফ মিনিসটারের সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি একটু ব্যবস্থা করুন।

Mr. Chairman: You go and give them an ovation.

Dr. Kanai Lal Bhattacharyya: We shall give them consolation

West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963.

শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ: মাননীয় সভাপতি মহাশয় আমি আজকে এদের ভাষণ শুনেছি অবশ্য এই ঘর থেকে শুনি নি তার কারণ এই ঘরের অবস্থাওলা আমার বরাবর সহ্য হয় না সেটা মস্ত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন আমি সামান্য ২।১ টা কথার মধ্যে আমার বক্তৃতা বলবো। আমার পূর্ববর্তী বন্ধু শ্রীঅনাগমোহন দাস মহাশয় বলেছেন—প্রথম কথা হচ্ছে এম এল এ হিসাবে আমি একথা বলতে পারি আমাদের দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার যেভাবে হচ্ছে এবং কতদিনে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুযোগ গ্রামবাসীরা পাবে বলা যায় না। অন্ততঃ ৫।১০ বছরের মধ্যে যে নয় এতে কোন সন্দেহ নেই। বৈজ্ঞানিক ওষুধ যে কতদিনে সেখানে পৌঁছবে সে সম্বন্ধে আমার কোন বিশ্বাস, কোন আশা নেই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক যেখানে খুব ভাল রকম আছেন খুব বেশী সংখ্যায় আছেন শ্রেষ্ঠ ওষুধও সেখানে পাওয়া যায় সেখানেও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁদের আন্তরিক চেষ্টায়ও চিকিৎসা সফল হয় নি সেখানে আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার দ্বারা তাঁরা আরোগ্য লাভ করেছেন। কাজেই এর একটা স্বতন্ত্র প্রয়োজন আছে এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যদি সুব্যবস্থা হয় শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা হয় তাহলে এর প্রয়োজন আছে এবং আমি নিজের চোখে বহু ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির সাফল্য দেখেছি। কাজেই এর প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রাখতে হবে তার কারণ এই সব যে চিকিৎসা, আয়ুর্বেদের কথা বলুন, হোমিওপ্যাথির

কথা বলুন, এর প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছেন ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েসন, চিরকাল তাঁ এর প্রতিবন্ধকতা করে এসেছেন, আসছেন এবং ভবিষ্যৎতেও আসবেন। হোমিওপ্যাথি অনুরা যাঁরা তাঁরা জেনে রাখুন—তাঁরা বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন যাতে হোমিওপ্যাথি সম্প্রদায় কো রকম বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুযোগ না পায়, শুধু বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথ হ্যানিমানের নাম নি যাতে এঁরা, চালাতে পারেন সেই একটা বিষয় নিয়ে, তাই চেষ্টা হবে, যথাসাধ্য বাধা হবে। এঁ কোনরকম বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন সাধারণকে এটা বুঝতে দেয়া হবে না, এর ব্যবস্থা হবে, আমাদের দেশে এটা হয়েছে। দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নিয়ে য চিকিৎসক সম্প্রদায় মনে করেন যে বিজ্ঞানের এ, বি, সি এঁদের শিখতে দেয়া হবে না তাহা তার কোন সৎ উদ্দেশ্য, সৎ কারণ থাকতে পারে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ছাড়া একথা আমি ভাব পারি না, কারণ আয়ুর্বেদ বিলে যেটা হয়েছে, হোমিওপ্যাথি বিলে সেটার ব্যতিক্রম হবে ব আমি মনে করি না। আমি এজন্য হোমিওপ্যাথী অনুরাগী যাঁরা আছেন তাঁদের সতর্ক ক দিয়ে বলি যে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হোমিওপ্যাথরা মিলিত হয়ে যদি এর প্রতিকারের চেষ্টা না ক তাহলে এর প্রতিকার কোন দিনই হবে না।

[4-50—4-54 p.m.]

আমি আর একটি কথা বলেই বিদায় নেবো। সেটা হচ্ছে বন্ধুবর ডাঃ গুহ বলেছে রেজিস্ট্রেশন সম্বন্ধে, ৫ বৎসর সিলেক্ট কমিটিতে করা হয়েছিল সেইটা যদি আমরা চ তাহলে অন্ততঃ সেটা রাখা হবে। এটা অবশ্য তুলে দিলে আমি খুব আনন্দ লাভ করবো যদি তিনি সেটা করতে পারেন আমি তাঁকে নিশ্চয়ই অন্তরের সঙ্গে অভিনন্দন জানাবো আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে একটা অন্যায় করা হয়েছে ডেন্টিস্টদের ক্ষেত্রে একটা অন্যায় ক হয়েছে বলেই এই বিলে হোমিওপ্যাথদের বেলায় সেই অন্যায় করা হবে এটা কে যুক্তি বলে আমি মনে করি না। কাজেই এটা যদি তুলে দিতে পারেন সবচেয়ে ভাল কারণ এর পক্ষে কোন যুক্তি নেই। যাদের একবার হোমিওপ্যাথ বলে স্বীকার কা নিলেন তাদের কি যুক্তি থাকতে পারে যে আবার এক বৎসর অন্তর পরিচয় দিতে হ যে আবার আমাকে হোমিওপ্যাথ বলে স্বীকার করুন। এক যদি বলতেন না, এর একবৎসরে আপনারা হোমিওপ্যাথি ভুলে গিয়েছেন পরীক্ষা দিন দি পাশ করুন তার একটা অর্থ থাকতো। কিন্তু যাঁরা এক বৎসর আগে রেজিষ্টার্ড হয়েছিলে হোমিওপ্যাথ বলে তাঁদের দ্বিতীয় বার টাকা দেবার সঙ্গে হোমিওপ্যাথির সঙ্গে কোন সম্প আছে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই যদি তুলে দিতে পারেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হ একান্ত না পারেন যেটা সিলেক্ট কমিটি থেকে করা হয়েছে সেইটাই যেন তিনি গ্র করেন আমি তাহলে খুব সুখী হব এবং আনন্দিত হব। আর একটা কথা কবিরাজ হিসা বলতে চাই যে, এই যে হোমিওপ্যাথির উদ্ভব এ সূত্র আয়ুর্বেদের সূত্র। আয়ুর্বেদের ৬ সূত্র চিকিৎসার তাঁরা নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন হেতু বিপরীত, ব্যাধি বিপরীত হেতু ও ব্য উভয়ের বিপরীত হেতু বিপরীতার্থকারী, ব্যাধি বিপরীতার্থকারী হেতু ও ব্যাধি উভয়ে বিপরীতার্থকারী। এই ৬টি সূত্রের মধ্যে একটি সূত্র হচ্ছে হোমিওপ্যাথি এই সমর্থ র্থিক সূত্র। আমার এক বন্ধু বলেছেন এখনকার ২—২½ হাজার বৎসর আগেও এ সূত্র ছি তা নয় এর বহু পূর্বে এই সূত্র ছিল। কাজেই আমি এটা অত্যন্ত অন্তরের সঙ্গে সমর্থ করি যে এই সূত্র ধরে যথার্থ ভাবে যদি গবেষণা হয় তাহলে আমাদের দেশে যে একটা বিপ চিকিৎসা সংক্রান্ত অভাব তা পূরণ করবে এবং সেই সমস্যার সমাধান করবে। আমি এই বিলে যিনি প্রস্তাবক ও উত্থাপক তাঁকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তিনি এই বি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে সর্বাংশ গেজেটেড হয় এবং সম্পূর্ণভাবে প্রচার করা হয় ত চেষ্টা করে যাবেন।

Adjournment

The House was then adjourned at 4-54 p.m. till 12 noon on Wednesda the 4th September, 1963, at the Legislative, Calcutta

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the Provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Legislative Building, Calcutta, on Wednesday, the 4th September 1963, at 12 noon.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Keshab Chandra Basu) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 6 Hon'ble Ministers of State, 6 Deputy Ministers and 175 Members

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[12-00 12-10 p m]

Killing of a Mahout and an elephant of Alipore Zoo

***362.** (Admitted question No *1437.) **Shri Birendra Narayan Ray:** পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) আলিপুর চিড়িয়াখানার 'ফুলমালা' নামক হস্তিনীটি কর্তৃক মাহুত ফরমানকে হত্যা করার কারণ কি, এবং

(খ) উক্ত হস্তিনীটিকে কোন্ তারিখে এবং কেন হত্যা করা হইয়াছিল?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahaman:

(ক) সঠিক কারণ নির্ণয় এখনও করা হয় নাই। সাক্ষ্যাদি সংগ্রহদ্বারা কারণ অনুসন্ধান করার জন্য আলিপুর পশুশালা কর্তৃপক্ষ একটি সাবকমিটি গঠন করিয়াছেন। সাবকমিটির তদন্ত এখনও শেষ হয় নাই।

(খ) গত ২৮শে আগস্ট মধ্যরাত্রে ফুলমালাকে হত্যা করা হয়। ইহার কারণও 'ক' প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত সাবকমিটি তদন্ত করিতেছেন।

Shri Birendra Narayan Ray:

তাহলে কি আমরা ধরে নেবো যে অকারণেই তাকে গুলি করে মারা হয়েছিল?

Mr. Speaker: The question does not arise

Shri Birendra Narayan Ray:

একথা কি ঠিক যে ঐ হাতীটিকে ঘুমের ঔষধ খাওয়াবার পর তাকে বিরক্ত করে তারপর গুলি করে মারা হয়েছিল?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahaman:

সমস্ত জিনিষটাই তদন্তসাপেক্ষ।

Shri Birendra Narayan Ray:

কতদিনের মধ্যে আমরা জানতে পারবো?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahaman:

দুইজন সাক্ষী নেওয়া হয়েছে। আরো নেওয়া চলছে।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যা বললেন তার উপরেই সাপ্লিমেণ্টারি করছি, এই হস্তিনীটি যাকে হত্যা করা হল এটা কি নারী হত্যার সামিল নয়?

Mr. Speaker: No reply should be given to that question

Inferior staff of the State Covernment

***363.** (Admitted question No. *1460.) **Shri Debi Prosad Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

(a) the total number of persons belonging to the inferior staff of West Bengal Government;

(b) the scale of pay of these employees; and

(c) whether the Government has any proposal for increasing their pay-scales?

The Hon'ble Sankardas Banerji: (a) 71,432 (as on the 31st March 1962)

(b) Scales varying from 60-1/2-65-1-75 to 100-3-136-4-140

(c) No Their pay scales were revised recently

Dr. Narayan Chandra Roy :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন পে স্কেল কবে রিভাইজড করা হয়েছিল ?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

আমার কাছে তারিখটা নেই। আমার মনে হয় তারিখটা দেওয়া উচিত ছিল।

Dr. Narayan Chandra Roy :

সম্প্রতিকালে যখন থেকে প্রাইসেস বেড়েছে এর মধ্যে, না তার আগে ?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

না, তার আগে। ১লা এপ্রিল ১৯৬১ এটা রিভাইজড হয়েছে।

Shri Nani Bhattacharjee :

এই যে বিগেণ্টলি যেটা বিভাইজড হয়েছে ১লা এপ্রিল ১৯৬১, তারপরে এটা গভর্নমেণ্টের জানা আছে অক্টোবরের পর শতকরা ৩২ ভাগ রিয়েল ওয়েজেস কমে গিয়েছে বা প্রত্যেকটি দ্রব্যমূল্য বেড়ে গিয়েছে। এবং আমি এজন্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি (সি)র প্রশ্ন যেখানে করা হয়েছে যে Whether the Government has any proposal for increasing their pay scales ?

সেখানে সেই রকম কোন প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আছে কিনা যে এই দ্রব্যমূল্য বাড়ার দরুণ এবং তাদের রিয়েল ওয়েজেস কম করার দরুণ পে স্কেল রিভাইজড করার কোন প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আছে কি না ?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

প্রশ্নটা যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন লেখা আছে (সি)তে Whether the Government has any proposal for increasing their pay scales ? The answer is—No

Shri Nani Bhattacharjee :

It has been said pay scales were revised recently

The Hon'ble Sankardas Banerji :

Whether the Government has any proposal for increasing their pay scales ?
[illegible] Their pay scales were revised recently
আপনারা যদি [illegible] পে স্কেল রিভাইজড করবে কিনা My answer is, No

Shri Copal Banerjee

মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এখন ডিয়ারনেস এ্যালাওয়ান্স পায় কিনা ?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

ডিয়ারনেস এ্যালাওয়েন্স আগে পেতেন তা পে-র মধ্যে মার্জ করে গিয়েছে। এখন আর কোন ডিয়ারনেস এ্যালাওয়েন্স পান না। নেক্সট কোয়েশ্চনএ, আপনারা যে যে সাপ্লিমেণ্টারি করতে যাচ্ছেন প্রত্যেকটিরই জবাব পাবেন।

Shri Sanat Kumar Raha :

এতে আছে যে প্রোপোজাল ফর ইনক্রিজিং দেবার পে স্কেলস এ সম্বন্ধে বর্তমানে সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই। আচ্ছা, কোন ভিত্তিতে পরিকল্পনা আসতে পারে অর্থাৎ আমাদের এই লিভিং ইনডেক্স কি পরিমাণ বাড়লে পরে গভর্নমেণ্ট পে স্কেল রিভাইজ করবেন তার কোন নীতি আছে কিনা ?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

না, কোন পে স্কেল বাড়বার এখন কোন প্রশ্নই নেই।

Shri Nikhil Das :

এই হাউসে আমাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে নিম্নতম বেতন ১০০৲ টাকা হওয়া উচিত। সেই ঘোষণা অনুযায়ী এই পে স্কেল রিভাইজ করা, সরকারী নিম্নস্তরে যে সব কর্মচারী আছে তাদের পে স্কেল রিভাইজ করবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

আমি যতদূর জানি পে স্কেল রিভাইজ করবার কোন পরিকল্পনা নেই। তবে মাননীয় সভা জিজ্ঞাসা করলেন যে খাবার জিনিষের দাম বেড়েছে তাতে আমি বললাম যে পরের কোয়েশ্চেনটিতে তার জবাব দেওয়া হবে।

Shri Sailendra Nath Adhikary '

আপনি বললেন যে পে স্কেল আর বাড়ান হবে না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে বর্তমানে যে পে স্কেল আছে এবং যেভাবে প্রাইজ রাইজ করছে তাতে এই সব কর্মচারীদের পার হেড ক্যালরিক ভ্যালু ১ ১/২হাজারের বেশী পড়ছে না এবং সেটা প্রায় অনাহারের কাছে যাচ্ছে ?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

আমি সেটা মানি না।

Relief for low-paid State Government employees

***364.** (Admitted question No. *1461.) **Shri Debi Prosad Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

(a) what steps have been or are being taken to relieve the low-paid State Government employees of the presnt acute financial crisis and difficulties arising out of abnormally high prices of the essential commodities and the consequential rise in the cost of living since the date of introduction of revised pay-scales,

(b) if the Pay Committee's recommendation about the low-paid employees of the State Government was to grant dearness allowance when there will be appreciable rise in the prices of commodities,

(c) if it is a fact that in September, 1962, State Government intimated the different Associations and Unions of non-Gazetted employees of State Government that the Government would be considering the question of granting dearness allowance when the cost of living index will be higher than what it was then in September, 1962; and

(d) if so, whether the State Government is considering the desirability to grant the dearness allowance to its employees as per cost of living index?

The Hon'ble Sankardas Banerji : (a) In order to fight high prices Government have been supplying foodgrains, that is, rice, wheat, atta and sugar at fair prices through the Fair Price and Modified Rationing shops in the State. Consumer Co-operative Stores are also being encouraged. These shops and stores are helping the low paid employees of the State Government amongst others to get essential commodities at fair prices.

(b) Yes.

(c) The State Government informed some Karmachari Samities that if in future the cost of living index went up substantially over the existing level and continued at that level for an appreciable period without any indication of falling, the question of granting a dearness allowance would be considered at the appropriate time.

(d) Not at present

[12-10—12-20 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Roy :

আপনি "এ-তে" খুচ ফেয়ার প্রাইজ সপস্ বলে যা বলেছেন তাতে কি আপনি এই মিন্ করছেন যে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য আলাদা কোন দোকান করা হয়েছে ?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

ফেয়ার প্রাইজ সপ যেগুলি তৈরী করা হয়েছে সেখান থেকে সকলেই পেতে পারেন, সরকারী কর্মচারীরাও পেতে পারেন এবং যে ফেয়ার প্রাইজ নির্ধারিত হয়েছে তাতে সকলকেই কিনতে হয়।

Dr. Narayan Chandra Roy :

আপনি কি অবগত আছেন যে, ফেয়ার প্রাইস সপ-এর কার্ড এর জন্য সরকারী কর্মচারীদের লাইন দিতে হয় বলে তাঁদের পক্ষে সংসার চালান এবং কাজ চালান সম্ভব নয় ?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

লাইন দিয়ে করুন আর লাইনের বাইরে থেকেই করুন ইতিমধ্যেই কোলকাতা শহর এবং শিল্পাঞ্চলের সরকারী কর্মচারীরা চিনির জন্য কার্ড করেছেন।

Dr. Narayan Chandra Roy :

চিনির জন্য বাধ্য হয়ে একটা জিনিস করতে হচ্ছে, কিন্তু চালের জন্য এই যে ফেয়ার প্রাইস সপস্ টু রিলিভ দি স্কেয়ারসিটি এই দুটো কি এক ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

চিনির জন্য যে কার্ড করতে হয়, চালের জন্যও তাই করতে হয় এবং গমের জন্যও তাই করতে হয়। একই কার্ড।

Dr. Narayan Chandra Roy :

আমার প্রশ্ন হোল এই এ্যাকিউট ক্রাইসিস এর সময় সরকারী কর্মচারীদের রিলিফ দেবার জন্য কোন স্পেশাল ব্যবস্থা করবেন কি ?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

আমার কথা হোল সরকারী কর্মচারী এবং বেসরকারী কর্মচারী লাইন দিতে গেলে সকলকেই দিতে হবে। দুই দলকেই যখন একই সময় অফিসে আসতে হয় তখন লাইন দিতে গেলে সকলকেই লাইন দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অর্থাৎ ফেয়ার প্রাইস সপ থেকে মাল নিতে গেলে সকলকেই এই অবস্থায় পড়তে হচ্ছে।

Dr. Narayan Chandra Roy :

উইল ইট বি করেক্ট টু সে ইন এ্যানসার টু মাই কোয়েশ্চেন যে, নো স্পেসাল বন্দোবস্ত ফর স্টেট গভর্নমেণ্ট এমপ্লয়ীস হ্যাজ বিন ডান?

দি অনারেবল শংকরদাস ব্যানার্জি: দি ডিফিকালটি ইজ দ্যাট নো স্পেসাল বন্দোবস্ত ক্যান বি মেড ফর এনিবডি। দি পয়েণ্ট ইজ দ্যাট উই স্‌ড not discriminate between citizen and citizen fair price shops or other shops of this kind are meant for the benefit of all citizens. We should not discriminate for Government Servants

Shri Nani Bhattacharjee :

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, সরকারী কর্মচারীরা যাতে এসেনসিয়াল কমডিটি সস্তায় পেতে পারেন তার জন্য আগে যে গ্রেণ সপ্‌ ছিল সেই রকম গ্রেন সপ্‌ খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

আমাদের সে রকম কোন পরিকল্পনা নেই। সরকারী এবং বেসরকারী কর্মচারী সকলকেই একই রকম সুবিধা দেওয়া হবে।

Shri Amarendra Nath Basu:

মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন প্রত্যেককেই লাইন দিয়ে কার্ড নিতে হয়েছে। কিন্তু আমার সংবাদ হচ্ছে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে কণ্ট্রোল অফিসের লোকেরা এসে বাড়ীতে কার্ড পৌঁছে দিয়ে গেছে—তাদের যেতে হয় নি।

The Hon'ble Sankardas Banerji :

আমি জানি না, তবে যদি তা করে থাকে তাহলে ভালই করেছে।

Shri Sailendra Nath Adhikary '

মন্ত্রিমহাশয় একটা লডেবল কথা বলেছেন যে, সকল সিটিজেন সমান সুযোগ পাবে। আমি তারই ভিত্তিতে জিজ্ঞাসা করছি সরকারী কর্মচারীদের লাইনে দাঁড়িয়ে জিনিস নিতে গেলে যে হ্যাজার্ড-এর মধ্য দিয়ে যাবে তাতে গভর্নমেণ্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেসন-এর এফিসিয়েন্সী নষ্ট হবে কিনা?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

আমি বুঝতে পারছি না এর মধ্যে হ্যাজার্ড-এর কি আছে। হ্যাজার্ড মানে হচ্ছে তো বিপদ কাজেই আমি জানি না হ্যাজার্ড আছে কিনা। তবে কথা হোল মার্চেণ্ট অফিসে যাঁরা চাকুরী করেন তাঁদের ক্ষেত্রে যেমন একটা আইন আছে যে ঠিক সময় মত অফিসে এ্যাটেণ্ডেন্স দিতে হয় সেই রকম সরকারী কর্মচারীদেরও ঠিক সময় মত অফিসে এ্যাটেণ্ডেন্স দিতে হয়। কাজেই এই অসুবিধা মোচন করা সম্ভব নয়।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

তাদের লাইন থেকে নেওয়ার ফলে—আমি হ্যাজার্ডের কথা তুলে দিলাম তাদের লাইন থেকে নেওয়ার ফলে তাদের যে মানসিক অবস্থা হবে, তাতে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এফিসিয়েন্সী নষ্ট হবে কিনা সেটা বুঝতে পারছেন কিনা?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

আমি মনে করি না কোন হ্যাজার্ড আছে বা তাদের শারীরিক বা মানসিক কোন ক্ষতি হয়।

Shri Nani Bhattacharjee : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন (b) Yes. Pay Committee's recommendation about the low-paid employees of the State Government was to grant dearness allowance when there will be appreciable rise in the prices of commodities

আমার সাপ্লিমেন্টারীজ হচ্ছে, এই যে রিকমেন্ডেশন পে-কমিটি করেছে, কোন সময়ে করেছে?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

যখন ১৯৬১ সালে ডি এ মার্জ করিয়ে দেওয়া হলো, যতদূর জানি রিকমেন্ডেশন সেই সময় করেছে।

Shri Nani Bhattacharjee :

১৯৬১ সাল থেকে আরম্ভ করে আজকে যে পরিমাণ দ্রব্যমূল্য ঘটেছে বিশেষ করে অক্টোবর থেকে দ্রব্যমূল্য ঘটেছে তাতে কি পে-কমিটির রিকমেন্ডেশন অনুসারে ডি এ বাড়ান দরকার?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

আমরা গভর্নমেন্ট থেকে
we are seriously considering the question of giving them dearness allowance

মূল্য যে বৃদ্ধি হয়েছে সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না সরকারও করে না। আমাদের কাছে সরকারী কর্মচারীরা জানিয়েছে এ সম্বন্ধে সরকারের কি করণীয় আছে। সরকারের পক্ষ থেকে কনসিডার করছি ডি এ এখন দেওয়া হবে কিনা এখন দেখছি প্রশ্নে লেখা আছে
and if there is no possibility of an immediate fall

আমরা এখন দেখছি দাম কমাবার যদি না আশা থাকে এই সিদ্ধান্ত করি তাহলে নিশ্চয়ই দেবো।

Ananda Copal Mukhopadhyay:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে পেকমিটির রিকমেন্ডেশন ইমপ্লিমেন্টেশনের পরে এটাকে যদি বেস করে দেওয়া হয় তাহলে এখন লিভিং ইন্ডেক্স কত পারসেন্ট বেড়েছে?

The Hon'ble Sankardas Banerji :

লিভিং ইন্ডেক্স অনেক বেড়েছে।
Average cost of living index for the year 1960-61 120 as against 121 99 for the corresponding year 1962-63, cost of living index for September 1962 for the same group 123 4; for the corresponding period in the month of July was about 128

Ananda Copal Mukhopadhyay:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমন কোন পরিকল্পনা আছে কিনা প্রতি ৬ মাসে লিভিং ইন্ডেক্স ভ্যারী করার সঙ্গে সঙ্গে ডি এ ভ্যারী করবে?

The Hon'ble Sankardas Banerji : না।

Shri Sanat Kumar Raha:

লিভিং ইন্ডেক্স ফল করার যদি ইন্ডিকেশন না থাকে গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই কনসিডার করবেন লিভিং ইন্ডেক্স কোন পর্যায়ে গেলে পর গভর্নমেন্ট কনসিডার করবেন?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

প্রশ্ন হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে লিভিং ইন্ডেক্স বেড়েছে কিনা ফিগার দিয়ে দিলেন, আমি জানি বেড়েছে, আমাদের কাছে রিপ্রেজেনটেশন দিয়েছে ডিএ-র জন্য, সরকার সেটাও এগ্জামিন করে দেখছে কি করা যায়।

Shri Abani Kumar Basu:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানিয়েছেন,
if cost of living index went up substantially over the existing level and continued at that level for an appreciable period.
আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি এই যে, সাবস্টেনসিয়াল এবং

for an appreciable period without any indication of falling

পে-কমিটির যে রিকমেন্ডেশন কত পারসেন্ট প্রাইস ইনক্রিজ করলে সাবস্টেনশিয়াল হবে কত-দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকলে এপ্রিশিয়েবল বলে দেওয়া হবে দয়া করে জানাবেন কি?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

কেন কিছু লেখা নেই গভর্নমেন্ট ডিসিশন এক্সারসাইজ করে যদি দেখেন সাবস্টেনশিয়াল রাইজ হয়েছে এবং সেটা লং পিরিয়ড কন্টিনিউ করবে গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই জিনিসটা কন-সিডার করবে

on the basis of the recommendation of the Pay Committee

[12-20—12-30 p.m.]

Shri Nani Bhattacharjee:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি মনে করেন কস্ট অব লিভিং ইনডেক্স যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এগজিস্টিং লেভেল কস্ট অব লিভিং সাবসট্যানসিয়ালী বেড়ে গেছে কিনা

The Hon'ble Sankardas Banerji:

আমি তো বললাম যে জিনিসের অনেক দাম বেড়েছে আমাদের কাছে রিপ্রেজেনটেসান হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একার মতে কিছু হবে না। এটা গভর্নমেন্টের ব্যাপার। আমি গভর্নমেন্টের কাছে এবং চীফ মিনিষ্টারকে বলেছি যে এই রকম রিপ্রেজেনটেসান হয়েছে কি করা হবে। তাতে উনি বললেন এটা কনসিডার করে যতশীঘ্র সম্ভব দেখতে হবে কতটা ডি এ দেওয়া হবে।

Shri Balai Lal Das Mahapatra:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন সরকারী কর্মচারীদের সর্ব নিম্ন এবং সর্বোচ্চ বেতনের পরিমাণ কত?

The Hon'ble Sankardas Banerji: আমি বলেছি।

Shri Balai Lal Das Mahapatra:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে লঙ পিরিয়ড যদি কস্ট অব লিভিং ইনডেক্স বেড়ে থাকে সেই লঙ পিরিয়ড তিনি কত দিন মনে করেন?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

কোন ইয়ার্ডস্টীক নেই। যদি বলা হয় যে ৩ মাস যদি কস্ট অব লিভিং ইনডেক্স বেড়ে থাকে তাহলে দিতে হবে এই রকম কোন নির্দেশ নেই। হঠাৎ চালের দাম বেড়ে গেছে। ধান কাটা পড়বে শীঘ্রই। ডি এ আজ বাড়িয়ে দিলাম কাল উইথড্র করে নিলাম এটা করলে চলে না। আমরা সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করছি। আমরা যদি দেখি যে বস্তুবিক দাম কমবার সম্ভাবনা নেই তাহলে নিশ্চয়ই ডিয়ারনেস এলাওয়েন্স বাড়াতে হবে।

Shri Nikhil Das:

সরকারের এই করতে করতে ৬ মাস ১ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে। এটা কি রেট্রস-পেকটিভ এফেক্ট দেওয়া হবে?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

আমি জানি না ৬ মাস ১ বছর পেরিয়ে গেছে কিনা। জিনিসটা কিছুদিন স্থায়ী ভাবে থাকে। সরকার ওয়াচ করেন দাম কমবার সম্ভাবনা আছে কিনা। সমস্ত ওয়াচ করার পর ডিয়ারনেস এ্যালাওয়েন্স সম্বন্ধে সরকার বিবেচনা করবেন।

Shri Abani Kumar Basu:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আমাদের জানিয়েছেন যে লো-পেইড গভর্নমেন্ট এমপ্লইজ এরা ফেয়ার প্রাইস সপ কিংবা এম আর সপ এবং কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোরস থেকে মাল

সরবরাহ পান। আমি তাঁর কাছে জানতে চাই কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোরস কতটা এতাবৎ কাল খোলা হয়েছে এবং কোথায় কোথায়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা সরকার পক্ষ থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি এটাকে খানিকটা ইয়ার্ডস্টীক বলা যেতে পারে। ১৯৬১ সালে আমরা দেখছিলাম যে আমাদের যত ফেয়ার প্রাইস সপ আছে তার থেকে ২০ লক্ষের মত লোক গম নিত। গত বছর ১৯৬২ সালে দেখলাম ৩৪ লক্ষ লোক নিত। এ বছরে এখন সেটা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৩ লক্ষ। আমরা যখন জানতে পারব যে ১ কোটি লোক নেয় তখন বুঝব যে খুব ডিসট্রেস হয়েছে বলে লোকে গম খাচ্ছে। তখন আমরা বিবেচনা ক'রে দেখব।

Shri Sanat Kumar Raha:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এখনই জানালেন যে লো-পেইড গভর্নমেন্ট এমপ্লইজদের ডিয়ারনেস এ্যালাওয়েন্স রিভিসান করার কথা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন এটা কোন কোন স্কেলের জন্য হচ্ছে?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

লো-পেড কর্মী যত রকমের আছে তারা প্রত্যেকে ডিয়ারনেস এ্যালাওয়েন্স পাবে।

Shri Sanat Kumar Raha:

এই লো-পেড এমপ্লয়ী ৬০ থেকে আরম্ভ ক'রে ১৪০ টাকা নয় তার উপরের স্কেলে যাচ্ছে কিনা?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

আগেকার প্রশ্নোত্তরের সময় শুনলেন তো যে আমাদের চার রকম লো পেড কর্মচারী আছে—৬০-৭৫, ৬৫-৮৫, ৮০-১০৫, ১০০-১৪০। আমি যা কাগজে দেখছি যদি ডি এ হয় আমরা দেখবো বিচার ক'রে কাদের দিতে হবে কিন্তু আমার যতদূর এখন মনে হচ্ছে লো-পেড কর্মচারী যারা আছে তারা সকলেই ডিয়ারনেস এ্যালাওয়েন্স পাবে।

Shri Nani Bhattacharjee:

মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন বাজার দর এখন যে জায়গায় আছে বিভিন্ন জিনিসের সেটা কি নেমে যাবে?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

আমরা সে তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছি।

Shri Kamalkanti Guha:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যখন ধান উঠে তখন ২।১ টাকা বাজার দর কম থাকে তারপরে ২।৩ মাস পরে আবার বাড়তে থাকে। ধান ওঠার সময় ২।১ টাকা দর কম দেখে যদি আপনাদের বিবেচনা স্থগিত রাখেন তারপরে আবার যখন বাড়বে তখন আবার যদি বিবেচনা সুরু করেন তাহলে ডি এ পাবার পক্ষে ওদের অসুবিধা সৃষ্টি করবে কিনা?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে পারি আমার জেলার ও নদীয়া জেলা বা মুর্শিদাবাদ জেলা এই সব অঞ্চলে আউস ধানটা হচ্ছে একটা বড় মেন ক্রপ সেটা যখন ওঠে তখন বাজার কখনও কখনও নামে। তারপর আমন ধান যেটা সেটাও মেন ক্রপ সেটা যদি ভাল হয় তাহলে দর পড়ে যায়। আপনারা জানেন নভেম্বর মাসে বা অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটা হয়। আমরা ক্রপ পজিসন সম্বন্ধে জেলা থেকে খবর পাই যে কেমন ধান উঠলো। যদি দেখি ভাল ধান হল না বৃষ্টির অভাবে তাহলে বুঝবো যে বাজার নামবে না। এই সব তথ্যগুলি নিয়ে আমরা যত শীঘ্র সম্ভব ডি এর কথা চিন্তা করবো।

Shri Nepal Chandra Roy:

মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার দপ্তর ৫ পয়েণ্ট ডি, এ, বাড়াবার জন্য রেকমেণ্ডেসন করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কারখানা ৫ পয়েণ্ট ডি, এ, বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের এই যে লো-পেড যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী আছে তাদের জন্য সাবসিডাইজড রেশন থাকে বলে, যেমন রেলওয়েতে দেয়া হত এবং দেয়া হচ্ছে ঠিক সেই রকম কম দামে অথবা বিনা মূল্যে রেশন দেবার কোন পরিকল্পনা আপনাদের আছে কি?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

আমরা বিনামূল্যে তো দেবোই না গভর্নমেণ্ট সার্ভেণ্টকে হোক আর যাকেই হোক কেন না টাকা হচ্ছে সরকারের টাকা। গভর্নমেণ্ট সার্ভেণ্টরা বিনামূল্যে জিনিস নিয়ে যাবেন, আর অপর নাগরিকরা পাবেন না এ চিন্তা আমরা করতে পারি না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গম বা আটা যা দেয়া হচ্ছে একদিক দিয়া ভেবে দেখতে গেলে সেটা সাবসিজাইজড জিনিস, সাড়ে সাত আনা কে, জি, আটা আমরা দিচ্ছি এবং চালও বোধ হয় দিচ্ছি ২২ টাকা দরে সেটাও সাবসিজাইজড তার বেশী দেয়া সম্ভব নয়।

Shri Nepal Chandra Roy:

আমার পয়েণ্ট হচ্ছে ৫ পয়েণ্ট ইনক্রিজ যেটা হয়েছে, সেটা আমাদের লেবার দপ্তর রেকমেণ্ডেসন করেছেন সেই পয়েণ্টের উপর আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমাদের যারা নাকি লো-পেড কর্মচারী আছে সেই সব কর্মচারীদের ৫ পয়েণ্ট অথবা তার চেয়ে বেশী ৫ পয়েণ্ট অনেকদিন আগে রেকমেণ্ড করেছেন। এখন দিনের পর দিন আরো বেড়ে যাচ্ছে হয়ত ৭ পয়েণ্ট গিয়ে দাঁড়িয়েছে—সেই ৭ পয়েণ্ট ইনক্রিমেণ্ট দেবার পরিকল্পনা আছে কি না?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

আমাদের লেবার দপ্তর সেরকম কিছু বলেনি। আমরা সকলের বিষয়ে চিন্তা করছি—একা লেবারের বিষয়ে আমরা চিন্তা করছি না কেন না খাদ্য পরিস্থিতিটা গরীব লোকদের ব্যাপার—সরকারী কর্মচারীদের যেমন, তেমন সকলেরই ব্যাপার।

Shri Nepal Chandra Roy:

আমার পয়েণ্টের জবাব হয়নি স্যার। উনি হয়ত আমার কথা ভাল বুঝতে পারেন নি। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যখন নাকি তাদের মাহিনা বাড়াবার প্রশ্ন উঠেছিল, ডি, এ, বাড়াবার প্রশ্ন উঠেছিল তখন গভর্নমেণ্টের লেবার দপ্তর থেকে রেকমেণ্ডেসন করেছে যে ৫ পয়েন্ট ইনক্রিজ হয়েছে অলরেডি এবং হয়ত কিছুদিন পরে আরো বেশী হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তারা ডি এ বাড়িয়েছেন। সরকারী কর্মচারীদের সেটা বাড়বে কিনা সেটাই আমি প্রশ্ন করছি।

Mr. Speaker:

উনি তো জবাব দিলেন।

[12-30—12-40 p.m.]

Shri Nepal Chandra Roy:

আমার কথাটা হচ্ছে, লেবার দপ্তরে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মাইনে বাড়াবার প্রশ্ন যখন উঠল তখন গভর্ণমেণ্ট একটা রিকমেণ্ডেসন করেছিলেন যে ফাইভ পয়েণ্ট ইনক্রিজ অলরেডি হয়েছে এবং পরে হয়তো আরো হতে পারে, সেজন্য তাদের ডি, এ, বেড়েছিল—এখন আমার প্রশ্ন সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সেই ডি, এ, বাড়বে কিনা—

Mr. Speaker:

তিনি তার জবাব আগেই দিয়েছেন।

Shri Nikhil Das:

আমরা শুনেছি যখন সাবসিডাইজড রেশন এর কথা, চিপ ক্যাণ্টিন এর কথা জিজ্ঞাসা করেছি তখন মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় উত্তর দিয়েছেন সমস্ত নাগরিক সম্বন্ধে সরকারী কর্মচারীরা নাগরিক হিসাবে কোন বিশেষ সুবিধা চাচ্ছে না— আমার প্রশ্ন, তাঁরা সরকারের কর্মচারী, কর্মচারী হিসাবে

তাঁদের যে পাওনা সাবসিডাইজড রেশন অর চিপ ক্যানটিন তাতে অন্য নাগরিকের সঙ্গে পার্থক্য হয় না—আমার প্রশ্ন এই জায়গায় যে, ডি, এ, বাড়াবার পরিকল্পনা আপাতত নেই, সেই জায়গায় সাবসিডাইজড রেশন দেবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, চিপ গ্রেন সপ খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা—সেই জায়গায় আমরা বারবার উত্তর শুনছি, স্যার, কোন নাগরিকের সঙ্গে আমরা কোন পার্থক্য রাখতে চাই না— নাগরিকের সঙ্গে পার্থক্যের প্রশ্ন এখানে নয়, তাঁরা সরকারী কর্মচারী, কর্মচারী হিসাবে তাঁদের যে রাইট সেটাই বারবার রাখতে চাচ্ছি।

The Hon'ble Sankardas Banerji:

সরকারী কর্মচারীদের জন্য বিশেষ কোন আলাদা ব্যবস্থা হবে না।

Shri Nikhil Das:

সরকারের যাঁরা কর্মচারী তাঁদের সম্পর্কে কারা ব্যবস্থা করবে? সরকারী কর্মচারী যাঁরা তাঁরা যদি দুরবস্থায় পড়েন, জিনিসপত্রের দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে সেই ব্যবস্থা কে করবে? সরকার তো তাঁদের এমপ্লয়ার।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তাঁদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই সরকার করবেন।

Shri Sailendranath Adhikary:

মাননীয় অর্থমন্ত্রিমহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করছি, লিভিং ইনডেক্স যেটা নিয়ে এখন কথা হচ্ছে এবং উনি বল্লেন যেটার সিরিয়াস কনসিডারেশন করা হচ্ছে সেটা কিরকম ভাবে রাইজ করে এবং কোথায় দাঁড়ায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে তো? আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি, ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬২ এই তিন সালের লিভিং ইনডেক্স এই কথাই বলে না কি যে একটা টেণ্ডেন্সি রাইজিং-এর দিকেই আছে, ফল-এর দিকে কোন টেণ্ডেন্সি নাই, এবং এটাই কি সাফিসিয়েণ্ট কজ নয় এখনি এই বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করার?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

লিভিং ইণ্ডেক্স কত বেড়েছে তার পার্টিকুলারস্ এই হাউসে পেস করেছি, তাহাই এ থেকে কি ওপিনিয়ন ফলো করে দ্যাট ইজ এ ম্যাটার অব ওপিনিয়ন। আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন লিভিং ইনডেক্স-এর ব্যাপার কি, আমি বলে দিয়েছি।

Shri Nepal Chandra Roy:

মন্ত্রিমহাশয় একটু আগেই বল্লেন পাবলিক-এর সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়, আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে প্রশ্ন করি, তিনি নিশ্চয়ই জানেন গভর্নমেণ্ট সারভেণ্টরা যে মাইনে পান, ঠিক একই কাজ যদি তাদের মধ্যে কেউ প্রাইভেট ফার্ম-এ গিয়ে করে তাহলে তার চেয়ে অনেক বেশি মাইনে পান। এবং শুধু বাংলা দেশের প্রাইভেট ফার্ম-এর সঙ্গেই আমি তুলনা করছি না, সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট-এর চাকুরীতে একই কাজ করছে তারও স্কেল অনেক বেশি, ফোর্থ গ্রেডই বলুন, থার্ড গ্রেড, সেকেণ্ড গ্রেড এবং ফার্স্ট গ্রেড বলুন, পশ্চিমবঙ্গের মাইনে তার অনেক নীচে।

The Hon'ble Sankardas Banerji:

আমি ঠিক বলতে পারব না— নানারকম ফার্ম আছে, ইংরেজের ফার্ম আছে বাঙ্গালী ফার্ম আছে। মারোয়াড়ী ফার্ম আছে, তারা কে কি স্কেল এবং সুখ সুবিধা দেয় আমি বলতে পারি না।

Dr. Kanailal Bhattacharyya:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে, দিল্লীতে standing committee for the implementation of Industrial Truce Resolution. প্রস্তাব পাশ করেছেন যে, ৩০০ এর বেশি যে সমস্ত এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি নিয়োগ করবেন তাদের ফেয়ার প্রাইস রেশন সপ খোলার কথা বলছেন এমপ্লয়িদের জন্য—মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করবেন আমাদের এখানে যারা সরকারী কর্মচারী আছেন শুধু তাঁদের জন্য ফেয়ার প্রাইস রেশন সপ খোলা উচিত?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তাঁদের জন্য আমাদের কোন পরিকল্পনা নাই, এখানে যে সমস্ত ফেয়ার প্রাইস সপ আছে তাতে সরকারী কর্মচারীরা ও কিনতে পারেন। ওঁদের এখানে যেটা বলা হয়েছে, সেটা ফেয়ার প্রাইজ সপ নয়, শিল্পাঞ্চলে যেখানে ৩০০এর উপর কর্মী নিয়োজিত আছে ফ্যাক্টরি থেকে বা এমপ্লয়ারদের তরফ থেকে ফেয়ার প্রাইস সপ খুলতে পারবে সেই কথাই বলা হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে নয়।

White Tigers

***365.** (Admitted question No *1506) **Shri Birendra Narayan Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

(a) whether the "white" tigers purchased by the Government are separate species or class to be found in any particular place or places or freaks of nature,

(b) whether it is proposed to purchase tigresses for the aforesaid "white" tigers, and

(c) how much money has been realised up to date as fees to enter into the enclosure of those "white" tigers?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

(a) These are not a separate species but are rare mutations found only in Rewa area

(b) No tigress of white variety being available a normal coloured tigress with white strain of the same litter has been procured from Delhi Zoological Garden on exchange basis for breeding purpose

(c) From 14th August to 28th August 1963 a sum of Rs 22009 50 nP has been realised from visitors

Shri Birendra Narayan Ray:

সরকার কি জানেন একটা জার্নাল পাবলিশড বাই দি ন্যাচরাল হিস্টোরি সোসাইটি মিউজিয়াম, বম্বেতে বলেছে এই বাঘ সম্পর্কে যে

It is a kind of disease It is a freak or kind of disease

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman: It is not a disease It is a rare kind of the same species.

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, একই রক্ত প্রবাহিত হলেও মানুষের মধ্যেও বিভিন্নতা থাকে, এটা একটা স্পেসিস রেয়ার মিউটেসন।

Shri Sailendranath Adhikary:

আমি জিজ্ঞাসা করছি এই যে সাদা বাঘ বর্তমানে যা নিয়ে আসা হয়েছে তা আমাদের ক্লাইমেট-এ থাকতে পারবে কিনা এবং তার জীবনের কোন আশঙ্কা আছে কিনা এটা অনুসন্ধান করে কি এনেছেন?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হচ্ছে যাতে এখানে থাকতে পারে, এবং যাতে বংশবৃদ্ধি হয় তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Shri Nepal Chandra Roy:

সাদা বাঘ দেখিয়ে অল্পদিনে ২২ হাজার টাকা পেয়েছেন। একটা সাদা কাকও এনেছেন, তাতে কত টাকা পেয়েছেন?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

আমার জানা নাই।

Shri Radha Krishna Singha :

মানুষের যেমন লিউকোডারমা হয় এটা কি সেই জাতীয় কিছু ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

না, সমগ্র পৃথিবীতে মাত্র ৯টি সাদা বাঘ আছে ; দিল্লী ট্রপিক্যাল গার্ডেনে ৪টি, ব্রিস্টলএ ২টি, ওয়াশিংটনএ একটি এবং আমাদের এখানে দুটি। এদের যাতে বংশবৃদ্ধি করা যায় তারই চেষ্টা চলছে।

Shri Gopal Banerjee:

মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন, গাঁদা ফুল যেমন ফুল নয় তেমনি সাদা বাঘও বাঘ নয় ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

হ্যাঁ, মানুষখেকো বাঘ।

Shri Birendra Chaudhury :

মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই ৮০ হাজার টাকা খরচ করে বাঘ এনেছেন, আর ৭ দিনে ২২ হাজার টাকা পেয়েছেন এটা কি প্রফিটিয়ারিং অ্যাক্ট-এ পড়ে না ?

(No reply)

Shri Sailendra Nath Adhikary:

আপনি সাদা বাঘ নিয়ে এসেছেন, আপনার ডিপার্টমেন্টে শ্বেতহস্তী আছে কিনা।

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

আমি জানি না।

Shri Birendra Narayan Ray:

এই যে দুটো সাদা বাঘ কিনেছেন তার মধ্যে একটিকে অসুস্থ অবস্থায় কেনা হয়েছে এটা কি ঠিক ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

একস্থান থেকে অন্যস্থানে এসেছে, স্থানান্তরের জন্য কিছুটা অসুস্থ হয়েছিল এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে।

Shri Gopal Banerjee

ক্যাপটিভ কণ্ডিশনে ব্রিডিং করে সাদা বাঘ তৈরীর ব্যবস্থা হচ্ছে, এর আগে কি সাদা বাঘ থেকে সাদা বাঘ হয়েছে ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

হয়েছে। সেই অবস্থায় এটা এসেছে। মাত্র অরিজিন্যাল একটি সাদা বাঘ ধরা পড়েছিল, সেটার সংগে ব্রিডিং করিয়ে এটার সৃষ্টি হয়েছে।

[12-40—12-50 p.m.]

Shri Abdul Gafur :

ক্যাপটিভ-এর মধ্যে সাদা বাঘ তৈরী করা হচ্ছে কিনা বা চেষ্টা হচ্ছে কিনা সেটা জানাবেন কি ?

(নো রিপ্লাই)

Shri Abdul Bari Mokhtar :

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এগুলি ক্যাপটিভ কণ্ডিসন এ হয়েছে না ফিড কণ্ডিসন-এ হয়েছে ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

প্রথমে মাত্র একটি সাদা বাঘ রেওয়ার জংগলে ধরা পড়ে। সেটার সঙ্গে ক্যাপটিভ কণ্ডিসন-এ ব্রিড করিয়ে মহারাজা এই ৯টি সৃষ্টি করেছেন।

Shri Sailendranath Adhikary:

এই সাদা ব্যাঘ্র আপাততঃ হিংস্র না অহিংস্র?

(নো রিপ্লাই)

Remission of rent for certain categories of land-holders

***366.** (Admitted question No. *1515.)

Shri Sushil Kumar Dhara:

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মালিকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাস্তুভিটার জন্য রাজস্ব ছাড় পাইবেন,

(খ) সত্য হইলে, এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে কিনা, এবং

(গ) উত্তর 'হাঁ' হইলে, কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

(ক) হাঁ, যাহাদের জমির পরিমাণ একরের এক-তৃতীয়াংশের বেশী নয় এবং যাহা কোন মিউনিসিপ্যাল এলাকার বা কোন প্রস্তাবিত এলাকার (যেমন দুর্গাপুর) অন্তর্ভুক্ত নয় তাহার জন্যই রাজস্ব ছাড় পাইবেন।

(খ) হাঁ।

(গ) স্থানীয় অধিকারিকদের যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Shri Sushil Kumar Dhara:

এই ঘোষণা আজ থেকে কতদিন আগে করা হয়েছে জানাবেন কি?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

গত বিধানসভার অধিবেশনের শেষের দিকে বিধানসভায় এই ঘোষণা করা হয়েছিল।

Shri Sushil Kumar Dhara

সেই ঘোষণার পর আজ পর্যন্ত এটাকে কার্যকরী রূপ দেওয়া কেন সম্ভবপর হোল না এবং কি কি অসুবিধার জন্য হোল না সেটা জানাবেন কি?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

কার্যকরী রূপ দেবার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমতঃ কিভাবে এটাকে কার্যকরী করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর করা হয়েছে এবং গত কয়েকদিন আগে এখানে প্রশ্নোত্তরে বলেছি যে বিভিন্নভাবে এবিষয়ে প্রচার করবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ অঞ্চল প্রধানের অফিসে, ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে বি, ডি, ও-র অফিসে জে, এল, আর, ও-র অফিসে, কলেক্টর এবং এ্যাডিসনাল কলেক্টর-এর অফিসে, জেলায় জেলায় যে সমস্ত সাপ্তাহিক কাগজ আছে তার মারফত এবং আমরা এখন ভাবছি কোলকাতায় যে সমস্ত কাগজ আছে তার মারফত ভালভাবে প্রকাশিত হয়ে যাতে লোকের মধ্যে প্রচারিত হয় তার ব্যবস্থা করব।

Shri Ananga Mohan Das:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, প্রত্যেক চাষী এই যে খাজনা ছাড় পাবে বলেছেন এটা তারা প্রত্যেক বছরে পাবে, না একটি স্পেশাল বছরের জন্য করা হয়েছে?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya :

১৩৭০ সাল থেকে বরাবর পাবে।

Shri Kamal Kanti Guha :

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, সেলস ট্যাক্স দেয়, ইনকাম ট্যাক্স দেয় একরকম ধরনের ব্যবসায়ী যারা গ্রামে আছে তাঁরা যে এক বিঘার উপর গোডাউন করে আছে তার জন্য মকুব পাবে কিনা ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya :

যারা গুদাম করে আছে তাদের মকুব করা হবে না, হোমস্টেড-এর জন্য এটা করা হয়েছে।

Shri Balai Lal Das Mahapatra :

দরখাস্ত গ্রহণ করবার শেষ তারিখ কবে নির্ধারণ করা হয়েছে জানাবেন কি ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya :

আমি সদস্যদের কাছে আগেই বলেছি যে, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ তারিখের মধ্যে যাতে সমস্ত দরখাস্ত পেতে পারি সেই চেষ্টা করছি এবং আশা করি সকলের সহযোগিতা পেলে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সব পেয়ে যাব। অবশ্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সময় বাড়াতে হবে। আমি ভাবছি ১৩৭০ সালের মধ্যে কার্যকরী করতে গেলে যত বেশী সংখ্যক দরখাস্ত এই মাসের মধ্যে পাই ততই ভাল।

Shri Balai Lal Das Mahapatra :

উপযুক্ত প্রচারের জন্য অনেক কৃষক এখন দিতে পারে নি সেজন্য নিবেদন করছি এটাকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেবেন কি ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya :

যদি কেউ ঠিক সময় দরখাস্ত না করতে পারে তাহলে যে তার জন্য অধিকার বিলুপ্ত হবে তা নয়। এ বছর যদি কারও খাজনা ঠিক করতে না পারে তাহলে আগামী বছর যে টাকা দিচ্ছে সেটা—এ্যাডজাস্ট করে দেবার ব্যবস্থা করবে।

Shri Nikhil Das:

অকৃষিজীবি তিন জন। দালানে থাকেন ছয় কাঠা জমির উপর কি সে সুবিধা পাবেন না কি ওনলি কৃষিজীবিরাই পাবেন।

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya :

আমাদের যেটা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এবং পূর্বে প্রচুর আলোচনা হয়েছে সেটা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে যাদের হোম-স্টেড আছে বাস্তু জমি আছে অল্প জমির মালিক, তারা খানিকটা [illegible] হতে পারে সেই বাস্তু জমির পরিমাণ মোট ১০ ডেসিমেল।

Shri Sushil Kumar Dhara:

আবেদন পত্রের ফর্ম বাইরের লোক ছাপিয়ে বিক্রী করতে পারবে কিনা ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya :

কথা হচ্ছে আমরা সরকার থেকে বিনামূল্যে তহশীলদার মারফৎ গ্রামে গ্রামে ফর্ম বিলি করবো, কেউ যদি ছাপিয়ে বিক্রী করে তাহলেই ভাল হয়, বিক্রী না করাই ভাল।

Shri Narayan Choubey:

আপনি বলেছেন যাদের গ্রামে অল্প জমি আছে, আলাদা বাড়ী আছে, তা যদি এক বিঘার মধ্যে হয় তাহলে সেই বাড়ীর উপর বাস্তুর উপর মকুব হবে। এই অল্প জমির মালিক বলতে কি বুঝাচ্ছেন ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

অল্প জমির মালিক মানে অল্প জমির মালিক। তিন একর পর্যন্ত জমি সেচ এলেকায়, সেচ-বিহীন হলে ৫ একর পর্যন্ত।

Shri Ananga Mohan Das:

আপনি যা বলেছেন বাস্তু জমি ৩৩ ডেসিমেল বাদ পাবে। মনে করুন রেকর্ডে বাস্তু জমি নেই সেটা আছে ডাঙ্গা জমি হিসাবে, সেক্ষেত্রে সে পাবে কি না?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

আমরা সাধারণতঃ রেকর্ড মেনে চলব, যদি পরে দেখা যায় যে জমির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বাস্তু জমি হয়েছে তাহলে সেখানে আমরা নিশ্চয়ই বাস্তু হিসাবে ধরব।

Shri Sushil Kumar Dhara :

এটা রেডিও মারফৎ প্রচার করবার ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

নিশ্চয়ই করব।

Bus and rickshaw stand at Contai

***290.** (Admitted question No. *1206.)

শ্রী সুধীরচন্দ্র দাস, স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, কাঁথি শহরে পৃথক বাস স্ট্যাণ্ড ও রিক্সা স্ট্যাণ্ড না থাকায় বড় বড় বাসগুলি এবং রিক্সাগুলি রাস্তাতেই প্রায় সব সময় পড়িয়া থাকে এবং ইহার ফলে রাস্তা অবরুদ্ধ হইয়া পথিক জনসাধারণের এবং যানবাহন চলাচলের দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়, এবং

(খ) যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কি কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

(ক) হা।

(খ) মহকুমা শাসকের দপ্তর হইতে উক্ত প্রশ্নোল্লিখিত অসুবিধা দূর করণার্থে বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে একটি কেন্দ্রীয় মোটর বাস রাখিবার স্থান (সেণ্ট্রাল বাস স্ট্যাণ্ড) প্রস্তুত করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করার চেষ্টা হইতেছে।

যদিও কয়েকটি রিক্সা দাড়াইবার নির্দিষ্ট স্থান (রিক্সা স্ট্যাণ্ড) আছে, বর্তমানে রিক্সা সংখ্যা অনুপাতে উক্ত স্থান আদৌ পর্যাপ্ত নহে এবং শহরের মধ্যে স্থানাভাব বশতঃ পর্যাপ্ত সংখ্যক রিক্সা দাড়াইবার স্থান পাওয়া যাইতেছে না।

[12-50—1 p.m.]

Shri Balai Lal Das Mahapatra :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত স্ট্যাণ্ড করতে পারা যায় নি সে ক্ষেত্রে কবেনাগাদ এর ব্যবস্থা করতে পারবেন?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

অসুবিধা হচ্ছে এই সমস্ত শহরের মধ্যে রাস্তা এত সরু যে রিক্সা স্ট্যাণ্ড করবার জায়গা থাকে না। মানুষের বাড়ী ভেঙ্গে রিক্সা স্ট্যাণ্ড করতে পারব না। কাজেই সাধ্যমত চেষ্টা করা হচ্ছে, জায়গা খুঁজে বের করতে পারলেই রিক্সা স্ট্যাণ্ড করা যাবে।

Shri Balai Lal Das Mahapatra :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় সম্ভবত: জানেন না যে সরকারী দখলে অনেক জায়গা আছে। যদি সরকার সেই জায়গাগুলি ছেড়ে দেন তাহলে স্ট্যাণ্ড করার পক্ষে কোন অসুবিধা হবে না।

The Hon'ble Sankardas Banerji:

সরকারের জানা আছে। আমরা সাবডিভিসনাল অফিসারকে এই কাজের ভার দিয়েছি। সাবডিভিসনাল অফিসার যদি জয়গা পান তাহলে নিশ্চয়ই রিক্সা স্ট্যাণ্ড, বাস স্ট্যাণ্ড করবার চেষ্টা করব।

Shri Narayan Choubey :

আপনি কি জানেন যে সরকারের জমি না থাকার ফলে রিক্সা স্ট্যাণ্ড না করতে পারার জন্য রিক্সাওয়ালারা বাধ্য হয়ে রাস্তায় দাড়ায় এবং তার ফলে পুলিস তাদের উপর জুলুম করে?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

আপনারা যদি রাগ না করেন তাহলে একটা কথা বলি। রাস্তার দুই পাশে দোকান করে রাস্তা চেপে দিয়ে এবং রাস্তার দুই পাশে লোক বসিয়ে দিয়ে রাস্তা ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে, জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না।

Shri Narayan Choubey :

আমার প্রশ্ন তা ছিল না। আপনি নিজেই বলেছেন রাস্তা সরু হয়ে যাচ্ছে, জায়গা না থাকার ফলে রিক্সা স্ট্যাণ্ড করতে পারছি না। অথচ মিউনিসিপ্যালিটি থেকে রিক্সা লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। তারা মাঝে মাঝে চলবে এবং মাঝে মাঝে দাড়াবে। তাদের পুলিস অহেতুক ধরে। এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

আমরা লাইসেন্স দিই শুধু দাড়াবার জন্য নয় রিক্সা চালাবার জন্য। আমরা জানি যে রিক্সা স্ট্যাণ্ড একান্ত দরকার, স্ট্যাণ্ড না থাকলে যান-বাহনের সহজভাবে চলাচল ব্যাহত কিন্তু জায়গা না থাকলে, গোড়াতেই আমি বলেছি জনসাধারণের বাড়ী ভেঙ্গে স্ট্যাণ্ড করতে পারবো না। যতদিন জমি না পাওয়া যায় ততদিন ফেলে রাখতে হবে।

Shri Narayan Choubey :

যতদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত জেলা কর্তৃপক্ষকে কি বলবেন যাতে পুলিশ তাদের উপর অহেতুক জুলুম না করে।

The Hon'ble Sankardas Banerji:

কর্তৃপক্ষের একমাত্র কর্তব্য পুলিশ যাতে অন্যায় না করে সেটা দেখা।

Shri Sailendra Nath Adhikary '

এই রিক্সাস্ট্যাণ্ড না থাকার ফলে অবস্ট্রাকসনের জন্য পুলিশ রিক্সাওয়ালাদের প্রত্যেকই ৫ আইনে অভিযুক্ত করে। বর্তমানে সরকার যখন স্ট্যাণ্ড করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারছেন না তখন অন্তত:পক্ষে এরা যাতে ৫ আইনে না পড়ে সে সম্বন্ধে ইনস্ট্রাকসান দেওয়া সম্ভব কিনা?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

অবস্ট্রাকসান যদি কোথাও লিখে দেওয়া থাকে যে রিক্সা সেখানে দাড়াবে না, সেখানে যদি দাঁড়ায় তাহলে আইন ভঙ্গ হয়। যদি সেরকম কোন কথা না থাকে তাহলে রিক্সা দাড়াতে পারে। আইন ভাঙ্গছে কি না ভাঙ্গছে সেটা ম্যাজিস্ট্রেটরা দেখেন। গাড়ী হলে পার্ক করতে পারে। যদি নো-পার্কিং লেখা থাকে সেখানে যদি দাঁড়ায় তাহলে নিশ্চয়ই আইন ভঙ্গ হয়, নতুবা আইন ভঙ্গ হল না।

Shri Balai Lal Das Mahapatra :

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন যে যতদিন পর্যন্ত স্ট্যাণ্ডের জন্য জায়গা না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত রাস্তা অবস্ট্রাক্ট করবে না এই রকম জায়গায় যদি দাঁড়ায় তাহলে পুলিস তাদের উপর জুলুম করবে না?

The Hon'ble Sankardas Banerji:

আপনি এসিউম করছেন যে পুলিশ জুলুম করছে। পুলিশ জুলুম করছে কিনা আমি জানি না। যদি রিক্সাওয়ালারা আইন ভঙ্গ করে তাহলে নিশ্চয়ই পুলিশ জুলুম করবে। যদি আইন ভঙ্গ না করে তাহলে ধরবে না।

UNSTARRED QUESTION
[to which written answers were laid on the table]
Vested lands under Jhargram subdivision

672. (Admitted question No. 910.)

Sirh Surendra Nath Mahato :

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় সরকারে ন্যস্ত জমির মধ্যে কত জমি মামলায় জড়িত আছে এবং কত জমি বণ্টনযোগ্য আছে,

(খ) [illegible] থানার কোন ইউনিয়নে কত,

(গ) [illegible] থানার ৬নং ইউনিয়নের কোন বড়িহি মৌজার ৮নং [illegible] কত পরিমাণ জমি বণ্টনযোগ্য আছে, এবং

(ঘ) [illegible] থানার ৬নং ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া, হাতিবাশোল [illegible] লালবাইদ, পিড়রাখেড়া মৌজায় ৬নং ইউনিয়নের [illegible] বাদশোলা, নিমপুর, বিনাদ, হাড়িভাঙ্গা মৌজায় ২নং ইউনিয়নের ছোটআঘাটি সোনাকুন্দা মৌজায় ৪নং ইউনিয়নের চড়কুন্দা, নিশ্চিন্তখেড়া মৌজায়, ঝাড়গ্রাম থানার ১০নং ইউনিয়নের চোকিচাকি মৌজায়, ৭নং ইউনিয়নের বাজারাষা শ্যামনগর মৌজায় ১১নং ইউনিয়নের কিশনত ভাবনাদ, পঞ্জা-সিমুল লোধাশুলি ডাবকাটা শালতোড়িয়া, শিবিসি মৌজায় ১২নং ইউনিয়নের উত্তরা, ফুতানন্দ, পানিসিমুল মৌজায় কোন্ খতিয়ানে কোন্ দাগে কত বিঘা সরকারে ন্যস্ত বণ্টনযোগ্য খাসজমি আছে?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) মামলায় জড়িত জমি—১,৯২২.৬১ একর, বণ্টনযোগ্য জমি—৬,৯৬০.০০ একর।

(খ) পূর্ণ তালিকা লাইব্রেরীর টেবিলে রাখা হইল (গোপীবল্লভপুর সার্কেলের ইউনিয়নওয়ারী তালিকা প্রস্তুত না থাকায় থানাওয়ারী তালিকা দেওয়া হইল)।

(গ) ৮.০৮ একর জমির মধ্যে ·৩৬ শতক জমি বণ্টনযোগ্য।

(ঘ) পূর্ণ তালিকা লাইব্রেরীর টেবিলে রাখা হইল। (সাঁকরাইল থানার বিনাদ নামে কোন মৌজা নাই)।

২

Number of vehicles owned by various departments

673. (Admitted question No. 568.)

Shri Kashi Kanta Maitra:

স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) রাজ্যসরকারের মহাকরণের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগ বা দপ্তরওয়ারী মোট কতগুলি জীপ ও অন্যান্য ধরনের মোটরগাড়ি বর্তমানে আছে,

(খ) গত ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে জরুরী অবস্থা চালু হবার পর এই সব বিভিন্ন দপ্তরের জন্য দপ্তরওয়ারী মোট কতগুলি নূতন গাড়ি কেনা হইয়াছে এবং মোট কত মূল্যে, এবং

(গ) ১৯৬২ সালের জানুয়ারি হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে এই সব বিভিন্ন বিভাগের (মহাকরণের) গাড়িগুলি চালু রাখার জন্য কি পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে এবং জরুরী অবস্থা চালু হবার পরই বা অক্টোবর (১৯৬২) মাসের পর হইতে এই পেট্রোল বাবত মাসিক ব্যয় কত হইয়াছে?

The Minister for Home (Transport):

(ক) একটি বিবরণী (স্টেটমেণ্ট ১) উপস্থাপিত করা হইল,

(খ) একটি বিবরণী (স্টেটমেণ্ট ২) উপস্থাপিত করা হইল,

(গ) দুইটি বিবরণী (স্টেটমেণ্ট ৩ এবং ৪) উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 673

STATEMENT I

Statement showing the total number of Jeeps and other vehicles owned by various Departments of West Bengal Government

Sl No.	Name of Department	Jeep	Station Wagon and Utility	Car	Wagon carriers and Pickups	Lorries	Vans	Ambulance	Motor Cycle Scooter and others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Development (including Roads)	81	11	14	5	57				168
2	Community Development and Extension Service Department	195	7	.	2				.	204
3	Commerce and Industries and Cottage and Small Scale Industries	23	18	18	12	27	5	1	5	109
4	Agriculture and Food Production	48	9	2	20	23				102
5	Animal Husbandry and Veterinary Services	18	4	1	3	6	67	1	.	100
6	Co-operation	9	.		.		.		..	9
7.	Irrigation and Waterways	65	7	7	43	45	.	2	2	171
8	Food and Supply	20		11	53	75	4		.	163
9.	Local Self Government and Panchayat	5	1	2	..			.	..	8
10	Board of Revenue	48	4	1	6		..		..	59
11.	Housing	6		1	.			..	..	7
12.	Labour .	2	4	5	.			..	..	11
13	Fisheries ..	2			.			..	..	2
14.	Forest .	18	6	1	4	14	..	.	..	43
15.	Tribal Welfare	1	1	..	..	..	..	1	..	3
16.	Excise	..	..	..	..	1	..	..	..	1

STATEMENT—I—*Concld*

Statement showing the total number of Jeeps and other vehicles owned by various Departments of West Bengal Government

Sl. No.	Name of Department	Jeep	Station Wagon and Utility	Cars	Weapon carriers and Pickups	Trucks	Vans	Ambulance	Motor Cycle Scooter and others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Land and Land Revenue	3	2	1	1	.		.	.	7
18.	Public Works ..	25	3	2	2	16	1	..	..	49
19.	Health. ..	209	15	6	8	108	16	103	42	507
20.	Finance (Taxation) .	2		2	.			..	.	4
21.	Home (C. & E) .	.	1	.	.	.	.	..	..	1
22.	Home (Jails) . . .	..	.	.	..	2	.	.	..	2
23.	Home (Publicity)	33	1	2	1	3	10	..	4	54
24.	Home (Defence)	1	1	..	2	2	..	..	..	6
25.	Home (Transport)	92	24	35	4	1	1	..	..	157
26.	Home (Police) .. .. (Vehicles in Calcutta only)	71	9	22	76	44	13	2	120	357
	(Vehicles in the Districts)				(details not readily available)					(302)
27.	Chief Minister's Secretariat .. .	..	1	1	.	.	..	..	..	2
28.	Home (Civil) Defence	2	..	2	.	..	..	..	10	14
29.	Education	..	..	1	..	..	..	..	..	1
	Total ..	979	129	137	242	424	117	110	183	2,321 plus (302)

Statement referred to in reply to clause (kha) of unstarred question No 673

STATEMENT II

Statement showing purchase of new vehicles by various Departments of this Government after the outbreak of emergency, i.e., after October 1962

Serial No.	Department	Jeeps	Willys Station Wagons	Ambassador Cars	Dodge trucks	Motor Cycles, Scooters and other vehicles	Total	Total cost of the vehicles purchased by the Department
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Rs
1	Home (Police) Department	16	3	6	10	46	81	9,67,600
2	Commerce and Industries Department	2	1	1		4	8	1,04,000
3	Health Department	.	2	..		6	8	1,45,200
4	Home (Transport) Department	4	.	1		.	5	77,000
5	Home (Civil Defence) Department	2	..	2	.	10	14	86,400
6	Local Self-Government (Fire Service)	1	..	.	.		1	16,000
7	Public Works Department	2	..		.		2	32,000
8	Agriculture Department	..	.	1			1	13,000
9	Education Department	..		1			1	13,000
	Total ..	27	6	12	10	66	121	14,54 200

Statement referred to in reply to clause (Ga) of unstarred question No. 673

STATEMENT III

Statement showing the expenditure incurred by the Department (Secretariat portion only) for cost of petrol during January, 1962 to September, 1962 and from October 1962

Serial No.	Department	Expenditure from January, 1962 to July, 1962						
		January '62	February, '62	March, '62	April, '62	May, '62	June, '62	July, '62
		Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Food and Supplies Department	10,335.30	8,945.95	11,384.26	9,686.18	11,839.15	11,178.01	10,700.35
2	Home (Defence) Department	768.00	713.00	730.00	875.00	734.00	700.00	753.00
3	Agriculture Department					.	..	..
4	Tribal Welfare Department	190.75	160.08	216.25	54.50	..	.	144.65
5	Community Development and Extension Service Department	1,269.07	1,159.12	1,397.37	1,036.08	1,355.48	1,125.73	1,207.29
6	Home (Publicity) Department	1,791.81	1,059.63	958.95	944.26	890.56	1,068.18	1,215.91
7	Home (Transport) Department (including Civil Defence, Anti-corruption and C and E)	6,238.32	5,421.82	6,890.56	6,117.96	6,190.82	6,782.32	7,133.20
8	Land and Land Revenue Department	317.98	187.95	73.44	155.02	369.54	341.96	246.82
9	Development (Dev.) Department	479.40	323.00	503.20	384.20	340.00	323.00	333.20

STATEMENT III (*contd.*)

Serial No.	Department	Expenditure from August 1962 to January 1963					
		August 1962	September 1962	October 1962	November, 1962	December, 1962	January, 1963
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1	Food and Supplies Department	9,881 04	9,707 06	7,951 40	10,578 87	10,133 47	10,427·03
2	Home (Defence) Department	769 00	824 00	851 00	665 00	646 00	780 00
3	Agriculture Department		51 20	147 20	176 00	101 60	92 00
4	Tribal Welfare Department	179 66	166 95	169 02	207 80	184 95	147 60
5	Community Development and Extension Service Department	1,293 84	1,097 64	924 20	967 48	1,555 86	1,154 09
6	Home (Publicity) Department	1,577 35	1,387 85	1,445 34	1,648 46	1,738 11	1,880·05
7	Home (Transport) Department (including Civil Defence, Anticorruption and C. & E.)	6,544 32	6,710 92	7,569 20	9,403 72	9,708 36	10,084 40
8	Land and Land Revenue Department	340 63	310 03	214 20	310 35	308 02	248 87
9	Development (Dev.) Department	476 00	346 80	642 60	401 20	462 40	479·40

STATEMENT III (*contd.*)

Serial No.	Department	Expenditure from February, 1963 to				
		February, 1963	March, 1963	April, 1963	May, 1963	June, 1963
1	2	3	4	5	6	7
		Rs P.	Rs P	Rs P	Rs. P.	Rs. P.
1	Food and Supplies Department . ..	9,486 25	16,220 35	11,941 57	13,774 25	10,840·29
2	Home (Defence) Department	673 00	661 00	677 00	797 00	..
3	Agriculture Department	112 00	76 00	108 00	107 20	100 00
4	Tribal Welfare Department	137 70	168 30	141 05	205 94	186 37
5	Community Development and Extension Service Department	1,049 45	1,434 30	1,853 16	1,924 27	1,330·24
6	Home (Publicity) Department	1,867 13	2,513 26	2,148 63	2,162 41	2,486·23
7	Home (Transport) Department (including Civil Defence, Anticorruption and C & E)	9,331·64	11 997 60	9,781 60	9,845 60	10,229·60
8	Land and Land Revenue Department ..	247 00	472 07	364 07	400 07	436 07
9	Development (Dev) Department . ..	802 40	812 00	784 00	24 00	.

Statement referred to in reply to clause (Ga) of unstarred question No. 673

STATEMENT IV

Statement showing the expenditure incurred by the Department (Secretariat only) for cost of petrol during January, 1962 to September 1962 and from October, 1962

Serial No	Department	Expenditure from January 1962 to September 1962	Expenditure from October 1962	Remarks
1	2	3	4	5
1	Commerce and Industries and Cottage and Small Scale Industries	Nil	Nil	Cars, etc., are not maintained at Secretariat level
2.	Animal Husbandry and Veterinary Services	Nil	Nil	Do.
3	Co operation	Nil	Nil	Do
4	Irrigation and Waterways	Nil	Nil	Do
5	Local Self Government and Panchayats	Nil	Nil	Do
6.	Housing	Nil	Nil	Do
7.	Labour	Nil	Nil	Do
8	Fisheries	Nil	Nil	Do.
9	Forest	Nil	Nil	Do
10	Excise	Nil	Nil	Do.
11	Public Works	Nil	Nil	Do.
12.	Health	Nil	Nil	Do.
13	Finance (Taxation)	Nil	Nil	Do.
14	Home (Jails)	Nil	Nil	Do.
15	Home (Police)	Nil	Nil	Do.
16	Chief Ministers' Secretariat	Nil	Nil	Do.
17.	Education	Nil	Nil	Do
18	Home (C & E)	Nil	Nil	Cars are maintained at Home (Transport) Pool and hence included in the statement III at serial No. 7.
19	Home (Civil) Defence	Nil	Nil	Do.
20	Board of Revenue, West Bengal	..	..	Not yet reported

Different categories of prisoners

674. (Admitted question No. 813.) **Dr. Narayan Chandra Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Special) Department pleased to state—

(a) what are the different categories of prisoners at present under detention under Defence of India Rules, Security Act and Preventive Detention Act; and

(b) what differences in status and treatment and privileges have been ordered for Security Act prisoners and Defence of India Act prisoners at present?

The Minister for Home (Special): (a) There is no provision for detention under the West Bengal Security Act There are at present, in different jails, some persons who have been detained under the Defence of India Rules and some persons who have been detained under the Preventive Detention Act.

Conditions of treatment of Defence of India Rules detainees in jail are laid down as and when each detention order is passed Persons detained under the Preventive Detention Act are placed in Group A or Group B or Group C according to the directions of the detaining authorities

(b) All the persons who have been detained in jail under the Defence of India Rules are being treated as if they were Division I under trial prisoners under the West Bengal Jail Code. No persons have been detained under the Security Act

Deep tubewells under Bishnupur police-station

675. (Admitted question No 886)

Shri Radhika Dhibar :

কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাকাদলের ইউনিয়নের নাকের গ্রাম হইতে ডিপ টিউবওয়েলের জন্য আবেদন করার পর বিষ্ণুপুর সাবডিভিশনাল এগ্রিকালচারাল অফিসার মহাশয় উক্ত তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত প্রস্তাবের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না কেন, এবং

(খ) অনুরূপভাবে বিষ্ণুপুর থানার [illegible] ইউনিয়নের চাকদহ গ্রামের জন্য এবং জয়পুর থানার অন্তর্গত [illegible] হইতে ডিপ টিউবওয়েলের দরখাস্ত করিবার পর তদন্ত করিবার পরও টিউবওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে না কেন?

The Minister of State for Agriculture:

(ক) ও (খ) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবশিষ্ট সময়ে আরও ২,০০০ গভীর নলকূপ বসাইবার প্রস্তাব আছে। ইহার মধ্যে ৭৫টি বাঁকুড়া জেলায় বসানো হইতে পারে। নাকের এবং চাকদহ গ্রামে গভীর নলকূপ বসাইবার আবেদনপত্রগুলি উপরোক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যথাসময়ে স্থান নির্বাচন কমিটি কর্তৃক বিবেচনা করা হইবে।

Vested lands in Jalpaiguri district

676. (Admitted question No 1064.)

Shri Hira Lal Singha :

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) জলপাইগুড়ি জেলায় জমিদারী উচ্ছেদ আইনের বলে কত পরিমাণ জমি সরকারে বর্তাইয়াছে,

(খ) উক্ত খাস জমির কত একর দখল লওয়া হইয়াছে; এবং

(গ) দখলীকৃত জমির কত একর জমি কতজন কৃষি বা অকৃষিজীবী পরিবারদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) ১,৯২,৭৮১·০০ একর।

(খ) ১,৫০,৮৯২·০০ একর।

(গ) ১৩,৬৬৩টি কৃষি পরিবারকে ৪০,৯৯৮·০০ একর জমি লাইসেন্স যোগে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

Introduction of Honours Courses in Narendralal Khan College, Midnapore

677. (Admitted question No 1166)

Shri Ananga Mohan Das:

শিক্ষাবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর নরেন্দ্রলাল খাঁন মহিলা কলেজে ডিগ্রী কোর্সে বাংলা, ইংরাজী, ভূগোল ও দর্শনে অনার্স ক্লাশ না খুলিবার কারণ কি,

(খ) অনার্স ক্লাশ মঞ্জুরীর জন্য কি কি শর্ত পূরণের আবশ্যক হয়, এবং

(গ) উক্ত কলেজ এ বৎসর কি কি বিষয়ে অনার্স ক্লাশ খুলিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল এবং উক্ত আবেদন কেন মঞ্জুর হয় নাই?

The Minister for Education:

(ক) ও (গ) কলেজ কর্তৃপক্ষ ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, বাংলা এবং সংস্কৃতে অনার্স ক্লাশ খুলিবার এবং ভূগোল পাস কোর্স-এ পড়াইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজী ও ভূগোলে অনার্স ক্লাশ খুলিবার প্রস্তাব করেন নাই।

অন্যান্য স্পনসর্ড কলেজে চাহিদার সহিত এই কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কলাশ খুলিবার প্রস্তাব বিচারবিবেচনা করিয়া এবং বর্তমান আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ এই কলেজে ইতিহাস ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে অনার্স ক্লাশ খুলিবার অনুমতি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ভূগোল পাস কোর্স-এ পড়াইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

(খ) অনার্স কোর্স খুলিবার জন্য প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল শর্ত আরোপ করেন সেই সকল শর্ত পূরণ করিতে হয়। অতিরিক্ত গৃহাদির ব্যবস্থা, বই, এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়, অতিরিক্ত এবং যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

ইহা ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স পড়িবার মত যোগ্য এবং উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাইবে কিনা তাহাও বিবেচনা করিতে হয়।

Revision of pay-scales of special cadre teachers

678. (Admitted question No 1167.)

Shri Abhoy Pada Saha:

শিক্ষাবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বিদ্যুসংখ্যক স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দুই বৎসর বা তিন বৎসর গত হইল বি এ পাস করা সত্ত্বেও জেলা স্কুল বোর্ড হইতে মাসিক ৮০ টাকা হিসাবে বেতন পাইতেছেন,

(খ) সত্য হইলে উক্ত শিক্ষকদের মাহিনার হার পরিবর্তনের কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি, এবং

(গ) যদি থাকে, তাহা হইলে কোন্ তারিখ হইতে পরিবর্তন করা হইবে?

The Minister for Education:

(ক) হাঁ; এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেণ্ট যথাসম্ভব দূরীকরণের জন্য স্পেশ্যাল ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। যেসকল স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক আই এ, আই এস-সি, আই কম পাস করিয়া জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মাসিক বেতন ভাতা সহ ৮০ টাকা নির্ধারিত হইয়াছিল।

নিয়োগোত্তরকালে তাঁহারা অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করিলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত থাকাকালীন তাঁহাদিগকে বর্ধিত হারে বেতন দিবার নিয়ম নাই।

(খ) না।

(গ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Crimes in Calcutta, Howrah and 24-Parganas

679. (Admitted question No. 1192.)

Shri Birendra Narayan Ray: স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত পাঁচ বৎসরে (১) কলিকাতায়, (২) হাওড়ায়, ও (৩) চব্বিশপরগনায় (ক) ডাকাতি, (খ) পকেটমারা, (গ) নারীধর্ষণ, এবং (ঘ) [illegible] সংখ্যা কত,

(খ) উক্ত সময়ে কতগুলি ক্ষেত্রে এবং কোন্ অপরাধে কতজনের শাস্তি হইয়াছে এবং কতগুলি মামলা চলিতেছে, এবং

(গ) কতগুলি ক্ষেত্রে [illegible] অথবা কোনো ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

The Minister for Home (Police):

(ক), (খ) এবং (গ) প্রশ্নোল্লিখিত তথ্য সংবলিত একটি বিবরণী সংযুক্ত হইল।

Statement referred to in reply to clauses (ka) (kha) and (ga) of unstarred question No. 679

	কলিকাতা				হাওড়া				২৪-পরগণা			
	কেসের সংখ্যা (১৯৫৮-৬২)	যে সকল ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হইয়াছে তাহার সংখ্যা	যে সকল ব্যক্তির শাস্তি হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা	বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	কেসের সংখ্যা (১৯৫৮-৬২)	যে সকল ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হইয়াছে তাহার সংখ্যা	যে সকল ব্যক্তির শাস্তি হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা	বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	কেসের সংখ্যা (১৯৫৮-৬২)	যে সকল ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হইয়াছে তাহার সংখ্যা	যে সকল ব্যক্তির শাস্তি হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা	বিচারাধীন মামলার সংখ্যা
ডাকাতি	৪	২	[illegible]		৭৪	[illegible]	[illegible]	৪	[illegible]	১০৪	২৪৭	৩২
পকেটমারা	২,৮০২	৬১৩	৭২৪	১৪	*১,১১১	*১,১১৩	*১,০৫৯	*১১১	৩৭১	১১৮	২০১	১৪
নারীধর্ষণ	১৬	৪৪	৬০	১	১৩৩	[illegible]	[illegible]	৭	৭৪২	১১০	১৬৭	৭০
আত্মহত্যা	৪২২	..			১,১০৮		..	..	১,৬৮৯			..

*পকেটমারা এবং অন্যান্য রকমের চুরি এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত [illegible] পাওয়া যায় নাই।

আগ্নেয়াস্ত্র অথবা বোমা ব্যবহারের সংখ্যা (১৯৫৮-৬২)

কলিকাতা	২
হাওড়া	১
২৪-পরগণা	২২৭
মোট	২৩০

Sanctioned loan returned from Block Development Offices of Murshidabad

680. (Admitted question No. 1194.)

Shri Birendra Narayan Ray:

সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকার্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে মুর্শিদাবাদ জেলার (১) মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, (২) বেলডাঙ্গা, এবং (৩) ভরতপুরের বি ডি ও, অফিস হইতে বিভিন্ন খাতে ঋণ দিবার জন্য মঞ্জুরীকৃত টাকা সম্প্রতি ফেরত আসিয়াছে,

(খ) সত্য হইলে, কোন্ খাতে কত টাকা ফেরত আসিয়াছে, এবং

(গ) ফেরত আসার কারণ কি?

The Minister for Community Development and Extension Service:

(ক), (খ) ও (গ) ১৯৬২-৬৩ আর্থিক বৎসরে ঋণ দিবার জন্য মঞ্জুরীকৃত কোন টাকা মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লক হইতে ফেরত আসে নাই। বাকি ব্লকগুলি হইতে ঐ আর্থিক বৎসরে ঋণ দিবার জন্য মঞ্জুরীকৃত কিছু কিছু টাকা ফেরত আসিয়াছে। ঋণ খাতে, ফেরত টাকার পরিমাণ ও কারণ সম্পর্কে একটি বিবৃতি এতৎসহ প্রদত্ত হইল।

Statement referred to in reply to clause (kha and ga) of unstarred question No 680

ব্লকের নাম	ঋণ খাতের নাম	১৯৬২-৬৩ আর্থিক বৎসরে মঞ্জুরীকৃত টাকার মধ্যে ফেরত দেওয়া টাকার পরিমাণ	উক্ত টাকা খরচ না হওয়ার কারণ
		টাকা	
(১) বেলডাঙ্গা ১নং	কৃষি বিষয়ক উৎপাদক প্রকল্প	৬,০০০	যথেষ্ট প্রচার সত্ত্বেও উক্ত পরিকল্পনায় ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে স্থানীয় গ্রামবাসীদের আগ্রহের অভাব।
	কৃষি সার বিষয়ক ঋণ	১,৩২০	গ্রামবাসীদের স্ব স্ব প্রয়োজন মিটাইবার সামর্থ্য থাকায় এই খাতে উক্ত বর্দ্ধী টাকা (ঋণ) নিবার প্রয়োজন হয় নাই।
(২) বেলডাঙ্গা ২নং	কৃষি সার বিষয়ক ঋণ	২,০০০	উক্ত পরিমাণ বর্দ্ধী অর্থ (ঋণ) গ্রহণের চাহিদা ছিল না।
	ত্রাণ কার্যে কৃষি বিষয়ক ঋণ	৫৫০	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ শেষ পর্যন্ত এই ঋণ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।
(৩) ভরতপুর ১নং	ভারত সরকারের গ্রামীণ গৃহনির্মাণ প্রকল্প	৪,২০০	উক্ত পরিকল্পনার নিয়মানুযায়ী ঋণ গ্রহণ করিতে গ্রামবাসীগণ-এর অনাগ্রহ।
(৪) ভরতপুর ২নং	গ্রামীন গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা (ব্লক বাজেটের অন্তর্গত)	৪,৮০০	ঋণ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির অভাব।

N. E. S. Block in Mayna Police-station

681. (Admitted question No. 1201.)

Shri Amulya Mohan Das:

সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকার্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ময়না থানাতে এন ই এস ব্লক কোন্ সনে স্থাপিত হইয়াছে;

(খ) উক্ত ব্লকে কোন্ সনে জীপ গাড়ি ক্রয় করা হইয়াছে;

(গ) গত ১৯৬২ সালে কোন্ কোন্ মাসে কত টাকার পেট্রোল উক্ত গাড়ির জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য কত টাকা প্রতিমাসে খরচ হইয়াছে এবং উক্ত গাড়ি মেরামত করার জন্য কত টাকা উক্ত সনে ব্যয় করা হইয়াছে, এবং

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, গত চার মাস উক্ত জীপ গাড়ি বেমেরামত অবস্থায় রহিয়াছে অথচ প্রতিমাসে উক্ত গাড়ির জন্য পেট্রোল বাবত অর্থ ব্যয় হইতেছে?

The Minister for Community Development and Extension Service:

(ক) ময়না থানায় ১লা এপ্রিল ১৯৫৯ তারিখে এন ই এস ব্লক স্থাপিত হইয়াছে।

(খ) জীপ গাড়ি উক্ত ব্লকে ১৯৬০ সালে বণ্টন করা হইয়াছে। উক্ত গাড়িটি ১৯৫৮ সালে আমদানি করা হইয়াছিল ও উক্ত ব্লকে বণ্টনের পূর্বে অন্যত্র ব্যবহৃত হইতেছিল।

(গ) ১৯৬২ সালের পেট্রোলের ও গাড়ি মেরামতের হিসাব মাসানুসারে নিম্নে দেওয়া হইল:

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি—গাড়ি নির্বাচনের কাজে (ইলেকশন ডিউটি) ব্যবহৃত হওয়ায় পেট্রোল বাবত ব্লক বাজেট হইতে কোনও খরচ হয় নাই।

মার্চ—১৪৫·১৪ টাকা (পেট্রোল)
এপ্রিল—১৮৬·৪০ টাকা
মে—১০১·৩৩ টাকা
জুন—১৫৩·১২ টাকা
জুলাই—৩৬·৯১ টাকা
অগাস্ট—৪৭·৬১ টাকা
সেপ্টেম্বর—৫২·১৩ টাকা
অক্টোবর—১৬৬·৯৬ টাকা
নভেম্বর—৮৭·৮৬ টাকা (মেরামত) এবং ৬০·৩০ টাকা (পেট্রোল)
ডিসেম্বর—৮৫·৪৮ টাকা (পেট্রোল)

মোট—১,১২৩·৪৮ টাকা

(ঘ) ইহা সত্য নহে। গত দুই মাস যাবত গাড়ি মেরামতের জন্য দেওয়া হইয়াছে। ব্লকের কাজের জন্য সমাজকল্যাণ যোজনা সমিতির গাড়ি ব্যবহৃত হইতেছে এবং তজ্জন্য ব্লক হইতে পেট্রোল খরিদ বাবত অর্থ ব্যয় হইতেছে।

Bus routes in Midnapore district

682. (Admitted question No. 1224.)

Shri Ananga Mohan Das:

স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার কোন্ কোন মোটর রুটে মাত্র একটি বাসের মঞ্জুরী রহিয়াছে; এবং

(খ) উক্ত বাস রুটে আরও একটি করিয়া বাস চালাইবার অনুমতি দিবার কোন প্রস্তাব আছে কি?

The Minister for Home (Transport):

(ক) মেদিনীপুর জেলার যে যে মোটর রুটে মাত্র একটি বাসের মঞ্জুরী আছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(খ) হ্যাঁ।

মঙ্গলামাড়ো-নরঘাট এবং তমলুক-পুরঘাষাট এই দুইটি রুটে আরও একটি করিয়া বাস চালাইবার অনুমতি দিবার প্রস্তাব আছে।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 682

যে যে রুটের একটি করিয়া বাস মঞ্জুরী রহিয়াছে তাহার তালিকা ও রুটের নাম

১। ভগবানপুর- নরঘাট ভায়া বাজকুল।
২। ভগবানপুর-কালিনগর ভায়া বাজকুল।
৩। মঙ্গলামাড়ো-নরঘাট।
৪। কাঁথি-কামারদা।
৫। এগরা-খড়্গপুর।
৬। কাঁথি-গোলপাট্টা-জলেশ্বর।
৭। কাঁথি-গোলপাট্টা।
৮। গোমুণ্ডা-বেলদা-দাঁতন।
৯। মেদিনীপুর-দাঁতন ভায়া নারায়ণগড়।
১০। মেদিনীপুর-ঝাড়োতলা।
১১। মেদিনীপুর-গড়বেতা ভায়া কেশপুর ও রসকুণ্ডু।
১২। মেদিনীপুর-কেশিয়াড়ী।
১৩। মেদিনীপুর-বেলদা ভায়া কেশিয়াড়ী।
১৪। মেদিনীপুর-হিজলী।
১৫। বালিচক-লোয়াদা।
১৬। লোয়াদা-বালিচক-মোহাড়।
১৭। দাঁতন-মঙ্গলামাড়ো।
১৮। মেদিনীপুর-হুমগড় ভায়া গড়বেতা।
১৯। মেদিনীপুর-হুমগড় ভায়া চন্দ্রকোণা রোড।
২০। মেদিনীপুর-সাবেঙ্গা ভায়া পিড়াকাঁটা।
২১। গড়বেতা রেল স্টেশন-খড়কুশমা।
২২। চন্দ্রকোণা রোড-সিজুয়াঘাট।
২৩। মেদিনীপুর-রামগড় ভায়া ভীমপুর।
২৪। তমলুক-পুরঘাষাট।
২৫। ঘাটাল-ইড়ফালা ভায়া উদয়গঞ্জ।
২৬। ঘাটাল-চন্দ্রকোণা টাউন।
২৭। ঘাটাল-গোপীগঞ্জ।
২৮। ঝাড়গ্রাম-রোহিনী।
২৯। ঝাড়গ্রাম-চাকুলিয়া।
৩০। ফেকো-সবড়িহা-বাবিশোল।
৩১। গিধনী-বেলপাহাড়ী-চিল্কিগড়।
৩২। গোপীবল্লভপুর-নয়াগ্রাম।
৩৩। ঝাড়গ্রাম-বেলিয়াবেড়া ভায়া ফেকো।
৩৪। তেবপেখিয়া-কুকড়াহাটি।
৩৫। ঘাটাল-সারেঙ্গা।
৩৬। গোমুণ্ডা-মেদিনীপুর।
৩৭। তমলুক-গেঁওয়াখালি।
৩৮। মেদিনীপুর-বাটাগ্রাম ভায়া জলেশ্বর।
৩৯। খড়্গপুর-বালাশোর ভায়া জলেশ্বর।

Tribal School at Iter and Nagra under Nabagram, Murshidabad

686. (Admitted question No. 1274.)

Shri Birendra Narayan Ray:

শিক্ষাবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার (১) ইটোরে এবং (২) নগরায় অবস্থিত আদিবাসী বিদ্যালয়ে বর্তমান ছাত্রসংখ্যা কত;

(খ) উক্ত নগরায় অবস্থিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের থাকিবার জন্য হোস্টেল আছে কি; এবং

(গ) হোস্টেল না থাকিলে, সরকার উক্ত স্কুলের জন্য একটি হোস্টেল স্থাপনের কথা চিন্তা করিতেছেন কি?

The Minister for Education:

(ক) ইটোর আদিবাসী বিদ্যালয় ও নগরা নীরোদাদেবী আদিবাসী বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১৪০ ও ১৮৬।

(খ) হাঁা। তবে বিদ্যালয়ের নিজস্ব হোস্টেল গৃহ নাই।

(গ) একটি হোস্টেল গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

Tubewells in the Baidyabati Municipal area

687. (Admitted question No. 1286.) **Shri Girija Bhusan Mukherjee:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state—

(a) the number of tubewells sunk with the aid from Government in Baidyabati Municipal area, and

(b) the number of tubewells which are in working condition out of them?

The Minister of State for Health: (a) and (b) It is reported by the Municipality that 20 tubewells were sunk of which 15 are in working condition at present. No information is however readily available from the records of the Health Department as to the source from which Government assistance, if any, was given towards these tubewells.

Scheme for village-wise Modified Ration Shops

688. (Admitted question No. 1293.) **Shri Dulal Chandra Mondal:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Supplies Department be pleased to state whether the Government has got any scheme for opening Modified Ration Shops village-wise with adequate supply of rice, wheat and sugar?

The Minister for Food and Supplies: The Subdivisional Controllers of Food and Supplies have instructions already to open, with the approval of the District Officer or the Subdivisional Officer, as the case may be, new Modified Ration Shops, whenever and wherever necessary. Modified Ration Shops are always provided with sufficient stocks to meet the demands for modified rationing.

Number of Engineering Colleges, Polytechnics and Industrial Training Institutes in Calcutta, 24-Parganas and Howrah

689. (Admitted question No. 1296.)

Shri Ahmed Ali Mufti:

শিক্ষাবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কলিকাতা, চব্বিশ-পরগনা ও হাওড়ায় যে কয়টি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ও

শিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) আছে তাহাদের প্রত্যেকটির নাম ও প্রত্যেকটিতে মোট ছাত্রসংখ্যা বর্তমান বৎসরে কত; এবং

(খ) প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উক্ত মোট ছাত্রসংখ্যার মধ্যে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা কত?

The Minister for Education:

(ক) ও (খ) একটি বিবরণী সংযুক্ত করা হইল।

Statement referred to in reply to clauses (ka) and (kha) of unstarred question No 689

বিবরণী

প্রতিষ্ঠানের নাম	ছাত্র সংখ্যা (মোট)	মুসলমান ছাত্র সংখ্যা
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ		
(১) বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর	১,৯৮০	২২
(২) উত্তর কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দক্ষিণেশ্বর (বি ই, কলেজ আঙিনায় হইতেছে)	১০৪	
(৩) কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	২,৬০০	২০
পলিটেকনিক		
কলিকাতা-		
(১) আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পলিটেকনিক, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২	৬৭১	৫
(২) জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক, ৭নং ময়ূরভঞ্জ রোড, কলিকাতা-২৩	৫২০	৩
(৩) স্কুল অফ প্রিন্টিং টেকনোলজি, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২	১৪৬	১ (ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে)
(৪) উত্তর কলিকাতা পলিটেকনিক, ১৫নং গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলিকাতা-২	ভর্তি সুরু হয় নাই।	
(৫) মধ্য কলিকাতা পলিটেকনিক, ২১নং কনভেণ্ট রোড, কলিকাতা-১৪	ভর্তি সুরু হয় নাই।	
(৬) বিড়লা ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী, ৫৬, বি টি রোড, কলিকাতা-৫০ ..	১৭৮	১
হাওড়া-		
(৭) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপমন্দির, বেলুড়, হাওড়া	৫৪৭	১
২৪-পরগণা-		
(১) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া, ২৪-পরগণা	৬২৩	২
(২) জগদীশ চন্দ্র পলিটেকনিক, বেড়াচাঁপ, ২৪-পরগণা	ভর্তি সুরু হয় নাই।	
শিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট)		
কলিকাতা- (১) টালিগঞ্জ	১,৪৬৮	৫
(২) গড়িয়াহাটা	১,১৮২	৯
(৩) কলিকাতা টেকনিক্যাল স্কুল ..	২৭৯	১
হাওড়া- (১) হাওড়া হোমস	৬৬৮	৭
২৪-পরগণা ..	.	..

Wages to the workers of Baidyabati Municipality

690. (Admitted question No 1301.). **Shri Cirija Bhusan Mukherjee:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government and Panchayats Department be pleased to state—

(a) whether the Government is aware that the workers of Baidyabati Municipality are not getting wages in time; and

(b) if so, what is the reason?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats: (a) Yes. The workers are paid their wages within the month following that for which the wages are due

(b) No fixed date could be arranged for payment of wages to the workers due to paucity of funds of the Baidyabati Municipality

Fair Price Shops in Police-stations Salanpur and Barabani of Burdwan district

691. (Admitted question No. 1306.)

Shri Haridas Chakraborty :

খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলার সালানপুর এবং বারাবনী থানায় এ পর্যন্ত কয়টি নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দোকান খোলা হইয়াছে এবং তাহা কোথায় কোথায় অবস্থিত এবং কবে খোলা হইয়াছে ,

(খ) উপরি-উক্ত দোকানগুলিতে চাল, গম ও চিনি সরবরাহ কোন তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ; এবং

(গ) উক্ত দুইটি থানার কত সংখ্যক লোককে উপরি-উক্ত দোকানসমূহ হইতে এ পর্যন্ত চাল চিনি, গম সরবরাহ করা সম্ভব হইয়াছে ?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) সালানপুর থানা—

জেমারী—১

এথোরা—১

বারাবনী থানা—

দোমহনী—১

মোট সংখ্যা—৩

(উক্ত দোকানগুলি গত ১-৮-৫৮ তারিখে খোলা হয়)

(খ) উক্ত দোকানগুলিতে ১৯৫৯ সালের নবেম্বর পর্যন্ত চাল দেওয়া হয়। চাহিদা না থাকায় পরে চাউল দেওয়া বন্ধ করা হয়।

গম ১৯৫৮ সালের অগাস্ট হইতে এবং চিনি সালানপুর থানার অন্তর্গত দোকানগুলিতে ১৯৬৩ সালের অগাস্ট হইতে এবং বারাবণী থানার অন্তর্গত দোকানে গত জুলাই হইতে দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে।

(গ) সালানপুর থানার অন্তর্গত দোকান দুইটি হইতে মাসে ৪,০০০ ব্যক্তিকে এবং বারাবনী থানার অন্তর্গত দোকান হইতে মাসে ৩,০০০ ব্যক্তিকে খাদ্য সরবরাহ করা হইতেছে।

Distribution of paddy seeds in Bankura district

692. (Admitted question No. 1310.)

Shri Jaleswar Hansda :

সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকার্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ ব্লক হইতে এই বৎসর গরিব কৃষকগণকে ধান চারা বিতরণ করার জন্য কত পরিমাণ ধান দেওয়া হইয়াছে ;

(খ) বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ ব্লক হইতে ১৯৬১-৬২, ১৯৬২-৬৩, ও ১৯৬৩-৬৪ সনে কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি কি ঋণ কি পরিমাণ বিতরণ করা হইয়াছে ; এবং

(গ) উক্ত ঋণপ্রার্থিগণকে প্রত্যেককে ঋণ দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

The Minister for Community Development and Extension Service:

(ক) ৬০৪ কিলোগ্রাম।

(খ) এতদসহ একটি বিবৃতি প্রদত্ত হইল।

(গ) সকল যোগ্য প্রার্থীদের ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

Statement referred to in reply to clause (kha) of unstarred question No 692

ব্লক বাজেটের বিভিন্ন ঋণ খাত হইতে ব্যয়িত অর্থের হিসাব

অঞ্চল	বিভিন্ন খাতে ১৯৬১-৬২, ১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৩-৬৪ সনে ব্যয়িত অর্থ (টাকা)											
	পতিত জমির উদ্ধার			ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প			পশুপালন বিষয়ক উৎপাদক প্রকল্প			কৃষি বিষয়ক উৎপাদক প্রকল্প		
	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪ (এ পর্যন্ত)	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪ (এ পর্যন্ত)	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪ (এ পর্যন্ত)	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪ (এ পর্যন্ত)
১। অম্বিকানগর	৫০০	৪,১২০	..	৫০০	৫,১৫০	..	.	.	.		৬,৪০০	
২। ছাতনা	১,৯০০	৫৫০	..	২,৯০০	৮০০	..	১,৪০০	.		.	১,৪০০	.
৩। রাজাকাটা	১,৬০০	২,৪০০	..	৯০০	৩,০৫০	..	১,৭০০	..	.	.	৫,০০০	
৪। হলুদ কানালী	১,৭০০	৩,৪৫০	.	১০০	৫,৮৫০	..	.	.			৩,৫০০	.
৫। রানীবাঁধ	৮০০	১,৪৫০	..	৯০০	২,২৫০	..	২,২০০			.	২,৫০০	.
৬। রাওতড়া	৩০০	১,০৫০	..	১,৩০০	৩,৫০০	.	৪,৯০০	.		.	৩,২০০	..
৭। বাড়ীকুল	২০০	১,৪৮০		৫০০	৪০০	.	১,৮০০			..	৫,৩০০	.

Higher Secondary Schools in Nadia district

693. (Admitted question No. 1313.)

Shri Birendra Narayan Ray:

শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত পাঁচবৎসরে নদিয়া জেলায় কোথায় কোথায় এবং কোন্ কোন্ বৎসর (১) মালটি-পারপাস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং (২) কেবলমাত্র হিউম্যানিটিস সহ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, অথবা দশম শ্রেণীর স্কুল হইতে উন্নীত হইয়াছে এবং

(খ) বর্তমান বৎসরে উক্ত জেলার কোথায় কোথায় দশম শ্রেণীর স্কুলকে উক্ত প্রকার স্কুলে উন্নীত করিবার অথবা ঐ প্রকার স্কুল স্থাপন করিবার প্রস্তাব সরকারের আছে?

The Minister for Education:

(ক) একটি তালিকা উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) যেসকল বিদ্যালয় হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইবার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পালন করিবে এবং যেসমস্ত এলাকায় এখনও পর্যন্ত কোন বিদ্যালয় হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় নাই অথবা কম সংখ্যক বিদ্যালয় উন্নীত হইয়াছে কেবলমাত্র তাদের বিষয়েই বিবেচনা করা হইবে।

Statement referred to in reply to clause (ka) of unstarred question No. 693

১৯৫৮-৫৯

(ক) ১। কৃষ্ণনগর সি এম এস সেণ্ট জোন্স হাই স্কুল, পো: কৃষ্ণনগর, থানা কতোয়ালী—কলা ও বিজ্ঞান।

২। হাটচাপড়া কিং এডওয়ার্ড হাই স্কুল, পো: বাঙ্গালঝি, থানা চাপড়া—কলা ও কৃষি।

৩। বীরনগর হাই স্কুল, পো: বীরনগর, থানা রাণাঘাট—কলা ও কৃষি।

৪। রানাঘাট ব্রজলাল গার্লস হাই স্কুল, পো: রাণাঘাট, থানা রানাঘাট—কলা ও বিজ্ঞান।

৫। চাকদহ বসন্ত কুমারী বালিকা বিদ্যাপীঠ, পো: চাকদহ, থানা চাকদহ—কলা ও বিজ্ঞান।

৬। পান্নালাল ইনষ্টিটিউশন, পো: কল্যাণী, থানা চাকদহ--- কলা, বিজ্ঞান ও গার্হস্থ বিজ্ঞান।

১৯৫৯-৬০

৭। বাদকুল্লা ইউনাইটেড একাডেমী, পো: বাদকুল্লা, থানা হাঁসখালি—কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য।

৮। বড় জাগুলী গোপাল আকাডেমী, পো: বড় জাগুলী, থানা হরিণঘাটা—কলা ও বিজ্ঞান।

৯। নবদ্বীপ বালিকা বিদ্যালয়, পো: নবদ্বীপ, থানা নবদ্বীপ—কলা, ললিত কলা ও বিজ্ঞান।

১৯৬০-৬১

১০। শিকারপুর হাই স্কুল, পো: শিকারপুর, থানা করিমপুর, —কলা ও বিজ্ঞান।

১১। কৃষ্ণনগর দেবনাথ হাই স্কুল, পো: কৃষ্ণনগর, থানা কতোয়ালী—কলা ও বিজ্ঞান।

১২। কৃষ্ণনগর এ ভি হাই স্কুল, পো: কৃষ্ণনগর, থানা কতোয়ালী—কলা ও বিজ্ঞান।

১৩। রাণাঘাট লালগোপাল হাই স্কুল, পো: রানাঘাট, থানা রানাঘাট—কলা ও বিজ্ঞান।

১৪। গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দীর, পো: গয়েশপুর, থানা চাকদহ—কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান।

১৫। কৃষ্ণনগর হাই স্কুল, পো: কৃষ্ণনগর, থানা কতোয়ালী—কলা ও বিজ্ঞান।

১৬। শান্তিপুর মিউনিসপ্যাল হাই স্কুল, পো: শান্তিপুর, থানা শান্তিপুর—কলা ও বিজ্ঞান।

১৭। লেডী কারমাইকেল গার্লস হাই স্কুল, পো: কৃষ্ণনগর, থানা কতোয়ালী—কলা।

১৯৬১-৬২

১৮। দেশবন্ধু হাই স্কুল, পোঃ ধুবুলিয়া, থানা কতোয়ালী—কলা।
১৯। ডন্-বস্কো হাই স্কুল, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা কতোয়ালী—কলা ও বিজ্ঞান।
২০। তেহট্ট হাই স্কুল, পোঃ তেহট্ট, থানা তেহট্ট—কলা ও বিজ্ঞান।
২১। নাসরা হাই স্কুল, পোঃ নাসরা, থানা রানাঘাট—কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান।
২২। ফুলিয়া শিক্ষা নিকেতন, পোঃ ফুলিয়া কলোনী, থানা শান্তিপুর—কলা ও বিজ্ঞান।
২৩। মদনপুর কেন্দ্রীয় আদর্শ বিদ্যালয়, পোঃ মদনপুর, থানা চাকদহ—কলা ও বিজ্ঞান।
২৪। শান্তিপুর গার্লস হাই স্কুল, পোঃ শান্তিপুর, থানা শান্তিপুর—কলা।

১৯৬২-৬৩

২৫। শিমুরালী উপেন্দ্র বিদ্যাভবন, পোঃ শিমুরালী, থানা চাকদহ—কলা ও বিজ্ঞান।
২৬। বড়-আন্দুলিয়া হাই স্কুল, পোঃ বড় আন্দুলিয়া, থানা চাপড়া—কলা।
২৭। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনস্টিটিউশন, পোঃ শ্রীমায়াপুর, থানা নবদ্বীপ—কলা।
২৮। মীরা হাই স্কুল, পোঃ পলাশী, থানা কালীগঞ্জ—কলা।

Gold artisans of Bishnupur

694. (Admitted question No. 1315.)

Shri Radhika Dhibar:

শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি বিষ্ণুপুরের স্বর্ণশিল্পীদের বিকল্প কোন কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে কি?

The Minister for Labour:

জেলাগতভাবে কোনও পরিকল্প রচিত হইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেবল মাত্র বিষ্ণুপুরেই নহে, এই রাজ্যের সমগ্র কর্মচ্যুত অসহায় স্বর্ণশিল্পীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য পরিকল্প রচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেক জেলায় একটি নির্বাচন কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির মাধ্যমেই বৃত্তিচ্যুত স্বর্ণ-শিল্পীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা হইবে।

Area of fallow lands in Howrah district

695. (Admitted question No. 1336.) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(a) area of cultivable waste land in Howrah district prior to the passing of Estates Acquisition Act;

(b) area of fallow land in Howrah district brought under cultivation by Government agency since the passing of Estates Acquisition Act;

(c) area of fallow land in the said district brought under cultivation through non-Government efforts; and

(d) amount of loan or other assistance, if any, paid by Government to non-Government agencies for such purpose?

The Minister for Land and Land Revenue: (a) 14,396 acres.

(b) No area of fallow land in this district has been brought under cultivation by Government agency since the passing of Estates Acquisition Act.

(c) 3,461 acres.

(d) A sum of Rs. 2,59,615 was paid to non-Government agencies as loan for the execution of scheme for reclamation of waste lands, soil conservation, contour bunding, etc., in the Block areas up to 31st March 1963.

Powerloom Co-operative Societies in each district of North Bengal

696. (Admitted question No. 1350.) **Shri A. H. Besterwitch:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cottage and Small Scale Industries Department be pleased to state—

(a) number of Powerloom Co-operative Societies in each district of North Bengal from 1952 to 1962 with addresses;

(b) amount of loans or financial assistance paid to such Societies during the said period; and

(c) who are the Directors or sponsor members receiving loans or financial assistance during the said period?

The Minister for Cottage and Small Scale Industries: (a):

District, No of societies and name and address of the societies

Darjeeling—4:—(1) Himalayan Powerloom Co-operative Society Ltd., Siliguri. (2) Tistavalley Powerloom Co-operative Society Ltd., Siliguri. (3) Siliguri Powerloom Co-operative Society Ltd., Siliguri. (4) North Bengal Powerloom Co-operative Society, Darjeeling

Jalpaiguri—1:—(1) Jalpaiguri Powerloom Co-operative Society Ltd., Jalpaiguri.

Cooch Behar—3.—(1) Cooch Behar Weavers' Co-operative Powerloom Society Ltd, Cooch Behar. (2) Cooch Behar Co-operative Textile Society Ltd., Cooch Behar (3) Haldibari Co-operative Powerloom Society Ltd, Haldibari

(b) During the year 1962-63 each of the eight Society was provided with Rs. 48,200.00 as loan and Rs 4,560.00 as grant.

(c) Names of the Directors receiving loans or financial assistance:

(i) Himalayan Powerloom Co-operative Society Ltd:
(1) Shri Gongesh Mozumdar—Secretary
(2) Shri Ajit Bhattacharjee, Chairman

(ii) Tistavalley Powerloom Co-operative Society Ltd·
(1) Shri Swarnamoy Sen—Chairman.
(2) Shri Pijus Kanti Bose—Secretary

(iii) Siliguri Powerloom Co-operative Society:
(1) Shri Ananta Kumar Maiti—Secretary
(2) Shri Anil Kumar Maiti—Chairman.

(iv) North Bengal Powerloom Co-operative Society:
(1) Shri Swaraj Bose—Chairman.
(2) Shri Pemba Wangdi—Secretary.

(v) Jalpaiguri Powerloom Co-operative Society Ltd.:
(1) Shri Rabindra Nath Sikdar—Chairman.
(2) Shri Bijoy Kumar Hore—Secretary.

(vi) Cooch Behar Weavers' Co-operative Powerloom Siciety Ltd.:
(1) Shri Lakhi Narayan Nath—Secretary.
(2) Shri Benode Behari Debnath—Chairman

(vii) Cooch Behar Co-operative Society Ltd.:
(1) Shri Sudhir Chandra Neyogi—Secretary.
(2) Shri Santosh Kumar Roy—Chairman.

(viii) Haldibari Co-operative Powerloom Society:
(1) Shri Birendra Nath Chowdhury—Secretary.
(2) Shri Rajat Kumar Sengupta—Chairman.

Public carriers' permits in the district of Murshidabad

697. (Admitted question No. 1363.)

Shri Birendra Narayan Ray:

স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত পাঁচ বৎসরে (৩১এ জুলাই পর্যন্ত) মুর্শিদাবাদ জেলায় সাধারণের মাল পরিবহণের জন্য কয়টি ট্রাকের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে,

(খ) উহাদের মধ্যে কয়টি কেবলমাত্র জেলার একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য এবং কয়টি জেলার বাহিরে (ইণ্টার ডিস্ট্রিক্ট) মাল পরিবহণের জন্য; এবং

(গ) উক্ত জেলার বাহিরে মাল পরিবহণের লাইসেন্স প্রাপ্তদের নাম ও ঠিকানা কি (লাইসেন্স দেওয়ার তারিখ সহ)?

The Minister for Home (Transport):

(ক) মোট ২৩৮ খানি।

(খ) উহাদের মধ্যে ১৪৫ খানি কেবলমাত্র জেলার মধ্যে মাল পরিবহণের জন্য এবং অপর ৯৩ খানি জেলার বাহিরের।

(গ) একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইল।

Statement referred to in reply to Clause (ga) of unstarred question No 697

Sl No	Name and address of the permit holder	Route	Number of permit-permits issued
1	2	3	4
1	Shri Raghubir Singh Parmar, 79 Dharmotolla Street, Calcutta	Calcutta Dhulian	1
2	Shri Mohabir Prosad Singh, Dhulian, Murshidabad	-do-	1
3.	Shri Haridas Paul, Berhampore, Murshidabad	-do-	1
4.	Messrs Malda Transport Co. Ltd, 7 Chowringhee Road Calcutta	-do-	4
5.	Shri Hazra Singh Sadhu, 63, Belgachia Road, Calcutta	-do-	1
6.	Shri Amar Singh Sumra, 4 Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta	-do-	1
7.	Shri Rajendra Nath Banerjee, 145B South Sinthi Road, Calcutta-2	-do-	1
8.	Messrs Gandhara Singh and Raghubir Singh, 29 Dharmotolla Street, Calcutta	-do-	1
9	Messrs. Gajjan Singh and Dilip Singh, 22B Lackgate Road, Calcutta	-do-	1
10.	Shri Gursharan Singh, 79 Dharmotolla Street, Calcutta	-do-	1
11	Messrs Narab dishwarnath Tweary and 4 others, P O. Jiaganj, District Murshidabad	-do-	1
12	Messrs. East Indian Roadways, 134-4 Mahatma Gandhi Road, Calcutta 7	-do-	1
13	Messrs. R N Singh and Sons, 46-1 Chinrihata Road, Calcutta-39	-do-	1
14.	Shri Bhubaneswar Singh, Dhulian, Murshidabad	-do-	1

Sl. No.	Name and address of the permit holder	Route	Number of permits-permits issued
1	2	3	4
15.	Shri Mohinder Singh, 126 Chittaranjan Avenue, Calcutta	Calcutta-Dhulian	1
16.	Shri Jarnail Singh, 1 Indra Biswas Road, Calcutta	-do-	1
17.	Messrs. Darvi Transport P-380 Kezotala Lane, Calcutta-29	-do-	1
18.	Shri Satya Ranjan Banerjee, 65 Chowringhee Road, Calcutta .	-do-	1
19	Shri Rur Singh, 65 Barrackpore Trank Road, Calcutta .	-do-	1
20.	Shri Milap Tr. Co (P) Ltd , 58-2-2 Barrackpur Trank Road, Calcutta .. .	-do-	2
21	Shri Bhajan Singh, 63 Belgachia Road, Calcutta ..	-do-	1
22	Shri Meghendra Narayan Singh, 17 Sarkar Bose Road, Calcutta . .	-do-	1
23	Shri Debi Sarkar Mohalanbish, Mal, Jalpaiguri .	-do-	1
24.	Messrs. Roy and Co., 42 Broad Street, Calcutta	-do-	1
25	Shri Syed Shamsur Rohaman, 5 Beck Bagan Row, Calcutta .	-do-	1
26	Shri Deb Kr. Banerjee, 24 Goriahat Road, Calcutta	-do-	1
27.	Shri Kumaresh Chander, 89 Maharshi Debendra Road, Calcutta .	-do-	1
28.	Shri Agamanda Singha, Berhampore, Murshidabad .	-do-	1
29	Messrs. Roy and Co , 42 Broad Street, Calcutta	-do-	1
30.	Messrs Jai Hind Tr., Azimganj, Murshidabad ..	-do-	1
31.	Shri Bhupendra Nath Chaudhury, 26B-2 Chanditala Lane, Calcutta	-do-	1
32.	Messrs. Peara Singh and Mohendra Singh, 63 Belgachia Road, Calcutta . ..	-do-	1
33	Shri Saurendra Nath Roy, Kanchantola, Dhulian, Murshidabad .	-do-	1
34	Shri Bijoyendra Ghosh, Hazra, Khagra, Murshidabad ..	-do-	1
35.	Shri Bhubaneswar Singh, Dhulian, Murshidabad	-do-	1
36.	Shri Dhirendra Kr. Roy, Banawari Ganguly Lane, Krishnagore, Nadia .	-do-	1
37.	Shri Sarjit Singh, 5 Indra Biswas Road, Calcutta ..	-do-	1
38.	Shri Kanai Lal Sarkar, Krishnagar, Nadia ..	-do-	1
39.	Shri Biswanath Das, Hatarpara, Krishnagar Nadia ..	-do-	1
40.	Shri Nirmalendur Singh, Dhulian, Murshidabad ..	-do-	1
41.	Shri Provash Ch. Chatterjee, Beldanga, Murshidabad ..	-do-	1
42.	Shri Kamal Kr. Saha, Dhulian, Murshidabad ..	-do-	1

Sl. No.	Name and address of the permit holder	Route	Number of permit-permits issued.
1	2	3	4
43	Shri Kumaresh Chandar, 89 Maharshi Debendra Road, Calcutta	Calcutta Dhuhan	2
44	Messrs Balurghat Tr Co., 2 Ram Lochan Mallick Street, Calcutta-1	Do.	1
45	Shri Ram Gopal Jalan, 95 Ekdalia Road, Calcutta	Do	1
46	Shri Harendra Ch Ghosh, 120 Ananda Palli, Jadavpur, Calcutta 32	Do.	1
47.	Shri Hari Pada Sadhu, P 2 Sarwardy Avenue Calcutta	Do	1
48.	Shri Jarnail Singh, 7-1C Hazra Road, Calcutta	Do.	1
49.	Shri Phatic Ch Ghosh Lower Kadi Berhampore (Murshidabad)	Do	1
50.	Shrimati Nirupoma Paul, C-o Messrs Paul and Co., Gorabaazr, Berhampore, Murshidabad	Do	1
51	Shri Guru Pada Ghosh, vill Bharatpur, P O Pagla Chandi, District Nadia	Do	1
52	Messrs Ajendra Narayan Singh and Bros., Khagra, Murshidabad	Do.	1
53.	Shri Sadhan Kr Dutta, Debadram, District Nadia	Do	1
54.	Shri Nrisingh Kumar Dutta, Pagla Chandi, Nadia	Do	1
55	Shri Shyam Sundar Singh Roy, Station Road, Krishnagar Nadia	Do.	1
56	Shri Mohon Lal Jain, Khagra, Murshidabad	Cal-Lalgola (since amalgamated with Cal Dhuhan Route)	2
57	Shri Paramananda Sinha Kagra, Murshidabad	Do	1
58.	Shri Tarit Kr Mallik, 89-3 Habra Colony, 24-Parganas	Do.	1
59.	Shri Sourendra Nath Mukherjee, 42-1 Bosepara Lane, Calcutta	Do	1
60	Jamadar Ujagar Singh, 4 S N Roy Road, Behala, 24 Parganas.	Do	1
61.	Shri Harendra Kr Ghosh, 5A Belgachia Road, Calcutta	Do.	1
62	Mahauta Gobinda Das, Acharyya, 90 Pathuriaghat Street, Calcutta	Do.	1
63.	Messrs. Bhupendra Nath Bose and Nripendra Nath Bose K. N Mukherjee Road, P O Talpukur, 24-Parganas	Calcutta Lalgola	1
64.	Md Yusuff Khan, 22-3 Raja Mohendra Road, Calcutta ..	Do ..	1
65.	Sudhindra Nath Roy, B-18 Swianhoe Street, Calcutta ..	Do ..	1
66.	Shri Ram Ranjan Rakhit, Krishnagar, Radhanagar, Nadia	Calcutta-Raninagar	1

1. No.	Name and address of the permit holder	Route	Number of permit-permits issued.
1	2	3	3
67.	Shri Amarendra Nath Ray, Goari High Street, Krishnanagar, Nadia.	Calcutta Ramnagar	1
68.	Shri Nilkanta Singh Ray, Goari, R N. Tagore Road, Krishnagar, Nadia.	Do	1
69.	Messrs. A. K. Dutta and Sons, 165A Lower Circular Road, Calcutta-14	Do	1
70.	Shri Pateswar Nath Pandey, 2A Akshoy Bose Lane, Calcutta-4	Do	1
71.	Shri Haripada Padia, P.O Karimpur, Nadia	Do	1
72	Shri Hari Das Paul, Gorabazar, Berhampore, Murshidabad.	Do	1
73.	Shri Namitosh Biswas, P O. and Village Karimpur, Nadia	Do.	1
74.	Shri Arabinda Mondal, P O. Karimpur, Nadia	Do	1
75.	Shri Shyamananda Seal, Village Nanta, P O Bagchi-Jamshedpur, district Nadia	Do	1
76.	Shri Madan Mohan Kundu, G. N. Paul Chowdhury Road. Road, Ranaghat, Nadia.	Do.	1
77	Shri Nitya Sadhan Dutta, Goari, Sashtitola, Krishnagar, Nadia.	Do	1
78.	Shri Jagabandhu Paul, P.O Dhulian Murshidabad	Do	1
79.	Shri Ashit Kr. Chakraborty, Goari, Sonapati, Krishnagar, Nadia.	Do	1
80	Shri Panchanan Agarwalla, Karimpur, Nadia	Do	1
81	Shri Amarendra Kr Biswas, P O and Village Karimpur, Nadia	Do	1
82	Shri Nira Pada Biswas Kurdipotla Lane, Krishnagar, Nadia.	Calcutta-Jalangi	1
83.	Shri Narendra Kumar Nath, Krishnagar, Nadia	Do.	1
84.	Shri Ajit Kumar Rakshit, Radhanagar, Krishnagar, Nadia.	Do.	1
85.	Shri Nitya Sadhan Dutta, Sonapati, P O Krishnagar, Nadia.	Do.	1
86.	Shri Ramendra Nath Sanyal, Woodburn Road, Nabadwip, Nadia.	Do	1
87.	Shri Balgobinda Lohia, 126 Chittaranjan Avenue, Calcutta	Calcutta-Dhulian.	1

Minimum retail prices of rice in the Sadar subdivisions of West Bengal

698. (Admitted question No. 1391.)

Shri Birendra Narayan Ray:

খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি পশ্চিমবঙ্গে প্রতি জেলার সদর মহকুমায় গত ১৬ই অগাস্ট ১৯৬৩ তারিখে ও গত ১৬ইঅগাস্ট ১৯৬২ তারিখে চাউলের দর কত ছিল?

The Minister for Food:

সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। সেই কারণ, গত ১৪ই অগাস্ট ১৯৬৩ ও ও গত ১৫ই অগাস্ট ১৯৬২ তারিখের প্রয়োজনীয় মূল্যতালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to unstarred question No. 698

Statement showing minimum retail prices of rice in the Sadar subdivisions of West Bengal in rupees per kilogram as on 14th August, 1963, and 15th August, 1962.

Subdivision		As on 14-8-63.	As on 15-8-62.
Calcutta	.	0.83	0.65
Burdwan (Sadar)	..	0.85	0.70
Birbhum (Sadar)	..	0.85	0.66
Bankura (Sadar)	.	0.82	0.64
Midnapur (Sadar North)		0.82	0.64
West Dinajpore (Sadar)	.	0.82	0.67
Cooch Behar (Sadar)	..	0.80	0.67
Malda (Sadar)	.	0.81	0.69
Nadia (Sadar)		0.82	0.64
Hooghly (Sadar)	.	0.86	0.64
Howrah (Sadar)	.	0.84	0.66
Darjeeling (Sadar)		0.89	0.62
24-Parganas (Sadar)	.	0.84	0.65
Murshidabad (Sadar)	.	0.85	0.65
Jalpaiguri (Sadar)	.	0.83	0.67
Purulia		0.74	0.63

Hindusthan Cable Employees' Co-operative Society, Burdwan

699. (Admitted question No. 1302.)

Shri Haridas Chakraborty:

সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলার হিন্দুস্থান কেবলস এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে এ পর্যন্ত কোন আর্থিক ঋণ বা সাহায্য সরকার দিয়াছেন কিনা,

(খ) সাহায্য বা ঋণ দিয়া থাকিলে, তাহার পরিমাণ কত,

(গ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত সোসাইটির পরিচালনার জন্য নির্বাচিত পরিচালক সমিতি বর্তমানে বাতিল অবস্থায় আছে;

(ঘ) সত্য হইলে, কবে এবং কী কারণে বাতিল হইয়াছে এবং

(ঙ) বর্তমানে উক্ত সোসাইটির পরিচালনভার কাহার উপর ন্যস্ত আছে?

The Minister for Co-operation:

(ক) হ্যাঁ। সুদমুক্ত ঋণ দেওয়া হইয়াছিল।

(খ) পাঁচ হাজার টাকা।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) সমিতি সম্পর্কে যথাবিধি অনুসন্ধান করিবার ফলে কার্যনির্বাহক সমিতির বহুবিধ ত্রুটি ধরা পড়ে। এ বিষয়ে সমিতিকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াও কোন ফল হয় নাই। অবশেষে সমিতিকে জানান হয়, যেন তাঁহারা ৩১-১২-৬২ তারিখের মধ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করেন এবং তৎকালীন কার্য্যনির্বাহক সমিতিকে ভাঙ্গিয়া দেন। কার্য্য-নির্বাহক সমিতি তাহাতে তাহাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া সংশ্লিষ্ট সহ-নিয়ামককে অনুরোধ করেন, যেন তিনি ওই কার্যনির্বাহক সমিতিকে ভাঙ্গিয়া দেন এবং যতদিন না সমিতি নূতন একটি কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচন সক্ষম হন, ততদিন পর্যন্ত যেন হিন্দুস্থান কেবলস-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের উপর সমিতির পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। ইহার পর উক্ত কার্য্যনির্বাহক সমিতিকে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

(ঙ) হিন্দুস্থান কেবলস-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের উপর।

Audit report of Hindusthan Cables Employees' Co-operative Society, Burdwan

700. (Admitted question No. 1308.)

Shri Haridas Chakraborty:

সমবায় বিভাগে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলার হিন্দুস্থান কেবলস এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভ্য-সংখ্যা কত,

(খ) উক্ত সোসাইটি এ পর্যন্ত কয়টি আর্থিক বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এবং কয়টি বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এবং

(গ) গত দুই বৎসরের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট কি?

The Minister for Co-operation:

(ক) ৩০-৬-৬২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী ১৮৮ জন।

(খ) ১-৭-৬৩ তারিখে ইহা ৮ম সমবায় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে এবং পাঁচটি বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(গ) গত দুই বৎসরের অডিট রিপোর্ট নিম্নলিখিতরূপ:—

হিসাবরক্ষণের কাজ সন্তোষজনক নয়, উপবিধি এবং সমবায় সমিতিসমূহের নিয়মাবলী অনুসারে কার্যনির্বাহক সমিতির পুনর্গঠন হয় নাই, কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদন ব্যাতিরেকেই অনেক ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হইয়াছে, অডিট্ অফিসারগণ কর্তৃক নিয়ম বিরুদ্ধতার যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে তাহাদিগের সংশোধন সর্বদা নিয়মিত-ভাবে করা হয় নাই।

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Mr. Speaker: Hon'ble Minister in charge will please make a statement on the alleged mismanagement in Kanchrapara T B Hospital to which attention was called by Shri Balai Lal Das Mahapatra on the 30th August last

Shri Joynal Abedin: Sir, with regard to the Calling Attention Notice given by Shri Balai Lal Das Mahapatra regarding mismanagement of Kanchrapara T. B. Hospital, I beg to make the following statement—

Patients of the Kanchrapara T B Hospital are supplied with diet whose value is Rs. 2.50 nP per diem per patient Articles of food brought by contractors are received after checking by the Steward, the Dieticians and the Medical Officer on duty All possible steps are taken to minimise the scope for theft of foodstuff by the staff of the hospital The diet supplied is adequate In fact, majority of the patients in the hospital gain weight after admission Mid-day meals are distributed between 11-30 a m and 12 noon and not at 1 p m or later.

The gardeners are employed to keep the areas adjacent to the Hospital building clear and free from shrubs The Hospital building is situated within an area of 191 acres of land and in the areas at a distance from the building there may be some grass or shrubs There was not a single case of snake-bite during the 17 years of the existence of this Hospital No case of rough handling of any patient by any Durwan has ever been reported to the Hospital Authorities It is also not a fact that there are frequent quarrels between the different categories of staff employed in the Hospital Patients are not prevented from lodging complaints In fact, complaints are being received by the Hospital Authorities from the patients and if their grievances are genuine, they are immediately redressed. Most of these complaints are received from the cured patients who in spite of having been discharged long ago are not leaving the Hospital on some pretext or the other

Shri Balai Lal Das Mahapatra:

স্যার, আমি যে অভিযোগ করেছিলাম তার একটা বিকৃত রিপোর্ট এখানে দেয়া হয়েছে। তাই আমি প্রস্তাব করছি যে আপনাকে চেয়ারম্যান করে এই অ্যাসেমব্লী থেকে একটা কমিটি পাঠানো হোক্ এবং দেখা হোক আমি যেসকল অভিযোগ করেছি সেগুলি সত্য কিনা, সেখানে খাদ্য চুরি হয় কিনা এবং মালিরা সেখানে ইস্পেক্ট করছে কিনা।

Mr. Speaker: I have received only one Notice of Calling Attention from Shri Birendra Narayan Ray on the subject of police firing on the 2nd September at Khandua Village in the district of Murshidabad

The Hon'ble Minister in charge will please make a statement today or give a date when the statement will be made

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: A statement will be made on Friday.

Shri Sailendra Nath Adhikari:

স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রির কাছে একটা জিনিস নিবেদন করতে চাই যে, বীরভূম জেলা থেকে যারা এসেছে এবং খবরের কাগজে দেখছি যে আজকে দেশে যখন খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে ----

Mr. Speaker:

মিঃ অধিকারী আপনি অ্যাটেনসন ড্র করে একটু ছোট করে বলুন।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, বীরভূম জেলায় ফেয়ার প্রাইস শপ বা রেশন সপে আজ প্রায় মাসাধিককাল ব্যাপী কোন চাল যায়নি এবং এখন নাকি চাল যাবারও সম্ভাবনা নেই। তার ফলে ৩ লক্ষ লোকের আজকে অশেষ দুর্গতি হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি যে এই অবস্থা প্রতিকারের জন্য তাঁরা কতদূর কি করবার চেষ্টা করছেন।

Shri Gourchandra Kundu:

স্যার, রাণাঘাট সাবডিভিসনেও ফেয়ার প্রাইস শপে চাল যাচ্ছে না—গত সপ্তাহে যায় নি, এই সপ্তাহেও যায়নি। আমি একটা কলিং অ্যাটেনসন নোটিস দিয়াছিলাম তার কোন উত্তর পাইনি। এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম একটা জিনিস আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমি একটা সদুত্তর কি দাবী করতে পারি না?

Mr. Speaker: আপনি মেনশন করলেন,
you have drawn the attention of the Minister concerned

Shri Sailendra Nath Adhikary:

আমি আপনার মানবতার কাছে নিবেদন করছি—আজকে এই ৩ লক্ষ লোক অশেষ দুর্গতির সামনে দাঁড়িয়েছে, তারা আনফেড আছে।

Mr. Speaker:

মি. অধিকারী, আনফেড হয়ে আছে, স্টার্ভও করে আছে, আস্তে আস্তে বল্লেন শুনেছি, আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তারপরে যে আপনি রেগে রেগে কি বল্লেন সেটা বুঝতে পারলাম না।

Shri Nikhil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই কথাটার উপর যে নদীয়ায় চাল পাওয়া যাচ্ছে না, বীরভূমে, কোচবিহারে, জলপাইগুড়িতে, কোথাও চাল পাওয়া যাচ্ছে না—তাহলে ঐ যে ৬৬ লক্ষ লোক যে কথা আজকে মুখ্যমন্ত্রী বল্লেন এটা কি আরামবাগ সাবডিভিসনে, না সারা বাংলায়, এই প্রশ্নটা আমি রাখছি?

Mr. Speaker:

আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, উঁরা শুনেছেন। এর চেয়ে আর বেশী স্কোপ নেই।

POINT OF PRIVILEGE

[1-00—1-10 p.m.]

Shri Kamal Kanti Guha: Mr Speaker, Sir, on a point of privilege

আমার পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ-এ এই কথা বলতে চাই যে ফুড ডিবেট যখন হয়েছিল তখন 'বি' ক্লাস রেশন চালু ছিল। এবং শিউড়ি, নদীয়া, রাণাঘাট প্রভৃতি এই সব জায়গায় ঐ রেশন চালু ছিল। মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেছিলেন যে ৬৩ লক্ষ লোক এই রেশনের আওতায় আছে এবং আজকেও উনি একথা বলেছেন। কিন্তু কুচবিহার বীরভূম, নদীয়া ও অন্যান্য জায়গায় রেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়ে গেছে 'এ' এবং বি ক্লাসের। তাহলে কি স্যার, উনি অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন না—আমি সেইজন্য স্যার, এই হাউসের মর্যাদার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker:

আপনি যে বল্লেন যে উনি অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন কিনা---

Shri Kamal Kanti Guha:

না স্যার, উনি অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন। এবং সেইজন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্য যে এই অসত্য ভাষণ দিয়ে তিনি এই হাউসের মর্যাদা নষ্ট করছেন।

Mr. Speaker:

আপনি লিখে আমার চেম্বারে দেবেন—আই উইল ট্রাই টু কনসিডার।

GOVERNMENT BILLS

THE WEST BENGAL HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE BILL, 1963

Shri Amarendra Nath Basu.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এই বিলটি যতশীঘ্র আইনে পরিণত হয় ততই ভাল এবং আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি। অনেকে অনেক কথা বলেছেন—কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি বিরোধী পক্ষ থেকে অর্থাৎ আমাদের পক্ষ থেকে যে আনা হয়েছে সে সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যেন একটু সুবিচার করেন। প্রথম কথা হচ্ছে হয়তো অনেক দেরী হয়েছে যে কথা অনেকে বলেছেন তবে দেরী হলেও এখন যখন হচ্ছে তখন আমি এইটুকু আশা করবো যে যেসব ছাত্র আজ এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করছে তারা যেন ভালভাবে শিক্ষিত হতে পারে তার জন্য সরকার যেন লক্ষ্য করেন এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে আমি কালকে এই সভায় শুনলাম যে প্রায় ৫০ হাজার নাকি এই হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন। এটা আমার কাছে একটা খুব বেশী সংখ্যা বলে মনে হোল তবে মোটামুটি এটুকু বলবো যে যাঁরা আজও এই চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে চিকিৎসা করছে তারা ধীরে ধীরে যেন এই চিকিৎসা করবার সুযোগ ভালভাবে পান অর্থাৎ সরকারী স্বীকৃতি পান। কারণ এই যে পদ্ধতি এটা সরকারী এক রকম স্বীকৃতি ছাড়াও বহু দিন চলে আসছে—সরকার এর বিরুদ্ধেও ছিল না এবং পক্ষেও ছিল না। এখন এই বিলটি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এটুকু আমরা বুঝতে পারছি যে সরকার এই বিজ্ঞানকে যাতে আরও ভালভাবে ছেলেরা শিখতে পারে তার জন্য চেষ্টা করবেন। আর বোর্ডের সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি এই কথাই বলবো যে সেখানে যাতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা সংখ্যায় বেশী থাকতে পারে —সে মনোনীতই হোক আর নির্বাচিতই হোক, সে কথা আমি বলছি না—সেই দিকে একটু মনোযোগ দিতে অনুরোধ করবো। আর একটা কথা যা কালকে শুনেছি যে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই বলেছেন যে এই চিকিৎসা পদ্ধতিটিতে গরীবের খুব উপকার হয়। মানে গরীব সাধারণ এই চিকিৎসার উপর নির্ভর করে থাকে—সেইজন্যই আমি বলবো যে এর চিকিৎসক যাতে ভালভাবে শিক্ষিত হতে পারে তার জন্য আপনাদের ব্যবস্থা করা উচিত।

আর যাঁরা এই কথাই ভাবেন যে গরীবদের জন্যই এই চিকিৎসা থাকবে আমি সেটা সঠিক মনে করি না। কারণ ৫ না হোক, ১০ বৎসরের মধ্যে এই সরকার বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের চিকিৎসার সমস্ত ভার গ্রহণ করবে। সেই সময় সাধারণ মানুষ যে সুযোগ পেলে শুধু গরীবদের জন্য আলাদা ভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা থাকবে না। গরীবরা যে এ্যালোপ্যাথিক পদ্ধতিতে যারা চিকিৎসা করেন তাঁদের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা পান না তা নয়। হয়ত এলোপ্যাথিক ঔষধের দাম আজকে কিছু বেশী আছে কিন্তু আমার মনে হয় যে যেভাবে চেষ্টা হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশেও এই এলোপ্যাথিক ঔষধের দাম কমে আসবে বলেই আমি মনে করি। এবং আর একটি কথা এই সভায় একজন বলেছেন যে এ্যালোপ্যাথিক পদ্ধতিতে যেসব চিকিৎসক আছেন তাঁরা নাকি এই হোমিও-প্যাথিক পদ্ধতিতে যাঁরা চিকিৎসা করেন তাঁদের সঙ্গে শুধু সহযোগিতা করেন না, তাঁদের দাবিয়ে রাখবারও চেষ্টা করেন। এ ধারণাটা আমি ভুল বলেই মনে করি। কাজেই আমি এই বিলটা, যেটা এনেছেন এই বিলটিকে সমর্থন করবার সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করবো তাদের ঐ যে ফী কমাবার কথা আছে সেইটে চিন্তা করে এবং তাঁদের সুচিকিৎসক করবার জন্যে কি ভাবে পদ্ধতি গ্রহণ করলে ভাল হয় সেই দিকে নজর রেখে আপনি এই বিলটিকে আরো সর্বাঙ্গসুন্দর করে পরিণত করবেন এই আমার বক্তব্য।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Cuha:

মি: স্পীকার, স্যার, আমি কালকে মাননীয় সভ্যদের সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। তাঁরা যে এই বিলটিকে অভ্যর্থনা করেছেন তার জন্য তাঁদের আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে দু'চারটি কথাও আমার বলা উচিত, বিলটা কি উদ্দেশ্যে করা হয়েছে সেই জিনিষটার যে ব্যাকগ্রাউণ্ড আমার মনে হয় ভাল করে একটু বুঝিয়ে দেওয়া

উচিত। আমাদের এখন স্বাস্থ্যের প্রধান উদ্দেশ্য যেটা, আমার মনে হচ্ছে দুই একজন সভ্য হয়ত ভুল বুঝেছেন, সেইজন্যই আমি সেটা পরিষ্কার করতে চাচ্ছি। আমাদের এখন সরকারের যেটা নীতি সেটা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেগুলি কলকাতার বাইরে হবে সেগুলিতে সাধারণত আমরা চেষ্টা করবো সেখানে যাতে পাবলিক হেল্থএর কাজ হয়। অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় সেই দিকে যাতে বেশী চেষ্টা করা হয়। যেমন আমরা হেলথ সেণ্টার করছি এখন, তা প্রাইমারি হেলথ সেণ্টার ই হোক, আর সাবসিডিয়ারি হেলথ সেণ্টারই হোক, কিন্তু সেখানে যে ডাক্তারখানাটা সেটা আমাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল সেই যে হেলথ সেণ্টার তারই মাধ্যমে যাতে আমাদের যত রকম রোগ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে পারি সেইগুলিরই ভাল করে ব্যবস্থা করা সেইটাই বেশী দরকার। এবং সেই সঙ্গে যাদের রোগ হচ্ছে তাদের চিকিৎসা করা। এই জিনিসটা আমাদের মাননীয় সভ্যরা যদি দয়া করে মনে রাখেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা জিনিসটা আলোচনা করি তাহলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হয়। মাননীয় সভ্যরা জানেন যে আমি হোমিওপ্যাথ নই, সুতরাং হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আমি যা বলবো, আমাদের ভারত সরকার যতগুলি কমিটি এ পর্যন্ত অ্যাপয়েণ্ট করেছেন সেই কমিটি থেকে আমি যেগুলি পেয়েছি সেই কথাগুলিই বলবো। কারণ আমার নিজের এ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই। সেই জন্য আমি হোমিও-প্যাথি সম্বন্ধে যা বলবো সেগুলি তার থেকেই বলবো। এবং তাঁরা যা বলেছেন তাতে আমাদের এখানে কিছু কিছু লোকের ধারণা আছে যে জার্মানীতে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে হোমিও-প্যাথি রিকগনাইজড বাই দি স্টেট—এই ভাবে ধারণা আছে। আমি যতদূর আমাদের গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট পড়ে দেখেছি এবং তারা যে সমস্ত ডেটা সংগ্রহ করেছেন তাতে আমি বুঝলাম ঐখানে জার্মানীতে, আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে হোমিওপ্যাথির কিছু কিছু রিকগনিশন আছে সত্য। তাঁরা ওখানে হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে কাজ করেন বা প্র্যাকটিস করেন। তারা সেখানকার আইদার রেজিস্টারড অ্যাণ্ড এ সায়েণ্টিফিক মেডিক্যাল প্র্যাকটিসনার যাকে এলোপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার বলে উইথ ফুল নলেজ অ্যাণ্ড ফুল ট্রেনিং অব হোমিওপ্যাথি, এই রকম লোককে তারা হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে, যেগুলি রিকগনাইজড সেখানে কাজ করতে দেন। এবং আমেরিকায় দুটি খুব প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল আছে। তাঁরা আবার করেন কি তাঁদের যে ট্রেনিংএর ব্যবস্থা একটা বোধ হয় নিউ ইয়র্ক এ আর একটা অন্য জায়গায়-

[1-10 - 1-20 p.m.]

এবং আমেরিকায় দুটো খুব প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল আছে, তাঁরা যা করেন, তাঁদের যা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা, তারা সমস্ত এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার যা কিছু পড়াবার তা সবই পড়ান। এবং তাছাড়া হোমিওপ্যাথিক যা পড়াবার তা সবই পড়ান। তারপর তাদের রেজিস্ট্রেশন দিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এখন সেই ভাবে যদি আমাদের দেশে করা সম্ভব হয় তাহলে আমাদের পক্ষে হয়ত খুবই ভাল হত। এটা করা আমাদের পক্ষে কতটা সম্ভব হবে তা আমি আজকে বলতে পারছি না। তবে আমরা অন্তত বাংলা সরকার থেকে চেষ্টা করব এই বিলটা হয়ে গেলে অন্তত একটা হোমিওপ্যাথি কলেজ যাতে ভাল ভাবে হয় এখানে আমাদের কবিরাজ মহাশয় যে কথা বলেছেন আমি সেটা একটু উল্লেখ করছি। উনি বলেছেন এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা কেউ কেউ কিছু কিছু লোক বিশেষ করে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এই হোমিওপ্যাথিক যাতে প্রতিষ্ঠা লাভ না করতে পারে তার জন্য বলেছেন—এই জিনিষটা সম্বন্ধে আমার মনে হয় ওনার ভুল ধারণা আছে ঠিক যেমন আমাদের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কেউ যদি বলেন যে, আমাদের পলিসি খারাপ —এই ধারনা করাটা খুবই ভুল হবে—যদি কোথায় কংগ্রেসের কোন কাজ খারাপ হয় তার জন্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এর পলিসি দায়ী নয়, আমাদের পলিসি খুবই ভাল। তেমনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনএর এইম এবং পলিসি খুবই ভাল—তবে সেই জিনিষটা কোন সভ্য ভুল বুঝে কিছু বলে থাকেন তার জন্য ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন যেটা প্রতিষ্ঠান তার এইম অ্যাণ্ড অবজেক্টস সম্বন্ধে আমার মনে হয় তার এই কথা না বললে ভাল হত। কেননা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনএর যা এইমস এ্যাণ্ড অবজেক্ট—আমার নিজের জানা আছে আমি বহুদিন এখানে কাজ করেছি, আমি বলতে পারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন যে হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠা লাভ না করে তার জন্য কিছু তারা বলেছেন—এটা আমার মনে হয় তিনি না বললেই ভাল করতেন।

এরপরে আমি বলব আমাদের এই যে পাবলিক হেলথএর সঙ্গে হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধটা এই সম্বন্ধে কার কার নিশ্চয়ই ভুল ধারনা আছে। এখন হোমিওপ্যাথিকের যা শাস্ত্র তাতে হয়ত পাবলিক হেলথ-এর ব্যবস্থা ভালই আছে। কিন্তু আজকের দিনে যখন আমরা ভারত সরকারের উপর নির্ভর করি—যে কি রকম করে যাতে কলেরা না হয় তার চেষ্টা করব, স্মল পক্স না হয় তার জন্য চেষ্টা করব, টি বি কি রকম করে আমরা কণ্ট্রোল করতে পারি তার চেষ্টা করব এবং তার জন্য আমাদের ভারত-সরকার যে বাহির থেকে বহুরকম ঔষধপত্র এবং বহু রকমের সাহায্য নিতে হয়, সুতরাং সে ক্ষেত্রে এখন যদি আমরা বলি যে আমরা যা কিছু ব্যবস্থা হোমিওপ্যাথিকের মাধ্যমে করব, সেই জিনিসটা আমাদের দেশের জনগণ ঠিক মেনে নেবে কিনা সেটা আমি মনে করি না। আমার যতদূর ধারনা যা এলোপ্যাথিক তুলে দিয়ে শুধু হোমিওপ্যাথিক হিসাবে যদি করি সেটা হয়ত জনগণ মেনে নেবে না। তবে আমাদের দেশের লোকের যা বিশ্বাস আমারও তাই বিশ্বাস যে আমাদের হোমিওপ্যাথিকে যে সমস্ত ঔষধ আছে—এবং এই শাস্ত্রে অনেক গুণ আছে—সেজন্য আমরা বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে চাইছি যে আমাদের হোমিওপ্যাথিকে যেমন কতকগুলি ঔষধ ভাল আছে—তেমনি হোমিওপ্যাথিক ট্রেনিং এর যদি ভাল ব্যবস্থা হয় এবং যাদের ট্রেনিং হবে—তাদের যেন বেসিসটা যেমন অ্যানাটমি ফিজিওলজি আমাদের পড়ান হয় এ্যালোপ্যাথিতে—যে গুলিকে বেসিক সাবজেক্ট বলে তা যাতে পড়ান হয়। আমার নিজেরও তাই ধারনা হোমিওপ্যাথিক সেন্টার কলেজ যেটা হবে—কি আমাদের আয়ুর্বেদিক কলেজ যেটা আমরা আগামী বছর করবো বলে ঠিক করেছি সেখানেও অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং কিছুটা বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োলজি যদি শেখান সম্ভব হয়—এই বেসিসগুলি না থাকলে যাঁরা হোমিওপ্যাথির ডাক্তার হবেন কিম্বা কবিরাজী করবেন তাঁদের ঠিক ডায়োগনসিস করবার অসুবিধা হবে, এবং তাতেও আমাদের জনগণের লাভ হবে না। সেই জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত এবং আমরা সেই ভেবে জয়েণ্ট কমিটিতে সেই রকম আলোচনা করে আমরা চেষ্টা করব বলেছি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের সরকারের যে জিনিসগুলি করা উচিত যেমন হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা, হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট সে জিনিসগুলি আমরা বিলে কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়েছি বটে কিন্তু খুব বেশী দিই নি। সেটা আমাদের আয়ুর্বেদিক বিলে দেওয়া ছিল—আমরা সেটা ইচ্ছে করে দিই নি, তার কারণ ধরুন আয়ুর্বেদিক বিলে অনেক কিছু দেওয়া ছিল কিন্তু সেগুলি করা সম্ভব হয় নি সুতরাং আয়ুর্বেদিক কাউন্সিল যদি বলেন এই জিনিসটা কর সরকারের হয়ত সেজিনিসটা করবার মত অর্থ নাও থাকতে পারে, সেইজন্য আমরা সেই জিনিসগুলি সবই সরকারের দায়িত্বে রেখেছি—অর্থাৎ যেগুলি সরকার করবেন যেমন হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল বা হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি সেগুলি সরকারের হাতেই থাক এবং তাঁরা যখন এটা করবেন তাঁরা স্বাভাবিক ভাবে যেটা করবেন সেটা কাউন্সিলকে জিজ্ঞাসা করেই করবেন।

এবং তাঁরা যখন এটা করবেন তাতে তাঁরা স্বাভাবিকভাবে হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল যেটা হবে সেটা একটা এক্সপার্ট বডি হবে এবং তাঁদের জিজ্ঞাসা করেই করবেন কাজেই এখন বিস্তারিত আলোচনা করে লাভ হবে না। এই বিল হয়ে গেলে আমাদের চেষ্টা হবে যাতে একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ কোলকাতাতে স্থাপন করতে পারি। এরপর বড়কথা হচ্ছে পার্ট "এ" এবং "বি" নিয়ে আমাদের মনে একটা ভুল ধারনা হয়েছে। আমি গোড়াতে যখন বলেছিলাম তখন যে ইংগিত দিয়ে ছিলাম সেটা আর একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আজ পর্যন্ত ভারত সরকার যতগুলো হোমিওপ্যাথিক এনকোয়ারী কমিটি করেছে বা অন্যান্য যেকোন এক্সপার্ট বডি করেছে বা সেণ্ট্রাল কাউন্সিল অব হেলথ যেসব কমিটি করেছে তাতে সেইসব কমিটির রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে যে, যারা হোমিওপ্যাথিক কলেজ থেকে বা রিকগনাইজড ইনস্টিটিউসন থেকে ৩।৪ বছর পড়ে পাস করেনি তাদের রেজিস্টার্ড না করাই ভাল। ২।১টি ষ্টেট-এ অলরেডি রেজিস্টার্ড যাঁরা আছেন তাঁদের অবশ্য বাদ দিতে বলেননি—তাঁরা বলেছেন তাঁদের লিস্টেড প্র্যাকটিসনার কর। এই লিস্টেড প্র্যাকটিসনার এবং রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিসনারদের মধ্যে তফাত আছে। লিস্টেড প্র্যাকটিসনার-এর অর্থ হোল একটা এলাকা তাঁদের বলে দিতে হয় এবং গতকাল কমিটির যে রিপোর্ট পড়েছি তাতে তাঁরা বলেছেন যে পাড়াগাঁয়ে এবং বিশেষকরে যেখানে রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার থাকবে না সেখানে এই সমস্ত লিস্টেড প্র্যাকটিসনারদের প্র্যাকটিস করবার অনুমতি দেওয়া হোক। একথা গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কমিটি বলেছে এবং আমি সেটা ভাল ভাবে আলোচনা করেছি। তবে

আমরা দেখলাম এটা যদি করি তাহলে বড় বেশী তফাত করে দেওয়া হয় এবং সেই জন্যই আমরা ভাবছিলাম ওটা না করে ওঁরা যাদের লিস্টেড প্র্যাকটিসনার করতে বলছেন তাদের জন্য একটা আলাদা ক্যাটিগরি করে দেওয়া যায় কি না। গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কমিটি বারণ করেছে যে এই লিস্টেড প্র্যাকটিসনারদের যেন পাওয়ার্স অব সার্টিফিকেসন না দেওয়া হয় কারণ তাঁরা হয়ত প্রপারলী ট্রেণ্ড নন এবং সেই জন্য তাঁরা জনগণের হিত করতে পারবেন না। গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কমিটির যে রিকমেণ্ডেসন আছে আমরা সেটা অন্যভাবে নিয়েছি। আমরা বলেছি আমরা যখন স্বাধীন হয়েছি তখন আমরা আর একটু জেনারাস হতে পারি—অর্থাৎ আমরা বলেছি আমাদের এখানে যাঁরা রেজিস্টার্ড হতে চাইবেন তাঁদের সকলকে সার্টিফিকেট দিতে আমরা অনুমতি দেব, প্র্যাকটিস করতে অনুমতি দেব এবং তাঁদের স্ট্যাটাস যে কোন ডাক্তারের সমান হবে। এতে কোন রকম তফাত করব না - এ্যালোপ্যাথ হোন, কবিরাজ হোন, অ্যাস রিগার্ডস সার্টিফিকেসন সমান হবে। তফাত যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই "বি" ক্যাটাগরির মধ্যে অনেক লোক আছেন এবং খুব সম্ভব বেশীরভাগ লোকই হবে—কত পারসেণ্ট সেটা আমি বলতে পারব না—যাঁরা হয়ত কোন হোমিওপ্যাথিক ইনস্টিটিউসনএ রেগুলারলী পড়েনি, ৩।৪ বছর পড়েনি কাজেই তাঁদের হাতে যদি কোন সরকারী হাসপাতালের ভার দেই এবং সেখানে যদি কোন গোলযোগ হয় তাহলে আপনারা হয়ত সরকারকে এই বলে নিন্দা করবেন যে, এই লোকটি প্রপারলী ট্রেণ্ড নয়, একে কেন আপনারা চাকুরী দিলেন। এই জন্য আমরা দুটি ক্যাটিগরি ভাগ করেছি। ভারত সরকারের কমিটিগুলো যে দুটি ক্যাটিগরি করতে বলেছিলেন সেটা হচ্ছে লিস্টেড প্র্যাকটিসনার এবং রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিশনার আমি আর একবার বলে দিচ্ছি। লিস্টেড প্র্যাকটিশনার মানে তাঁরা একটা লিমিটেড এরিয়ায় প্র্যাকটিস করতে পারবেন কিন্তু তাঁরা কোন সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না। তাঁদের স্ট্যাটাস-এর সংগে আমাদের বি ক্যাটিগরি প্র্যাকটিসনারদের স্ট্যাটাস আকাশ পাতাল তফাত। আমরা এখানে সমস্ত ক্ষমতা দিয়েছি কিন্তু সরকারী চাকুরীতে ঢুকতে পারবে না এটা বলেছি। এটা জনস্বার্থের দিক থেকেই বলেছি যে প্রপারলী ট্রেণ্ড হোমিওপ্যাথরাই যেন সরকারী চাকুরী পান এবং সেটা যাতে বজায় থাকে তার জন্য এই ক্যাটিগরি "এ" এবং "বি" ভাগ করেছি। এবারে হচ্ছে কমপোজিসন অব কাউন্সিল। শ্রদ্ধেয় অমরবাবু যেকথা বলেছেন তাতে মনে হয় তিনি ভাল করে বিলটি পড়েননি, অন্য ২।১জন যা বলেছেন সেটা শুনে তিনিও বলেছেন। তিনি বলেছেন হোমিওপ্যাথ মেজোরিটি মেম্বার নাকি আমাদের এই কাউন্সিলে নেই। আমাদের যে হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট হবে এবং তার যিনি কর্তা হবেন তাতে আমি ধরে নিলাম তিনি হোমিওপ্যাথ হলেন না, নন-হোমিওপ্যাথ হলেন বা কবিরাজ হলেন। কিন্তু তাও যদি হয় তাহলেও তো ১৯ জনের মধ্যে ১২ জন হচ্ছেন। ১৯ জনের মধ্যে ১২ জন হোমিওপ্যাথ এমনিতেই দেওয়া আছে এবং হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর যিনি কর্তা হবেন তিনি হলে ১৩ জন হয় এবং সেটা আমরা স্ট্যাটুটরি প্রভিসন করে দিচ্ছি।

1-20--1-30 p.m.

এটা স্ট্যাটুটারী প্রভিশন করে দিচ্ছি। সুতরাং মেজরিটি হোমিওপ্যাথ থাক, তবে এই ফার্স্ট ইলেকশনে আমার কিছু বলার আছে। আমি জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির সামনে আশ্বাস দিয়েছিলাম, এখানেও দিতে চাই সরকারের তরফ থেকে, সেটা হচ্ছে, আমাদের প্রথম যে বোর্ড হবে, সেখানে ১৯ জন মেম্বারের মধ্যে—আমরা সবইতো নমিনেট করবো, সেজন্য টিচার বলে আলাদা কেটেগরী আর কিছু রাখা হয়নি, আমি জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে এটা আশ্বাস দিয়েছিলাম যে সাত জনের মধ্যে তিন জন রেজিস্টার হোমিওপ্যাথ নমিনেটেড হবে এবং প্রথম দফায় এই সাত জনের মধ্যে তিন জন এফিলিয়েটেড হোমিওপ্যাথ ইনস্টিটিউশনের টিচার নমিনেট করবার ব্যবস্থা আমরা করতে পারব, তার জন্য আমার মনে হয় হয়ত এ্যামেণ্ডমেণ্ট করার দরকার হবে না। কারণ এ্যামেণ্ডমেণ্ট করার অসুবিধা এই যে ভবিষ্যতে যখন হোমিওপ্যাথরা ইলেকটেড হবেন তখন ৮ জন হোমিওপ্যাথ ইলেকটেড হয়ে আসবেন। তখন এই তিন জন যদি রেখে দিই টিচার নমিনেশনের মধ্যে তাহলে নন-টিচার হোমিওপ্যাথ নমিনেট করার জায়গা সরকারের থাকবে না। সেজন্য ৪ বছর যেটা হবে সে আশ্বাস এখন দিতে পারছি না। তবে আর একটা আশ্বাস দিয়েছিলাম জয়েণ্ট কমিটিতে যে যদি এই ৪ বছর পরে প্রথম ইলেকশনের পরে আমরা দেখি যে আমাদের এফিলিয়েটেড হোমিওপ্যাথ ইনস্টিটিউশনস-এর

টীচাররা ইলেকটেড হয়ে আসতে পারে নি, তাহলে আমরা সরকারের তরফ থেকে আবার এ্যাক্ট এ্যামেণ্ড করে যাতে টীচাররা আসতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দেব। কারণ মাননীয় সভ্যরা যেমন চান আমরাও তেমনি চাই, সরকারী তরফ থেকে সকলেই চান যাতে এফিলিয়েটেড কলেজের টীচাররা বেশী সংখ্যায় আসতে পারেন। কারণ তাঁরাই তো 'কারিকুলাম' তৈরী করবেন। ভালভাবে যাতে পড়ান তাঁরাই তো তার ব্যবস্থা করবেন। তবে আমরা আশা করছি যে তাঁরা ইলেকশনের মাধ্যমে আসতে পারবেন। যদি না আসতে পারেন তাহলে সরকারের তরফ থেকে কথা দিচ্ছি যে সেটা এ্যামেণ্ড করবো, তবে একথা উঠবে পাঁচ বছর পরে কেন না প্রথমবার তিন জনকে সরকারই নমিনেট করবেন, তার বেশীও করতে পারেন। কিছু নন-হোমিওপ্যাথ এতে দেবার কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমার মনে হয় যেমন আমাদের এখানে তেমনি আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রেও দলাদলি আছে, তার ফলে যাতে আমাদের কাউন্সিল পণ্ড না হয়, তার জন্য কিছু নন-হোমিওপ্যাথ রাখা ভাল হবে। এমন কি কিছু নন-কবিরাজ, কিছু নন-হোমিওপ্যাথ, কিছু ইনডিপেণ্ডেণ্ট স্পিরিটের লোক রাখলে ভাল হবে। কেন না আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথি অনেক দিন ধরে চলেছে, কিন্তু সায়েণ্টিফিকেলী এবং ইনস্টিটিউশনেলী যে খুব ডেভেলপ করেছে তা করে নি। সেজন্য প্রথম দিকে কিছু নন-হোমিওপ্যাথকে রাখা হয়ত ভাল হবে। কি নেচারের হবে এখনও কিছু স্থির করিনি, সেজন্য এখন বলতে পারব না তবে এটা নিজের উদ্দেশ্য যতটা এলুফ ফ্রম পলিটিক্স হয় সেটা করা হবে।

আর একটা কথা হচ্ছে স্টেট একজামিনেশন করা হবে, সেটা নিশ্চয়ই হোমিওপ্যাথিক সিস্টেমে করা হবে। এই জিনিসটা আমরা যে বলছি যারা যারা বি কেটেগরীতে প্রথম এনরোলড হবে, তাদের জন্য একটা স্টেট একজামিনেশন করা হবে, সেই একজামিনেশন মানে তাদের এনাটমী, বাইওলজি, ফিজিওলজি বা অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না। তবে এটার জন্য অন্য কিছু লাগবে না, আমরা যে আশ্বাস দিয়েছি সেটা পালিত হবে এ পর্য্যন্ত বলতে পারি। প্রথম বোর্ডটাতো নমিনেটেড বোর্ড, এবং এই একজামিনেশনের ব্যবস্থা তারাই করবেন। সুতরাং এর জন্য এ্যামেণ্ডমেণ্ট করাটা কোন কাজের কথা হবে না। আগামী ৪ বছরের মধ্যে সব স্টেট একজামিনেশন হয়ে যাবে, সেজন্য আমাদের সরকারী তরফ থেকে আমরা বলতে পারি যে স্টেট একজামিনেশন হোমিওপ্যাথিতেই করা হবে, সেজন্য দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই।

এর পরে যেটা আপত্তি হচ্ছে সেটা হচ্ছে রিনিউয়েল ফী। আমাদের এ্যালোপ্যাথিতে নেই ঐজন্য যে সারা পৃথিবীতে যারা এ্যালোপ্যাথ প্র্যাকটিশনার্স আছেন তাদের ব্যাপারে অনেক রকম আইন দেখা গেছে যে যারা অলরেডি রেজিস্টার্ড আছেন তাদের আর রিনিউয়েল ফী করা যায় না। এখন নূতন লোকের জন্য কিছু করতে গেলে গোলমাল হবে, আইনের গোলমালের হয়ত সৃষ্টি হবে, সেজন্যই এ্যালোপ্যাথদের করা হয়নি এবং সেটা ভারত সরকারও বিবেচনা করেছেন। তাঁরাও সেটা নির্দেশ দেন নি। এই এ্যালোপ্যাথি ছাড়া সেণ্ট্রাল কাউন্সিল ফার্মাসিস্ট কাউন্সিল, ডেণ্টাল কাউন্সিল, অন্যান্য যতগুলি কাউন্সিল আছে ভারতবর্ষের সমস্ত স্টেটের রিনিউয়েল ফী হয়েছে, সেজন্যই আমরা রিনিউয়েল ফী দিয়েছি, এছাড়া আরও একটা উদ্দেশ্য আছে বলতে পারি। সেটা হচ্ছে যদি রিনিউয়েল ফী না হয় তাহলে কাউন্সিলের কোন ইনকাম থাকবে না। তাহলে
The Council shall be subservient to the State Government for all time to come.
কিন্তু তাদের যদি কিছু ইনকাম থাকে তাহলে তারা কিছুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকবে, এটা আমার নিজের ধারণা। সেজন্যই তাদের কিছুটা ইনকাম থাকা উচিত। তারপর যেটা সাবসিডি লাগবে সেটুকু স্টেট গভর্ণমেণ্ট থেকেতো দেবই। তবে এই রিনিউয়েল ফী যাতে বেশী না হয় সেদিকে নজর দেবো। রি-নিউয়েল ফী সমস্ত স্টেটে আছে। কয়েকটি যোগাড় করতে পেরেছি। আমাদের এখানে যারা কম্পাউণ্ডার আছে এখন একটা নূতন নাম হয়েছে ফার্মাসিস্ট, তাদের এনুয়েল ফী আছে তিন টাকা করে, ডেণ্টিস্টদের আছে বছরে ১০ টাকা করে। হোমিওপ্যাথদের সব স্টেট থেকে যোগাড় করতে পারিনি, বিহার থেকে যেটা যোগাড় করেছি তাতে দেখছি সেখানে ফার্স্ট রেজিস্ট্রেসন ২৫ টাকা অ্যানুয়ালী ৫ টাকা করে বছরে ফী। আমি সরকার থেকে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে আমরা তিন টাকার বেশী করবো না বাৎসরিক, আর সেটাতো এখন পাঁচ বছরের জন্য হচ্ছে, তিন টাকার চাইতেও

যাতে কমে যায় সে চেষ্টা আমরা করবো। কিন্তু টাকাটা যত হবে সেটা তো এখানে এসেম্বলী থেকে পাশ হবে না, তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে বাৎসরিক ৩ টাকার বেশী হবে না এবং পাঁচ বছরে ১৫ টাকার বেশী হবে না। যত কমান যায় সেটা সরকার দেখবেন।

The motion of the Hon'ble Prabodh Kumar Guha that the West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963, as passed by the Council, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

Shri Ananga Mohan Das. Sir, I beg to move that for clause 1 (3), the following be substituted:

"(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint."

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার ২৬নং এ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করছি। এটা মুভ করবার কারণ হচ্ছে এই বিলটা যখন প্রথম প্রচারিত হয় তখন ভাষা ছিল--আমি ক্লজ ১(১) ১(২) এর বিরোধিতা করছি না, ক্লজ ১(৩) এর বিরোধিতা করছি–
It shall come into force on such date etc.

আমরা যখন সিলেক্ট কমিটিতে বসে-----

এটা আমি এ্যাকসেপ্ট করব বলে দিয়েছি। সুতরাং এটা সম্পর্কে আলোচনা কি দরকার হবে?

Mr. Speaker:

একজন করে হোক, ডাঃ গুহ পরে বলবেন।

Shri Ananga Mohan Das:

আমরা যখন সিলেক্ট কমিটিতে বসে আলোচনা করি তখন এ সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত হয়ে আপত্তি করেছিলাম। তারপর কাউন্সিল থেকে এটা পাল্টে গেল। যেভাবে জিনিসগুলি করা হয়েছে তাতে মহা মুস্কিল যেন এই সেকসানটা বাদ পড়ে যাচ্ছে। একদিকে গভর্নমেণ্ট হোমিওপ্যাথদের রেকগনাইজ করে দিচ্ছেন, আর এক দিক থেকে অধিকার সংকুচিত করা হচ্ছে এই রকম ভাব এসে যাচ্ছে। সেজন্য আমরা আপত্তি করেছিলাম, সেজন্য অ্যামেণ্ডমেণ্ট দেওয়া ছিল। মন্ত্রিমহাশয় যখন গ্রহণ করবেন বলছেন তখন সে সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা করব না।

Shri Abani Kumar Basu: I am not moving my amendment

Shri Nani Bhattacharjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একটা নীতিগত প্রশ্ন এখানে জড়িত আছে বলে আমি দুটো কথা বলব, যদিও আমার বলার বেশী দরকার নেই, সেটা হচ্ছে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি যে ফর্মে কোন আলোচনার পর এ্যামেণ্ডমেণ্ট হল তারপর যদি কাউন্সিলে আসে বা এ্যাসেম্বলীতে আসে এবং সেটা যদি অফিসিয়াল এ্যামেণ্ডমেণ্টের আকারে আসে এবং সেইভাবে গৃহীত হয়--সেটা গৃহীত হওয়া উচিত নয়। শুধু এইটুকু মন্তব্য করে বক্তব্য শেষ করছি,
I am not pressing for my amendment.

The motion of Shri Ananga Mohan Das that for clause 1 (3) the following be substituted:

"(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint."

was then put and agreed to

[11-30—1-40 p.m.]

The question that clause 1 as amended do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 2, 3 and 4

The question that clauses 2, 3, and 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5

Shri Sanat Kumar Raha: Sir, I beg to move that after clause 5 (1) (f), the following be added.—

"(g) five members elected by teachers of affiliated Homoeopathic College from among themselves"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে কম্পোজিসন অব দি কাউন্সিলে যে ধরণের ব্যবস্থা আছে, তার উপর আমাদের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যেভাবে ব্যাখ্যা দিলেন তাতে আমি ডিটারমিনড হয়ে পড়েছি যে এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা তুলে না রাখি। সুরুতেই আমি বলেছি যে টিচারদের বিশেষ ভূমিকা আছে এই কাউন্সিলের ভিতর এবং সেটা ওঁরাও স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এটা সর্বজনস্বীকৃত বলে আমি মনে করি। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে যদি কোন টিচার না আসেন তাহলে ভবিষ্যতে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করে আইন করে টিচার নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবেন, এই রকম দোনামোনা চিন্তা করে এই রকম একটা সিরিয়াস জিনিসকে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া ঠিক নয়। থাকুন আর নাই থাকুন টিচাররা যখন এসেনসিয়াল এই কাউন্সিলের মধ্যে তখন এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা নেয়া উচিত এবং এই অ্যাক্টের মধ্যে প্রভিসন থাকা উচিত যে টিচারদের পক্ষ থেকে কমসেকম ৫ জন আসবেন—এই নিশ্চিৎ অবস্থা থাকা উচিত। কাজেই এই নিশ্চিৎ অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্য আমি অনুরোধ করবো মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে, তাঁর বক্তৃতার গুরুত্ব আমরা স্বীকার করি এবং তিনি আরো বিশেষভাবে যে টিচারদের ভূমিকার কথা বলেছেন, সেটা এই বিলে স্থির করে দেওয়া হোক। কাজেই আমরা এই যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে ৫(১) (এফ)এর পরে (জি) হবে

5 members elected by teachers of affiliated, etc

এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা আপনি নিয়ে নিন তা না হলে এই প্রভিসন ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেব যদি কোনদিন টিচার না আসেন বলে এটা ঠিক নয়। অ্যাকসিওম্যাটিক এবং কমপলসারী হিসাবে এই প্রভিসনটা থাকা উচিত।

Shri Abhoy Pada Saha: Sir, I beg to move that—

in clause 5(1), in line 2, after the word "members" and before the word "namely" the words "who must be citizens of India and possess other qualifications as mentioned hereinafter" be inserted; for clause 5(1)(b) the following be substituted: "(b) three members elected by the members of the West Bengal Legislative Assembly and West Bengal Legislative Council in the manner as may be prescribed;"

for clause 5 (1) (e) the following be substituted: (e) one member elected by the Principals of Homoeopathic Colleges from amongst themselves;"

for clause 5(1)(f) the following be substituted: "(f) nine members elected by the registered homoeopathic practitioners from amongst themselves."

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ৫নং ক্লজে আছে যে কাউন্সিল কেমন ভাবে গঠন হবে। আমার প্রথম অ্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে এ বি সি ডি যে সাব ক্লজগুলি আছে তাতে সিটিজেনস অব ইণ্ডিয়া না হলেও হতে পারে সেটা এতে বুঝা যাচ্ছে। আমি সেজন্য বলছি হু মাস্ট বী সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া এ বি সি ডি এর প্রত্যেককে সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া হওয়া উচিত। সেজন্যই সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া বসানো উচিত। এফ এ যদিও দেয়া আছে যে

eight members who are citizens of India, elected from such constituencies and in such manner as may be prescribed.

এখানেও বলা হচ্ছে সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া। কিন্তু অন্যত্র সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া বলা নেই—তাহলে বোঝা যাচ্ছে যেজন্য সাব-ক্লজে যে ব্যবস্থা আছে যে মেম্বার নেবার তাতে সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া না হলেও চলবে। সেজন্য এটা সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া প্রথমেই বলা উচিত। তারপর ৫(১)বি-তে এটা সাবষ্টিটিউটেড করতে বলছে যে

three members elected by the members of the West Bengal Legislative Assembly and West Bengal Legislative Council in the manner as may be prescribed.

কিন্তু বিলে আছে

Seven members nominated by the State Government of whom three shall be registered Homoeopathic practioners.

এই সেভেন মেম্বারের জায়গায় আমি বলছি এই যেখানে মেম্বার অব লেজিসলেটিভ এসেম্বলী এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এর মেম্বার দ্বারা তিন জন মেম্বার নির্বাচিত হয়ে সেখানে কাউন্সিলে থাক। তারপর এমেণ্ডমেণ্ট নং ৪৪—আমার আছে

one member elected by the Principals of Homoeopathic Colleges from amongst themselves.

কিন্তু এতে আছে

The Principal of a Homoeopathic College affiliated to the Council nominated by the State Government.

স্টেট গভর্নমেণ্ট দ্বারা নমিনেটেড হবে। আমি বলতে চাচ্ছি যে ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল দ্বারা ইলেকটেড হয়ে কাউন্সিলে নেওয়া হোক। তারপর ৫২ নংতে আমাদের যে এমেণ্ডমেণ্ট আছে তাতে আছে

nine members elected by the registered homoeopathic pactictioners from among themselves.

কিন্তু আমি অ্যামেণ্ডমেণ্টে বলছি

eight members, who are citizens of India, elected, from such constituencies and in such manner as may be prescribed, by the registered, Homoeopathic practitioners from among themselves of whom at least four must be practitioners whose names are entered in Part A of the Register.

কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে পার্ট 'এ'তে যে যারা রেজিস্টার্ড হয়ে আছে তাদের ভোটে ইলেকটেড হবে—কিন্তু এখানেও ডিসক্রিমিনেসন না রেখে—এ বি পার্টে তে যে কোনটাতেই রেজিস্টার্ড থাকুন না কেন সেখানে রেজিস্টার্ড ডাক্তাররা ভোট দিয়ে

nine members elected by the registered homoeopathic practitioners from amongst themselves.

এই কথাগুলি বসানো হোক। উনি কেবল বল্লেন যে 'বি' রাখা হয়েছে এই কারণে যে যখন সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হবে, সেইজন্য এই বি রাখা হয়েছে। যদি 'এ' কেটাগরীর কোয়ালিফিকেসন হয় তাহলে সরকারী যে হাসপাতাল খোলা হবে সেখানে এ পার্টে যারা রেজিস্টার্ড হবেন তাদের নেওয়া হবে এবং সেই [illegible] এ এবং বি এই দুটি ডিসক্রিমিনেসন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে কাউন্সিলে ডাক্তারদের রিপ্রেজেণ্টেটিভ নেওয়া হবে—তখন 'বি' পার্টে যারা রেজিস্টার্ড হবে তারা কেন ভোট দিতে পারবে না।

সেইজন্য এখানে কোন বৈষম্য না রেখে (এ) এবং (বি) যে কোন পার্টই রেজিস্টার্ড হোক না কেন তারা ভোট দিয়ে তাদের রিপ্রেজেণ্টেশান নিতে পারবে।

[1-40—1-50 p.m.]

Shri Amarendra Nath Roy Prodhan: I move that for clauses 5 (1) (a) and (b), the following be substituted:—

(a) a President elected by the members of the Council from among themselves;

(b) three members elected by the West Bengal Legislative Assembly, of whom at least two shall be registered homoeopathic practitioners;

(bb) one member elected by the members of the West Bengal Legislative Council;

(bbb) three members elected by the teachers of Homoeopathic Colleges from among themselves;".

মি: স্পীকার স্যার, প্রথম দিকে জয়েণ্ট কমিটি আসার আগে প্রেসিডেণ্ট নমিনেসন এ আসবে এটাই ঠিক ছিল, পরবর্তী কালে জয়েণ্ট কমিটি পরে ইলেকসন এ আসবে কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা হল যে প্যানেল হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করবো যে এই প্যানেল কথাটি তুলে দেন। প্রেসিডেণ্ট সোজাসুজি ইলেকসন এ আসুক। দুটি টার্ম তিনি নমিনেশন পাচ্ছেন তারপরে যিনি আসবেন অন্তত তিনি ইলেকশনএ আসুন বাই দি মেম্বারস অব দি কাউন্সিল। সেই জন্য আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট নিয়ে এসেছি। আর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি (বি) ক্ষেত্রে যে নমিনেসনের প্রশ্নটি রয়েছে ৭ জন সেখানে আমি বলতে চেয়েছি

three members elected, etc

এটা বলবার সময় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যেটা বললেন যে জয়েণ্ট কমিটিতে যেভাবে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, এখানেও তিনি সেইভাবে আশ্বাস দিচ্ছেন যে তিন জন টিচার প্রতিনিধিকে এখানে রাখবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে আশ্বাস তিনি দিচ্ছেন সেটা লিখিতভাবে কেন নেই এই বিলের ভিতরে? তিনিও যখন বলছেন যে শিক্ষক প্রতিনিধি রাখার প্রয়োজন আছে কাউন্সিলএ, তাহলে সেটা তিনি লিখিতভাবেই রাখতে পারতেন। বিশেষতঃ তিনি যুক্তির মধ্যে রেখেছেন যে ৭ জন যে নমিনেটেড মেম্বার রাখা হয়েছে এর মূলতঃ কারণ হচ্ছে শুধু মাত্র হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের দ্বারা না করে যাতে নন-হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার থাকে এর মধ্যে এবং এও যুক্তি দিয়েছেন যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সাইণ্টিফিক্যালি গড়ে উঠেনি সেইজন্যই তিনি চাচ্ছেন যে নন-হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যাতে এর মধ্যে থাকে। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সাইণ্টিফিক্যালি এবং প্রপারলি গড়ে উঠেনি তার জন্য কি শুধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরাই দায়ী? না হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দায়ী? এর জন্য তারা এত দিন সরকারের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পাননি, আজকে যে বিল এসেছে এই বিলের মহৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ভালভাবে গড়ে উঠে, যাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা সত্যিকারের মর্যাদা পায়, যাতে গবেষণার ভিতর দিয়ে এই চিকিৎসা আরো সুন্দরভাবে গড়ে উঠে। এটা যদি স্বীকৃত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা স্বীকার করবো যে এই বিলের উদ্দেশ্য এই নয় যে হোমিওপ্যাথিক যারা চিকিৎসক এবং হোমিওপ্যাথিক যে চিকিৎসা তার ভবিষ্যতকে তাকে এই বিলের ভিতর দিয়ে বন্ধ করতে যাওয়া। আমরা বরং সুযোগ সুবিধা এনে দেবো এই বিলের ভিতর দিয়ে যাতে করে নাকি তাদের সহযোগিতা করা যায়, যাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, এবং যারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রয়েছেন তাদের সুযোগ সুবিধা বেশী আসে এবং গবেষণার ভিতর দিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো সুন্দর হয়ে উঠে। তা যদি হয় তাহলে আমরা চাচ্ছি এই নমিনেসনের মধ্যে দিয়ে যে ৭ জনের নমিনেসনের প্রশ্ন রয়েছে ১৯ জন সদস্যের মধ্যে। যদি আমরা মোটামুটি লক্ষ্য করি তাহলে দেখি এই ১৯ জনের মধ্যে অন্ততঃ ১১ জনই নমিনেটেড সদস্য। বাদে বাদেই ১৯ জনের ক্ষেত্রে যে ১১ জন নোমিনেসন এই ব্যবস্থায় অন্ততঃ ৭ জন যেটা আছে সেটা বাতিল করা হোক। বাতিল করে আমি মনে করি ১৯ জনের মধ্যে ৩ জনের বেশী নোমিনেসনএ থাকা উচিত নয় বাদবাকী সবাই অন্ততঃ ইলেকসনের মধ্যে দিয়ে আসা উচিত। এই কথা বলেই আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Abani Kumar Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মাননীয় সনৎ কুমার রাহা মহাশয় এবং অমরেন্দ্র নাথ রায় প্রধান মহাশয় যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করছেন আমি সেই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। স্যার, আমি বুঝতে পারি না আজকে এই হোমিওপ্যাথিক বিলে টিচারসদের ইনক্লুসান করার বিষয় আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে আশ্বাস দিয়েছেন তার পরেও যে তাঁরা এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট কেন মুভ করতে চাচ্ছেন তা আমার বুদ্ধিতে আসছে না। স্যার, আমরা দেখি, বারবার এই হাউস-এর মধ্যে বলা হয় যে নমিনেসনের তাঁরা পুরোপুরি বিরোধী, তাঁরা চান ইলেকসন। স্যার, এখানে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি যে টিচারদের কোন জায়গায় বাদ দেওয়া হয় নি। স্যার,

আপনি যদি দেখেন ক্লজ ৫(ই)তে তাহলে দেখতে পাবেন প্রিন্সিপ্যাল অব এ হোমিওপ্যাথিক কলেজ, তাকে এই কম্পোজিশনের মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে। প্রিন্সিপ্যাল অব এ হোমিও-প্যাথিক কলেজ ক্যানট বি এ নন টিচার। এছাড়াও আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি ক্লজ (ডি)তে, হেড অব দি হোমিওপ্যাথিক ইনস্টিটিউট সাধারণ বুদ্ধিতে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে হোমিও-প্যাথিক ইনস্টিটিউটের যিনি কর্তা হবেন তিনি টিচারই হবেন বলে আমরা মনে করতে পারি। এ ছাড়াও ইলেকসনের ক্লজ (বি)তে আরো দেখতে পাচ্ছি ইলেকসনএ আসবেন ৮ জন মেম্বার। এই ৮ জন যাঁরা টিচার, তাঁরা যে ইলেকসনএ আসতে পারবেন না এ আশংকা করার যে কি সঙ্গত কারণ আছে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। সেইজন্যে আমরা কি এটা ধরে নেবো যে তাঁরা সুবিধামত ইলেকসনকে ভয় পান এবং গভর্নমেণ্টের নমিনেসনের উপর নির্ভর করেন। কাজেই আমি মনে করি এই সংশোধনী সম্পূর্ণভাবে বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত।

Shri Nikhil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ৫ নম্বর ক্লজ যেটা সেটা হচ্ছে কাউন্সিলটা কি ভাবে গড়ে উঠবে সেই সম্পর্কের ক্লজ। এবং কাউন্সিলটা যাদের নিয়ে গড়ে উঠবে তার উপরে অনেক খানি নির্ভর করবে যে আমাদের দেশে পশ্চিম বাংলায় হোমিওপ্যাথির কি ভাবে চলবে—অনেকে ফার্স্ট রিডিংএ বলতে গিয়ে বলেছেন—যেমন কবিরাজী ফ্যাকালটি হয়েছে সেখানে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের যে প্রভাব পড়েছে তার ফলে সেটা ডেভেলপ করতে পারে নি। এবং হোমিও-প্যাথিক কাউন্সিল যেটা হতে চলেছে সেখানেও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনএর সেই ধরণের প্রভাব পড়তে পারে, এ্যালোপ্যাথদের সেই ধরণের প্রভাব পড়তে পারে যার ফলে এটাও যে উদ্দেশ্যে করা সেই উদ্দেশ্য সাধিত নাও হতে পারে। সুতরাং এই কাউন্সিলটা গঠন করতে গিয়ে প্রথম অবস্থায় আমাদের অত্যন্ত দৃষ্টি রাখতে হবে যে উদ্দেশ্যে এই বিল করছি কাউন্সিলএর গঠন করার ভিতরে সেই উদ্দেশ্য ব্যহত না হয়ে যায়। আমরা দেখছি ১৯ জন মেম্বার আছে এই কাউন্সিলে তার মধ্যে ১১জন নমিনেটেড হচ্ছে, এটা তো নীতিগতভাবে যদি গণতান্ত্রিক প্রিন্সিপ্যাল-এর কথা ধরি গণতান্ত্রিক নীতির কথা যদি আমরা ধরি তাহলে এমন কোন কমিটি হওয়া উচিত নয় যে কমিটিতে ইলেকটেড মেম্বার থেকে নমিনেটেড মেম্বার বেশী থাকবে। সেইজন্য কাউন্সিল-এর গঠনের ভিতরে আমরা দেখছি ৭ জন মেম্বার নমিনেট করছেন স্টেট গভর্নমেণ্ট তারপর ভাইসচ্যান্সেলার, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি একজনকে নমিনেট করছেন, হেড অব দি হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট যতদিন পর্যন্ত রিসার্চ ইনস্টিটিউট না হবে ততদিন পর্যান্ত লোকটাকে নমিনেট করে দেবেন স্টেট গভর্নমেণ্ট এবং হোমিও-প্যাথিক কলেজের যিনি প্রিন্সিপ্যাল তাকেও নমিনেট করে দেবেন সরকার। এমন কোন কাউন্সিল হওয়া উচিত নয় যে কাউন্সিলএ বেশী নমিনেটেড মেম্বার থাকবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে স্যার, এই আমরা দেখছি (এফ)এ ৮ জন লোক ইলেকটেড হচ্ছেন, রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথদের ভিতরে। আবার আমরা (ডি)তে দেখছি ৩ জন রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথকে তারা নমিনেট করবেন। এই দুটি ধারার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যদি রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথদের নমিনেটেড করবার ক্ষমতা সরকার নিয়ে নেন তাহলে রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথরা নমিনেসন পাবার জন্য যে ভাবে সরকারের কাছে যাবে সরকার কিছু রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথদের কিনে রাখার সুযোগ—সে সুযোগ তারা এই ভাবে করেছেন। সুতরাং আমার বক্তব্য যেটা আমি নোট অব ডিসেণ্টএ বলেছি সেটা হচ্ছে রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথ যারা এই কমিটিতে যাবেন তারা কেউ নমিনেটেড হয়ে আসবে না। তারা কে কে যাবেন বা না যাবেন রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথ যারা তারাই তাদের প্রতিনিধি পাঠাবেন। এবং যেখানে আমরা (এফ)এ রেখেছি যে ৮ জনকে ইলেকটেড করে দিবেন রেজিস্টার্ড হোমিও-প্যাথ যারা সেখানে আবার তিনজনকে নমিনেট করবার ব্যবস্থা কেন রাখা হল এটা আমি বুঝতে পারছি না। এর একমাত্র কারণ যে সরকার চায় এই কাউন্সিল যাতে স্বাধীন ভাবে না চলতে পারে। রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথ যারা ভোটের মাধ্যমে আসবে তাদের উপরে যাতে সরকারের কণ্ট্রোল থাকে তার জন্য তারা তিন জন রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথকে নমিনেট করে আনছেন। সব চেয়ে লজ্জার কথা হচ্ছে যেটা হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আসবেন, হোমিওপ্যাথিক কলেজের যারা প্রিন্সিপ্যাল থাকেন তারা কি এতই জ্ঞানহীন তাদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, তাদের ভিতর থেকে কে আসবেন তারা কি তা নির্বাচন করে দিতে

পারেন না। কিন্তু এখানে হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কে আসবেন সেটা সরকার নোমিনেট করবেন, এখানে নমিনেট করার কোন দরকার ছিল না, যতগুলি কলেজ আছে তার যারা প্রিন্সিপ্যাল তারা নিজেরা নিজেদের ভেতর থেকে কাকে পাঠাবেন তা তারা ঠিক করে নিতে পারতেন। এখানে নমিনেসন রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র যাতে কলেজগুলির উপরে, কলেজগুলি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে না পারে এবং এই কাউন্সিলে আসার জন্য প্রিন্সিপ্যাল যাতে সরকারের পায়ে গিয়ে ধরেন তার জন্য প্রিন্সিপ্যাল যাকে আনবেন তাকে সরকার নমিনেট করে আনবেন। প্রিন্সিপ্যালরা জ্ঞানী লোক গুণী লোক তারাই জানেন যে তারা কাকে পাঠাবেন—সেই জায়গায় তাদের ভোটের অধিকার না দিয়ে সেই জায়গায় নমিনেসন-এর ব্যবস্থা রেখেছেন। শেষ কথা যেটা স্যার, আপনি (এফ) এ দেখবেন চারটি সিট এর জন্য রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে - সিডিউলড কাস্টের রিজার্ভ করা জায়গা স্যার আমি আমার নোট অব ডিসেণ্টে বলেছি সেটা এই প্রসঙ্গে আসবে না। (এ) অ্যাণ্ড (বি) রাখা উচিত নয় সেটা আমি পরে বলব সেই ক্লজ যখন আসবে। আমি বলতে চাই কেন রিজার্ভেসন অব সিটস থাকবে তার দরকার কি?

[1-50—2-00 p.m.]

এর দরকার কি? ৮ জন হোমিওপ্যাথ যাঁরা আসবেন তাঁদের রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথরা ভোট দিয়ে পাঠাবেন এবং তাঁরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থ ভালভাবে বুঝবেন। হোমিওপ্যাথি ডেভলপ করুক, হোমিওপ্যাথি সায়েন্স ডেভলপ করুক এটা সবচেয়ে বেশী চায় যাঁদের এটা পেশা। কিন্তু তাঁরা যেভাবে প্রতিনিধি পাঠাতে পারছেন তাতে তাঁদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে না এই সন্দেহ আমাদের হচ্ছে। সরকারের হাতে যদি যায় তাহলে এঁদের ডিপার্টমেণ্টের যেসব ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারিরা আছেন তাঁদের কথা অনুসারে তাঁরা চলবেন এবং এই ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারীদের নজর এ্যালোপ্যাথির দিকে বেশি। হোমিওপ্যাথি ডেভলপ করুক সেদিকে তাঁদের নজর কম। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে উদ্দেশ্যে কাউন্সিল করা হবে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আমরা জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে অনুরোধ করেছিলাম যে নমিনেসন-এর জায়গা তুলে দেওয়া হোক এবং প্রিন্সিপ্যাল কে ইলেকটেড হতে দেওয়া হোক এবং এবং যেটা অভয়বাবু মুভ করছেন। এইভাবে যদি কাউন্সিল করা হয় তাহলে হোমিওপ্যাথিক বিল যে উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে সেটা সাধিত হবে বলে মনে হচ্ছে।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

স্যার, মাননীয় সনৎবাবু এ্যাডিসনাল সিটস ফর টিচার্স একথা বলেছেন। আমার কথা হচ্ছে একটা হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল প্রথম হলে তার খরচ চালান শক্ত হবে এবং সরকার থেকে প্রতি বছর টাকা দিতে হবে। কাজেই তার উপর যদি আবার সিট বাড়াই তাহলে আরও কষ্টকর হবে। আয়ুর্বেদিক বিল যখন এসেছিল তখন সিট-এর নাম্বার এ্যাসেম্বলী এবং কাউন্সিল থেকে যেটা ঠিক করা হয়েছিল সেটাই রাখা হয়েছে—নম্বর কমান হয়নি। টিচার এর জন্য যখন প্রভিসন করছি তখন আর এ্যাডিসনাল সিটস ফর টিচার্স এটার দরকার নেই। তারপর, অভয়বাবু সিটিজন-এর কথা যা বলেছেন তাতে আমার বক্তব্য হচ্ছে সিটিজন-এর কথা লেখার দরকার নেই বলে আমরা লিখিনি। তবে সিটিজন আমরা নিশ্চয়ই নেব। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, দি হেড অব দি হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এক্স অফিসিও হোয়েন সাচ অ্যান ইনস্টিটিউট ইজ এসট্যাবলিসড। ধরুন, কয়েক বছর পর আমাদের যদি ঠিক করা হয় যে আমাদের একটা হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট হবে এবং যার হেড একজন জার্মান, আমেরিকান বা ইংরেজ হোমিওপ্যাথ হবেন তাহলে তাঁকে কি আমরা কাউন্সিল থেকে বাদ দেব? সেইজন্যই ঐ সাব-ক্লজটা ওখানে দেওয়া হয় নি। যেখানে দেওয়া দরকার সেখানে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ ফাইভ (ওয়ান) এ-তে দেওয়া হয়েছে। অন্যগুলোতে দেবার দরকার নেই কারণ অন্যগুলো হয় এক্স অফিসিও আর না হয় গভর্ণমেণ্ট নমিনেটেড। যেগুলো এক্স অফিসিও সিট সেখানে তো সিটিজন অব ইণ্ডিয়া হবেনই। গভর্ণমেণ্ট যখন নমিনেট করবেন তখন সিটিজন তো হবেনই। এই সব কারণে এটা দেবার দরকার হয়নি এবং যাঁরা আইন করেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিটিজন কথাটা লিখিনি। তারপর পার্ট "এ" এবং "বি" সম্বন্ধে যখন আলোচনা হবে তখন নূতন করে এখন কিছু বলার দরকার নেই। অমরবাবু প্রেসিডেণ্ট এর প্যানেল সম্বন্ধে বলেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে ভালভাবে আলোচনা

করেছিলাম এবং সেখানে যা বলা হয়েছিল সেটাই আর একবার বলছি। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল-এ ঠিক একই আইন আছে এবং একে আমরা নমিনেসন বলি না। কোলকাতা ইউনিভার্সিটিতেও খুব সম্ভব এই একই আইন আছে যে সেখান থেকে তাঁরা ৩ জনের নাম ইলেক্ট করে দেবেন এবং গভর্নমেণ্ট তার মধ্য থেকে একজনকে ইলেক্ট করবেন। এটা একটা সেফগার্ড বলতে পারেন—একে নমিনেসন বলা উচিত নয়। এটা ইলেকসন এই কারণে যে, সরকার নাম বদলাতে পারেন না। তারপর, টিচার-এর সম্বন্ধে আগেই বলেছি কাজেই এখন আর সময় নষ্ট করতে চাই না। নিখিলবাবু নমিনেসন অব প্রিন্সিপ্যাল-এর কথা বলেছেন। আমাদের এখানে একজন প্রিন্সিপ্যাল দেওয়া হয়েছে এবং আমি একটু আগে বলেছি যে, সরকার থেকে আমরা একটা গভর্নমেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজ করবার চেষ্টা করব। এখন যদি ৩টি করব বলি তাহলে সেটা ঠিক হবে না—আমরা একটা কলেজ করবার চেষ্টা করব এবং এটা স্বভাবিক আমরা যেটা করার চেষ্টা করব তার যিনি প্রিন্সিপ্যাল তাঁরই এই সিট-এ আসা উচিত। এটা ভেবে এই জিনিস দিয়েছি। এর মধ্যে পলিটিক্যাল বা অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই বা অন্য কোন প্রিন্সিপ্যাল কে ইচ্ছে করে বাদ দেবার উদ্দেশ্য নেই।

মাননীয় সদস্যরা যদি শোনেন তাহলে একটা কথা বলি আমাদের যেটা সাতটা সীট নমিনেটেড এবং অন্য যে আটটা সীট আছে ইলেকশনের সেখানে অন্য প্রিন্সিপ্যালরা আসতে পারবেন, কিন্তু আমাদের প্রিন্সিপ্যাল অব দি হোমিওপ্যাথিক কলেজ যেটা আছে ৬(১) হইতে সেখানেও তো একটাই সীট, আর একটা আমরা স্টেট কলেজ করবো সুতরাং আবার প্রিন্সিপালদের মধ্যে ভোট করিয়ে লাভ নেই। সেজন্য এই কথাটা লেখা রয়েছে। আমরা প্রিন্সিপ্যাল অব দি হোমিওপ্যাথিক কলেজ এফিলিয়েটেড টু দি কাউন্সিল, এখানে গভর্নমেণ্ট একখানি লিখিনি এজন্য যে গভর্নমেণ্টের কতদিন যে সময় লাগবে তাতো আমরা জানি না, তবে যে উদ্দেশ্যে এটা লেখা হয়েছে, সে উদ্দেশ্যটা বলে দিলাম, আমরা আগামী বছর হয়ত হোমিওপ্যাথিক কলেজ করবার চেষ্টা করবো। যেমন এ বছর আয়ুর্বেদিক কলেজ করবার কথা ছিল। কিন্তু আমরাতো পারিনি, কারণ আমাদের যে জিনিস পারতে গেলে আইনে অনেক গণ্ডগোল আছে, তাদের বাড়ী নেওয়া তাদের সম্পত্তি নেওয়া, তাদের সেই সম্পত্তি দেবার অধিকার আছে কিনা দেখতে হবে, ঠিক হোমিওপ্যাথিক কলেজের বেলাতেও সেরকম প্রশ্ন উঠে। হয়ত এক বছরের জায়গায় দু বছর হয়ে যেতে পারে।

Shri Nani Bhattacharjee :

আমাদের এখানে যখন রিসার্চ ইনস্টিটিউট তৈরী হবে তখন গভর্নমেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে এক্সঅফিসিও হিসাবে নেবার কথা বলছেন, সেটা এখনও তৈরী হয়নি, সুতরাং সেই রকম হোমিওপ্যাথিক কলেজ যদি তৈরী হয় তখন তাঁকেও আপনারা এক্সঅফিসিও নিতে পারবেন। কিন্তু এটা যেভাবে কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে এটা তাতে Principal of a Homoeopathic College affiliated to the Council নমিনেশনে যাচ্ছে। সুতরাং আপনি সেটাকে সেভাবে করতে পারেন। আপনি যেভাবে বললেন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গভর্নমেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে আমরা এক্স অফিসিও হিসাবে নিতে চাই। সুতরাং যেমন ভাবে আপনারা ডি'তে লেংগুয়েজটা রেখেছেন সেভাবে এখানে বানিয়ে নিতে পারেন।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Cuha:

সেটা হয়ত করা যেত কিন্তু আমার মনে হয় সেটা এমন কিছু পরিবর্তন নয়। আমরা এই মুহূর্তে এটা করার এমন কোন আবশ্যকতা দেখছি না কেননা আমাদের যে উদ্দেশ্য সেটা খোলাখুলি বলছি যে আমাদের একটি স্টেট কলেজ হবে এবং তারই প্রিন্সিপ্যাল যাতে এই কাউন্সিলে থাকতে পারেন। তিনিই তো ছাত্রদের পড়াবার ব্যবস্থা করবেন, তাঁরই থাকা উচিত। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা রেখেছি। আমাদের ডি-তে যেমন ছিল সেটা হয়ত করা যেত তবে আয়ুর্বেদিক বিলে যেরকম ছিল সেটা দেখেই এটা এভাবে করা হয়েছিল তার পরিবর্তন করা হয়নি। আমাদের 'এ' কেটেগরীর জন্য কেন রিজার্ভেশন আছে সেটা

জয়েন্ট কমিটিতে আলোচনা করেছিলাম ভালভাবে যে এখন আমাদের 'এ' কেটেগরীর চেয়ে 'বি' কেটেগরীর হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার্স অনেক বেশী হবে এটাই আমার ধারণা। রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিশনার্স এবং যার এ কেটেগরীর, দেখতে গেলে হয়ত ধরে নেব তাঁরাই হোমিওপ্যাথি বেশী চর্চা করেছেন, কিন্তু এর কোন এ্যাপ্রুভড ইনস্টিটিউসন নেই এবং তাদের বেশীর ভাগই ৩/৪ বছর ধরে পড়াশুনা করেছে এবং তাদের মধ্যে যদি কেউ না আসতে পারে এই ভয় হওয়াতেই আমরা ৮টির মধ্যে ৪টি করেছি, তাও মেজরিটি করিনি। ৪টি তাদের জন্য রিজার্ভ রেখেছি। এর মধ্যে কোন পলিটিকেল স্বার্থ নেই এবং এই যে নমিনেশন বেশী হবে একথা যাঁরা বলছেন তাদের বলছি এই সাতটি সীট তার মধ্যে আজকে কথাই দিলাম যে এই প্রথম যে তিন জন রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার্স নমিনেশনে নেওয়া হবে তাঁরা তিন জনই টিচার্স নমিনেট করবো। এবং বাকী যে চারটি সীট তাতে বুঝতে পাচ্ছেন মাননীয় স্পীকার মহাশয় হয় আমাদের ডিরেক্টার অব হেলথ সার্ভিসেস না হয় তার কোন জয়েন্ট ডিরেক্টার অথবা ডেপুটি ডিরেক্টার এমন একজনকে তো রাখতেই হবে। আমরা ডিরেক্টার নামটা এখানে দিইনি এজন্য যে যদি তাঁর পক্ষে এটেণ্ড করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্য কোন জয়েণ্ট ডিরেক্টার বা ডেপুটি ডিরেক্টার যার হোমিওপ্যাথিতে বেশী ইণ্টারেস্ট আছে তাঁকে দেবো। সুতরাং বাকি থাকবে নমিনেশনের জন্য তিনটি সীট, এই তিনটি সীটই আমরা বরাদ্দ করে দিচ্ছি টিচার্সদের জন্য। আর যেগুলো এক্স অফিসিও সীট সেগুলো মাননীয় নিখিল বাবু বললেন সেগুলি নমিনেশন, আমার মনে হয় এটা ভাষার গণ্ডগোলের জন্যই এটা হয়েছে। আমি তাকে অনুরোধ করবো তিনি যেন এটা দেখেন যে ভাইস চ্যান্সেলার নমিনেট করবেন তা সরকারী নমিনেশন বা কোন পলিটিকেল উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করবেন এরকম না ভাবাই বোধ হয় ভাল। হয়ত ক্যালকাটা ইউনি-ভার্সিটিতে পলিটিক্স নিয়ে গোলমাল হতে পারে। তাই বলে সরকারী নির্দেশে ভাইস চ্যান্সেলার কোন রকম পলিটিকেল নমিনেশন দেবেন তা আমরা আশা করছি না। আমরা আশা করি ভাইস চ্যান্সেলর এমন লোক দেবেন যিনি হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিলে থেকে যাতে হোমিওপ্যাথির উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে, হোমিওপ্যাথির টিচিং যাতে ভালভাবে হয় তার চেষ্টা করবেন। এই রকম উপযুক্ত লোক তিনি দেবেন।

[2-00—2-10 p.m.]

Shri Nikhil Das:

আপনি যা এক্সপ্লেন করলেন তাতে আমরা কোয়াইট স্যাটিসফায়েড। তাহলেও এটা করে দেওয়া দরকার তিন জন যে শিক্ষক নেবেন সেই শিক্ষক নোমিনেট করবেন।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

এটাকে আমরা নোমিনেটেড সিটের মধ্যে দিয়েছি। আমরা প্রথমবার এই যে ৩ জন হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার আছে আণ্ডার ক্লজ ৫(১)(বি), এঁরা ৩ জনই শিক্ষক হবেন অব এ অ্যাফিলিয়েটেড ইনস্টিটিউসন, সেই শিক্ষকদের নোমিনেসান দেব। আজকে যতগুলি এ্যাফিলিয়েটেড ইনস্টিটিউসান আছে সেগুলি এ্যাফিলিয়েটেড ইনস্টিটিউসান থাকবে কি থাকবে না সেগুলি আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ, একজন মাননীয় সভ্য বলেছিলেন এখন যে ফেকাল্টি আছে তাদের একটা গ্রুপিং আছে। ফেকাল্টির বাইরে affiliated and non-affiliated homoeopathic practitioners তাদের মধ্যে অনেকগুলি গ্রুপ আছে। আমরা আশা করছি নতুন হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল হলে সেই গ্রুপিং ভাঙ্গতে পারা যাবে এবং আমরা আশা করছি এফিলিয়েটেড ইনস্টিটিউসন বাড়তেও পারে কমতেও পারে। এখন থেকে যদি ইলেকসানের কথা বলি তাহলে সেটা ন্যায্য হবে না। কারণ, এ্যাফিলিয়েসান প্রপার আছে কিনা সেই গ্যারাণ্টি আপনাকে দিতে পারছি না। নতুন কাউন্সিল হলে ২।৩ বছর পরে সেই গ্যারাণ্টি দেওয়া সম্ভব হবে।

Shri Amarendra Nath Roy Pradhan :

টিচাররা ফার্স্ট টার্মে যেমন আসবে সেই ভাবে বিলটা তৈরি করতে আপত্তি কোথায়?

Shri Nikhil Das:

All the members of the Council for the first term are being nominated. তারপর সেকেণ্ড টার্ম থেকে ইলেকশানের প্রশ্ন আসছে। এখন কথা হচ্ছে ফার্স্ট টার্মে যদি কলেজগুলি এ্যাফিলিয়েটেড করা হয় তাহলে সেই কলেজগুলি এ্যাফিলিয়েটেড হয়ে যাবার পর টিচাররা প্রতিনিধি ইলেকসান করলে যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হবার কোন কারণ নেই।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

মি: স্পীকার স্যার, আমাকে একই কথা আর একবার বলতে হবে। আমার যা মনে হচ্ছে তাতে নিখিল বাবু যা বলছেন ফল ঠিক তার উল্টো [illegible]। [illegible] যদি সমস্ত এ্যাফিলিয়েটেড কলেজ ঠিকমত এ্যাফিলিয়েসান না পেয়ে থাকে বা যারা নন-এ্যাফিলিয়েটেড তাদের ননএ্যাফিলিয়েটেড থাকাটা ন্যায্য হয়ে থাকে তাহলে সেই সমস্ত এ্যাফিলিয়েটেড এবং নন-এ্যাফিলিয়েটেড কলেজের টিচারদের ইলেকসান হওয়াটা কি ঠিক হবে? এই সমস্ত ভেবেচিন্তে আমরা সেই জিনিসটা দিই নি। যদি ভবিষ্যতে দরকার হয় তাহলে, জয়েণ্ট কমিটিকে যেমন আশ্বাস দিয়েছিলাম, প্রথম ইলেকসান হয়ে যাবার পর সেই রকম এ্যামেণ্ডমেণ্ট করা যাবে। আজকে সেজন্য অনুরোধ করব এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট উইথড্র করার জন্য। যদি সেটা আপনাদের পক্ষে করা সম্ভব না হয় তাহলে সেগুলি অপোজ করছি।

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that after clause 5 (1) (f), the following be added:—

"(g) five members elected by teachers of affiliated Homoeopathic Colleges from among themselves." was then put and lost.

The motions of Shri Abhoy Pada Saha—

that in clause 5 (1), in line 2, after the word "members" and before the word "namely" the words "who must be citizens of India and possess other qualifications as mentioned here-in-after" be inserted;

that for clause 5 (1) (b) the following be sustituted:

"(b) three members elected by the members of the West Bengal Legislative Assembly and West Bengal Legislative Council in the manner as may be prescribed "

that for clause 5 (1) (e) the following be substituted:

"(e) one member elected by the Principals of Homoeopathic Colleges from amongst themselves;" and

that for clause 5 (1) (f) the following be substituted:

"(f) nine members elected by the registered homoeopathic practitioners from amongst themselves "

were then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Roy Prodhan that for clauses 5 (1) (a) and (b), the following be substituted:—

"(a) a President elected by the members of the Council from among themselves;

(b) three members elected by the West Bengal Legislative Assembly, of whom at least two shall be registered Homoeopathic practitioners;

(bb) one member elected by the members of the West Bengal Legislative Council,

(bbb) three members elected by the teachers of Homoeopathic Colleges from among themselves;"

was then put and lost

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 6

Shri Abhoy Pada Saha: Sir, I beg to move that clause 6 be substituted by the following:

"6. The State Government shall see that the election or nomination of members under section 5 (1) is done in a manner as may be prescribed."

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ক্লজ ৬-এ আছে যে যদি তাঁরা ইলেকসন না করতে পারেন, ইলেকটোরাল রোল তৈরী করে ইলেকটোরেট বডি যদি ইলেকসন না করতে পারে বা যেখানে নমিনেসনের ব্যাপার আছে সেখানে নমিনেসান না দেয়া হয় তাহলে স্টেট গভর্নমেণ্ট থেকে নমিনেসান দিয়ে সেই অফিস ফিলড় আপ করা হবে। আমি বলতে চাচ্ছি যে কেন হবে না? যদি গভর্নমেণ্ট তদ্বির করেন যাতে ইলেকটোরাল রোল তৈরি হয়—ডাক্তারদের মারফৎ ইলেকসন যা হবে, ভাইসচ্যান্সেলার যে নমিনেসান দেবেন, তিনি বা তাঁরা নমিনেসান দেবেন না কেন? যদি তদ্বির করেন নিশ্চয়ই হবে। সেজন্য আমি ঐ ক্লজটার পরিবর্তে বলছি—
The State Government shall see that the election or nomination of members under section 5(1) is done in a manner as may be prescribed.

আমি একথা বলছি যে যদি কোন ইলেকসান না হয় অফিস ফিলড় আপ না করতে পারে বা নমিনেসান না দিয়ে অফিস ফিলড় আপ হয় তাহলে স্টেট গভর্নমেণ্ট নমিনেসান দিয়ে বিল পাশ করবেন এটা ঠিক নয়, কারণ গভর্নমেণ্ট যদি ঠিকমত তদ্বির তদারক করেন তাহলে নিশ্চয়ই ইলেকসন হতে পারবে। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য সেখানে যাতে ইলেকসান হয় বা নমিনেসান দেয়া হয় সেটা স্টেট গভর্নমেণ্টকে দেখার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তারা সেইভাবে সেটা দেখবেন।

Shri Nani Bhattacharjee:

স্যার, আমি ঐ একই অ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করছি। এখানে আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে ইন ক্লজ (সি) অব সাব সেকসন (১), সেখানে বলা হচ্ছে
one member nominated by the Vice-Chancellor of the University of Calcutta.

এখন তিনি যদি নমিনেট না করেন তাহলে কি অবস্থা হবে—সে জায়গায় ওরা বলছেন যে গভর্নমেণ্ট ফিলআপ করবেন, গভর্নমেণ্ট নমিনেট করবেন। ঠিক তেমনি সেখানে ইলেকসনের কথা বলা হচ্ছে, তারা যদি ইলেক্ট না করেন তাহলে সেখানে গভর্নমেণ্ট নমিনেট করবেন। এই ভাবে ক্লজ৬এ রাখা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে প্রথমেই ধরে নিচ্ছেন কেন যে এটা হবে? একজন রেসপনসিবল অফিসার (সি) ভাইস চ্যান্সেলার অব দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তিনি নিশ্চয়ই এই আইনানুসারে তাকে বল্লে নমিনেট করবেন। ঠিক তেমনি ইলেকসনের ক্ষেত্রে যদি সরকার থেকে প্রেসক্রাইবড রুলস করে যখন সেই প্রেসক্রাইবড় রুলস অনুসারে প্রেসার দেন এবং এই সমস্ত ব্যবস্থা করেন তাহলে আমার মনে হয় যে এই ধরনের কোন ইভেনচুয়ালিটি দেখা দেবে না। সুতরাং এটার বদলে আমরা এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট করে দিয়েছি
The State Government shall see that the election or nomination of the members under section 5(1) is done in a manuer as may be prescribed.

এটা একটা খুব ইমপরট্যাণ্ট অ্যামেণ্ডমেণ্ট কিছু নয়। এই ইভেনচুয়ালিটিটা আগে থেকে কেন ধরে নিচ্ছেন?

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

মিঃ স্পীকার স্যার, এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা নিলে হোমিওপ্যাথী কাউন্সিলকে স্টেট গভর্নমেণ্টের উপর আরো সাবসার্ভিয়েণ্ট করে দেওয়া হবে বলে আমি মনে করি। সেজন্য আমার মনে হয় যে এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা নেয়া উচিত নয়, কারণ হোমিওপ্যাথী কাউন্সিল এই সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। সেই জায়গায় সরকারকে যদি ভার দেয়া হয় তাহলে অন্ততঃ সরকারের এ ব্যাপারে হোমিওপ্যাথি কাউন্সিলের উপর একটা মুরুব্বিয়ানা করবার ব্যবস্থা করা হবে বলে আমি মনে করি। সেজন্য এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

Shri Abhoy Pada Saha:

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that clause 6 be substituted by the following:—

"6. The State Government shall see that the election or nomination of members under section 5 (1) is done in a manner as may be prescribed".

was then put and lost.

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 7

Correction of a printing mistake in an amendment

Shri Nani Bhattacharjee: There is a mistake in amendment Nos. 59-64. Instead of "clause 7 (b) be omitted", it should be "clause 7 (6) be omitted".

Mr. Speaker: Correction may be made accordingly

[2-10—2-20 p.m.]

Shri Abhoy Pada Saha: Sir, I beg to move that clause 7 (6) be omitted

মি: স্পীকার স্যার, এই ৭নং ক্লজে ডিসকোয়ালিফিকেশন সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে কারা কাউন্সিলের মেম্বার হতে পারবে না। প্রথমে বলা হয়েছে

7(1) He has been convicted of any offence involving moral turpitude

কিন্তু ৭(৬)তে আবার বলা হচ্ছে

7(6) He has been dismissed from the service of the Central Government or a State Government or a local authority on a charge of gross misconduct or an offence involving moral turpitude.

আমি অনেক ক্ষেত্রে জানি যে অনেক সরকারী কর্মচারী এবং অন্য সংস্থার কর্মচারী যেমন লোক্যাল সেলফ গভর্নমেণ্টের কর্মচারী এমন অনেক দলাদলীতে পড়ে হয়ত যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে মোরাল টারপিচিউড, গ্রস মিসকণ্ডাক্ট—এই রকম ভাবে পড়ে মিথ্যাভাবে অনেক সময় ডিসমিস হয়ে যায়—সেখানে ডিসমিস হযে গেলে তার রাইট চলে যাবে– কাউন্সিলে যেতে পারবে না এটা ঠিক উচিত হবে না। সেইজন্য ফার্ষ্ট-এ যেটা আছে যদি কনভিকসন হয় যে হি হ্যাজ বিন কনভিকটেড যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাকে কাউন্সিলে আসতে দেওয়া উচিত হবে না। যদি এই সেকসনটা রাখা হয় যদি একটা বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে হয়তো এমন হতে পারে যে একজন লোক–উপযুক্ত ব্যক্তি–কিন্তু সে আসতে পারছে না। সেজন্য আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে যে এই যে এই সেক্সনটা অমিট করে দিলে অর্থাৎ ৭(৬) সেকসনটা অমিট করে দিলে কোন ক্ষতি হবে না।

Shri Nani Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে ৭নং ক্লজ–এটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা–এখানে কারা নমিনেটেড বা ইলেকটেড হতে পারবে না সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এবং সেখানে এর ৬নং উপধারায় ২টি জিনিস বলা হয়েছে। কাজেই অন এ চার্জ অব গ্রস মিসকণ্ডাক্ট কোন লোক–সে লোকাল সেলফ গভর্ণমেণ্ট থেকে আরম্ভ করে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত কেউ যদি কাজ করে এবং তিনি যদি ডিসমিস হন তাহলে সে নমিনেটেড বা ইলেকটেড হতে পারবে না ইন দি কাউন্সিল–ঠিক তেমনই বলা হয়েছে যে যদি ডিসমিস হয় অন অ্যান অফেন্স ইনভলভিং মোরাল টারপিচিউড তখন সে ইলেকটেড বা নমিনেটেড হতে পারবে না। মি: স্পীকার স্যার, এই ধরণের যে ডিসকোয়ালিফিকেসন ক্লজ গণতন্ত্রে প্রকৃত অবিচার করা বটে এবং সংগে সংগে অন্যান্য আন্দোলনের –এমন কি ডেমোক্রাটিক মুভমেণ্টের পথে একটা অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। একটা খড়্গ তুলে রাখা হয়েছে–তার কারণ একটা দৃষ্টান্ত দিই–যে একজন ভাল হোমিওপ্যাথ– সে এমনি সমস্ত বিষয়ে ইলেকসনে দাঁড়াতে পারে, কাউন্সিলে যেতে পারে, কিন্তু যেহেতু সে কোন কাজে লোক্যাল সেলফ গভর্নমেণ্টের ডিস্ট্রিক্ট কর্মচারী থাকা কালীন হোক বা কোন জায়গায় স্টেট গভর্ণমেণ্টের কর্মচারী থাকা কালীন হোক সেখানে কোন রকমভাবে ডিসমিস হয়েছে গ্রস্ মিসকণ্ডাক্ট-এর নামে যেটা চলে যাচ্ছে এবং

তার কোন ব্যাখ্যা ধরা নেই–ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডারে যে যে চ্যাপটারের উল্লেখ আছে সেখানে কোন কথা স্পষ্টভাবে নেই– এবং এই রকম ভাবে সে আর এখানে আসতে পারবে না। সেইজন্য মোর্যাল টারপীচিউড দরুণ সে যদি কনভিকটেড হয় তাহলে তাকে ডিসকোয়ালিফায়েড করা যেতে পারে এই রকম ব্যবস্থা রাখা দরকার। কিন্তু ৬নং উপধারায় যে ডিসকোয়ালিফিকেসন ক্লজ রাখা হয়েছে এটা তুলে দেওয়া দরকার–এটা অন্য সব এমন কি মিউনিসিপ্যালিটিতে এসেম্বলীর মত জায়গায় যেখানে আইন কানুন তৈরী হচ্ছে সেখানে যদি দেখি যে রিপ্রেজেণ্টেসন অব দি পিপল এ্যাক্ট-এর যে চ্যাপটার আছে সেখানে ঠিক এই জন্য ডিসকোয়ালিফিকেসন ক্লজের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। সেখানে আমি বলছি, আপনারা আলাপ করে দেখুন যে সেখানে রিপ্রেজেণ্টেসন অব পিপলস অ্যাক্টএ এই রকম ধরণের ডিসকোয়ালিফিকেসন ক্লজ নেই। সেখানে যদি কেউ ইলেকসন অফেন্স করে, ম্যাল-প্র্যাকটিস করে এবং আরো কতকগুলি নির্দিষ্ট আছে এবং আরো অন্যান্য যেখানটায় ডিসকোয়ালিফিকেসনের চাপটার আছে কিন্তু এটা কোথাও নেই যে এই রকম ধরণের অন এ পার্টিকুলার চার্জ ডিসমিস হবে যায় এবং সেটা গ্রস মিসকনডাক্ট নামে চালিয়ে বা মরাল টারপিটিউড ঘটেছে এই নাম চালিয়ে তার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া, কাউন্সিলে না আসতে দেওয়া এই রকম কোন ব্যবস্থা নেই। আপনারা আলাপ আলোচনা করে দেখুন না? আমি বললাম সব থেকে বড় অ্যাক্ট হচ্ছে অ্যাসেম্বলী কাউন্সিল তৈরী করার ব্যাপারে রিপ্রেসেনটেশন অব পিপলস অ্যাক্ট, সেখানেও এই ধরণের ডিসকোয়ালিফিকেসনশন চ্যাপটার নেই।

Shri Amarendra Nath Roy Prodhan: I move that in clause 7(6), lines 3-4, the words "gross misconduct or" be omitted

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট-এ আমি বলেছি গ্রস মিসকনডাক্ট এই কথাটা বাদ দিয়ে দেওয়া হোক। এই জন্যই বলেছি যে এই মিসকনডাক্ট কথাটি অত্যন্ত ভেগ এবং আমরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জানি যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী বা প্রদেশের যেসব সরকারী কর্মচারী ছাঁটাই হয় এর নামে তার বেশীর ভাগ উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে। কিম্বা সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিম্নকর্মচারীদের ঝগড়া এইগুলিকে কেন্দ্র করেই এই মিসকনডাক্ট কথাটা ব্যবহার করা হয়। কাজেই আমি মনে করি এই মিসকণ্ডাক্ট কথাটি যদি থাকে তাহলে হয়ত দেখা যাবে যে যারা সত্যিকারের উপযুক্ত মানুষ তারা হয়ত রাজনৈতিক কারণে বা উপর ওয়ালার সঙ্গে মতবিরোধ করেই হোক ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষেও এই কাউন্সিলে আসবার পথটা বন্ধ হয়ে যাবে। সেই জন্যই মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি যে এই মিসকণ্ডাক্ট কথাটি তুলে দেওয়া হোক।

The Hon'ble Prabodh Kumar Guha:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একটু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে এই ৭(৬) সাব ক্লজটা নিয়ে আপত্তি উঠেছে দেখে। কারণ আমি আগেই বলেছি আমাদের হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল যেটি নূতন হবে–আমি অন্তত: প্রার্থনা করছি সেখানে যাতে পোলিটিক্স না ঢোকে–সুতরাং এই যে আমরা ক্লজটা দিয়েছি, এর মধ্যে পোলিটিক্স করবার ক্লজ নয়, এটা দেওয়া হয়েছে যে একজন সরকারী চাকরী যিনি করতেন তিনি যদি গ্রস মিসকনডাক্ট বা মোরাল টারপিটিউড এই রকমের কোন অফেন্স প্রমাণ হয় এবং প্রমাণ হবার পর তাকে যদি ডিসমিস করা হয়, তিনি সরকারী চাকুরে বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চাকুরে হন, তার মত এই রকম একটি লোক আমাদের এই প্রোফেসনাল হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিলএ থাকলেন কি না থাকলেন তার জন্য আমাদের মাননীয় সভ্যদের আমি অনুরোধ করবো মাথা ব্যথা না হওয়াই ভাল। কারণ আরো অনেক ভাল ভাল হোমিওপ্যাথ থাকবেন যাঁরা এখানে দাঁড়াতে পারবেন এবং নির্বাচিত হয়ে আসতে পারবেন। স্যার, আমি এই কথা বলে এটা অপোজ করতে চাই।

The motion of Shri Amarendra Nath Roy Prodhan that in clause 7(6), lines 3-4, the words "gross misconduct or" be omitted, was then put and lost.

[2-20—2-30 p m.]

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that clause 7(6) be omitted was then put and a division taken with the following result:—

Noes—94

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdul Gafur, Shri
Abdul Latif, Shri
Abul Hashem, Shri
Ahamed Ali Mufti, Shri
Baidya, Shri Ananta Kumar
Bankura, Shri Aditya Kumar
Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit
Barman, Shri Syama Prosad
Basu, Shri Abani Kumar
Bauri, Shri Nepal
Beri, Shri Daya Ram
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Bose, Shri Promode Ranjan
Chakravarty, Shri Hrishikesh
Chakravartty, Shri Jnantosh
Chatterjee, Shri Mukti Pada
Das, Shri Abanti Kumar
Das, Shri Ambika Charan
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr Kanai Lal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shrimati Santi
Dasgupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dhar, Shrimati Charu Shila
Dhara, Shri Sushil Kumar
Dutt, Shri Ramendra Nath
Fazlur Rahman, The Hon'ble S M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Guha, The Hon'ble Dr Prabodh Kumar
Haldar, Shri Haralal
Halder, Shri Jagadish Chandra
Hansda, Shri Debnath
Hazra, Shri Parbati Charan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Ishaque, Shri A K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jana, Shri Prabir Chandra
Joynal Abedin, Shri
Karam Hossain, Shri
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Khamrai, Shri Niranjan
Khan, Shri Gurupada
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Mahanty, The Hon'ble Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Maitra, Shri Anil
Maitra, Shri Birendra Kumar
Maiti, The Hon'ble Abha
Maity, Shri Bijoy Krishna

Maity, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, Shrimati Niharika
Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mitra, Dr Gopikaranjan
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shrimati Santilata
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar
Mukherjee, Shri Santosh Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Naskar, The Hon'ble Ardhendu Sekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pandit, Shri Krishna Pada
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prasad, Shri Shiromani
Raikut, Shri Bhupendra Deb
Ray, Dr Anath Bandhu
Ray, Shri Kamini Mohan
Roy, Dr Indrajit
Roy, Shri Nepal Chandra
Roy, Shri Pranab Prosad
Roy, Shri Tara Pada
Saha Shri Dhaneswar
Santra Shri Jugal Charan
Saren, Shri Mangal Chandra
Sarker, Shri Narendra Nath
Sen The Hon'ble Bijesh Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shamsul Bari, Shri Syed
Sharma, Shri Jaynarayan
Sinha, Shri Phanis Chandra

Ayes—23

Adhikary, Shri Sailendra Nath
Bagdi Shri Lakhan
Banerjee, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basumata, Shri Sunil
Besterwitch, Shri A. H.
Bhattacharjee, Shri Nani
Bhattacharyya, Dr. Abon.
Das, Shri Nikhil
Ghosh Shri Deb Sara.
Guha, Shri Kamal Kant.
Kundu, Shri Gour Chandra
Mahata, Shri Padak
Majhi, Shri Kandru
Mandal, Shri Adwaita
Mandal, Shri Siddheswar
Mitra, Shrimati Ila

Murmu, Shri Nathaniel
Nawab Jani Meerja, Shri Syed
Roy, Shri Bijoy Kumar
Roy, Dr. Narayan Chandra
Roy Pradhan, Shri Amarendra Nath
Saha, Shri Abhoy Pada

The Ayes being 23 and the Noes 94, the motion was lost.

The question that clause 7 do stand part of the Bill was put and agreed to.

Clauses 8 and 9

The question that clauses 8 and 9 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clauses 10 to 12

The question that clauses 10 to 12 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 13

Shri Abhoy Pada Saha: Sir, I beg to move that in clause 13(2), lines 2 to 5, for the words beginning with "the State Government" and ending with "nominated" the words "the Vive-President shall act as the President until the new President is elected by the Council at its next meeting" be substituted.

স্যার, যতদিন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট না ইলেকটেড হবেন ততদিন পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজ করবেন এটা হচ্ছে আমার অ্যামেন্ডমেন্ট, কিন্তু বিলে আছে
The President shall hold office for the period mentioned in section 11 or until his successor is nominated, whichever's longer

যাহোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে তাঁর অবর্তমানে ভাইস-প্রেসিডেন্ট কাজ করবেন।

Shri Nani Bhattacharjee:

স্যার, প্রসিডেন্ট যদি মারা যান বা রিজাইন করেন তাহলে কিভাবে কাজ চালান হবে সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে, দি স্টেট গভর্ণমেন্ট স্যাল নমিনেট এ্যানাদার পার্সন অ্যাস প্রেসিডেন্ট এ্যান্ড সাচ প্রেসিডেন্ট স্যাল হোল্ড অফিস। তারপর অবশ্য বলা হয়েছে যে, যতদিন সেই নমিনেসন না হচ্ছে ততদিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট কাজ করবেন। আমরা এটাকে কোয়ালিফাই করতে বলছি। কি ভাবে কোয়ালিফাই করবেন, না এ্যাস প্রেসক্রাইবড অর এ্যাস রেফার্ড টু ইন সেকসন ফাইভ (ওয়ান) (এ)। এখানে নমিনেসন-এব ব্যাপাবে ফ্রি স্কোপ নিয়ে নিলেন কিন্তু কোয়ালিফাই করলেন না। প্রিন্সিপ্যাল মারা গেলে বা রেজিগনেসন দিলে সেখানে নেক্সট প্রিন্সিপ্যালকে নমিনেট করবেন বলছেন, কন্তু সেটা কোয়ালিফাই না করলে ১৬ আনা কর্তৃত্ব আপনাদের নমিনেসন করবার ব্যাপার থেকে যাচ্ছে। প্রিন্সিপ্যাল-এর নমিনেসন সংক্রান্ত ব্যাপার যেভাবে হয়েছে এবং যে প্যানেল থেকে করেছেন সেই জায়গা মেনে যদি নমিনেট করেন তাহলে ভাল হয় এবং উই হ্যাভ নো অবজেকসন। কিন্তু তা না কবে যদি ফ্রি হ্যান্ড নিয়ে নেন তাহলে আমাদের আপত্তি আছে। যাহোক, নমিনেসন কথাটা কোয়ালিফাই করে বিলেট করতে পারেন কিনা সেটাই হচ্ছে বিচার্য্য বিষয়।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, কথাটা যা উঠেছে তাতে আমাদেব পক্ষে এ আশ্বাস দেওয়াটা খুব সহজ, সরকার পক্ষ থেকে কোন রকম গোলমাল হয এটা চাচ্ছ না। সুতরাং কাউন্সিল যদি তিনটা নাম পাঠায়, তার মধ্যে যাকে অমবা প্রেসিডেন্ট নমিনেট করবো, তিনি যদি মারা যান তাহলে আর যে দুটি নাম থাকবে তার মধ্য থেকে আমরা প্রথম চেষ্টা করবো যাতে প্রেসিডেন্ট নমিনেট করা যায়।

[2-30—2-40 p.m.]

Shri Nani Bhattacharjee :

আপনি যে এসিওরেন্স দিলেন সেটা রেকর্ডে হয়ত থাকল তারপর নানা রকম টালমাটালে তার মূল্য হয়ত বেশী থাকবেনা। সুতরাং সেখানে নমিনেশনের কথাটাকে আপনারা কোয়ালিফাই করতে পারেন কিনা।

The Government shall nominate another person as president at per clause 5(1) (a)

একটা রেফারেন্স দিলেই হবে যাবে সেইরকম কিছু করতে পারেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha :

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, সেটা করবার দরকার হবে না। যে ভয়টা করছেন, আমাদের নমিনেশন যখন হবে, এ সম্বন্ধে যাঁরা নোট দেবেন, তাঁরা এখনই নোট নিচ্ছেন সরকারের পক্ষ থেকে লিখে যাচ্ছেন এবং সে রকমভাবে কাজ করবেন, সুতরাং আমার এসিওরেন্স থাকবেইতো।

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that in clause 13(2), lines 2 to 5, for the words beginning with "the State Government" and ending with "nominated" the words "the Vice-President shall act as the President until the new President is elected by the Council at its next meeting" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 14

The question that clause 14 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 15

Shri Abhoy Pada Saha: I move that in clause 15(2), in line 4, after the word "themselves," the words "of whom at least three shall be registered homoeopathic practitioners" be inserted

I also move that in clause 15(6), lines 1 and 2, the words beginning with "subject" and ending with "Government" be omitted

এখানে আমি বলছি যে ২-এতে আছে যে প্রেসিডেণ্ট ভাইস প্রেসিডেণ্ট থাকবেনই আর এক্স-অফিসিও ৫ জন মেম্বার কাউন্সিল থেকে ইলেকটেড হবে কিন্তু আমার বলার কথা হচ্ছে ৫ জনের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথ ডাক্তার থাকা উচিত। সেজন্য আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে ৫ জনের মধ্যে ৩ জন এ্যাট লিস্ট যেন হোমিওপ্যাথ হন। যদি কাউন্সিল এক্জিকিউটিভ্ কমিটিতে ডাক্তার না থাকে তাহলে এটা অর্থহীন হয়ে পড়ে, সেজন্যই আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট দেওয়া।

আর একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে।

in clause 15(6), lines 1 and 2, etc

এই যে আছে দি কাউন্সিল মে অলসো

subjects to the approval of the state Government

এই যে সাবজেক্ট টু দি অ্যাপ্রুভাল অব দি স্টেট গভর্নমেণ্ট বাদ দিতে বলছি। কারণ কাউন্সিলকে একেবারে ক্ষমতা দেওয়া উচিত। তাঁরা কমিটি করে ঠিক করুন সাবজেক্ট টু দি অ্যাপ্রুভাল অব দি স্টেট গভর্নমেণ্ট এটা আবার কেন হল? কারণ কাউন্সিল যেটা তৈরী হবে তাঁরাই হোমিও-প্যাথিকের শুভাশুভ, হোমিওপ্যাথিকের উন্নতি চিন্তা করবে, মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তা করবে। আবার সাবজেক্ট টু দি অ্যাপ্রুভাল অব দি স্টেট গভর্নমেণ্ট এটা লাগানোর অর্থ হচ্ছে একেবারে সর্বতোভাবে সরকারী আওতাতেই থাকুক এটা ব্যক্ত হয়ে পড়ে। কিছুটা গণতান্ত্রিক ক্ষমতা দেওয়া উচিত। সবক্ষেত্রে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা বেসরকারীভাবে দেশে যথেষ্ট

প্রসার লাভ করেছে। সরকারের কেবল সহযোগিতা করে সেটা সুষ্ঠুভাবে যাতে দেশে আরো প্রসার লাভ করে এবং মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তাকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে নানারকম কৌশল করে ঢেকে চেপে রাখা, দলীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে প্রসার করতে না দিয়ে নিজেদের আওতায় রাখা এটা করা উচিত নয়। কারণ, আমরা দেখেছি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দ্বারা পাড়াগাঁয়ের গরীবদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে। অন্ততঃ পাড়াগাঁয়ের লোক একটু ওষুধ পাচ্ছে এটা তারা মনে করতে পারে এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারা। তা না হলে তারা এমনি থাকত। সেজন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা যাতে আরো প্রসার লাভ করে এবং সুষ্ঠুভাবে দেশে প্রচলিত হয়ে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় তারজন্য কাউন্সিল তৈরি হচ্ছে। হোমিওপ্যাথিক বিল এসেছে, খুব ভালকথা, আমরা একে সমর্থন করছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল যাতে নিজের ইচ্ছাধীনে কাজ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সেজন্য আমি অনুরোধ করছি এই কথা তুলে দিয়ে সরকার গণতান্ত্রিক মনোভাব ব্যক্ত করবেন।

Shri Nani Bhattacharjee :

আমি এ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করলাম। আমার আর বলার কিছু নেই, অভয়বাবু সব বলেছেন।

Shri Amarendra Nath Roy Prodhan: Sir, I beg to move that in clause 15(6), lines 1-2, the words "subject to the approval of the State Government" be omitted.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ক্লজ ১৫(৬) যেখানে বলা হচ্ছে সাবজেক্ট টু দি অ্যাপ্রুভাল অব দি স্টেট গভর্ণমেণ্ট সেখানে এটা তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ, এই ধারার শেষের দিকে বলা হচ্ছে

for the purpose of advising it on such matters as it deems necessary--

কাউন্সিল তাদের বিভিন্ন কাজের জন্য যদি মনে করে যে তাদের উপদেশের দরকার আছে তাহলে তাদের উপদেশ দেওয়ার জন্য যে কমিটি গঠিত হবে সেই কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে যদি রাইটার্স বিল্ডিং-এর অনুমতি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার মনে হয় কাউন্সিলের ইনডিপেণ্ডেণ্টলি কাজ করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাবে। তাছাড়া যদি সরকার মনে করেন যে ফাইন্যান্সের দিক থেকে এটা কণ্ট্রোল করার দরকার আছে তাহলে আমি মনে করি এই বিলের ক্লজ ৪২তে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে ফাইনান্স কণ্ট্রোল করার দায়িত্ব সরকারের। তৃতীয়তঃ এই বিলের মধ্যে কাউন্সিলের যে বিভিন্ন কাজকর্ম তার উপর কণ্ট্রোল রাখার দায়িত্ব ক্লজ ৪৩তে সরকারের আছে। তা সত্বেও দৈনন্দিন কাজের জন্য যদি কাউন্সিলের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয় তাহলে এর দ্বারা বিলের যে মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে সেটা ব্যাহত হবে। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি অন্ততঃ এই সাবজেক্ট টু দি অ্যাপ্রুভাল অব দি স্টেট গভর্ণমেণ্ট এটা তুলে দিন।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, মাননীয় সভ্য যাঁরা বলেছেন বিশেষ করে অভয়বাবুকে আমি বলব যে গণতন্ত্র যাতে পূর্ণভাবে থাকে আমরা সেটার ব্যবস্থা করেছি এবং একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট তিনি নিয়ে এসেছেন সেটাতে কিন্তু গণতন্ত্র খুব ক্ষুণ্ন হয়েছে। আমরা বলেছি একজন প্রেসিডেণ্ট, একজন ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং ৫ জন সদস্য এগজিকিউটিভ কমিটিতে আসবেন। যেখানে ১৯ জনের মধ্যে ১২।১৩ জন হোমিওপ্যাথ রয়েছেন সেখানে তাঁরা যদি মেজরিটি না হন তাহলে আর কে মেজরিটি হবে? আমরা যদি বলে দিই যে ওখানে ৩ জন হোমিওপ্যাথ আসতে পারবেন তাহলে সেটাতে হোমিওপ্যাথদের সম্মান রক্ষিত হয় না, তাতে গণতন্ত্র ক্ষুণ্ন হবে। ৬নং এ আমরা যেটা বলেছি সাবজেক্ট টু দি অ্যাপ্রুভাল অব দি স্টেট গভর্ণমেণ্ট এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কমিটি হবে সেই কমিটিতে কতগুলি লোক থাকবে এবং তাদের কি অ্যালাওয়েন্স দিতে হবে শুধু এটুকু সরকার বেঁধে দেবেন। যেমন স্যার, আপনারা এখানে বেঁধে দেন একটা জয়েণ্ট কমিটি করতে হলে কতজন মেম্বার থাকবে, কত তাঁদের ভাতা দেবেন। কিন্তু আমরা সরকার থেকে এখনই সেটা বেঁধে দিতে পারছি না। কারণ, কি উদ্দেশ্যে কোন কমিটি হবে সেটা আমাদের জানা নেই। আমাদের এখানে যে জয়েণ্ট কমিটি

হয়, সিলেক্ট কমিটি হয় কোনটা কিভাবে হচ্ছে সেটা মোটামুটি লেজিসলেচারের কাজ সেটা আমরা জানি। এখানে সরকার থেকে আমাদের বলবার ইচ্ছা নেই যে অমুক অমুক লোক কমিটিতে আছে অতএব সমর্থন করছি বা অমুক অমুক লোককে নিয়েছ সেটা সমর্থন করছি না সেটা বলবার স্কোপ নেই। শুধু কতগুলি লোক নিয়ে এটা হবে এবং তাদের টাকা পয়সার ব্যাপারে এটা বলেছি, আর কিছু উদ্দেশ্য নেই। সেজন্য আমি এ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করতে পারছি না।

[2-40—2-50 p.m.]

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that in clause 15(2), in line 4, after the word "themselves" the words "of whom at least three shall be registered homoeopathic practitioners" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that in clause 15(6), lines 1 and 2, the words beginning with "subject", and ending with ""Government" be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Roy Prodhan that in clause 15(6), lines 1-2, the words "subject to the approval of the State Government" be omitted, was then put and lost.

The question that clause 15 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 16 and 17

The question that clauses 16 and 17 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 18

Shri Sanat Kumar Raha: I move that in clause 18(15), in line 2, after the word "medicine" the words "and in matter of establishing public Hospitals for outdoor and indoor patients for Homoeopathic treatment or in making arrangement of some indoor beds within and attached with the existing public Hospitals for the Homoeopathic treatment" be added.

স্যার, ১৮ (১৫) ধারার উপর আমি যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি মন্ত্রিমহাশয় আশা দিয়েছেন যে এগুলো করা আছে কিন্তু এগুলো স্পেসিফিক্যালী বলা হয় নি। কাজেই আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টটা মনে হয় বিলের মধ্যে থাকা উচিত। এই জিনিসটার জন্য কাউন্সিল গভর্ণমেণ্টকে বলবে যে আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথী ট্রিটমেণ্টের জন্য ইনডোর এবং আউটডোর পেসাণ্টদের জন্য ট্রিটমেণ্টের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এইভাবেই আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টটা আছে—শেষকালে যোগ হবে এ্যাণ্ড ইন ম্যাটার অব এস্টাব্লিসিং এটসেটরা এটা অ্যাড করলে কোন ক্ষতি হয় না এবং যে আশা ভরসা মন্ত্রিমহাশয় দিয়েছেন সেটা শুধু কয়েকটা লাইনে লিখিত ভাবে থাকবে।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে আমাদের আয়ুর্বেদিক বিলে এই ধরনের জিনিস অ্যাড করা আছে কিন্তু সেটা স্ক্রুটিনি করে আমাদের নিজেদের ধারনা হল যে হয়ত সেটা ঠিক হয়নি এবং আমরা হোমিওপ্যাথি বিল যেটা করছি, এটা পাশ হয়ে গেলে হয়ত আয়ুর্বেদিক বিলের আমাদের কিছু পরিবর্তন করতে হবে। তার কারণ সরকারের কাছে শুধু শুধু কাউন্সিল থেকে একটা অনুরোধ পাঠিয়ে তো কোন লাভ হবে না। যখন সরকার কোন হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারী বা হাসপাতাল করবেন। এটা খুব ন্যাচারালি যে তারা পরামর্শ করবেন কিন্তু শুধু শুধু যদি কাউন্সিল খোঁচাতে থাকে যে এটা করছেন না, ওটা করছেন না সে করে তো কোন লাভ হবে না। যেমন আয়ুর্বেদিক কাউন্সিল হওয়া সত্ত্বেও সরকার থেকে কবিরাজী হাসপাতাল করে ফেলেছেন তা তো করেন নি কিন্তু আমরা গ্রাণ্ট দিই এবং সেই আয়ুর্বেদিক কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ করি, আয়ুর্বেদিক কাউন্সিলের যারা বিশিষ্ট সভ্য তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রাণ্ট দিই যে হ্যাঁ, ইনস্টিটিউসন ভাল কিনা। হোমিওপ্যাথী বিলেও তাই হবে। সরকার থেকে পরামর্শ করবেন তাদের সঙ্গে। তাদের শুধু শুধু খোচালে তো কোন লাভ হবে না। এজন্যই আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্টের বিরোধিতা করছি।

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that in clause 18(15), in line 2, after the word "medicine" the words "and in matter of establishing public Hospitals for outdoor and indoor patients for Homoeopathic treatment or in making arrangement of some indoor beds within and attached with the existing public Hospitals for Homoeopathic treatment" be added, was then put and lost.

The question that clause 18 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 19

The question that clause 19 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 20

Shri Abhoy Pada Saha: I beg to move that in clause 20(1) line 2, the words "in Parts, A and B", be omitted.

I also move that clause 20(2) be omitted

মি: স্পীকার স্যার এই যে টুতে কাউন্সিলের করনীয় জিনিস সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে The council shall maintain a Register of Homoeopathic practitioners in two part A and B, in such form as may be prescribed কিন্তু আমি বলছি যে এ' বি এই দুটি ক্যাটাগরী না রাখা উচিত। কারণ হোমিওপ্যাথি প্রাকটিসনার যারা তাদের একটিই ক্যাটাগরী থাকা উচিত। কারণ এমন অনেক হমিওপ্যাথি প্র্যাকটিসনার আছে যারা বহু দিন ধরে প্র্যাকটিস করছে ৪০।৫০ বছর ধরে এবং অনেক কিছু ঘরে অধ্যয়ন করেছে—গবেষণা করেছে কিন্তু তাদের কোন সার্টিফিকেট নেই—তাদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আমরা অনেক সময় দেখেছি যে অনেক রোগী অনেক চিকিৎসা করেছে কিন্তু তারা শেষ কালে এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেছে। তারা ঘরে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে—এই দিকে চিন্তা করে—যারা জনসাধারণের সেবা করে আসছে তাদের ক্ষুণ্ন করা উচিত নয় এবং এইটা মনে করে এই দুটো ক্যাটাগরী রাখা উচিত নয়। এমন অনেক ডাক্তার আছে যে তাদের হয়তো নাম নেই—প্রচার নেই তাদের অর্থ নেই, পয়সা নেই বলে দেশের লোক জানতে পারে নি। অনেক অখ্যাত পল্লীগ্রামে এমন অনেক হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিসনার আছেন যাদের অত্যন্ত অভিজ্ঞতা আছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে একটা ডাক্তার সম্বন্ধে যার কোন এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেসন নেই, সার্টিফিকেট নেই, কিন্তু আমি বলতে পারি যে তার যে চিকিৎসা পদ্ধতি, তার যে ডায়গনিস তা অত্যন্ত অদ্ভুত এবং বহু দুরারোগ্য রোগ তিনি ভাল করেছেন। কিন্তু আপনারা যে এই দুইটি ক্যাটাগরী করে দিচ্ছেন তাতে তার সম্মান ক্ষুণ্ন হবে—তাকে যে রকম সম্মান দেওয়া উচিত তা ঠিক দেওয়া হবে না। সেই জন্য আমার বক্তব্য যে এখানে কোন ক্যাটাগরী রাখা উচিত নয়। যারা প্র্যাকটিস করছে তারা সেই ভাবেই রেজিষ্টার্ড হওয়া উচিত এবং কাউন্সিল সেটা বিবেচনা করবেন এই ভাবেই এটা হওয়া উচিত। তার পর কাউন্সিলে যে ব্যবস্থা করবেন সেইভাবে আবার তারা রেজিস্টার্ড হবেন যে যারা কলেজে পড়বেন—সার্টিফিকেট পাবেন তারা রেজিস্টার্ড হবেন। কিন্তু যারা প্র্যাকটিস করছেন যেমন একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বল্লাম সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে—তারা যে এতদিন ধরে দেশের সেবা করে এলো—তাদের দিকে লক্ষ রেখে এই এ এবং বিক্যাটাগরী রাখা উচিত নয় এবং এই রকম ভাবেই কেবল একটা রেজিস্টার্ড মেনটেন করা উচিত যারা প্র্যাকটিসনার তাদের সম্বন্ধে।

Shri Amarendra Nath Roy Prodhan

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কিছু আগে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় তাঁর বক্তৃতাকালে বলেছেন যে তিনি 'এ' এবং 'বি' ক্যাটাগরী অর্থাৎ সিডিউল ১, ২, ৩, ৪, ৫, এই পাঁচ ধারায় যে চিকিৎসক রয়েছেন তাদের সবাইকে তিনি সমান মর্যাদা দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে শুধু মাত্র সরকারী কাজে ঢুকতে পারবে না যারা এই 'বি' ক্যাটাগরীর—অর্থাৎ 'এ' ক্যাটাগরীর ক্ষেত্রে আর কোন বাধা নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে 'বি' ক্যাটাগরিতে অর্থাৎ

ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারবে, যারা ফিটনেস সার্টিফিকেট দিতে পারবে এবং যারা নাকি এভিডেন্স দিতে পারবে আণ্ডার এভিডেন্স অ্যাক্ট ১৮৭২। অর্থাৎ জীবন মত্যুর সব কিছু দায়িত্ব তিনি 'এ' এবং 'বি' ক্যাটাগরিদের দিয়েছেন। শুধু মাত্র যারা শিক্ষকতা করবেন তাদের ক্ষেত্রে 'বি'র কোন প্রবেশের অধিকার নেই। তা সত্বেও তিনি প্রোভিসন রেখেছেন ক্লজ ৩৮ সেই প্রোভিসনের ভিতর তিনি পরিষ্কার রেখেছেন

"Provided that a register Homoeopathic practitioner whose name is entered in Part B of the Register shall be competent to hold any such appointment if he has held any such appointment from a date prior to the first day of January, 1961,'

[2-50—3 p.m.]

অর্থাৎ তিনি ধরে নিয়েছেন যে আগে থেকেই এমন কিছু লোক রয়েছেন, এমন কিছু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রয়েছেন, যাঁদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোন পড়াশুনা না থাকা কোন বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন না করেও ডাক্তারী করছেন, তা সত্বেও তাঁরা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তাতে অন্ততঃ 'এ' ক্যাটাগরীতে নিয়ে আসা যায় এবং সেটা লক্ষ্য করেই ক্লজ ৩৮-এর প্রোভিসন কাজেই এক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আপতঃদৃষ্টিতে 'এ' এবং 'বি'র মধ্যে পার্থক্য নেই। তা সত্বেও পার্থক্য রাখার কি সার্থকতা থাকতে পারে তা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করি এ 'বি' বিভাগ তুলে দেওয়ার জন্যে এই বি' ক্যাটাগরিতে কিছু দিন পরে আপনা থেকেই বিলুপ্তি হয়ে যাবে। অর্থাৎ শুধু ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫-এর ক্ষেত্রে দেখা যাবে এবং একমাত্র ৪ এর ক্ষেত্রেই 'বি'র সব চেয়ে বেশী প্রযোজ্য হবে এবং ৪-এর ক্ষেত্রে যদি আমরা লক্ষ্যকরি তাহলে ক্লজ ২-এ যে প্রোভিসন রয়েছে

Provided that a person who possesses a qualification mentioned in paragraph 4 of the Schedule shall have passed an examination to be held by Council in the manner provided by regulation upon an application for registration of his name to be made within a period of two years from the date of commencement of this act'.

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাক্ট চালু হবারদুই বৎসরের মধ্যে যারা শিডিউল ৪এ আছেন তারা সবাই 'এ' ক্যাটাগরিতে এমনি সাধারণভাবে চলে আসছেন এবং সেদিক থেকে আমার মনে হয় শুধুমাত্র এই ক্লজ ৫এ যে পার্থক্যটা করে রাখা হয়েছে এবং পরবর্তী কালে বিলে সে পার্থক্য রাখা হয়েছে এটাই অন্ততঃ বাতিল করে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ আপাতঃ দৃষ্টিতে কোন যুক্তি নেই এইভাবে বিভক্ত করার। যখন এই অ্যাক্ট পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে তখন সবাই একটি মাত্র শ্রেণীতে আসবে। কাজেই ৪ বৎসর বা ৫ বৎসর হয়ত রয়েছে কাউন্সিল নোমিনেটেড বডি। তারপরে যে কাউন্সিল তৈরী হবে সেই কাউন্সিল 'এ' এবং 'বি' ক্যাটাগরি এই ভাবে না থাকাই ভাল।

Shri Nikhil Das:

স্যার, ক্লজ ২০ এবং ২১ এদুটি ক্লজ একই ধরণের মিলিত বক্তব্য। কারণ এই দুটির মধ্যে পার্ট 'এ' এবং পার্ট 'বি'র প্রশ্নটা আছে। ২০তে উল্লেখ আছে যে রেজিস্টার রাখতে হবে পার্ট 'এ' এবং পার্ট 'বি' এবং ২১এ কারা পার্ট 'এ'তে আসবে এবং পার্ট 'বি'তে আসবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখন ২০র যদি ইন টু পার্টস 'এ' অ্যাণ্ড 'বি' না উঠে যায় তাহলে ২১নং ক্লজের যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট সে অ্যামেণ্ডমেণ্ট কোন অর্থ থাকে না। ইন টু পার্টস 'এ' এ্যাণ্ড 'বি' এই ২০তে যে আছে অ্যামেণ্ডমেণ্ট, আমি জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে বলেছিলাম, নোট অব ডিসেণ্ট বলেছি। সে কথা হচ্ছে এই যে, এই যে 'এ' এবং 'বি' এই দুই ভাগে যে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনারদের ভাগ করা এটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক হবে এবং ন্যায় ও নীতি বিরুদ্ধ হবে। কারণ হচ্ছে ফ্যাকালিটি আমাদের যেটা আছে, সেই ফ্যাকালিটির আণ্ডারএ তিন বৎসর যারা প্র্যাকটিস-এ ছিল এই রকম লোককেও তারা পরীক্ষা নিয়ে, সাধারণ পরীক্ষা নিয়ে তারা ডিপ্লোমা দিয়ে দিয়েছে। এবং আমাদের ১, ২, ৩, শেডিউল অনুযায়ী তারা কিন্তু 'এ' ক্যাটাগরীতে পড়ে যাচ্ছেন। ফ্যাকালিটিতে ৩ বৎসরের প্র্যাকটিস হয়েছে এ রকম বহু লোকের সাধারণ একটা মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে ডিপ্লোমা দিয়ে দিয়েছে এবং তারা 'এ' ক্যাটাগরীতে চলে যাচ্ছে। এবং আমাদের 'বি' ক্যাটাগরিতে কারা আসতে পারছে? মাত্র তারাই আসতে পারছে 'বি' ক্যাটাগরিতে যাদের

৩ বৎসর প্রাকটিস আছে এবং তাদেরও পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে। পবীক্ষা না দিয়ে তারা ক্যাটাগরিতে আসতে পারছে না। পরীক্ষার প্রশ্নটা তুলে দেওয়া উচিত এবং আর পরীক্ষা যদি রাখা হয় তাহলে কেন 'এ' আর 'বি' ক্যাটাগরি থাকবে এটা আমাদের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। এবং 'এ' আর 'বি' ক্যাটাগরি সম্পর্কে পার্থক্য আছে কি এই অ্যাক্টএ? কয়েকটি চাকরী ব্যাপারে 'বি' ক্যাটাগরিতে যারা আছে তারা চিকিৎসা করতে পারবে, তারা ডেথ সার্টি ফিকেট দিতে পারবে, তারা কোর্টে এ দাঁড়িয়ে সাক্ষি দিতে পারবে, তারা ফিটনেস সার্টিফিকেট দিতে পারবে। অর্থাৎ লোকের জীবন সংক্রান্ত যত ব্যাপার, চিকিৎসা সংক্রান্ত যত ব্যাপার সমস্ত ব্যাপার তারা করতে পারবে, খালি পারবে না কি? তারা সরকারী চাকুরী পাবে না। আর ইলেকসনের ব্যাপারে কাউন্সিলের ব্যাপারে ৪টি সিট এর জন্য রিজার্ভ। কিন্তু চিকিৎসার যে আসল জায়গাটা, হোমিওপ্যাথিককে আমরা ডেভলপ করতে চাই কেন? মানুষ যাতে ভালভাবে চিকিৎসিত হতে পারে। কিন্তু চিকিৎসার যে আসল জায়গাটা হোমিওপ্যাথিককে আমরা ডেভলপ করতে চাই কেন—মানুষের যাতে ভাল ভাবে চিকিৎসা হতে পারে, হোমিওপ্যাথিককে কেন আমরা আইনের আওতায় আনতে চাচ্ছি, কারণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যেভাবে চলছে তা ঠিক ঠিক ভাবে রেগুলারাইজ নয়, লোকের হোমিওপ্যাথিদের উপর আস্থা আছে এবং সাধারণ মানুষ ভাবে হোমিওপ্যাথিক দ্বারা তাদের চিকিৎসা হতে পারে—সেইজন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাটাকে আমরা রেগুলারাইজ করতে চাই। এবং এটাই যদি বিলের উদ্দেশ্য থাকে তাহলে 'বি' ক্যাটাগরীতে যারা আছে তাদের আমরা চিকিৎসা করবার সমস্ত সুযোগ আমরা দিচ্ছি কিন্তু 'এ' ক্যাটাগরিকে চাকরীর ব্যাপারে একটা বাধা সৃষ্টি করে রাখছি। এই যে একটা নন-ডেমোক্রাটিক জায়গা—যে সব কাজ করতে পারবে শুধু সরকারী চাকরী করতে পারবে না—এই যে 'এ' অ্যাণ্ড 'বি' ক্যাটাগরি রাখা এটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক এবং এটা রাখা উচিত নয়। তারপর আমি আরেকটি কথা বলতে চাই যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আজ চারদিকে ছড়িয়ে আছে—৫০ হাজারের উপরে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার আছে, যদি প্রথম অবস্থায় এটার ব্যবস্থাকে আইনের আওতায় আনতে হয় তাহলে দরজাটা একেবারে খুলে দিতে হয়, তারপর সব লোককে তার ভিতর এনে ধীরে ধীরে তাকে রেগুলারাইজ করতে হয়। এবং রেগুলারাইজ করতে গিয়ে প্রথমেই যদি খটামটি লাগিয়ে দিই ঝগড়া লাগিয়ে দিই পার্ট 'এ' পার্ট 'বি' রেখে দিই তাহলে রেগুলারাইজ করবার যে জায়গাটা সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। এই দিকে আমি বারবার জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলাম। আজও আবার আমি এই কথাটা বলতে চাই। কিন্তু গৃহীত হবে আমি জানি। এই পার্ট 'এ' অ্যাণ্ড পার্ট 'বি' রাখার ফলে যে দলাদলি সৃষ্টি হবে রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনারদের ভিতরে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। এবং এটা রাখারও কোন অর্থ হয় না যেখানে পরীক্ষার একটি রুল রাখা হয়েছে, তারপরে ফ্যাকাল্টি তিন বছরের প্র্যাকটিস ছিল তার একটা পরীক্ষা নিয়ে ডিপ্লোমা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে তারা পার্ট 'এ'তে অটোমেটিক্যালী চলে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে তিন বছরের প্র্যাকটিস নিয়ে পরীক্ষা দিয়েও পার্ট 'এ'তে যাচ্ছে না—এই যে ডিফারেন্সিয়েশন—এটা থাকা উচিত নয়। এটা আনডেমোক্রেটিক হচ্ছে। সব আমি করতে পারব কিন্তু সরকারী চাকরী আমি পাব না। আমি বলি চাকরীর ক্ষেত্রে কেন বাধা সৃষ্টি হবে। এটা ন্যায় এবং নীতি বিরুদ্ধ। এই দিকে লক্ষ্য রেখে আমি মন্ত্রিমহাশয় কে অনুরোধ করব যাতে এটা তিনি পুনর্বিবেচনা করেন।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha :

মি: স্পীকার স্যার, আমি প্রথম বলব যে যারা অনেক দিনের এক্সপিরিয়েন্সড্ হোমিওপ্যাথ তাদের ক্যাটাগরী 'এ'তে কি করে নিয়ে যাওয়া যায় এটা মাননীয় সভ্য অভয়বাবু এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমি তাকে আপনার মাধ্যমে জানাব যে আমাদের রুল ১৮(৮) অ্যাণ্ড ২৬(২) এই দুটোর মাধ্যমে সে ব্যবস্থা দেওয়া আছে। অর্থাৎ আমাদের যদি কাউন্সিল মনে করেন যে কেউ একজন খুব বড় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কিন্তু তার কোন রকম ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা নেই এবং কোন ইনস্টিটিউসনে তিনি পড়েন নি তাহলে তাঁকে অনারারি ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা দিতে পারবেন। এবং তাছাড়া কাউন্সিল তাদের প্রথমে 'বি' ক্যাটাগরিতে নিয়ে তারপরে আবার 'এ' ক্যাটাগরীর জন্য তাদের উন্নত করতে পারবেন। এবং সরকারের কাছে নাম পাঠিয়ে দিলে সরকার সেটা মেনে নিবেন। আর দ্বিতীয় কথা নিখিলবাবু যে কথা বলছেন সেটা এই যে প্রাকটিস করতে দিচ্ছি—জীবন মরনের সমস্যা তাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, তাদের আমরা

কতকগুলি জিনিস দেখছি না যেটা স্যার আমরা প্রাকটিস করতে দিচ্ছি কেন সেটা আমি একটু মনে করিয়ে দিতে চাই। আমাদের কনস্টিটিউসনএ আর্টিকল ১৯(১)(২) আতে যে একটা প্রভিশান দেওয়া আছে

All citizens shall have the right to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

অবশ্য এর একটা সাব্জেক্টিভ ক্লজও আছে

Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to, the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business.

[3-00—3-30 p.m.]

আমরা কারুর প্রফেশন বন্ধ করতে চাইনা যদি সে বিদ্যা চুরি বিদ্যা না হয় বা ডেট্রিমেণ্টাল টু দি ইণ্টারেস্ট অব দি স্টেট না হয়। অর্থাৎ আমাদের কথা হচ্ছে যাঁরা প্রাকটিস করছেন তাদের প্রাকটিস-এর উপর আমরা আঘাত দিতে চাই না। তবে ইণ্টারেস্ট অব দি পিপল আমরা যে ব্যবস্থা করেছি সেটা হচ্ছে যারা ভালভাবে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেছেন তাঁদের যেন ক্যাটাগরি "এ"তে দেওয়া হয়। যাঁরা হোমিওপ্যাথিক স্কুলে পড়েন নি অথচ ভাল হোমিওপ্যাথ তাঁদের প্রথমে 'বি'-তে নিয়ে তারপর 'এ'-তে নেব। এটা না করলে জনগণের স্বার্থ ভালভাবে রক্ষা করতে পারব না। যাঁদের আমরা রেজিস্ট্রিভুক্ত করতে পারবনা তাঁদের হাতে সব জিনিস ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। সেই জন্যই মনে করি আমাদের হাতে কিছু রাখা উচিত। আমরা জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে যখন এটা পাশ করেছিলাম এবং তখন আমরা ভোটাভুটি করিনি —আমরা ইউন্যানিমাসলি পাশ করেছিলাম এবং ৪।৫ ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়েছিল। অবশ্য তাঁরা বলেছিলেন নোট অব ডিসেণ্ট দেবেন। (শ্রীনিখিল দাস: অবনীবাবু ছিলেন তিনি জানেন যে আমি এবং অমরবাবু নোট অব ডিসেণ্ট দেব বলেছিলাম) যাহোক, ১৮(৮) এবং ২৬(২)-তে যে দুটি প্রভিসন করা হয়েছে তাতে মনে হয় এই অ্যামেণ্ডমেণ্টের কোন আবশ্যকতা নেই এবং সেই জন্য এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না।

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that clause 20(2) be omitted, was then put and lost

The motion of Shri Abhoy Pada Das that in clause 20(1), line 2, the words "in two parts, A and B" be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

Noes—101

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdul Gafur, Shri
Abdul Latif, Shri
Abdullah, Shri S. M.
Abul Hashem, Shri
Ahamed Ali Mufti, Shri
Bankura, Shri Aditya Kumar
Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarjit
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Barman, Shri Shyama Prosad
Basu, Shri Abani Kumar
Bauri, Shri Nepal

Bazlur Rahaman Dargapuri, Moulana
Beri, Shri Daya Ram
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Bose, Shri Promode Ranjan
Chakravarty, Shri Hrishikesh
Chakravartty, Shri Jnantosh
Chunder, Dr. Pratap Chandra
Das, Shri Abanti Kumar
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanai Lal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radhanath
Dasadhikari, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dhar, Shrimati Charu Shila
Dhara, Shri Sushil Kumar
Dutt, Shri Ramendra Nath
Dutta, Shrimati Sudha Rani
Fazlur Rahman, The Hon'ble S M
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Guha, The Hon'ble Dr Prabodh Kumar
Haldar, Shri Haralal
Hansda, Shri Debnath
Hansdah, Shri Bhusan
Hazra, Shri Prabati Charan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jana, Shri Prabir Chandra
Joynal Abedin, Shri
Karam Hossain, Shri
Kazim, Ali Meerza, Shri Syed
Khamrai, Shri Niranjan
Khan, Shri Gurupada
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Lutfal Haque, Shri
Mahammed Giasuddin, Shri
Mahanty, the Hon'ble Charu Crandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Maitra, Shri Anil
Maitra, Shri Birendra Kumar
Maiti, The Hon'ble Abha
Maity, Shri Bijoy Krishna
Maity, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, Shrimati Niharika
Mandal, Shri Krishna Prasad
Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mitra, Dr. Gopikaranjan
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shri Rajkrishna

Mondal, Shrimati Santilata
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherji, The Hon'ble Saila Kumar
Mukherjee, Shri Santosh Kumar
Mukherjee, Shri Shankar Lal
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, Shri Manik Chandra
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Naskar, The Hon'ble Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pandit, Shri Krishna Pada
Platel, Shri R E
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Tarapada
Prasad, Shri Shiromani
Raikut, Shri Bhupendra Deb
Ray, Dr Anath Bandhu
Ray, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Nepal Chandra
Roy, Shri Pranab Prosad
Roy, Shri Tara Pada
Saha, Shri Dhaneswar
Sen, The Hon'ble Bijesh Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shamsul Bari, Shri Syed
Sharma, Shri Jaynarayan
Tudu, Shrimati Tushar

Ayes—35

Adhikary, Shri Sailendra Nath
Bagdi, Shri Lakhan
Banerjee, Shri Gopal
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basumia, Shri Sunil
Bhattacharjee, Shri Nani
Bhattacharya, Dr Kanai Lal
Chakravarty, Shri Haridas
Chattoraj, Dr. Radhanath
Choubey, Shri Narayan
Das, Shri Nikhil
Das, Shri Sudhir Chandra
Dhibar, Shri Radhika
Ghosh, Shri Deb Saran
Guha, Shri Kamal Kanti
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Monoranjan
Kisku, Shri Mangla
Kundu, Shri Gour Chandra
Mahata, Shri Padak
Majhi, Shri Kandru
Mandal, Shri Adwaita

Mandal, Shri Siddheswar
Mitra, Shrimati Ila
Murmu, Shri Nathaniel
Raha, Shri Sanat Kumar
Ray, Birendra Narayan
Roy, Shri Bijoy Kumar
Roy, Dr. Narayan Chandra
Roy Pradhan, Shri Amarendra Nath
Saha, Shri Abhoy Pada
Sen Gupta, Shri Tarun Kumar
Singha, Dr. Radhakrishna
Thakur, Shri Shreemohan

The Ayes being 35 and the Noes 101, the motion was lost.

The question that clause 20 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes]

[After adjournment]

[3-30—3-40 p m]

Clause 21

Shri Sanat Kumar Raha: Sir, I am not moving amendment no 18 I am moving amendments nos 16 and 19 only

I move that after clause 21(1), the following proviso be added —

"Provided that such fee for registration of name shall be at the rate of not more than rupees three per year "

I also move that after the proviso to clause 21(2), the following further proviso be added:

"Provided further that such fee for registration of name shall be at the rate of not more than Rupees two per year"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কুজ ২১এ আমাব তিনটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে। আমাব ১৮নং অ্যামেণ্ডমেণ্টে বলেছি কৈফি কবাব জন্য যে এগজামিনেসানেব ব্যবস্থা আছে সেখানে আমাব বক্তব্য হচ্ছে অনলি অন হোমিওপ্যাথিক সাবজেক্টস। সেটা মন্ত্রিমহাশয়েব আশ্বাসেব ফলে আব মুভ কবছি না। আব দুটো অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে একটা হচ্ছে ১৬নং আব একটা হচ্ছে ১৯ নম্বব। ১৬নং এ বলেছি যে ৩ টাকা কবে বেজিস্ট্রেসন ফী কবা হোক। হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনাব হিসাবে যাঁবা বেজিস্টাবেব পার্ট এ তে বেজিস্টার্ড হবেন তাঁদের ফি প্রেসক্রাইবড হবে, ফি কত হবে সেটা লেখা নেই। মাননীয মন্ত্রিমহাশয়েব বক্তৃতায় শুনেছিলাম যে তিনি ৩ টাকায় বাজী আছেন। আমাব অ্যামেণ্ডমেণ্টেও তাই আছে। সেকসান ২১(১) প্রোভাইসোতে বলা হচ্ছে

Provided that such fee for registration of name shall be at the rate of not more than Rupees three per year.

৩ টাকা করে বছবে রেট কবা হোক, ৩ টাকাব বেশী যেন ধার্য না হয়। ৩ টাকা পার্ট এব জন্য এ্যামেণ্ডমেণ্টে বলা আছে। সিমিলাবলি ২১(২)তে আছে

Provided further that such fee for registration of name shall be at the rate of not more than Rupees two per year.

'বি' জন্য ২ টাকা সর্বোচ্চ ফি ধার্য হওয়া উচিত। এই দুটি অ্যামেণ্ডমেণ্ট খুব সিমপল, এতে বেশী বক্তৃতা করার দবকার নেই।

Shri Abhoy Pada Saha: Sir, I beg to move . .. .

Mr. Speaker: Mr. Saha, you can move only amendment No. 146. Your other amendments are consequential upon clause 20.

Shri Abhoy Pada Saha: All right, Sir. I move that proviso to clause 1(2) be omitted.

ধ্যক্ষ মহাশয়, ক্লজ ২১(১)তে বলা হচ্ছে

very psrson who possesses any qualification mentioned in paras. 1, 2 or 3 f the schedule.

খানে ফি কত হবে সেটা বলা হয়নি। এখানে বলা হয়েছে

n payment of such fee as may be prescribed be entitled to have his name ntered in Part A of the Register.

Shri Nani Bhattacharjee:

স্যার, এ সম্বন্ধে আমি একটু বলতে চাই। আপনি বললেন যে ওটা কনসিকোয়েন্সিয়াল। টা সব কনসিকোয়েন্সিয়াল নয়। ২১(২)তে আমার যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট সেটা পার্টলি কনসিকোয়েন্সিয়াল অ্যাণ্ড পার্টলি নট কনসিকোয়েন্সিয়াল।

Observation from chair on moving of consequential amendment

Mr. Speaker:

কনসিকোয়েন্সিয়াল হোক আর নট কনসিকোয়েন্সিয়াল হোক, আপনারা মুভ করতে চাইছেন করুন।
46 can be moved only.

Shri Nani Bhattacharjee :

অধ্যক্ষ মহাশয়, যে জায়গাটা কনসিকোয়েন্সিয়াল সেই জায়গাটা আর প্রেস করছি না এবং সদিকে অ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করছি না। কিন্তু দু'একটা কথা বলা দরকার। অবশ্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এগজামিনেশান সম্বন্ধে বলেছেন যে শুধু হোমিওপ্যাথি সাবজেক্টের উপর তিনি পরীক্ষা নবেন। সেই এ্যাসিওরেন্সের পরে ওটা সম্বন্ধে আর আপত্তি করছি না। কিন্তু অন পেমেণ্ট অব চ ফি এটা রেজিস্ট্রেসন ফি হিসাবে বলা হয়েছে এবং সেখানে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি করবেন সটা বলেন নি। তিনি কিন্তু বলেছেন বিহারে রেজিস্ট্রেসন ফি হচ্ছে ২৫ টাকা। আপনি সরকম একটা বলছেন। তাদের যে এ্যানুয়েল ফি সেটা ৫ টাকা, নমিন্যাল রেজিস্ট্রেশান ফি হচ্ছে ২৫ টাকা। সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যাতে খুব অল্প রেজিস্ট্রেশান ফি য় সেই ধরনের ব্যবস্থা করা উচিত। এবং এ্যানুয়েল ফি সম্বন্ধে পরে আসব, এখন রেজিস্ট্রেশন ফ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, সেখানে খুব নমিন্যাল রেজিস্ট্রেশান ফি হওয়া উচিত বলে আমি নে করি। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

মিঃ স্পীকার স্যার, আগে আমি ফি-এর কথাটা বলে নিচ্ছি। এই যে ফি এটা রেজিস্ট্রেশন ফি নয়, এ ফি পরীক্ষার ফি, যদিও আছে

n payment of such fee, as may be prescribed.

রীক্ষার ফি দিয়ে তারপরে আবার আসতে হবে। সেজন্য এই পরীক্ষায় ফি কি হবে সেটা আমরা এখানে ঠিক করবো না। সেটা কাউন্সিল ঠিক করবেন। রেজিস্ট্রেশন ফি সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি যে রিনিউয়াল ফি যাতে বছরে ৫ টাকার বেশী না হয় সেটা নিশ্চয়ই দেখবো। এবং তার চেয়েও যাতে কম করা যায় সেটাও দেখবো—সেটা অলরেডী বলেছি যদিও আমাদের পাশে বিহার স্টেটে ২৫ টাকা করে বছর বছর করেছেন এবং সেটা ওখানে চালু আছে। আর অন্য য অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে সেগুলিতে বলবার বিশেষ কিছু নেই।

Shri Nani Bhattacharjee :

স্যার, আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি তিনি ২১(২)র কনস্ট্রাকশনের দিকে তাকান।

Every person who possesses any qualification mentioned in paragraph 4 or of the Schedule shall, subject to the provisions of this Act, and on payment of such fee as may be prescribed, be entitled to have his name entered in Part B of the Register'.

তার মানে এটা কি কি, এক্জামিনেসনের ফি আসছে? প্রোভাইসোর ক্ষেত্রে এক্জামিনেসনের ব্যাপার আছে। ফি সেখানে বলা হয় নি। প্রোভাইসো একটা আছে এর সঙ্গে

'Provided that a person who possesses a qualification mentioned in paragraph 4 of the Schedule shall have passed an examination to be held by the Council in the manner provided by regulation upon an application for registration of his name to be made within a period of two years from the date of commencement of this Act'.

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বল্লেন বুঝলাম না। এখানে ২১(২) ধারাতে যে ফি-এর কথা বলা হয়েছে সেখানে অন্য ফি-এর কথা বলা হতে পারে কিন্তু এক্জামিনেসন ফি নয়, নিশ্চয় তাহলে কন্‌স্ট্রাক্‌শন অন্য রকম হোত। সুতরাং এখানেযেভাবে ভাষাটা আছে তাতে মনে হয় এটা রেজিস্ট্রেসন ফি এক্জামিনেসন ফি বলে কিছু বলা হয়নি। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনার অভিমত বলুন। এখানে এক্জামিনেসন ফি বলে কোন কিছু বলা হয়নি।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

মি: স্পীকার স্যার, ননীবাবু ঠিকই বলেছেন এখানে যা আছে এটা এক্জামিনেসন ফি নয়, এক্জামিনেসন ফি আলাদা করে করা হবে কিনা সেটা কাউন্সিল ঠিক করবে, সেটা আমরা করবো না। রেজিস্ট্রেসন ফি যা হবে, সেটা আমি আগেই বলেছি যে কম করেই হবে, বেশী করে হবে না।

Shri Nani Bhattacharjee :

আপনি বিহারের কথা বলেছেন—বাংলাদেশে তার চেয়ে কম হবে না বেশী হবে সে বিষয়ে একটু এসিওরেন্স দিন, কারণ হোমিওপ্যাথরা খুবই গরীব।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

আমাদের এখানে হোমিওপ্যাথী কাউন্সিল যা আছে তারা অলরেডী ২০ টাকা করে ফার্স্ট রেজিস্ট্রেসন ফি করে রেখেছেন। সুতরাং ২০ টাকার কম তো হতে পারে না এবং বিহারে ২৫ টাকা আছে, তার বেশী আমরা করবো না। সুতরাং এই জিনিষটা কী হবে সেটা স্টেট গভর্নমেণ্ট ঠিক করবেন, সেগুলি কখনও আমরা এ্যাসেম্বলি বা কাউন্সিলে ঠিক করে দিই না, কারণ টাকার দাম আজ যা আছে দশ বছর বাদে হয়ত তা থাকবে না; সেজন্য সেই জিনিসটা এ্যাসেম্বলি বা কাউন্সিল থেকে ঠিক হয় না, তবে এটা বলতে পারি যে ২০ টাকার কম হবে না এবং ২৫ টাকার বেশী হবে না—একজ্যাক্ট কি হবে সেটা স্টেট গভর্নমেণ্ট ঠিক করে দেবেন।

Shri Sanat Kumar Raha:

আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাই পরিস্কার ভাবে যে আমি যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট নিয়ে এসেছি সেই অ্যামেণ্ডমেণ্ট কি ইন স্পিরিট ভুল আছে? আমি রেজিস্ট্রেসন ফি মিন করেছি তা যদি হয় তাহলে আমার বক্তব্য ঠিক নয়। এক্জামিনেসন ফির কথা বলা হয়েছে—তা যদি হয় তাহলে আমার ৩ টাকার অ্যামেণ্ডমেণ্টটা গ্রহণ করতে আপত্তি কি?

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

মি: স্পীকার স্যার, আমি এই মাত্র বললাম যখন আমরা কোন বিল আনি তখন সেখানে কত টাকা ফি হবে, রেজিস্ট্রেসন ফি কত হবে সেটা সেখানে লেখা থাকে না। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল অ্যাক্ট, আয়ুর্বেদ অ্যাক্ট, ডেনটিস্ট অ্যাক্ট, নার্সেস অ্যাক্ট, যে কোন অ্যাক্ট বলুন তাতে কত ফি দিতে হবে সেটা কোথাও লেখা থাকে না। সেগুলি স্টেট গভর্নমেণ্ট করেন এবং সেটা সব স্টেটেই হয়ে থাকে। কাজেই এখান ফি বরাদ্দ করে দেয়ার কোন স্কোপ আছে বলে মনে হয় না। সেজন্য আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না, তবে মাননীয় সদস্যদের এটুকু আশ্বাস দিতে পারি ননীবাবু যে জিনিসটা বলেছেন আমরা সেই ধরনের জিনিসই করবো, তার চেয়ে বেশী করবো না।

[3-40—3-50 p.m.]

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that after clause 21(1), the

A following proviso be added:—

"Provided that such fee for registration of name shall be at the rate of not more than rupees three per year."

was then put and lost.

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that after the proviso to clause 21(2), the following further proviso be added.—

"Provided further that such fee for registration of name shall be at the rate of not more than Rs. 2 per year."

was then put and lost.

The motion of Shri Abhay Pada Saha that proviso to clause 21(2) be omitted, was then put and lost.

The question that clause 21 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 22

The question that clause 22 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 23

The question that clause 23 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 24

The question that clause 24 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 25

Shri Sanat Kumar Raha: I move that in clause 25(1), line 3, for the word "annually" the words "every three years" be substituted

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, আমার ২৫নং ক্লজে রিনিউয়াল সম্পর্কে যে কথা আছে এ্যানুয়েলী—শুধু সেখানে এ্যানুয়েলীর জায়গায় এভরি থ্রি ইয়ারস করতে চাচ্ছি। অর্থাৎ দু টাকা হোক আর তিন টাকাই হোক বছরে বছরে এই টাকা জমা দিতে আমার হাঙ্গামা আছে। আমি জানি মুদিখানার আট আনা জমা দেবার জন্য ৪।৫।৬ টাকা খরচ হয়। কাজে কাজেই এই ঝকমারিতে না গিয়ে যে একটা এমেণ্ডমেণ্ট ৫ বছর অন্তর আনা হয়েছে আমার তাতে আপত্তি নেই—তবে আমার এমেণ্ডমেণ্টের বক্তব্য হচ্ছে কমসেকম ৩ বছর হওয়া উচিত—অবশ্য সেজন্য যদিও ভাষাটা কমপক্ষে লেখা নেই—এভরি থ্রি ইয়ারস আছে তবুও পাঁচ বছর করে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার তিন বছর করার যুক্তি এই যে ৫ টাকা করে ২৫ টাকা দেওয়ার চেয়ে ১৫ টাকা দিলে তিন বছরে অনেক সুবিধা হবে। কাজেই মন্ত্রিমহাশয়ের পক্ষ থেকে যদি ৫ বছর গ্রহণ করেন তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে বছর বছর থাকা উচিত নয়।

Shri Ananga Mohan Das. I move that in clause 25(1), line 3, for the word "annually" the word "quinquennially" be substituted

আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে ২৫নং ক্লজের সাব-ক্লজ ওয়ানের লাইন থ্রিতে অবশ্য রিনিউয়াল হওয়া উচিত। কোন কোন সদস্য মনে করেন যে রিনিউয়াল হওয়া উচিত নয়—কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি যে শুধু মাত্র এ্যালোপ্যাথি কাউন্সিল ছাড়া অন্য সব জায়গাতে রিনিউয়াল আছে। এ্যালোপ্যাথি কাউন্সিলে নেই—কিন্তু থাকা উচিত বলে মনে করি। কাজেই রিনিউয়াল হওয়া উচিত। কিন্তু রিনিউয়াল অ্যানুয়্যাল হলে অসুবিধা হবে। কারণ গ্রামে গ্রামে ঐ যে সমস্ত চিকিৎসকরা আছেন তাঁরা একবার যাঁরা রেজিস্টার্ড হয়ে গেছেন তাঁরা আবার রেজিস্ট্রারী করার জন্য সময় মত হয়তো আসতে পারবেন না অতএব তাঁদের নাম কাটা যাবে তখন আবার দরখাস্ত করতে হবে, এই রকম হাঙ্গাম হবে, সেজন্য আমি এটাকে ৫ বছর অন্তর করতে বলেছি এবং সিলেক্ট কমিটিতেও আমরা ৫ বৎসর অন্তত: রেজেস্ট্রী করার অ্যামেণ্ডমেণ্ট করেছিলাম। আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমার এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করবেন।

Shri Abhoy Pada Saha: Sir, I beg to move that in clause 25(1), line 3, the word "annually" be omitted.

Sir, I beg to move that in clause 25(1), in line 3, after the word "such" and before the word "renewal" the word "nominal" be inserted.

স্যার, আমার কথা হচ্ছে, অ্যামেণ্ডমেণ্টটা হচ্ছে ঐ অ্যামেণ্ডমেণ্টটা না করে ওটা ৫ বৎসর অন্তর করা উচিত। কারণ অ্যানুয়ালী করাটা অত্যন্ত ঝামেলা হবে। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে সব দোকানদারদের ফুড লাইসেন্স করতে হয় অ্যানুয়ালী, তাদের লাইসেন্স করতে গিয়ে কি ভোগান্তি ভুগতে হয় দুগম পাড়াগ্রাম থেকে। হয়ত তার ২১ টাকায় লাইসেন্স করবার জন্য ২০ টাকা খরচ হয়ে যায়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ৫ বৎসর যদি করা যায় তাহলে অনেক ঝামেলা থেকে পাড়াগ্রামের হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকরা অব্যাহতি পাবে এবং তাদের নাম রেজেস্ট্রীতে থাকবে। সেইজন্য আমার অনুরোধ যে এটা ৫ বৎসর অন্তর অন্তর করলে তাদের সুবিধা হবে।

Shri Nani Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, এখানে প্রথম নম্বর হচ্ছে একেবারেই রিনিউয়াল ফিটা তুলে দেওয়া উচিত। কারণ এখানে নীতির কথা বলছি। একবার যখন ডাক্তার বলে স্বীকার করছেন তাহলে আদারওয়াইজ যদি কোন রিপোর্ট না পান তাহলে রেজিস্ট্রির তালিকা হতে কোনমতেই তার নাম কাটা সঙ্গত নয়। সেইজন্যই বৎসর বৎসর যে তাকে প্রমাণ করতে হবে, বা ৫ বৎসর ৫ বৎসর বাদে তাকে এসে প্রমাণ করতে হবে, বা একটা সাজেসসন হচ্ছে যে ৩ বৎসর অন্তর অন্তর এসে প্রমাণ করতে হবে আমি ডাক্তার, আমি রিনিউয়াল করবার ফি নিয়ে এসেছি, আমার রেজিস্ট্রি রিনিউ করা হোক, এটা যাকে বলে খারাপ কথা। একটা মেডিকেল প্রোফেসন সম্বন্ধে ঠিক ঐ রকম ব্যবস্থা এটা খুবই বিসদৃশ বলে আমার মনে হয়। এটা গেল নীতির দিক। সুতরাং সেদিকটাও আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে একটু ভেবে দেখবার জন্য অনুরোধ করছি। তারপর হচ্ছে বছরে বছরে, না ৫ বৎসর অন্তর। আমরা জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট যা পেয়েছি তাতে সেখানে দেখেছি কুইনকোয়েনয়ালএ রিনিউয়্যালের ব্যাপারটা ছিল এবং এটাও যখন কাউন্সিল-এ গিয়েছিল তখন আবার অ্যানুয়ালী হয়ে গিয়েছে। প্রথমে এটা অ্যানুয়ালীই ছিল। জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে বিভিন্ন আলাপ আলোচনার পরেই হয়ত সেখানে ৫ বৎসর অন্তর রিনিউয়ালের ব্যবস্থা ঠিক হয়। সুতরাং সেটা জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির বিভিন্ন আলোচনার ভিতর দিয়ে ঠিক হয়েছে সেইটাই ঐ দিক থেকে রাখা উচিত যদিও আমার মৌলিক আপত্তির কথা আপনি মনে রাখবেন। যদি রাখতেই হয় যে কিছু বৎসর অন্তর অন্তর তাদের রিনিউয়্যাল করতে হবে তাহলে এক বৎসর না হয়ে ডেফিনিটলী ৫ বৎসর অন্তর অন্তর হওয়া উচিত দুটি দিকে তাকিয়ে। একটি অথ নৈতিক কারণ, আর একটি হচ্ছে টেকনিক্যাল কারণ, যা আপনারা জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে বিচার করে ঠিক করেছিলেন তার পর কাউন্সিলএ অফিসিয়াল অ্যামেণ্ডমেণ্টের মারফৎ বদলান কোন মতেই উচিত নয় এবং সেই ধরণের কোন প্রিসিডেণ্ট ও ক্রিয়েট করা উচিত নয়। এই দিক থেকে আমি অনুরোধ করবো যে আমাদের যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট সেটা বিচার করে দেখবেন।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি আমাদের এই যে রিনিউয়াল ফি এটা কিজন্য দরকার। সেইজন্য আমি আর বেশী সময় নেবো না সেটা বলেছি। সেটা আধ মিনিটের মধ্যে আবার মনে করিয়ে দেবো যে আমাদের এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের যদি বৎসরে ৩০০ করে নূতন ডাক্তার হয় তাহালে আমাদের এ্যালোপ্যাথিক যে মেডিক্যাল কাউন্সিল সেখানে তবু একটা ফি বা রেজিস্ট্রেশন ফি নিয়ে কিছুটা ইনকাম হয় তাতে তারা সরকারের উপর নির্ভর না করে কোন রকমে তাঁরা অফিস খরচাটা চালাতে পারেন। কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথ, একটি মাত্র স্টেট কলেজ হবে, সেখান থেকে এত বেশী ছাত্র প্রতি বৎসর পাশ করবেনা যে ফার্স্ট রেজিস্ট্রেসন ফি দিয়ে তাদের অফিস খরচাও চলবে। সেইজন্য আমাদের যত ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের কমিটি হয়েছে প্রত্যেক কমিটিতেই একটা রিনিউয়্যাল ফি এই সমস্ত হোমিও-প্যাথি, ডেণ্টিস্ট দের ব্যাপারে করতে বলেছেন যাতে খানিকটা ইনডিপেণ্ডেণ্ট অ্যাটিচুড তারা

নিতে পারে, প্রত্যেক পয়সাটা যেন সরকারের কাছে না চাইতে হয়। এটা একটা রিনিউ-য়্যাল ফির উদ্দেশ্য। যেটা সোজাসুজি উদ্দেশ্য সেটা আমার মনে হয় হাউসকে জানানই ভাল। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এটা অ্যানুয়াল করা হবে, না ৩ বৎসর করা হবে, না ৫ বৎসরে করা হবে, প্রত্যেকটিরই সুবিধা অসুবিধা আছে, সেইজন্য প্রথম একবার বিল একরকম তৈরী হল, জয়েণ্ট কমিটিতে আর এক রকম হল, কাউন্সিল-এ আবার আর একরকম হল। কিন্তু এখন আমাদের যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে সেটা অনঙ্গবাবু দিয়েছেন এবং আর একজন বোধ হয় দিয়েছেন অভয় বাবুও দিয়েছেন। এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট আমার অ্যাকসেপ্ট করতে কোন আপত্তি নেই। আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্সেপ্ট করছি। এক বৎসরের জায়গায় ওটা ৫ বৎসরই হোক।

[3-50—4-00 p.m.]

The motion of Shri Ananga Mohan Das that in clause 25(1), line 3, for the word "annually" the word "quinquennially" be substituted, was then put and agreed to.

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that in clause 25(1), line 3, for the word "annually" the words "every three years" be substituted, was then put and lost

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that in clause 25(1), line 3, the word "annually" be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Abhoy Pada Saha that in clause 25(1), in line 3, after the word "such" and before the word "renewal" the word "nominal" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 25, as amended, do stand part of the Bill, was then put and agreed to

Clauses 26 to 36

The question that clauses 26 to 36 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 37

Shri Sanat Kumar Raha:

স্যার ক্লজ নাম্বার ৩৭এ যেখানে সারভিস প্রিভিলেজ অব হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিসনারস আছে—বিলটা পড়ে আমার পরিষ্কার ধারণা হয়নি যে মেডিকেল প্রাকটিসনারস ইন জেনারেল যে প্রিভিলেজ পান সেই প্রিভিলেজ তাদের দেওয়া হয়েছে কী না, তা যদি হয়ে থাকে তাহলে এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট আই অ্যাম নট মুভিং। আর তা যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমার বক্তব্য সেখানে ডিটেইল দেওয়া ছিল যে বিভিন্ন জায়গাতে কোলফিল্ড, মাইনস, ফ্যাকটরিজ, হেল্থ সেণ্টারস যেখানে হয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই আমরা তাদের পাঠাবো as good as medical practitioners as the Allopathic system কাজে কাজেই আমার বক্তব্য যদি একই প্রিভিলেজ দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট এর কোন প্রয়োজন নেই। আমি মুভ করছি না।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

স্যার, আমি আগেই বলেছি আমাদের ওয়েষ্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলএ যারা নিযুক্ত আছে সার্টিফিকেটের ব্যাপারে তাদের যা প্রিভিলেজ থাকবে এদেরও সেই একই প্রিভিলেজ থাকবে। তবে কোন অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি কোন সার্টিফিকেট নেবে না, সেটা তাদের ইচ্ছা থাকবে। তা সত্ত্বেও সরকার থেকে প্রিভিলেজ আমরা একই রকম দেব।

Shri Sanat Kumar Raha: I am not moving my amendments.

The question that clause 37 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 38

Shri Nani Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in clause 38 lines 3 and 4, the words "whose name is entered in Part A of the Register" be omitted.

আমি এই যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করছি তাতে বলতে চাই ডিফারনসিয়েসন যত কমান যায় ততই ভাল এবং সেদিকে যাওয়াই উচিত। স্যার, 'এ' এবং 'বি' র মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। কুজ থার্টি এইট–এ বলা হয়েছে

No Homoeopathic practitioner other than a registered Homoeopathic practitioner whose name is entered in part A of the Register.

আমি এখানে হুজ নেম ইজ এনটার্ড ইন পার্ট 'এ' অব দি রেজিস্টার এটা ওমিট করতে বলছি। মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ হচ্ছে চাকুরীর ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথ নির্বিশেষে সকলে যাতে যোগ্যতার বিচারে এবং ডিপ্লোমার বিচারে সুবিধা পায় সেটা বিচার করা উচিত এবং সেদিক থেকে আমার এই এ্যামেণ্ডমেণ্টার বিচার করবেন বলে আশা করি।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, এই পার্ট 'এ' এবং 'বি' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি কাজেই এখন আর নূতন কিছু বলবার নেই এবং আমার পক্ষে এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট নেওয়াও সম্ভবপর নয়।

The motion was then put and lost.

The question that clause 38 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, and 46

The question that clauses 39 to 46 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Proposed New Clause 47.

Shri Sanat Kumar Raha: Sir, I beg to move that after clause 46 the following new clause be added:

"47. All the sections of this Act shall be implemented simultaneously not step by step in West Bengal."

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, কুজ থার্টি ফোর যেভাবে লেখা হয়েছে, মন্ত্রিমহাশয় যে বক্তৃতা করলেন, কাউন্সিলের যে রিপোর্ট আমরা দেখেছি এবং হোমিওপ্যাথিক সংঘের পক্ষ থেকে যেকথা বলা হয়েছে তাতে আমার আশংকা হয় এই এ্যাক্টকে যদি একসঙ্গে চালু করা না হয় তাহলে এই বিলের মধ্যে যে কয়টা ধারা আছে এবং বিশেষ করে ৩৪ এবং ৩৫ ধারা নিয়ে আমাদের দেশে দুর্নীতি বাড়বে। প্রথম কথা হচ্ছে প্রহিবিসন অব আনঅথরাইজড কনফার্মেন্ট অব ডিগ্রিজ এটাসেটরা, অ্যাণ্ড পেনাল্টি ফর সাচ কনফার্মেণ্ট। তারপর, কুজ থার্টি ফাইভ এ আছে পেনালটি ফর ইমপ্রপার অ্যাজামসন অব হোমিওপ্যাথিক কোয়ালিফিকেসনস। স্যার, এই দুটি ধারা নিয়ে আমাদের দেশে একটা বাজার সুরু হবে কাজেই সেই বাজার প্রতিরোধ করতে গেলে হোমিওপ্যাথিক আইন একসঙ্গে বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে চালু রাখা উচিত। ৩৪ এবং ৩৫ ধারার উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এই অ্যাক্ট নোটিফিকেসন-এর দ্বারা বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে চালু করা উচিত এবং তা যদি না করা হয় তাহলে এই সুযোগে দুর্নীতির ব্যবসা সুরু হবে। কাজেই আমি বলছি কুজ ওয়ান-এ স্পিরিটটা নিয়েছেন তার সঙ্গে এটা থাকলে ক্ষতি হবে না–অর্থাৎ অল দি সেক্সনস অব দিস অ্যাক্ট স্যাল বি ইমপ্লিমেণ্টেড সাইমালটেনিয়াসলী

নট স্টেপ বাই স্টেপ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমার মনে হচ্ছে এর স্পিরিটটা হচ্ছে, অল দি সেক্সনস অব দি অ্যাক্ট এটসেটরা, এটসেরটা—স্টেপ বাই স্টেপ নেবার প্রয়োজন নেই। যাহোক আমার বক্তব্য হচ্ছে সমস্ত অ্যাক্টকে একসঙ্গে চালু করা হোক, ৩৪ এবং ৩৫ ধারাকে যেন ঠেকিয়ে রাখা না হয়।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Cuha:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, সনৎবাবুর সঙ্গে আমি একমত। তবে তাঁর এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট-এর কোন দরকার নেই, কারণ আমরা এটা এক সঙ্গেই অপারেট করব। কাজেই আমার মনে হয় তাঁর এটা উইথড্র করা উচিত।

[4-00—4-05 p.m.]

Shri Sanat Kumar Raha: In view of the assurance given by the Hon'ble Minister, I would like to withdraw my amendment.

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that after clause 46, the following new clause be added:

"47. All the sections of this Act shall be implemented simultaneously not step by step in West Bengal."

was then, by leave of the House, withdrawn.

Schedule

The question that the Schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Cuha: Sir, I beg to move that the West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963, as settled in the Assembly, be passed.

Shri Nani Bhattacharjee:

স্যার, আজকে যাতে থার্ড রিডিং না হয়, তার জন্য বলছি। যতটা সম্ভব রুলসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলাটাই উচিত। এবং আপনি সেই অবজেকশন ওয়েভ করে দিতে পারেন। অলরেডি এই বিলে দুটো অ্যামেণ্ডমেণ্ট হয়েছে।

The Hon'ble Jagannath Kolay:

অ্যামেণ্ডমেণ্ট এমন হয়নি যাতে বিলটা উল্টে যাচ্ছে। তবে আমি আপনাকে বলছি আমরা খালি একটা বিল নেব। রেড ক্রস সোসাইটি বিলটা নেব, প্রসেসন বিলটা আমরা নিচ্ছি না। কাল আমাদের লাস্ট ডেট, পরশু দিন নন-অফিসিয়েল ডে আছে, সেজন্য আমি বলছি আজকে এটা শেষ করে দিন। এমন কিছু বলবারও নেই, এটা সিলেক্ট কমিটিতে গেছে, ঐ হাউসেও গেছে। দিস ইজ মাই রিকুয়েস্ট।

Shri Nani Bhattacharjee:

হেমন্তবাবু রাজী হয়ে গেলেন, কিন্তু একটি কথা বলি। আমরাতো সময়ের অনেক আগে চলেছি। সেদিকটা বিচার করে বলছি ধরুণ কালকে ইণ্ডিয়ান রেড ক্রসের উপর দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার বেশী আলোচনা চলবে না।

Mr. Speaker:

আগে যদি হয়ে যায় সকাল সকাল উঠে পড়বেন। পরশু আবার বসবেন।

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Cuha:

আমি অলরেডি মুভ করে দিয়েছি। আগে যা বলেছি তার বেশী কিছু বলবার নেই।

The motion of the Hon'ble Prabodh Kumar Guha that the West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963, as settled in the Assembly, be passed was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 4-5 p m till 12 noon on Thursday, the 5th September, 1963, at the Legislative Building, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Legislative Building, Calcutta, on Thursday, the 5th September, 1963, at 12 noon.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble KESHAB CHANDRA BASU) in the chair 12 Hon'ble Ministers, 7 Hon'ble Ministers of State, 7 Deputy Ministers and 160 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[12—12-10 p.m.]

Proposal for opening M.Sc. classes in Darjeeling Covt. College

***298** (Admitted question No *1158) **Shri Sailendra Nath Adhikary**: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) the reasons for not opening M Sc classes in Botany and Zoology in the Darjeeling Government College; and

(b) whether the Government considers the desirability of requesting the North Bengal University to take necessary steps for opening those classes in the said College?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra: (a) Post Graduate classes in Botany and Zoology were started at the Darjeeling Government College from the academic session 1962-63 In July, 1963, an attempt was made by the Vice-Chancellor to explore the possibility of locating the Post-graduate Classes in Botany and Zoology at the University site at Siliguri along with other Post-Graduate Classes It has since been decided by the North Bengal University to continue Post-Graduate Classes in Botany and Zoology at Darjeeling Government College.

(b) Does not arise.

শ্রীসনৎকুমার রাহা : এই যে জুলাই, ১৯৬৩ থেকে এ্যাটেমপ্ট হয়েছিল সেই এ্যাটেমপ্টের ফলটা কি এই যে সেসানের মিছিলে সেই ছাত্রদের বলা হয়েছে এখন তোমরা শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং-এ গিয়ে ক্লাস কর, এটা কি ঠিক?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : জুলাই, ১৯৬৩ সালে ভাইস-চান্সেলর চেষ্টা করলেন যে এটা শিলিগুড়িতে করবেন। তারপর আগষ্ট মাসে এখানে নানা অসুবিধা হওয়াতে তিনি বলে দিয়েছেন যে সেটা দার্জিলিং-এ হবে। ইউনিভার্সিটি সেটা ডিসাইড করেছে।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : শিলিগুড়ি থেকে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির বোটানী এবং জুলজি বিভাগ দার্জিলিং-এ স্থানান্তরিত করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : সে কারণ আমি সঠিক বলতে পারব না। ইউনিভার্সিটি মনে করছেন যে দার্জিলিং-এ এর পড়াশুনা ভাল হবে। অন্যখানে করা সম্ভব হবে কিনা তার জন্য একটা চেষ্টা তিনি করেছিলেন। ওখানে জায়গা ইত্যাদি নানা অসুবিধা আছে এই দেখে শেষ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি ১৮ই আগষ্ট স্থির করেছেন যে এটা দার্জিলিং-এ হবে।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : আপনি কি অবগত আছেন যে সাধারণভাবে যেখানে ইউনিভার্সিটি হয় তার কাছে বা তার সংলগ্ন এলাকাতে সমস্ত বিভাগ করলে ছাত্রদের পক্ষে পড়াশুনার সুবিধা হয়?

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : যেখানে কোঅর্ডিনেটেড সিস্টেম আছে সেখানে তা হয় না। অনেক সময় অনেক জায়গায় অনেক ইউনিভার্সিটিতে বিশেষ বিশেষ বিষয় স্থানান্তরে পড়ানো হয় যদি সুযোগ থাকে। আমি জানিনা ঠিক কি জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কেন নিয়েছেন, তবে এটা নেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে—প্রথম কারণ হচ্ছে যে দার্জিলিং-এ ফ্লোরা এবং ফেনো য়্যাভেল্‌এবল্‌ সেটা বোটানী পড়ার পক্ষে খুব উপযোগী, এই সুযোগ আর কোন জায়গায় পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় হচ্ছে, জুলজি পড়ানোর পক্ষে প্রচুর সুবিধা আছে সেটা অন্যত্র নেই। কাজেই দার্জিলিং-এ বোটানী এবং জুলজি পড়া ভাল হবে মনে করেই বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয় সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : বাংলা দেশে অন্যান্য যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেমন কোলকাতা বা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন এলাকাতে বোটানী বা জুলজি পড়াবার ব্যবস্থা তারা করেছেন—শিলিগুড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে অথচ সেখান থেকে তাদের কিভাবে দার্জিলিং-এ নিয়ে যাওয়া হল, হয়ত তাতে কিছু সুবিধা হতে পারে। কিন্তু ছাত্রদের প্র্যাক্‌টিকাল বা রিয়ালিষ্টিক ওয়েতে যে ডিফিকালটি হবে এটা ঠিক কিনা?

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : প্র্যাকটিকাল ডিভিকালটিজ বরঞ্চ তাদের কম হবে দার্জিলিং-এ।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় : মন্ত্রিমহাশয় জানাইবেন কি যেসব ছেলেরা দার্জিলিং-এ গিয়ে পড়াশুনা করবে তাদের সেখানে হোস্টেলে থাকবার, অ্যাকমডেসনের কোন ব্যবস্থা করেছেন সবকারের তরফ থেকে?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : সরকারেব তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় : মন্ত্রিমহাশয় নিশ্চয়ই জানেন কারণ তাঁরা বছরে একবার করে দার্জিলিং-এ যান, যে দার্জিলিং-এ অ্যাকমডেসন পাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং সরকারের তরফ থেকে বা কলেজ বা ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে সেই ব্যবস্থা করাটা নিশ্চয়ই জরুরী প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : একটা কথা মাননীয় সদস্য ভুলে গেছেন যে এইসব ছাত্রেরা এক বছর ধরে দার্জিলিং-এ আছে-প্রথমে এই ক্লাস খোলা হয়েছিল দার্জিলিং-এ, পরের বছরও দার্জিলিং-এই আছে।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : যখন ছাত্রেরা দার্জিলিং-এ এক বছর ধরে ছিল তখন শিলিগুড়িতে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি। সুতরাং শিলিগুড়িতে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পরে সাধারণতঃ ছাত্রেরা আশা করেছিল যে শিলিগুড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তাঁরা শিলিগুড়িতেই এই দুটো বিভাগের সুযোগ সুবিধা পাবে।

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : একথা ঠিক নয়, শিলিগুড়িতে হওয়ার পরে দার্জিলিং-এ ব্যবস্থা হয়েছিল।

Sachdev Committee's Report

***299.** (Admitted question No. *1170.)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী : বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সচদেব কমিটির সুপারিশগুলি কি কার্যকরী করা হইয়াছে;

(খ) ঐ সুপারিশগুলিতে কোথায় কোথায় নতুন থার্মালপ্ল্যান্ট স্থাপনের কথা আছে ও কি কারণের জন্য কমিটি ঐসব স্থান নির্বাচন করিয়াছেন; এবং

(গ) সচদেব কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হইবে কিনা?

দি অনারেবল তরুণ কান্তি ঘোষ : (ক) হ্যাঁ, অধিকাংশই কার্যকরী করা হইয়াছে।

(খ) (১) দুর্গাপুরে তৃতীয় ৭৫ মেগাওয়াটের একটি, গৌরীপুরে ১৫ মেগাওয়াটের একটি এবং আজীমগঞ্জে প্রত্যেকটি ৫০ মেগাওয়াটের ২টী তাপবিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র স্থাপনের সুপারিশ ছিল।

(২) উল্লিখিত স্থানগুলিতে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও সুযোগ সুবিধা বর্তমান থাকায় কমিটী উক্ত স্থানগুলি নির্বাচন করিয়াছিলেন।

(গ) উহা ভারত সরকারের বিবেচ্য বিষয়, যেহেতু উক্ত কমিটী ভারত সরকারই নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস : সচদেভ কমিটি কি কি সুপারিশ করেছেন সেটা জানাবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: They are the following:

(1) A third 75 MW Unit at Durgapur Thermal Power Station

(2) One 15 MW unit at Gourepore.

(3) A new Thermal Power Station at Azimgunj of 2 × 50 MW each

(4) Additional Transmission Schemes for Malda-West Dinajpur area for import of power from North Bihar Grid.

(5) Additional 9 MW Unit for Jaldhaka Power Station (1st stage).

(6) Packaged Power Plants 6 × 1.5 MW for isolated areas of West Bengal.

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি এই থার্মাল প্ল্যান্টগুলি কবে কার্যকরী হবে—আমরা ইলেকট্রিসিটি কবে থেকে পাবো?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : দুর্গাপুর থেকে আমরা আশা করছি ২টো ৭৫ মেগাওয়াট স্টেশন, একটা শেষ হয়ে যাবে ডিসেম্বরের মধ্যে, আর একটা তার দু মাসের মধ্যে ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ হয়ে যাবে এবং দুর্গাপুরের যে ট্রান্সমিসান লাইন কোলকাতা থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত সেটা শেষ হয়ে যাবে, আর দুর্গাপুর থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত হয়ে যাবে বাই দি টাইম ফার্স্ট দুটো শেষ হওয়ার আগে। অতএব আশা করা যায় ডিসেম্বরে এণ্ড এ কোলকাতায় পাওয়ার পজিসন উইল ইমপ্রুভ।

[12-10—12-20 p.m.]

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় : আমি বলতে চাইছি যে, নূতন কারখানা যারা করছে তারা পাওয়ার পাচ্ছে না। এবং অন্যান্য ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি যারা করছে কারণ সরকার নূতন ইণ্ডাষ্ট্রিতে সহযোগিতা করবার চেষ্টা করছে কিন্তু পাওয়ার-এর অভাবে কোন নূতন ইণ্ডাষ্ট্রি কোথায়ও গড়ে উঠছে না এ মন্ত্রীমহাশয় জানেন এবং এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা উচিত এটা উনিও মনে করছেন, এটা কতদিনের মধ্যে কলকাতায় এই যে রান্না করতে গিয়ে দেখা গেল অর্ধেক রান্না হয়ে বন্ধ হয়ে গেল এই জিনিসটা কতদিনে কমবে আমরা জানতে চাই?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : জানুয়ারী মাস থেকে আশা করা যায় যে আমাদের পাওয়ার সর্টেজ আর থাকবে না।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : আপনি (খ)র উত্তরে বললেন অনেকগুলি সুপারিশ কার্যকরী করা হয়েছে। কোন সুপারিশগুলি কার্যকরী করা হয়েছে এবং কোনগুলি করা হয় নি?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : ধরুন দুর্গাপুরে ৭৫ মেগাওয়াট ইউনিটের আমরা বন্দোবস্ত করেছি। আমাদের নিউ ভারত থার্মাল পাওয়ার স্টেশন যেটা আছে যে আজিমগঞ্জে যেখানে ২০০ করবার কথা, সেটা পরে ১০০ করবার কথা ছিল কিন্তু কয়লার অভাবে সেটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দুর্গাপুরেই করার কথা হয়েছে এবং ১০০ র জায়গায় সেখানে ১৫০ করার বন্দোবস্ত হচ্ছে। জলঢাকাকে আমরা এডিশ্যানাল ৯ মেগাওয়াটের ব্যবস্থা করেছি। আর প্যাকেজ প্রোগ্রাম এ ১ ৫ মেগাওয়াট ইচ তারও এ্যাপ্রুভাল এসে গিয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বসেছে। আমরা কার্যকরী করিনি গৌরীপুরে ১৫ মেগাওয়াট, কারণ সেখানে করার কয়লার দিক দিয়ে অসুবিধা আছে সেইজন্য করা হয় নি। আর আমরা কার্যকরী করতে পরিনি additional transmission Scheme for Malda and West Dinajpur area for import of power from Noth Bihar grid, সেখান থেকে তারা পাওয়ার দিতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : ব্যাণ্ডেল থার্মাল প্ল্যান্টের কাজটা কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আপনি আশা করছেন?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : ব্যাণ্ডেল-এ আপনারা জানেন আমরা ৩০০ মেগাওয়াটের বেশী তৈরী করছি। ৪টি স্টেশন-এ ৭৫ ইচ্ তৈরী হচ্ছে। তার মধ্যে আমরা আশা করছি একটা বাই দি এণ্ড অফ ১৯৬৪ নিশ্চয়ই পাবো ইফ নট ২। আর বাই দি এণ্ড অফ ১৯৬৫ আমরা পুরোটাই পেয়ে যাবো।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন যে, দুর্গাপুরে ১৫০ মেগাওয়াটের যে ইউনিট সেটা কবে থেকে চালু হবে?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : দুর্গাপুরের এ্যাপ্রুভাল আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে পেয়ে গিয়েছি। কিন্তু এর জন্য যে ফরেন এক্সচেঞ্জ কমপোনেন্ট তারজন্য আমি যখন আর একবার দিল্লীতে গিয়েছিলাম তখন ডাঃ রায়ের বর্তমান পাওয়ার মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছিল এবং তাঁরা এটা নিয়ে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট-এর সঙ্গে লেখালেখি করছেন এবং তিনি আমাকে জানিয়েছেন পত্র দিয়ে, কয়েক দিন আগে পেয়েছি যে এক মাসের মধ্যে they will be able to release foreign exchange for this 150 mega watt station অতএব আমরা আশা করছি থার্ড ফাইব ইয়ার প্ল্যান এ আমরা আরম্ভ করবো কিন্তু এর পুরোপুরি কাজ ফার্স্ট ইয়ার অফ দি ফোর্থ প্ল্যান এ পেতে পারবো।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমাদের কাছে জানিয়েছেন যে দুর্গাপুরে ৭৫ মেগাওয়াটের দুটি ইউনিট খোলা হবে এবং ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে আমাদের পাওয়ার পজিসন কিছু ইমপ্রুভ করবে। আমি তাঁর কাছে জানতে চাইছি যে, দুটি ইউনিট খোলবার কথা আছে, না তিনটি খুলবার কথা আছে?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : আগে দুটি ইউনিট ছিল। সচদেব কমিটি রেকমেণ্ডেশান করেছিল আর একটির এডিশনাল ৭৫ মেগাওয়াট ইউনিট-এর জন্য। সেটা আমরা ১৯৬৪ র এণ্ড এ বা ১৯৬৫ র মাঝামাঝি পাবো।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস : এই পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কত টাকা বরাদ্দ ছিল আর কত টাকা খরচ হয়েছে?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : মোটামুটি ১০০ কোটি টাকার মত আমাদের খরচ লাগবে এই সমস্ত প্ল্যান্টগুলি কার্যকরী করতে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে তা আমি বলতে পারবো না। আই ওয়ান্ট নোটিস্।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন যে গৌরীপুরের পাওয়ার প্ল্যান্টকে স্ট্রেংদেন করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : A small unit of 15 M. W. capacity at Gourepore is not a rational size for West Bengal—D.V.C. grid, and Gourepore being located 20 miles away from Calcutta, and more than 100 miles from the sources of coal, it would be contrary to the Central Government's declared policy of setting up of future power stations near the sources of coal or middlings from Washeries.

সেইজন্য আমরা গৌরীপুরের উপরে জোর দিই নি। তার বদলে আমরা ৭৫ মেগাওয়াট আর একটা ইউনিট বাড়াচ্ছি দুর্গাপুরে। ১৫০ করছি যেটা ১০০ ছিল, সেটা দুর্গাপুরে করছি।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : এই সব প্ল্যান্টের জন্য মোটামুটিভাবে ১২০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু একথা কি ঠিক এই প্ল্যান্টগুলির জন্য আমরা এ্যামেরিকান ফাইনান্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে একটা কিছু সাহায্য পাচ্ছি?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : তাদের কাছ থেকে যদি সাহায্য পাইও তাহলে তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। এবং বাইরে থেকে যে সাহায্য আমরা পেয়ে থাকি সে ভারত সরকার বন্দোবস্ত করে দেন। আমরা যে প্ল্যান রেখেছি তাতে মোটামুটি খরচ হবে ১২০ কোটি টাকা।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যাণ্ডেলে যে থার্মাল প্ল্যান্ট হচ্ছে সেখানে আমরা দেখেছি যে আমেরিক্যান কুলজিন কোম্পানী সেটাতে এসে কাজ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি যেমন ব্যাণ্ডেল থার্মল প্ল্যান্টের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতটাকা খরচ করছেন এবং আমেরিকান কর্পোরেশন কত টাকা দিচ্ছে?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : এটা আমি এখনি বলতে পারবো না।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : আচ্ছা এই থার্মাল প্ল্যান্টের আজিমগঞ্জে একটা সাইট হওয়ার কথা ছিল?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : আমিত আগেই বললাম হওয়া সম্ভব নয় এই জন্য যে কোল-এর থেকে যদি দূরে হয় তাহলে কোল ট্রান্সপোর্ট করতে বড় অসুবিধা হয়। সেইজন্য গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার প্ল্যান হচ্ছে যে লোকেসন হবে জেনরেটিং ইউনিটগুলি কোল এরিয়ার কাছে। সেইজন্য আমরা এটা নিয়ে গিয়ে দুর্গাপুরে করার ব্যবস্থা করেছি।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : আমার প্রশ্ন হচ্ছে কয়লার অভাবের জন্য আমরা আজিমগঞ্জ থেকে দুর্গাপুরে প্লান্টটা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমি প্রশ্ন করছি যে, সচদেব কমিটি যখন সুপারিশ করেছিলেন তাঁরা কি এই কয়লার প্রশ্নটি বিবেচনা করেন কি?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : তাঁরা কি করেছিলেন তা আমার পক্ষে বলা শক্ত। তবে গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া বলেছিলেন যে ওটাকে ওখানে আমরা করতে দিতে পারবো না। তার কারণ আপনাকে বুঝিয়ে দিই যে টোটাল কত লোড নেবে ওয়াগন তার একটা বন্দোবস্ত করতে হবে থার্ড অব ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান-এ। অতএব চালাতে গেলে যে কয়লা দরকার হবে সেই হিসাবে তারা ওয়াগন দিতে পারবেন না। তার থেকে যখন আমরা ট্রান্সমিসন লাইন টেনে নিয়ে আসছি তখন ইট উইল বি ইজিয়ার যদি আমরা কোল বেল্টের মধ্যে করি। সেই হিসাবে আমরা এটা করছি।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন যে, কোল ফিল্ড বা কোলিং এরিয়াতে বিদ্যুত সরবরাহ করবার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : কোল ফিল্ড-এ বিশেষ ঘর থেকে বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়ে থাকে এবং সেখানে আমরা ১ : ৫ মেগাওয়াটের আমরা যে ৬টি ইউনিট আনিয়েছি তার ৪টি ইউনিট সেখানে দিয়েছি। তার মানে ৬ মেগাওয়াট সেখানে বাড়িয়ে দিয়েছি।

শ্রী[illegible] রায় : আচ্ছা, আজিমগঞ্জ থেকে সরে গেল তার একমাত্র কারণ কি এই যে সেখান থেকে লোকসভার কংগ্রেস প্রার্থী হেরে গিয়েছিল?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : নিশ্চয়ই না।

Cranting of loan to Ramkrishna Vivekananda Powerloom Co-operative Society Ltd.

***300.** (Admitted question No. *1242)

শ্রী[illegible] রায় : গত ৭ই অগাস্ট ১৯৬৩ তারিখে প্রদত্ত অতারকিত ৩২৪নং (অ্যাডমিটেড প্রশ্ন নং ৫৮৩) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের মাননীয় মন্ত্রি-মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--

(ক) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাওয়ার লুম কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-কে কোন্ তারিখে এবং কি শর্তে ৪৮,২০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে;

(খ) উক্ত সোসাইটি ছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার অন্য কোনও সোসাইটিকে ঐ অঙ্ক বা তাহার কাছাকাছি অঙ্কের ঋণ হিসাবে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে কিনা,

(গ) উক্ত সোসাইটিকে অনুদান হিসাবে ৪,৫৬০ টাকা কবে দেওয়া হইয়াছে; এবং

(ঘ) কি কি বিষয় বিবেচনা করিয়া উক্ত অনুদান মঞ্জুর হইয়াছে?

[12-20—12-30 p m.]

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : (ক) নিম্ন বর্ণিত ২৫।৪।৬২ তারিখে ৪৮,২০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

(১) ঋণ হিসাবে প্রদত্ত ৪৮,২০০ টাকার মধ্যে ৪৬,৮০০ টাকা সোসাইটীকে ১৬টি বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় বাবদ ব্যয় করিতে হইবে এবং ঐ বিদ্যুৎচালিত তাঁতগুলি চালাইয়া কাপড় তৈয়ার করিবার সমুদয় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) বাকী ১৪০০ টাকা সোসাইটীকে ১৬ জন সভ্যের মধ্যে প্রত্যেককে ৮৭ ৫০ নঃপঃ হিসাবে সোসাইটীর শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য বন্টন করিয়া দিতে হইবে এবং ইহার সহিত আরও ১২ ৫০ নঃ পঃ নিজেরা দিয়া সোসাইটীর ১০০ টাকার শেয়ার কিনিয়া অংশীদার হইবে।

(৩) ঋণের মোট টাকার মধ্যে ৪৬,৮০০ টাকা সোসাইটীকে বার্ষিক শতকরা ৪ টাকা হারে সুদ সহ ১০টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) সোসাইটীর অংশ ক্রয়ের জন্য সভ্যগণকে যে ১৪০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বার্ষিক ৩½ টাকা হারে সুদসহ ২টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) ঋণ হিসাবে দেওয়া সমুদয় টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত ১৬টি বিদ্যুৎচালিত তাঁত, সমুদয় যন্ত্রপাতি, যাবতীয় সরঞ্জাম ও তৈয়ারী কাপড় সহ সব কিছুই সরকারের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।

(খ) না।

(গ) ২২।৬।৬২	তারিখে	২,৮০০ টাকা
২৯।৮।৬২	তারিখে	১,৭৬০ টাকা
		৪,৫৬০

(ঘ) ভারত সরকার অনুমোদিত বিদ্যুৎচালিত তাঁত প্রকল্পে ঋণের সঙ্গে অনুদানের ব্যবস্থাও আছে। যে সমস্ত সমিতি সরকার হইতে ঐ প্রকল্পের অধীনে কাজ করিবার অনুমোদন পান প্রকল্প অনুযায়ী অনুদান পাইবার অধিকারও তাঁহাদের বর্তায়।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, এই সময় মুর্শিদাবাদ জেলার কয়টি কো-অপারেটিভ এ্যাপ্লাই করেছিলেন?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : সবশুদ্ধ দুটি।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : দুটির মধ্যে এটাকে দেওয়া হোল কেন?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : প্রথম কথা হচ্ছে নানা কারণে এটা বিবেচনা করেছিলাম। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওখানে যে মন্দির মিলস রয়েছে যাদের কাছ থেকে সুতো নিয়ে চালাতে হবে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে যাদের আমরা দিয়েছি তাদের তাঁরা সুতো দিতে প্রস্তুত আছেন এবং অপরকে দিতে পারবেন না বলে বলেছেন কারণ তাদের পক্ষে চালানোর খরচ বেড়ে যায়। তৃতীয় কথা হচ্ছে এ'দের আর্থিক অবস্থায় এ'রা এটা তুলতে পারবে বলে বলেছে। এইসব বিবেচনা করে এ'দের দেওয়া উচিত বলে মনে হয়েছে তাই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : এই কো-অপারেটিভ-কে এত টাকা যে দেওয়া হয়েছে তার কারণ কি এই যে, এর সভাপতি এবং সহ-সভাপতি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি এবং সম্পাদক?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : একথা আমার জানা নেই।

Government grant to Mayna Girls' School

***301.** (Admitted question No. *1270)

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলায় ময়না বালিকা বিদ্যালয় সরকার হইতে ডেফিসিট গ্র্যান্ট পায়, এবং

(খ) সত্য হইলে, উক্ত বিদ্যালয় গত ১৯৬২-৬৩ সালের শেষ তিন মাসের টাকা এবং এ বৎসর এ যাবৎ কোন গ্র্যান্ট পায় নাই কেন?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র : (ক) হ্যাঁ।

(খ) উক্ত বিদ্যালয়ের ১৯৬২-৬৩ সালের তিন কিস্তিতে ৫২৪৪ টাকা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু এই বিদ্যালয়ের ১৯৬২-৬৩ সালে পাওনা হয় ৪০৮৭ টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য অগ্রিম ১৭০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষত জানাইয়াছে যে চেক শীঘ্রই পাঠান হইবে।

শ্রীঅনংগমোহন দাস : এই বিদ্যালয়কে টাকা দিয়েছেন এবং ১৯৬২-৬৩ সালের টাকা মঞ্জুর করেছেন, ডেফিসিট গ্র্যান্ট দিয়েছেন। আমার প্রশ্ন হোল এটা কি নূতন স্কেল অনুসারে দিয়েছেন, না পুরান স্কেল অনুসারে বিবেচনা করেছেন?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র : সেটা এখনই বলতে পারি না।

শ্রীঅনংগমোহন দাস : এই বিদ্যালয়ের টাকা প্রতি তিনমাস অন্তর দেওয়া হচ্ছে না কেন? আপনি কি জানেন না যে, গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে নিয়মিত টাকা না দিলে সে বিদ্যালয় চালান কঠিন?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র : সব জায়গায় নিয়মিত যায় কিনা সেইসব খবর আমার কাছে নেই। বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে বিশেষভাবে দেবার ব্যবস্থা আছে বলে আমার জানা নেই। সাধারণভাবে টাকা দেওয়া হয় এবং সমস্ত বিদ্যালয়ে যদি নিয়মিতভাবে টাকা না যায় তাহলে যে অসুবিধা হবে সেকথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মন্ত্রীমহাশয় বললেন যে, ১৯৬২-৬৩ সালে যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেটা ও'দের যে চাওয়া টাকা তার চেয়ে বেশী দেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ডেফিসিট জানিয়ে যে হিসেব দেন তার উপর ডেফিসিট গ্র্যান্ট-এর টাকা দেবার নীতি আছে কিনা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র : আমরা যে টাকা দেই সেটা অনেক সময় এর আগের বছর কি খরচ হয়েছিল সেটা হিসেব করে দেই। চূড়ান্ত হিসেব হয় নি বলে অনেক স্কুলে টাকা বাকী থাকে এবং কারুর আবার সারপ্লাসও হয়। অনংগবাবু প্রশ্ন করেছেন যে, ইনক্রিজড

স্যালারি দিয়েছেন কিনা? আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না, তবে হয়ত একজন শিক্ষিকা মাঝখানে ছিলেন না বলে তাঁর এ্যাডমিসেবেল এক্সপেণ্ডিচার হোল না। এরজন্য হতে পারে, তবে ঠিক কিসের জন্য হয়েছে সেটা আমি বলতে পারব না।

Admission of students into the Presidency College, Calcutta

***302.** (Admitted question No. *1288) **Shri Girija Bhusan Mukherjee :** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state whether it is a fact that this year the authorities of the Presidency College, Calcutta, gave publicity in daily newspapers for admission where it was stated that "none need apply who has not obtained First Division marks in Higher Secondary Examination"?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) if any student obtaining less than 1st division marks has been admitted into that college this year;

(ii) if it is a fact the boys standing in the 9th and 20th places in the Higher Secondary (Humanities) Examination this year has been refused admission by that college; and

(iii) if so, the reasons therefor?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra: (a) There was no such announcement through the press that none need apply who has not obtained First Division marks in the Higher Secondary Examination.

(b) Does not arise

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ: একথা কি ঠিক প্রেসিডেন্সী কলেজে এ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে ছেলেদের টেষ্ট করা হয়, যার ফলে বহু মেধাবী ছাত্র এ্যাডমিশন টেষ্টে উন্নীত হতে না পারাতে এ্যাডমিশন পাবার সুযোগ পায়না।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: প্রেসিডেন্সী কলেজে এ্যাডমিশন টেষ্ট করা হয়, এবং প্রি-ইউনিভার্সিটি বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা যারা পাশ করেছে তাদের এগ্রিগেট দেখে তার পর ভর্ত্তি করা হয়।

শ্রীমতী শান্তি দাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি এটা জানেন যে এই যে প্রেসিডেন্সী কলেজে এ্যাডমিশন টেষ্ট হয়, এ্যাডমিশন টেষ্টের এ্যাপ্লিকেশন যখন ষ্টুডেন্টরা সাবমিট করে তখন একথা তাদের বলা হয় যে তোমাদের লোকাল এড্রেসে চিঠি যাবে কবে এই এ্যাডমিশন টেষ্ট হবে। কিন্তু এ্যাকচুয়ালী হয়েছে কি, যেদিন টেষ্ট হবে তার দুই একদিন আগে কলেজের নোটিশ বোর্ডে এটা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল যে অমুক দিন টেষ্ট হবে, প্র্যাকটিকেল ক্ষেত্রে এই ঘটার জন্য বহু ভাল ভাল ছাত্র এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে পারেনি বলে ভর্ত্তি হতে পারেনি। এ খবর সত্য কিনা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: এবিষয়ে লোকাল প্রেসে যে খবর বেরিয়েছে তা পড়ে দিলেই হয়ত সন্দেহের নিরসন হবে। এখানে আছে যে
The dates of such tests will be announced on the college notice board and will not be communicated to applicants individually.
এটা পরিষ্কারভাবে প্রেস নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতী শান্তি দাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে যদি এই ধরণের কোন কেস দিতে পারি তিনি এ বিষয়ে তদন্ত করবেন কিনা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আপনি যদি দিয়ে আরম্ভ করেছেন, যদি এধরণের কেস দেন তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করবো।

শ্রীমতী শান্তি দাস: প্রেসিডেন্সী কলেজে এ্যাডমিশনের ব্যাপারে এখানে হিউম্যানিটিজের কথা লেখা রয়েছে, তবে আমি সায়েন্সের সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখতে চাই। উইথ লেটারস যারা

ডিষ্টিংশনে পাশ করেছে, ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করেছে, যাদের এগ্রিগেট ৭০০এর নীচে আছে, ৬০০এর উপরে আছে তাদের অনার্স নিতে দেওয়া হয়না যেহেতু তারা ৭০০এর উপর নম্বর পায়নি এটা ঠিক কিনা।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: এমন যদি দেখা যায় ৭০০এর বেশী নম্বর পাওয়া ছাত্র এসেছে তাহলে কম নম্বর পাওয়া ছাত্রদের ভর্তি করা হয়না।

শ্রীমতী শান্তি দাস: প্রেসিডেন্সী কলেজে যত অনার্স ষ্টুডেন্ট নেওয়া যেতে পারে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট-এ সেখানে সমস্ত এ্যাডমিশন হয়ে গেছে কিনা অন্ততঃ এটা জানালেও খুসী হবো।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: নোটিশ দিলে বলতে পারি. আর একটা কথা হচ্ছে ফিজিকসে হয়ত ৭০০এর উপর দরকার হচ্ছে, কেমিষ্ট্রিতে হয়ত ৭০০এর কম আছে, কিন্তু সমস্ত সীট পূরণ হয়েছে কিনা এ খবর নোটিশ না দিলে বলতে পারিনা।

শ্রীমতী শান্তি দাস: এবারে যারা থ্রী-ইয়ার্স ডিগ্রী কোর্সে ইংলিশ অনার্স নিয়ে পাশ করেছে, হাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে, মন্ত্রিমহাশয় জানেন যে প্রেসিডেন্সী কলেজে টেষ্ট দিলে কিছু ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে এ্যাডমিশন নেয়, কিন্তু এবারে কলেজের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙ্গিয়ে দিয়েছে যে ১৬ই আগষ্ট হচ্ছে প্রেসিডেন্সী কলেজে এ্যাডমিশনের লাষ্ট ডেট তারপর জানিয়ে দেওয়া হল ১৬ই আগষ্ট সে কলেজে আর ছাত্র নেওয়া হবেনা একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউনিভার্সিটিকে- যেখানে ছাত্ররা তারক সেনের ছাত্র বলতে গর্ব অনুভব করে সেখানে এটা যদি হয় তাহলে ছাত্রদের উপর কোন অবিচার করা হয় বলে মন্ত্রিমহাশয় মনে করেন কিনা?

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: আপনি বোধ হয় পোষ্ট-গ্রেজুয়েট ক্লাসে এ্যাডমিশনের কথা বলছেন, প্রেসিডেন্সী কলেজ পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে এ্যাডমিশন করেনা, ইউনিভার্সিটি করে, নাম্বার অব স্টুডেন্ট পোষ্ট গ্রাজুয়েট এ্যাডমিশন এটা ইউনিভার্সিটি ফিক্স করে, তাঁরাই বলেন যে এতগুলি ছাত্র আমরা পড়াব, এতগুলি ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজ পড়াবে। এই হল নিয়ম। এই যে এ্যাডমিশন প্রেসিডেন্সী কলেজ করেনা, ইউনিভার্সিটি করেন।

[12-30—12-40 p.m.]

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ: প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে আমি যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে নতুন ছাত্র যারা ভর্তি হতে চায় তাদের ইংরাজী লেখার স্টাইল দেখার জন্য তাঁরা এ্যাডমিসন টেস্ট করেন। এ সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কিনা?

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যাডমিসান টেস্ট করেন সেটা ঠিক নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ কেন কোন বিষয়ে পরীক্ষা করতে পারেন ইউনিভার্সিটির ডিরেকসন মত, কিন্তু এ্যাডমিসন করেন ইউনিভার্সিটি।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ: আমি কলেজের কথা বলছি ইউনিভার্সিটির কথা বলছিনা। প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যাডমিসন টেস্ট করেন কিনা?

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েটের কথা বলছেন, না, আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের কথা বলছেন?

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ: আমি আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের কথা বলছি।

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: তা যদি হয় তাহলে প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যাডমিসান টেস্ট করেন। প্রেসিডেন্সিতে এ্যাডমিসন করার নিয়ম হচ্ছে তাঁরা সব সাবজেক্টে একটা মিনিমাম নাম্বার ঠিক করেন যে ৫শো কি ৫॥শো, ৬শো কি ৬॥শো পেতে হবে। এইভাবে যতগুলি এ্যাপ্লিক্যান্ট আছে তাদের এ্যাডমিসন টেস্ট করেন এবং করে যা সিট থাকে তত সংখ্যক ছাত্রকে তাঁরা এ্যাডমিসন করেন। এই হচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজে এ্যাডমিসনের নিয়ম।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি অনুগ্রহ করে বলবেন ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেনি এই রকম কত ছেলেকে এবারে ভর্তি করা হয়েছে?

দি অনারেবল সৌরেন্দ্র মোহন মিশ্র: সংখ্যা বলতে পারব না।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি: যারা ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করে তাদের চেয়ে যারা করেনি তাদের ভর্তির জন্য প্রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে কিনা কোন সুপারিশের জন্য?

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: হয়েছে। তার কারন হচ্ছে স্পেশাল সাবজেক্টে তাদের নাম্বার হয়ত বেশী ছিল।

শ্রীমতী শান্তি দাস: মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রিমহাশয় জানালেন যে পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে এ্যাডমিসন ইউনিভার্সিটি করে সেটা সত্য। কিন্তু থ্রু প্রেসিডেন্সি কলেজ যে করা যায় সেটা সত্য কিনা?

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: ইউনিভার্সিটি যদি সেই ব্যবস্থা করেন তাহলে সেই ব্যবস্থা করা যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী: প্রেসিডেন্সি কলেজে এ্যাডমিসনের ব্যাপারে সিডিউল্ড কাস্টদের কোন রকম প্রেফারেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আমি সঠিক না জেনে এ কথা বলতে পারব না।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ: কিছুদিন আগে আমাদের এই হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছিলেন যে সরকারী কলেজে এ্যাডমিসনের ক্ষেত্রে একর্ডিং টু মেরিট অথবা এ্যাডমিসন টেস্টের মাধ্যমে হবে এ সম্পর্কে সরকার শীঘ্রই একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। অথচ এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে দেখছি যে এ্যাডমিসন টেস্ট থাকাতে বহু মেধাবী ছাত্র এ্যাডমিসন পায়না, কিন্তু তার চেয়ে কম মেধাবী এ্যাডমিসন পায়। আমি প্রশ্ন করছি এই জন্য যে এ সম্পর্কে প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষের সাথে আমি আলোচনা করেছি, একটা গুরুতর প্রশ্ন তাঁরা তুলেছেন সে সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁরা বলেছেন যে ইউনিভার্সিটিতে ভাল রেজাল্ট করলেই তাকে ভাল ছাত্র হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেছেন ইউনিভার্সিটি বর্তমান যে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি আছে সেটা ত্রুটিযুক্ত বলে আমরা মনেকরি এবং সরকার যদি ইউনিভার্সিটির উপর চাপ দিয়ে এই পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি পরিবর্তন করাতে পারেন তাহলে আমরা একর্ডিং টু মেরিট এ্যাডমিসন-এর কথা চিন্তা করতে পারি। এ সম্পর্কে আপনাদের কি বক্তব্য জানাবেন কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: আমি যেটা বলেছিলাম সেটা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি উপলক্ষে। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ বা অন্যান্য কলেজে এ্যাডমিসন সম্বন্ধে বলিনি। উদাহরণ স্বরূপ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তির কথা বলেছিলাম। আমি এ বিষয়ে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল আমাদের ঠিক অস্বীকার করা সমীচীন হবেনা।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ: প্রেসিডেন্সি কলেজের মত একটা ইমপর্ট্যান্ট কলেজের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে একর্ডিং টু মেরিট এই পদ্ধতি তাঁরা স্বীকার করেন না এইজন্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি ত্রুটিযুক্ত। এটা যদি স্বীকার করেন তাহলে এ সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান করবার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

দি অনারেবল সৌরেন্দ্র মোহন মিশ্র: এ সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তাদের সাথে কি কথা হয়েছে তা আমরা জানি না, বলতেও পারবনা।

Building contract for the construction of schools and institutions under Education Directorate

***303.** (Admitted question No. *1299.) **Shri Sailendra Nath Adhikary:** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact that one Mr. B. M. Sen, a builder and contractor of Calcutta, and his concern was given building contract for construction of multipurpose schools, institutions under Education Directorate, Government of West Bengal, during 1959-60, 1960-61, 1961-62 and 1962-63.

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state (i) the number of these contracts each year during the aforementioned periods and the amounts involved in these contracts, (ii) the names of the various Higher Secondary and Multipurpose Schools whose building contracts during the aforesaid years were given to Mr. B. M. Sen the contractor, (iii) if sealed tenders were invited by the managing bodies of these institutions before settling contracts with this particular contractor-firm, and (iv) if these construction works were actually executed by B. M. Sen and his men or by some local sub-agents set up by the respective managing bodies?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra: (a) Grants are placed at the disposal of the Managing Committees of the non-Government Schools concerned for construction of buildings according to approved plans and estimates. The Managing Committees concerned may entrust the work of construction to contractors after inviting tenders. Education Directorate do not appoint contractors for the purpose.

The construction work in respect of Govrenment Schools is undertaken through the agency of the P. W. Department. That Department entrust the work of construction to contractors after inviting tenders as required under the rules.

(b) Does not arise.

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী: মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় এ কোয়েশ্চেনের উত্তরে যেটা জানতে চাওয়া হয়েছিল সেটা ঠিকমত বললেন না। বি এম সেন কনট্রাকটর হিসাবে কাজ করেছেন কিনা সেটা জানতে চাওয়া হয়েছিল।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: সেটা আমি কি করে বলবো—বি এম সেন, কি যদু সেন, কি রাম সেন কোন স্কুলে কি কন্ট্রাকট নিচ্ছে বলতে পারিনা। টাকাটা দেয়া হয় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে ম্যানেজিং কমিটির ডাইরেক্ট সুপারভিসনে কাজ হতে পারে অথবা কেবল কন্ট্রাকটরকে দিয়ে তাঁরা কাজ করাতে পারেন, এখবর দশ দিনের মধ্যে কেমন করে দেব?

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী: ম্যানেজিং কমিটিকে যে টাকা দেয়া হয় ম্যানেজিং কমিটির প্লান তৈরী করবার যে ব্যবস্থা আছে সেটা এডুকেসন ডিরেকটরেট থেকে করা হয় সেখানে এই বি এম সেনের কোন কর্তৃত্ব আছে কিনা জানেন কি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: বি এম সেনের কর্তৃত্ব কি করে থাকবে জানিনা।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী: উনি এডুকেসন সেক্রেটরী শ্রী ডি এম সেনের ভ্রাতা কিনা জানেন কি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: হ্যাঁ, ভ্রাতা।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী: এডুকেসন সেক্রেটারীর অফিসের সুযোগ নিয়ে এই বি এম সেন, ডিরেকটরেটের উপর কন্ট্রোল করবেন কিনা এবং সেখানে তাঁর ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে পয়সা রোজগার করছেন কিনা এটা জানেন কি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : একথা আমি মাননীয় সদস্যদের জোর করে বলতে পারি যে ওখান থেকে কোন রকম ইনফ্লুয়েন্স কেউ খাটায় না। আমি আমার জেলার খবর জানি। সেখান থেকে এসে প্ল্যান এ্যান্ড এস্টিমিট করে নিয়ে যান—কোনখানে কারো মাধ্যমে যাওয়া হয়না।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি সে স্কুল বিল্ডিং এর জন্য যে টাকা গ্রান্ট হিসাবে দেয়া হয় সেই টাকা বছরের পর বছর পড়ে থাকা সত্বেও সেই সব বিল্ডিং ভাল যে হচ্ছে না এটা দেখার জন্য কোন ইন্সপেক্টর বা এডুকেসন ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন ব্যবস্থা আছে কিনা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : টাকা দিলেও যে বিল্ডিং হয়না তার অনেক ভাল কারণ থাকতে পারে অনেক জায়গায় সিমেন্ট পাওয়া যায় না, অনেক জায়গায় লোহা পাওয়া যায় না। সব জায়গায় সব ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়, তবে এটুকু করা যেতে পারে যে টাকা দেয়া হয়েছে আমরা বলতে পারি যে তোমরা অনেকদিন ফেলে রেখেছো কেন, এর জন্য কোয়ারী করা যেতে পারে কিন্তু ঠিক টাকা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিল্ডিং করার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়।

শ্রীসনৎকুমার রাহা: আমার প্রশ্ন ছিল যে টাকা স্যাংসন হলেও সেই টাকা বের করতে অত্যন্ত দেরী হয়, তর পেছনে তম্বির না করলে টাকা আসে না। সুতরাং এরকম ধরণের কোন ব্যবস্থা আছে কি যে টাকা স্যাংসনের পর বহুদিন বিলম্ব হচ্ছে টাকা যেতে, সেগুলি সুপারভাইজ করার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: যদি মাননীয় সদস্যের কোন বিষয়ে কেস থাকে তাহলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে আমরা তরান্বিত করবার চেষ্টা করবো।

New pay scale of Secondary School teachers

***304.** (Admitted question No *1317) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state -

(a) whether a new pay scale of Secondary School teachers enumerated in the Board's Circular No. GA/Rs 34 dated 25th April 1962, has been introduced :

(b) if so, from which date;

(c) whether there are any aided Secondary Schools, where this revised scale of pay has not yet been given effect to;

(d) if so, the number of such institutions with reasons for such non-implementation;

(e) if so, what steps Government proposes to take in this regard;

(f) if it is a fact that under the new pay scale the inexperienced teachers have already been given two increments, whereas the pay of teachers with same academic qualifications and greater experience have not been given any increment; and

(g) if so, the reasons therefor?

[12-40—12 50 p m]

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra : (a) Yes.

(b) The new pay-scales have been given effect to from 1st April 1961

(c) and (d) Revision of scales of pay of teachers could not be effected by the Board in cases of 13 schools as they did not submit their applications for fixation of pay in the prescribed form inspite of reminders.

(e) Does not arise.

(f) Teachers with at least Second Class Master's Degree and graduate teachers with Distinction were allowed two advanced increments in their respective new scales of pay, irrespective of their past teaching experience.

(g) Such experienced teachers with the same qualifications were granted increments on the basis of their past experience while fixing their pay in the scale then in force once in 1948-49 and again in 1954-55.

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে কোন্ কোন্ ১৩টা স্কুল যারা প্রেসক্রাইবড ফরম-এ এপ্লিকেসন দাখিল করেন নি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : আমি নামগুলি পড়ে দিচ্ছি।
Nasiruddin Memorial High School, Calcutta, Bownipur Manorama Institution for Girls, Calcutta, Barunhat High School, 24-Parganas. Champahati Girls High School, 24 Parganas, Kholoalia High School, Nadia etc.

শ্রী-[illegible] বসু : আমি জানতে চাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এরা যদি পরে দরখাস্ত করেন তাহলে পে-স্কেল রিভিসন-এর সুযোগ পাবেন কিনা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : আপনি যদি দিয়ে প্রশ্ন করছেন তার কি উত্তর দেব তাও আমি বলছি তারা যদি দরখাস্ত করেন নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : যে সমস্ত টিচার যারা অলরেডি পে স্কেল রিভিসন-এর পূর্বে যে বেতন পেতেন—পে স্কেল রিভিসন হবার পর তাদের এক্সপিরিয়ান্স-এর কোন বেনিফিট দেওয়া হয়নি সেটা কি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন? ইন রিপ্লাই টু কয়েসচেন এফ আমার প্রশ্ন ছিল এই যে সমস্ত
inexperienced teacher New entrants in service
তারা যে বেতন পাচ্ছেন এক্সপিরিয়েন্সড টিচার্স বহুদিনের এক্সপিরিয়েন্স থাকা সত্ত্বেও তারা সেই পে-স্কেল বেনিফিট পেলেন না একথা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন?

দি অনারেবল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : যারা এক্সপিরিয়েন্সড টিচার তাদের পে স্কেল রিভিসন-এর সময় তাদের এক্সপিরিয়েন্স গন্য করে নিয়ে তাদের পে স্কেল বাড়ান হয়েছে। তাদের আবার ক্রেডিট দেওয়া হবে কেন?

শ্রীঅবনীকুমার বসু : তাহলে কি আমি এটা ধরে নেব যে এই পে-স্কেল রিভিসন এটা যাদের কোন এক্সপিরিয়েন্সড নেই তাদের জনাই এটা করা হয়েছে।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : মোটেই নয়, পে স্কেল রিভিসন হয়েছে সকলের জন্য—কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সড বেনিফিটটা যে হেতু দুইবার দেওয়া হয়েছে তৃতীয় বার দেবার আর প্রশ্ন ওঠে না।

শ্রীসনৎ কুমার রাহা : সেকেন্ডারী স্কুলে টিচারদের পে স্কেল রিভিসন করবার সময়ে সেই সব স্কুলের যারা পিওন আছে কেরাণী আছে লাইব্রেরীয়ান আছে তাদের সম্বন্ধে বিচার করা হয়নি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : না, ঠিক সে সময়ে বিচার করা হয়নি। আজকে একটি প্রশ্ন হচ্ছে ততদূর যাবে কিনা সন্দেহ আছে বলে আমি বলে দিচ্ছি সম্প্রতি এটা বিচার হয়েছে এবং শীঘ্রই সরকারী আদেশ বের হচ্ছে তাদের স্কেল ইম্প্রুভমেন্ট-এর জন্য।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : আনট্রেন্ড গ্রাজুয়েট যারা তাদের যদি নতুন স্কেল পেতে হয় তাহলে তাদের সিলেকসান কমিটির সামনে অ্যাপিয়ার হতে হয়, এমন ঘটনা আছে যে আনট্রেন্ড গ্রাজুয়েট নতুন স্কেল পাবার জন্য সিলেকসন কমিটির কাছে দরখাস্ত করেছে কিন্তু তারপরে সেই আনট্রেন্ড গ্রাজুয়েট বি টি পাশ করেছে, তারপরেও তাকে সিলেকসন কমিটির কাছে হাজির হতে হয়েছে নতুন স্কেল পাবার জন্য একথা কি আপনি জানেন?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র : এরকম ঘটনা আছে বলে আমি জানি না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: *Sir, if the member knows it how can he ask for it?*

Mr. Speaker: By further supplementary he wants to verify it. He can do it.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: If that be the question, I ask for notice.

Electrical energy

***305.** (Admitted question No. *1318.) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(a) present requirement of electrical energy in West Bengal;

(b) present supply of electrical energy and the sources of such supply; and

(c) potential output of electrical energy in the Third Five-Year Plan and the sources from which this additional energy is likely to be produced?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: (a) (i) unrestricted—700 MW.

(ii) Restricted—600 MW (i.e. subject to existing curbs on new supply and consumption).

(b) (i) 586 MW (Gross).

(ii) (a) From Private Electric Supply Companies and State Electricity Board excluding the C.E.S.C. Ltd—50 MW.

(b) from C E S.C. Ltd. (Own generation)—277 MW.

(c) (Maximum) Import from D.V.C —
by C E.S.C. (during peak hours)—130 MW.
by Associated and Dishergarh Power Supply Co —32 MW.
by the State Electricity Board—12 MW
by other industrial establishments, viz Hindusthan Steel, I.I.S. Co., Chittaranjan Loco Works—33 MW.

(d) Generation from State Govt.'s Hydel Power Station at Messanjore—1 MW.

(e) Durgapur Coke Oven Plant—51 MW.

(c) (i) Net potential additional output—448.5 MW

(ii) C.E.S C's additional 50 MW set at New Cossipur—Rated 50 MW, Effective supply expected 40 MW.

(iii) Package Plants (6 × 1.5 MW)—Rated 9 MW, Effective supply expected 5 MW.

(iv) Bandel Thermal Power Station (4 × 82.5 MW)—Rated 330 MW. Effective supply expected 239 MW.

(v) Durgapur Extension (3 × 75 MW)—Rated 225 MW, Effective supply expected 145 MW.

(vi) Jaldhaka (3 × 9MW)—Rated 27 MW, Effective supply expected 13 MW

(vii) Modification of Gourepur Power Plant by addition of a new boiler—Rated 2 5 MW, Effective supply expected 2.5 MW.

(viii) Dishergarh Power Supply 1 × 5 MW)—Rated 5 MW, Effective supply expected 4 MW.

শ্রীঅবনীকুমার বসু: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আমাদের জানিয়েছেন আনরেসট্রিক্টেড ৭০০ এম, ডবলিউ আর রেসট্রিকটেড—৬০০ এম, ডবলিউ, এই দুটোর মধ্যে তফাৎ-এর তাৎপর্য্য কি?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ: তফাৎটা হচ্ছে আজ যদি আমরা সমস্ত পাওয়ারটা দিতে পারতাম তাহলে আজকে ৭০০ এম, ডবলিউ খরচ হত, আর রেসট্রিকটেড হচ্ছে ৫৮৬ এম, ডবলিউ আমরা দিতে পারছি যেটা আমি ৬০০ এম, ডবলিউ বলেছি।

শ্রীঅবনীকুমার বসু: দি প্রেজেন্ট পাওয়ার সর্টেজ-এর ঠিক পরিমাণ কত?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: It comes to about 100 MW.

শ্রীঅবনীকুমার বসু: যদি সমস্ত কনজিউমার, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কনজিউমার এবং প্রাইভেট কনজিউমার একসঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল এনারজি কনজিউম করেন ইন ফুল ক্যাপাসিটি তাহলে কতটা অভাব পড়বে?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ: এই ভাবে কেউ কখন হিসাব করে না। আমাদের এখানে হিসাবের যে নিয়ম সেই ভাবে হিসেব করে দেখা হয়েছে টোটাল কনজামশান ইণ্ডাস্ট্রিগুলি যখন চলে তার যখন পিক পিরিয়াড, প্রাইভেট কনজিউমারদের যখন পিক পিরিয়ড—এই সব নিয়ে হিসাব করা হয়েছে। একসঙ্গে সব মিলে চলবে তা পৃথিবীতে কেউ করে না—এবং ততবড় জেনারেটিং স্টেশন কেউ করে না।

শ্রীঅবনীকুমার বসু: থার্ড প্ল্যান-এর শেষে আমাদের এস্টিমেটেড্ রিকোয়ারমেণ্টস্ কি দাঁড়াবে তা কি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আমাদের জানাবেন?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ: থার্ড প্ল্যান-এর শেষে গিয়ে আমাদের এস্টিমেটেড রিকোয়ারমেণ্ট দাঁড়াবে তা হচ্ছে বিটুইন ১১০০ এণ্ড ১১৫০ এম, ডবলিউ।

শ্রীঅবনীকুমার বসু: থার্ড প্ল্যান-এর শেষে আমাদের এস্টিমেটেড প্রোডাকসন-এর পরিমাণ কত হবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Almost that figure.

শ্রীঅবনীকুমার বসু: বর্তমানে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কতটা পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ: স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড আমাদের ৫০ এম, ডবলিউ সাপ্লাই করেন।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য: এই যে সর্টেজ-এর জন্য আপনারা প্রত্যেক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কনসার্ণকে সারটেন পারশেণ্টেজ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনজিউম করতে রেসট্রিক্ট করতে বলেছেন সেই পারশেণ্টেজটা কত?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ: ঠিক পারশেণ্টেজ ধরে কথা নয়। কিছুদিন ধরে তারা যেটা খরচ করছিলেন এবং একটা পিক আওয়ার-এর সময় যেমন ধরুন ইভিনিং ৫টা থেকে ৬টা সেই সময়-এর বেশী করবে না বলে দেওয়া হয়েছে।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য: এই খরচ করার ব্যাপার নিয়ে নানারকম নেপটিজম চলছে আপনি কি জানেন?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ: এপর্যন্ত আমার কানে কিছু আসেনি, তিনি যদি আমাকে জানান তাহলে নিশ্চয়ই খোঁজ করে দেখব।

[12-50—1 p.m.]

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই যে মাঝে মাঝে লোডসেডিং হয় এটা কোন নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট স্থানে হবে এ সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় কিনা?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : লোডসেডিং দু রকম হতে পারে। যদি কোন জেনারেটিং সেট খারাপ হয়ে যায় তাহলে সেটা আগে থেকে কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় যে আমাদের লোড-সেড হবে কিন্তু হঠাৎ যদি দেখা যায় ফিক্স টোটাল পাওয়ার যেটা আমরা দিতে পারি তার চেয়ে বেশী চাইছে তখন লোডসেড করতে হয় এবং খবর দেওয়া আর সম্ভব হয়না।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি বিহারের বারোনী থেকে ১০ মেগাওয়াট পাওয়ার পশ্চিমবংগ সরকার যেটা চেয়েছিলেন সেটা কি বিহার সরকার রিফিউজ করেছেন?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : এ সম্বন্ধে আগের এ্যানসার-এ বলেছি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন : মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এইভাবে লোডসেডিং করে পাবলিককে ইন-কনভেনিয়ান্স না করে নিয়ন লাইটএ এ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে যে সমস্ত কোম্পানী এই হিউজ পাওয়ার নষ্ট করছে সেটা বন্ধ করে এই লোডসেডিং বন্ধ করা যায় কিনা?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : নিয়ন লাইট এ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা তো বন্ধ করে দিয়েছি।

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : না, এখনও বন্ধ হয়নি। যাঁরা রাস্তায় ঘোরেন তাঁরা জানে নিয়ন লাইট-এর এ্যাডভার্টাইজমেন্ট চারিদিকে রয়েছে। যেমন, হ্যারিসন রোডে রয়েছে "তাঁতের কাপড় কিনুন"—এটা ইনডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে করছে। তারপর, চৌরংগীতে রাত ১২ টার সময় দেখেছি "টেলার্ড", "স্লাকসো" প্রভৃতির এ্যাডভার্টাজমেন্ট করা হচ্ছে।

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : আমার মনে হয় আমরা নিয়ন লাইট এ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং সিনেমাতে এয়ার কনডিসনিং বন্ধ করেছিলাম। সিনেমাতে আমরা সিক্স টু নাইন পি, এম, যে সো হয় সেটাতে বন্ধ করেছিলাম কারণ ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত যে সো হয় তখন পাওয়ার কনজিউম করলে আমাদের ক্ষতি হয়না। তারপর, নিয়ন লাইট বন্ধ করবার জন্য আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম এবং আমার ঠিক খেয়াল নেই ৯টা পর্যন্ত না তার বেশী। নিয়ন লাইট খারাপ বলে আমরা বন্ধ করছি না, পাওয়ার পাচ্ছি না বলে আমরা বন্ধ করছি। তবে এই যে রেসট্রিকসন করেছিলাম সেটা সারাক্ষণের জন্য করেছিলাম, না ট্র্যান্সিক্টোর আওয়ার্স থ্রুআউট করেছিলাম, না নটা পর্যন্ত করেছিলাম সেটা দেখতে হবে। যদি থ্রুআউট করা সত্বেও কেউ করে থাকেন তাহলে আলাদা পার্সপেক্টিভ-এ দেখতে হবে।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই বিদ্যুৎ সংকটের দরুন এয়ার কনডি-সনিং সম্পর্কে কোন রেসট্রিকসন আনবেন কিনা?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : আমরা সিনেমা-তে এয়ার কণ্ডিসন রেসট্রিক্ট করেছি।

শ্রীমতী শান্তি দাস : মন্ত্রিমহশয়ের অবগতির জন্য গৌরীপুর স্টেট ইলেকট্রিসিটি অফিসে যে যথেচ্ছ চাব চলছে তার কতগুলি ঘটনা বলছি। ওখানে কাজ করবার জন্য কাগজে এ্যাডভার্টাইজ করে কয়লার যে কোটেসন নেওয়া হয় তাতে বলা থাকে "এ" গ্রেড কয়লা। কিন্তু তার বদলে সেখানে থাকে "সি" গ্রেড কয়লা। এখানেব যা অবস্থা তাতে ছোট ছেট রিফাইন কয়লার প্রয়োজন তারপর, ওখানে যে সমস্ত টেকনিকাল স্টাফ-এর প্রয়োজন সেটা আমাদের এখানকার হেড অফিস থেকে না হয়ে জেনারেল ক্যালিবর-এর ছেলেদের সেখানে পাঠান হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এরকম অবস্থায় যথাযথ ব্যবস্থা করবেন কিনা?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : আই সাবমিট দ্যাট দিস কোশ্চেন ডাজ নট এরাইজ আউট অব দিস কোশ্চেন।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেসন-এর নিউ কাশীপুরে ফিফটি মেগাওয়াট ইউনিট কবে থেকে খোলা হবে?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : আশাকরি অক্টোবর মাস থেকে।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, জলঢাকা হাইডেল প্রজেক্ট কতদিনে চালু হবে?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : ১৯৬৪ সালের এন্ড-এ আশা করি।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী : মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় জানাবেন কি ইলেকট্রিক কারেন্ট শর্ট পড়ার পর থেকে কত এয়ার কণ্ডিশন বেড়েছে, মন্ত্রিদের ঘরে কত এয়ার কণ্ডিশন বন্ধ হয়েছে?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : কতগুলি হয়েছে এখন জানান সম্ভব নয়। যদি জানতে চান পরে দেব, অবশ্য জানি না কতগুলি হয়েছে এ সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া সম্ভব কিনা?

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু : শিয়ালদহ ডিভিশনে ইলেকট্রিফিকেশন বন্ধ হওয়ার কারণ কি ব্যাণ্ডেল থার্মাল প্ল্যাণ্ট চালু না হওয়ার জন্য?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : তারপর তো আমরা দিয়ে দিয়েছি।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে দুর্গাপুর এবং ব্যাণ্ডেল পাওয়ার ষ্টেশন যে হয়েছে, সেখান থেকে কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপনের কি কি ব্যবস্থা হয়েছে, কতদূর কাজ এগিয়েছে জানতে চাইছি।

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : আগের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম কলকাতা থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত ট্রান্সমিশন লাইন হ্যাজ বীন কমপ্লিটেড একটা শেষ হয়ে যাবে ডিসেম্বরের মধ্যে, আর একটা তার দু মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। আর দুর্গাপুর থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত যেটা সেটাও শেষ হবে যাবে বাই দিস্ টাইম।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী: ইংরাজ আমলে মন্ত্রিদের ঘরে এয়ার কণ্ডিশনিং ছিল না, আমি জানতে চাইছি আমাদের দেশের লোক উইদাউট এয়ার কণ্ডিশনিং চলতে পারে কিনা?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : আমি এটা জানাতে পারি যে মুখ্যমন্ত্রির ঘরে এয়ার কণ্ডিশনিং চালান হয়না।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে এই যে পাওয়ার ষ্টেশন যেটা সেটা কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : ১৯৬১ সাল থেকে।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী : ১৯৬১ সাল থেকে যখন পাওয়ার ষ্টেশন আরম্ভ হল তারপর থেকে আপ টু ডে সরকারী দপ্তরখানা বা মন্ত্রিদের কোন গৃহ এয়ার কণ্ডিশনিং করা হয়েছে কিনা?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : নোটিশ চাই।

Industrial Estates

***306.** (Admitted question No. *1319.) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(a) the basic principles upon which Industrial Estate sites are selected;

(b) the names of the Industrial Estates already in existence in West Bengal and also those which have been proposed to be set up under the Third Five-Year Plan; and

(c) has the Government any proposal for the establishment of an Industrial Estate anywhere in Uluberia police-station ?

[1—1-10 p.m.]

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:—(a) The basic principles are:—

(i) Relieving existing congestion in industrial areas and big towns;

(ii) Stimulating the growth of small industries in and around new townships of some major industrial plants;

(iii) Decentralisation involving suitable patterns of industrial development in small towns and large villages; and

(iv) To meet the special requirements of certain areas.

(b) The existing industrial estates are at:—

(1) Baruipur,

(2) Kalyani,

(3) Howrah,

(4) Saktigarh,

(5) Siliguri.

The 3rd Plan estates are proposed to be located at:—

(1) Asansol,

(2) Tangra-Topsia,

(3) Baruipur No. II.

(c) There is no proposal for extending the scheme to Uluberia.

শ্রীঅবনীকুমার বস্ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই সেকেন্ড প্ল্যানে যে ক'টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসটেট তৈরি হয়েছে তার সব কটা কি অকুপায়েড হয়ে রয়েছে ? বিশেষ করে বারুইপুরের এসটেট সম্বন্ধে তাঁর উত্তর সীমাবদ্ধ রাখলে ভাল হয়।

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ ঃ বারুইপুরে ফ্যাক্টরী সেড ছিল ২২ টা।
নাম্বার অফ ফ্যাক্টরী সেডস বেসড আউট ২২ ।
বারুইপুরে সব ক'টা আমাদের অকুপায়েড হয়ে গেছে।

Paratal Union Co-operative Agricultural Credit Society Ltd.

***307.** (Admitted question No. *1346.)

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী ঃ সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার পাড়াতল ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগরিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ কোন্ সালে প্রথম গঠিত হইয়াছে,

(খ) প্রথম গঠনের সময় হইতে উক্ত সমিতির ডিরেক্টরগণের নাম ও ঠিকানা কি; এবং

(গ) উক্ত সমিতির কার্যকালে মোট কতগুলি মিটিং হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কোন্ ডিরেক্টর কতগুলি মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন?

দি অনারেবল চিত্তরঞ্জন রায়ঃ

(ক) ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সালে

(খ) তৎকালীন ডিরেক্টরদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হইল :

১। শ্রীকানাইলাল বসু —গ্রাম পর্বতপুর
২। শ্রীগোবিন্দ পদ ঘোষ — গ্রাম পর্বতপুর
৩। শ্রীনীলকান্ত আইচ — গ্রাম পর্বতপুর
৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র আইচ — গ্রাম পর্বতপুর
৫। শ্রীরামপদ ভট্টাচার্য — গ্রাম পর্বতপুর
৬। শ্রীহরিশঙ্কর লাহা — গ্রাম পর্বতপুর
৭। শ্রীকমলকান্ত চট্টোপাধ্যায় — গ্রাম পাবাতলা
৮। শ্রীকালীশঙ্কর লাহা — গ্রাম পারাতল
৯। শ্রীকংসারীপ্রসাদ সিংহ রায় — গ্রাম ইটলা
১০। শ্রীবনবিহারী সিংহ রায় — গ্রাম ইটলা
১১। শ্রীএজ্জাদ বক্স মোল্লা — গ্রাম বাহাদুরপুর
১২। শ্রীসুকুমার কুমার — গ্রাম মহিন্দর
১৩। শ্রীতারাপদ পাল — গ্রাম সাহপুর
১৪। শ্রীঅভিলাসচন্দ্র দাস — গ্রাম সিপতাই
১৫। শ্রীযুগলকিশোর ঘোষ — গ্রাম ইলামপুর

১৬ই জুন, ১৯৬৩ সালের সাধারণ সভায় কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠিত হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ডিরেক্টর হন—

১। শ্রীক্ষেত্রনাথ চ্যাটার্জী — পোস্ট অফিস ও গ্রাম পর্বতপুর
২। শ্রীকালীপদ দাস — পোস্ট অফিস ও গ্রাম পর্বতপুর
৩। শ্রীকালীপদ দত্ত — পোস্ট অফিস ও গ্রাম পর্বতপুর
৪। শ্রীদুর্গাপদ দত্ত — পোস্ট অফিস ও গ্রাম পর্বতপুর
৫। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় — পোস্ট অফিস ও গ্রাম পর্বতপুর
৬। শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ — পোস্ট অফিস ও গ্রাম পর্বতপুর
৭। শ্রীরামপদ ভট্টাচার্য — পোস্ট অফিস ও গ্রাম পর্বতপুর
৮। শ্রীহরিশঙ্কর লাহা — পোস্ট অফিস ও গ্রাম পর্বতপুর
৯। শ্রীতারাপদ পাল। — গ্রাম সাহপুর পোস্ট অফিস পর্বতপুর
১০। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস (সরকার) — গ্রাম সিপতাই পোস্ট অফিস পর্বতপুর
১১। শ্রীসাধনচন্দ্র দে — গ্রাম বিজলা পোস্ট সবুজমাটি
১২। শ্রীগোলাম কিবারিয়া — গ্রাম বিজলা পোস্ট অফিস সবুজমাটি
১৩। শ্রীতারাপদ ঘোষ — গ্রাম রুদা পোস্ট অফিস পর্বতপুর
১৪। শ্রীহরনাথ রায় — গ্রাম বসন্তপুর পোস্ট অফিস পারাতল
১৫। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ — গ্রাম ইলামপুর পোস্ট অফিস পারাতল
১৬। শ্রীতারকনাথ চক্রবর্তী — গ্রাম পারাতল পোস্ট অফিস পারাতল
১৭। শ্রীগোপাল চ্যাটার্জী — গ্রাম মহিন্দর পোস্ট অফিস পর্বতপুর
১৮। শ্রীকাশীনাথ ঘোষ — গ্রাম পারুল পোস্ট অফিস খানপুর

(গ) খ প্রশ্নের উত্তরে যে প্রথম ১৫ জন ডিরেক্টরের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের কার্যকালে মোট ৩৮ টি ম্যানেজিং কমিটির মিটিং হইয়াছে। তন্মধ্যে কে কতগুলি মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

১। শ্রীকানাইলাল বসু	—	৩৭
২। শ্রীগোবিন্দপদ ঘোষ	—	৩১
৩। শ্রীনীলকান্ত আইচ	—	২৭
৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা	—	২৩
৫। শ্রীরামপদ ভট্টাচার্য	—	৩২
৬। শ্রীহরিশঙ্কর লাহা	—	২৪
৭। শ্রীকমলাকান্ত চ্যাটার্জী	—	১৩
৮। শ্রীকালীশঙ্কর লাহা	—	১৩
৯। শ্রীকংসারীপ্রসাদ সিংহরায়	—	৪
১০। শ্রীবনবিহারী সিংহরায়	—	২
১১। শ্রীএজাদ বক্স মোল্লা	—	৩
১২। শ্রীসুকুমার কুমার	—	—
১৩। শ্রীতারাপদ পালে	—	৩
১৪। শ্রীঅভিলাসচন্দ্র দাস	—	১৩
১৫। শ্রীযুগলকিশোর ঘোষ	—	৩০

১৬ই জুন, ১৯৬৩ তারিখে ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠিত হইবার পর এ পর্যন্ত ৪টি মিটিং হইয়াছে এবং কোন ডিরেক্টর কয়টি মিটিং-এ যোগদান করিয়াছেন তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

১। শ্রীক্ষেত্রনাথ চ্যাটার্জী	—	৩
২। শ্রীকালীপদ দাস	—	৪
৩। শ্রীকালীপদ দত্ত	—	৪
৪। শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ	—	২
৫। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়	—	৩
৬। শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ	—	৩
৭। শ্রীরামপদ ভট্টাচার্য	—	৪
৮। শ্রীহরিশঙ্কর লাহা	—	২
৯। শ্রীতারাপদ পাল	—	৪
১০। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস (সরকার)	—	৩
১১। শ্রীসাধনচন্দ্র দে	—	৩
১২। শ্রীগোলাম কিবারিয়া	—	৩
১৩। শ্রীতারাপদ ঘোষ	—	৩
১৪। শ্রীহরনাথ রায়	—	৩
১৫। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ	—	৩
১৬। শ্রীতারকনাথ চক্রবর্তী	—	৪
১৭। শ্রীগোপাল চ্যাটার্জী	—	৩
১৮। শ্রীকাশীনাথ ঘোষ	—	৩

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সি : একজন ডিরেক্টর তারাপদ পাল সে বছরের মধ্যে যতগুলি মিটিং হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ২ টা মিটিং-এ তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং বাকি যে ৩ জন মেম্বার কমলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কংসারী প্রসাদ সিংহ রায় এবং গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ তাঁরা সমস্ত মিটিং-এ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ডিরেক্টর ইলেকসনের সময় তাঁদের কনটেস্ট করবার সুযোগ কর্তৃপক্ষ দেন নি। এই রকম কোন নিয়ম আছে কিনা যে মিটিং যদি এ্যাটেন্ড না করেন বা কম এ্যাটেন্ড করেন তাহলে ডিরেক্টরের জন্য কনটেস্ট করতে পারবে না?

দি অনারেবল চিত্তরঞ্জন রায় : ইলেকসান যখন হয় তখন সেটা গভর্নড বাই কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট এন্ড রুলস হয়। এ্যাবসেন্সের জন্য দাঁড়াতে পারে না এই রকম কোন রুলস বা প্রভিসন কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট-এ নেই।

শ্রীজওহরলাল ব্যানার্জী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন প্রাইমারী সোসাইটিগুলির ডিরেক্টর ২ বছর হবার পর দাঁড়াবার জন্য এ্যাসিসটেন্ট রেজিষ্ট্রারের কাছে যে পার্মিসান নিতে হয় সেটা কি নীতি অনুসারে দেওয়া হয়?

দি অনারেবল চিত্তরঞ্জন রায় : একর্ডিং টু কো- অপারেটিভ এ্যাক্ট এ্যান্ড রুলস সেটা সুয়োমোটো হয়ে যায়।

শ্রীজওহরলাল ব্যানার্জী : আমি জিজ্ঞাসা করছি যে ৪ জন অনুমতি চেয়েছিলেন, ৩ জনকে দেয়া হয় নি, একজনকে দেয়া হয়েছে কোন নীতি বলে দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি?

দি অনারেবল চিত্তরঞ্জন রায় : প্রশ্ন ছিল যে একজন দুবার উপস্থিত হয়েছে তাই জন্য দেয়া হয় নি। প্রশ্নটা কিন্তু তা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যে ২ বছর পর যদি কাউকে আবার রি-ইলেকসান করতে হয় বা দাঁড়াতে হয় তার জন্য পার্মিসান নিতে হয় কিন্তু একজনের সে কোয়েশ্চেন যদি হয়ে থাকে শুধু আবসেন্ট হওয়ার জন্য তাহলে হয়ত সুওমোটো ডিস মেম্বার হয়ে যাবে—তাহলে পার্মিসানের কোন কোয়েশ্চেন আসবে না।

শ্রীজওহরলাল ব্যানার্জী : পার্মিসান চাইলেই কি পাওয়া যায়?

দি অনারেবল চিত্তরঞ্জন রায় : সে তো পার্মিসানের কোয়েশ্চেন হল না, পার্মিসান হচ্ছে ইলেকসনে যদি কন্টিনিউয়ালী ডাইরেক্টরের অফিস হোল্ড করে থাকে এবং তারপরে যদি আবার ইলেকসান ঠিক করে তবে পার্মিসান নিতে হয়।

শ্রীজওহরলাল ব্যানার্জী : পার্মিসন কি নীতি অনুসারে দেয়া হয়?

দি অনারেবল চিত্তরঞ্জন রায় : কো-অপারেটিভ আইনের ধারা অনুসারে।

Government grant to Schools

***308.** (Admitted question No. *1351.)

শ্রীতারাপদ দে : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নতুন বেতন-হার অনুযায়ী ১৯৬১-৬২ সালের জন্য কত স্কুলকে গ্রান্ট দেওয়া হইয়াছে এবং কত স্কুলকে গ্র্যান্ট দেওয়া বাকি আছে;

(খ) ১৯৬২-৬৩ সাল ও ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য কত স্কুলকে এখন পর্যন্ত গ্রান্ট দেওয়া হইয়াছে;

(গ) বি টি পাঠরত শিক্ষকদের ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে যেসমস্ত আনট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট কাজ করেন তাঁহাদের মাহিনা কত, এবং

(ঘ) যেসমস্ত স্পেশাল কেডার শিক্ষক হাই স্কুল বা জুনিয়ার হাই স্কুলে কাজ করিতেছেন তাঁহাদের মাহিনা কত?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র:

(ক) মধ্য শিক্ষা পর্ষত জানাইয়াছেন যে ১৯৬১-৬২ সালের জন্য ১,৪৬৮টি স্কুলকে নূতন বেতন হার অনুযায়ী গ্রাণ্ট দেওয়া হইয়াছে। ২৯টি স্কুল হইতে নির্দিষ্ট ফরমে কিছুদিন হয় দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। এখনও ১৩টি স্কুল হইতে দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই। মোট (২৯+১৩) ৪২টি স্কুলে এখনও বর্ধিত হারে গ্রাণ্ট দেওয়া হয় নাই।

ইহা ব্যতীত যে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৩০৫) শিক্ষাধিকারের নিকট হইতে সরাসরি সাহায্য পায় সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নূতন বেতন হার অনুযায়ী সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(খ) মধ্য শিক্ষা পর্ষত জানাইয়াছেন যে—

(১) সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ১৯৬২-৬৩ সালের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ গ্রাণ্ট অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১,৫০০টি।

(২) ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ গ্রাণ্ট প্রায় ১০০০ বিদ্যালয়কে ইতিমধ্যে অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। বাকী বিদ্যালয়গুলিকেও আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে অনুরূপ অগ্রিম দেওয়া হইবে।

ইহা ছাড়া শিক্ষাধিকার হইতে যে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরাসরি সাহায্য প্রায় (৩০৫) সেই সমস্ত বিদালয়কে ১৯৬২-৬৩ সনের গ্রাণ্ট দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯৬৩-৬৪ সনের জন্য অগ্রিম গত বৎসরের শতকরা ৫০ ভাগ গ্রাণ্ট মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(গ) ডেপুটিশন ভেকেন্সিতে যে সমস্ত আন-ট্রেইনড গ্রাজুয়েট নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ১৬০ টাকা (প্রারম্ভিক) বেতন পাইবেন।

(ঘ) ১লা এপ্রিল ১৯৬১ হইতে তাঁরাও তাঁহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী অন্যান্য শিক্ষকদের ন্যায় বেতন পাইবেন। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তাহার পরে নহে।

শ্রীতারাপদ দে: আপনি কি জানেন যে বহু স্কুল ১৯৬১-৬২ সালের দরুন তাদের সমস্ত গ্রাণ্ট এখনও পাননি।

[1-10—1-20 p.m.]

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: একথা আমাদের কাছে কেউ জানিয়েছেন যে ১০০ ভাগ গ্রাণ্ট দিয়েছেন অর্থাৎ গত বছরের সে টাকা, ইনক্রিজড স্যালারী হয়ে যা হয় সেই সমস্ত তারা দিয়ে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

আমার কাছে যা রেকর্ড আছে তাতে জেনেছি যে ১ শত ভাগ গ্রাণ্ট আমরা দিয়েছি অর্থাৎ গত বছরে যে টাকা হোত এবং ইনক্রিজ স্যালারী যা হয় এই সমস্তই আমরা দিয়ে দিয়েছি বলে জেনেছি।

শ্রীতারাপদ দে: যে সমস্ত শিক্ষক ডিষ্ট্রিক্ট সিলেকসন কমিটিতে গত মে মাসে হাজির হয়েছে তাদের কি ব্যবস্থা করেছেন। তাদের এই গ্রাণ্ট দেওয়া হবে কিনা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: মে মাসে যারা হাজির হয়েছে তাদের মধ্যে যারা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে তাদের বিষয়ে নিশ্চয়ই চিন্তা করা উচিত কিন্তু কি হয়েছে বোর্ড থেকে তা না জেনে বলতে পারবো না।

শ্রীতারাপদ দে: ডিষ্ট্রিক্ট সিলেকসন কমিটি থেকে সমস্ত শিক্ষককে আপনারা ডেকেছিলেন—অবশ্য এটা ভাল করেছেন ডিষ্ট্রিক্ট কমিটি মারফতে ডেকেছেন এবং সেখানে বেশীর ভাগ শিক্ষক আছে এবং তাদের বহু জায়গায় ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টার মহাশয় বোর্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন সেই শিক্ষকদের আপনারা কি ব্যবস্থা করবেন?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আমি ঠিক প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না।

শ্রীতারাপদ দে: নিউ স্কীমে বহু শিক্ষক টাকা পান নি কারণ তারা ডিষ্ট্রিক্ট সিলেকসন কমিটিতে যান নি বলে এই গত মে মাসে প্রায় সব শিক্ষকই আপনারা পারদপক্ষে ডেকেছেন এখন সেই সব রেকমেনডেশন যেগুলি ডি পি আই অফিসে গেছে তাদের গ্রান্ট দেবার ব্যবস্থা কি করলেন?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আপনি কি এটা কোন বিশেষ জেলার সম্বন্ধে বলছেন? যারা ঐ কমিটি থেকে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে তারা যাতে ইনক্রিজ স্যালারী পায় সেটা করা উচিত কিন্তু বোর্ড কি করছে—তাদের কাছ থেকে খবর না পেলে বলতে পারবো না।

শ্রীতারাপদ দে: আপনি বলেছেন যে ১৯৬২-৬৩ সালে ১ শত ভাগ অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। এখন ১ শত-ভাগ মানে কি ১ শত ভাগ স্কুলকে দেওয়া হয়েছে—না যাদের প্রাপ্য তাদের মধ্যে ১ শত ভাগ দিয়েছেন—কোনটা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আমাকে জানিয়েছেন যেএরা কিভাবেহিসাব করে—একবারে একটা স্কুলকে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হোত আগে অনগবাবুর প্রশ্নোত্তরে আমি জানিয়েছি। আর ইনক্রিজ স্যালারীও দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা ১ শত ভাগ হিসাবে ধরা হয়েছে। যদি কোন তারতম্য হয় তাহলে সে কথা এখানে বলতে পারবো না।

শ্রীতারাপদ দে: এই যে এডইনটারিম গ্রান্ট যা এর মানে করেছেন—সেখানে যে ১ শত ভাগ দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সেন্ট পারসেন্ট দিয়েছেন কিন্তু সব টাকা দেন নি। সেইজন্য আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি—তাই এখনও আমি জিজ্ঞাসা করছি যে এডইনটারিম গ্রান্ট এটা কি সেন্ট পারসেন্ট দিয়েছেন?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আপনার প্রশ্নও তাই আছে সাহায্য প্রাপ্ত সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৬২-৬৩ সালের জন্য শতকরা ১ শত ভাগ গ্রান্ট অগ্রিম দেওয়া হয়েছে এবং স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১৫ শত।

শ্রীতারাপদ দে: অগ্রিম কি করে হবে? এর মানে হচ্ছে এডইনটারিম গ্রান্ট। এটা কোন স্কুলেই দেওয়া হয়। আমি স্কুলের সংগে জড়িত আছি এটা আমি জানি।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: সেসব কথা আমি বলতে পারবো না।

শ্রীতারাপদ দে: আমার বক্তব্য হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি টাকা পায় তার চেষ্টা করবেন কি? আপনি বলেছেন ডেপুটেসন ভেকেন্সিতে ১৬০ টাকা করে দেওয়া হবে। এটা আমি আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি এবং প্রশ্ন করছি। সেকেন্ডারী স্কুল বোর্ডে জানিয়েছি যে ১০৫ টাকার বেশী দেওয়া হবে না যারা ডেপুটেসন ভেকেন্সিতে কাজ করে তাঁরা একথা বলেছেন। আপনি যে বলেছেন যে ১৬০ টাকা করে দেওয়া হবে সেটা স্কুল বোর্ডকে জানিয়ে দেবেন কি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আমি যা উত্তর দিচ্ছি সেটা তো বোর্ড থেকেই পেয়েছি এখন আপনি যে বললেন বোর্ড থেকে জেনেছেন ১০৫ টাকার বেশী হবে না। ওটা আপনি আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, তাহলে আমি দেখতে পারি।

শ্রীতারাপদ দে: আমার জানা নেই। ডেপুটেসন ভেকেন্সিতে যেসব শিক্ষক কাজ করছে তাদের যারা পাঠিয়েছেন তাদের এই কথা বলেই তাদের পাঠিয়েছেন এখন আপনি যে বলছেন ১৬০ টাকা। তাহলে সেটা জানিয়ে দিলে ভাল হয় এবং সেটা সত্যিকারের কার্যকরী হবে কিনা সেটা বলুন।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আমি তো জানি যে ১৬০ টাকা করে দেওয়া উচিত। এই ওরা ১০৫ টাকা করে দিয়েছে। আপনি যদি একটা স্পেসিফিক কেস দেন তাহলে আমার ভাল হয়। অবশ্য তা নাহলে আমি জানবো।

শ্রী[illegible] বসু : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি খবর রাখেন, যে, ১৯৬২-৬৩ সালের জন্যে যে টাকা বোর্ড থেকে দিয়েছে বলে তিনি বলেছেন এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : আমি বলতে পারবো না কি তথ্য ভুল। তবে বোর্ড থেকে যা দিয়েছে সেই তথ্য আপনাদের কাছে পরিবেশন করছি।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে তিনি কি এ বিষয় অনুসন্ধান করবেন?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : যদি মাননীয় সদস্য স্পেসিফিক কেস দিয়ে বলেন যে বোর্ড থেকে যা দিয়েছে তা ভুল তথ্য আমি তাহলে তদন্ত করবো।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমি স্পেসিফিক অভিযোগ পেশ করছি যে ১৯৬২-৬৩ সালের জন্য কোন গ্রান্ট বোর্ড এ পর্যন্ত দেয় নি। এই বিষয় তিনি তদন্ত করবেন কিনা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র : আমিত বলেছি যে আপনি একটা লিখিতভাবে অভিযোগ করলেই তদন্ত করবো।

শ্রীতারাপদ দে : স্যার, মন্ত্রিমহাশয় স্পেশাল কেডার টিচারদের কথা বলেছেন যে অন্যান্য শিক্ষকদের মত দেওয়া হবে। স্পেশাল কেডার যাঁরা গ্রাজুয়েট আছেন তাঁদেব ১৬০ টাকা করে মাইনে দেবেন কি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: ১৯৬১ সাল পর্যন্ত স্পেশাল কেডার টিচারদেব যে যোগ্যতা আছে সেই যোগ্যতা অনুযায়ী পাবে। এর অর্থ হয় গ্রাজুয়েটেরা অন্যান্য জায়গায় যা পাচ্ছে এখানেও তাই পাবে। ১৬০-১৬৫ ডিয়ারনেস এলাউন্স কিছুই আমি বলছি না। আমি বলছি অন্যান্য শিক্ষকবা যা পায় এঁরাও তাই পাবেন।

শ্রীতারাপদ দে : ১৬০ টাকা করে স্পেশাল কেডরদের ডি পি আই অফিস থেকে দেওয়া হয় কয়েক মাস। তারপর সেটা বন্ধ করে ১০৫ টাকা করা হয়েছে এটা জানেন কি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: না। এ সম্বন্ধে আমাব জানা নেই তবে যে কমিটি তাদের উপযুক্ত বিবেচনা করে হয়ত তাব মধ্যে তাদের যেতে হতে পারে।

শ্রীতারাপদ দে : আমি সমস্ত

Special cadre teachers in West Bengal

তাদের কথা বলছি। তাদের প্রথমে ১৬০ টাকা করে কয়েক মাসের জন্য দেওয়া হয়। তারপরে বর্তমানে ১০৫ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে, তাদের বাকী টাকা দিয়ে দেবেন কিনা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আমিত বললাম যে ১৬০—১৬৫ আমি বলছি না। আমি বলছি যে তাদের যোগ্যতা অনুসারে তারা বেতন পাবে।

শ্রীতারাপদ দে : কেরানীদের পে স্কেলের কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি। তাদের পে স্কেল কি করেছেন দয়া করে জানিয়ে দিলে বাধিত হব।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: কেরানীদের সম্বন্ধে কাউন্সিল-এ একটা স্টেটমেণ্ট দিয়েছিলাম গত মার্চ মাসে বোধহয়। আর দুই দিন পূর্বেও কাউন্সিল-এ দিয়েছি। প্রত্যেকটি ফিগার দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে।

শ্রীতারাপদ দে : এই উত্তরটার জন্য সমস্ত স্কুলের কেরানীরা ব্যস্ত আছে। যদি দয়া করে দেন তাহলে বাধিত হবো।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: কাগজে এটা বেরিয়েছে আমার বেশ মনে আছে।

Proposal for a Mining College at Ranigunj

***309.** (Admitted question No. *1373.)

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী: শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জে মাইনিং কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি;

(খ) পরিকল্পনা থাকিলে, কবে হইতে ইহা কার্যকরী হইবে; এবং

(গ) সরকার কি অবগত আছেন যে, রানীগঞ্জের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত কলেজ স্থাপনের জন্য জায়গা দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন?

[1-20—1-30 p.m.]

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: (ক) বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

(খ) এই প্রশ্ন উঠে না।

(গ) হ্যাঁ।

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী: মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে, ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পশ্চিম বাংলার খনি অঞ্চলে মাইনিং কলেজ স্থাপন করবার জন্য ১২ লক্ষ টাকার একটা পরিকল্পনা করে তার জন্য টাকা দিতে চেয়েছিলেন?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আমি এটুকু বলতে পারি আসানসোলে মাইনিং পড়াবার জন্য সিট বাড়াবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা ভারত সরকারের সুপারিশে করা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী: মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে, ১৯৫৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রানীগঞ্জে এই কলেজ স্থাপন করবার জন্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাঁদের অবহেলার জন্য এটা মধ্যপ্রদেশে চলে যাচ্ছে।

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: এরকম তথ্য আমার কাছে নেই। সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট সুপারিশ করেছেন এবং সেই অনুসারে আসানসোলে মাইনিং পড়াবার জন্য যে কয়টা সিট ছিল সেটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়: মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি, জুনিয়র মাইনিং স্কুল ওপেন করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার রানিগঞ্জের কাছে হরপ্রসাদ গোয়েংকার জমি নিয়েছিলেন?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: তিনি ১০ একর জমি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারপর ঠিক হয়েছে রানিগঞ্জে আপাততঃ মাইনিং কলেজ হবে না। আসানসোলে যে পলিটেকনিক আছে সেখানে সিট বাড়িয়ে দিয়েছি।

শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, কি কি কারণে সেই সাইট ওখান থেকে সিফ্‌ট করে আপাততঃ সিট বাড়িয়ে নূতন কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয়েছে?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ ক্রমে আসানসোলে সুবিধা আছে বলে সেখানে সিট বাড়ান হয়েছে।

শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়: মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে, আপাততঃ সেই জমির টাইটেল সম্বন্ধে গণ্ডগোল হবার দরুণ এই পরিকল্পনা স্থগিত আছে?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আমার সঠিকভাবে জানা নেই।

শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ওখানে উপযুক্ত জমি পেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা পেয়ে এই পরিকল্পনা করবার যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেটা ত্বরান্বিত করবেন কিনা?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: জমির জন্য যে হয়নি সেটা আমি স্বীকার করি না

শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়: ভাল জমি পেলে এই পরিকল্পনা সত্বর কার্যকরী করবা চেষ্টা করবেন কি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: আমি আগেই বলেছি এটা এখনই জোর করে বল যায় না।

শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়: পরিকল্পনাটি বাস্তবে আছে কি?

দি অনারেবল সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র: বর্তমানে নেই।

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য: আপনার কাছে বক্তব্য হচ্ছে এই আপনি জানেন কিনা যে ডি ভি সি এর যে সেচ ব্যবস্থা সেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন এবং সে সঙ্গে একটা কনডিশন ছিল যে যদি সমস্ত ড্যামগুলি দিয়ে দেওয়া হয় আমাদের হাতে তাহলে সেটা গ্রহণ করা হবে কিন্তু যতদূর জনলাম অজয়বাবু অন্ততঃ এসেম্বলীতে বলেছিলেন এ কনডিশন হলে তবে আমরা পশ্চিমবঙ্গে এই ট্রানসফার সেচ ব্যবস্থা হবে নেব। কিন্তু আমি জানতে পারলাম সেই ড্যামগুলো তাঁরা আমাদের হস্তান্তর করেননি এবং উইদাউট সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছেন।

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জি: গ্রহণ করে নেওয়া হয়নি।

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য: আমি আশংকা প্রকাশ করছি যেটা কাগজে দেখতে পাচ্ছি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে একটা বিবৃতি চাই এজন্য, তা নাহলে আমরা একটা কলিং এটেনশন দিতাম। মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে একটা বিবৃতি চাই এই ব্যাপারে যে তাঁরা এই সেচ ব্যবস্থা তাঁদের হাতে নেবেন কিনা। তা নাহলে একটা দ্বৈত শাসন হওয়ার চান্স আছে, ফলে পশ্চিমবঙ্গে কৃষক কুলের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আরও একটা অব্যবস্থা হবে কেন্দ্রীয় অফিস যেটা আছে সেটা মাইথনে ট্রানসফার করে নিয়ে যাবার জন্য ডি ভি সি যে চক্রান্ত করছে আমি মনে করি সেটা সাক্সেসফুল হবে। আমাদের এখানে বহু বাঙ্গালী আছে।

মিঃ স্পীকার: মিঃ ভট্টাচার্য, আপনি এটেনশন ড্র করতে পারেন কিন্তু চক্রান্ত টক্রান্তের কথা তুলবেন না।

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য: এই যে চেষ্টা চলেছে এই চেষ্টাকে বাধা দেবার জন্য বার ব আশ্বাস দিয়েছেন যে এখানকার বাঙ্গালী রেসিডেন্ট যাঁরা আছেন তাদের মাইথনে যেতে হ না, হেড অফিস মাইথনে ট্রানসফার হবে না কিন্তু অবস্থা যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি কাল তারা ডিমোনেস্ট্রেশন করে এসেছে, এবং আমি মনে করি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে একটা রিপ্রেজেনটেশনও দিয়ে গেছে এ বিষয়ে মন্ত্রিমহাশয় একটু বলুন এ চাই।

[এই সময় অনেক বক্তা বলতে উঠলেন]

মিঃ স্পীকার: ডঃ ভট্টাচার্য একটা বিষয় বললেন, মন্ত্রিমহাশয় এখানে আছেন তি শুনেছেন। এখন আপনারা যদি সকলে রিজয়েণ্ডার করেন তাহলে আমাকে বলতে হয় এল করবে না। উনি যা বলেছেন তাতে অন্যরা আর রিজেয়ণ্ডার দেবেন না।
I can't allow a debate, I had given a privilege to Dr Bhattacharya.

শ্রীননী ভট্টাচার্য: আমি শুধু একটু এ্যাড করতে চাই। ২১০০ কর্মচারী বরখাস্ত হওয় আশংকা আছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার: না, আমি এ্যাড করতে দেব না।

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জি : এর আগে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল ডি ভি সি-এর সম্বন্ধে। ডি ভি সি ষ্টাফ এসোসিয়েশন-এব পক্ষ থেকে চীফ মিনিষ্টারের কাছে রিপ্রেজেনটেসন করা হয়েছিল, চীফ মিনিষ্টার সে সম্বন্ধে কি ঠিক করবেন সেটা আমার সংগে যুক্তি করেন নি। সুতরং সে সম্বন্ধে কি জবাব বলতে পারি না। ডি ভি সির কাছ থেকে ইরিগেশন নেবার জন্য কথাবার্ত্তা হয়েছে এখনও পাকাপাকি হয়নি। এজন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে চিঠি পেলে ঠিক হবে, এখনও চিঠি পাইনি। আর সব কথা প্রিমেচিউব।

শ্রীসনৎ রাহা: সিকিউরিটি অব সার্ভিস সম্বন্ধে কোন এসিওরেন্স দিতে পারা যায় না?

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জি : এ সম্বন্ধে প্রশ্ন আগে আমার কাছে কবা হয়েছিল, উত্তব দিয়েছি, সিকিউরিটি অব সার্ভিস দেবে ডি ভি সি, ওযেষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট নয।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে কোন ফেভারেবল রিকমেন্ডেশন যাবে কিনা। এখানে ২১০০ কর্মচাবীব ভবিষ্যত ইন্‌ভল্‌ভড।

দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জি : তারা চীফ মিনিষ্টারেব কাছে রিপ্রেজেনটেশন দিয়েছেন, তিনি বিবেচনা কবে বলবেন।

Prospecting for oil in West Bengal

*373. (Admitted question No *1474) **Shri NARAYAN CHOUBEY,** Will the Hon'ble Minister-in-charge of Commerce and Industries Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that the Standard Vac. Oil Company (at present ESSO) had been entrusted a few years back by the Union Government to do prospecting for oil in West Bengal in consultation with the State Government,

(b) if so whether the State Government have any information as to whether the said Company had done the work of prospecting oil and submitted any report of this work to the Government of India,

(c) if it is a fact that the Soviet Oil Experts are of opinion that oil may be found in this State,

(d) if so, whether the Government of West Bengal consider the desirability of moving the Union Government for further prospecting work for oil?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : (a) It is not the Standard Vacuum Oil Company (at present ESSO) but the Indo-Stanvac-Petroleum Project in which the Standard Vacuum Oil Company and the President of India held shares, in the ratio of 75% and 25% respectively, that was granted a licence by the State Government, with the approval of the Government of India, to explore prospect for oil in this State. It is not true that the said project was required to consult this Government in the matter of either exploration or prospecting. This Government, however, granted necessary exploring and prospecting licence under the Petroleum Concession Rules, 1949, and extended full co-operation for acquisition of drilling sites and for payment of compensation for losses resulting from such exploration work

(b) Yes, they submitted a report

(c) This Government is not aware of any such opinion of the Sovi Experts.

(d) This question does not arise.

[1-30—1-40 p.m]

শ্রীনারায়ণ চৌবে : যে রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে সেই রিপোর্টটার মর্ম কথা আপ বলতে পারেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: This report was submitted to th Government of India. Naturally it is not possible for us to say anythin about that report.

ডঃ নারায়ণচন্দ্র রায় : তাঁদের ওপিনিয়ান কি, ওয়েল ইজ এভেলেবেল অর নট?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : আপনাকে বলতে পারি তাঁরা এবাউট ১০,০০০ স্কোয়া মাইলস জায়গা নিয়ে এক্সপ্লোর করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁরা সেখানে অয়েল পাননি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে ভবিষ্যতে এখানে অয়েল এক্সপ্লোরেসান করবার জন্য আমাদে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত আছে, বাকি জায়গাগুলি তাঁরা এক্সপ্লোর করে দেখবেন, ই হ্যাজ নট বিন এবানডানড।

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য : এখানে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের বদলে প্রেসিডেণ্ট অফ দি ইউনিয় গভর্ণমেণ্ট ব্যবহার করেছেন। আপনার উত্তরে দেখা যাচ্ছে ষ্টানডার্ড ভেকাম অয়েল কোং ৭৫ ভাগ শেয়ার আর প্রেসিডেণ্ট অফ দি ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট তাঁর ২৫ পারসেণ্ট। ইউনিয় গভর্ণমেণ্ট এবং প্রেসিডেণ্ট অফ দি ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট-এর তফাৎটা কি?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : আমি ঠিক জানিনা, এটা বোধহয় ওদের এগ্রিমেণ্ট করবা নিয়ম, একটা ষ্টাণ্ডার্ড এগ্রিমেণ্ট।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : তাহলে বাংলা দেশে এবপরে প্রসপেক্টের একবার চান্স আছে?

দি অনারেবল তরুণকান্তি ঘোষ : নিশ্চয়ই।

STARRED QUESTIONS
TO WHICH ANSWERS WERE LAID ON THE TABLE

Proposal for setting up industries in Murshidabad district

***310.** (Admitted question No *1377.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় মাঝারী ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

(খ) যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তাহা হইলে কি ধরনের এবং কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হইবে,

(গ) এগুলিতে সরকারের কত টাকা ব্যয় হইবে তাহার হিসাব সরকার করিয়াছেন কিনা,

(ঘ) করিয়া থাকিলে তাহা কত, এবং

(ঙ) এগুলির কোন্‌টির কাজ কতদিনে শুরু হইবে?

The Minister for Commerce and Industries:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) বেলডাংগার নিকটবর্তী কুমারপুরে স্টেট ফিলেচার স্থাপন।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) আনুমাণিক দশলক্ষ টাকা।

(ঙ) চলতি বৎসরে ভূমি গ্রহ আইন অনুযায়ী জমি সংগ্রহ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

Government Arts and Crafts College in Calcutta

***311.** (Admitted question No. *1382.)

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় বর্তমানে বন্ধ আছে;

(খ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি, এবং

(গ) অবিলম্বে এই মহাবিদ্যালয় খুলিবার কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন কিনা?

The Minister for Education:

(ক) (খ) ও (গ) কলেজ ২৮।৮।৬৩ তারিখ হইতে খোলা হইয়াছে।

Nawab Bahadur Institution of Murshidabad district

***312.** (Admitted question No. *1406.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার নবাববাহাদুর ইনস্টিটিউসানের জন্য কোনও ট্রাস্ট ফান্ড আছে কি; এবং

(খ) উক্ত স্কুলে উর্দু পড়াইবার জন্য শিক্ষক কত জন আছেন?

The Minister for Education:

(ক) না।

(খ) বর্তমানে ৯ জন।

Ranaghat College

***367.** (Admitted question No. *1411.)

শ্রীগৌরচন্দ্র কুন্ডু : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে—

(১) রানাঘাট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে কোন অ্যাপারেটাস না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের প্র্যাকটিকাল ক্লাস বন্ধ আছে, এবং

(২) বর্তমানে ঐ কলেজে কেমিস্ট্রির কোন প্রফেসার নাই, এবং

(খ) অবগত থাকিলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন?

The Minister for Education:

(ক) (১) রানাঘাট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস কোনদিন বন্ধ থাকে নাই।

(২) কেমিষ্ট্রি বিভাগে বর্তমানে ২ জন উপধ্যায় ও ১ জন প্রদর্শক নিযুক্ত আছেন।

(খ) এই প্রশ্ন উঠে না।

Alleged gift by the Board of Trustees, Calcutta Museum, to foreign countries

***368.** (Admitted question No. *1435.)

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কলিকাতা যাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন প্রতিনিধি আছে কিনা; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে—

(১) সরকার কি অবগত আছেন যে, উক্ত ট্রাস্টি বোর্ড বিদেশে বহু মূল্যবান প্রত্নবস্তু 'উপহার' দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন; এবং

(২) অবগত থাকিলে ইতিমধ্যে কোন প্রত্নবস্তু বিদেশে দান করা হইয়াছে কিনা?

দি মিনিস্টার ফর এডুকেশন: (ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) না, (২) প্রশ্ন উঠে না।

Sub-inspector of Schools, Jagatballavpore Circle

***369.** (Admitted question No. *1440.) **Shri Tarapada Dey:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) how many schools the Sub-inspector of Schools of Jagatballavpore Circle, Howrah, visited during January, 1962 to March, 1962;

(b) what is the prescribed rule of visit for the Sub-inspector of Schools; and

(c) whether the said Sub-inspector was a President of Thana Congress Committee of Nadia district?

The Minister for Education : (a) 27 Primary Schools.

(b) A Sub-Inspector is expected to visit all the Primary/Junior Basic Schools within his jurisdiction at least once a year

(c) No.

Covernment College of Arts and Crafts, Calcutta

***370.** (Admitted question No *1446.) **Dr. Kanailal Bhattacharyya:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Government had closed down the Government College of Arts and Crafts, of 28 Chowringhee Road, Calcutta from 11th August, 1963;

(b) if so, the reason therefor, and

(c) if it is a fact that there is no hostel accommodation for the students of that college and a few students had to reside within the canteen hall?

The Minister for Education :(a) & (b) The College was re-opened with effect from the 28th August, 1963.

(c) Since the building at 6, Sunny Park was condemned by the Public Works Department, Government arranged with the authorities of the School of Printing Technology, Jadavpur for the accommodation of 9 students in their hostel A flat at premises No. 87. Raja Basanta Roy Road was also requisitioned and placed at the disposal of the Principal of the Art College for opening a hostel for the boys of the College But the students neither availed themselves of the accommodation offered to them in the hostel attached to the School of Printing Technology, Jadavpur nor shifted to the premises No. 87, Raja Basanta Roy Road. They preferred to reside within the Canteen Hall of the College. At present six students who were boarders at 6,

Sunny Park and took temporary shelter in the Canteen Hall of the College after the Summer Vacation in 1962, are staying there on the specific understanding that they would vacate the Canteen Hall as soon as alternative accommodation would be offered to them.

Saktipur Marketing Co-operative Society

***371.** (Admitted question No. *1448.)

শ্রীদেবশরণ ঘোষ : সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বেলডাঙ্গা থানার 'শক্তিপুর মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র প্রায় নয় হাজার টাকা তছরূপ হইয়াছে;

(খ) অবগত থাকিলে, এ সম্পর্কে কোন তদন্ত হইয়াছে কিনা, এবং

(গ) তদন্ত হইয়া থাকিলে, তাহার ফলাফল কি?

দি মিনিষ্টার ফর কো-অপারেশন: (ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

Hand-made paper industry at Dumra Busti

***372.** (Admitted question No. *1459.) **Shri Lakshmi Ranjan Josse:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(a) when the hand-made paper industry was inaugurated at Dumra Busti in Kalimpong; and

(b) the progress it has since made, if any?

The Minister for Commerce and Industries : (a) The Centre was inaugurated on 28-5-63.

(b) Factory building has been made ready including installation of some machinery and water supply arrangements. Raw materials have also been collected and preliminary work in processing them taken in hand.

Morning classes of the primary schools of Bally Union

***374.** (Admitted question No. *1479.) **Shri Tarapada Dey:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) how many primary schools of Bally Union of Howrah district are held in the morning,

(b) whether any high school or a part thereof is held in the morning in the said Union;

(c) whether the Government desires to hold schools in the morning and evening instead of from 11 a.m. to 4 p.m.;

(d) what is the term when Sapuipara Primary School and Nischinda High School have been sitting for the last two years, and

(e) who are the respective teachers serving in the schools.

The Minister for Education : (a) No Primary school within Bally Union is held in the morning except during a few weeks immediately preceding the Summer Vacation.

(b) No High School in the said Union is held in the morning excepting a part of Bally Nischinda Chittaranjan Vidyalaya (class V of the said school which is held in the morning from 7 a.m. to 10 a.m. for want of accommodation).

(c) No.

(d) For the last two years Sapuipara Primary School has been sitting between 11 a m. and 4 p m But for a few weeks preceding the Summer Vacation it sits in the morning between 6-30 a.m. and 10-30 a m.

Nischinda High School (Bally Nischinda Chittaranjan Vidyalaya) has been sitting between 11 a m. to 4 p m with the exception of Class V which sits in the morning between 7 a m and 10 a m for the last two years.

(e) (i) **Sapuipara Primary School**

(1) Sri Amarendra Nath Mukhopadhaya
(2) Sri Ganesh Ch Haldar
(3) Sri Sushil Kr Bandapadhyaya
(4) Sri Kalipada Bhattacharyya
(5) Sri Anupama Sengupta
(6) Sri Narendra Kr Chowdhuri

(ii) **Bally Nischinda Chittaranjan Vidyalaya**

(1) Sri Nihar Ranjan Chanda
(2) Sri Tarapada Mukherji
(3) Sri Narendra Mohan De
(4) Sri Jyotish Ch Sanyal
(5) Sri Sadananda Bhattacharya
(6) Sri Rebati Ranjan Mukherji
(7) Sri Padmanidhi Dhar
(8) Sri Laksminarayan Majumdar
(9) Sri Sekhar Kanti Majumder
(10) Sri Arun Chakrabarti
(11) Sri Sudhendu Chanda
(12) Sri Narayan Bhattacharya
(13) Sri Ashim Bhattacharya
(14) Sri Kalipada Bhattacharya
(15) Sri Jiten Bhattacharya

Uttarpara Public Library

***375.** (Admitted question No. *1486)

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) 'জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী সরকারী কর্তৃত্বে পরিচালনা করিবার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' হয়, তাহা হইলে কতদিনে উহা কার্যকরী হইবে?

দি মিনিষ্টার ফর এডুকেসন: (ক) ও (খ) বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

Pay-scale and provident fund schemes for the school employees other than teachers

***376.** (Admitted question No. *1498.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পিয়ন, চাকর, এবং কেরানী ও লাইব্রেরিয়ানদের জন্য বেতনের স্কেল, গ্রেড, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের বিষয় রাজ্যসরকার বিবেচনা করিতেছেন কিনা?

দি মিনিস্টার ফর এডুকেসন: হ্যাঁ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। আদেশ শীঘ্রই বাহির হইতেছে।

Dum Dum Motijhil College

***377.** (Admitted question No. *1502.)

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) চব্বিশপরগনা জেলার দমদম মতিঝিল মহাবিদ্যালয়টি কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং

(খ) উক্ত মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির নির্বাচন অদ্যাবধি কতবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে?

দি মিনিস্টার ফর এডুকেসন: (ক) এই মহাবিদ্যালয়টি ১৯৫০-৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(খ) পরিচালক সমিতি কার্যতঃ দুইবার গঠিত হয়।

Primary Schools in the Bighati-Kholisani Union Board

***378.** (Admitted question No *1514.) **Shri Cirija Bhusan Mukherjee:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) how many primary schools there are in the Bighati-Kholisani Union Board area in the district of Hooghly;

(b) whether there is sanctioned strength of teachers in each school, and

(c) if not, when the sanctioned posts of teachers will be filled up?

The Minister for Education: (a) 17.

(b) Yes

(c) Does not arise

Durgacharan Rakshit Banga Vidyalaya and Chandernagore Banga Vidyalaya

***379.** (Admitted question No. *1520.)

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়: শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পরিচালিত দুর্গাচরণ রক্ষিত বঙ্গ বিদ্যালয় এবং চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয়, তেমাথা, কোন কোন বৎসরে উচ্চ বিদ্যালয় হইতে কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে;

(খ) এই বিদ্যালয়গুলির জমি এবং বিদ্যালয়ভবনের মালিক কে চন্দননগর কর্পোরেশন অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার; এবং

(গ) এই বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার পর বিজ্ঞানের ল্যাবোরেটরি এবং প্রয়োজনীয় ক্লাসঘরের নির্মাণকার্য অদ্যবধি হইয়াছে কিনা?

দি মিনিস্টার ফর এডুকেসন: (ক) ১। দুর্গাচরণ রক্ষিত বঙ্গ বিদ্যালয় ১৯৬১ সালের জানুয়ারী হইতে কলা ও বিজ্ঞান বিষয় পাইয়া এবং ১৯৬২ সালের জানুয়ারী হইতে বাণিজ্য বিষয় পাইয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এ উন্নীত হইয়াছে এবং

২। চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয় ১৯৬১ সালের জানুয়ারী হইতে কলা এবং ১৯৬২ সালের জানুয়ারী হইতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয় পাইয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে।

(খ) বিল্ডিংগুলির মালিকানা স্বত্ব সরকারের।

(গ) না। পূর্ত বিভাগ সমস্ত জমি ও বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়া তাহাদিগকে নির্মাণকার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

School Board for Purulia District

***380.** (Admitted question No. *1521.) **Shri Debendra Nath Mahata:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there are District School Boards in all the districts of West Bengal excepting Purulia district;

(b) if so, whether there is any Committee doing the function of the District School Board in Purulia district at present; and

(c) if so, the names of the members of that Committee?

The Minister for Education: (a) Yes

(b) There is an Ad-hoc Committee to look after the primary education in the said area

(c) (1) Deputy Commissioner, Purulia (ex-officio)—President

(2) Sri Jimut Bahan Sen, M A (Edin.), "Sen's Cottage" P O and district Purulia—Member (Since deceased)

(3) Sri Sagar Chandra Mahato, Vill Sindri, P O Barabhum, Purulia—Member

(4) Sri Girish Chandra Majumdar, M.A., Secretary, Palli Bharati, Purulia—Member

(5) Shrimati Saila Bala Ghosh, Organiser, Mahila Samity Adra—Member

(6) Swami Hiranmayananda, Adhyakasha, Krishna Mission Vidyapith—Member

(7) The Chairman, Purulia Municipality, Purulia (ex-officio) —Member

(8) District Social Education Officer, Purulia (ex-officio) —Member

(9) The District Inspector of schools, and District Superintendent of Education, Purulia (Ex-officio)—Secretary

Office buildings for District Inspector of Schools and District Superintendent of Education, Purulia district

***381.** (Admitted question No *1522) **Shri Debendra Nath Mahata:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact (i) that Purulia District Inspector of Schools and District Superintendent of Education have got no office building of their own; and

(b) if so, what steps, if any, Government proposes to take for the construction of their office building and when?

The Minister for Education: (a) The District Inspector of Schools, Purulia has a small office building of his own.

The Dist. Superintendent of Education has no office building of his own.

(b) At present there is no proposal for construction of these office buildings. However, a proposal for the acquisition of a private building for accommodating the two offices is under consideration.

Crafts grant to Sibloon Ashutosh Chatterjee Junior High School

***382.** (Admitted question No. *1542.)

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার শিবলুন আশুতোষ চ্যাটার্জী জুনিয়র হাইস্কুলের জন্য ১৯৫৮-৫৯ সালে কত টাকা সরকার কর্তৃক ক্র্যাফ্‌টস্ গ্র্যান্টস্ মঞ্জুর করা হইয়াছে;

(খ) উক্ত বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি কর্তৃক উক্ত গ্র্যান্টের অর্থ ব্যয় করার স্বীকারউক্তি (ইউটিলিজেশন সার্টিফিকেট) সরকার আজ পর্যন্ত পাইয়াছেন কিনা, এবং

(গ) না পাইয়া থাকিলে, উক্ত অর্থ কাহার নিকট এবং কি অবস্থায় আছে?

দি মিনিষ্টার ফর এডুকেশন: (ক) ৩,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ও তন্মধ্যে প্রথম কিস্তি হিসাবে ১৯৫৯-৬০ সালে ১,৩১২ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

(খ) না।

(গ) স্কুলের সম্পাদকের নিকট।

UNSTARRED QUESTIONS TO WHICH WRITTEN ANSWERS WERE LAID ON THE TABLE

Victoria College, Cooch Behar

701. (Admitted question No. 792.)

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে ভিন্ন জেলা থেকে যে সব অধ্যাপকরা চাকরির জন্য আসেন তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন;

(খ) কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পর কলেজটির উন্নয়নসাধনে সরকার কত টাকা কি কি খাতে এ যাবত ব্যয় করিয়াছেন?

The Minister for Education:

(ক) ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের জন্য তিনটি সরকারী বাসভবনের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে সকল অধ্যাপককেই সরকারী বাসভবন দেওয়া সম্ভব নহে।

(খ) কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির পর ভিক্টোরিয়া কলেজের উন্নতি সাধনে সরকার মোট ৩,৯৯,৫০০ টাকা নিম্নলিখিত নির্মাণ কার্যের জন্য ব্যয় করিয়াছেন :

	টাকা
১। রসায়ন বিভাগের জন্য পৃথক ভবন	১,৪৪,০০০
২। জীববিদ্যা ল্যাবরেটরী .	৪২,০০০
৩। ষ্টাফ রুম এবং ছাত্রদের কমন রুম . .	৮০,০০০
৪। মেয়েদের জন্য ছাত্রী আবাস	১,৩৩,৫০০
মোট ..	৩,৯৯,৫০০

Lavpur-Langalhata and Surul Ganutia Road in Birbhum district

702. (Admitted question No. 826.)

ডঃ রাধানাথ চট্টরাজ : পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বীরভূম জেলার লাভপুর-লাঙ্গলহাটা ও সুরুল-গনুটিয়া রাস্তা দুইটি পাকা করিবার জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কি না,

(খ) অন্তর্ভুক্ত না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি,

(গ) সরকার কি অবগত আছেন যে, সেচ বিভাগ কর্তৃক আবশ্যকমত জায়গায় কালভার্ট নির্মাণ না করায় স্থানীয় কৃষকগণ ময়ূরাক্ষী ক্যানেলের জল লইবার জন্য প্রত্যেক বৎসর বর্ষার সময় উপরোক্ত রাস্তা দুইটির যেখানে সেখানে কাটিয়া রাস্তা দুইটি যানবাহন চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য করিয়া ফেলিতেছে, এবং

(ঘ) অবগত থাকিলে, এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য কি ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করিতেছেন?

The Minister for Public Works (Roads) :

(ক) প্রশ্নোক্ত দুইটি রাস্তার মধ্যে সুরুল-গনুটিয়া রাস্তার মাত্র লাভপুর-গনুটিয়া অংশ তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(খ) অর্থাভাব হেতু একসঙ্গে সকল রাস্তা পরিকল্পনায় গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

(গ) দুইটি রাস্তার প্রয়োজনীয় স্থানে সেচ বিভাগ উপযুক্ত সংখ্যক কালভার্ট বসাইয়াছে। ক্যানেলের জল লইবার জন্য স্থানীয় কৃষকগণ সুরুল-গনুটিয়া রাস্তার কোথাও কাটিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। তবে তাড়াতাড়ি সেচের জল পাইবার জন্য লাভপুর-গনুটিয়া রাস্তাটির কতিপয় স্থান স্থানীয় কৃষকগণ নিজেদের দায়িত্বে কাটিয়া থাকে।

(ঘ) উপযুক্ত সংখ্যক কালভার্ট সত্ত্বেও যদি স্থানীয় কৃষকগণ নিজেদের দায়িত্বে জেলা বোর্ডের এই রাস্তাসমূহ কাটে তবে তাহা দূরীকরণের ব্যবস্থা জেলা বোর্ডের করার কথা।

Compulsory Free Primary Education in Burdwan district

703. (Admitted question No. 986.)

শ্রীঅশ্বিনী রায় : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬৩-৬৪ সালে বর্ধমান জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কোনও পরিকল্পনা আছে কি না, এবং

(খ) পরিকল্পনা থাকিলে, কোন্ মহকুমায় কোন্ পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় তাহা চালু হইবে?

The Minister for Education :

(ক) ও (খ) ১৯৬৩-৬৪ সালে বর্ধমান জেলার যে সব এলাকায় এ-যাবত প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে চালু করা হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা সংযুক্ত করা হইল।

এতদ্ব্যতীত ঐ জেলার অন্য এলাকায়ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 703

Name of District School Board	Name of subdivision	Name of thana.	Name of the Union-Panchayats.
1	2	3	4
Burdwan	Sadar	Memari	1. Gopgonar. 2 Satgachia 3 Baro Palasan
Ditto	Ditto	Galsi	4 Satinaudi. 5 Moridpur. 6 Bhuri 7 Adra 8 Khano 9 Kurkuba 10. Uchchagram 11 Paraj 12 Potua.
Ditto	Ditto	Bhatar	13 Sahebganj 14 Balgona 15 Nota 16 Mahata 17 Bamunara 18 Bonpas 19 Aruai
Ditto	Ditto	Jamalpur	20. Berugram. 21 Jotesriram 22 Jaugram 23 Chakdighi 24 Jayagram. 25 Abujhati

Suicide Cases during 1962-63

704. (Admitted question No. 1159.)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী : স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) ১৯৬২ সালের জুলাই হইতে ১৯৬৩ সালের জুলাই পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রতি মাসে আত্মহত্যার সংখ্যা কত,

(খ) ঐ আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে কতজন (১) স্ত্রী, (২) পুরুষ ও (৩) বালকবালিকা,

(গ) আত্মহত্যাকারীগণের মধ্যে কোন্ অর্থনৈতিক শ্রেণীর (ইকনমিক গ্রুপ) লোক বেশী; এবং

(ঘ) আত্মহত্যাসমূহের কারণগুলি প্রধানতঃ কি কি?

The Minister for Home (Police) :

(ক) একটি তথ্য সম্বলিত বিবরণী সংগে যুক্ত হইল।

(খ)

(১) স্ত্রী - ১,৫৪২,

(২) পুরুষ - ১,৬৩৯, ও

(৩) বালকবালিকা - ১৯২।

(গ) এই সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য সরকারের কাছে নাই।

(ঘ) অর্থ ক্লেশ দীর্ঘমেয়াদী দুরারোগ্য ব্যাধি, উন্মাদগ্রস্ততা, পারিবারিক অশান্তি, হতাশা, প্রেমে ব্যর্থতা, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা ইত্যাদি।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 704

বিবরণী

মাস ও মোট আত্মহত্যার সংখ্যা

১৯৬২

জুলাই—৩১৭
আগস্ট—২৬০
সেপ্টেম্বর—২৪০
অক্টোবর—২২৮
নভেম্বর—২২৩
ডিসেম্বর—২১৮

১৯৬৩

জানুয়ারি—২১০
ফেব্রুয়ারি—২২২
মার্চ ২৫১
এপ্রিল ২৬৪
মে ৩১৩
জুন—৩০০
জুলাই ৩২৭

Newspapers in Murshidabad district

705. (Admitted question No. 1222.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির কোনটির প্রচারসংখ্যা কত, এবং

(খ) গত পাঁচ বৎসর তাহাদের কোনটিকে সরকার কত টাকার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন?

The Minister for Home (Publicity) :

(ক) ও (খ) তালিকা পেশ করা হইল।

Statement referred to in reply to clauses (Ka) and (Kha) of unstarred question No 705

তালিকা

পত্র-পত্রিকার নাম	প্রচার সংখ্যা	গত পাঁচ বৎসরে কত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে				
		১৯৫৮ টাকা	১৯৫৯ টাকা	১৯৬০ টাকা	১৯৬১ টাকা	১৯৬২ টাকা
মুর্শিদাবাদ সমাচার ..	১,৬০০	৫৫৪.৫০	৩০৭ ৫০	৭৯১ ০০	৬০ ০০	২২৭ ০০
জঙ্গীপুর সংবাদ .	৪০০	১৮১ ০০	১২৫ ৫০	২৮০ ৫০	১৬৮ ০০	১৮০ ৫০
পরিক্রমা .	১,৬৫৭	৪১০ ০০	৫৪৪ ৫০	৯১৮ ৭৫	৫৭৫ ০০	৭৪৮.৭৫
কান্দী বান্ধব	৪৪৫	২৩৫ ২৫	৯৭.৭৫	২৭৬ ২৭	২৫০ ৮০	১৩৮ ৮০
মুর্শিদাবাদ পত্রিকা .	১,৫০০	৬০ ০০	২৪ ০০	৫১ ৭৫	৬২ ২৫	৩৮৪ ৮০
মুর্শিদাবাদ হিতৈষী	৫০০	১৯৯.১২	৮৪.৩৭	১৮৪ ১৯	৫৫.২৫	৮১ ০০
ভারতী .. .	৭০০	১৯৫ ৫৫	২৩.৭৫	২৩২ ৫০	২৮ ৭৫	২৭ ৫০
আমাদের পত্রিকা ..	৪০৫	১৫ ০০	.	.	৫০ ০০	১৪০.০০

Expenditure for airconditioning rooms

706. (Admitted question No. 1247.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : পূর্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬২ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৬৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ তৈয়ারির জন্য সরকারী তহবিল হইতে কত টাকা মঞ্জুরী হইয়াছে;

(খ) উক্ত সময়ে উক্ত বাবদে কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে, এবং

(গ) কি কি প্রয়োজনে এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ নির্মাণ করা হইয়াছে?

The Minister for Public Works :

(ক) ৩,৬৫,০৭২ টাকা।

(খ) ১,২১,৬৯৮ টাকা।

(গ) সরকারী ভবনের কয়েকটি অফিসকক্ষ প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার জন্য এবং কলিকাতার সরকারী হাসপাতালের কয়েকটি কক্ষ, মৃতদেহ ও রক্তসংরক্ষণ এবং রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে।

Particulars of cinemas in Murshidabad district

707. (Admitted question No 1275)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় গত পাঁচ বৎসরে কয়টি এবং কোথায় (১) স্থায়ী এবং (২) অস্থায়ী সিনেমা দেখানোর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে,

(খ) বর্তমানে উক্ত জেলায় স্থায়ী লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে কি, এবং

(গ) লাইসেন্স দেওয়া থাকিলে কোন্ স্থানে দেওয়া হইয়াছে?

The Minister for Home (Political) :

(ক) (১) দুইটি স্থায়ী সিনেমার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ এবং ধুলিয়ান।

(২) ৯১টি অস্থায়ী সিনেমার লাইসেন্স নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে দেওয়া হইয়াছে :

সাগরদীঘি, বংশবাটী, বহরুল, কেশের পাহাড়, ইসলামপুর, পাঁচগ্রাম, খড়গ্রাম, সাহাবাজপুর, বেলডাঙ্গা, ধুলিয়ান, নগর, জলঙ্গী, বাড়ালা, ভরতপুর, পাটিকাবাড়ী, সালার ডোমকল, মনিগ্রাম, হিলোড়া, কাটাকোপড়া, রানীনগর, কালিগঞ্জ, রায়পুর, তরফ রসুলপুর, এরোয়ালী, পবুলিয়া, বেলগ্রাম, কাতলামারী, ত্রিমোহিনী, চাঁদপুর, ঝিল্লী, মহরুল, আহিরন, সতীতারা কেশের পাহাড়, রতনপুর, দেচাপাড়া, সালকিয়া ডাকবাংলো, কাটাবাড়ী, ইন্দ্রানী, রাসবেলুড়িয়া, নিমা ডাকবাংলো, সাহেব রামপুর, গোলা আজিমগঞ্জ, নূতন ডিগ্রী, পাঁচথুপী এবং মর্জাপুর।

(খ) না।

(গ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Election of members of 24-Parganas District School Board

708. (Admitted question No. 1285.)

শ্রীহৃষিকেশ হালদার : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) চব্বিশপরগনা জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য নির্বাচন কোন্ সালে হইয়াছিল; এবং

(খ) কবে পুনরায় উক্ত স্কুল বোর্ডের সদস্য নির্বাচন হইবে?

The Minister for Education :

(ক) ১৯৫৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু নব-নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ ১৯৬০ সালের পূর্বে কার্যভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(খ) ১৯৬৪ সালে।

Scheme for Intensive Development of Cattle in Howrah district

709. (Admitted question No. 1324.) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry and Veterinary Services Department be pleased to state—

(a) whether any place in Howrah district has been selected for any scheme for intensive development of cattle ;

(b) if so, the names of the places ;

(c) whether there is any artificial insemination centre for cattle breeding in the district of Howrah ;

(d) if not, what step the Government is proposing to take for establishment of such centres ;

(e) if it is a fact that Subdivisional Veterinary Hospital is going to be established at Uluberia ;

(f) if so, the progress made in this direction ; and

(g) what arrangements are there in the rural area for inoculation and treatment of cattle ?

The Minister for Animal Husbandry and Veterinary Services : (a) No.

(b) and (d) Do not arise.

(c) Yes. There is one such centre in Howrah State Veterinary Hospital Another has been set up in Bagnan Block Veterinary Dispensary.

(e) Yes

(f) A plot of land measuring 69 acre has been selected for the purpose. Steps are being taken to acquire the same

(g) For inoculation and treament of cattle, there are at present three Veterinary Hospitals, eleven Block Veterinary Dispensaries, nine Veterinary Aid Centres and one Itinerary Veterinary Assistant Surgeon Unit in the district of Howah All these institutions have been provided with suitable staff for undertaking the work

Total number of intermediaries in Howrah district

710. (Admitted question No 1325.) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(a) the total number of intermediaries in the district of Howrah ,

(b) the total amount of compensation payable to such intermediaries ;

(c) the total number of intermediaries entitled to compensation less than Rs. 500 ;

(d) how many of them have received full payment ;

(e) total number of intermediaries entitled to payment of more than Rs 500 ;

(f) how many of them, if any, have been paid in full ;

(g) whether there is any case of part payment ;

(h) if so, the basis and the ratio of such part payment ;

(i) the reason for non-payment of full compensation at a time to such intermediaries ;

(j) how many of such intermediaries have lands or intermediate interest outside the district of Howrah ;

(k) whether the final compensation roll for the entire estate is ready , and

(l) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Land and Land Revenue : (a) 149,683 intermediaries.

(b) and (c) Until preparation of compensation assessment roll is completed the information cannot be furnished

(d) 9,214

(e) Cannot be stated until all rolls are prepared.

(f) 47

(g) Yes

(h) An amount shown in column 2 of the table below is payable on the net approximate annual income shown in column 1 thereof.

Table

Net approximate annual income	Amount of annual ad interim payment
1	2
Up to Rs 250	An amount equal to the net approximate annual income.
Exceeding Rs 250 but not exceeding Rs. 500.	Rs 250
Exceeding Rs 500 but not exceeding Rs 1,000	50 per cent of the net approximate annual income
Exceeding Rs 1,000 but not exceding Rs. 1,500.	Rs 500
Exceeding Rs. 1,500.	33-1/3 per cent of the net approximate annual income .

Where payment at this rate exceeds the cash portion of the compensation further payment at 1/20th of the bond portion of the compensation may be made.

(i) Compensation assessment rolls have not been prepared in such cases and that is why full compensation could not be paid.

(j) Until all the compensation assessment rolls are prepared, no such information can be given.

(k) No.

(l) Delay caused in the preparation of record-of-rights for disposal of objections for correction of record-of-rights under section 44(2A) and non-submission of "B" statements regarding choice of land to be retained in time.

Total number of active tubewells, etc., in West Bengal

711. (Admitted question No. 1327.) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minster-in-charge of Health Department be pleased to state—

(a) the total number of (i) active tubewells and (ii) derelict sources in West Bengal.

(b) the requirement of tubewells in West Bengal excluding the derelict sources at the rate of one tubewell for every 400 population ;

(c) whether any fund has been allotted in the budget of 1963-64 for sinking and resinking tubewells ;

(d) if so, the districtwise allotment of fund or sources (both sinking and resinking) ;

(e) the method of selection of sites; and

(f) when the programme is likely to be taken up for execution?

The Minister of State for Health : (a) (i) 87,120 ; (ii) 11,088

(b) There is further requirement of 13,000 water sources on the basis of one source for every four hundred persons and at least one source for each village.

(c) and (d) Yes, Rs. 27 lakhs. But this amount is meant for spillover works of previous year's programme A statement showing districtwise distribution of these works is enclosed

(e) and (f) No, new programme has yet been undertaken for want of adequate fund The question of selection of additional sites therefore does not arise at present.

Statement referred to in reply to clause (d) of unstarred question No. 711.

Statement

Name of district.	Number of water sources (New construction and re-construction)
Hooghly	93
Burdwan	236
Birbhum	113
Bankura	68
Midnapore	403
Purulia	60
24-Parganas	161
Nadia	42
Murshidabad	175
Malda	20
West Dinajpur	76
Cooch Behar	40
Jalpaiguri	28
Darjeeling	3
Total	1,518

Sanctioning a third subsidiary health centre in a Block area

712. (Admitted question No. 1328.) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state—

(a) whether a third subsidiary health centre can be sanctioned in a Block area ; and

(b) if so, what are the conditions which require to be fulfilled for the purpose?

The Minister of State for Health : (a) and (b) Under the Revised Scheme for Rural Health Centres in West Bengal sanctioned by Government in 1958 in each Development Block area there will be one primary health centre and at least two subsidiary health centres. After this minimum programme is fulfilled in the State the question of establishing additional subsidiary health centres in Block areas will be taken up according to availability of funds.

C.V.R. Scheme and M.V.R. and C.R.F. Schemes

713. (Admitted question No 1332.) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

(a) the salient points of difference between C.V.R. Scheme and M.V.R. and C.R.F. Schemes ;

(b) whether such schemes are now available for sanction ;

(c) if so, how such schemes can be sponsored and by whom ; and

(d) what are the terms which require to be fulfilled before such scheme can be sanctioned ?

The Minister for Public Works : (a) C.V.R. Scheme is a grant-in-aid scheme administered by the State Government. Two-thirds cost of the project is borne by the State Government and one-third is borne by the local people. This scheme is suitable for improvement of Union Board kutcha roads and the total cost in any one case should not ordinarily exceed Rs. 15,000.

M.V.R. Scheme. This is a grant-in-aid scheme administered by the Union Government whose approval is required to be obtained for each project under the scheme. Half of the cost of a project is borne by the Union Government and the other half is shared equally by the State Government and the local people. This Scheme is specially suitable for bigger original District Board roads. The total cost in any one case should not ordinarily exceed Rs. 30,000.

C.R.F. is administered and controlled by the Union Government. There is no question of local contribution. State Government forward suitable proposals with rough estimate for the work and other details to the Government of India for their approval to the cost of the project being met from the State's C.R.F. allocations. After obtaining Government of India's approval for the proposals or any one of them, State Government accord administrative approval for the work. Generally works of original nature are undertaken under the scheme.

(b) M.V.R. Scheme has since been discontinued by the Government of India but the other two schemes are in force.

(c) (i) C.V.R. : The proposals are submitted through the District Magistrate concerned with his recommendation for consideration of State Government. Works are executed through the District Officer concerned. (ii) C.R.F. works are sponsored by the State Government.

(d) C.V.R. : (i) The first and foremost condition is that the local people must agree to bear one-third of the cost of the project and such local contribution should invariably come from the local people themselves and not vicariously from any local body.

(ii) There must be a written guarantee of the local body for future maintenance of the road or bridge as the case may be, after its improvement under the scheme.

(iii) The estimate for the work must be made in consultation with the District Engineer or the local Executive Engineer of the P.W.D.

C.R.F. : Priority of a scheme is determined according to its necessity and urgency

Ration Card System in Ranaghat subdivision

714. (Admitted question No. 1365.)

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু : খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নদীয়া জেলায় রানাঘাট মহকুমায় বর্তমান লোকসংখ্যা কত এবং কত লোককে রেশন কার্ডভুক্ত করা হইয়াছে;

(খ) এই রেশন কার্ডভুক্ত লোকদের বর্তমানে সপ্তাহে কত চাউল সরবরাহ করা হয়,

(গ) ঐ মহকুমায় এম আর সপ-এর সংখ্যা কত এবং প্রত্যেকটি এম আর সপ-এ গত ৩ মাসে গড়ে কত চাউল দেওয়া হইয়াছে,

(ঘ) এক একটি এম আর সপ-এ কত লোককে বেশন দেওয়াব নিয়ম আছে.

(ঙ) বানাঘাট মহকুমায় সরকারী দরে চিনি বিক্রয়ের কোন অ্যাপ্রুভড গ্রসার্স সপ আছে কি,

(চ) এই মহকুমায় রেশন কার্ড ছাড়া চিনি সরববাহেব ব্যবস্থা আছে কিনা, এবং

(ছ) রানাঘাট মহকুমায় রেশন কার্ডভুক্ত লোকসংখ্যা অনুযায়ী কত চিনি প্রয়োজন এবং সরকার বর্তমানে প্রতি মাসে কতখানি কবিয়া দিতেছেন

The Minister for Food and Supplies :

(ক) বর্তমান লোকসংখ্যা—৭·৪৬ লক্ষ (আনুমানিক)।
রেশনকার্ডভুক্ত লোকসংখ্যা—৪,৪৭,৮৫৫।

(খ) চাউলের সাপ্তাহিক বরাদ্দ—
প্রাপ্তবয়স্ক—এক কিলোগ্রাম।
অপ্রাপ্তবয়স্ক—পাঁচশত গ্রাম।

(গ) দোকান সংখ্যা—২০৪।
প্রতি দোকানে গত ৩ মাসে গড়ে চাউল বরাদ্দের পবিমাণ—৭৬ কুইণ্টাল।

(ঘ) এক একটি দোকানে গড়ে ২,৫০০ লোকের জন্য কার্ড রেজিষ্ট্রি করা হইয়া থাকে।

(ঙ) না।

(চ) চায়ের দোকান, মিষ্টান্ন বিক্রেতা, কনফেকসনার্স প্রভৃতিকে এবং বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে রেশন কার্ড ব্যতিরেকে চিনি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

(ছ) রেশনকার্ডভুক্ত লোকসংখ্যা অনুযায়ী চিনির প্রয়োজন—১,৭১২ কুইনটাল। রানাঘাট মহকুমায় মাসিক চিনি বরাদ্দ :

১৯৬৩

জুন—১,১৫০ কুইনটাল।

জুলাই—১,১৫০ কুইনটাল।

আগস্ট—১,৮৪০ কুইনটাল

"Khadi O Samajseba Sangha" at Taherpur Conony in Nadia district

715. (Admitted question No. 1366.)

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু : সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নদীয়া জেলায় তাহেরপুর কলোনীতে 'খাদি ও সমাজসেবা সঙ্ঘ' নামে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কত টাকা সর্বশেষ লোন ও গ্র্যান্ট দিয়াছেন;

(খ) এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি ও একজিকিউটিভ কমিটির সভ্যদের নাম কি; এবং

(গ) এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কি কি কাজ হয় এবং কত লোক কাজে নিযুক্ত আছে?

The Minister for Co-operation :

(ক) নদীয়া জেলায় তাহেবপুর কলোনীতে 'খাদী ও সমাজ সেবা সঙ্ঘ' নামে কোন নিবন্ধী-কৃত সমবায় সমিতি নাই।

(খ) ও (গ) প্রশ্ন উঠে না।

Workers of Burnpur ISCO Factory

716. (Admitted question No 1371.)

শ্রীবিজয় পাল : শ্রম বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, (১) গত ১৭ই আগস্ট ১৯৬১ সালের গেজেটে প্রকাশিত শিল্প-আদালত বার্ণপুর ইস্কো কারখানায় ইস্কো কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত রেগুলার ঠিকাদার শ্রমিকদের বেতন সম্পর্কে এক রায় দান করেন এবং (২) সে রায় ঠিকাদার কোম্পানিগুলি আজ পর্যন্ত কার্যকরী করে নাই;

(খ) সত্য হইলে সরকার এই রায়গুলি কার্যকরী করিবার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন;

(গ) সরকার কি অবগত আছেন যে, ইস্কো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত বার্ণপুর হাস-পাতালে রোগীদের জন্য যে স্বল্পমূল্যের ঔষধ, পথ্য এবং দুধ সরবরাহ করা হইত তাহা বন্ধ হইয়াছে;

(ঘ) অবগত থাকিলে, তাহার কারণ কি; এবং

(ঙ) পুনরায় যাহাতে উহা সরবরাহ করা হয় তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার করিতেছে কিনা?

The Minister for Labour :

(ক) (১) হ্যাঁ।

(২) আটজন ঠিকাদার শিল্প ন্যায়পীঠের রায় কার্যকরী করিতেছেন না বলিয়া ইউনাইটেড কন্ট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ২৫এ জুন ১৯৬৩ তারিখে আসানসোলের সহ-শ্রমমহাধ্যক্ষের নিকট এক অভিযোগ পেশ করিয়াছেন।

(খ) বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইতেছে।

(গ) ঔষধ, পথ্য এবং দুগ্ধ সরবরাহ বন্ধ হয় নাই।

(ঘ) এবং (ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

Dhakeswari Cotton Mills under Hirapur police-station

717. (Admitted question No. 1372.)

শ্রীবিজয় পাল : শ্রম বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, হিরাপুর থানার অন্তর্গত ঢাকেশ্বরী কটন মিলএ

(১) শ্রমিকদিগকে দুই মাস পরে বেতন দেওয়া হয়,

(২) সুতাকল ওয়েজবোর্ড ও ট্রাইবুনালের রায় মিল কর্তৃপক্ষ ভঙ্গ করিয়াছেন,

(৩) কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আইন ভঙ্গ করিয়া কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে;

(খ) অবগত থাকিলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন; এবং

(গ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত কোম্পানিকে সরকার কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন?

The Minister for Labour :

(ক) (১) সময়মত বেতন না দেওয়ার অভিযোগ সরকার পেয়েছেন।

(২) সুতাকল ওয়েজবোর্ড অনুযায়ী ৮ টাকা বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ কোম্পানি মানিয়া লইয়াছেন এবং সেই অনুযায়ী বেতন দিতেছেন। আর্থিক অসচ্ছলতা এই কারণ দেখাইয়া কোম্পানি ওয়েজবোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী মাগ্‌গী ভাতা দিচ্ছেন না। ট্রাইবুনালের রায় কোম্পানি মানিয়া লইয়াছেন এবং ঐ ভাতা দিতেছেন।

(৩) ও (খ) হ্যাঁ, ১৯৬৩ সালের মে মাস পর্যন্ত ৮,৩০, ০০০ টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা দেয় নি। ৩৪টি সার্টিফিকেট ও ১৭টি প্রসিকিউশন কেস করা হয়েছে। পিনাল কোড অনুযায়ী নালিশের কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে।

(গ) ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের কাছে কোম্পানি সরাসরি দরখাস্ত করেছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঋণদানের সুপারিশ করেছেন।

Gazetted and Non-gazetted Officers in West Bengal

718. (Admitted question No. 1376.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : অর্থ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে এবং বর্তমানে (১) গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা কত;

(খ) ঐ সংখ্যা ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কত ছিল?

The Minister for Finance :

(ক) ১৯৬২ সালের ৩১এ মার্চ অফিসারের সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল—

(১) গেজেটেড—৬,০১৮

(২) নন-গেজেটেড—২১১,৮১২

(খ) ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের হিসাব পাওয়া যায় নাই তবে ১৯৪৯ সালের ৩১এ মে তারিখের ঐ সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

(১) গেজেটেড—২,৪০৬

(২) নন-গেজেটেড—১০৪,২৬২

Excise Shops in Calcutta and other districts of West Bengal

719. (Admitted question No. 1400.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : আবগারী বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের জেলাওয়ারী (কলিকাতা সহ) মদ, গাঁজা, সিদ্ধি বিক্রয়কারী আবগারী দোকান কয়টি;

(খ) উহাদের কয়টিতে বিলাতী মদ বিক্রয় করা হয়,

(গ) গত পাঁচ বৎসরে কোন্ বৎসরে উক্ত দোকানগুলি হইতে কত টাকা সরকারের আয় হইয়াছে, এবং

(ঘ) বর্তমান বৎসরে কোন্ স্থানে কয়টি এরূপ দোকান চালু করার অনুমতি সরকার দিয়াছেন?

The Minister for Excise :

(ক) মোট আবগারী দোকানের সংখ্যা ৩,৮৬৭ তন্মধ্যে ১২টি ষণ্মাসিক কিস্তিতে দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে একটি তালিকা ('ক' বিবরণী) উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) বিলাতী মদের দোকানের সংখ্যা ২৮২টি।

(গ) এই সম্পর্কে 'খ' বিবরণী দ্রষ্টব্য।

(ঘ) বর্তমান বৎসরে এইরূপ ১২১টি দোকান চালু করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে দেশী মদের জন্য ৯১টি, বিলাতী মদের জন্য ২৭টি ও পচাই এর জন্য ৩টি। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মঞ্জুরীকৃত দোকানগুলির মধ্যে কলিকাতার সমস্ত নতুন দোকানের ও কয়েকটি জিলার বিভিন্ন স্থানেব জন্য নতুন দোকানের বন্দোবস্ত বর্তমানে স্থগিত রাখা হইয়াছে।

বর্তমান বৎসরে মঞ্জুরীকৃত দোকানের তালিকা 'গ' বিবরণীতে দ্রষ্টব্য।

Statement referred to in reply to clause (ka) of the unstarred question No. 719.

('ক' বিবরণী)

আবগারী দোকানের সংখ্যা

জিলা ১	দেশীমদ ২	বিলাতীমদ ৩	পচুই ৪	তাড়ি ৫	গাঁজা ৬	সিদ্ধি ৭	আফিম ৮
বর্দ্ধমান	৭৪	১৪	৩৪৮	১৮	৭০	২৮	২১
বীরভূম	২৫	৩	২৩৭	১৬	২৯	১২	১৫
বাকুড়া	৩৪	২	১৫৭	৩	২৭	২১	৮
মেদিনীপুর	৫১	১১	১৯৫	৩৫	৬৫	৫৬	৬৩
হুগলী	৭৪	৭	৪০	৫১	৭২	৫৪	৫১
হাওড়া	৩১	১	১	৪৭	৩৪	৩২	৩১
পুরুলিয়া	৫৪	৩	২৬	৫	২৮	১০	৮
কলিকাতা	৫৩	১৯০	২	৩৬	৪৮	৩২	৪৫
২৪-পরগণা	৭৫	২০		১০৭	১২৫	৮৩	৯১
নদীয়া	১৪	১	১৯	১২	১৮	৬	১৩
মুর্শিদাবাদ	২৭	১	৬০	১২ (৬ ষাণ্মাসিক)	৩০	২	১৪
পশ্চিম দিনাজপুর	৩২			১০	৩১	৪	১৬
মালদা	১৭	১	..	২৫	২০	১	৬
জলপাইগুড়ি	৫০	৬			৩২	২	৯
দার্জিলিং	২৯	২১	২৪		৯	৪	৮
কুচবিহার	২২	১		(৬ ষাণ্মাসিক)	২৫	৯	৭
মোট	৬৬২	২৮২	১,১০৯	৩৭৭ + (১২ ষাণ্মাসিক)	৬৬৩	৩৫৬	৪০৬

মোট-- ৩,৮৫৫
\+ ১২ ষাণ্মাষিক
\------
৩,৮৬৭

Statement referred to in reply to clause (Kha) of unstarred question No. 719

(খ বিবরণী)

উপরি-উক্ত আবগারি দোকানগুলি হইতে ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে প্রতিবৎসর নিম্নলিখিতরূপ আয় হইয়াছে।

১৯৫৮-৫৯ সাল

	দেশী মদ (টাকা)	বিলাতী মদ (টাকা)	পচুই (টাকা)	তাড়ি (টাকা)	গাঁজা (টাকা)	সিদ্ধি (টাকা)	আফিম (টাকা)	মোট (টাকা)
বর্ধমান	৩৯,৬০,৯৮৬	৫,০২,০৫৩	২১,৪৭,১৫০	৮১,৯১৫	১,৪৩,৩৭৪	২৮,১৮৯	৮৭,১৮৪	৬৯,৫০,৮৫১
বীরভূম	২,৩৮,১৭৬	৪,৮১৬	৬,৯৩,৬৩৯	২৪,৬৩৫	২৬,৩১৬	৪,৮৭৩	১৮,৬৮০	১০,১১,১৩৫
বাঁকুড়া	২,৯৭,০২৪	৫,৭১৫	২,৯৮,৪২৭	৫,৩৫২	২৯,৯১৭	৭,০৯৭	১৫,৮৩০	৬,৫৯,৩৬২
মেদিনীপুর	১৯,৬২,২০২	৫৩,৩৫৩	২,৯৬,৭০০	১,৪০,০৭০	১,৩৮,৮৬৪	৫১,২০৩	১,৮৩,০৮২	২৭,৮৯,৪৭৪
হুগলী	৮,৪৫,৬৬৮	৯,৭৫,৪১১	২,০৭,৫০৪	৪,৩৪,৫২৯	২,২১,৮২৭	৩৯,৯৫০	১,৭৯,৫৫৮	২৯,০৪,৪৪৭
হাওড়া	৩,১৮,৯৯১	১৫,৪৭৩	৯০৮	১,০৬,৭৯৩	৯৬,১৫৮	২৪,৪০৪	১,২০,২১৭	৬,৮২,৯৪৪
পুরুলিয়া	১৫,০৫,৪৫৪	৬,৪৮৪	১,৭৭,০৩৩	১১,৬৭৯	১,১৬,৩৭৫	১৭,৬৭০	৯,৩১২	১৮,৪৪,০০৭
কলিকাতা	১,১৬,৩৮,৫২৯	৯৭,২৭,৭৭৭	১,৩৩৮	৩,৮৭,৭৫৮	৩,৪১,৯৪৫	১,০০,০২০	৭,৮৭,১১৬	২,২৯,৮৪,৪৮৩
চব্বিশ পরগণা	৩৮,৬০,৯৯০	৩,৩২,৯৯৯	২,৪০০	৪,৩৪,১১১	৫,৮৯,২০৭	১,০৪,২৬৩	৩,১৫,১১৬	৫৬,৩৯,০৮৬
নদীয়া	৪,৫২,৮০৬	২,২৭৩	২৯,৪৯০	৪২,০১৩	৩২,৭০৪	৩,৭২৭	১৮,২২৪	৫,৮১,২৩৭
মুর্শিদাবাদ	১,৮২,৩৩৪	৫,৭৮৮	৬৯,৮৫৪	২৬,৫২১	২৫,১১১	৫৩৮	২৩,৩৯৩	৩,৩৩,৫৫৯
প: দিনাজপুর	২,১৩,২১০		২,৩৭৫	১৫,৫৯০	২৯,৯৪৫	৭২১	৯,৩১২	২,৭১,১৫৩
মালদহ	১,৭০,৫৪৫	১,৫২৪	১,২৯৪	২১,৫১৩	৯,০৬৩	২৮৩	৯,৬৫৩	২,১৩,৮৭৫
জলপাইগুড়ি	২৫,৩৯,৮১৩	১,৩৭,২৭৩	৩৮,২৮৮	..	৪২,৪৩৪	৯০২	২৭,০৭৩	২৭,৮১,৭৮৩
দার্জিলিং	৬,৪৯,১৯০	১,৮৯,৪৭০	১৪,১৩৩	.	১৩,০৫২	১,৩৩৯	১৮,৪৫৮	৮,৮৫,৬৪২
কুচবিহার	৩,৯২,৩৩৬	৬,৭৪৬		১১,৬৩৬	৫৬,৩৯০	১,১৬৪	৩,২৮৮	৪,৭১,৫৬০
মোট	২,৯২,২৮,২৫৪	১,১৯,৬৭,১৫৫	৩৯,৭৬,৫৩৩	১৭,০৮,১১৫	১৯,১২,৭০২	৩,৮৬,৩৪৩	১৮,২৫,৪৯৬	৫,১০,০৪,৫৯৮

১৯৫৯-৬০ সাল

	দেশীমদ (টাকা)	বিলাতীমদ (টাকা)	পচুই (টাকা)	তাড়ি (টাকা)	গাঁজা (টাকা)	সিদ্ধি (টাকা)	আফিং (টাকা)	মোট (টাকা)
বর্দ্ধমান . .	৪৩,৯৬,৯৮৩	৬,৯৪,৮৫৩	২২,১৬,২৪৮	৮৭,১৫৮	১,৯৪,৭৪৬	২৬,৮০৯	৪৪,৭৬৩	৭৬,৬১,৫৬০
বীরভূম . . .	২,৪৩,২০৬	৪,৫৬৮	৭,০৫,৫৭৫	২৪,০২৭	৪২,৩১৮	৪,৬৯৪	১৩,১৭৮	১০,৩৭,৫৮৬
বাঁকুড়া .	৩,৬৭,১০৬	৪,৬৮২	৩,১৬,২৩৪	৪,৯৬১	৪৬,০০৫	৬,৮০১	৯,০০৩	৭,৫৪,৭৯২
মেদিনীপুর .	২০,০৭,৪৪৪	৫৩,১৭৩	২,৯৮,৪৭৬	১,০৪,১৬৪	১,৯১,৯১৩	৪৯,১৯৫	১,২০,১২৪	২৮,২৪,৪৮৯
হুগলী	৮,১১,২৬৩	৬,৬৯,৭২০	২,০৫,০৪৭	৪,০৮,২৯৮	২,৫১,৪৭৯	৩৮,৮১১	৭০,৫৮৪	২৪,৫৫,১৯৯
হাওড়া . .	২,৯৮,৪৩৭	১৪,৪৬৩	১,১৫২	১,০৭,৩৪৮	১,১৪,৫৬৩	২১,৪৭২	৭৯,৭৬৬	৬,৩৭,১৯৮
পুরুলিয়া .	১৮,১২,৯২৫	১০,২৪৬	২,২৭,১৫০	১৪,৩৫৫	১,২০,৬০৭	১৮,১০২	৫,২১৭	২২,০৮,৬০২
কলিকাতা	১,২১,২৬,৫৫৭	১,০৯,১৩,২৭০	১,১৪৩	৩,৪৪,৫১৭	৯,১৯,২০৫	৯৭,৩৭১	৫,৯৬,৫৮৫	২,৪৯,৯৮,৬৪৮
চব্বিশ পরগণা . .	৪০,৪২,৮৯২	৩,৩৪,৬৯০	২,৫৬৯	৪,১৬,১৫৪	৮,৭১,০৮২	১,০৫,১৯৮	২,২৫,৩৯৮	৫৯,৯৭,৯৮৩
নদীয়া	৪,৬৮,৩১২	২,০৯৩	২৯,৫৫৪	৪৪,২৯৩	৪২,৬৮৯	৩,৯০৬	১১,৩৪২	৬,০২,১৮৯
মুর্শিদাবাদ . .	১,৯৯,৪৩৬	৪,৩৮৫	৬১,০৮৭	২১,২৫৫	৫৯,৮১৪	৫৭৪	১৯,৪০৪	৩,৬৫,৯৫৫
প: দিনাজপুর	২,৮৫,২০১	.	৩,৮৫৬	১৯,০০৬	৩৮,৭৫৩	৭৩৬	৮,৮৯০	৩,৫৬,৪৪২
মালদহ . . .	২,০৬,৮১০	১,৯৩১	১,১৯৬	২৬,২৭১	১৪,৪৮৯	৫৮০	৭,৭৪০	২,৫৯,০১৭
জলপাইগুড়ি	২৭,৯১,৬৯৪	১,৪৮,১৫৫	৩৪,৫৯৫		৫৪,৪৯৬	৭২৬	১৩,৩৮৪	৩০,৪৩,০৫০
দার্জিলিং	৬,৮৬,৩২৬	২,১১,৮৪০	১২,৭৯৫	. .	১৬,৬৩০	১,৪০১	১১,২৯২	৯,৪২,২৮৪
কুচবিহার	৪,৪৪,০৫৩	৬,৯৬০	. .	১৪,৪০৬	৬৮,৬৬৭	৮৭৪	২,৩৬৩	৫,৩৭,৩২৩
মোট . .	৩,১১,৮৮,৬৪২	১,৩০,৭৭,০২৬	৪১,১৬,৬৭৭	১৬,৩৬,২১৩	৩০,৪৭,৪৭৬	৩,৭৭,২৫০	১২,৩৯,০৩৩	৫,৪৬,৮২,৩১৭

১৯৬০-৬১ সাল

জেলা		দেশীমদ (টাকা)	বিলাতীমদ (টাকা)	পচুই (টাকা)	তাড়ি (টাকা)	গাঁজা (টাকা)	সিদ্ধি (টাকা)	আফিম (টাকা)	মোট (টাকা)
বর্ধমান	..	৪৮,৩৫,০৫০	৬,৫৩,৯৮৩	২৩,৯৪,৪১৪	৮৫,২৪৫	৭২,৬৯৩	২৮,৯০১	৩০,৩৬৯	৮১,০০,৬৫৫
বীরভূম	..	২,৪৫,৯২০	৪,৯৪৫	৮,১৩,৫০১	২৫,৪৬৬	১৬,৭৯৯	৪,৩৩৭	১০,৬১১	১১,২১,৫৭৯
বাঁকুড়া	..	৪,০৪,৮৫৯	৪,৩২৭	৩ ৬২,১২৫	৩,২৫৯	২৩,৯৬৪	৭,০৪৯	৬,৩২২	৮,১১,৯০৫
মেদিনীপুর		২০,৫৭,০০০	৫২,৪৩৩	৩,০৯,২১৬	১.০৩,২৪৭	১,০০,৭৯০	৫৫,৯১০	১,০৮,২৬০	২৭,৮৬,৮৫৬
হুগলী		৮,৩০,৪৫৫	৭,২২,৮০৬	২,৩৮,৬৫৬	৩,৯৩,১৪৩	১,০০,৮৮৬	৩৮,১০৫	৫৬,৮৯৮	২৩,৮০,৯৪৯
হাওড়া	.	৩,০৭,৩৪৩	১১,৫৪২	৯১৬	১,০৬,২৯৯	৭১,৫১৬	২২,৬৭০	৫৬,১৭৫	৫,৭৬,৪৬১
পুরুলিয়া	.	২০,৩৪,৭৬৩	১৯,৬৮৩	২,৫৬,৮৪৭	১৫,৯৮৫	৯৭,০৪৬	১৮,০২৪	৪,৫২৩	২৪,৪৬,৮৭১
কলিকাতা	.	১,২৮,২৩,৪৪৪	১,১৭,৩১,৬৬৪	১,১২৩	৩,৪৮,৬৭৪	৪,৪৬,৫০৮	৯৪,৩৯৯	৫.০৫.২৩৮	২,৫৯,৫১,০৫০
চব্বিশ-পরগণা		৪৫,৬৫,৭৯৩	৩,৩৮,৭০৩	২,২৩৬	৪,০৯,৭০৯	৬,৪২,৮৭১	১,০৯,১২৪	১,৯১,৪৪৫	৬২,৫৯,৮৮১
নদীয়া		৪,৭৫,০২১	৩,৫০২	৪৪,৯৩৫	৪৫,৮৮৪	২২,৪৫৪	৪,২৪৫	৯,১২৭	৬,০৫,১৬৮
মুর্শিদাবাদ	.	২,৩০,৪৮৩	৬,৭৫৪	৮৪,৪২৯	২৫,১৯৯	২২,৪৪২	৭৪৩	১৭,২৬৬	৩,৮৭,৩১৬
পশ্চিম দিনাজপুর	.	৩,৪৫,৫৮৫	..	৪,৩৩৫	২১,৬৮৮	৩৫,৪৯৭	৯১৯	৫,৩৪৪	৪,১৩,৩৬৮
মালদহ	.	২,২৩,৮৫১	২,৮৭২	১,৮৩১	২৮,০১৫	১২,০৭৭	৬৭০	৭,৪৩৬	২,৭৬,৭৫২
জলপাইগুড়ি	.. ..	৩২,৪৩,৮০৬	১,৪৩,৮০৪	৩২,০২৪	.	৪০,৪১৯	৮২৩	১১,৪৭৯	৩৪,৭২,৩৫৫
দার্জিলিং	..	৮,২২,০৭২	২,৮৪,৬৪৩	১২,৬৪৯	..	১০,৪৬০	১,৭৫২	৮,৮১৫	১১,৪০,৩৯১
কুচবিহার	.. ..	৫,২৮,৩৮৪	৯,৮৫২	..	১১,৭৫৫	৪৮,২৬৪	১,৯০৬	২,৯২২	৬,০৩,০৮৩
মোট	..	৩,৩৯,৭৩,৮২৯	১,৩৯,৯১,৫১৩	৪৫,৫৯ ২৫৭	১৬,২৩,৫৬৮	১৭,৬৪,৬৮৬	৩,৮৯,৫৭৭	১০,৩২,২৩০	৫,৭৩,৩৪,৬৪০

১৯৬১-৬২ সাল

জেলা	দেশীমদ (টাকা)	বিলাতীমদ (টাকা)	পচুই (টাকা)	তাড়ি (টাকা)	গাঁজা (টাকা)	সিদ্ধি (টাকা)	আফিম (টাকা)	মোট (টাকা)
বর্ধমান	৪৮,৩১,৮৬৫	৫,০৯,৪৭৩	২৫,৯৭,৯৪৪	৮৭,৬৭৫	৮৮,৯৯০	২৬.৮৫২	২৬,০৮১	৮১,৬৮,৮৮০
বীরভূম	২,৪৪,৪৫৯	৫,৪৯৯	৯,১১,৩১৫	২৭,৫৫২	৩৩,৩৪২	৪,৩৩২	১১,৮৬০	১২,৩৮,৩৫৯
বাঁকুড়া	৪,০৮,০৮০	৫,২৭০	৪,৩০,১৪৪	৬,৫৯০	৩৯,৬৩৮	৭.১৭২	৫,১২২	৯,০২,০১৬
মেদিনীপুর	২২,০৪,৬২৩	৫৮,০০৯	৩,৬৯,০৭৪	১,১৪,৯৬২	১,৪৬,৪৬৬	৪৮,৬৪৯	৯০,২০০	৩০,৩১,৯৮৩
হুগলী	৯,৪৮,৭৮২	১৭,১৮,১৮৬	৩,০১,৭০১	৪,০৯,০২৩	১,৪৫,৫৬৪	৩৯,৬৮৭	৪৯,৩০৬	৩৬,১২,২৪৯
হাওড়া	৩,৬৬,৬১৮	৯,৭৩৩	৮৫৬	১,৩২,১১০	৯১,৩৪১	২৪,০৮২	৫০,২২১	৬,৭৪,৯৬১
পুরুলিয়া	২৪,২১,৭১১	১২,১৬৭	২,২৬,৯০১	১৫,৪৭০	৭৩,১০৩	১৭,২৪৪	২,৮৩১	২৭,৬৯,৪২৭
কলিকাতা	১,৩৯,৯১,৫৩৬	১,১৭,৪১,৪২৬	১,২৯৪	৩,৫৩,৯৭২	৪,৬১,৭১৭	৯৩,৪৮৬	৪.৫৭,৬০৭	২,৭০,৯৮,০৩৮
চব্বিশ-পরগণা	৪৯,৩৭,৯৭০	৩,৫৩,৩৫২	২,৪৮৬	৩,৯২,৬৪১	৭,১৮,১২৪	১,১০,০৫৬	১,৬৫,১০১	৬৬,৭৯,৭৩০
নদীয়া	৫,৯২,২৭৩	৩,৩১২	৬৮,১১৬	৪১,৮৪৯	৩৬,০৩৪	৩,৭৪৯	৫,৭২৯	৭,৫১,০৬২
মুর্শিদাবাদ	২,৬২,৯৪৪	৬,০২৪	৯৪,৯৩৬	২৯,৭১২	৩৫,২১৮	৬১৪	১৬,০৩০	৪,৪৫,৪৭৮
পশ্চিম দিনাজপুর	৪,০৫,৯৯৫		৪,২৬০	২২,৩১৯	৪৫.৪৪০	৭১০	৪,২৫৬	৪,৮২,৯৮০
মালদহ	২.৮২,৩১৬	২,৮০০	১,৩৫৪	২৫,৫১৯	১৯,৮১৭	৬৪২	৫,৮৯৭	৩,৩৮,৩৪৫
জলপাইগুড়ি	৩৭,৮৭,৭৯৭	১,৫০,৭০৫	৩১,৪৯৫		৫০,৭৬৪	৭৬৫	৯,৯০৬	৪০,৩১,৪৩২
দার্জিলিং	১০,২০,৬১১	২,৭২,৪১৩	১৩,০১৯		১১,২৫২	১,৫৩০	৯,১৪৮	১৩,২৭,৯৭৩
কুচবিহার	৫,৮৯,২৮৫	১১,২৪৩		১২,২২৫	৫৫,৪৪২	১,৪০২	২,০৪৯	৬,৭১,৬৪৬
মোট ..	৩,৭২ ৯৬ ৮৬৫	১ ৪৮ ৫৯ ৬১২	৫০ ৫৪ ৮৯৫	১৬ ৭১ ৬১৯	২০ ৫২ ২৫২	৩ ৭৭ ৯৭২	৯ ১১ ৩৪৪	৬ ২২ ২৪ ৫৫৯

১৯৬২-৬৩ সাল

জেলা	দেশীমদ (টাকা)	বিলাতীমদ (টাকা)	পচুই (টাকা)	তাড়ি (টাকা)	গাঁজা (টাকা)	সিদ্ধি (টাকা)	আফিম (টাকা)	মোট (টাকা)
বর্ধমান	৪৮,০৮,৬৮৭	৪,৯৪,১৯৮	২১,৮১,১১১	৯৮,১৩৪	৪৮,৬৫৫	২১,৮৪৯	১৫,৪৩৭	৭৬,৭২,০৯১
বীরভূম	২,৭৪,৫৯৭	৫,৮৪৭	৭,১৯,৮৯৩	২৪,৯৪৫	১৮,১৪৪	৪,৩২৫	১১,২৪৩	১০,৭৮,৯৯৪
বাঁকুড়া	৩,৫৪,২১১	৪ ৫২৭	৩,৫৬,৫৬৬	৫,১৪৬	২৮,৫৮২	৬,৯০৬	৪,২৩৬	৭,৬০,১৭৪
মেদিনীপুর	২১,৯৫,৮১৬	৫৭,৬৭৮	৩,৫৭,১০৪	১,২৩,৫৫০	১,০৫,২০৭	৪২,১৬৫	৬৭,৬২৬	২৯,৪৯,১৪৬
হুগলী	১০,৯০,৬৮০	২৫,১১,৯৬৪	২,৯১,২৭৭	৪,৫৫,৫৩৮	৯৭,৪২০	৩৮,৭৫২	৪৩,৬২২	৪৫,৩৩,২৫৩
হাওড়া	৪,৬৭,২৪৭	১২,৭২৬	৫৬৬	১,৬০,৬৪২	৯০,৮১৯	২৫,১২৬	৪২,৭৪৮	৭,১৯,৮৭৪
পুরুলিয়া	২৪,৩৫,৫৩৯	১০ ৪৯৬	১,৮৫,৫৭০	১৭,৫৪০	৫৭,৩০২	১০,৮৮৯	৩,৪৯৫	২৭,২০,৮৩১
কলিকাতা	১,৫৬,১৫,৩৮৮	১,২৬,২৩,৩০৯	১,৪১৩	৩,৪০,২৮৮	৪,৩৪,১০৪	৮৭,৮৭৪	৩,৯৪,৪১৪	২,৯৪,৯৬,৭৮৬
চব্বিশ-পরগণা	৫৭,৭০,৬৮৪	৩ ৮৯,৭৫৩	২,২৩৬	৪,১৪,০১৪	৭,১১,১২৮	১,১৫,১৪৭	১,৪৫,৭০৬	৭০,৪৮,৬৬৮
নদীয়া	৬,২৬,৩৮৬	৪,৭৪৩	৫০,৬৪৬	৪৪,৯৯৫	২০,৯২৬	৩,৫৩৯	৭,৪১২	৭,৫৮,৬৭
মুর্শিদাবাদ	২,৭৯,১৭২	৭,৫১০	৭৪,২৯১	২৫,০৩৮	২৪,৫০৮	৫২০	১৫,৭৬৪	৪,২৬,৮০৯
পশ্চিম-দিনাজপুর	৪,১৫,৩৪৭		৩,৬৬৮	২৫,৬৮০	২৯,৭৬২	৬৮০	৪,৯২১	৪,৮০,০৫৮
মালদহ	৩,১২,৬৫৫	২,৯১৯	৭১৮	৩২,৫১৭	৮,৯৮৭	৪৪৩	৫,৫১১	৩,৮৩,৭৫০
জলপাইগুড়ি	৩৯,৬৪,২৫৭	১,৪৩,৬৫২	৩০,৭৭৬		৩৫,৪১৭	৮৬৪	৮,৫০৭	৪১,৮৩,৪৭৩
দার্জিলিং	১২,১৮,৮৪৯	৬,০৭,২১৭	১২,৬৭১		৬,৭৬১	১,৩৭১	৪,৪৭৭	১৮,৫১,৩৬৬
কুচবিহার	৬,১৭,৩৪৩	১৪,৯৭২	.	১১,৬০০	৪৯,১৭৬	৯৮৭	২,২৪৩	৬,৯৮,৩২১
মোট	৪,০৪,৬৬,৮৫৮	১,৬৮,৯৩,৫৩১	৪২,৯২,৫২৬	১৭,৮১,৬২৩	১৭,৬৬,৮৯৮	৩,৬৩,৪৪২	৭,৭৭,৩৬৩	৬,৬৩,৪২,২৪১

Statement referred to in reply to clause (Gha) of the unstarred question No. 719

("গ" বিবরণী)

বর্ত্তমান বৎসরে মঞ্জুরীকৃত অতিরিক্ত আবগারী দোকানের সংখ্যা।

জিলা	দেশী মদ	বিলাতী মদ	পচুই
১	২	৩	৪
বর্দ্ধমান .. .	৯	৫	.
বীরভূম	৬	.	..
বাঁকুড়া	৩	..	..
মেদিনীপুর .	৬	১	
হুগলী ..	২	১	৩
হাওড়া .	৪	.	.
পুরুলিয়া ..	৯	.	
কলিকাতা	৫	৪	
চব্বিশ-পরগণা . . .	৭	৭	
নদীয়া	৩		
মুর্শিদাবাদ	৬	.	
পশ্চিম দিনাজপুর . . .	৬	২	..
মালদা	৪	১	..
জলপাইগুড়ি	১৬	৪	..
দার্জিলিং	৪	১	..
কুচবিহার	১	১	..
মোট ..	৯১	২৭	৩

কলিকাতার সমস্ত নতুন দোকানের ও অপর কয়েকটি জেলার বিভিন্ন স্থানের নতুন দোকানের বন্দোবস্ত বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা হইয়াছে।

Co-operative Multipurpose Society in Bharatpur police-station, Murshidabad.

720. (Admitted question No 1402.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি গত পাঁচ বৎসরে কত লাভ বা লোকসান করিয়াছে;

(খ) উক্ত সোসাইটির বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম কি;

(গ) উক্ত সোসাইটির সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ সরকার সম্প্রতি পাইয়াছেন কি;

(ঘ) অভিযোগ পাইয়া থাকিলে, কি কি ধরনের অভিযোগ;

(ঙ) উক্ত অভিযোগগুলির তদন্ত হইয়াছে কি, এবং

(চ) তদন্ত হইয়া থাকিলে তাহার ফলাফল কি?

The Minister for Co-operation :

(ক) ভরতপুর থানায় তিনটি মাল্টিপারপাস সোসাইটি আছে, যথা : (১) সিমুলিয়া কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিমিটেড, (২) কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস অ্যান্ড মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড, দক্ষিণ খণ্ড, এবং (৩) সোদমুর সর্বার্থসাধক সমবায় ও কৃষি বিপণন সমিতি লিমিটেড। উক্ত সমিতিগুলির গত পাঁচ বৎসরের লাভ বা লোকসান নিম্নরূপ :—

(১) সিমুলিয়া কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিমিটেড—

১৯৫৭-৫৮—১৪৮ ২৮ টাকা (লাভ)

১৯৫৮-৫৯—১২৪ ০০ টাকা (লাভ)

১৯৫৯-৬০—১৩৪ ২৮ টাকা (লাভ)

১৯৬০-৬১—৫.২৮ টাকা (লাভ)

১৯৬১-৬২—৫ ০০ টাকা (লোকসান)

(২) কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস অ্যান্ড মার্কেটিং লিমিটেড, দক্ষিণ খণ্ড—

১৯৫৭-৫৮—৩৬ ৩৪ টাকা (লাভ)

১৯৫৮-৫৯—২৬৩ ৩৯ টাকা (লোকসান)

১৯৫৯-৬০—৮৪৭ ৮৫ টাকা (লোকসান)

১৯৬০-৬১—৩০৭ ৬৩ টাকা (লোকসান)

১৯৬১-৬২—৯৯ ০০ টাকা (লোকসান)

(৩) সোদমুর সর্বার্থসাধক সমবায় ও কৃষি বিপণন সমিতি লিমিটেড

১৯৫৭-৫৮—৩১৯ ৪১ টাকা (লাভ)

১৯৫৮-৫৯—৭৪৫·৬৬ টাকা (লোকসান)

১৯৫৯-৬০—২,৮০৩·৮০ টাকা (লোকসান)

১৯৬০-৬১—১১২·৮১ টাকা (লোকসান)

১৯৬১-৬২—৮৫৫·১২ টাকা (লোকসান)

(খ) সিমুলিয়া কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিমিটেড-এর ডাইরেক্টরগণের নাম—

(১) শ্রীশরদিন্দু মুখোপাধ্যায়—চেয়ারম্যান

(২) শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুঁই—ভাইস-চেয়ারম্যান

(৩) শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সেক্রেটারী

(৪) শ্রীশ্যামাপদ রায়—এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী

(৫) শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়—ডাইরেক্টর

(৬) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে—ডাইরেক্টর

(৭) শ্রীদীননাথ গুঁই—ডাইরেক্টর

(৮) শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায়—ডাইরেক্টর

(৯) শ্রীজয়কৃষ্ণ ঘোষ—ডাইরেক্টর

(১০) শ্রীকালিকুমার পণ্ডিত—ডাইরেক্টর

(১১) শ্রীরাধাশ্যাম দত্ত—ডাইরেক্টর

(১২) শ্রীশরৎকুমার রানু—ডাইরেক্টর

(১৩) শ্রীসূর্যনারায়ণ গুঁই—ডাইরেক্টর

(১৪) শ্রীরাখহরি রুদ্র—ডাইরেক্টর

(১৫) শ্রীমতি চারুমতি দেবী—ডাইরেক্টর

কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস অ্যান্ড মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড দক্ষিণ খণ্ডের ডাইরেক্টরগণের নাম—

(১) শ্রীচারুকৃষ্ণ রানু—চেয়ারম্যান

(২) শ্রীবেনুকর মুখার্জী—ভাইস-চেয়ারম্যান

(৩) শ্রীসত্যরঞ্জন ব্যানার্জী—সেক্রেটারী

(৪) শ্রীবৈদ্যনাথ ঠাকুর—অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী

(৫) শ্রীক্ষৌণিষচন্দ্র মুখার্জী—ট্রেজারার

(৬) শ্রীনিরঞ্জন দাস—ডাইরেক্টর

(৭) শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সিন্‌হা—ডাইরেক্টর

(৮) শ্রীঘনশ্যাম দত্ত—ডাইবেক্টর

(৯) শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার পাল—ডাইরেক্টর

(১০) শ্রীচণ্ডীচরণ দে—ডাইরেক্টর

(১১) শ্রীঅবনীকান্ত দত্ত—ডাইরেক্টর

(১২) শ্রীমহিমারঞ্জন চক্রবর্তী—ডাইরেক্টর

(১৩) শ্রীদিবাকর পাল—ডাইরেক্টর

(১৪) শ্রীরামপদ পাল—ডাইরেক্টর

(১৫) শ্রীকিশোরীবল্লভ গুঁই—ডাইরেক্টর

সোদপুর সর্বার্থসাধক সমবায় ও কৃষি বিপণন সমিতি লিমিটেড-এর ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের নাম—

(১) শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ—চেয়ারম্যান
(২) শ্রীআনন্দগোপাল পাল—সেক্রেটারী
(৩) শ্রীমুক্তিপদ রায়—জয়েন্ট সেক্রেটারী
(৪) শ্রীশ্রীধর ঘোষ—ডাইরেক্টর
(৫) শ্রীশক্তিপদ ঘোষ—ডাইরেক্টর
(৬) শ্রীধরণীধর ঘোষ—ডাইরেক্টর
(৭) শ্রীশিবরাম চ্যাটার্জী—ডাইরেক্টর
(৮) শ্রীঅনাদিভূষণ দত্ত—ডাইরেক্টর
(৯) শ্রীবিজয়কুমার চ্যাটার্জী—ডাইরেক্টর
(১০) শ্রীঅমরেন্দ্র হাজরা—ডাইরেক্টর
(১১) শ্রীগঙ্গাসাগর চ্যাটার্জী—ডাইরেক্টর
(১২) শ্রীফটিকচন্দ্র দে—ডাইরেক্টর
(১৩) শ্রীবেনুকান্ত ঘোষ—ডাইরেক্টর
(১৪) শ্রীঅরবিন্দ মুখার্জী—ডাইরেক্টর
(১৫) শ্রীরোহিনীকান্ত দেব আচার্য—ডাইরেক্টর

(গ) না।

(ঘ), (ঙ) ও (চ) প্রশ্ন উঠে না।

National Highway from Ranaghat to Krishnagore

721. (Admitted question No. 1413.)

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু : পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নদিয়া জেলার রানাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর (ভায়া বীরনগর ও বাদকুল্লা) পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়েটিকে সংস্কারসাধন করিয়া পিচ্‌ড রোড করার সরকারী প্রস্তাব আছে কি; এবং

(খ) পরিকল্পনা থাকিলে, তাহা কবে কার্যকরী করা হইবে?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) না।

(খ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Different Silk Co-operative Societies in Murshidabad district

722. (Admitted question No. 1415.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার (১) আত্তাইনগর তন্তুবায় সমবায় সমিতি (২) জঙ্গীপুর ইউনিয়ন রেশম তন্তুবায় সমিতি, (৩) গিয়াসপুর রেশম বয়ন শিল্পী সংঘ, (৪) রামকৃষ্ণ রেশম তন্তুবায় সমবায় সমিতি, (৫) বাগর রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি, (৬) ইসলামপুর চক বয়নশিল্পী সমিতি কোন্‌টি কোন্‌ তারিখে রেজেস্ট্রীকৃত হইয়াছে;

(খ) সরকার কি অবগত আছেন যে, উক্ত সমিতিগুলি লোকসানে চলিতেছে;

(গ) অবগত থাকিলে ইহার কারণ কি;

(ঘ) উক্ত সমিতিগুলির কার্যনির্বাহক সভ্যদের নাম কি; এবং

(ঙ) তাঁহারা কে কতদিন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন?

The Minister for Cottage and Small-Scale Industries:

(ক) (১) ১৯৪৫ সালের ১৭ই জুলাই।

(২) এই নামে মুর্শিদাবাদ জেলায় কোন তন্তুবায় সমিতি নাই।

(৩) এই নামে মুর্শিদাবাদ জেলায় কোন সমিতি নাই।

(৪) এই নামে কোন সমিতি নাই। তবে রামকৃষ্ণপুর রেশম তন্তুবায় সমবায় সমিতি নামে একটি সমিতি আছে। উহা ২৫এ জুন ১৯৫৯ তারিখে রেজেস্ট্রীভুক্ত হয়।

(৫) এই নামে কোন সমিতি নাই।

(৬) ১৯৫৬ সালের ২০এ জুলাই।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) (১) **আন্তাইনগর তন্তুবায় সমবায় সমিতি:** সংস্থাব্যয়ের (এষ্টাবলিশমেন্ট চার্জ) আধিক্যহেতু এই সমিতি ১৯৬১-৬২ সালে ১,৮০৯ টাকা ২৭ নয়া পয়সা লোকসান দিয়াছে। সংস্থাব্যয় সংকোচের জন্য সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(২) **ইসলামপুর চক বয়নশিল্পী সমবায় সমিতি:** এই সমিতির ১৯৬১-৬২ সালে ২,৯৩৯ টাকা ৬ নয়া পয়সা লোকসান হইয়াছে। এই সমিতি খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট পায় নাই। ফলে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত অপর তিনটি সমিতির সহিত প্রতিযোগিতায় উক্ত সমিতিকে উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা কম দরে মালপত্র বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত সমিতি রিবেট পাওয়ার অধিকারী। সম্প্রতি এই সমিতি সার্টিফিকেট পাইয়াছেন।

(৩) **রামকৃষ্ণপুর রেশম তন্তুবায় সমবায় সমিতি:** ১৯৬১-৬২ সালে এই সমিতির ৪,১৭৫ টাকা ৬৫ নয়া পয়সা লোকসান হইয়াছে। উপরে ২নংএ বর্ণিত কারণ ইহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আরেকটি কারণ এই সমিতির মধ্যে দলাদলি বর্তমান থাকায় পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে হইতেছে না।

(ঘ) এবং (ঙ) সংযুক্ত বিবরণীতে পেশ করা হইল।

Statement referred to in reply to clauses (Gha) and (Uma) of unstarred question No. 722

বিবরণী

সমিতির নাম কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের নাম ও পদ এবং কতদিন হইতে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন

আন্তাইনগর সমবায় তন্তুবায় সমিতি লিমিটেড

(১) শ্রীসর্ফু মোমিন, চেয়ারম্যান—২৩এ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

(২) শ্রীএলিন মোমিন, সেক্রেটারী—২২এ অক্টোবর ১৯৬২

(৩) শ্রীআতাহার মোমিন, ট্রেজারার—২৩এ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

(৪) শ্রীসামসুদ্দিন মোমিন, ডিরেক্টর—২২এ অক্টোবর ১৯৬১

(৫) শ্রীমাহেল মোমিন, ডিরেক্টর—২২এ অক্টোবর ১৯৬১

(৬) শ্রীআজিজল মোমিন, ডিরেক্টর—২২এ অক্টোবর, ১৯৬১

(৭) শ্রীআব্দুর সাত্তার মোমিন, ডিরেক্টর—২২এ অক্টোবর ১৯৬১

(৮) শ্রীখোদারাখা মোমিন, ডিরেক্টর—২২এ অক্টোবর ১৯৬১

(৯) শ্রীআব্দুল মজিদ হোসেন, ডিরেক্টর—২২এ অক্টোবর,১৯৬১

(১০) শ্রীমাইনের মোমিন, ডিরেক্টর—২২এ অক্টোবর ১৯৬১

(১১) শ্রীমহাতাব মোমিন, ডিরেক্টর—২২এ অক্টোবর ১৯৬১

(১২) শ্রীহোসেন মোমিন, ডিরেক্টর—২২এ অক্টোবর, ১৯৬১

ইস্‌লামপুর চক বয়নশিল্পী সমবায় সমিতি লিমিটেড

(১) শ্রীধনঞ্জয় দত্ত, চেয়ারম্যান—৭ই জুন ১৯৬২

(২) শ্রীসনৎকুমার দলাই, ভাইস-চেয়ারম্যান -৭ই জুন ১৯৬২

(৩) শ্রীকালীপদ রানু, সেক্রেটারী—৭ই জুন ১৯৬২

(৪) শ্রীবিপদভঞ্জন দত্ত, ক্যাশিয়ার—৭ই জুন ১৯৬২

(৫) শ্রীকিশোরীমোহন সরকার, ডিরেক্টর—৭ই জুন ১৯৬২

(৬) শ্রীদিবাকর দত্ত, ডিরেক্টর—৭ই জুন ১৯৬২

রামকৃষ্ণপুর রেশম তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড

(১) শ্রীমুরারীমোহন মণ্ডল চেয়ারম্যান—২৮এ মার্চ, ১৯৬২

(২) শ্রীরঘুনন্দন সরকার, সেক্রেটারী—২৮এ মার্চ ১৯৬২

(৩) শ্রীসত্যকুমার বিশ্বাস, ট্রেজারার—২৮এ মার্চ, ১৯৬২

(৪) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ হালদার, ডিরেক্টর—২৮এ মার্চ ১৯৬২

(৫) শ্রীঅজিতকুমার মণ্ডল, ডিরেক্টর—২৮এ মার্চ ১৯৬২

(৬) শ্রীরামহরি মণ্ডল, ডিরেক্টর—২৮এ মার্চ, ১৯৬২

(৭) শ্রীজীতেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ডিরেক্টর—২৮এ মার্চ ১৯৬২

(৮) শ্রীনরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ডিরেক্টর—২৮এ মার্চ ১৯৬২

(৯) শ্রীনিতাইচন্দ্র সরকার, ডিরেক্টর—২৮এ মার্চ১৯৬২

Government requisitioned properties in Murshidabad district.

723. (Admitted question No. 1442.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৫৯ খৃস্টাব্দ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কয়টি গৃহ, গুদাম অথবা জমি সাময়িকভাবে অধিকার (রিকুইজিশন) করিয়াছেন,

(খ) উক্ত সম্পত্তিগুলির কোন্‌টি কোন্‌ তারিখে রিকুইজিশন হইয়াছিল;

(গ) উক্ত সম্পত্তিগুলির কোনোটির কোন ক্ষতিপূরণ ভাড়া (রেন্ট কম্পেনসেশন) বাকি আছে কিনা;

(ঘ) বাকি থাকিলে, কতদিনের বাকি আছে এবং এই বাকি থাকার কারণ কি;

(ঙ) উক্ত সম্পত্তিগুলির জন্য নিয়মিতভাবে ভাড়া দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং

(চ) পরিকল্পনা থাকিলে, তাহা কি প্রকারের ?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) নয়টি গৃহ। ঐ জেলায় ঐ সময়ের মধ্যে বহু জমি রাস্তা, সেচ ইত্যাদির জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ইহাদের বিস্তারিত বিবরণী দেওয়া বহু সময়সাপেক্ষ।

(খ) সংযুক্ত বিবরণী দ্রষ্টব্য।

(গ) তিনটি গৃহের ক্ষেত্রে ভাড়া বাবত ক্ষতিপূরণ দান বাকি আছে।

(ঘ) প্রথমটির ১লা জুন, ১৯৫৯ তারিখ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাকি। কারণ বাড়ির মালিকানা স্বত্ব স্থিরীকৃত হয় নাই।

দ্বিতীয়টির, ১লা মার্চ, ১৯৬২ তারিখ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাকি। সরকার কর্তৃক ভাড়া বাবত ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরীকরণের আদেশনামা জেলা সমাহর্তামহোদয়ের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা সত্ত্বেও উক্ত আদেশনামা সমাহর্তামহোদয় কর্তৃক না পাওয়ার জন্য তিনি নির্দিষ্ট আর্থিক বৎসরের মধ্যে মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারেন নাই। সরকার পুনরায় মঞ্জুরীর আদেশনামা সমাহর্তামহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবার ও উক্ত সমাহর্তামহোদয় কর্তৃক মালিককে ভাড়া বাবত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার ব্যবস্থা এক্ষণে অবলম্বন করিতেছেন।

তৃতীয়টির, ২০এ এপ্রিল, ১৯৬০ তারিখ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাকি। সরকার কর্তৃক ভাড়া বাবত ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরীকরণের আদেশনামা জেলা সমাহর্তামহোদয়ের নিকট সম্প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। সমাহর্তামহোদয় কর্তৃক প্রেরিত ভাড়া বাবত ক্ষতিপূরণের প্রাথমিক প্রস্তাব ও তৎপরে সংশোধিত দ্বিতীয় প্রস্তাব বিচারবিবেচনান্তে ক্ষতিপূরণের মাসিক হার ২৫ টাকা হইতে ৩০ টাকায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং উক্ত ক্ষতিপূরণ অর্থ বিভাগের সম্মতির পর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত হয়। এই হেতু ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিলম্ব ঘটিয়াছে।

(ঙ) হ্যাঁ।

(চ) রিকুইজিশন চলাকালীন প্রত্যেক বাড়ীর ভাড়া বাবত ক্ষতিপূরণ প্রদানে যাহাতে বিলম্ব না ঘটে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতি বাড়ীর জন্য প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরীর আদেশনামা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত আদেশনামা প্রাপ্তির পর জেলা সমাহর্তা বাড়ীর সংশ্লিষ্ট মালিক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ বাবত বিল প্রদত্ত হইলে তাহাদিগকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

Statement referred to in reply to clause (Kha) of unstarred question No. 723.

বিস্তারিত বিবরণী

সম্পত্তির বিবরণ ও সম্পত্তিটি যে তারিখে রিকুইজিশন হইয়াছিল

(১) হোল্ডিং নং ১৬৭, লালবাগ মিউনিসিপ্যালিটি—২৩এ মে ১৯৫৯।

(২) হোল্ডিং নং ৮২।১, বুটিমহল রোড, গোবাবাজার, বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি—২৫এ মে ১৯৫৯।

(৩) হোল্ডিং নং ৪২৫, ওয়ার্ড নং ৪, জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটি—২১এ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

(৪) হোল্ডিং নং ১৬২, খতিয়ান নং ১০৮, লালবাগ—২৩এ মার্চ ১৯৫৯।

(৫) প্লট নং ১৩১১, কান্দী—১৬ই মার্চ ১৯৫৯।

(৬) হোল্ডিং নং ১, ওয়ার্ড নং ২, মুর্শিদাবাদ, মিউনিসিপ্যালিটি—৩০এ মার্চ, ১৯৫৯।

(৭) সি, এস, প্লট নং ২৫৯৯ খতিয়ান নং ১২৫ লালগোলা—২০এ এপ্রিল, ১৯৬০।

(৮) হোল্ডিং নং ১, জেমো মহল্লা, ওয়ার্ড নং ২, কান্দী মিউনিসিপ্যালিটি—১৬ই মার্চ ১৯৫৯।

(৯) হোল্ডিং নং ১৪৩, ব্লক নং ৪, জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটি—৩০এ নভেম্বর ১৯৫৯

Information regarding Swami Vivekananda Rock, Cape Comorin

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় : মিঃ স্পীকার, স্যার, একটা বিষয় আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সময় নাই কারণ কালকে হাউস বন্ধ হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে এই যে স্বামী বিবেকানন্দ রক যেটা মাদ্রাজে রয়েছে কন্যাকুমারিকাতে সেই রক সম্বন্ধে সারা ভারতবর্ষব্যাপী একটা বিরাট আন্দোলন হচ্ছে। স্বামীজী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, কিছু ছিলেন না। তিনি ভারতবর্ষে একটা নতুন ভাবধারা প্রচার করেছিলেন। কন্যাকুমারিকাতে যে রকটা রয়েছে সেখানে তাঁর একটা মূর্তি স্থাপন করবার জন্য প্রচেষ্টা চলেছে। কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত যারা নাকি নিজেদের খৃষ্টান বলে তারা সেটা ভেঙ্গে দিচ্ছে। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তিনি হুমায়ুন কবির যিনি বাধা সৃষ্টি করেছেন তাঁকে বুঝিয়ে এবং মাদ্রাজের চীফ মিনিষ্টারকে বলে কন্যাকুমারিকাতে বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপন করবার ব্যবস্থা করেন। এজন্য আমি আপনার মাধ্যমে তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Non-Supply of rice in ration shop in Cooch Behar

শ্রীকমলকান্তি গুহ : মিঃ স্পীকার, স্যার, একটা বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হচ্ছে সমগ্র কুচবিহার জেলায় সরকারী রেশনের গুদামে এক ফোঁটা চাল নেই। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়িতেও এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আমরা গত কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করছি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এ বিষয়ে আলাপ করবার জন্য। কিন্তু তিনি আমাদের সাথে আলাপ করেন নি এখনও পর্যন্ত তিনি হাউসে এই ধরণের কোন বক্তব্য রাখেন নি। আমি মনে করি যে আপনি অনুগ্রহ করে একটা ব্যবস্থা করুন যাতে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবংগে যে রেশনের চাল সেই সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন বা ভবিষ্যতে কি করবেন সে সম্বন্ধে আমাদের কাছে একটা বিবৃতি দেন।

Calling Attention to Matters of urgent public importance

Mr. Speaker: I have received six notices of Calling Attention on the following subjects. One from Shri Deo Prakash Rai—Activities of the C P I 's Pro-Chinese group in Darjeeling. One from Shri Sanat Kumar Raha— rise of Bhagirathi water above danger mark at Nurpur and Garjis of Murshidabad district The third from Shri Gour Chandra Kundu—supply of rotten rice as diet to the prisoners in Krishnagar Jail His other one is about supply of rice to ration card holders of Ranaghat subdivision, Nadia district. The fifth one from Shri Bhabani Mukhopadhyay—Reported sanction of fund by India Government to CMPO. The last one by Shri Birendra Narayan Roy about the rise of water level of the Ganges above danger mark at Nurpur of Murshidabad district.

I have selected the notice given by Shri Sanat Kumar Raha about rise of Bhagirathi water above danger mark at Nurpur and Gerua.

The Hon'ble Minister in charge may kindly make a statement on the subject today or give a date.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee: Sir, in response to the Calling Attention notice given by Shri Sanat Kumar Raha, I beg to make the following statement· The river Ganges at Nurpur crossed the danger level of RL 68.99 GTS at 6 hours on 26-8-63 and was continuing above the danger level. The level on 3-9-63 was RL 69.43 GTS and reported to be falling. The river Bhagirathi at Geruya crossed the danger level of RL 67.49 GTS on 27-8-63 and was continuing above the danger level. The level on 3-9-63 was RL 67.73 GTS and reported to be falling. No report of damage has so far been received.

Scarcity of supplies in ration shops

শ্রীহেমন্তকুমার বসু : স্পীকার মহোদয়, কালকে হাউস শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন এবারে হাউস আরম্ভ করেছিলাম তখন আমরা খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। আজকে সারা বাংলাদেশের বহু জেলার প্রতিনিধিরা বলেছেন যে বীরভূম, নদীয়া প্রভৃতি সব জায়গাতে রেশনের দোকানে চাল নেই। এ বিষয়ে কমল গুহ মহাশয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা জবাব নিশ্চয়ই চাই স্যার।

মিস্টার স্পীকার : উনি তো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু : এটা কি হবে সে বিষয়ে জানতে চাচ্ছি।

মিস্টার স্পীকার : এক্ষণে আমি কি করতে পারি?

শ্রীহেমন্তকুমার বসু : মুখ্যমন্ত্রী যাতে কালকে একটা বিবৃতি দেন সেটা তাঁকে বলুন।

মিঃ স্পীকার : সেটা পরে দেখা যাবে।

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : চীফ হুইপকে বলতে বলুন যাতে মুখ্যমন্ত্রী কালকে একটা স্টেটমেন্ট করেন।

মিস্টার স্পীকার : দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল তারপর যা হবার হবে।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : স্যার, 'বি' শ্রেণীর রেশনকার্ড হোল্ডাররা চাল পাচ্ছেন না।

মিস্টার স্পীকার : বেশ তো দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল তারপরে যা হবার হবে। আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কি দরকার?

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য : সরকার পক্ষ যদি কিছু না বলেন তাহলে মুস্কিল হয়।

দি অনারেবল জগন্নাথ কোলে : আপনারা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, স্পীকার মহোদয় বলেছেন—আমি মুখ্যমন্ত্রীকে সংবাদ দেবো, তিনি কালকে স্টেটমেন্ট করেন তো করবেন। তবে সবচেয়ে ভাল হত যদি আপনারা একটা কলিং অ্যাটেনশন মোসান দিতেন। অবশ্য কালকে যে রেজলিউশন আসছে সেখানেও মুখ্যমন্ত্রী একটা রিপ্লাই দিতে পারেন।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু : আমি স্পীকার মহোদয়ের মারফত চীফ হুইপকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে এটা কলিং অ্যাটেনশন এর ব্যাপার নয়। বহু মেম্বারের এই অনুরোধ তাঁদের এই দাবীকে চীফ মিনিস্টারের কাছে পেঁছে দেয়া যাতে চীফ মিনিস্টার কালকে খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা স্টেটমেন্ট করেন।

দি অনারেবল জগন্নাথ কোলে : কমলবাবু যেটা বলেছেন সে বিষয়ে চীফ মিনিস্টারকে আমি জানিয়ে দেব এবং তাঁকে কালকে একটা স্টেটমেন্ট দেয়ার জন্য যে অনুরোধ করেছেন সেটাও জানিয়ে দেব।

শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল : কমলবাবু নর্থ বেংগল সম্বন্ধে বলেছেন, আমরা সারা বাংলাদেশের ব্যাপারটা জানতে চাই।

দি অনারেবল জগন্নাথ কোলে : হেমন্তবাবু বলেছেন, কমলবাবুও বলেছেন।

শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল : নর্থ বেংগল আর পশ্চিমবংগ তো এক নয়।

GOVERNMENT BILL

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha: Sir, I beg to introduce the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963.

(Secretary then read the title of the Bill)

The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha: Sir, I beg to move that the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration.

Sir, in moving this Bill, I may state at the very outset that this Bill is not a comprehensive Bill like the Homoeopathic Bill with 46 clauses. It is just an amending Bill with only 11 clauses to remove certain working difficulties pointed out by the authorities of the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) and to make the Managing Committee a little more representative.

[1-40—1-50 p.m.]

In 1920, the then Government of India passed the Indian Red Cross Society Bill, 1920, into an Act to provide for the future administration of the various monies and gifts received from the public for rendering medical and other aid to the sick and wounded and particularly for administration of the monies and property held by the Joint War Committee, Indian Branch of the Order of St. John of Jerusalem in England and the British Red Cross Society. This Act was slightly altered or amended in 1937, 1942, 1943, 1948, 1950 and 1951, and by 1951 had only 12 clauses

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) Bill, 1920, was also passed into an Act about the same time and was slightly altered or amended in 1948, 1950 and 1958. This Bill, as amended in 1950 as an Act, had 33 clauses. The present amending Bill has only 11 clauses as stated before

It is obvious, therefore, that within the next few years it would perhaps be necessary to formulate a comprehensive Bill once again for the administration and working of the Red Cross activities in this State. Such a measure is being delayed, partly because in many States of India, Red Cross activities are not yet governed by State Acts.

In this amending Bill, clause 2 is self-explanatory, if we refer to clause 5 by which the number of members has been increased from 13 to 15. Clauses 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 have made section 6, 7 and the Schedule of the old Act much simpler regarding management.

Clause 5 provides for ex-officio and nominated members to tide over the present difficulties met with at some of the annual meetings of the Society.

As to this State Government feels that there should be closer co-operation between the St. John Ambulance Association and the Red Cross in West Bengal, an additional seat has been created in the Governing Body for a representative of the St. John Ambulance Association, in clause 5. As the Red Cross members of Calcutta had also no representative in the Governing Body so far, an additional seat has been provided for them by this amendment.

As the representatives of the members of the Red Cross are not elected at a general meeting of the National Headquarters under the corresponding Central Act, the system of such an election is being amended, for the present.

The amending clause 10 will also empower the authorities of the Red Cross to extend their activities in all cases of distress in or outside India, if that be deemed necessary

ডঃ নারায়ণচন্দ্র রায় : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ব্যক্তিগত জীবনে এই রেড ক্রস নিয়ে অনেকদিন কাজ করেছি, এর সঙ্গে জড়িত আছি, সেই জন্য স্বাভাবিকভাবে এর প্রতি আমার একটু দরদ আছে। আমি এই ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি সম্বন্ধে আগে একদিন, এবং আজকেও আলোচনার সময় আমি এই পক্ষ থেকে একটা আশংকা করেছিলাম যে, পৃথিবীব্যাপী এই সংগঠন, যে সংগঠনের পিছনে এই মহান আদর্শ, যে আদর্শের পিছনে একটা প্রকাণ্ড মানবহৃদয়ের ভালবাসা, এবং যেটা পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেখানে কিছু কিছু লোকের ভুলে তা একটা লোকের সন্দেহের কারণ হয়ে আছে।

সেইজন্য এই সংগঠন সুন্দর হোক, এই সংগঠন আরও উন্নতি লাভ করুক—কিন্তু এর সংগে সংগে এর বিরুদ্ধে মানুষের মনে যে সন্দেহ আছে সেটা দূরীভূত হোক এই রকম কোন পথ নির্ণয় করুন। মন্ত্রিমহাশয়ের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে একটা প্রশ্ন উঠেছে সেটা হচ্ছে ইলেকসনের কথা। এটাকে আরও ব্রডন করে দেওয়াকে উপলক্ষ করে আমি আমার প্রস্তাব রাখছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এটাকে তিক্ত করে লাভ নেই। কারণ রেডক্রশ থেকে বাংলা দেশের মানুষ যে উপকৃত হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু রেডক্রশ আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সে রকম সন্দেহও লোকের আছে। তাই ভাল জিনিসটাকে কলঙ্কমুক্ত করবার জন্য একটু সুপটু সার্জেনের হাত দরকার এবং সেই ডাক্তার সাহেব হবেন মন্ত্রিমহাশয়। তিনি একটা প্রশ্ন তুলেছেন যে ভবিষ্যতে একটা কম্প্রিহেন্সিভ বিল তিনি নিয়ে আসছেন। আমি আশা করি এই দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি সেটা নিয়ে আসছেন। আমি আশা করি এই দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি অগ্রসর হবেন। সেইজন্য আমার বক্তব্য এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি যে আপনি যে উদ্দেশ্যে এটা করতে যাচ্ছেন তাতে আপনারা যে সেণ্ট জন্স এ্যাম্বুলেন্স থেকে এক জন সদস্য নিয়েছেন সেটা ভাল কথা। কিন্তু বিলটি পড়ে দেখুন সমস্ত টপমোষ্ট ইনডাসট্রিয়ালিষ্টদের যাদের বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন ভালবাসেন তাদের হাতে সবটা সমর্পণ করে দিয়েছেন—সমস্ত সংগঠনটা তাদের হাতে আছে। সুতরাং আজকে যদি এটার পুনর্গঠন করবার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আর একটু প্রসারিত করুন। অন্ততঃ এখানে এই হলে আপনারা এই বক্তব্য রাখুন যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সরকারের তরফ থেকে নূতন করে একটা বড় কম্প্রিহেন্সিভ বিল আমরা শীঘ্রই নিয়ে আসছি। আর এইজন্যই আমি আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখি যে এই জিনিসটা তার মধ্যে যে কলঙ্ক আছে—তার গায়ে কাদা আছে সেটাকে মুছে দেবার জন্য আরও ত্বরান্বিত করে চেষ্টা করুন যাতে রেডক্রশ সত্যিকারের একটা সেবা প্রতিষ্ঠান হয়—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং শেষে আবার আবেদন জানাচ্ছি যে তাড়াতাড়ি করে নূতন কম্প্রিহেন্সিভ বিল আমাদের সামনে আনার চেষ্টা করুন।

শ্রীকমলকান্তি গুহ : মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে রেডক্রশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে রেডক্রসের যে উদ্দেশ্য এবং পবিত্রতা ছিল তা আজকে মন্ত্রিমহাশয় সম্পূর্ণ ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেডক্রশ কংগ্রেসের এবং কংগ্রেস সরকারের বিশেষ করে মন্ত্রিদের একেবারে কুক্ষিগত হয়ে গেছে এবং এই রেডক্রশ দিয়ে তাঁরা তাঁদের দলীয় স্বার্থসিদ্ধি হাসিল করবার সচেষ্ট হয়েছে এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে এই রেডক্রশ, বিশেষকরে বাংলাদেশের রেডক্রশ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক রেডক্রশের একটা দুর্নাম হয়েছে। কারণ কয়েকদিন আগে থেকে এই রেডক্রশ সম্বন্ধে যে দুর্নীতি ছিল সে সম্বন্ধে প্রকট হয়ে উঠেছে যে রেডক্রশে যে গুঁড়া দুধ দেওয়া হ'ত আর্ত মানুষের জন্য, শিশুদের জন্য সেই গুঁড়া দুধ নিয়ে কয়েকটি জেলার কংগ্রেসীরা চোরাকারবার করেছেন তাদের নির্বাচনে

কাজে লাগিয়েছে এবং সেকথা আজকে যারা রেডক্রশের সেবার প্রতীক তারা সবাই জেনেছে এবং যারা দুস্থ, পীড়িত ও শিশু তারা সেই দুধ পায়নি, তাদের বিলি করা হয়নি। এটা আজকে প্রকাশ হয়ে গেছে। আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই রেডক্রশের গুঁড়া দুধ নিয়ে যারা এইভাবে জুয়ো খেলেছে বা তাদের ব্যক্তিগত মুনাফা করবার চেষ্টা করেছে তাদের অন্ততঃ আপনারা শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করুন—অন্ততঃ প্রমাণ করুন যে রেডক্রশের যে উদ্দেশ্য সে সম্বন্ধে আপনারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং এ থেকে সমস্ত দুর্ণীতি দূর করবার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে রেডক্রশকে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। জেলায় জেলায় আমরা দেখছি যে যারা কংগ্রেসী রয়েছে তাদের হাতে এই রেড-ক্রশকে দেওয়া হয়েছে এবং তারা কিভাবে চোরাকারবার করছে সেই দিকে মন্ত্রিমহাশয় যদি নজর দেন এবং সেই দুর্নীতি দূর করবার চেষ্টা করেন তাহলে খুব ভাল হয়। এবং আজকে এটাকে সংশোধন করবার জন্য একটা কমিটি ঠিক করা হয়েছে এই বিলের মধ্যে—সেখানে আমি দেখছি যে সেণ্ট জন্স এ্যাম্বুলেন্স-এর প্রতিনিধি নেবার কথা বলা হয়েছে।

[1-50—2 p.m.]

আজকে আপনি কমিটি করবার জন্য যে বিলটি এনেছেন সেখানে আমরা দেখছি যেখানে সেন্ট জন্স এম্বুলেন্স-এর প্রতিনিধি নেবার কথা বলেছেন, কিন্তু বাংলাদেশে অনেক সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম রয়েছে ভারত সেবাশ্রম রয়েছে, দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার রয়েছে, তাদের প্রতিনিধিদের নেবার কথা আপনি উল্লেখ করেননি। আমি বুঝতে পারলাম না যে আপনি যখন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিলটা আনছেন তখন তাদের কথা কি করে ভুলে গেলেন। এই বিলে আমরা দেখেছি চেম্বার অব কমার্স-এর প্রতিনিধি থাকবেন তারপরে

President of the Bengal Chamber of Commerce, President of the Bengal National Chamber of Commerce, President of the Indian Chamber of Commerce, President of the Bharat Chamber of Commerce,

এদের নেবার কি স্বার্থকতা আছে, তা আমি বুঝতে পারছি না। এরা কি সেবা করবেন? যখন কোন খানে বন্যা হয় বা কোন খানে দুর্ভিক্ষ হয় বা কোন খানে সেবার প্রয়োজন হয়—এরা নিশ্চযই কোনখানে সক্রিয় ব্যবস্থা করতে পারবেন না। আমাদের অবনীবাবু বলেছেন এরা টাকা দেবেন। এদের যদি কমিটিতে না নেওয়া হয় তাহলে এরা টাকা দেবেন না এই মনোভাব যদি এই সব প্রতিষ্ঠানের থাকে তাহলে আমি মনে করি তাদের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে আমাদের থাকা দরকার। আমি একটা কথা মনে করি যে এরা যে টাকা দেন—সেটা অবনীবাবু ভাল করে জানেন এবং মন্ত্রিমহাশয়কে ভাল করে জানেন যে আখেরে কিছু গুছিয়ে না নিয়ে কোন বিকল্প পারমিটের ব্যবস্থা না করে এরা টাকা দেন না। অবনীবাবু জ্ঞানপাপী হয়ে এই ধরনের ন্যাকা সাজছেন সেটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। মিষ্টার স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতার উপরে যে সব সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে এটাকে আরও প্রসারিত করুন তাহলে সুখী হব।

Shri Bejoy Kumar Banerjee: Sir, as I see, whenever Government wants to introduce a Bill, they do it for a certain specific purpose, and consistently they do it. And, what is that? It is to take away powers of the people, to take more powers unto themthelves and to curb the autonomy that was enjoyed by any organisation that they want Here also, in this Bill, in the Statement of Objects and Reasons, it is stated that the Bill has been brought forward in order to remove certain working difficulties pointed out by the Chairman, and secondly to make the Managing Body of the Society more representative by the inclusion of two more members to represent different interests.

Sir, I cannot use hard words at a time when the Hon'ble Minister will perhaps leave us from the Treasury Bench; but I cannot refrain from making the statement that the Objects and Reasons, as given in the Statement, are far from true, and that the motive behind this Bill is to make

the Managing Committee of the Red Cross absolutely controlled by Government men. I have studied the old Act and this Amending Bill also. Firstly, in this new amendment, appointments under section 4 of the old Act which was that "the number of members of the Managing Body shall not be less than six or more than thirteen"—this provision has been taken away. In this new Bill proposal has been made that the number of persons be omitted just to supply, the men of their own choice who would be absolutely under the control of Government—Government men. Sir, the Red Cross is a world organisation and effective rules must be framed because they are dealing with public money. The Red Cross was first introduced during the last world war when Lady Carmichael and other members opened a fund entirely from the public. Why, Sir, now in the management Government is taking away the control of the public—representation of the public in the fund. Nowhere in other Acts in this Red Cross Society are there such provisions but here the public elements are being eliminated and there is more government representation.

Then, Sir, in section 6 they want powers to make rules. Sir, the Red Cross Society Managing Committee had the power to make rules. But in this new Bill this power is being taken away. They will not be allowed to frame their own rules. They had the power to fix the condition of membership, appointment, terms of members, constitution, finance etc. But everything was subject to the approval of the general meeting. Now, Sir, I want to draw the particular attention of you as well as of the honourable members of this House and the Hon'ble Minister that whatever rules were made by the elected representatives or by the members they required the approval of a general meeting. Here, Sir, that power has been taken away. So in the general meetings nobody will understand what rules have been made Section 6 will cease to be applied. Old section 6 will go and section A, B, C, D, E, F, will come The old section will be scratched. Sir, the Hon'ble Minister has said that he wants to make the Bill more representative. We all know who were in the Society. We all know the President is Her Excellency the Governor. Then the Mayor, the Director of Health, then a representative of the State Government. Then the President of the Bengal Chamber of Commerce. Then the President of the National Chamber of Commerce. President, Indian Chamber of Commerce. The President, Bharat Chamber of Commerce. The Hon'ble Minister wants to replace them In the old Act 3 members of the Society were to be elected at a general meeting of the Society. The Hon'ble Minister wants to take away that power. In its place he wants to take three members from districts to be appointed by the State Government. One member to be appointed by the State Government. Then, Sir, where is the popular representation here in the Red Cross Society. May I say with all humility whether the composition of this body would at all be called representative or a popular body and can they be freely entrusted to deal with such affairs. I would only request the Hon'ble Minister not to take away the powers of the people given in the old Act. Sir, only the other day—sometime in 1958 the old Act was revised.

[2—2-10 p m.]

Again there is this amendment and it is only with that one purpose in view, viz, to make Government representation more powerful and to take away the powers of the people. Sir, this is being done consistently. Sir, I have just read out the list of members forming the Managing Body. Can anyone expect popular representation in a body where the provision for electing three members of the Society at a General Meeting of the Society is being taken away? Who will remain in the Body? Th

President of the Bengal Chamber of Commerce, Presidents of other Chambers of Commerce, representatives of the State Government and all that. They will be the members of the Managing Body.

Sir, why is it necessary to change the old Act ? It has been said that it is necessary that the Act should be changed because of the representation by the Chairman of the Red Cross Society that certain working difficulties should be removed. Sir, it is strange that the representation of one Chairman can move the Government to do certain things while the representation by so many of us cannot move the Government to do what we want. Here, in order to remove certain working difficulties pointed out by the Chairman, Indian Red Cross Society, the Hon'ble Minister wants to make an absolutely new Act This is being done on the representation of one man But here in this Legislature we make thousands of representations, but not a single thing has been accepted or is likely to be accepted. Now, Sir, this is being done because we find that in every sphere—be it Red Cross, be it Cinema, be it Sports, be it Zilla Parishad or be it the Homoeopathic Bill—the Congress Government want to control the affairs of every organisation in order to perpetuate their party rule. Sir, this is not fair

Sir, no case has been made out for amendment of the old Act. The only purpose for amending this Bill seems to be that Government want to take powers from the elected representatives of the organisation. I would request the Hon'ble Minister not to decide these matters on party lines or political lines. Sir, this is a public fund affair. So, let there be more public representation. Let men of integrity be represented on this body Of course, I do not mean to say that the present set of members are not honest people. They may be so. But why are the Government afraid of election ? The members must come through the process of election and not through nomination. Sir, it is regrettable that even after sixteen years of independence we find the same old bureaucratic method of nomination still going on and it is being utilised every day by this Government for every purpose in the name of evolving a socialistic pattern of society Sir, that is not fair and that is not at all good. The principle of nomination should be immediately eliminated because the nominated members will always be supporting and patronising the Government. How many of them will have the guts to oppose a Government measure even when they feel that it is not at all good for the people ? So, the principle of nomination must be given a go-by and every member must be elected. People's representation must be made more widespread and this must be definitely introduced in this Bill.

Sir, with these words I oppose this Bill and specially the clause dealing with the composition of the Managing Body of the Red Cross Society.

Shri Abhoy Pada Saha : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion by the 31st December, 1963.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এই মুহূর্তে ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি, বাংলা শাখা একটা সংশোধনী বিল নিয়ে এসেছেন। তিনি স্টেটমেণ্টে বলেছেন যে রেডক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যানের কাজের কিছু অসুবিধা দূর করার জন্য এবং মোর রিপ্রেজেনটেটিভ করার জন্য এই সংশোধনী বিল নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এই সংশোধনী বিলের মারফৎ তাঁদের কাজের যে অসুবিধা সেটা দূরীভূত হবে বলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মনে হয় যে আমাদের বাংলা শাখা রেডক্রসে যেসব দুর্নীতি আরম্ভ হয়েছে তাতে ঐ প্রতিষ্ঠান কলুষিত হচ্ছে

[2-20—2-30 p.m.]

এই সমস্ত কমিটিতে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি কেন নেওয়া হয় নি বা ডাক্তারদের বোর্ডের মেম্বারকে কেন নেওয়া হয় নি এবং আমাদের পঞ্চায়েৎ, অঞ্চল পঞ্চায়েতের সমস্ত প্রেসিডেণ্ট আছে যারা তাদের নেবার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা—কিংবা বিভিন্ন লোক্যাল বোর্ড বা সাব-ডিভিসনের সংগে সেটকে যোগ করা যায় কিনা সেটা দেখা দরকার। আমরা কাগজে দেখেছি যে রেডক্রসকে নিয়ে দুর্নীতি হয় এবং সেটা কংগ্রেসী লোকরাই করে। আমার নদীয়া জেলায় আমি কাগজে দেখেছি এবং আমার কাছে একটা কাগজও আছে—বিদ্যুৎ কাগজ তাতে বেরিয়েছে যে কংগ্রেসী এম এল এ এবং এম এল সি যারা তারা চোরাকারবারী করে এই রেডক্রস নিয়ে এবং তারা বিশেষ মাতব্বর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আমি খুব ভাল করে জানি যে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে এই যে তারা ৮ লক্ষ টাকার গুঁড়াদুধ আত্মসাৎ করেছে এবং তাদের নামে মামলা এখনও পেন্ডিং। যদিও ৪ বছর আগেকার ঘটনা তখনকার আইন সভার সদস্য বা নেতারা যারা এর মধ্যে ছিলেন তাদের ধরা হয় নি; কারণ তখন আমাদের মন্ত্রী সভার সংগে তাদের গলায় গলায় পিরিত ছিল। এখন তাদের পিরিতে একটা ঘা পড়েছে একটা নির্বাচন উপলক্ষ করে এবং সেই পিরিতে ঘা পড়ার জন্য একটা ভিনডিকটিভ নিয়ে একটা কেস স্টার্ট করে দেওয়া হয়েছে। জানি না কেসে কি হবে। আমি সেই কেস সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু একটা ৮ লক্ষ টাকার চুরির ঘটনা এবং কংগ্রেসের যারা মাতব্বর তারা এই ঘটনার মধ্যে জড়িত। ২৪-পরগণা জেলায় আমরা দেখেছি যে ১৩ লক্ষ টাকার চুরির ঘটনা আছে। রানাঘাটে আমরা দেখেছি যে মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি অবশ্য তিনি মন্ত্রীসভার পেটোয়া লোক কোন রাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে ভালবাসেন তার বাড়ীতে খদ্দর ভাণ্ডার বের করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো দুধ এবং এটা নিয়ে রানাঘাট কোর্টে কেস পেণ্ডিং। বিছানার তলা থেকে ৫ কৌটা দুধ বেরুলো এবং এই রকমভাবে ২।১টা ধরা পড়ছে তবে কেন ধরা পড়ছে তা জানি না কিন্তু এই রকম হাজার হাজার ঘটনা আছে। আমাদের নদীয়া জেলার কিংবদন্তী এই যে ঐ চুরির পেছনে বর্তমান মন্ত্রী সভার সমর্থক এই রকম কংগ্রেসীরাও আছে। কিন্তু তাদের সেই চুরিটাকে ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে পুলিশ এনকোয়ারীতে। সেইজন্য আমি বলতে চাই যে যারা কংগ্রেসের মাতব্বর, যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তারা যদি এই রকম দুর্নীতি করেন এবং এই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে খেয়ে ফেলেন বা অন্য স্বার্থে ব্যবহার করেন তাহলে আমাদের দেশ বাঁচবে না দুস্থ মানুষকে, আতুর মানুষকে আর সাহায্য করা যাবে না। রেডক্রসের যে মহান উদ্দেশ্য যে মহান লক্ষ্য নিয়ে এটা স্থাপিত হয়েছে সারা পৃথিবীতে সেই মহান উদ্দেশ্যটা একেবারে ব্যাহত হয়ে যাবে। সেইজন্য আমি পশ্চিমবাংলার মন্ত্রিসভাকে বলবো যে রেডক্রস আইন যেটা তৈরী হয়েছিল সেটা বৃটিশ আমলে সেটাকে পরিবর্তন করে নূতন একটা আইন করা দরকার এবং এই এমেন্ডমেন্ট করে কোন কাজ হবে না। তার পর আমি আর একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ম্যানেজিং বডি ফরমেশন। এই যে ম্যানেজিং বডি ফরমেশন হবে এখানে একটা কনট্রাডিকসন আমার কাছে ঠেকছে জানি না আমি সেটা ভুল কি সত্য সেখানে ৪নং ধারাতে রয়েছে যে

as soon as conveniently may be after their appointment etc to be summoned by the Governor and held for that purpose, appoint persons from among themselves to be first members of the Managing Body

তাহলে গভর্ণর মিটিং কনভেন করবেন ম্যানেজিং বডি তৈরী করবে এখানে মন্ত্রী বিল নিয়ে এলেন যে

Managing Body shall consist of the following members.

৫নং ধারাতে আবার নিয়ে এলেন। এখানে ৪নং ধারা যদি সম্পূর্ণ বদলি করে দেন সেকসন ফোর মে বি অমিটেড তাহলে তার মানে হয় কিন্তু সেকসন ফোর-এ দেখতে পাচ্ছে আবার সেকসন ফাইব-তে আবার একথাও বলা হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে কনট্রাডিকটরী লাগছে। আগে গভর্ণরের ক্ষমতা ছিল ম্যানেজিং কমিটি করবার। কিন্তু এখন স্টেট গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ পাওয়ার হাতে নিতে চাচ্ছেন এবং আমরা দেখছি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট কি স্বাস্থ্য, কি শিক্ষা সমস্ততেই তারা ক্ষমতা হাতে নিতে চাচ্ছেন। আজকে গণতন্ত্রকে শেষ করে দিয়ে নিজেদের স্বৈরতন্ত্র চালু করবার চেষ্টা করছেন। এবং সেই রকম রেডক্রসেও দেখতে পাচ্ছি।

ম্যানেজিং বডি করবার জন্য যে সুযোগ সুবিধা গভর্ণরের হাতে ছিল মেম্বারদের হাতে ছিল সেই ক্ষমতা কেড়ে নেবার চেষ্টা হচ্ছে।

এবং এরা তার জায়গায় ভূদান হচ্ছে কাদের না সরকারের পেটোয়া লোকদের। সেই জন্য ৪টি চেম্বার অব কমার্স থেকে লোক নিতে হবে এরা ওরা সরকারের পেটোয়া লোক হবে ওটাতো জানা কথা। তারপরে আমি বলি স্টেট গভর্নমেন্টের এ্যাপয়েন্টটেড করছে আমি বলি ইলেকটেড করতে কি অসুবিধা আছে। ইলেকসন-এর উপর এদের খুব ভয় ঢুকে গেছে ভাবছেন ইলেকসন করলেই কংগ্রেস বিরোধী ঢুকে যাবে। অতএব যেমন আর টি এ-তে করছেন সমস্ত কমিটিতে করছেন তেমনি রেডক্রস-এর ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে সমস্ত ইলেকসন-টা বরবাদ করে দিয়ে এ্যাপয়েন্টটেড বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট। এখানে দেখছি ডাক্তারের কোন প্রতিনিধি নাই রেডক্রসে মানবতার সেবার জন্য হয়েছে টিউবারকুলিসিস পেসেন্টদের জন্য রেডক্রস-এ বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা থাকা দরকার কিন্তু এখানে ডাক্তারদের কোন প্রতিনিধি নেবার কোন ব্যবস্থা নেই অথচ চেম্বার অব কমার্স ঐ বড় বড় মাড়োয়ারীদের নেবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আছে। এইজন্য আমি বলতে চাই যে সরকার যে নীতি নিয়ে চলছেন তাহচ্ছে এই মন্ত্রিসভার যে ক্ষুদ্র গ্রুপ আছে সেই গ্রুপ-এর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা। কংগ্রেসের ভিতরে যে বিরোধীদল তাদের পর্যান্ত নেওয়া হচ্ছে না। যারা সৎ ব্যক্তি যারা ডাক্তার উকীল তারা যাতে না ঢুকতে পারে কেবল তাদের দলের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর আমি আরেকটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটা হচ্ছে এই যে নতুন এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তাতে ক্লজ ৪এ বলছেন যে

Rules made under sub-section (1) shall not come into force unless assented to by the President of the Society and shall be published in the Official Gazettee

কিন্তু আগে যেটুকু সুযোগ ছিল সেই সুযোগ তারা কি ভাবে নষ্ট করছেন আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই। পুরানো বিলের ৬ নম্বর ধারায় ২ নম্বর সাব ক্লজে ছিল

on being approved at the General Meeting of the Society

বুল যেটা হবে সেটা জেনারেল মিটিং-এ এ্যাপ্রুভড করে নিলে তবেই সেটা কার্যকরী হবে। এখন সেটা নাকচ করে দিতে চাচ্ছেন এবার বলছেন

assented to by the President of the Society

এখানে একক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা দিতে চাচ্ছেন। আমি আগেই বলেছি রেডক্রস দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর উদাহরণ অনেক আছে। এবং আজকেও এই বিলের মধ্যে দিয়ে সেই দলীয় স্বার্থকে বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং সেই জন্য আমি মনে করি আগামী নির্বাচনের আগে এই রেডক্রস-কে ব্যবহার করবার চেষ্টা করা হবে এবং নির্বাচন বৈতরণী পার হবেন। সেই জন্য এই বিলের বদলে আমি প্রস্তাব করছি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে যে এই এ্যামেন্ডমেন্ট যেটা এনেছেন সেটা না এনে সমস্ত বিলটাকে উইথড্র করে নিয়ে নতুন ভাবে বিল রচনা করা হউক অথবা এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটির কাছে সারকুলেসন-এর জন্য পাঠান হউক যাতে করে রেডক্রস সম্বন্ধে সমস্ত জনসাধারণের মতামত নিয়ে যাতে একটা সুষ্ঠুভাবে বিল প্রনয়ণ করা যায় কোন রকম দলীয় রাজনীতি না এনে উদার দৃষ্টি নিয়ে বিলটাকে নিয়ে আসুন। এটাই আমার অনুরোধ।

[2-30—2-40 p.m.]

শ্রীশম্ভুগোপাল দাস: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে বিল আমাদের সামনে আনা হয়েছে তার উপর বিশেষ আলোচনা হয়েছে। আর একদিনের মধ্যে এক ক্লান্ত অপরাহ্নে এবারের অধিবেসন শেষ হয়ে যাচ্ছে কাজেই বিভিন্ন সদস্য যেমন আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আমিও অত্যান্ত সংক্ষেপে এই বিলের উপর আমার রিভিউ রাখতে চাই। স্যার, আজ থেকে বহুদিন আগে মহত সেবা ব্রতের উদ্দেশ্য নিয়ে যিনি প্রথম আর্ত ও দুস্থ মানুষের দিকে তাকিয়ে এই রেডক্রস

স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই আজকে বেঁচে নেই। সেদিন থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মহাসমুদ্র আছে সেখান থেকে অনেক ঢেউ এসেছে এবং পড়েছে, অনেক সময় পার হয়ে গেছে এবং আমরা জানি সেদিনের সেই মহত মানুষের পরিকল্পনা আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে এই রেডক্রসের প্রতিষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক এই রেডক্রস যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি যদি আজ পশ্চিমবাংলার রেডক্রস প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকাতেন তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি শিউরে উঠতেন, তিনি আতংকিত হতেন এবং পশ্চিমবাংলার কর্তাদের পাল্লায় পড়ে রেডক্রসের এই দুর্দশা যে হতে পারে এটা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। রেডক্রসের কথা বললে প্রথমেই মনে পড়ে রেডক্রসের জন্মের কথা। সেদিন খুব আনন্দিত হয়েছিলাম কিন্তু আজ দেখছি কিছু সংখ্যক মূর্খ শয়তান এবং জোচ্চোর দলের নাম হল রেডক্রস। স্যার, রেডক্রসের কথা মনে করলে গুড়া দুধের কথা মনে পড়ে, রেডক্রসের কথা মনে করলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যাঁরা রেডক্রসের কর্তা আছেন তাঁদের হৃদয়হীনতার কথা মনে পড়ে, খাদ্যদ্রব্য চুরির কথা মনে পড়ে, হাসপাতালের রোগীর খাদ্য চুরি করে যারা নিজেদের ভাগ্য তৈরী করে তাদের কথা মনে পড়ে এবং বাংলাদেশের মানুষ তা জানে। স্যার, বাংলাদেশে রেডক্রস যেমন আছে ঠিক তেমনি আর্ত মানুষ আছে এবং একটা পিছিয়ে পড়া দেশ বলে অপেক্ষাকৃত একটু বেশীই আছে। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন যে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে এই রেডক্রস সম্বন্ধে তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। বিগত দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার সময় আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি এই রেডক্রসের নামে ছিটেফোঁটা কিছু জিনিস, কিছু খাদ্যদ্রব্য, কিছু কম্বল এবং কিছু বস্ত্র মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তবুও বলব বাংলাদেশের মানুষের এই রেডক্রস সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট নয়। ফ্লাড-এর সময় রেডক্রসের যে সমস্ত জিনিসপত্র গ্রামে গ্রামে পৌঁছায় তাতে আমরা জানি কিভাবে সেগুলো বিতরণ করা হয়। যাঁরা পার্টি ইন পাওয়ার অর্থাৎ শাসকদল তাঁরা সুকৌশলে সেগুলো বিতরণ করেন। ১৩৬৩ এবং ১৩৬৬ সালের বন্যায় গ্রামে গ্রামে দেখেছি স্থানীয় ক্যাম্প-এ স্থানীয় মহাকুমা অফিসারের নাম করে, সমাহর্তার নাম করে কংগ্রেস দলের লোক এরকম প্রচার করেছে যে সরকার বাহাদুরের মাল এসেছে এবং সেগুলি নিয়ে মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীরা পার্টিবাজী করছেন। স্যার, এই রেডক্রস অর্গানাইজেসন সম্বন্ধে এবং তার কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে কোন খবর গ্রামের মানুষ রাখেনা কাজেই একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ ছিল। ইংরেজ আমলে যে আইন পাশ হয়েছিল তারপর অনেক দিন কেটে গেছে কাজেই সেই আইনের আমূল পরিবর্তন করে নূতন একটা বিল এনে তাকে এ্যাক্ট-এ পরিণত করার যে শ্রম সেই শ্রম করতে মন্ত্রিমহাশয় রাজী নয় এবং তার প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করতে রাজী নয়। যিনি এই বিল এনেছেন তিনি শীঘ্রই চলে যাচ্ছেন কাজেই আমি এই ক্লান্ত অপরাহ্নে আশা করছি নূতন করে একটা বিল আসবে এবং ইংরেজ আমলের বিলের উপর না দাঁড়িয়ে নূতন বিল এনে তাকে আইনে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে। স্যার, আমি এই বিলের অবজেক্টস এ্যান্ড রিজনস পড়ে দেখেছি। এখানে রয়েছে ওর্যাকিং ডিফিকাল্টি রিমুভ করবার জন্য মোর ডেমোক্রেটিক করবার জন্য এবং আরও রিপ্রেজেনটেটিভ ক্যারেক্টার দেবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে।

এবং একথা নিশ্চয়ই জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে মোর রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়া দূরের কথা অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া দূরের কথা, একথা সত্য যে ইংরেজ আমলে ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি (বেঙ্গল ব্রাঞ্চ) এ্যাক্ট, ১৯২০তে যতটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল সেটাকেও সুকৌশলে সংকুচিত করা হচ্ছে, এবং কিছু দিন ধরে শাসকদলের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করছি যে তাঁরা সমস্ত জিনিষটাকে নিজের কন্ট্রোলে আনবার চেষ্টা করছেন। আমি ৫ নম্বর ধারার শেষের দুটি উপধারার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। থ্রী রিপ্রেজেন্টেটিভ

from among the members of the Society in the districts, appointed by the State Government.

স্টেট গভর্নমেন্ট এই সমস্ত এ্যাপয়েন্টেড করে দেবেন। এডুকেশন বিল আলোচনার সময় দেখেছি এবং অন্যান্য বিল আলোচনার সময় দেখেছি প্রতি ক্ষেত্রে দেখেছি ডিষ্ট্রিক্ট থেকে যে লোক নেওয়া হবে, কলকাতা থেকে যে লোক নেওয়া হবে তাদের যেন এ্যাপয়েন্টেড করা হচ্ছে তাদের যেন চাকুরি দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সরকারের যে প্রবণতা তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এটা আমরা

বুঝতে পারছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করবো, একথা কি সত্য যে ১৯২০ সালে যখন আইনে পরিণত হয়েছিল তারপর থেকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পালটে গেছে, দেশের সামাজিক অবস্থা পালটে গেছে, মানুষের মনস্তত্ত্ব বলে যে জিনিষ সেটা পাল্টে গেছে। সুতরাং সম্পূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তিত অবস্থায় স্বাধীনোত্তর যুগে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজকে নূতন করে বিল আনার মত যে সাহস তা কেন অর্জন করতে পারলেননা সেজন্য আমার অনুরোধ মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে যে এই বিল জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্য দেওয়া হোক, আর্ত পীড়িত মানুষের মাঝে প্রচারের জন্য দেওয়া হোক। এ ব্যাপারে রেডক্রসের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের মনে যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আছে সেই ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হোক। আমি এই অনুরোধ রাখবো যে একটা পূর্ণাঙ্গ বিল যেন তিনি আনেন যার মধ্যে ভাল ব্যবস্থা থাকবে। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Sanat Kumar Raha: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st October, 1963

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভা ভবনে এই রেডক্রস বিলের বিরোধিতায় আলোচনা করতে হবে এটা চিন্তার বাইরে ছিল। তথাপি যখন বিধান সভায় অধিকার নিয়ে আমরা এসেছি এবং বিধান সভায় যখন বিলটা এসেছে তখন নিশ্চয়ই এই বিলের সম্পর্কে অনেক কথা বলতে হবে। প্রথমে আমার ধারণা ছিল এই বিলের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই, রাজনীতি বহির্ভূত এই বিলটি। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা সেবা কেন্দ্র, অন্তর্জাতিক সেবা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের দুর্ণাম সৃষ্টি করছে। ইনডিয়ান ব্রাঞ্চ যাই হোক, আমি বেঙ্গল ব্রাঞ্চের কথাই বলছি। এর ষ্টেটমেন্ট এবং রীজন কতকগুলি কথা আছে। এর প্রত্যেকটি কথার সমালোচনা আমি করবো।

"In order to remove certain working difficulties pointed out by the Chairman Indian Red Cross Society (Bengal Branch) and in order to make the Managing Body of the Society more representative by the inclusion of two more members to represent different interests, namely, St John Ambulance Association and the ordinary members of the Society in Calcutta, the present Bill has been brought forward."

[2-40—2-50 p.m.]

প্রথমেই বিলটার

Statement of objects and Reasons

পড়ে মনে হল বোধ হয় এই রকম একটা আন্তর্জাতিক সেবা প্রতিষ্ঠানের যা কিছু শর্ত সাপেক্ষ আছে সেই কোন শর্ত মেনে এই বিল রচনা করেছেন এবং বিলটা পড়লে মনে হয় শর্তগুলি এই ধরণের হবে যে এই সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ রূপে সরকারী আওতায় চলবে, সরকার সেবা প্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব নেবেন এবং যারা তাদের পেট্রন তাঁরাই এই সেবা প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করবেন, তাঁদের নির্দেশ দেবেন। তবুও সেবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমাদের আপত্তি নেই। সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স হোক, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, ভারত সেবাশ্রমকে রাখুন আমাদের আপত্তি নেই। রাজনীতির বাইরে যে কেন লোক সে ধণী হোক, নির্ধণী হোক, একটা ইন্টারন্যাশন্যাল অর্গানাইজেসানে রাখুন আমাদের কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি হচ্ছে সেখানে যেখানে সেবা প্রতিষ্ঠান নিয়ে নেপালবাবুর মত কংগ্রেসের লোক রাজনীতি করেন। কাজেই প্রথমতঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এর জবাব চাই ইন্টারন্যাশন্যাল রিলিফ অর্গানাইজেসান এই রকম ধরণের বিল আনতে গেলে তার পক্ষ থেকে রিলিফ দেওয়া সপক্ষে কোন শর্ত আছে কিনা যে শর্ত মেনে এই বিল রচনা করতে হয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, চেয়ারম্যান, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি, তাঁর দ্বারা পয়েন্টেড আউট হয়েছে যে কিছু ওয়ার্কিং ডিফিকাল্টি আছে। কিন্তু এই ওয়ার্কিং ডিফিকাল্টি শুধু চেয়ার ম্যানের নয়, সারা বাংলাদেশে রেডক্রস সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত যেসব জেলা কমিটিগুলি আছে, মেম্বার আছে, সেই জেলার বিভিন্ন এম এল এ, এম পি, আছে তাঁদেরও অনেক কিছু পয়েন্ট আউট করার আছে। তাঁরা অনেকদিন

ধরে এ বিষয়ে পয়েন্ট আউট করেছেন। স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস এ্যান্ড রিজেন্স-এর মধ্যে তার কোন রেফারেন্স নেই। তৃতীয় কথা হচ্ছে, যে সমস্ত ডিফিকাল্টিজ এসেছে সেগুলি দূর করবার জন্য,

in order to make the Managing Body more representatives

এবং আরো প্রতিনিধিত্বমূলক করে এই প্রতিষ্ঠানকে রূপায়িত করা হবে। কি রকম প্রতিনিধিত্ব-মূলক হবে সেটা ৫নং ধারায় গিয়ে বলব যখন ধারাবাহিক আলোচনা হবে। এখন আমি সংক্ষেপে কয়েকটা মূল নীতিগত কথা বলতে চাই। প্রথমতঃ ডিফারেন্ট ইন্টারেস্টে নিয়ে আসতে হবে। ডিফারেন্ট ইন্টারেস্ট বলতে তার ক্ল্যারিফিকেসন কি আমরা জানিনা।

what these different interests are? Government interest; or Congress Party interest; or Bengal Chamber of Commerce interest, or big men's interest?

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা এই গভর্নমেন্টকে কুক্ষিগত করে রেখেছে তাদের দ্বারা এই সেবা প্রতিষ্ঠান চলবে কিনা? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই বিল আনা হয়েছে এর মধ্যে কোথাও লেখা নেই যে ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এই বিলটা এল আর ৩।৪ বছরে বাংলাদেশের কাগজে কাগজে কিংবা কংগ্রেসী কাগজে কিংবা কংগ্রেস বিরোধীকাগজে সমস্ত জায়গায় পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে যে রেডক্রস কেলেংকারীর মূল সূত্র হচ্ছে কংগ্রেসী নেতৃত্ব। এটা প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে যে তাদের করাপসন, ম্যালপ্র্যাকটিস সেটা দূর করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। এই বিলের মধ্যে তা লেখা নেই। এই বিলের মধ্যে করাপসান এবং ম্যালপ্র্যাকটিস দূর করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে একথা লেখা থাকত তাহলে না হয় বুঝতাম। স্রেফ লোকের কাছে বলা হচ্ছে যে চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুসারে এই বিলটা আনা হয়েছে। চেয়ারম্যান বলছেন মোর রিপ্রে-জেন্টেটিভ করুন; সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্সকে নিয়ে আসুন তাহলে মোর রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে। মোর রিপ্রেজেনটেটিভের মূল মানে হচ্ছে সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্সকে নিয়ে আসতে হবে, চেম্বার অব কমার্সকে নিয়ে আসতে হবে তাহলে ইট উইল বি মোর রিপ্রেজেনটেটিভ এবং তাতে ওয়ার্কিং ডিফিকাল্টি দূর হয়ে যাবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে ১৯২০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত রেড-ক্রসের ইতিহাসে দুর্ণীতির চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত। দেশে যত সংকট বাড়ে তত রিলিফ সংগঠন বাড়ে, তত রিলিফ দিতে হয়। আমাদের ভারতবর্ষে এই ১৬ বছরের ইতিহাসে আমরা দেখছি আমাদের সংকট বেড়েছে তলাকার লোকের, সেজন্য তলাকার লোকের জন্য আইন করে রেডক্রস করতে হবে। সেজন্য আইন করে গ্র্যাটুইটাস রিলিফ পার্মানেন্ট রিলিফের ব্যবস্থা করতে হয়। কাজেই এই সংকটকে স্বীকার করে নিয়ে এই আইনের মাধ্যমে তাকে রূপ দেওয়া হচ্ছে রিলিফ সংগঠনের মাধ্যমে। আমি তাই বলব

statement of objects and Reasons

এর মধ্যে এটা বলা উচিৎ ছিল যেসব ঘটনা রেডক্রসকে নিয়ে ঘটে গেছে সে সম্বন্ধে আমাদের গভর্নমেন্ট সচেতন। সেগুলিকে দূর করার জন্য বিলটাকে বিভ্রান্ত করা উচিৎ যাতে আর এই স্কোপ না পায়, এই হচ্ছে মোটামুটি বক্তব্য।

দ্বিতীয় কথায় আসতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে আমরা দেখেছি—আমি ভেবেছিলাম যে রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি যাবোনা কিন্তু উপায় নেই—যে রিলিফটা রাজনীতির একটা অংগ হয়ে পড়েছে, এই লেজিসলেচার ভবন থেকে আরম্ভ করে বাইরে পর্যন্ত। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। গ্রামে রিলিফ কমিটি নমিনেটেড বডিতে রেডক্রস সোসাইটীরও সেই ব্যাপার। গ্রামে যান বি ডি ও শহরে যান এস ডি ও, জেলায় ডি এম, তাঁদের যাঁরা সন্তুষ্ট করেন যদের সঙ্গে ডি এম-র যোগাযোগ বেশী, যারা কংগ্রেসের দলীয় নেতা তাঁর-ই সব। ডি এম কংগ্রেসের নেতারা সন্তুষ্ট করেন স্থানীয় কংগ্রেসের লোকেরা ডি এমকে সন্তুষ্ট করেন, এই প্যাক্ট নিয়ে রেডক্রস সোসাইটী চলছে। প্রত্যেক জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে রেডক্রসের ভূমিকা এর বাইরে নয়। আমরা দেখেছি, যদিও এই রকম ঘটনা চলেছে ১৯২০ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল এই ৪৩ বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি, দুর্ণীতি এবং নেতৃস্থানীয় লোকের দ্বারা গঠিত যে কমিটি তাঁরাও এই সব জিনিস করছেন। আপনারা যেভাবে বিল, এ্যাক্ট প্রভৃতি নিয়ে আসছেন তাতে এই রকম ধরণের দুর্নীতি পরায়ণ লোক হতে বাধ্য হবে, কেননা

দুর্নীতি করার স্কোপ আছে, সুযোগ সুবিধা আছে, এবং দুর্নীতি অন্যায় আচরণ করলে সাত-খুন মাপ হয়ে যাবে—এই রকম একচেটিয়া শাসন ব্যবস্থা আপনাদের আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি যে গণতান্ত্রিক যুগে আমরা বাস করছি, ভারতবর্ষে গণতন্ত্রে এই লক্ষ্য রয়েছে শুধু গণতন্ত্র নয়, সেই গণতন্ত্রের ফর্ম হবে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে। আমি খুব কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে বলতে চাই যে যাঁরা এই রকম গণতান্ত্রিক স্বার্থ নিয়ে, সোসালিস্টিক স্বার্থ, সোসালিস্টিক ফর্ম দিয়ে ডেমোক্রেসীকে আরো এক্সপার্ট করতে চান তাঁদের সেখানে রেডক্রসের ভূমিকা কি হবে তা দেখা উচিৎ। আমরা জানি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং বিচারসংক্রান্ত, সামাজিকক্ষেত্রে বন্টনের ক্ষেত্রে এবং রিলিফ বন্টনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ভূমিকা কি ধরণের কাজ করছে। আমি মূল কথা বলতে চাই আমাদের দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন থাকবে রিলিফ তেমন চলবে, সামাজিক আবরণ তেমন হবে দুর্নীতি পরায়ণ লোক সাধু হয়ে যাবে সেই সমাজ ব্যবস্থায় আবার সাধু লোক দুর্নীতিপরায়ণ হবে, এর নাম হচ্ছে নীতি, এই নীতি যদি আমরা গ্রহণ না করতে পারি, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে জীবনে পরিচালনা না করতে পারি তাহলে দুর্নীতি দূর করা যাবে না। আমাদের দেশে রেডক্রস নিয়ে কি ধরণের দুর্নীতি আছে তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমি দিতে চাই। আমার বহরমপুর সহরে আমি নিজের চোখে দেখেছি বাটার অয়েল নিয়ে শ্রাদ্ধ হয়েছে, অন্নপ্রাশন হয়েছে, যে ব্যক্তির বাড়ীতে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন হয়েছে সে ব্যক্তি গরীব নন্। তিনি রেডক্রস সোসাইটির ডিষ্ট্রিকটের মেম্বার কোন প্রয়োজন নেই, তদন্ত করলে আমি এটা দেখিয়ে দিতে পারি বহু লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার লোকে প্রমাণ দেবে। সবজায়গায় যখন বাটার অয়েলে দেশটা ভাসিয়ে দিচ্ছিল তখন এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সেই বাটার অয়েল যখন একবারের জায়গায় দুবার চাইতে গেছে সে—আমার বাড়ীতে টি বি পেসান্ট আছে, আমার প্রসূতির দরকার দিন। তখন তাকে দেয়া হয়নি। আবার বিক্রী করা হয়েছে, হুইসপারিং ক্যাম্পেলসন চলেছে আমার জেলাতে যে সি পি আই পকেট, না কংগ্রেস পকেট, কি পি, এস পি, পকেট পকেটের চেহারা দেখে রিলিফ দেয়া হবে। যদিও বা কোন জায়গায় চক্ষুলজ্জার খাতিরে বিরোধিদল বা কমিউনিষ্ট দলকে দিয়ে রিলিফের ব্যবস্থা হল কিন্তু সেখানেও দেখা গেল রিলিফ বিতরণ করার দায়িত্ব নিলেন যারা কংগ্রেস ভলান্টিয়ার তাঁরা, বেছে বেছে গ্রামে গ্রামে গিয়ে রেডক্রসের রিলিফ দেওয়া হবে তাঁদের মাধ্যমে যিনি সেখানকার কংগ্রেসের চাঁই তার মাধ্যমে এই রকম ধরণের ঘটনা বহু আছে।

[2-50—3 p.m.]

আমি এইগুলি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি এইজন্যই। এই রিলিফ সংগঠনের ভূমিকা শুধু রিলিফই নয়। শুধু রিলিফ বললে ভুল করবেন, রিলিফ শুধু হলে আমিও আমার বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করতাম, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই রিলিফ সংগঠনের মাধ্যমে সমাজ পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এবং কিছু সাধু লোক অসাধু হবার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। লোভ তারা সামলাতে পারছে না, সেইজন্য তাকে আটকাবার জন্য দরজা বন্ধ করতে হবে। কি করে বন্ধ করা যেতে পারে? কি করে রিলিফ সংগঠনকে আরো ডেমোক্রেটিক আরো বোনাফাইড এবং আরো ভালভাবে সম্প্রসারণ করে রিয়েল নিডি পিপলএর কাছে হাজির করান যায় এই সাজেসান আমি শেষকালে দিতে চাই। কাজেই আমি এখন এই এসেম্বলী হাউসের মধ্যে এই বিলটা সম্পর্কে মোটামুটি বিরোধিতাই করছি। নীতিগত বিরোধিতা। যে নীতি নিয়ে রেড ক্রস এতদিন চলেছে তার ব্যতিক্রম এই বিলে নেই। মোর রিপ্রেজেনটেটিভ করার নমুনা যা দেখছি তাতে নীতির পরিবর্তন হবে না বা ওয়ার্কিং ডিফিকালটিজ দূর করার ফল যা দেখছি সে ওয়ার্কিং ডিফিকালটিজ দূর করতে গিয়ে অসাধু লোককে রেড ক্রস-এর মধ্যে এসে সুযোগ নেবার রাস্তা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই। এইজন্য মনে করি নীতিগতভাবে রেড ক্রস বিলটির বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য আছে। এখন কি করে কম্পোজিসন করা যায়? আমরা জানি যে আমাদের এখানে বহু বিল এসেছে। সরকার পক্ষের যেভাবেই হোক, জেদ থাক বা দৃষ্টি-ভঙ্গী থাক, যে কোন কারণেই হোক আমরা প্রত্যেকটি প্রেসক্রাইবড অথরিটির জায়গায় হেরে গিয়েছি।

Transport authority, Relief authority, Regional authority, Health authority, Warehouse authority এত authority

হয়েছে। আমি একদিন বলেছিলাম বিভিন্ন অথরিটিকে যদি চিরে চিরে দেখা যায়, প্রত্যেকটি অথরিটির কঙ্কাল বেরোবে, কংগ্রেসী কঙ্কাল আর কিছুই নয়। ঠিক তেমনি এই রেড ক্রস-এর যে অথরিটি তৈরী করে দিচ্ছেন আপনারা, এই কম্পোজিসন করছেন, এই কম্পোজিসনকে যদি আমরা চিরে চিরে দেখতে চাই দেখবো চেম্বার অফ কমার্স ঘুরতে ঘুরতে দেখবো যিনি গভর্ণমেন্ট তিনিই চেম্বার অফ্ কমার্স। স্বার্থ এক। ঠিক আমলাতন্ত্র ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেট তিনি রুলিং পার্টির পক্ষে। তারপর দেখবো সেখানে যাদেরকে নেবার চেষ্টা করেছেন, সেন্ট জন এ্যামবুলেন্স, তাদের কোন ভূমিকা নেই, সে ভূমিকার উপর তারা নিরপেক্ষভাবে বিচার করে বলতে পারে সরকারের বিরুদ্ধে। গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বা অন্য কোন দুর্নীতির বিরুদ্ধে। আমি তাই বলতে চাই রেড ক্রস-এর মধ্যে এমন কিছু লোক রাখুন যারা স্পষ্টবক্তা, নীতিগত ভাবে লড়াই করতে পারে, বলতে পারে। বলতে পারবে রেড ক্রসএ গিয়ে যে এই নীতি ত্যাগ করুন। টাকা দেয় আপত্তি নেই, সমস্ত চেম্বার অফ কমার্সকে নিয়ে আসুন। লক্ষ, কোটি টাকা দিক, মাথায় তুলে নেবো, আশীর্বাদ করবো আরো দিন বলে, কিন্তু টাকা দেবার প্রতিদান স্বরূপ তারা দুর্নীতি করার সুযোগ বা এই রকম জুয়াচুরি খেলবার ব্যবস্থা সৃষ্টি করার যে পরিবেশ তা আমরা হতে দেবো না। তাই আমার বক্তব্য যদি এই রকম একটা বিল আনতে হয়, রেড ক্রস-এর রিলিফ বিল তাহলে আমার মনে হয় রিলিফ সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। সমাজ পরিবেশের মধ্যে ঐ সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনতন্ত্র প্রসার করতে যাওয়ার লক্ষ্যটাই কিভাবে রিলিফ সংগঠনের মাধ্যমে আরো পুষ্ট হয়। যদি পুষ্ট করতে পারেন তার সুযোগ নিন। পুষ্ট ত করার চেষ্টা হচ্ছে, যা পুষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে তা উলটো দিকে গতি। সম্প্রসারণ হবে না গণতন্ত্র। রিলিফ হবে সংকুচিত। এ রিলিফ হবে ব্যক্তিগত, দলীয় এবং তা এক শ্রেণীর জন্য হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীটা আছে বলেই তার পালটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার। দুই দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘাত হোক, সংঘাত হয়ে রিলিফ কমিটির মধ্যে প্রিন্সিপিলড ওয়েতে রিলিফ করার ব্যবস্থা হোক। তাই আমি বলতে চেয়েছিলাম রিলিফ কমিটি যদি সংগঠন করতে হয় রেড ক্রস-এ, আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে এমন কোন কনডিশন করা আছে কিনা যেটা আমরা মানতে বাধ্য। তা যদি মানতে বাধ্য না হই তাহলে আমাদের স্টেট গভর্ণমেন্টের লেভেল এ রিলিফের কাজ আমরা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারি এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী রিলিফ-এর কাজ হওয়া উচিৎ। আমাদের দেশে রিলিফ-এর মাধ্যমে অত্যন্ত দুঃস্থ লোক নিপীড়িত লোক তারা পায় তা আমরা চাই। সঙ্গে সঙ্গে চাই প্রচুর টাকা পয়সা আসুক, সাহায্য আসুক এবং চাই যে এই রিলিফ কমিটির মধ্যে কোন অসাধু লোক যেন ঢোকার সুযোগ না পায়। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা এসেম্বলীতে যখন এসেছি তখন কেন সম্ভব নয় যে এই বিরোধী দলের লোককে রিলিফ কমিটির মধ্যে রাখি? রাজনীতির জন্য বলছি না। কারণ আমি এটা পালটা বলছি ওষধ হিসেবে। যদি আজ পর্যন্ত '২০ সাল থেকে '৬৩ সাল পর্যন্ত দেখা যেতো রেড ক্রস যা ফাংশান করছে তার বিরুদ্ধে বলবার বিশেষ কিছু নেই বলবার অনেক কিছু থাকে, সব ক্ষেত্রেই থাকে, ইনফ্যালিবল কেউ নয় তবুও নীতিগতভাবে বিরোধিতা থাকার প্রয়োজন নেই, তাই এই প্রশ্ন আজকে আমরা আনতাম না। প্রশ্ন আসছে এইজন্যই যে রেডক্রস সোসাইটিকে যদি করতে হয় তাহলে রিপ্রেজেনটেটিভ বডি করতে গেল পরে বিরোধী দলের লোক থাকা দরকার। যেসব পার্টি রিকগনাইজড হয়েছে এ্যাসেম্বলিতে, তাদের পক্ষের লোক থাকা দরকার। প্রভেনসিয়াল সেন্টার, ষ্টেট সেন্টার-এ এবং জেলা সেন্টার-এ সম্ভব যদি হয় তাহলে লোকাল এম এল এ, রা সব যদি এম, এল সি, নিতে পারেন তাহলে এডভাইসরি কমিটির মধ্যে থাকতে পারে, আলোচনা করতে পারে, পরামর্শ করতে পারে। রিলিফ কমিটিতে ভোটাভুটি খুব কম হয়।

কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে জেনারেলভাবে ষ্টেট বডিতে বামপন্থী দলের নেতৃত্ব থাকা দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে জেলায় জেলায় যে জনপ্রতিনিধি রয়েছে তাদের নিয়ে এ্যাডভাইসারী কমিটির মতই করুন—সেটা ষ্টেট কমিটিই বলুন আর যাই বলুন তাদের সেখানে থাকার দরকার আছে। কারণ তারা কাউন্টারব্যাল্যানস করতে পারবে। তারা পরিষ্কার বলতে পারবে যে এটা

ভুল—এটা হবে—এটা করা উচিত এই রকম চোখের সামনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। তারপর শেষ বক্তব্য হচ্ছে এই যে যেখানে অনেক প্রতিনিধি নিয়েছেন এই কম্পোজিসন অব দি বর্ডিতে সেখানে ভারতবর্ষে তথা বাংলা দেশে যেসব প্রতিষ্ঠান সুখ্যাতি লাভ করেছেন সমাজে সেবা করে—রিলিফ করে সেই সব সংগঠনের প্রতিনিধি কেন এর মধ্যে থাকবে না এর সুস্পষ্ট জবাব দেওয়া দরকার। বিধানসভায় এই সব প্রশ্ন তুলেছি এই জন্য যে এটা এ্যাক্ট হিসাবে কাল থেকে পরিণত হবে এবং আমাদের দেশে যেসব সেবা প্রতিষ্ঠান আছে তা থাকা সত্ত্বেও সেগুলি রেড ক্রশ-এর মধ্যে ফাংসান করতে পারেবনা কেন? এর জবাব কি দেবেন? এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Bhabani Mukhopadhaya: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September 1963.

দি অনারেবল প্রবোধ কুমার গুহ: মিঃ স্পীকার স্যার, আমি গোড়াতেই বলেছি যে এই যে বিল আনা হয়েছে এটা কম্প্রিহেন্সিভ বিল নয়। স্যার, বিশেষ দুঃখের বিষয় যে তা সত্ত্বেও শম্ভুবাবু বললেন যে কম্প্রিহেন্সিভ বিল আনা দরকার এবং আমি সেটা কেন বলিনি। একথা সত্য যে একটা ঐ রকম বিল আনা দরকার এবং আমি সেটা বলেছিলাম। আমার মনে হয় গোড়ার দিকে উনি হয়তো ছিলেন না। আমি গোড়াতেই সেই কথা বলেছি। এই বিলটি কম্প্রিহেন্সিভ বিল নয় এবং আমার নিজের মতে একটা কম্প্রিহেন্সিভ বিল আনা উচিত। অবশ্য তাড়াতাড়ি মানে এখানে তো দিন নয়। ৬ মাস ১ বছর একটা বিল তৈরী করতে লাগে। অন্তত ছয় মাস সময় লাগবেই। আর কতকগুলি কথা উঠেছে যে ইন্টারন্যাশন্যাল রেজলিউসন। আমি এই বিলটিকে আমাদের যারা আইনজ্ঞ আছেন তাঁদের দেখিয়েই এনেছি। তাঁরা দেখেশুনে এমন কিছুই বলেন নি যে এতে ইন্টারন্যাশন্যাল রেজলিউসনের কিছু ভায়োলেশন করেছে এটা। তবে যদি এর মধ্যে হয়তো যদি খুব সামান্য কিছু ভায়োলেশন থাকে তাহলে সেটা কম্প্রিহেন-সিভ বিল যখন হবে তখন সেটাকে ঠিক করে দিতে পারবো। এবং এটাও আমার মনে হয় যে আমাদের ইচ্ছাকৃত কোন ভায়োলেশন নেই তা সবাই বুঝবেন। এর মধ্যে নমিনেশনের কথা আছে —তাতে দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে দুধ চুরির ব্যাপার যেটা হয়েছে তার মধ্যে যার ইলেকটেড হয়ে এসেছিলেন এবং এই ইলেকসন হওয়া নিয়ে যে সমস্ত গোলমাল হয় সেই গোলমালের জন্য আপাতত একটা মিউনিসিপ্যালিটি ঠিক মত না চললে যেমন সেখানে আমাদের এ্যাড-মিনিষ্ট্রেটর বসাই ঠিক সেই রকমই আপনারা এটাকে ধরে নিতে পারেন। এই যে ইন্টেরিম মেজার হচ্ছে এবং এই সময়ে আমাদের ঐ জেনারেল মিটিংয়ে বার বার গিয়ে অনুমতি নেবার জন্য সেটা বড় দেরী হয়। সেটা তো বাঞ্ছনীয় নয়। সেইজন্য আমাদের যতগুলি সিট আছে সেগুলি আপাতত নমিনেটেড করে দিয়েছি। নমিনেটেড করার আরও কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের ঠিক রেড ক্রসে যে মেম্বারশিপ আছে হয়তো যতটা ভালভাবে হওয়া উচিত ছিল আমাদের নানা কারণে সেটা হয়তো হয় নি। সুতরাং যেখানে আমাদের মেম্বারশিপ নেওয়া হয় এবং সেটা যদি ঠিকমত না হয়ে থাকে তাহলে তার মধ্যেই তো ইলেকসন করতে হবে তবুও মেম্বারশিপ নিয়ে আমাদের সকলের খুব একটা সন্তোষ না থাকতে পারে এবং এই ইলেকসন নিয়ে আমার মনে হয় চেঁচামেচি করাটা খুব বাঞ্ছনীয় হবে না। এই যে নূতন ম্যানেজিং কমিটি হবে এই আইনটা হয়ে গেলে তখন আমরা তাদের অনুরোধ করবো যে তারা আগে যাতে মেম্বারশিপ ঠিকমত হয় সেইভাবে যেন তাঁরা চেষ্টা করেন। তারপর ইলেকসন কতটা কিভাবে ব্যবস্থা করতে পারবো সেটা পরে বিবেচনা করবো। তবে একটা রেড ক্রস বডির মধ্যে খুব বেশী ইলেকটেড সিট থাকলে একটু অসুবিধা হয় এবং সেইজন্য যত সম্ভব এক্স-অফিসিও সিট নেই অর্থাৎ এটা যেভাবে এনেছি এবং তাতে কাজের সুবিধা হয়। কেন না প্রত্যেক জেনারেল মিটিংয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই ইলেকসন নিয়েই বেশী হৈ চৈ হয়। গোলমাল হয় এবং তা নিয়ে যা হয় সেটা খুব শোভনীয় নয় এবং অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে অনেক মেম্বারই খুব বেশী একটা ইন্টারেস্ট নেন না।

[3—3-30 p.m.]

দুধ চুরির কথা এখানে মাননীয় অনেক সভ্যই বলেছেন। হয়ত তাদের অনেকেরই জানা নাই, এই যে দুধ চুরির ব্যাপারটা—যদিও এটা খুবই খারাপ ব্যাপার—আমি বলব ছোট ছোট ছেলেদের যে দুধ পাওয়া উচিত ছিল—এই দুধ যারা নষ্ট করেছেন সেটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে আমার মনে হয় তাদের খুব ভাল রকম সাজা হওয়া উচিত। এবং সরকারের তরফ থেকেও আমরা এ বিষয়ে সাহায্য করব। ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস-এর থ্রু দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার দুধ চুরির কথা যা এখানে বলা হয়েছে সেটা কিন্তু হয়নি। আমি আপনাদের জানাচ্ছি গত বছরে ২৪-পরগনার যে দুধ চুরির ঘটনা আপনারা খবরের কাগজে পড়েছিলেন সেটা ৮ হাজার ৭৮৫ টাকা ৩২ নয়া পয়সা এরই দুধ ইনভলভড্ ছিল, এর সবটাই যে চুরি হয়েছে তা আমি বলছি না। কেন না এটা পুলিস ইনভেস্টিগেশন-এ আছে সুতরাং যে টাকাটা নিয়ে গোলমাল হয়েছিল তার মধ্যে কত চুরি হয়েছে, কত কি ভাবে ব্যবহার হয়েছে, সেটা আমার এখন বলা উচিত নয়। কেননা এট দি ম্যাটার ইস সাবজুডিস। কিন্তু যে টোটাল এমাউন্ট ইনভলভড এই ২৪-পরগনায় সেটা হচ্ছে ৮ হাজার ৭৮৫ টাকা ৩২ নয়া পয়সা। এবং নদীয়াতে ৫১৯ টাকা ৮৪ নয়া পয়সা। এ ছাড়া আমি অবশ্য বলছি না যে আর কোন রকম দুধ চুরি হয়নি। কিন্তু আমাদের ইণ্ডিয়ান রেড-ক্রস-এর মাধ্যমে যে সমস্ত দুধ গেছে এটা হচ্ছে তার হিসাব। কিন্তু যারা এই সমস্ত মিল্ক পাউডার বিলি করেন তারা আরও অনেক রকম সোর্স থেকে সেই জিনিষগুলি পান—অন্যান্য যা সেবা প্রতিষ্ঠান আছে ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস ছাড়া তাদের মাধ্যমে যে সমস্ত মিল্ক পাউডার পান বেশীর ভাগ স্থানেই আমরা দেখেছি সেইগুলি নিয়েই গোলমালটা বেশী হয়। আমাদের ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস যে দুধগুলি পাঠান তাতে সাধারণতঃ গোলমাল হয় না। খুব দুঃখের বিষয় আমাদের ২৪-পরগনায় এবং নদীয়ায় গোলমাল হয়েছে। এখানে এম এল এ, এম এল সি যেটা নেবার কথা বলছেন—আমার নিজের কিন্তু ব্যক্তিগত মত যা—তা হচ্ছে আমাদের এই রেড ক্রস-এর ব্যাপারে যে কংগ্রেস পার্টিই বলুন আর অপজিসনই বলুন পার্টি হিসাবে কিছুই হওয়া উচিত নয়। আমার এই যে নমিনেশন দেব আমি অন দি ফ্লোর অফ দি হাউসে এই এসিউরেনস দিতে পারি যে রেড ক্রস-এ কাকে নমিনেশন দেওয়া হবে সেটা রেড ক্রস-এর যিনি প্রেসিডেন্ট এবং রেড ক্রস-এর যিনি চেয়ারম্যান তাদের সংগে পরামর্শ করে দেওয়া হবে। এখন যিনি রেড ক্রস-এর প্রেসিডেন্ট তিনি আমাদের গভর্ণর এবং যিনি চেয়ারম্যান তিনি হচ্ছেন জাষ্টিস পি বি মুখার্জী। ওঁদের সংগে পরামর্শ না করে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট নমিনেশান দেবে না। কেন না আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্ট-এর যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রি থাকবেন তাঁর পক্ষে কে কি কোথায় রেড ক্রস করছে সব সময় ভাল করে জানা সম্ভব নয়। সেইজন্য প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ারম্যান এঁদের সংগে পরামর্শ করেই আমরা নমিনেশান দেব। সুতরাং যেখানে পলিটিকাল ওয়ার্ক ফর দি কংগ্রেস আর এগেনষ্ট দি কংগ্রেস বা ফর দি কমিউনিষ্ট পার্টি বা এগেনষ্ট দি কমিউনিষ্ট পার্টি এসব কথা আমার মনে হয় আপাততঃ উঠা উচিত নয়। তবে অবশ্য পরে যদি অন্য কোন বৃহত্তর বডি করা হয় একটা এক্সিকিউটিভ এর পর জেনারেল বডি করা হয়—যেখানে হয়ত অনেক লোক এক্স-অফিসিও ইলেকটেড থাকবে সে রকম পরিকল্পনা যদি হয় সেখানে আমাদের লেজিসলেচার-এর সভ্য থাকা উচিত। এবং সেখানে আমাদের অপজিসন-এর বন্ধুদের নিশ্চয়ই নেওয়া উচিত। কিন্তু এখন এই বিলে তার স্কোপ নেই। আমাদের এখানে চেম্বার অফ কমার্স সম্বন্ধে কথা হয়েছে। এটা বহুদিনের পুরানো আছে বলে আমরা কমাইনি। কিন্তু চেম্বারস অফ কমার্স-এর সংগে যে সাহায্য আমরা আগে পেতাম বৃটিশ আমলে এই রেড ক্রস পেতেন আজকে আর ততটা সাহায্য পাই না বলে আমাদের দুঃখ। কেননা সে সাহায্য পেলে রেড ক্রস আরও বেশী কাজ করতে পারত। আমি বলব মাননীয় সভ্যদের যাদের সংগে চেম্বার অফ কমার্স-এর সংগে আছে তারা যেন তাদের অনুরোধ করেন তারা যেন এই সমস্ত সভা এটেন্ড করেন এবং যাতে বেশী টাকা ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস পায় তারজন্য যেন চেষ্টা করেন। আর দুটো ছোট কথা আছে একটা হচ্ছে সেকশান ৯ অফ দি ওল্ড অ্যাক্ট এটার সম্বন্ধে বলেছেন আমাদের মাননীয় গৌর কুণ্ডু মহাশয়। এটা কিন্তু প্রথম যে রেড ক্রস সোসাইটি হয়েছিল—প্রথম ম্যানেজিং কমিটি—তারই সম্বন্ধে এটা প্রযোজ্য। সুতরাং ওটাকে বাদ দেবার আমাদের কোন দরকার নেই। আমরা এখন যেটা করছি আমাদের ক্লজ ৫ সেটার পরে যে কমিটি হবে সেই সম্বন্ধে

আমরা করছি। আরেকটা প্রশ্ন গৌর কুন্ডু মহাশয় বলেছেন যে ডাক্তার নেওয়া হচ্ছে না কেন। ডাক্তার নিশ্চয় নেওয়া উচিত—আমার মনে হয় এই যে নমিনেশান দেওয়া হবে এর মধ্যে ডাক্তার নিশ্চয়ই থাকবেন সবই যে নন-মেডিক্যাল ম্যান থাকবে সেটা আমার মনে হয় না। কেন না রেড ক্রস-এর কাজ করতে হলে আমাদের কিছু ডাক্তার নিতে হবে। সুতারং ৪টা যদি সিট হয় একটা কলকাতা থেকে ৩টা বাহির থেকে তার মধ্যে আমরা ডাক্তার নমিনেট করে দেব।

স্যার, আমার মনে হয় এই স্টেজ-এ আর কিছু বলবার নেই, তবে যদি এ্যামেন্ডমেন্ট আসে তাহলে বলব। এ ব্যাপারে অনেক সার্কুলেসন মোসন এবং অন্য মোসন এসেছে, কিন্তু রেড ক্রসের তরফ থেকে বলছে যে জেনারেল মিটিং না করবার জন্য আমাদের কাজে অসুবিধা হচ্ছে। জেনারেল মিটিং ডাকতে গেলে তাদের একটা খরচ হয়, জেনারেল মিটিং-এ ইলেকসনের ঝামেলা করতে গেলে তাদের খরচ হয় এবং বিশ্রি একটা কোলাহল হয়। যাহোক, সময় খুব কম ছিল বলে এবং এরকম একটা বিলের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে এটা করেছি। কাজেই মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি এটাকে সার্কুলেসন-এ দিলে ইন্ডিয়ান রেড ক্রসের কাজের ব্যাঘাত হবে সেজেই তাঁরা যেন এই বিল পাশ করতে আপত্তি না করেন।

The motion that the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, was then put and lost

The motion of the Hon'ble Dr. Prabodh Kumar Guha that the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration, was then put and agreed to

(At this stage the House was adjourned for twenty minutes)

[After adjournment]

[3-30—3-40 p.m.]

Clause 1 to 4

The question that clauses 1 to 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 5

Shri Sanat Kumar Raha : Sir, I beg to move that in clause 5, in proposed section 6B, for clause (l), the following be substituted :

"(l) one representative from among the members of the Society from each district elected by the district Red Cross Society ;"

আমরা চাই এই যে কম্পোজিশন অব দি সোসাইটি হবে তাতে প্রত্যেক জেলা থেকে একজন করে নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে। প্রত্যেক জেলা থেকে একজন করে প্রতিনিধি আসুক এটাই চাই।

Shri Abhoy Pada Saha : Sir, I beg to move that in clause 5, in proposed section 6B, for clause (l), the following be substituted :

"(l) one representative from among the members of the Society from each district, who shall be the inhabitant of rural area appointed by the State Government"; and

in proposed section 6B, after clause (m), the following be added .

"(n) one member of each political party who has represented the West Bengal Legislative Assembly and Council appointed by the political party concerned,"

মাননীয় স্পীকার মহাশয় এই পাঁচ নম্বর ক্লজটা হচ্ছে এই বিলের মূল বিষয়বস্তু। ম্যানেজিং কমিটির কথা বলা হয়েছে যে জেনারেল বডিকে বাদ দিয়ে সব কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই

ম্যানেজিং কমিটিকে। এই রেড ক্রস সোসাইটির যত কিছু এসেট্স তা সবই ম্যানেজিং কমিটির উপর বর্তাচ্ছে, তারাই সব কিছু করবে। সেজন্য এটাই হচ্ছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এতে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ম্যানেজিং কমিটিতে লোক নেওয়ার কথা হচ্ছে। আমার এ্যামেন্ড-মেন্ট হচ্ছে যে প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট থেকে এতে রিপ্রেজেনটেটিভ থাকা উচিত। সেজন্য এই ধারাতে এটা সাবষ্টিটিউট করতে বলেছি ওয়ান রিপ্রেজেনটেটিভ ফ্রম এ্যাংগ দি মেম্বারস এট্সেট্রা। প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট থেকে একজন করে নেওয়া হোক। কিন্তু সেই মেম্বাররা যারা পল্লী গ্রামে বাস করে সেই রকম মেম্বার নেওয়া উচিত। কারণ দেখতে পাচ্ছি যে রেড ক্রস সোসাইটিতে সাধারণতঃ সহরের লোকই থাকে পল্লী গ্রামের লোক খুব কমই থাকে। সেজন্য বাংলা যা পল্লী প্রধান দেশ, সেই পল্লী গ্রাম থেকে যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ না থাকে, সহরের লোকই বেশী থাকে তাহলে পল্লী গ্রামের লোক বেশী সুযোগ পাবে না। এজন্য আমার এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে যে প্রত্যেক জেলা থেকে একজন করে রিপ্রেজেনটেটিভ থাকুক এবং তিনি যেন পল্লী গ্রামের বাসিন্দা হন।

আর একটা এ্যামেন্ডমেন্ট আছে, সেটা এম পর্যন্ত আছে, এন আর একটা উপধারা জুড়ে দিতে বলছি। সেই উপধারাতে আছে ওয়ান মেম্বার অফ ইচ পলিটিকাল পার্টি এট্সেট্রা। আমি একথাটা বলছি কেন? আমি বলছি যে প্রত্যেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের একজন করে রিপ্রেজেন-টেটিভ থাকুক, তাহলে যে সংস্থা গঠিত হবে তাতে অপোজিশনেব লোকও থাকবে, যদি কোন দুর্নীতি হয় অন্ততঃ সে সম্বন্ধে আলোচনা হবে, একদলীয় প্রতিষ্ঠান হবে না। কারণ, এই চিৎকার হৈচৈ করার একটা মূল্য আছে, সেই মূল্যটা অস্বীকার করা যায় না। সেই মূল্যটা যে কতদূর সত্য তা আমি অবশ্য ছোট্ট একটা গল্প দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি। সময় অল্প, আমি আর সেই গল্পে যাব না। আমি বলছি যে এই প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ অপোজিসান থাকা দরকার। কারণ, অপোজিসান না থাকলে বিশদভাবে আলোচনা হয় না এবং মতের সংঘাত হয় না এবং জনসাধারণও জানতে পাবে না। সেজন্য বিরুদ্ধ দলেব প্রতিনিধি থাকা দরকার। সেজন্য আমি এই এ্যামেন্ডমেন্টটা দিচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আমাব এ্যামেন্ডমেন্টটা বিবেচনা করে দেখবেন।

Shri Nani Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in clause 5, for sub-clause (e) of proposed section 6B, the following be substituted

> "(e) Vice-Chancellors of the Universities of Calcutta, Jadavpur, Kalyani, Burdwan and North Bengal and the Upacharya of Viswa Bharati, ex-officio";

I also move that in clause 5, after sub-clause (m) of proposed section 6B, the following sub-clause be added :

> "(n) the President of Ramkrishna Mission, Belur, ex-officio."

অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাব ১৩ নং এবং ১৬ নং এ্যামেন্ডমেন্ট আমি একসঙ্গে মুভ কবছি। একটা এ্যামেন্ডমেন্টে বলতে চেয়েছি যে কলকাতা, যাদবপুর, কল্যাণী, বর্ধমান এবং নর্থ বেঙ্গল এই ইউনিভার্সিটিব ভাইস-চ্যান্সেলবদেব এবং বিশ্বভারতীব উপাচার্যকে এর মধ্যে নেওয়া হোক। এটা কেন বলছি সেটা পবে বলব। আর ২ নম্ববটা হচ্ছে একটা নতুন উপধাবা যোগ করার জন্য বলেছি যে রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড মঠ তার-প্রেসিডেন্টকে নেওয়া হোক। অবশ্য ধর্মীয় ব্যাপাবের একটু গন্ধ লাগছে। আপনাবা জানেন আমি নিজে ধূর্ত চারবাকবাদী। আমি ঈশ্বর মানি না। কিন্ত তবুও একটা পবীক্ষা কববাব জন্য বাখছি। কতখানি দুর্নীতি অধর্মেব ব্যাপার এই বেড ক্রসের মধ্যে চলছে সেটা সকলেই জানেন। কন্ট্রোল তো আপনাদেব হাতে, সব কিছু আপনাদেব হাতে এবং যারা জোচ্চুরির ব্যপারে জড়িত হয়েছে তাবা আপনাদেব লোক এবং আপনাদেব সমর্থন করে। সেজন্য আমার মুখ থেকে কথাটা উঠছে। যা হোক মান-নীয় স্পীকাব মহাশয়, আমি এব উপব খুব বেশী কিছু বলতে চাই না। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এতে সাধিত হবে না যে যদি কোন উপাচার্য এতে থাকেন এবং সংগে সঙ্গে অন্যান্য ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলরবা এতে থাকেন বা তাঁদের মনোনীত লোক থাকলে কোন

ক্ষতি নাই. যদি থাকেন এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বলে নয় সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাঁদের প্রতিনিধিরা যদি থাকেন তাহলে আমার মনে হয় চুরি জোচ্চুরিটা কম হবে। আর যে রকম একচেটিয়া কর্তৃত্ব ইংরেজ আমলের খয়ের খাঁদের হাতে ছিল সেরকম যদি থাকে তাহলে দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য যত চেষ্টা করুন না কেন দুর্নীতি বন্ধ হবে না। মন্ত্রীমহাশয় অবশ্য বললেন ইলেকসান বর্জন করা হচ্ছে দুর্নীতি দূর করার জন্য। তা হবে না, ঐ একচেটিয়া ব্যাপার থাকলে আরো দুর্নীতি হবে। সে কথা বলেই আমি আমার এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছি। এখানে পলিটিক্সের নাম গন্ধ নেই, উপাচার্যের মধ্যে পলিটিক্স-এর নাম গন্ধ নেই, যে সমস্ত ইউনিভার্সিটির উপাচার্যের কথা বললাম তাঁদের মধ্যে পলিটিক্সের নাম গন্ধ নেই। বেলুড় মঠে পলিটিক্সের ব্যাপার নেই সেটা ওঁরা জানেন সে দিকে তাকিয়ে আমি আমার এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছি।

Shri Gour Chandra Kundu : Sir, I beg to move that in clause 5, sub-clause (f) of proposed section 6B, be omitted

I also move that in clause 5, in sub-section (l) of the proposed section 6B, the words "appointed by the State Government" be omitted

I also move that in clause 5, in sub-clause (m) of the proposed section 6B, the words "appointed by the State Government" be omitted

I also move that in clause 5, after sub-clause (m) of the proposed section 6B, the following be added :

"(n) one representative from Indian Medical Association, West Bengal Branch;

(o) one representative from Bengal Tuberculosis Association."

অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সবগুলি এ্যামেন্ডমেন্ট একসঙ্গে মুভ করছি। আমি প্রথমে এফ যেটা আছে সেটা উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। যেখানে বলা হচ্ছে যে

a representative of the State Government, not being the Director of Health Services.

রয়েছেন, তিনি তো স্টেট গভর্ণমেন্ট এর প্রতিনিধি। তা ছাড়া আরো অনেক লোক রয়েছে, আবার একটা স্টেট গভর্নমেন্টের বাড়তি লোকের কি দরকার? সেজন্য বলছিলাম স্টেট গভর্ন-মেন্ট এর যে বাড়তি লোকের কথা বলা হচ্ছে ওখানে অফিসার বাদ দিয়েও নিজেদের লোক ঢোকাবার ব্যবস্থা হবে, ওটা আমি বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী। ২ নং হচ্ছে এ্যাপয়েন্টেড বাই দি স্টেট গভর্ণমেন্ট। আমি আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম এ্যাপয়েন্টেড বললে কয়েকজনের কুক্ষিগত ব্যাপার হবে। সেজন্য ঐ জায়গাতে ইলেকসান করা হোক বা তাদের তরফ থেকে নমিনেট করে পাঠাক এইভাবে একটা ব্যবস্থা করা হোক। আর একটা হচ্ছে ডাক্তারদের সম্বন্ধে। মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে হ্যাঁ ডাক্তারদের নেব। ইত্যাদি ইত্যাদি সদিচ্ছা প্রকাশ করলেন ঐ যে রিপ্রেজেনটেটিভ অফ দি স্টেট গভর্ণমেন্ট আছে ওখানে ডাক্তারদের নেব। আমার এ্যামেন্ডমেন্ট যদি উনি গ্রহণ করে নেন ঐটা কেটে দিয়ে যে ওয়ান রিপ্রেজেনটেটিভ ফ্রম ইণ্ডিয়ান মেডিকাল এ্যাসোসিয়েসন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চ, এটা যোগ হোক যদি তাঁর কাজের সদিচ্ছা থাকে। অবশ্য তিনি তো আর মন্ত্রি থাকছেন না, পরবর্তী কে আসবেন জানি না তিনি তাঁর সদিচ্ছা কাজে পরিণত করবেন কিনা বলা যায় না। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে যেখানে রিপ্রেজেনটেটিভ অফ দি স্টেট গভর্ণমেন্ট বলা হচ্ছে এটা কেটে দিয়ে একটা মেডিক্যাল লোক নেওয়া হোক। আর একটা হচ্ছে টিউবার-ক্লোসিস এ্যাসোসিয়েসান। অরিজিন্যাল বইটার মধ্যে দেখলাম যে টিউবারক্লোসিস পেসেন্টদের এবং তাদের ফ্যামিলিদের সাহায্য করবার জন্য রেড ক্রস সোসাইটির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। অথচ সেই বি টি এ থেকে একটা প্রতিনিধি নেওয়া হচ্ছে না। এটা তো কমিউনিস্ট অর্গানাই-জেসান নয় বা বিরোধী অর্গানাইজেসান নয়। এতে মাননীয় রাজ্যপাল এবং আরো অনেকে আছেন। বি, টি, এ-এর একটা লোক এর মধ্যে কেন নেওয়া হচ্ছে না? আমি সেজন্য এই দুটি জিনিস ঢোকাতে বলছি, একটা হচ্ছে ওয়ান রিপ্রেজেনটেটিভ ফ্রম মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসান,

ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চ, আর একটা হচ্ছে ওয়ান রিপ্রেজেনটেটিভ ফ্রম বেঙ্গল টিউবারকুলসিস এ্যাসোসিয়েসান। এবং একটা আমি কেটে দেওয়ার পক্ষপাতী রিপ্রেজেনটেটিভ অফ দি স্টেট গভর্ণমেন্ট, এটার কোন প্রয়োজন নেই। আর ঐ এ্যাপয়েন্টেড কথাটা উঠিয়ে দেওয়ার আমি পক্ষপাতী। কারণ এ সম্বন্ধে আগেই বলেছি, আর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। ঐ এ্যাপোয়েন্টেড কথার মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু পার হয়ে যাবে এবং নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখার বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয় যে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন সেটা যদি আন্তরিক হয় তাহলে নিশ্চয়ই এই দুটো এ্যামেন্ডমেন্ট তিনি গ্রহণ করবেন বলে আশা করি।

[3-40—3-50 p m]

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার প্রথমেই অসুবিধা হচ্ছে যে এই ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটী এটার ভাল বাংলা কি হবে আমি জানি না—ভারতীয় লাল চিহ্ন, না কি একটু ভেবে দেখুন। আমি মাননীয় মন্ত্রি মহাশয়কে বলছি যখন বিল হবে তখন রেড ক্রস সোসাইটী বাংলায় কি রকম লিখবেন সেটা সুনীতিবাবুর সংগে পরামর্শ করে দিলে ভাল হয়।

এই যে সংশোধনী প্রস্তাব আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীননী ভট্টাচার্য দিয়েছেন যে সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে এই কমিটিতে রাখা হোক, আর রামকৃষ্ণ মিশনের যিনি কর্তা তাঁকে রাখা হোক, এ প্রস্তাব খুব ভাল প্রস্তাব এবং এটা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, কারণ যেখানে রেড ক্রসের সাহায্যপ্রাপ্ত দুগ্ধ চুরি হয়—সেখানে এমন সমস্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এই কমিটি করা উচিৎ যাঁদের সততার উপর সাধারণ মানুষের কোন সন্দেহ না থাকে। এটা একটা সত্য ঘটনা, আর্তের দেবার জন্য যে দুধ ভিক্ষা পাওয়া গেছে সেই দুধ বিতরণ করবার ভার যাদের উপর আছে তারা যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়—তাকে নিবারণ করবার একমাত্র উপায় সৎ মানুষ যাঁদের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা আছে। কাজেই এই রকম মানুষকে কমিটিতে নিয়ে যাওয়া উচিৎ। মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে এটা একটা অস্থায়ী বিল, এর পরে একটা সামগ্রিক বিল উনি প্রনয়ণ করবেন, এটা আমি বুঝতে পেরেছি—কিন্তু উনি আজকে এই রকম যে একটা সংশোধনী আইন এনেছেন এতে উনি আস্তে আস্তে সাধারণ মানুষের যে ক্ষমতা সেটা কেড়ে নিতে চান এবং এর পরে যে আইন আনবেন, আমি ভবিষ্যৎবাণী করে দিয়ে যাচ্ছি যে যেটুকুন বাকী আছে সেটুকুও তার দ্বারা কেড়ে নেবেন। উনি একেবারে অনেক কিছু গোলমাল হয় বলে এখন এই আইনটা এনেছেন এবং এতে নিজেদের দলীয় স্বার্থ আর নিজেদের দলের মধ্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখবার প্রচেষ্টা, সেটা একেবারে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে—সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। উনি বললেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জনাই নাকি এই সমস্ত দুর্নীতির অভি-যোগ এসেছে।

তাও কথা যদি হয় তাই বলে নির্বাচিত প্রতিনিধি কোন জায়গায় না হওয়া উচিত এই যদি তাঁর মনোভাব হয় সে সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। আজকে তাই আমি তাঁকে অনুরোধ করবো যে যদি তিনি এই রকম একটা ভাল প্রস্তাব, যে প্রস্তাবে ঐ রকম লোক যাঁরা অভিজ্ঞ, যাঁরা শিক্ষিত, যাঁরা সৎ, যাঁদের উপর মানুষের আস্থা আছে, এই রকম লোক যাঁরা আছেন তাঁদের কেন নেওয়া হবে না? সরকারের এত জোরই বা কেন? সরকার যা খুশী করবে এটাত বরদাস্ত করা উচিত নয়। অবশ্য এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে, ক্ষমতার যদি এইরকম অপব্যবহার করা হয় তাহলে এর পরে ভুগতে হবে। ভুগতে যে হচ্ছে না তাও নয়। আমি জানি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তাঁর সুনাম আছে, অবশ্য এই বিদায়ের সময় তাকে একথা আমি বলতে পারি তিনি জনপ্রিয় লোক, তিনি সৎ লোক। তিনি স্বাধীনচেতা লোক, অন্ততঃ আজকে যাবার আগে উনি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে উনি বলুন এই সরকারের যে নীতি এই সব আমি মানি না। আমি এখানে যতক্ষণ আছি আমি চাই যে যখন এই প্রস্তাব করা হয়েছে তখন এই প্রস্তাব আমি গ্রহণ করবো। এতে সকলেই তাঁর সুখ্যাতি করবে। আর যাবার সময় সরকারের এই মনোনয়ন প্রথাটার বিলোপ করে দিয়ে যান। সরকারের এই মনোনয়ন অত্যন্ত খারাপ জিনিষ। এ মানুষকে অমানুষ করে দেবার একটা রাস্তা। এই ভাবে বিদেশী সরকার তাদের রাজত্ব এতদিন

চালিয়েছে। কিন্তু এই স্বদেশী আমলে, আমাদের স্বাধীনতার পর, আমাদের জাতীয় সরকার যদি সেই বিদেশীর পথকে অনুসরণ করে চলে তাহলে তা লজ্জার কথা। ও'রা উত্তরে বলেন যে আমরাত জাতীয় সরকার, আমরা যা সাধারণ মানুষও তাই সুতরাং আমরা যা করবো লোকের ভালর জন্য করবো। এ আমরা প্রমাণ পেয়েছি কারণ লোকেরা আমাদের সব নির্বাচন করে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। এ কথার উত্তর ঠিক একথা নয়। সুতরাং আর বিশেষ কথা না বাড়িয়ে আমি এই অনুরোধ রাখছি যে মন্ত্রীমহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে এই সংশোধনী প্রস্তাব বা তার কিছু অংশ বা যতটা পারেন সেটা আপনি মঞ্জুর করুন বা নিয়ে নিন। কারণ এটাত অত্যন্ত আমাদের লজ্জার কথা যে এইখানে বিরোধী পক্ষ আজ এই এক বৎসর দেড় বৎসর মধ্যে কত প্রস্তাব করেছে, সংশোধণী প্রস্তাব, একটি কমা কিম্বা ফুলষ্টপ পর্যন্ত এই সরকার কোনদিনই তা অনুমোদন করেন নি বা এ্যাকসেপ্ট করেন নি। এ'রা গণতন্ত্রের বড়াই করেন। এই গণতান্ত্রিক সরকার যে কিভাবে পরিচালনা করছেন, গণতন্ত্রের মানে কি বুঝেছেন তা ও'রা জানেন। আমি এখনও অনুরোধ করছি এই শেষ কালে অন্ততঃ একটা বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আপনি বলুন মানুষের সুবিধার জন্যে আমি এই কাজ করবো। সাধারণ মানুষ আপনাকে পুজা করবে। সরকার যদি না করে তাতে কি এসে যায় আপনার। আজকে এই কথা বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। এখনও বলুন, ভগবানের চেয়ে বড় কেউ নয়, সরকারও নয়, আপনি মানুষের ভালবাসা পাবেন, মানুষের স্নেহ পাবেন। আপনি আজকে এই রকম একটা ভাল যে প্রস্তাব, সংশোধনী হয়েছে। আপনি সেটা মঞ্জুর করবেন, এবং তাহলে আমরা সকলে খুবই আনন্দিত হবো এবং মনে করবো গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষের একটা স্থান আছে। কিন্তু এখন অবধি তার কোন নিদর্শন আমরা পাই নি। এই বসি আর চলে যাই, আর চেঁচাতে হয় চেঁচাই। এটা একটু দেখবেন।

[3-50—4 p.m.]

দি অনারেবল ডাঃ প্রবোধকুমার গুহ :

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার বেশীর ভাগ কথাত আগে বলা হয়েছে, এখন যে কয়েকটি কথা নূতন এলো আমি সেইগুলিরই শুধু উত্তর দেবো। আমাদের একটি কথা উঠেছে যে ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস থাকা সত্ত্বেও আর একজন আমরা রিপ্রেজেনটেটিভ দিচ্ছি।
of the State Government not being the Director of Health Service,
এবং আর একটি কথা উঠেছে যে আমাদের ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলারদের কেন নিচ্ছি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি শুনে সুখী হবেন যে এই আর একটি সিট যেটা আছে অলরেডি আমরা বর্ধমান ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার, মিঃ গুহকে দিয়েছি।

আমাদের কংগ্রেস দলের কাউকেই এটা দেওয়া হয়নি। সুতরাং সেইভাবেই চলবে সেটা সকলে ধরে নিতে পারেন এবং এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে চারটি নমিনেশন হাতে থাকবে আমরা চেষ্টা করবো যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির রেক্টর বা ভাইস-চ্যান্সেলার যদি রাজী হন আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে দেবার চেষ্টা করবো—অন দি ফ্লোর অব দিস এসেম্বলী আমি সেটুকু আশ্বাস দিতে পারি। কিন্তু সব কটিই ভাইস-চ্যান্সেলারকে দিলে আমাদের অনেক বেশী সিট হয়ে যাবে ১৫ জনের জায়গায় অনেকগুলি লোক হয়ে যাবে। এছাড়া প্রত্যেক জেলা থেকে আমরা যদি একটা করে নিই তাতে একটা আন-হেলদি কমিটি হয়ে যাবে। এছাড়া আমার মনে হয় যে জেলা থেকে লোক নেবার দরকার আছে কিনা সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। কারণ প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে আমি খোঁজ নিয়ে এইমাত্র জেনেছি যে সেখানে রেড ক্রস সব জায়গাতে আছে। সুতরাং আমাদের যেখানে যেখানে যে সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট আলাদা আলাদা ইউনির্ভাসিটি আছে এর পর যখন কমপ্রিহেনসিভ বিল তৈরী হবে তখন সেখানকার থেকে নেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। তখন যে সমস্ত ভাইস-চ্যান্সেলার অন্যান্য জায়গাতে থাকবেন সেখানকার কাউকেই বাদ দেওয়ার কোন কোয়েশ্চেন এরাইজ করে না। তাঁকে নেওয়াই উচিত। কিন্তু সবাইকে আমাদের ষ্টেট কমিটিতে নিয়ে লাভ কি হবে? বরং যদি টি এ দিতে হয় তাহলে খরচ বাড়বে। অথচ ঠিক পলিসি মেকিংয়ের জন্য এত টাকা খরচ করা রেড ক্রসের দরকার আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আর পলিটিক্যাল পার্টির রিপ্রেজেনটেসনের সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি যে আমার নিজের ইচ্ছা যে কোন পলেটিক্যাল পার্টির লোক এখানে না থাকুক। কেন না এটা আমাদের পলেটিক্যাল এ্যাকটিভিটির জায়গা নয়। মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা কথা উঠেছে দুঃখের বিষয়ে যে আমাদের কংগ্রেস পার্টির থেকে যারা আছে এই যত গোলমাল হয়েছে সবই নাকি তাদের কাজ। আমি স্যার সে সম্বন্ধে বলবো যে আমি যতদুর জানি যে সৎ লোক, অসৎ লোক সব দলেই আছে। সুতরাং যত অসৎ লোক সকলেই কংগ্রেসে আছে অন্য দলে সবাই সৎ এটা বললে স্যার বাড়াবাড়ি হবে। এই জিনিসটা আমার মনে হয় বলা উচিত নয়। কেন না আমরা জানি অসৎ, সৎ লোক সব দলেই আছে। সুতরাং সেটা দলের উপর নির্ভর করে না। সেটা লোকের উপর নির্ভর করে। যদি একজন অসৎ হয় সে যদি কোনো দলে যায়—এবং সেই লোক গেলে সে সেখানেও অন্যায় করবে। সুতরাং আমাদের এই অসৎ লোকের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস পার্টিকে দোষ দেওয়াটা ন্যায়সংগত হবে না। তারপর রামকৃষ্ণ মিশনের রিপ্রেজেনটেটিভ নেওয়ার আপত্তি কি হতে পারে সেটা আগেই মাননীয় সভা বলে দিয়েছেন। প্রথমত হোল একটা সিট বেড়ে গেল, দ্বিতীয়ত রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে আমাদের কোন খারাপ ধারণা নেই, খুব ভাল ধারণা আছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, যাদের, উপর আমাদের খুব ভাল ধারণা আছে —কিন্তু এই রকম রিলিজিয়াস কি খৃষ্টান, কি মুসলিম —এই রকম রিলিজিয়াস সোসাইটি যারা রিলিফ করেন তারা সকলেই আসতে পারেন এবং কাউকেই আমরা বারণ করতে পারবো না। সুতরাং তাদের আমার মনে হয় কাউকেই না আনাটা সবচেয়ে ভাল হবে।

(মেম্বার বিরোধী পক্ষের ঃ কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনকে তো নেওয়া চলে।

রামকৃষ্ণ মিশন ভাল সেটা তো আমি বলছি বা ভারত সেবাশ্রমও ভাল এবং এই দুটোর সংগে আমি জড়িত আছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি যখন নিজে বলছি এদের এই ষ্টেজে এখানে না আনা ভাল। কিন্তু এর সংগে সহযোগিতা করে যদি রেড ক্রস কাজ করে তাহলে আমি খুশী হবো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তাই বলে যে ষ্টেট কমিটিতে এর রিপ্রেজেনটেটিভ নিতে হবে আমি সেটা স্বীকার করি না, কেন না এদের মধ্যে রিলিজিয়াস প্রীচিংস মাঝে মাঝে কোন কোন জায়গায় থাকে। সেটা আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্টের তথা ভারত সরকারের পলেসি যেটা আছে সেটার বিরোধী হয়ে যাবে বলে আমার মনে হয়। আমি কোন রকম রিলিজিয়াস প্রীচিংস করতে চাই না এবং রিলিফের মাধ্যমে কোন রিলিজিয়াস প্রীচিংস হয় আমি সেটা চাই না। সেজন্য যে কোন রিলিফ সোসাইটির সংগে কোন রকম যদি একটা রিলিজিয়াস প্রীচিংসএর সম্পর্ক থাকে আমার মনে হয় সেটা আমাদের পক্ষে নেওয়াও উচিত হবে না যদিও তারা যে কাজ করে তা খুব ভাল কাজ। বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম। এরা খুব ভাল কাজ করে।

কিন্তু আমরা যদি এইভাবে বাড়িয়ে যাই প্রত্যেক জেলা থেকে রিপ্রেজেনটেটিভ প্রত্যেক পলিটিক্যাল পার্টি থেকে একটা করে রিপ্রেজেনটেটিভ প্রত্যেক ইউনিভারসিটি থেকে একজন ভাইস-চ্যান্সেলার এর নমিনি এবং এই সমস্ত রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম —ভাল ভাল যে কয়টা ব্যবস্থা আমাদের আছে তাদের প্রত্যেকটার একটা করে রিপ্রেজনটেটিভ তাহলে স্যার, ৯৫টার জায়গায় আমাদের সভা সংখ্যা ৫০।৬০।৭০ হয়ে যাবে। এবং সেখানে আমাদের জেনারেল মিটিং যে কারণে বাদ দেওয়া হল ঠিক তার উল্টো ফল হবে। এই ম্যানেজিং কমিটিটাই জেনারেল মিটিং-এর কাজ করবে। এবং সেখানে তাড়াতাড়ি ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস-এর রিলিফ দেবার কাজে বড় বেশী ব্যাঘাত হবে। সেজন্য আমার পক্ষে এগুলি গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এবং তাছাড়া আমি আগেই বলেছি যে একটা কম্প্রিহেনসিভ বিল করা উচিত এবং সে জিনিষটা ১ বছরের মধ্যে না হলেও ১৷৷০ বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই করা উচিত। এবং সেই সময় যদি আমরা দেখি ডিফারেন্ট পারপাসেস-এর জন্য ডিফারেন্ট ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি হবে তখন যে সমস্ত ষ্ট্যানডিং কমিটিতে যে টাইপ-এর লোক দরকার হবে তারজন্য সেইভাবে প্রভিশান আমরা করতে পারব। এইটুকু বলে স্যার, আমি শেষ করছি।

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that in clause 5, in proposed section 6B, for clause (l), the following be substituted :

"(l) one representative from among the members of the Society from each district elected by the district Red Cross Society".

was then put and lost

The motions of Shri Abhoy Pada Saha—

that in clause 5, in proposed section 6B, for clause (l), the following be substituted ;

"(l) one representative from among the members of the Society from each district who shall be the inhabitant of rural area appointed by the State Government"; and

that in clause 5, in proposed section 6B, after clause (m) the following be added

"(n) one member of each political party who has represented the West Bengal Legislative Assembly and Council appointed by the political party concerned"

were then put and lost

The motion of Shri Nani Bhattacharjee that in clause 5, for sub-clause (c) of proposed section 6B, the following be substituted :

"(c) Vice-Chancellors of the Universities of Calcutta, Jadavpur, Kalyani, Burdwan and North Bengal and the Upacharya of Viswa Bharati, ex-officio;"

was then put and lost

The motion of Shri Gour Chandra Kundu that—

in clause 5, in sub-clause (l) of proposed section 6B be ommitted;

in clause 5, in sub-clause (l) of the proposed section 6B, the words "appointed by the State Government" be omitted;

in clause 5, in sub-clause (m) of the proposed section 6B, the words "appointed by the State Government" be omitted, and

in clause 5 after sub-clause (m) of the proposed section 6B, the following be added

"(n) one representative from Indian Medical Association, West Bengal Branch,

(o) one representative from Bengal Tuberculosis Association."

were then put and lost

(4—4-5 p.m.)

The motion of Shri Nani Bhattacharyya that in clause 5, after sub-clause (m) of proposed section 6B the following sub-clause be added

"(n) the President of Ramkrishna Mission, Belur, ex-officio"

was then put and a division taken with the following result —

NOES 87

Abdul Bari Moktar, Shri

Abdul Gafur, Shri

Abdul Latif, Shri

Ahamed Ali Mufti, Shri

Ashadulla Choudhury, Shri

Bankura, Shri Aditya Kumar
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerjee, Shrimati Maya
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Basu, Shri Abani Kumar
Bauri, Shri Nepal
Bazlur Rahman Dargapuri, Moulana
Beri, Shri Daya Ram
Bhagat, Shri Budhu
Blanche, Shri C. L.
Chakravarty, Shri Hrishikesh
Chatterjee, Shri Mukti Pada
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Chunder, Dr. Pratap Chandra
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanai Lal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radhanath
Das, Shrimati Santi
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Das Gupta, Dr Susil
Dhar, Shrimati Charu Shila
Dhara, Shri Sushil Kumar
Dutta, Shri Asoke Krishna
Dutta, Shrimati Sudha Rani
Guha, The Hon'ble Dr Prabodh Kumar
Halder, Shri Jagadish Chandra
Hansda, Shri Debnath
Hazra, Shri Parbati Charan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Ishaque, Shri A K M
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Lutfal Haque, Shri
Mahammed Giasuddin, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahata, Shri Debendra Nath
Maitra, Shri Anil

Maity, Shri Bijoy Krishna
Maity, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, Shrimati Niharika
Mitra, Shrimati Biva
Mitra, Dr. Gopikaranjan
Mondal, Shrimati Santilata
Mondal, Shri Sishuram
Mookerjee, Shri Naresh Nath
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, Shri Shankar Lal
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Ardhendu Shekar
Noronha, Shri Clifford
Pandit, Shri Krishna Pada
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Roy, Shri Gonesh Prosad
Roy, Dr Indrajit
Roy, Shri Nepal Chandra
Roy, Shri Pranab Prosad
Roy Shri Tara Pada
Saha, Shri Dhaneswar
Saren Shri Mangal Chandra
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sarker, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Bijesh Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shamsul Bari, Shri Syed
Singha, Shri Hiralal
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tushar
Wangdi, The Hon'ble Tenging

AYES—21

Bagdi, Shri Lakhan
Banerjee, Shri Bejoy Kumar
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Hemanta Kumar

Bhattacharjee, Shri Nani
Das, Shri Nikhil
Das, Shri Shambhu Gopal
Guha, Shri Kamal Kanti
Halder, Shri Hrishikesh
Kundu, Shri Gour Chandra
Mahata, Shri Padak
Mahato, Shri Girish
Majhi, Shri Kandru
Mandal, Shri Adwaita
Mondal, Shri Bijoy Bhusan
Mondal, Shri Dulal Chandra
Murmu, Shri Nathaniel
Ray, Shri Birendra Narayan
Roy, Dr. Narayan Chandra
Saha, Shri Abhoy Pada
Soren, Shri Suchand

The Ayes being 21 and the Noes 87, the motion was lost

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 6 to 11

The question that Clauses 6 to 11 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to

The Hon'ble Prabodh Kumar Guha : Sir, I beg to move that the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963, as settled in the Assembly, be passed

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু : স্যার, অরিজিন্যাল বিল এ যেটা আছে এবং আমি যেটা বলতে চাই তার মধ্যে কনট্রাডিকসন আছে বলে আমি সেটা আর একবার পয়েন্ট আউট করতে চাই। সেকসন ফোরএ আছে

As soon as conveniently may be after their appointment, the first members of the Society shall at a meeting to be summoned by the Governor of Bengal and held for that purpose, appoint persons from among themselves to be the first members of the Managing Body

অর্থাৎ এ'দের যে ম্যানেজিং বডি হবে সেটা গভর্ণর কল করবেন এবং মেম্বার ঠিক করবেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে দি ম্যানেজিং বডি স্যাল কনসিস্ট অফ সাচ এ্যাণ্ড সাচ পার্সনস্। তাহলে কোনটা কার্যকরী হবে? আমার মনে হয় অরিজিন্যাল বিলের এটা বাদ দিলে ভাল হোত এবং সেই ডিসক্রিপেনসীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

দি অনারেবল ডঃ প্রবোধকুমার গুহ : স্যার, আমার যা বলার ছিল তা আগেই বলেছি যে, আমাদের যে আইন আছে তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

The motion of the Hon'ble Prabodh Kumar Guha that the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963, as settled in the Assembly, be passed was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 4-5 p.m. till 12 noon on Friday, the 6th September, 1963, at the Legislative Building, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Legislative Building, Calcutta, on Friday, the 6th September, 1963, at 12 noon.

Present:

Mr Speaker (The Hon'ble KESHAB CHANDRA BASU) in the Chair, 11 Hon'ble Ministers, 6 Hon'ble Ministers of State, 8 Deputy Ministers and 170 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[12—12-10 p.m.]

Refugee families of Cooper's Camp, Nadia

***383.** (Admitted question No. *1408.)

শ্রীগৌরচন্দ্র কুন্ডু : উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়া অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নদীয়া জেলার কুপার্স ক্যাম্প হইতে এ পর্যন্ত কত ক্যাম্প রিফিউজী ফ্যামিলিজ দণ্ডকারণ্যে ও বাংলার বাহিরে পুনর্বাসনে গিয়াছে,

(খ) গত ১৯৫৮ সাল হইতে এ পর্যন্ত উক্ত ক্যাম্পে কত পরিবারের উপর দণ্ডকারণ্য ও বাংলার বাহিরে পুনর্বাসনে যাইবার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে?

(গ) নোটিশ প্রাপ্ত কত পরিবার দণ্ডকারণ্যে যাইতে অস্বীকার করিয়াছেন,

(ঘ) যাহারা দণ্ডকারণ্যে যাইতে অস্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের সরকারী ডোলস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে কি,

(ঙ) বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে কতদিন যাবৎ বন্ধ আছে,

(চ) উক্ত কুপার্স পি এল হোমসে বর্তমানে কত ক্যাম্প ইনমেটস্ আছেন,

(ছ) উক্ত হোমসে কত স্টাফ আছেন, এবং

(জ) অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-এর মাসিক মাহিনা ও অন্যান্য অ্যালাওয়েন্স বাবদ গত দশ মাসের প্রতি মাস কত খরচ হইয়াছে?

The Hon'ble Abha Maiti:

(ক) (১) দণ্ডকারণ্যে ৬৮৫ পরিবার এবং (২) বাংলার বাহিরে অন্যান্য দেশে ১০,৫৬৩ পরিবার।

(খ) (১) দণ্ডকারণ্যে ২,০০৪ পরিবার এবং (২) উত্তরপ্রদেশের ৪০৮ পরিবার।

(গ) ১,৩১৯ পরিবার।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) ১৫।১০।৬১ তারিখ হইতে ডোল্‌স বন্ধ আছে।

(চ) এই পি এল হোম্‌সে ৭২০ পরিবার অথবা ২,৫৭৭ জন উদ্বাস্তু আছে।

(ছ) ১৩০ জন।

(জ) প্রতিমাসে মাহিনা ৭০০্ এবং প্রতি মাসে ভাতা ১২্।

Shri Cour Chandra Kundu:
এই যে নোটিশ প্রাপ্ত যাদের কথা বললেন তাদের মধ্যে ৯টি পরিবার দণ্ডকারণ্যে যানান। যাদের ডোল '৬১ সাল থেকে বন্ধ আছে, তারা কেটেগরি চেঞ্জ করবার জন্য পুনর্বাসন দপ্তরে দরখাস্ত করেছে এবং সেই দরখাস্তগুলি বিবেচনা করছেন কি সরকার বাহাদুর?

The Hon'ble Abha Maiti:
বর্তমানে বিবেচনা করা হচ্ছে না।

Shri Cour Chandra Kundu:
সরকার কি জানেন একথা, এই যে কলোনীগুলিতে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা কেটেগরি চেঞ্জ করে কেউ তাঁত, কেউ বিড়ির কাজ, বা বিভিন্ন রকমের চাকরী জোগাড় করে নিয়ে কোন রকমভাবে দিনযাপন করছেন এবং তারা বলছেন যে আমাদের একটু পুনর্বাসনের এখানে সুযোগ দেওয়া হোক। এই সুযোগ কেন দেওয়া হচ্ছে না, সরকারের নীতিটি কি এসম্বন্ধে?

The Hon'ble Abha Maiti.
সরকারের নীতি হচ্ছে এদের সকলকেই চাষী পরিবার হিসাবে দণ্ডকারণ্যে পাঠান এবং পাঠাবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং আমরা আশা করি যে তাঁরা যাবেন ভবিষ্যতে?

Shri Cour Chandra Kundu:
সরকার কি একথা জানেন যে ১৫ বৎসর আগে যাঁরা পাকিস্থান থেকে এসেছেন তাঁরা পাকিস্থানে চাষবাস করলেও এখানে এসে তাদের পেশা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে?

The Hon'ble Abha Maiti:
যখন অনুসন্ধান করতে যাই তখন তাঁরা চাষী পরিবার হিসাবেই লিখিয়েছিলেন।

Shri Birendra Narayan Ray:
এই ১৩০৯টি পরিবারকে কতদিন থেকে ক্যাস ডোল বন্ধ করেছেন?

The Hon'ble Abha Maiti:
আমি আগেই বলেছি ১৫।১০।৬১ তারিখ থেকে।

Shri Gopal Banerjee:
এই মন্ত্রিমহোদয়া বললেন যে বর্তমানে বিবেচনা করা হচ্ছে না কেটেগরি চেঞ্জ করাটা কিন্তু ওঁরা কি শীঘ্রই বিবেচনা করবেন?

The Hon'ble Abha Maiti:
আমি ত বলেছি যে বর্তমানে করছিনা। ভবিষ্যতে কি হবে তা এখন কি করে বলবো।

Shri Gopal Banerjee:
করবার কথা চিন্তা করছেন কিনা সেটাই জানবার কথা।

The Hon'ble Abha Maiti:
না, সেটা আমি আগেই বলেছি।

Shri Cour Chandra Kundu:
৭২০টি পরিবারের জন্য ৮০০ টাকা মাইনে দিয়ে অফিসার রাখার কারণটা কি?

The Hon'ble Abha Maiti:
এখনও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ আছে সেইজন্যে।

Shri Cour Chandra Kundu:
কি কি কাজ আছে জানাবেন কি?

The Hon'ble Abha Maiti:
নোটিশ দেবেন বলে দেবো।

Dr. Narayan Chandra Ray:
এতে কি বুঝতে হবে যে সেখানে অফিসার রাখা হয়েছে সরকার থেকে এবং ৮০০ টাকা মাইনেও দেওয়া হচ্ছে অথচ সরকার জানেন না তাঁরা কি কাজ করেন?

The Hon'ble Abha Maiti:
কাজ অনেক রয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন দীর্ঘদিন ধরে বহু লোক সেখানে ছিল। অনেক হিসাবপত্র এখনও আমাদের বাকী রয়েছে. এইসব কাজ যতক্ষণ না সুষ্ঠুভাবে করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বাধ্য হয়ে রাখতে হবে।

Shri Gopal Banerjee:
যে সমস্ত নোটিশপ্রাপ্ত পরিবার সেখানে রয়েছে তাদের দণ্ডকারণ্যে নিতে কতদিন সময় লাগবে?

The Hon'ble Abha Maiti:
আমরা যেমনভাবে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট বলছেন, সেইভাবে পাঠাচ্ছি। আশা করি বছর দুয়েকের মধ্যে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো।

Shri Gopal Banerjee:
এই যে বছর দুয়েক লাগবে এই সময় কি তাদের কোন সাহায্য করা হবে? তারা ত নিজেদের দোষে যাচ্ছে না তাও নয়। এদের নিতে পারা যাচ্ছে না। সুতরাং এদের কি কোন সাহায্য দেবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে?

The Hon'ble Abha Maiti:
না।

Loans to refugee families of Ranaghat subdivision

*384. (Admitted question No. *1409.)

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু: উদ্বাস্তু বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমায় এ পর্যন্ত কত উদ্বাস্তু পরিবার এইচ বি এবং এস টি লোনস পাইয়াছেন,

(খ) উক্ত লোনস-এর টাকা আদায় করিবার জন্য রানাঘাট মহকুমায় এ পর্যন্ত কত সার্টিফিকেট কেস হইয়াছে ও কত সার্টিফিকেট জারী হইয়াছে, এবং

(গ) জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি ও জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই সার্টিফিকেট জারী বন্ধ করার কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন কি?

The Hon'ble Abha Maiti:
(ক) নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমায় এ পর্যন্ত ১,৪৫,৩৯০ পরিবারকে এইচ বি লোন দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পরিবারের মধ্যে ৩৫,২৯০ পরিবারকে এস টি লোন দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উক্ত লোন-এর টাকা আদায় করিবার জন্য এ পর্যন্ত ৪৫৯৯ সার্টিফিকেট কেস ফাইল করা হইয়াছে। উক্ত কেস-এর মধ্যে ২,৪১৩ কেস-এর ৭ ধারার নোটিশ জারী করা হইয়াছে।

(গ) সরকারী আদেশ অনুসারে জনসাধারণকে সহজ কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করিবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে এবং এ বিষয়ে জনসাধারণের আর্থিক সংকটের দিকেও লক্ষ্য রাখা হইতেছে।

Shri Gour Chandra Kundu:
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উদ্বাস্তু ঋণ মকুব করবার জন্য কোন সুপারিশ পাঠিয়েছেন কি?

The Hon'ble Abha Maiti:
হ্যাঁ, অনেকদিন আগেই পাঠান হয়েছে।

Shri Gour Chandra Kundu:
সেটা কত তারিখে পাঠান হয়েছে অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

The Hon'ble Abha Maiti:
সঠিক তারিখ এখন আমি বলতে পারবো না। নোটিশ দিলে বলতে পারবো।

Shri Gour Chandra Kundu:
কোন সালে, কত বৎসর আগে পাঠান হয়েছে?

The Hon'ble Abha Maiti:
প্রায় তিন বৎসর আগে পাঠান হয়েছে।

Shri Gour Chandra Kundu:
তিন বৎসরের মধ্যে এইসব সার্টিফিকেট জারী করা হয়েছে কি?

The Hon'ble Abha Maiti:
অনেক জায়গায় যেমন যেমন প্রয়োজন হয়েছে সার্টিফিকেট জারী করা হয়েছে।

Shrimati Santi Das:
মন্ত্রিমহোদয়া জানাবেন কি, একথা কি ঠিক যাদের উপর সার্টিফিকেট জারী করা হয়েছে তাদের ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেসন হয়ে গিয়েছে এই কারণে সার্টিফিকেট জারী করা হয়েছে?

The Hon'ble Abha Maiti:
সার্টিফিকেট জারী করা হয়েছে, তাদের ইকোনমিক কণ্ডিসন সুষ্ঠু কি সুষ্ঠু নয় তা দেখে নয়। সার্টিফিকেট জারী করা হয় যাতে এটা তামাদি না হয়ে যায়।

Shri Gopal Banerjee:
সার্টিফিকেট করে আজ পর্যন্ত কত টাকা আদায় করা হয়েছে?

The Hon'ble Abha Maiti:
এর আগে আমি একবার এই হাউস-এ বলেছিলাম যদি নোটিশ দেন তাহলে বলতে পারবো, অফহ্যাণ্ড বলতে পারবো না।

Dr. Narayan Chandra Ray:
তামাদি বন্ধ করার জন্য যদি হয় তাহলে এর মধ্যে সরকারের উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারবো কি, যে এটা টাকা আদায় নয়, যাতে ল্যাপস না করে সেইজন্য?

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমিত আগেই বলেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার চান না যে যাঁরা অল্প অল্প টাকা নিয়েছেন তাঁদের উপর পীড়ন করে টাকা আদায় হয়। ববং তাঁরা চান যে অল্প টাকা যাদের দিয়েছিলাম তাদের ঋণ মকুব হয়। সেই ধরণের কাজ যাতে করতে পারেন ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট লোন মকুব যাতে করতে পারেন, সেই ব্যবস্থাই আমরা নিচ্ছি।

Dr. Narayan Chandra Ray:
তিন বৎসর আগে যেটা ভারত সরকারকে জানিয়েছেন, এই তিন বৎসরের মধ্যে আবার নূতন করে তার কোন রিমাইণ্ডার কি গিয়েছে?

The Hon'ble Abha Maiti:
অনেকবার গিয়েছে। কিছুদিন আগে যখন মিঃ খান্না এখানে এসেছিলেন তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে এবং আমরা মনে করছি শীঘ্রই একটা সন্তোষজনক উত্তর তাদের কাছ থেকে পাবো।

Shri Gour Chandra Kundu:
সার্টিফিকেট জারী করে টাকা আদায় করাটা কি সরকার পীড়নমূলক ব্যবস্থা বলে মনে করেন না?

The Hon'ble Abha Maiti:
এটাত মতামতের ব্যাপার।

Shri Kamal Kanti Guha:
কত টাকা পর্যন্ত ঋণ আপনারা মকুব করবার সুপারিশ করেছেন?

The Hon'ble Abha Maiti:
ডিটেইলস যদি জানতে হয় তাহলে নোটিশ দিতে হবে।

Shri Nani Bhattacharjee:
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়া কি বলবেন এই যে সার্টিফিকেট কেস ফাইল করা হয়েছে এই ফাইল করা এবং জারী করার মধ্যে নিশ্চয়ই তফাৎ আছে, সুতরাং ফাইল করা হয়েছে তার পরিমাণ আমরা বুঝলাম ৪৫০৯ কিন্তু সার্টিফিকেট জারী কয়টি কেসএ করা হয়েছে?

The Hon'ble Abha Maiti:
নোটিশ দেবেন।

Shri Nani Bhattacharjee:
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখানে ঐ ৩৮৪ নং এডমিটেড কোশ্চেন ১৪০৯ এ (খ) তে বলা হচ্ছে উক্ত লোকদের টাকা আদায় করিবার জন্য রাণাঘাট মহাকুমায় এ পর্যন্ত কত সার্টিফিকেট কেস হয়েছে ১ নং এবং কত সার্টিফিকেট জারী হয়েছে? সুতরাং আমি মনে করি ওটার উত্তর দেওয়া উচিত।

The Hon'ble Abha Maiti:
এতে রয়েছে ৪৪১৩। এর থেকে বেশী কিছু জানতে হলে নোটিশ দিতে হবে এই কথাই আমি আপনাকে বলেছি।

[12-10—12-20 p.m.]

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : মন্ত্রীমহাশয়া বলেছেন নোটিশ দিলে তিনি ডিটেলস বলবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : মন্ত্রীমহাশয়া কি জানেন অনেক জায়গায় পীড়নমূলকভাবে আদায় করা হচ্ছে?

দি অনারেবল আভা মাইতি : পীড়নমূলকভাবে আদায় করা হয় নি।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : যদি ঘটনা দিতে পারি তাহলে আপনি কি তদন্ত করবেন।

দি অনারেবল আভা মাইতে : হ্যাঁ তদন্ত করব।

শ্রীগৌর কুণ্ডু : মন্ত্রীমহাশয়া এ খবর জানেন কি যে, যে সমস্ত রিফিউজীদের উপর সার্টিফিকেট জারী করা হয়েছে বা হচ্ছে তাদের গড় আয় দিন প্রতি এক টাকা চার আনা হয় কিনা সন্দেহ?

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমার জানা নেই।

শ্রীগৌর কুণ্ডু : মন্ত্রীমহাশয়া এ খবর জানেন কি বাজারে এক টাকা সের চাল এবং অন্যান্য জিনিসের দাম বৃদ্ধির ফলে এই সমস্ত লোক এক বেলা খায় এবং আর এক বেলা খায় না?

দি অনারেবল আভা মাইতি : এ প্রশ্ন থেকে এই প্রশ্ন ওঠে না। যাহোক, তামাদি যাতে না হয় সেই সার্টিফিকেট জারী করা হচ্ছে।

শ্রীমতী শান্তি দাস : মন্ত্রীমহাশয়া জানালেন যে, এই লোনগুলো যাতে মকুব করা হয় তার জন্য পশ্চিমবংগ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে চেষ্টা করছেন এবং তারজন্য আমরা পশ্চিমবংগ সরকার এবং বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী এবং পুনর্বাসন মন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার বন্ধু গৌর কুণ্ডু বললেন যে তাদের আয় এক টাকা চার আনারও কম দৈনিক এবং এটা হচ্ছে রানাঘাট সাব-ডিভিসন উদ্বাস্তু পরিবেষ্টিত এলাকা। কাজেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাদের টাকা যাতে মকুব করা হয় তার জন্য সদা সর্বদা চেষ্টা করবেন কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমরা বলেছি যাদের ঋণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত তাদের ঋণ যেন মকুব করা হয় এবং এর জন্য আমরা বিশেষ করে চেষ্টা করব।

শ্রীমতী শান্তি দাস : ঋণের সংখ্যা যেটা বললেন সেটা কি ইনক্লুডিং হাউস বিল্ডিং লোন, বি, টি, লোন, ল্যাট্রিন লোন বাবদ, না শুধু বিজনেস লোন বাবদ?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : ডিটেলস্ বলতে পারব না। তবে এক হাজার টাকা ঋণ মকুবের কথা বলেছি এবং এখনও সে বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত হয় নি।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন এইচ, বি, লোন ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩১০ হাজার পরিবারকে দেওয়া হয়েছে এবং এস, টি, লোন ৩৫ হাজার ৯০টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই এইচ, বি, লোন এবং এস, টি লোন-এর জন্য কতগুলো পরিবার ঝুলেছে?

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমি বলেছি—তবে যদি আলাদা করে বলতে হয় তাহলে নোটিশ চাই।

শ্রীগোপাল ব্যানার্জী : মন্ত্রীমহাশয়া বলেছেন যারা ঋণ নিয়েছে তাদের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য সহজসাধ্য কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই সহজসাধ্য কিস্তির ব্যাপারে ডিসট্রিক্ট অফিসারদের ইনস্ট্রাকসন দেওয়া হয়েছে কিনা?

দি অনারেবল আভা মাইতি : ইনস্ট্রাকসন দেওয়া হয়েছে এবং গরু, বাছুর নিয়ে যাতে টানা হেঁচড়া না করে তার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রীগোপাল ব্যানার্জী : ডিস্ট্রিক্ট অফিসারদের কি ধরনের ডাইরেকসন দেওয়া হয়েছে? তাঁদের কি শুধু জেনারেল ইনস্ট্রাকসন দেওয়া হয়েছে?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমাদের সমস্ত নির্দেশ জেলা শাসকের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

"Build Your Own House Scheme" in Saktipur Block No. II

***385.** (Admitted question No. *1447.)

শ্রীদেবশরণ ঘোষ: সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ-পূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা দু' নম্বর শক্তিপুর ব্লক এলাকায় গত বছরে বিল্ড ইওর ওন হাউস স্কীম অনুযায়ী যে সমস্ত গৃহ নির্মিত হইয়াছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য হিসাবে প্রাপ্য টাকা আজও দেওয়া হয় নাই; এবং

(খ) সত্য হইলে, কেন দেওয়া হয় নাই এবং কবে নাগাদ দেওয়া হইবে?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : (ক) হাঁ, ইহা আংশিক সত্য কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা এখনও দেওয়া হয় নাই।

(খ) যাহারা গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কিছু লোক আবেদন না করার দরুণই টাকা পান নাই। আবেদন করিলে পরেই ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক তাহাদের প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিবেন।

শ্রীদেবশরণ ঘোষ : গত বছর এই ব্লক এলাকায় স্কীম অনুযায়ী কত লোককে ঘর দেওয়া হয়েছিল?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : বেলডাঙা দু নম্বর ব্লকে ১৯৬২-৬৩ সালে ৪৪টি পরিবার নিজ বাড়ী তৈরী করেন ও এই পরিকল্পনায় যোগদান করেন।

শ্রীদেবশরণ ঘোষ : যে সমস্ত লোকজন বাড়ী তৈরী করছেন, অল্প কিছু কাজ বাকী আছে তাদের আর্থিক দুর্গতির জন্য বাকী কাজ সম্পন্ন করতে পাচ্ছেন না, তারা যাতে বাকী টাকা পান তার জন্য সেই টাকা পাইয়ে দেবার চেষ্টা করবেন কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমাদের বিল্ড ইওর ওন স্কীম অন্যভাবে আরম্ভ করেছি, তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, প্রথম শ্রেণী হচ্ছে ভূমিহীন চাষী বা শ্রমিক, অথবা যাহাদের মোট বাৎসরিক আয় ৫০০ টাকা পর্যন্ত। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে যাহারা তিন একর পর্যন্ত জমির মালিক অথবা জমি যদি না থাকে তাহলে সমস্ত দিক থেকে যাহাদের বার্ষিক আয় ৫০১ থেকে ৭৫০ টাকা পর্যন্ত। আর তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে যাহাদের তিন একরের বেশী জমি আছে অথবা জমি যদি না থাকে যাহাদের আয় সমস্ত দিক থেকে বার্ষিক আয় ৭৫০ টাকার বেশী। কাজে কাজেই গভর্নমেন্ট সবাইকেই টাকা দেন না সর্ব ক্ষেত্রে। যদি কেউ ইট নিজেরা তৈরী করে তাহলে প্রথমে কয়লা দেওয়া হয় ইট পোড়াবার জন্য, তারপর ইট পোড়ান হয়ে গেলে তারা আবেদন করবে যে ইট পোড়ান হয়ে গেছে তারপর কিছু পরিমাণ সিমেন্ট দেওয়া হয়, তারপর দেওয়াল টেওয়াল হলে পর তাদের টিন দেওয়া হয়। এই নীতিই আমরা গ্রহণ করেছি।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন যে স্কীমটা অন্যভাবে চালু হয়েছে এর আগে কি ছিল?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আগে আমাদের বিল্ড ইওর ওন স্কীম ছিল যেটা আমাদের স্বর্গতঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আরম্ভ করেছিলেন সেটা হচ্ছে বন্যা প্রপীড়িত পরিবার যারা তারা যদি নিজের হাতে ইট তৈরী করে তাহলে তাদের কয়লা দেওয়া হবে ইট পোড়াবার জন্য, তারপর ইট পোড়ান হয়ে গেলে টিন দেওয়া হবে উপরটা ছাইবার জন্য, কাঠ দেওয়া হবে দরজা জানালার জন্য, সামান্য পরিমাণ সিমেন্টও দেওয়া হয়। সেই সমস্ত খরচই সরকার দেবে, যেহেতু তারা বন্যা প্রপীড়িত। যখন ১৯৫৯ সালে বন্যা হয় তখন এই স্কীমটা চালু হয় কিন্তু ১৯৬০ সালের শেষ দিকে আমরা বলি সর্ব ক্ষেত্রে এই স্কীমটা চালু করবো শুধু বন্যা প্রপীড়িতদের ক্ষেত্রেই নয়।

শ্রীদেবশরণ ঘোষ : এই স্কীমটি ১৯৬৪ সালের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এই স্কীমে যত সাড়া আমরা বন্যার পর পেয়েছিলাম তত সাড়া আর পাচ্ছি না, ছড়িয়ে ছড়িয়ে যদি লোকেরা করে তাহলে তাদের জিনিসপত্রের যোগান দেওয়া মুস্কিল সেজন্য এই স্কীমটা আর চলবে বলে আমরা মনে করি না।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি জেলার সংশ্লিষ্ট অফিসাররা এখন বলে দিচ্ছে এই স্কীমটা আর চালু নেই?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : বললামতো যে এই স্কীমটা আর আমরা চালু রাখতে চাচ্ছি না এজন্য যে একটা লোক একটি গ্রামে করল, তারপর ৬টি গ্রামের পর আর একজন করল। আমরা চেয়েছিলাম কমপ্যাক্ট এরিয়াতে যদি লোকে করে তাহলে তাদের কয়লা কাঠ টিন ইত্যাদি দেওয়ার, সরবরাহ করতে দেখাশুনা করতে সুবিধে হয়, কিন্তু এখন দেখছি ডিস্ট্রেস যখন বেশী ছিল তখন এই স্কীমটাকে যেভাবে গ্রহণ করেছিল এখন আর সেভাবে গ্রহণ করছে না।

[12-20—12-30 p.m.]

শ্রীঅবনীকুমার বসু : আমি জানতে চাচ্ছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এটা বিবেচনা করবেন কি যে যদি এক সংগে একটা কমপ্যাক্ট এরিয়া থেকে দরখাস্ত আসে তাহলে তিনি এটা কি বিবেচনা করবেন?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : যদি অনেক দরখাস্ত একটা কমপ্যাক্ট এরিয়া থেকে হয় তাহলে নিশ্চয়ই এই পরিকল্পনাকে পুনরুজ্জিবিত করতে পারি।

শ্রীদেবশরণ ঘোষ : যারা ভূমিহীন কৃষক তাদের মধ্যে যারা এই স্কীম অনুযায়ী ঘর করেছে এবং প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে হয়তো অল্প কিছু প্লাষ্টার ইত্যাদি বাকী আছে—টাকার জন্য করতে পারছে না—আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি যে সেই টাকা তাদের দিলে কাজ শেষ করে ফেলতে পারতো—এই রকম কোন ব্যবস্থা করছেন কি না?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমাদের নূতন পরিকল্পনার কথা যা একটু আগে পড়ে শুনলাম তাতে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা আবেদন করলে পর নিশ্চয়ই টাকা পাবে এবং যাতে টাকা পান তার ব্যবস্থা করবো।

শ্রীদেবশরণ ঘোষ : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে যারা দরখাস্ত করে তাদের টাকা দেওয়া হয় নি—আমি জানতে চাচ্ছি যে ব্লক অফিসের যারা কর্মচারী আছে তাদের ঘুষ না দেওয়ার জন্য তারা টাকা পয়সা পান নি এটা কি তিনি জানেন?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এই রকম কোন অভিযোগ আমি পাই নি। মাননীয় সদস্য যদি এই রকম অভিযোগ লিখিতভাবে দেন তাহলে সেই কর্মচারীর শাস্তি বিধান করা হবে।

শ্রীব।লেন্দ্রনারায়ণ রায় : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে একসংগে নূতনভাবে এ্যাপ্লাই করলে তিনি বিবেচনা করবেন। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে যখন কাজ সুরু করেছিল তখন পূর্ণ স্কীম চালু ছিল এবং সেটাকে হঠাৎ রিজেক্ট করে দেওয়াতে তারা মুস্কিলে পড়েছে।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : মাননীয় সদস্য মহাশয় আমার কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন নি—আমরা তাদের নূতনভাবে আবেদন করতে বলি নি—এমন হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে তারা ইট তৈরী করেছে কয়লা পেয়েছে কিন্তু আর কাজ এগোয় নি—কারণ প্রত্যেকবার এক একটা অংশ সম্পূর্ণ করে দরখাস্ত করতে হয়—আমি বলছি এই সমস্ত ব্যক্তি যাদের কাজ অসম্পূর্ণ আছে তারা আবেদন করলে পর নিশ্চয়ই টাকা পাবেন।

শ্রীব।লেন্দ্রনারায়ণ রায় : বেলডাঙ্গার আমাদের মাননীয় প্রতিনিধি বারবার বলেছেন যে যেসব পরিবার প্রায় শেষ করে ফেলেছে তাদের টাকা দেবেন কিনা—সে সম্বন্ধে উত্তর দিচ্ছেন ক্যাটাগরিক্যালি 'না' কিনা সেই জন্য বলছি—

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : একটু আগেই বলেছি যারা প্রায় শেষ করে ফেলেছে তারা যদি এই স্কীম অনুসারে যোগ্য হন নিশ্চয়ই দেওয়া হবে।

শ্রীঅভয়পদ সাহা : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে কাঁদি মহকুমা বন্যা পীড়িত অঞ্চল এবং সেই অঞ্চলে ব্লক অফিস আছে সেই ব্লক অফিসে হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে আছে সেই দরখাস্ত এখনও বিবেচিত হয় নি—আমি বলছি যে তিনি যে বলছেন সহযোগিতা করবার কথা বলছেন কিন্তু ঐসব যে হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে আছে তার বিবেচনা করবার কোন পরিকল্পনা করবেন কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : একথা কতদূর সত্য আমি জানি না—১৯৫৬ সালে কাঁদি মহকুমায় বন্যা হয়েছিল আবার ১৯৫৯ সালে কাঁথি মহকুমায় বন্যা হয়েছিল এবং আমি সব জায়গা ঘুরেছি—কিন্তু ১৯৬০ সাল গেল, ১৯৬১ গেল ১৯৬২ গেল এবং আমি যতদূর জানি ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত উৎসাহ খুব লক্ষ্য করেছিলাম এর পর আমি আর উৎসাহ দেখি নি এবং একথাও বলবো না যে কাঁদি মহকুমায় চিরকাল বন্যা হয় ১৯৫৯ সালের পর ১৯৬০-৬১-৬২ তিন বছরই বন্যা হয় নি—তবে আবার হবে কিনা জানি না। কাজেই যদি মাননীয় সদস্যের কথাতেই বন্যা প্রপীড়িত অঞ্চল ধরে নিই তাহলে তারা এই নূতন স্কীম অনুযায়ী দরখাস্ত করলে পর একটা কমপ্যাক্ট এরিয়া থেকে তাহলে টাকা পাবেন।

শ্রীঅভয়পদ সাহা : পুরানো যে দরখাস্ত ছিল সেগুলি কি বাতিল হয়ে যাবে—খোঁজ করে দেখবেন কি যে কোন দরখাস্ত আছে কিনা ?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : দেখবো।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে বলবেন কি যে এই যে পর পর ২টি পরিকল্পনা হোল বিল্ডিং লোন স্কীম—এই দুটি পরিকল্পনাই কি ব্যর্থ হয়ে গেছে ?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : মোটেই নয়—(মাননীয় সদস্যকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখায়) —মাননীয় সদস্য যদি উপবেশন করেন তাহলে বলতে পারি- আমাদের পর পর দুটি পরিকল্পনাই খুব স্বার্থকতা লাভ করেছে এবং আমার যতদূর মনে হয় প্রায় ৪৭ হাজার পরিবার নিজে ইট তৈরী করে সরকারের কাছ থেকে কয়লা পেয়েছে, কাঠ পেয়েছে জানালা-দরজার জন্য ছাদের জন্য সি, আই, সীট পেয়েছে অল্প পরিমাণ সিমেন্ট পেয়েছে এবং তারা যে কয়দিন কাজ করেছে বাড়ী তৈরী করবার সময় তার জন্য টেষ্ট রিলিফের নিয়ম অনুসারে মজুরী পেয়েছে এবং ৪৪ হাজারের কিছু বেশী লোক তারা বাড়ী তৈরী করেছে।

Shri Monoranjan Hazra:
মুখ্যমন্ত্রী জবাবে যে কথা বল্লেন, আমিও দেখেছি যে এই পরিকল্পনাটা গ্রামাঞ্চলে খুব কার্য-করী হচ্ছে। আমার সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে অনুরোধ যে এই পরিকল্পনা এখন যেন বন্ধ করা না হয়, ভবিষ্যতে এর কার্যকারীতা আছে এটুকু আমি বলতে পারি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
মাননীয় সদস্যকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই স্কীম যদি কমপ্যাক্ট এরিয়া থেকে আবার আসে আমাদের কাছে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এটা চালু করবো।

Age relaxation for the refugees for Government Service

***386.** (Admitted question No *1457.) **Shri Gour Chandra Kundu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(a) whether any circular or direction or letter from the Central Government for withdrawing the age relaxation facilities, at present being enjoyed by the bonafide refugees in respect of their appointment in Government Services, has come to West Bengal State Government;

(b) if so, from what date this relaxation will be discontinued; and

(c) if it is a fact that Public Service Commission, West Bengal, has been advised by the Finance Minister of West Bengal Government to stop this age relaxation facilities of refugees on and from 1st January, 1964?

The Hon'ble Sankardas Banerjee: (a) The Central Government intimated the State Government that the facilities had been extended by them up to the 31st December 1963. The Central Government have recently informed the State Government that the facilities are not likely to be extended beyond the 31st December, 1963, by them.

(b) Facilities will be discontinued from 1-1-64

(c) Finance Department have informed the State Public Service Commission that the State Government have decided not to extend the facilities beyond the 31st December, 1963

Shri Gour Chandra Kundu:
মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই ডব্লু, বি, সি, এস পরীক্ষা যেটা হবে- সেখানে যেখান থেকে বয়স ধরা হবে, সেখান থেকে ধরার জন্য ৭০০ ছেলে সেই ফেসিলিটি থেকে বঞ্চিত হবে—কাজেই

অন্ততঃ ১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত একসটেন্ড করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করতে মন্ত্রীমহাশয় রাজী আছেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এ সম্বন্ধে একবার নয়, তিন বার টাইম একসটেন্ড করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হচ্ছেন না, তাঁরা বলছেন ১৬ বছর হয়ে গেল, আর কতদিন পর্যন্ত এই সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। এখন তাঁরা মোটেই রাজী নন। সেজন্য আমরা আর চেষ্টা করতে চাই না।

Dr. Narayan Chandra Ray:
ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যদি এক্সটেন্ড করি আমি পরশুদিন খবর নিয়ে জানলাম ৭০০ ছেলে বেঁচে যায়।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক্সটেন্ড করি আমি পরশুদিন খবর নিয়ে জানলাম যে জুন মাসে পরীক্ষা হচ্ছে, তাহলে আবার ৭।৮ শো ছেলেকে এই সুযোগ দিতে হবে, আবার জুলাই এ হবে। কাজেই আমরা এটাকে ইতি করে দিযছি আর বাড়াবো না।

Shri Nikhil Das :
যেকথা গৌরবাবু বল্লেন আমি সেকথা বলতে চাই যে ডবলিউ. বি সি. এস. পরীক্ষা যারা দিচ্ছে তাদের বয়স ১।১।৬৪ থেকে ধরা হচ্ছে, বিল্যাকসেসন পিরিয়ড ৩১-১২-৬৩-তে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিমবাংলার কর্মচারী যারা তাদের ব্যাপারে যদি একসটেনসান দিতে হয় তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রেকমেন্ডসনের প্রয়োজন নেই বলে আমি জানি। ৩নং প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে এজটা একসটেন্ড না করে যেদিন থেকে এজ ধরা হবে সেটা যদি একদিন পিছিয়ে দেয়া যায় তাহলে এই ছেলেগুলি পরীক্ষা দিতে পারে। কাজেই ওয়েস্ট বেংগল গভর্নমেন্ট এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করে একটা দিনের যে ব্যাপার এটা কনসিডার করতে রাজী আছেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এ ব্যাপারে আমরা অনেক চিন্তা করেছি এবং আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে সেটা এক দিনের জন্যও বাড়ালে গেলে এবার যারা মার্চ মাসের শেষে পরীক্ষা দিবেন তারা বলবেন ওদের দিলেন, আমাদের দিলেন না কেন, ইত্যাদি। কাজেই এটা আমরা ইতি করে দিয়েছি এ জিনিস নিয়ে আমরা আর চেষ্টা করতে চাই না।

Shri Gour Chandra Kundu:
আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই যে ফাইনান্সিয়াল ইয়ার অবশ্য করলে তাতে কোন কথা উঠতে পারে না কিন্তু ফাইনান্সিয়াল ইয়ার মাঝামাঝি একটা ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত করছেন। একটা দিনের জন্য এই ৭০০ ছেলে ডবলিউ, বি সি এস পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার কতকগুলি ডবলিউ, বি, সি এস অফিসার পেতেন, তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই একটা দিনের ব্যাপারটা বিবেচনা করতে রাজী হচ্ছেন না কেন? আমার বিশেষ অনুরোধ ফাইনান্সিয়াল ইয়ার পর্যন্ত হলে, ৩১শে মার্চ ১৯৬৪ সাল করলে পর ভাল হয় এ সম্বন্ধে পশ্চিমবংগ সরকার যদি একটা সর্ববাদী সম্মত প্রস্তাব পাঠান তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার বোধ হয় আপত্তি করবেন না, এটা বিবেচনা করতে রাজী আছেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমরা এটা বিবেচনা করতে রাজী নই ফাইনান্সিয়াল ইয়ার সংগে এর কোন সম্পর্ক নেই।

[12-30—12-40 p.m.]

Shri Gour Chandra Kundu:
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ফাইনান্সিয়াল ইয়ার এর মাঝামাঝি ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত করছেন আর একদিনের জন্য ৭০০ ছেলে পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে—একটা দিনের ব্যাপার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিবেচনা করতে কেন গররাজী

হচ্ছেন। আমার বিশেষ অনুরোধ এই জন্য যে ফাইনানসিয়াল ইয়ার অর্থাৎ ৩১শে মার্চ ১৯৬৪ করলে পরে আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি সর্ববাদী সম্মতক্রমে একটা প্রস্তাব পাঠান তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার কোন আপত্তি করবেন না। সেটাকে বিবেচনা করতে রাজী আছেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমরা এটা বিবেচনা করতে মোটেই রাজী নই আর ফাইনানসিয়াল ইয়ার এর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই।

Shri Hemanta Kumar Basu:
আপনারা রিকমেন্ডেসন ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৩ পর্যন্ত যদি করেন তাহলে এই ছেলেগুলি পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় না। অন্ততঃ শেষবারের জন্য এটা একসেপ্ট করুন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি বলে দিয়েছি আর কিছু হবে না। আমি এটার সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করতে চাই না।

Tubewells in Hooghly Sadar subdivision—1962-63

***387.** (Admitted question No. *1462.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত বৎসর (১৯৬২-৬৩ সাল) তপশীল উপজাতি ও তপশীল শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ হইতে কতগুলি নলকূপ হুগলি জেলার সদর মহকুমায় মঞ্জুর হইয়াছে ও বসান হইয়াছে, এবং

(খ) নলকূপগুলির স্থান কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
(ক) ৬টী।

(খ) নলকূপ স্থাপনের জন্য আবেদন পাওয়া গেলে মহকুমা শাসক অথবা বি ডি ও, অথবা আদিবাসী মঙ্গল পরিদর্শক অথবা আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের এসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার উহা তদন্ত করেন। এবং আদিবাসী অথবা তপশীলি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা চালু নলকূপ হইতে ঐ স্থানের দূরত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া একটা অগ্রাধিকারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। পরে জেলাস্থ আদিবাসী মঙ্গল অথবা তপশীলি মঙ্গল সমিতির সহিত পরামর্শক্রমে জেলা শাসক চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করেন।

Shri Sambhu Charan Ghosh:
আপনি (ক) প্রশ্নের উত্তরে বললেন ৬টি বসানোর জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি ঐ এলাকায় নলকূপ বসানোর জন্য কয়টা আবেদন পত্র পাওয়া গিয়েছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
তাতো জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এতে আছে গত বৎসর তপশীলি উপজাতি বিভাগ হইতে কতগুলি নলকূপ হুগলী জেলায় বসান হইয়াছে এবং মঞ্জুর হইয়াছে। ৬টি মঞ্জুর হয়েছে এবং ৬টি বসান হয়েছে।

Shri Sambhu Charan Ghosh:
এই ৬টা কোন কোন এলাকায় বসান হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
প্রশ্নটা হচ্ছে হুগলী সদর এলাকার, কোন কোন এলাকায় প্রশ্ন নেই সেজন্য এখন বলতে পারব না।

Alleged starvation death in Khargram police-station

***388.** (Admitted question No *1463.)

শ্রীঅভয়পদ সাহা: ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, কান্দি মহকুমায় খড়গ্রাম থানার বালিয়া ইউনিয়নের অধীন চন্দ্রসিংহবাটী গ্রামের রহেদে সেখ কোথাও হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া অনাহারে দিন কাটাইয়া গত জুলাই মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এবং

(খ) অবগত থাকিলে, এ বিষয়ে কোন তদন্ত হইয়াছে কিনা?

The Hon'ble Abha Maiti:

(ক) রহেদে সেখ বহুদিন হইতে যক্ষা রোগে ভুগিয়া মারা গিয়াছেন। তিনি অনাহারে মারা যান নি।

(খ) তদন্ত হইয়াছে।

Shri Abhoy Pada Saha:
ঐ রহেদে সেখকে কি রোগ ভোগের সময় সরকার থেকে জি, আর, দেওয়া হত?

The Hon'ble Abha Maiti:
জি, আর, সাধারণতঃ মাননীয় সদস্য জানেন সেখানে যে স্থানীয় রিলিফ কমিটি আছে তারা যাদের নাম রিকমেন্ড করে তাদেরই দেওয়া হয়। তার নাম তখনই রিকমেন্ডেড হয় নি সুতরাং তিনি জি, আর, পেতেন না।

Shri Abhoy Pada Saha:
তাহলে রহেদে সেখের ফেমিলিকে কি এখন জি, আর, দেওয়া হয়?

The Hon'ble Abha Maiti:
হ্যাঁ এখন দেওয়া হয় এর কারণ এই ভদ্রলোক আগে বিড়ি তৈরী করতেন তিনি একমাত্র সেই পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি মারা যাবার পরে তার বাড়ীর লোকেরা অসহায় বোধ করাতে তার বাড়ীর সকলকে জি, আর, দেওয়া হয়।

Shri Abhoy Pada Saha:
রহেদে সেখ যক্ষ্মা রোগে মারা গিয়েছেন, যখন যক্ষ্মা রোগে ভুগছিলেন তখন তার পরিবারের লোক খেতে পায়নি একথা কি জানেন?

The Hon'ble Abha Maiti:
তিনি যক্ষা রোগে ভুগছিলেন এটা তো জানা যায় নি তিনি খেতে পাচ্ছে না সে কথা বলেন নি।

Shri Abhoy Pada Saha:
রহেদে সেখের তরফ থেকে বহু আবেদন নিবেদন হয়েছিল জি আর, পাবার জন্য এটা কি আপনি খবর রাখেন?

The Hon'ble Abha Maiti:
এটা আমার জানা নেই।

শ্রীব[illegible] রায়: এই রহেদে শেখ কিছু করতে পারত না বলেই বিড়ি বাঁধতো একথা কি আপনি জানেন?

দি অনারেবল আভা মাইতি: বিড়ি বাঁধা একটা কাজ এবং এতে উপার্জন করা যায়।

শ্রীননী ভট্টাচার্য: এই রহেদে শেখ কিছুদিন জি আর পেয়েছে তারপর সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এটা কি আপনি জানেন?

দি অনারেবল আভা মাইতি: না, আমার জানা নাই।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : এট কি অনুসন্ধান করে দেখবেন?

দি অনারেবল আভা মাইতি : আপনি আমার কাছে লিখে পাঠাবেন, আমি নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করে দেখব।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : এই যে রহেদে শেখ তার নাম বিকমেন্ডেড হয়ে আসেনি রিলিফ কমিটির মারফৎ এই যে বললেন। রহেদে শেখ এট অল রিলিফ কমিটির কাছে এপ্রোচ করেছিল কিনা সে খবর বলতে পারবেন?

দি অনারেবল আভা মাইতি : আমি বলেছি তিনি রিলিফ কমিটির কাছে কোন দরখাস্ত কিম্বা কারো কাছে তিনি কিছু বলেননি। তা যদি করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাকে জি আর দেওয়া হত।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : প্রথমে রিকমেনডেড হয়ে গেলে আপনারা দেন অর্থাৎ সেগুলি স্যাংসান করেন। আপনি কি এই কথা বলবেন রিলিফ কমিটি যে বিকমেন্ডেড করে সরকার সবগুলি মঞ্জুর করেন?

দি অনারেবল আভা মাইতি : না, যদি দেখা যায় কোন কোন অযৌক্তিক নাম দেওয়া হয়েছে তাহলে সেগুলিকে বাদ দেওয়া হয়।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : আপনি কি এই কথা জানেন যে রিলিফ কমিটি যেখানে ৫০০ লোকের নাম রিকমেন্ড করে তার মধ্যে গভর্ণমেন্ট অফিসিয়াল থাকে এ্যাজ মেম্বার অফ দি কমিটি। তারপরে সরকার সেটা কেটে ২০০ করে দেন।

দি অনারেবল আভা মাইতি : যদি মনে হয় আর বাকী ৩০০ জনের দেবার প্রয়োজনীয়তা নাই তাহলেই বাদ দেন।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : সরকার কিসের ভিত্তিতে মনে করেন

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এর রিপোর্টের ভিত্তিতে মনে করেন।

শ্রীগিরিশ মাহাত : মাননীয় অভয়পদ সাহা বলেছেন রহেদে শেখ অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। এই প্রশ্নটার মধ্যে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা?

(No reply)

Strike in the E.M.C. Factory

***389.** (Admitted question No *1475.) **Shri Narayan Choubey** and **Shrimati Ila Mitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(1) what steps have been taken by the Government to settle the dispute in connexion with the strike in the E.M.C. Factory at Dum Dum; and

(2) what material are manufactured in the Factory?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar: (1) The Conciliation Officer and Labour Commissioner took up conciliation of the disputes Even after the strike started the Labour Minister personally intervened and advised the office bearers of the Union to call off the strike so that Government could look further into the dispute.

(2) The Company manufactures—

(i) Aluminium conductor steel reinforced,

(ii) All-aluminium conductors,

(iii) Conductor accessories,
(iv) Aluminium tubular bush bar,
(v) Transmission line towers, and
(vi) Aluminium non-ferrous castings.

শ্রীনারায়ণ চৌবে : মাননীয় শ্রমমন্ত্রী বললেন কনসিলিয়েসন অফিসার ষ্ট্রাইক হবার পরেও চেষ্টা করেছিলেন এবং মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছিলেন ষ্ট্রাইক উইথড্র করলে তিনি বিচার করবেন। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন যে পশ্চিম বাংলার লেবার কমিশনার ষ্ট্রাইক সুরু হবার আগে ৩রা মে তারিখে কোন কন্‌সিলিয়েসন করেছিলেন কিনা।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : এটা নোটিশ দিলে বলতে পারব, এখন আমার সাথে সেই ফাইল নাই।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : তিনি কি জানেন যে ৩রা মে তারিখে কন্‌সিলিয়েশন করে লেবার কমিশনার যা ডাইরেকসন দিয়েছিলেন সেই ডাইরেকসন কোম্পানী মানেন নি?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : তিনি কোন ডাইরেকসন দেননি।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন, যে তিনি ষ্ট্রাইক-এর পরে ইউনিয়ন পক্ষকে ডেকে বলেছিলেন যে ষ্ট্রাইক কল অফ হলে বিষয়টা মীমাংসা করার কথা চিন্তা করবেন। এই ষ্ট্রাইক হবার আগে তিনি কি কোন দিন এই ইউনিয়নকে ডেকে তাদের দাবী দাওয়া সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেছিলেন?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : না।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি যে জুলাই মাসে দিল্লীতে যে কনফারেন্স হয়ে গেল তাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ডিসপিউট সেটেল করবার জন্য এগ্রিড পয়েন্টস আর টু বি সেটেলড্ দেন এন্ড দেযার এবং ডিসএগ্রিড পয়েন্টস আর ফর আরবিট্রেসন। এখন এই যে ষ্ট্রাইক হল তার ডিসপিউটগুলি যেগুলি এগ্রিড সেগুলি কি তখনই সেটেলড হয়েছে লেবার কনফারেন্স এর সিদ্ধান্ত অনুসারে আর ডিসএগ্রিড পয়েন্টসগুলি কি সরকার আরবিট্রেশন-এ দিয়েছিলেন, কিংবা এখনও দিতে রাজী আছেন?

[12-40—12-50 p.m.]

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : কন্‌সিলিয়েসন শেষ হয়নি এরকম স্টেজ-এ ষ্ট্রাইক নোটিশ হয়েছিল। এটা কোন এগ্রিমেন্ট এবং ডিসএগ্রিমেন্ট-এর প্রশ্ন নয়। মাননীয় সদস্যদের একথা জানাতে পারি যে আমার সংগে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছিল। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ-র সঙ্গে ইন্দ্রজিত গুপ্ত, এম. পি. আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আগে ষ্ট্রাইক উইথড্র করবে তারপর অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা হবে।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত : এখনও কি এই স্ট্যান্ড যে যতক্ষণ পর্যন্ত ষ্ট্রাইক কল্ড অফ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা হবে না?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : এটা কমিউনিষ্টদেরও স্ট্যান্ড। শ্রীইন্দ্রজিত গুপ্ত একথা স্বীকার করেছেন।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত : কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যান্ড আপনার চেয়ে আমি ভাল জানি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি কোন কারখানায় ষ্ট্রাইক হয় তাহলে শ্রমমন্ত্রিমহাশয় কি এই পলিসি নেবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ষ্ট্রাইক কল্ড অফ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা হবে না? এটাই কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার পলিসি।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : যদি ইল্লিগ্যাল স্ট্রাইক হয় এবং যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে তার মধ্যে না গিয়ে স্ট্রাইক হয় তাহলে কোন কনসিলিয়েসন হবে না।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: স্যার, কোন প্রদেশের মন্ত্রী কি একথা বলতে পারেন যে, কোনটা লিগ্যাল এবং কোনটা ইল্‌লিগ্যাল? আই ডি এ্যাক্ট-এর কোন্ সেকসন অনুসারে উনি একথা বলছেন?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : অনেকগুলো নিয়ম আছে। আইনের বইতে সব আছে।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: আপনি যখন শ্রমমন্ত্রী তখন সেগুলো বলুন?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : এটা তো পাঠশালা নয় যে সব শেখান হবে।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : স্ট্রাইক সুরু হবার আগে চার্টার অব ডিমানডস মে মাসে ৩ তারিখে কোম্পানীকে দেওয়া হয় এবং তখন লেবার কমিশনার কনসিলিয়েসন-এ গিয়েছিলেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটা বলবেন কি?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : আমি জানি লেবার কমিশনার কোন সিদ্ধান্ত দেননি, কনসিলিয়েসন চলছিল।

শ্রীসনৎকুমার রাহা: এই যে স্ট্রাইক-এর কথা বলা হোল তাতে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটাকে কোন্ গ্রাউন্ড-এ ইল্‌লিগ্যাল ঘোষণা করা হোল?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : ওঁদের যা ডিমান্ড রয়েছে সেগুলো ট্রাইবুনাল-এর মধ্যে রয়েছে বলেই এটা ইল্‌লিগ্যাল।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মন্ত্রিমহাশয় পলিসি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, কোন স্ট্রাইক যদি ইল্‌লিগ্যাল হয় এবং সমস্ত রকম স্টেপস আইনে যা বলা আছে তা না মেনে স্ট্রাইক হয় তাহলে কনসিলিয়েসন হবে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই পলিসি কবে থেকে অনুসরণ করছেন?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : এই পলিসি বরাবরই রয়েছে।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : বরাবর নয়। এর আগে দেখা গেছে এমন বহু স্টেপ যা আইনতঃ নেওয়া উচিত ছিল তা নিয়ে স্ট্রাইক করা হয়েছে। বর্ধমানে মোটর ওয়ার্কার্স-দের স্ট্রাইককে ইল্‌লিগ্যাল ডিকলেয়ার করা সত্ত্বেও কনসিলিয়েসন হয়েছে এবং লেবার মিনিষ্টার ইন্টারভিন করার পর মিটমাট হয়েছে। কাজেই শ্রমমন্ত্রী যা বললেন তাতে আমি স্পেসিফিক প্রশ্ন করতে চাই যে, যদি কোন স্ট্রাইক ইল্‌লিগ্যাল হয় এবং কোন স্ট্রাইক আই ডি এ্যাক্ট-এর প্রভিসন থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে তাঁরা কোন কনসিলিয়েসন করবেন না। এই নীতি কবে থেকে তাঁরা অনুসরণ করছেন? এটা একটা স্পেসিফিক কোশ্চেন এবং আমি বর্ধমানের উদাহরণ দিচ্ছি।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : আমি প্রথমেই বলেছি এই নিয়ম আইনের মধ্যে রয়েছে, ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে ডাকা হয় এবং ইন্টারভিন করা হয় সেখানে প্রথমেই বলা হয় এবং রুল্‌স-এ এই জিনিস থাকে যে, তাঁরা বিনা কনডিসনে উইথড্র করছেন। এই উইথড্র হলে তারপর যেসব কথাবার্তা হয় সেগুলো লিপিবদ্ধ হয়।

শ্রীননী ভট্টাচার্য: ইনডাষ্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্টে যেখানে স্ট্রাইক সরকারী মনঃপূত নয় বা গভর্ণমেন্ট চাচ্ছে না এই রকম স্ট্রাইক যদি হয়, অনজাষ্টিফায়েড বা অন্য কিছু মনে করে তাহলে সেখানে ট্রাইবুন্যাল দিয়ে স্ট্রাইককে ইল্‌লিগ্যাল ঘোষণা করা যায় কিনা এবং সেই ধরণের বিধান ইনডাষ্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্টে আছে কিনা?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : ইল্‌লিগ্যাল না হলে সরকারের মনে করার সম্পর্ক এর মধ্যে নেই। ইল্‌লিগ্যাল হলেই একথা মনে করতে পারে।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : এটা খুব সিরিয়াস পয়েন্ট, যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট করেন তাঁদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা, সুতরাং মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এটা বলবেন কি কখন স্ট্রাইক ইল্‌লিগ্যাল হয়?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : আগেই তো বললাম আইনে রয়েছে কখন ইল্‌লিগ্যাল হয়।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে ট্রাইবুন্যাল ঘোষিত হবার পর যদি ষ্ট্রাইক চলে তাহলে তাঁরা ইল্‌লিগ্যাল করতে পারেন, তাছাড়া আগে ডিক্লিয়ার করার ক্ষমতা নেই।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : আইনে যে ক্ষমতা আছে সরকার তাই করেন।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : আমি তো বলেছি ট্রাইবুন্যাল ডিকলেয়ার করার পর তারপর কোন ষ্ট্রাইক ইল্‌লিগ্যাল করতে পারেন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট, কিন্তু ট্রাইবুনাল ডিকলেয়ার করার আগে পর্যন্ত এমন কোন কিছু আই ডি এ্যাক্টে নেই যাতে সেখানে গভর্ণমেন্ট কোন স্ট্রাইককে ইল্‌লিগ্যাল করতে পারেন.
The Court can declare a strike illegal, the tribunal can declare a strike illegal.
আর গভর্ণমেন্ট কখন ষ্ট্রাইককে ইল্‌লিগ্যাল করতে পারেন? গভর্ণমেন্ট ট্রাইবুনাল দিয়ে একটা ষ্ট্রাইককে ইল্‌লিগ্যাল করতে পারেন, এ ছাড়া কোন প্রভিশন নেই। সেজন্য মন্ত্রিমহাশয়কে বলছি, একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—একটা ইল্‌লিগ্যাল ষ্ট্রাইক হয়েছে, গভর্ণমেন্টের মতে যদি সে ষ্ট্রাইক ন্যায়সঙ্গত নাও হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁরা কনসিলিয়েশন করতে এগোবেন কিনা?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : আমি তো বলেছি ই এম সি ষ্ট্রাইক যা হয়েছে তাতে ট্রাইবুনাল পেন্ডিং থাকাকালে স্ট্রাইক হয়েছে।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : আমি পার্টিকুলার ঘটনা সম্বন্ধেই বলেছিলাম কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, হি হ্যাজ মেইড এ জেনারেল স্টেটমেন্ট। যদি এই পরিপ্রেক্ষিতে বলতেন স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্তু তিনি তা করেননি।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই বলেছি।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : ইউ হ্যাভ মেইড এ ভেরি, ভেরি জেনারেল স্টেটমেন্ট।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : আমি ঐ প্রশ্নের উত্তরেই বলেছি, এই প্রসঙ্গেই বলেছি।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : আমি রিপিট করেছি, আপনি বলেছেন কিনা, আপনি বলেছেন 'হ্যাঁ বলেছি', আপনি একটা জেনারেল স্টেটমেন্ট করেছেন।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : সমস্ত ঘটনাটাই হচ্ছে, ই এম সি-এর দমদমের বিষয়, কিন্তু আমরা সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করে বেড়াচ্ছি।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জেনারেল পলিসির কথা বলছেন, আপনি দয়া করে বলবেন কি এই ষ্ট্রাইকটা কবে থেকে সুরু হয়েছে?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : ১০ই জুন ১৯৬৩।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : ট্রাইবুনাল কবে দেওয়া হয়েছে?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: বোধহয় সেভেন্থ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল তিন চার মাস আগে হয়েছে, ডেটটা আমার কাছে নেই।

শ্রীনারায়ণ চৌবে: আপনি দয়া করে বলবেন কি চার্টার অব ডিমাণ্ডস তারা কটা ট্রাইব্যুনালে দিয়েছে?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: সেভেন্থ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল, অমনিবাস ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল যেটা রয়েছে তাতে ই এম সি-এর সমস্ত কেসটা রয়েছে।

শ্রীনারায়ণ চৌবে: ট্রাইব্যুনাল যেটা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই ই এম সির জন্য হয়নি। এই যে চার্টার অব ডিমাণ্ড ই এম সি-এর আছে ট্রাইব্যুনালে, সেই দাবী নিয়ে কবে ট্রাইব্যুনাল দিয়েছেন বলবেন কি?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: আমার কথাটা শোনেননি, আমি বলেছিলাম ই এম সি-এর দাবীগুলির মধ্যে বহু আইটেম সেভেন্থ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালের মধ্যে রয়েছে, সেই দাবীর উপর যদি ষ্ট্রাইক করে তাহলে নিশ্চয়ই সেটা ইল্লিগ্যাল হবে।

[12-50—1 p.m.]

শ্রীনারায়ণ চৌবে: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে অমনিবাস ট্রাইব্যুনালেতে যেসব দাবীগুলি আলোচনা করা হচ্ছে না—অর্থাৎ তার বাইরে ই এম সি-র শ্রমিকদের যে দাবী আছে সে সম্বন্ধে আপনারা কি করছেন?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: স্ট্রাইক উইথড্র না হলে তার সম্বন্ধে কোন কিছু ব্যবস্থা হবে না।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা: অমনিবাস ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে ই এম সি-র ফ্যাক্টরীকে জড়াবেন না—আমি বলছি যে তার যে স্পেসিফিক কতকগুলি ডিমাণ্ড আছে সেগুলি সম্বন্ধে আপনি পরিষ্কার বলুন।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: আমি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেছি যে যখন অমনিবাস ট্রাইব্যুনালে যে আইটেমগুলি রয়েছে সেগুলি যদি এর মধ্যে থাকে—অর্থাৎ এর ডিমাণ্ডের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা পুনরালোচনা চলবে না।

শ্রীনারায়ণ চৌবে: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষকে ডেকে একটা ফয়সালা করবেন কি?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: আমি তো বলেছি ফয়সলা হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রীর কাছে কমিউনিস্ট নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত স্বীকার করে এসেছেন যে ষ্ট্রাইক উইথড্র করবেন এবং উইথড্র হবার পর লেবার কমিশনার সেই বিষয়টি কনসিলিয়েসনে নেবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: কোন স্ট্রাইক লিগ্যাল কি ইল্লিগ্যাল এটা কে স্থির করেন মন্ত্রিমহাশয় নিজে না তাঁর অফিসাররা?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার: গভর্ণমেন্ট করেন।

Lock-out in bidi factory

***390.** (Admitted question No. *1505.) **Shri Tarun Kumar Sen Gupta:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that the management of Messrs. Aktar Hossain Kaful Ahmed Sirajuddin has lock-out their biri factory situated at 85/10 Narikeldanga North Road, Calcutta;

(b) if so, what action has since been taken from the side of the Government to re-open the said factory; and

(c) how many workmen have been thrown out of employment due to the said action of the Management?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar: (a) Yes.

(b) Conciliation was undertaken by the Labour Directorate. The Management did not turn up. The matter has therefore been referred to a Tribunal for adjudication.

(c) About 100.

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে কবে এই বিড়ি কারখানার ডিসপিউটটিকে রেফার করা হয়েছে ট্রাইব্যুনালেতে?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : ডেটটা আমার কাছে এখন নেই।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত : ডেটটা কি নিজে ইচ্ছা করে ভুলে গেছেন না জানেন না—আমি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছি লকআউট কবে হয়েছে এবং এখানে আমি জিজ্ঞাসা করেছি কেসটা রেফার করা হয়েছে কবে। তাহলে স্যার, কেন বলবেন না? ওঁকে ডেট বলতেই হবে।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : ডেট চাইতে গেলে নোটিশ চাই।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: সেকসন ১০।৩ অনুসারে কোম্পানী যে লকআউট করেছে এবং কেসটা যে ট্রাইব্যুনালে আছে তার জন্য কোম্পানীকে কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছিল লক আউট তুলে নেবার জন্য?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : না, এখনও দেওয়া হয় নি।

শ্রীতরুণকুমার সেনগুপ্ত: কেন দেওয়া হোল না এটা আমি জানতে চাই।

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : এটা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীকানাই লাল ভট্টাচার্য : কত দিন ধরে বিবেচনাধীন থাকবে বা গভর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : এতে সময় লাগে এবং বিবেচনা করে কোন আইন কিভাবে প্রয়োগ করা হবে সেটা দেখতে হয়।

শ্রীকানাই লাল ভট্টাচার্য: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বল্লেন যে ডিসপিউটটি ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়েছে এবং তা পাঠাবার পর এই লকআউট ইল্‌লিগ্যাল বলে ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে কি?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : লকআউট আগে হয়েছিল তারপর স্ট্রাইক হয়েছে। ট্রাইব্যুনালে গেছে। তখন ১০।৩ ডিক্লেয়ার্ড হয় নি। আপনি যে বললেন তাতে আমি বলছি যে ১০।৩ সরকারের বিবেচনাধীন আছে এটা ঘোষণা করা হবে।

শ্রীনারায়ণ চৌবে : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে যদি কোন স্ট্রাইক হয় এবং তারপর যদি সেটা ট্রাইব্যুনালে দেওয়া হয় এবং তারপরও যদি স্ট্রাইক চলে তাহলে সেই স্ট্রাইককে

ইল্‌লিগ্যাল করেন। সেই রকম এখানেও এই লকআউটকে ইল্‌লিগ্যাল বলে বিবেচনা করবেন কি?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : বিবেচনা করা সঙ্গে সঙ্গে হয় না। একটু দেরী হয়।

শ্রীনারায়ণ চোবে : আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা ইল্‌লিগ্যাল বলে ডিকলেয়ার্ড করা হবে কিনা?

দি অনারেবল বিজয় সিং নাহার : আমি তো বললাম বিবেচনা করা হচ্ছে। তখন তো একথা উঠে না।

Shri Nikhil Das :
আমরা ই এম সি-র উত্তরে বললাম যে ওরা সকল ট্রাইব্যুনালে ছিল, স্ট্রাইক ইল্‌লিগ্যাল হয়ে গেল। আর বিড়ির ব্যাপারে যে আকস্মিক ঘটনার উপর এই জায়গায় লকআউট ছিল, সেটা রেফারড হয়েছে ট্রাইব্যুনালে। ই. এম. সি-র বেলায় ইল্লিগ্যাল হয়ে গেল, আর এখানে লকআউটের বেলায় ইল্লিগ্যাল হল না - এর মাধ্যমে কি সরকারের মালিক ঘেঁষা শ্রমনীতিই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না এবং শ্রমিকদের স্বার্থ কি এর দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে না?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:
যাঁরা শ্রমিক আন্দোলন করেন তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে জানেন যে প্রথমে যদি ট্রাইব্যুনালে থাকে এবং এরপরে স্ট্রাইক কিম্বা লকআউট হয় তাহলে সংগে সংগে ইল্লিগ্যাল হয়ে যায়, আর পরে যদি ট্রাইব্যুনালে যায় এবং তার আগে যদি স্ট্রাইক কিম্বা লকআউট হয় তাহলে সংগে সংগে হয় না সরকার যখন ডিক্লেয়ার করবে তখন হবে।

Shri Nikhil Das :
সরকার সেকসান ১০ (৩) অনুযায়ী ডিক্লেয়ার করে ইল্লিগ্যাল করে দিতে পারেন।

দি অনারেবল বিজয় সিংহ নাহার: এটা বিবেচনাধীন আছে করা যাবে কি যাবে না, কি অবস্থায় আছে সেটা দেখে করা হবে।

Shri Tarun Kumar Sen Gupta:

মন্ত্রিমহাশয় কি আনুমানিক একটা ডেট বলতে পারেন যে অমুক তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে খোলার ব্যাপারে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে? -

দি অনারেবল বিজয় সিংহ নাহার:

খোলাটা আমাদের হাতে নয়, আমরা ১০ (৩) ধারা অনুযায়ী বলতে পারি যে খুলতে হবে - খোলা, না খোলা সেটা মালিকের হাত।

Ultadanga Refugee market

***391.** (Admitted question No. *1517).

শ্রীমতী ইলা মিত্র: উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে উল্টাডাঙ্গা উদ্বাস্তু বাজার নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক এক বৎসর পূর্বে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল?

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) সেই বাজার নির্মাণ হইয়াছে কিনা; এবং

(২) উক্ত বাজার নির্মাণ না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি?

The Hon'ble Abha Maiti:

(ক) হ্যাঁ। ১৯৬২ সালে জুলাই মাসে।

(খ) (১) না।

(২) কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট এর নিকট হইতে বাজারের জন্য নির্বাচিত সরকারী অধিকৃত জমির বিনিময়ে যে জমি পাওয়ার কথা ছিল তাহা এখন পর্যন্ত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট এর নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।

শ্রীমতী ইলা মিত্র: মন্ত্রিমহাশয়া বলবেন কি এই বাজার সম্পর্কে কোন স্কীম আপনারা করেছেন কিনা?

The Hon'ble Abha Maiti:
হাঁ, করা হয়েছে।

Shrimati Ila Mitra:
বাজারের কোন স্কীম দেখতে পাচ্ছি না কেন? আপনাদের দপ্তরে চিঠি লিখে যে জবাব পেয়েছি—তাতে এই স্কীম সম্পর্কে পরিষ্কার করে লেখা নেই এবং এটা দেখেছি যে অকল্যান্ড বিভাগ থেকে অফিসার গিয়ে লিখিতভাবে কোন কাগজপত্র না দিয়ে মৌখিকভাবে বাজার সমিতির সভ্যদের এক একজন এক এক রকম কথা বলে তাদের কাছ থেকে লিখিত সই আদায় করেছেন যে গভর্ণমেণ্ট যে শর্ত দেবেন সেই শর্ত মেনে নিতে হবে।

দি অনারেবল আভা মাইতি:
মাননীয় স্পীকার মহোদয়, স্কীম যদি না থাকে তাহলে ভারত সরকার কোন অর্থ তার জন্য দেন না। স্কীম হয়েছিল, এবং স্কীমটার মঞ্জুরী হয়েছিল ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা সুতরাং স্কীম নাই এ কথা মাননীয় সদস্যা কি করে বল্লেন আমি জানি না।

Shrimati Ila Mitra:
বাজার পরিকল্পনা কিভাবে করা হবে, কতগুলি ঘর, সেই ঘরের ভাড়া কত, তার আয়তন কত এ সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা করেছেন কি?

The Hon'ble Abha Maiti:
এ সব পরিকল্পনা না থাকলে স্কীম তৈরী হয় না।

Shrimati Ila Mitra:
একথা কি সত্য যে অকল্যান্ডের অফিসাররা বাজার সমিতির সভ্যদের কাছে গিয়ে লিখিতভাবে তাদের কাছ থেকে সই আদায় করেছেন যে, গভর্নমেন্ট যে শর্ত দেবেন সেই শর্ত মেনে নিতে হবে, অথচ কোন রকম লিখিত শর্ত দিচ্ছেন না।

দি অনারেবল আভা মাইতি: সেটা আমার জানা নেই।

Dr. Narayan Chandra Ray:
মন্ত্রিমহাশয়া কি বলবেন এটা ইলেকসনের আগে তৈরী হবে সে রকম কোন টার্গেট ডেট করেছেন কিনা?

The Hon'ble Abha Maiti:
আমি আগেই বলেছি যে জমি পাওয়া যায় নি, যখন জমি পাওয়া যাবে, হয় সেটা ইলেকসনের আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে।

Shrimati Ila Mitra:
মন্ত্রিমহাশয়া জানেন কি যে অকল্যান্ডের অফিসাররা গিয়ে বাজার-সমিতির সভ্যদের থ্রেট্‌ন করছেন যে তারা যদি লিখিতভাবে না দেন তাহলে পরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে স্যাংসান টাকা আছে তা দেওয়া হবে না?

দি অনারেবল আভা মাইতি :
সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীমতী ইলা মিত্র :
অনুসন্ধান করে জানাবেন কি?

দি অনারেবল আভা মাইতি :
লিখলে নিশ্চয়ই জানাবো।

শ্রীসনৎকুমার রাহা :
যেসব শর্ত অলিখিত অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে কোন চিহ্নিত শর্ত দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা?

দি অনারেবল আভা মাইতি :
যখন বাজার তৈরী হবে তখন নিশ্চয়ই শর্ত আরোপ করা হবে।

শ্রীগোপাল ব্যানার্জী :
ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট থেকে জমি পাওয়ার পথে অন্তরায় কি আছে সেটা সরকার একটু খোঁজ করেছেন কি?

দি অনারেবল আভা মাইতি :
উল্টাডাঙ্গা বাজারটি নির্মাণের জন্য প্রথমে যে জমি অধিকৃত হয় তাহা খুবই নিচু বলিয়া ইহার উন্নয়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরীকৃত অর্থের মধ্যে ইহার সংকুলান সম্ভব না হওয়ায় এবং কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট সরকারের দখলিকৃত জমি উহাদের নিজস্ব বাড়ী নির্মাণের জন্য প্রয়োজন বোধ করায় তাহারা উক্ত জমির পরিবর্তে ২০ নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোডে আর একখণ্ড উঁচু জমি সরকারের মাধ্যমে অধিগৃহিত করিয়া উক্ত বাজার নির্মাণের জন্য সরকারকে দিতে চাহিয়াছিলেন। শেষোক্ত জমিটি অধিগৃহিত হইয়াছে কিন্তু উহা এখনও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর দখলে আসে নাই, সে কারণে সরকারকে জমি হ্যান্ড ওভারও করিতে পারিতেছেন না। সেজন্য আমরা করতে পারছি না।

[1—1-10 p.m.]

Shri Gopal Banerjee:
এটি কোন স্টেইজে-এ আছে? ল্যান্ড একুইজিশান-এর জন্য যে চেষ্টা করা হচ্ছে এটা কোন স্টেইজ-এ আছে?

The Hon'ble Ava Maiti:
ল্যান্ড একুইজিসান হয়ে গিয়েছে। আমি নিজে এটা দেখে এসেছি, এই জমির উপরে একটি দোতলা বাড়ী আছে সেই বাড়ীটি ভেঙ্গে জমিটা সমান করে আমাদের বিভাগে দিয়ে দেবার কথা। এবং আমার সঙ্গে ইম্প্রুভমেন্টের চেয়ারম্যানের যে কথা হয়েছিল তাতে তিনি বলেছিলেন মাস তিনেকের মধ্যে দেবেন। কিন্তু প্রায় ৮ মাস হয়ে গিয়েছে, আমরা অনেক তাগাদা দিচ্ছি, পাচ্ছি না।

Shri Gopal Banerjee:
কি অসুবিধা হচ্ছে, কন্ট্রাকটর পাওয়া যাচ্ছে না?

The Hon'ble Ava Maiti:
তা আমার জানা নেই, সেটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বলতে পারবেন। ভাঙ্গার দায়িত্ব আমাদের নয়।

Shri Gopal Banerjee:
তাহলে তাগাদাটা দিয়েছেন কিসের জন্য?

The Hon'ble Ava Maiti:
আমি আগেই বলেছি যে এটা আমি নিজে দেখেছি এবং এ নিয়ে চেয়ারম্যান কে কে সেনের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং তিনি বলেছিলেন যে তিন মাসের মধ্যে দেবেন। কিন্তু ৮ মাস হয়ে গিয়েছে। আমরা ক্রমাগত তাগাদা দিচ্ছি।

Shrimati Ila Mitra:
এই সম্বন্ধে কি আপনি তাগিদ দিয়ে এটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য চেষ্টা করবেন?

The Hon'ble Ava Maiti:
আমি আগেই বলেছি একথা।

Strike in Birla Jute Manufacturing Co. Ltd.

***395.** (Short Notice.) (Admitted question No. *1572.) **Shri Tarun Kumar Sen Gupta, Shri Jamini Bhusan Saha, Shri Girija Bhusan Mukherjee** and **Shri Sanat Kumar Raha:** Will the Hon'ble Minister-in charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact—

(i) that 1,500 workers of Birla Jute Mfg Co Ltd, Spinning Fibre Division, are on strike since night of 20th August, 1963,

(ii) that about 400 striking workers have been evicted from their quarters;

(iii) that the Police have lathi-charged on peaceful workers on 22nd August, 1963; and

(iv) that the Police are actively helping the management in breaking the strike; and

(b) if so, what steps the Government has taken particularly in settling the strike?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar: (a)(i) It transpires that Birla Jute Manufacturing Co Ltd, Stable Fibre Spinning Division, normally employs about 1,100 workers. The workers of the night shift staged a strike on the 20th August, 1963 at about 10 p.m. The workers refused to leave the premises at about 6-30 a.m. on 21-8-63. The morning shift workers also joined the strikers. From 23-8-63 the workmen started reporting to duty gradually. Out of 1,000 men, over 800 have already joined their duties

(ii) No.

(iii) No.

(iv) No.

(b) The Conciliation Officer has requested the Union to advise the remaining workers on strike to resume their duty without delay. The genuine grievances of the workers may be taken up in a constitutional way after normalcy has been restored

Shri Monoranjan Hazra:

২০ তারিখে ওয়ার্কাররা ষ্ট্রাইক করে একথা বলা হয়েছে। ঐ ২০ তারিখে পুলিশ গিয়ে ফ্যাক্টরী প্রিমিসেসের মধ্যে ঢোকে এবং যার ফলে ওয়ার্কাররা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয় একথা কি জানেন?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:
পুলিশ ঢুকেছিল কিনা আমার জানা নেই।

Shri Monoranjan Hazra:

এখানে বলেছেন যে পুলিশ লাঠিচার্জ্জ করেনি টুরেন্টি সেকেন্ড, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে কতজন ক্ষত-বিক্ষত শ্রমিককে ঐখানে পাওয়া গিয়েছিল, এখবর মন্ত্রিমহোদয় জানেন কি?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

আমার কাছে কোন খবর নেই।

Shri Nepal Chandra Roy:

মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি যে, এই বিরলা জুট মিলের ইউনিয়নটি কম্যুনিস্ট-দের দ্বারা পরিচালিত এবং স্ট্রাইকটা কমিউনিস্টবাই করিয়াছে?

The Hon'le Bijoy Singh Nahar:

আমার যতদূর জানা আছে এর খুব কম অংশ কম্যুনিস্টদের দ্বারা পবিচালিত এবং তাবাই এটা করিয়েছে।

Shri Nepal Chandra Roy:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, যে এই বিনাকারণে স্ট্রাইকটি এবাই করিয়েছে?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

কারণ ছিল কিনা তা আমি এখন বলতে পারবো না।

Shri Narayan Choubey:

আপনি বললেন যে অল্প সংখ্যক কম্যুনিস্ট পরিচালিত। কিন্তু আগেই আপনি বললেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক স্ট্রাইক করেছিল, তাহলে অন্য ইউনিয়ন যেসব আছে জানিনা আছে কিনা তাবাও কি স্ট্রাইক করেছিল?

The Hon'ble Bejoy Singh Nahar:

আমি ত বললাম দুদিন সমস্ত কারখানা বন্ধ ছিল।

Shri Narayan Choubey:

সেখানে ঐ ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট ইউনিয়নটি বাদ দিয়ে আর কোন ইউনিয়ন কি আছে?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

আছে।

Shri Narayan Choubey:

কোন পার্টি কর্তৃক পরিচালিত হয় বলবেন কি?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

এটি আই এন টি ইউ সির।

Shri Narayan Choubey:

আচ্ছা এই আই এন টি ইউ কি কি স্ট্রাইক-এ অংশ গ্রহণ করেছিল?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

দুই দিন আই এন টি ইউ সির যারা উদ্যোক্তা তারা জয়েন করেন নি।

Shrimati Biva Mitra:

আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে এখানে ১৫ শত ওয়ারকারস আছে কিনা?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

আমি ত আগেই বলেছি ১১ শত।

Starred questions to which answers were laid on the table.

Expenditure on tribal welfare schemes in Malda district

***392.** (Admitted question No. *1528.)

শ্রীধরনীধর সরকার: আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্ব জানাইবেন কি—

(ক) গত তিন বছরে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীমের অধীনে মালদহ জেলার জন্য প্রত্যে বছর কোন্ কোন্ খাতে কি পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল; এবং

(খ) উক্ত বরাদ্দকৃত টাকার কি পরিমাণ কোন খাতে খরচ করা হইয়াছে?

The Minister for Tribal Welfare:
নিম্নে রক্ষিত বিবরণী দ্রষ্টব্য।

Statement referred to in reply to starred question No. 392

১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬২-৬৩ সালে আদিবাসি-মঙ্গল কার্যসূচীতে মালদহ জেলায় বরাদ্দকৃত ও ব্যয়িত অর্থের পরিকল্পনা-ওয়ারী হিসাব।

পরিকল্পনার নাম	১৯৬০-৬১		১৯৬১-৬২		১৯৬২-৬৩	
	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১) মাধ্যমিক পর্য্যায়ে বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য অনুদান:	১১,৭০০	৬,১২৩	৮,০০০	৬,৭২৯	১৩,০০০	১১,৯৪৭
২) আবাসিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুদান:	৪,৪০০	৪,০৮৫	৬,৪০০	৪,৬৫০	৫,৭০০	২,৬৯৫
৩) পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থ সাহায্য:	১,৪০০	১,৩৬৫	১,৫০০	১,৩১০	১,৪০০	৫৯৫
৪) মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষার ফি প্রদানের জন্য অনুদান:	১২০	২০	৪০	৪০	৭৫	৭০
৫) বিশেষ বৃত্তি:	৯০০	--	৯০০	৯০০	৫,৭০০	৪,৮৩০
৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ:	১,৫০০	১,৫০০	--	--	--	--
৭) ২ শ্রেণীর জুনিয়র হাই স্কুলকে ৪ শ্রেণীর স্কুলে উন্নয়ন:	৩০,০০০	৩০,০০০	--	--	--	--
৮) ৪ শ্রেণীর স্কুলকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নয়ন:	২০,০০০	২০,০০০	--	--	--	--
৯) মাধ্যমিক পর্য্যায়ে ছাত্রদের কোচিং ব্যবস্থা:	--	--	৯০০	৪৩৫	২,৯৫০	২,২৮০
১০) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আশ্রম ব্যবস্থা:	--	--	১৯,৮৩৭	১৯,৮৩৭	--	--
১১) শস্যগোলা স্থাপন:	৩৯,৩৫০	৩৯,৩৫০	৫৯,৭৮০	৫৯,৭৮০	৭৫,০০০	৭৫,০০০

পরিকল্পনার নাম	১৯৬০-৬১		১৯৬১-৬২		১৯,৬২-৬৩	
	বরাদ্দ : ব্যয়		বরাদ্দ : ব্যয়		বরাদ্দ : ব্যয়	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
) পানীয় জল সরবরাহ :	৩৯,৩৭২	৩৭,৭৯২	৫৬,৫২৩	৫৬,৫১৪	৩৭,৪০০	৩৭,৩৭৬
) ক্ষুদ্র ও মাঝারী সেচ পরিকল্পনা :	১৫,০০০	১২,৬১৭	১০,০০০	৯,০১০	১৭,৫০০	১৫,০০০
) শিক্ষণ-তথ্য-উৎপাদন কেন্দ্র (পার্ট) :	১২,০০০	১০,৬৩৬	১৪,১৩৯	১১,৭১০	১২,৯৭৬	১২,৩০৪
) পথ নির্মাণ :	২৩,৫০১	২২,৩১০	৩২,৭০৯	২১,১৪৭	১০,৫১৬	১০,৪২১
) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য :	১৮,১৪৪	১৮,১৪৪	৩,৭৪০	৩,৭৪০	৩,৫৬৮	৩,৫৬৮
) সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ মূলক কার্যের জন্য অর্থ সাহায্য :	২,০০০	২,০০০	২,০০০	২,০০০	২,৫০০	২,৫০০
) কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন :	১৩,৩৭০	১৩,৩৭০	৭,৫০০	৭,৫০০	৭,৫০০	৭,৫০০
) মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্য :	১৫০	১০০	--	--	১০০	৩০
) স্বল্প মূল্যে বীজ বিতরণ :	১,০০০	৯৯২	--	--	--	--
) গৃহ সংলগ্ন জমিতে সব্জীর চাষ :	৮০০	৭০০	--	--	--	--
) চাষের জমি ও বাস্তু জমি ক্রয় :	১১,৪০০	১১,৪০০	৫,০০০	৫,০০০	৭,৫০০	৭,৫০০
) পতিত জমি উদ্ধার :	--	--	১০,০০০	১০,০০০	১২,৫০০	১২,৫০০
) গৃহ নির্মাণ :	৩০,০০০	৩০,০০০	৭,৫০০	৭,৫০০	৭,০০০	৭,৫০০
) কারিগরদিগকে অর্থ সাহায্য :	৭,০০০	৭,০০০	৫,০০০	৫,০০০	২,৮৩৪	২,৮৩৪
) কুশাশ্রম পরিচালনা :	১,৯৭০	১,৯১২	১,৯৮০	১,৭৯২	১,৮৯০	১,৮০০

Test relief works in Baghmundi, Arsa and Jhalda police-stations

***393.** (Admitted question No *1539)

মন কুইরী: ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি ও আড়ষা থানায় বর্তমান বৎসরের জন্য কত টাকা টেস্ট রিলিফের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছে; এবং

(খ) পুরুলিয়া জেলার ঝালদা থানায় কত টাকা বর্তমান বৎসরের জন্য টেস্ট রিলিফের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছে?

The Minister for Relief:

(ক) ও (খ) বাঘমুণ্ডি, আড়ষা ও ঝালদা থানায় ১৯৬৩-৬৪ সালে সহায়ক কার্যে মজুরী বাবদ যে পরিমাণ অর্থ ও খাদ্যশস্য আপাততঃ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহার বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বাঘমুণ্ডি নগদ ৮৬,৩৩৫ টাকা এবং ১,৭৩,৪৭০ টাকা মূল্যের ৪,১৬,০৯৫ কে জি খাদ্য শস্য—

আড়ষা নগদ ৬৬,০৮৪ টাকা এবং ১,৩২,১৬৯ টাকা মূল্যের ৩,১৭,০২৮ কে জি খাদ্যশস্য—

ঝালদা নগদ ৩২,০৯৫ টাকা এবং ৬৪,১৮৯ টাকা মূল্যের ১,৫৩,৯৬৯ কে জি খাদ্যশস্য।

Gold-artisans of Birbhum district

***394.** (Admitted question No. *1544)

ডাঃ রাধানাথ চট্টোরাজ: ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বীরভূম জেলায় স্বর্ণশিল্পীর সংখ্যা কত,

(খ) উক্ত জেলায় কতজনকে ক্যাশ ডোল দেওয়া হইয়াছে,

(গ) লাভপুর ও নানুর থানার স্বর্ণশিল্পীদের সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কিনা, এবং

(ঘ) সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকিলে সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা কত?

The Minister for Relief:

(ক) ৯৪৫

(খ) দুঃস্থ স্বর্ণশিল্পী এবং তাহাদের পোষ্যবর্গ সমেত মোট ১,৪৪৭ জনকে।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) লাভপুর থানায় ৩৮ জনকে এবং নানুর থানায় ৫০ জনকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTIONS TO WHICH WRITTEN ANSWERS WERE LAID ON THE TABLE

Stipend for the Scheduled Caste Students

724. (Admitted question No 1069)

শ্রীনিমাইচাঁদ মুর্মু: আদিবাসি-মঙ্গল বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিম বাংলায় বর্তমান বৎসরের জন্য আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন্ জেলায় কত টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হইয়াছে; এবং

(খ) উক্ত টাকা কি পদ্ধতিতে বিতরণ করা হইতেছে?

The Minister for Tribal Welfare:

(ক) একটি বিবরণী নিম্নে রক্ষিত হইল।

(খ) বৎসরের প্রথম দিকে জেলাস্থ বিদ্যালয় পরিদর্শক ও পরিদর্শিকাগণ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীগণকে বিভিন্ন সাহায্য দিবার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করেন। প্রধান শিক্ষকের সুপারিশসহ উহা পরিদর্শক-পরিদর্শিকা'র দপ্তরে আসিলে আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং জেলাস্থিত আদিবাসি-মঙ্গল বিভাগের অফিসারের সহিত পরামর্শক্রমে পরে উহার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। অতঃপর বিদ্যালয় পরিদর্শক-পরিদর্শিকা যোগ্য ছাত্রছাত্রীগণকে অর্থ মঞ্জুর করিয়া

সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধানের নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেন। বিদ্যালয়ের প্রধানগণ পরে বিল করিয়া ঐ অর্থ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারী হইতে গ্রহণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের প্রদান করেন। কলেজীয় শিক্ষার জন্য আদিবাসি-মঙ্গল অধিকর্তা অনুরূপ আবেদনপত্র আহ্বান করেন এবং কলেজের প্রধানের সুপারিশসহ উহা কলিকাতাস্থ অধিকারে আসিলে আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া সকল যোগ্য প্রার্থীকেই বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরীর পর অধিকর্তাই বিল করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীগণকে দিবার জন্য উহা কলেজের প্রধানের নিকট প্রেরণ করেন।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 724

বিবরণী

১৯৬৩-৬৪ সালে বিভিন্ন জেলায় আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ

(১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে—

জেলা	অর্থের পরিমাণ* টাকা
বর্ধমান	২৫,৪১০
বীরভূম	৪৪,২৩০
বাঁকুড়া	২,৭৪,৪৭০
মেদিনীপুর	৩,৫৯,০৩০
হুগলি	২৩,৮৫০
হাওড়া	৪,৫৬০
কলিকাতা	৬,০৭০
চব্বিশপরগনা	৯৮,৬৪০
নদিয়া	২৩,৭৮৫
মুর্শিদাবাদ	৪২,২৪৫
মালদহ	৫৮,৬৬০
পশ্চিম দিনাজপুর	১,৭৪,৬৯০
জলপাইগুড়ি	১,০৯,৪৯০
দার্জিলিঙ	৯৯,৮৩০
কোচবিহার	১৫,৩৯০
পুরুলিয়া	১,৭৭,৭০০

*গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল ছাত্রছাত্রীকে এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রীকে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দিবার ব্যয় এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

(২) মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ে—

কলেজে অধ্যয়নরত আদিবাসী ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য না হইলে সকলেই বৃত্তি পায়। এইজন্য জেলাওয়ারী বরাদ্দ করার প্রয়োজন হয় না।

Vested lands of Jalangi police-station

725. (Admitted question No 1175)

শ্রীসনৎকুমার রাহা: ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) জলঙ্গী থানায় কত পরিমাণ জমি সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে,

(খ) উক্ত জমির কত পরিমাণ বিলি বন্দোবস্ত হইয়াছে,

(গ) যাহাদিগকে উক্ত জমি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম কি, এবং

(ঘ) উক্ত বন্দোবস্ত গ্রহণকারী সকলেই ভূমিহীন কৃষক কিনা?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) ৪২৫·১৩ একর।

(খ) ১৩৬৯ সালে ২২০ ৬৯ একর জমি বিলি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

(গ) নামের তালিকা লাইব্রেরীর টেবিলে ন্যস্ত হইল।

(ঘ) অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক।

Work done by the Publicity Department in Murshidabad district

726. (Admitted question No 1198)

শ্রীব[illegible] রায়: স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার কোন্ কোন্ মহকুমায় প্রচার বিভাগ কোন্ কোন্ তারিখে কি কি কাজ করিয়াছেন; এবং

(খ) উক্ত কাজগুলির জন্য কোন্ বৎসরে কত টাকা কি কি বাবতে খরচ হইয়াছে?

The Minister for Home (Publicity):

(ক) একখানি বিবরণী উপস্থাপিত করা হইল। তবে কোন্ কোন্ তারিখে উক্ত কার্যগুলি করা হইয়াছে তাহা এত অল্প সময়ের মধ্যে জানানো সম্ভব নয়।

(খ) কার্যের ভিত্তিতে কোন হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন খাতে কত টাকা খরচ হইয়াছে তাহার একখানি তালিকা দেওয়া হইল।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No 726

REPORT ON THE WORK DONE BY THE SUBDIVISIONAL PUBLICITY OFFICER, KANDI, DURING THE YEARS 1960 TO 1963 (JULY)

Year	Number of days on tour	Number of night halts	Number of meetings held	Number of group talks held	Number of A.V. show addressed	Number of M L show arranged	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1960	197	46	101	757	13	36	There was no officer posted in this office, from October to December, 1960.
1961	115	23	62	215	..	9	There was no officer in January and February, report for October to December was not found.
1962	178	29	81	706	6	3	Sufficient M L show was not arranged for want of screen and due to defect of the set
1963 upto July	81	16	26	302	6	6	Ditto The officer was on leave for over one month in May and June.

Note : (i) There is no A V Unit in this office, shows were arranged by the District A V Unit, Murshidabad Hence the figure in the column is so poor

(ii) Above these normal works, arrangements were made to observe different day, week and month as instructed by the department time to time.

A-2

Assessment of work of the Subdivisional Publicity Officer, Jangipur, Murshidabad

		No. of Meetings	No. of group gatherings	No. of M. L. shows organised	P. A. set utilised
1960—61	..	205	221	31	80½ hours
1961—62	..	64	189	-	41 hours
1962—63	..	34	106	-	.
April 1963 to July, 1963	..	5 (April '63)	37 (April '63)	-	.

Statement of work done by the District Publicity Officer, Murshidabad

Year	1960—61	1961—62	1962—63 (upto July, 1963)
1. Number of Film shows	158	136	155
2. Number of meetings addressed	76	66	105
3. Number of group gatherings	369	362	496
4. P. A. set utilised	120 times	131 times	124 times
5. Number of patients treated by the Mobile Medical Section	8,606	7,659	14,116

1—3

Statement of work of the subdivisional Publicity Officer, Sadar, Murshidabad

	No. of meetings	No. of group gatherings	No of meeting with A V. Unit	No. of days spent in organising and attending the Exhibition
1960—61	43	321	27	-
1961—62	2	25	x	12 days
(under G O No. 4936(10) Pub., dated 29th April, 1961, to Normal Touring by Subdivisional Publicity Officer, Sadar, was suspended with effect from May, 1961				
1962—63	-	2	4	1
April, 1963 to July, 1963	2	-		-

An assessment of work of the District Information Centre is given below

Year	No of enquiries attended	No of people attended for reading newspapers	No of people attended to use Library
1960—61	2 593	436	244
1961—62	1 515	323	174
1962—63	1 184	481	173
April, 1963 to July, 1963	419	160	55

A—4

1. *Total Number of Radio sets in Murshidabad District*

	1960-61	1961-62	1962-63
Sadar	47	49	52
Kandi	36	37	41
Lalbag	28	30	32
Jangipore	24	23	28

2 *Total Number of sets installed*

Sadar	5	6	5
Kandi	3	4	5
Lalbag	5	2	4
Jangipore	1	1	6

3 *Total Number of sets withdrawn*

Sadar	2	4	2
Kandi	4	3	1
Lalbag	1	x	2
Jangipore	x	2	1

4 *Number of times visited by Technical Supervisor different subdivisions in connection with the Rural and School Broadcasting work*

Sadar	100	110	118
Kandi	79	82	86
Lalbag	60	66	68
Jangipore	56	54	66

PUBLICITY WORKS DONE DURING THE YEARS 1960-61, 1961-62 AND 1962 63

Lalbagh subdivision

Year	Number of meetings organised and attended	Number of group gatherings organised and attended	Number of cinema shows organised and attended	Number of M L shows organised	Number of F E Sections shows organised and attended	Number of Exhibitions organised and attended	National savings Seminar	Special works undertaken
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1960-61	115	494	66	13	3	3	4	(i) Street publicity and P A set works were undertaken at regular intervals throughout the subdivision (ii) Had to work with the Mobile Medical Unit of the Publicity department
1961-62	102	448	53	4	2	2	7	(i) Street publicity and P A set works had to be undertaken at regular intervals throughout the subdivision
1962-63	87	477	47	3	9	7	1	(i) Street publicity and P A set works at regular intervals throughout the subdivision. (ii) Had to shoulder all responsibilities in connection with the opening of Blocks at Islampur and at Ramnagar (iii) Had to shoulder responsibilities in connection with the publicity of Her Excellency's tours and organise functions and meetings in this connection at Lalbagh (iv) Had to work in connection with Prime Minister's visit at Nabagram (v) Had to conduct inter-State study tours within tours within the subdivision
1.4.63 to 31 7.63	21	90	3	.				..

Statement referred to in reply to clause (Kha) of unstarred question No. 726

STATEMENT OF EXPENDITURE TO RUN THE SUBDIVISIONAL PUBLICITY ORGANISATION, KANDI

Head of expenditure	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64. (up to July)
	Rs nP	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs nP.
1. Pay of clerks	1315 40	1911·00	2787·09	926·35
2. Pay of servants	264·00	404·00	791·00	267·00
3. D A and A D A.	760·33	850·00	Nil	Nil
4. C A.	124 00	125·00	Nil	Nil
5 T A.	1786·81	1734 73	1600·25	342·95
6 Contract contingency	116·00	399 97	449·63	100·00
7. Rent, rates and taxes	825·00	900·00	900·00	375·00
8. Purchase of books and periodicals	90·72	115·20	115.04	Nil
9. Office expenses and miscellaneous	523·07	600·00	858·65	155·14
10 Plan Festival	Nil	500·00	500·00	Nil.

A-8

Pay, Dearness allowance and other allowances of Sub-divisional Publicity Officer, Lalbagh and his orderly peon

Year	Pay, D A and other allowances of Sub-divisional Publicity Officer, Lalbagh and his orderly peon	T.A. drawn—by Sub-divisional (Pub.) Officer, Lalbagh and his oderly peon
	Rs. nP	Rs. nP
1960—61	2825 86	1305.41
1961—62	2826 81	1653 03
1962—63	3037 00	1648 29
1963—64 (Upto July, 1963)	1248 00	561.91

Jangipore Subdivision

Statement showing actual expenditure incurred under various subordinate heads in connection with Publicity works during the years 1960-61, 1961-62 and 1962-63

	1960-61	1961-62	1962-63	1963 64 (Upto July 1963)
	Rs. nP	Rs nP	Rs nP.	Rs nP
Contract contingency	600 00	600 00	599 00	256 00.
Rent, rates and taxes	25 44	205 44	205 44	—
Purchase of books and newspaper	119 99	126 95	124 13	38 72
Office expenses and miscellaneous	597 97	416 69	544 91	99.00
Plan Festival	300 00	500 00	500 00	—
Pay of establishment— 1 Subdivisional Publicity Officer including peon	1863 33	1907.67	2464 00	967.00
2. Travelling allowance	1799 11	1713.63	1842 09	894 11
3. D A and A D.A.	910.00	750 00		
4. C.A.	144 00	120 00	--	—

A—9

Statement of expenditure incurred under the detailed heads on publicity matters at the Sadar headquarters

Sl No.	Detailed heads	1960-61	1961-62	1962-63 Up to July
		Rs nP.	Rs. nP.	Rs. nP.
1.	Rural and School Broadcasting Schemes ..	2299.85	1937.00	250.00
2.	Office expenses and miscellaneous ..	4070.00	3602.00	779.00
3.	Purchase of books and periodicals ..	115.00	119.00	39 00
4.	Purchase and maintenance of motor vehicles ..	4112.00	3315.00	1198.00
5.	Contract contingencies Service-postage stamps etc .	572 00	415 00	182 00
6.	Rents, rates and taxes ..	4276 00	2040.00	680.00
7.	Publicity for S. S. Scheme Seminars ..	400.00	—	—
8.	Folk entertainment ..	—	50.00	—
9.	Development Scheme. 2nd Five-Year Plan Publicity for 2nd Five-Year Plan ..	436 00	398 00	169 00
10.	Travelling allowance of the staff .	8984 78	8267 35	3205 73
11.	House rent of other allowances ..	Nil	2305 16	350 00
12.	Pay and Dearness allowances, etc .	28351 00	32676 07	13129 50

Fertiliser used in each Thana Farm in Murshidabad district

727. (Admitted question No 1199) **Shri Birendra Narayan Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state the amount and nature of fertiliser used per acre for each crop in each Thana Farm of Murshidabad district for the last three years?

The Minister of State for Agriculture: Statements are laid on the Assembly Table.

B-1

Statement referred to in reply to unstarred question No. 727

Statement showing the utilisation of fertilisers in seven Thana Seed Farms during the year 1960-61 in the district of Murshidabad.

Name of Thana Farm	Name of crop	Name of fertiliser manures used	Fertiliser used per acre Md. Sr. Ch.
BHARATPUR	Aman	Lime	1— 0— 0
		F/Mixture	2— 0— 0
			0—11— 8
	Aus	F/Mixture	1—15— 0
DOMKAL	Aus	S/Phosphate	0—10— 0
		A/Sulphate	0—30— 0
	Aman	A/Sulphate	0—22— 0
		S/Phosphate	0—13— 0
		F/Mixture	1—27— 0
	Wheat	F/Mixture	0—25— 5
		A/Sulphate	0—39—12
		S/Phosphate	0—25— 0
NABAGRAM	Aus	F/Mixture	2—10— 0
		A/Sulphate	0— 9— 0
	Aman	A/Sulphate	2—11— 0
		F/Mixture	1—34— 5
		Lime	0—26— 6
BURDWAN	Aus	F/Mixture	1— 5— 0
		A/Sulphate	0—16— 0
	Aman	A/Sulphate	0—12— 8
		F/Mixture	1— 8— 0
SAGARDIGHI	Aus	F Mixture	0—30— 0
	Aman	F Mixture	2— 8— 0
SUTI	Aus	F Mixture	1—10— 0
BELDANGA	Aus	A/Sulphate	1— 2— 0
		S/Phosphate	0— 6— 0
	Aman	A/Sulphate	0—18— 0
		Bonemeal	1—20— 0
		F/Mixture	1—10— 0
	Wheat	A/Sulphate	0—30— 0
		S/Phosphate	1—18— 0

B-2

Statement showing the utilisation of fertilisers in seven Thana Seed Farms during the year 1961-62 in the district of Murshidabad

Name of the Thana Farm	Name of the crop	Name of fertiliser manures used	Fertiliser used per acre Md Sr. Ch.
BHARATPUR	Aman	Bonemeal	1—10— 0
		Lime	1— 0— 0
		A/Sulphate	1— 6— 7
		S/Phosphate	1— 6— 7
	Aus	A/Sulphate	0—33— 0
		S/Phosphate	0—33— 0
SUTI	Aus	S/Phosphate	1—20— 0
BURDWAN	Aus	F/Mixture	3—30— 0
	Aman	A/Sulphate	0—35— 0
		S/Phosphate	1—30— 0
		F/Mixture	0—11— 0
		Bonemeal	1—20— 0
SAGARDIGHI	Aus	F/Mixture	0—30— 0
	Aman	A/Sulphate	1—20— 0
		S/Phosphate	1—20— 0
		M/Cake	0—35— 0
		F/Mixture	0—25— 0
BELDANGA	Aus	A/Sulphate	0—34— 0
		S/Phosphate	1—15— 0
		M/Cake	1— 8— 0
	Wheat	A/Sulphate	1— 5— 0
		S/Phosphate	1— 2— 0
		M/Cake	0—34— 8
NABAGRAM	Aus	F/Mixture	1—10— 0
	Aman	F/Mixture	1—30— 0
		A/Sulphate	0— 5— 0
		M/Cake	1—20— 0
		Bonemeal	0— 5— 0
DOMKAL	Aus	F/Mixture	0—35— 0
	Aman	S/Phosphate	0—30— 0
		F/Mixture	1—10— 0
		A/Sulphate	0—25— 0

B-3

Statement showing the utilisation of fertilisers in seven Thana Seed Farms during the year 1962-63 in the district of Murshidabad

Name of Thana Farm	Name of crop	Name of fertiliser manures used	Fertiliser used per acre Md Sr. Ch.
BHARATPUR ..	Aus ..	Paddy Fertiliser	1—24— 8
	Aman ..	A/Sulphate .	1— 6— 2
		Paddy Fert	1—28—12
		S/Phosphate	1— 9—14
		Mustard Cake .	0—35— 1
NABAGRAM .	Aus .	S/Phosphate	1— 0—10
		F/Mixture	1—16— 0
	Aman	M/Cake	1—10— 3
		Fert. /Mixture	0—33— 9
		A/Sulphate	0 12 3
		S/Phosphate	0—16 14
BURDWAN	Aman	F/Mixture .	2— 5— 8
		A/Sulphate	1— 7—15
		S/Phosphate	1—17— 3
	Aus .	F/Mixture	2—25 14
SAGARDIGHI ..	Aus .	S/Phosphate	1 21 4
		Paddy Mixture	0 - 11— 4
		A/Sulphate	1—14— 0
	Aman	S/Phosphate	1 -17—15
		A/Sulphate	0—18— 5
		Paddy Mixture	1— 3 0
		M/Cake	3— 1— 0
SUTI .	Aus	Paddy Mixture	1—18— 0
BELDANGA	Dharial	S/Phsophate	0— 9— 0
	Aus	Paddy Mixture	2— 5— 0
	Wheat	A/Sulphate	1—20— 0
		S/Phosphate	1— 0 — 0
		M/Cake	3— 0— 0
DOMKAL ..	Aus	S/Phosphate	1— 10— 0
		A/Sulphate	0 - 5— 0
		F/Mixture	0 - 30 — 0
	Aman .	F/Mixture	0—20— 0
		S/Phosphate ..	1— 5— 0
		A/Sulphate	1—20— 0

Financial aid for "Prabhu Jagabandhu College" at Andul (Jorehat), Howrah

728. (Admitted question No. 1290.) **Shri Dulal Chandra Mondal:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that a gentleman has donated a building and land for the purpose of establishing a degree college by the name of "Prabhu Jagabandhu College" at Andul (Jorehat), police-station Sankrail, district Howrah; and

(b) if so, whether the Government has any proposal for giving necessary aids for the establishment of that college?

The Minister for Education: (a) Government has no such information.

(b) Does not arise.

Agricultural labour of Howrah district

729. (Admitted question No 1321.) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) the total number of agricultural labour in the district of Howrah;

(b) average earning of an agricultural labour in the said district;

(c) average period of employment of an agricultural labour;

(d) whether Minimum Wages Act has been enforced in so far as employment of agricultural labour is concerned;

(e) if not, the reasons thereof;

(f) the number of unemployed persons other than agricultural labour in the district of Howrah at the beginning of the year 1962;

(g) the total number of persons who have received employment from the beginning to the end of 1962; and

(h) the sources from which the statistical data of unemployment is received?

The Minister for Labour: (a) 60,002 as per Census Report of 1961.

(b) and (c) Not available But Government of India made an enquiry in 1956-57. It was found that in West Bengal the average income of an agricultural labour household is Rs 657 00 including income derived from sources other than agriculture and that they are employed on an average for 187 days during the year

(d) Yes.

(e) Does not arise.

(f) 20,340 persons as per Live Register of the Employment Exchange, Howrah.

(g) 2,752 persons.

(h) Live Register of Howrah Employment Exchange, 1962.

Setting up of Technical Schools and Polytechnics

730. (Admitted question No. 1326.) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) the number of Technical Schools or Polytechnics proposed to be set up in West Bengal,

(b) whether any such Polytechnic has already been set up anywhere in West Bengal under the Third Five-Year Plan;

(c) if so, at what places they have been set up;

(d) the conditions which are required to be fulfilled before a site for a Technical School is finally selected;

(e) whether donation of land is a primary condition for selection of site for a Technical School;

(f) whether there is any proposal under the Education Department to establish one more Polytechnic in the district of Howrah; and

(g) if so, the name of the the site for such Polytechnic?

The Minister for Education: (a) It is proposed to set up 18 Junior Technical Schools and nine Polytechnics in West Bengal during the Third Five-Year Plan period.

(b) Establishment of five Junior Technical Schools and one Polytechnic has been accorded administrative approval.

(c) Junior Technical Schools—

(i) At Belur under Ramkrishna Mission Silpamandir.

(ii) At Sabrakone (Bankura) under Jana Mangal Sangha

(iii) At Chhotajagulia (24-Parganas) under Chhotajagulia Palli Unnayan O Siksha Samiti

(iv) At Manirampur (Barrackpore) under Shri Mahadevananda Vidyayatan, Shri Bhola Giri Asram.

(v) At Lilluah under Don Bosco

Polytechnic—

(i) At 21 Convent Road, Calcutta-14.

(d) Technical institutions are set up in consultation with the All-India Council for Technical Education.

(e) No But preference is given to the selection of a suitable site where there is an offer of free gift of land.

(f) There is a proposal to set up a Polytechnic with Sandwich Course in South Howrah

(g) No site has been selected as yet

Honours Course in the colleges in Murshidabad district

731. (Admitted question No 1375.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার কোন্ কোন্ কলেজে কি কি বিষয়ে অনার্স পড়াইবার ব্যবস্থা আছে,

(খ) বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বাংলা অনার্স ক্লাস খুলিবার ইচ্ছা সরকারের আছে কি; এবং

(গ) না থাকিলে, তাহার কারণ কি?

The Minister of Education:

(ক) একটি বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইল।

(খ) বর্তমানে নাই।

(গ) এই কলেজে বর্তমানে নয়টি বিষয়ে অনার্স পড়িবার ব্যবস্থা আছে। অনেক স্পনসর্ড কলেজে ইহা অপেক্ষা কম বিষয়ে অনার্স কোর্সের ব্যবস্থা আছে। সকল কলেজে সকল বিষয়ে অনার্স পড়িবার ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of the unstarred question No. 731

বিবরণী

(ক) (১) কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর—ইংরাজী, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শনশাস্ত্র, সংস্কৃত, অঙ্ক (কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ), রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা।

(২) শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ—দর্শনশাস্ত্র।

(৩) কান্দি রাজ কলেজ ইংরাজী, অর্থনীতি এবং দর্শনশাস্ত্র।

(৪) জঙ্গীপুর কলেজ—ইতিহাস (বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯৬৩-৬৪ সন হইতে অনার্স অ্যাফিলিয়েশন দিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে)।

(৫) বহরমপুর মহিলা কলেজ ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র এবং ইতিহাস।

Budget of certain Gram and Anchal Panchayats in the district of Murshidabad

732. (Admitted question No. 1389.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার কোনো কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অঞ্চল পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট দিনে তাঁহাদের বজেট পেশ করেন নাই,

(খ) সত্য হইলে উক্ত পঞ্চায়েতগুলির সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে; এবং

(গ) কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হইলে তাহার কারণ কি?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats:

(ক), (খ) ও (গ) প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

High Schools at Curapasla and Panchgram in Murshidabad district

733. (Admitted question No 1397.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার গুড়াপাশলায় অবস্থিত হাই স্কুল এবং পাঁচগ্রামে অবস্থিত হাই স্কুলে গত পাঁচ বৎসরে কোন্ স্কুল হইতে কত ছাত্র স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে এবং কতজন পাস করিয়াছে;

(খ) উক্ত স্কুলের কোনটি কোন্ তারিখে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে উন্নীত হইবার জন্য আবেদন করেন, এবং

(গ) উক্ত স্কুল দুইটি অদ্যাবধি উন্নীত না হওয়ার কারণ কি?

The Minister for Education:

(ক) (১) বিদ্যালয়ের নাম—গড়াপাশলা এস কে শিক্ষ নিকেতন।

বৎসর	যত ছাত্র পড়ানো হইয়াছে	যত ছাত্র পাস করিয়াছে
১৯৫৮	৩৩	১৫
১৯৫৯	৪০	৫
১৯৬০	৩৬	৫
১৯৬১	১৭	৮
১৯৬২	১৮	৭

(২) বিদ্যালয়ের নাম – পাঁচগ্রাম হাই স্কুল

১৯৫৮	২৩	১০
১৯৫৯	২৭	১৩
১৯৬০	২৬	১০
১৯৬১	৩১	৯
১৯৬২	২৬	৭

(খ) বিদ্যালয়ের নাম ও আবেদনের তারিখ—

(১) গড়াপাশলা এস কে শিক্ষানিকেতন ২২-৮-৬২

(২) পাঁচগ্রাম হাই স্কুল—৩-১০-৬২

(গ) (১) গড়াপাশলা এস কে শিক্ষানিকেতন সম্বন্ধে কারণ হইতেছে এই যে, ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত কম (আবেদনের তারিখে ১১৪ জন মাত্র) এবং পরীক্ষার পাসের হার গত তিন বৎসরেই (১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২) গড় ৩৩ ২ পারসেন্ট ১৯৬০—১৩ ৮ পারসেন্ট, ১৯৬১—৪৭ পারসেন্ট, ও ১৯৬২—৩৮ ৮)।

(২) পাঁচগ্রাম বিদ্যালয় সম্পর্কে কারণ হইতেছে এই যে, এই বিদ্যালয়ের গত তিন বৎসর (১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২) পরীক্ষার পাসের হার শতকরা গড় ৩১ ৩ পারসেন্ট মাত্র (১৯৬০—৩৮ ৪ পারসেন্ট, ১৯৬১—২৯ পারসেন্ট ও ১৯৬২—২৭ পারসেন্ট)।

Electric meters in Writers' Buildings

734. (Admitted question No. 1398.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: পূর্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কয়টি ইলেকট্রিকের মিটার আছে, এবং

(খ) উক্ত মিটারগুলির কোন্‌টিতে গত ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬২-৬৩ সালের জুলাই পর্যন্ত কোন্ বৎসরের কত টাকার বিল পেমেন্ট করিতে হইয়াছে?

The Minister for Public Works:

(ক) ২৪টি আছে।

(খ) তথ্যগুলি এতদ্‌সংলগ্ন বিবরণীতে বর্ণিত হইল।

Statement referred to in reply to clause (Kha) of unstarred question No. 734

বিবরণী

মীটার নং	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪ এব জুলাই পর্যন্ত
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
(১) ৭৫৭৪৯ । ১৭২৩৩৪ (২) ৭৫৭৫৮ । ৪৭৭১৩০৮ . (৩) ৪১৩৯৯ । ৯০৯৮৫ (৪) ১৭২৩৩৮ । ১২২৯৫৪ . (৫) ১৭২৯৫৮ (৬) ১৭২৯৪৪ .	২৯,৪৪৮ ৫৬	২৯,৪৪৯ ৫৯	২৭,১৪৮ ৬২	১২,৮৯০ ৪২
(৭) ২৩৯০৭ । ৭৮৪৮৩ (৮) ৪১০৩৮৯ (৯) ৪৮৩৯৪ (১০) ২৩৯২৬ । ১৭২৩৮২	১৮,২৫৭ ১৬	১৮,৪৪০ ৯৭	১৭.৫২৪ ৮০	৬,৪৮৪ ১১
(১১) ১৩৬৭৬৩ (১২) ১৭২৩৬০ । ৪৭৭১৩০৫ (১৩) ১৭২৩৯৮ (১৪) ৪৯৮৬২	২১,৪৬৭ ০৬	১৯,৬৯৯ ৬২	১৭,৮১৩ ৪৭	৭,০২৫ ১৫
(১৫) ১৫০৬৬০ . (১৬) ৮২৫৬১ ..	১০,৪৬০ ৪৯	১০,৫২৫ ৫৭	৯,৬৯২ ১৪	৩,৩৭৪ ৪১
(১৭) ৪২২৭৬ । ১৭২৩৪৪ (১৮) ৪৯৭৭৮ । ৭৩২৯২	৭,০৭৯ ৫২	৬,০৭৯ ৯৯	৪,০২০ ৮০	৪,৭৬৬ ২২
(১৯) ৪৪১০৮ ..	১৭৬ ৬৮	১৬৪ ০৭	১৬৪ ৮৩	৭৬ ৩৩
(২০) ২৫৬৮১১ ..	১৩,৪৭২.৪০	১৪,২৪৬ ৯০	১৩,৫৩২ ৬৫	৫,৪৪৯ ৯০
(২১) ৬৯৪৯৫ .. (২২) ৬২২০৮ .. (২৩) ৮০৮৯৮ .	১২.৬০১ ৫১	১২,১৭৬.২৫	১৩,৪৮৬ ৮০	৫,৩৫২.৮২
(২৪) ৩৫৬৯৮০ .	১৫,৪১৮ ৭১	১৫,৪১০.৮৭	১৫,৪৮১ ২২	৯,৪৫৮.৯৪

Test Relief Work at Sijgram in Murshidabad district

735. (Admitted question No. 1401.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অধীন শিজগ্রাম অঞ্চলে টেস্ট রিলিফের কাজে গত তিন বৎসরে কিছু পুকুর কাটানো হইয়াছে, এবং

(খ) সত্য হইলে, ঐ পুকুর কাটানোর কাজে কোন্ কোন্ টিতে কত টাকা অথবা গম দেওয়া হইয়াছে?

The Minister for Relief:

(ক) ইহা সত্য নহে।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Ranaghat Subdivisional Hospital

736. (Admitted question No. 1412.)

শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) রানাঘাট সাবডিভিসনাল হসপিটালে ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি হইতে আগস্ট পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে কত আউটডোর পেসেন্টস আসিয়াছেন এবং চিকিৎসীত হইয়াছেন;

(খ) উক্ত হাসপাতালে গত ৮ মাসে কত জন অ্যাকসিডেন্ট কেস রোগী আসিয়াছেন এবং কত জনকে অ্যাডমিট করিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছে,

(গ) উক্ত হাসপাতালে বেড সংখ্যা কত,

(ঘ) উক্ত হাসপাতালে আই, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, ভেনেরিয়াল প্রভৃতি বিভাগ আছে কি,

(ঙ) যদি (ঘ) প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হয়, তাহা হইলে, (১) উক্ত প্রত্যেক বিভাগের জন্য কয়জন ডাক্তার আছে, (২) প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক ঘর আছে কি,

(চ) পঁচাত্তরটি শয্যা-বিশিষ্ট রানাঘাট মহকুমা হাসপাতাল সংস্থাপনের কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি, এবং

(ছ) পরিকল্পনা থাকিলে, উহা কোথায় এবং কখন সংস্থাপনের কাজ শুরু হইবে?

The Minister of State for Health:

(ক) জানুয়ারি—৬,৯১৪

ফেব্রুয়ারি—৭,৩৮৫

মার্চ—১০,১২৬

এপ্রিল—৮,৩৮০

মে—১০,২৭০

জুন—১০,২৭৫

জুলাই—১৩,৯৩২

অগাস্ট মাসের সংখ্যা এখন দেওয়া সম্ভব নহে।

(খ) ১৭৫ এবং ৫৫ জন।

(গ) ১২।

(ঘ) হ্যাঁ, আছে।

(ঙ) (১) চক্ষ্ এবং যৌন ব্যাধি বিভাগের জন্য একজন করিয়া ডাক্তার আছেন। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ডাক্তার শীঘ্রই কাজে যোগদান করিবেন। বর্তমানে সেখানে একজন পি এইচ নার্স আছেন। (২) হ্যাঁ, আছে।

(চ) মহকুমা হাসপাতাল সংস্থাপনের পরিকল্পনা আছে। শয্যাসংখ্যা এখনও স্থির হয় নাই।

(ছ) হাসপাতাল সংস্থাপনের স্থান এখনও নির্বাচিত হয় নাই। জমি সংগৃহীত হইলে এ বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে।

Handicrafts, Madur Silpa and Soap-making Societies of Murshidabad district

737. (Admitted question No. 1417)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ঃ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় কয়টি (১) কারুশিল্প, (২) মাদুর শিল্প এবং (৩) সাবান তৈয়ারি শিল্প সমিতি আছে;

(খ) উহাদের কোন্‌টি কোন্ তরিখে সমিতিবদ্ধ হইয়াছিল,

(গ) গত পাঁচ বৎসরে উহাদের কোন্‌টি কত লাভ বা লোকসান করিয়াছে,

(ঘ) উহাদের কোন্‌টিকে সরকার কত টাকা ঋণ, অনুদান বা অন্য প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন (তারিখ সহ);

(ঙ) উহাদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম কি,

(চ) তাঁহারা কে কোন্ তারিখ হইতে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন, এবং

(ছ) উক্ত সমিতিগুলির কোনটির মূলধন কত?

The Minister for Cottage and Small Scale Industries:

(ক) (১) মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৪টি কারুশিল্প সমিতি আছে।

(২) ১টি মাদুর শিল্প সমিতি আছে।

(৩) ৩টি সাবান তৈয়ারির শিল্প সমিতি আছে।

(খ) হইতে (ছ) লাইব্রেরী টেবিলে একটি বিশদ বিবরণী উপস্থাপিত করা হইল।

Vested lands at Radhaballavpur Mauza under Raninagore police-station

738. (Admitted question No. 1429.)

শ্রীসনৎকুমার রাহাঃ ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার অন্তর্গত রাধাবল্লভপুর মৌজায় কত জমি সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে,

(খ) উক্ত ন্যস্ত জমি বর্তমানে কাহার দখলে, এবং

(গ) উক্ত জমি সরকার বন্দোবস্ত দিয়াছেন কিনা?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার অন্তর্গত রাধাবল্লবপুর নামে কোন মৌজা নাই। তবে উক্ত থানার অন্তর্গত চররাধাবল্লভপুর নামে একটি মৌজা আছে এবং সেই মৌজায় মোট ৪·৯২ একর কৃষি জমি সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে।

(খ) সরকারের খাস দখলে।

(গ) না।

Messrs. Steel Rolling Mills of Hindusthan Private Ltd., Kidderpore

739. (Admitted question No. 1445.) **Shri Jamini Bhusan Saha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) whether there are latrines and urinals for the workers of Messrs. Steel Rolling Mills of Hindusthan Private Ltd., 47 Hide Road, Extension, Kidderpore;

(b) if not, what steps have been taken for long violating the Factories Act against the employer;

(c) it the answer to (a) be in the affirmative, how many latrines and urinals there are and whether they are in conformity with the Factories Act;

(d) whether the workers of Messrs. Steel Rolling Mills of Hindusthan Private Ltd., 47 Hide Road, Extension, Kidderpore, working in the Civil Department of the company (i) are paid overtime wages in accordance with the Factories Act, and (ii) are paid wages for the holidays;

(e) if not, what steps have been taken against the *company* for the non-compliance of the Factories Act;

(f) whether Messrs. Steel Rolling Mills of Hindusthan Private Ltd., 47 Hide Road, Extension, Kidderpore, is employing contract labour in the factory in perennial nature of work; and

(g) if so, what steps have been taken in this matter?

The Minister for Labour: (a) Yes

(b) Does not arise

(c) 12 sanitary latrines and 12 urinals as temporary measure The management are at present negotiating with the Port Commissioners, Calcutta and Chief Engineer, Public Health Engineering, for approval of the site and design for construction of permanent latrines and urinals in accordance with the provisions of the Factories Act and the rules prescribed thereunder

(d) The employees in the Civil Department employed on construction work are not workers within the meaning of the Factories Act; and as such the question of payment of overtime wages does not arise No wages for the holidays are also paid as they are daily rated employees

(e) Does not arise.

(f) 250 to 300 workers are employed through contractors for material handling such as loading and unloading of Railway wagons, stacking of materials, etc

(g) Under the existing law on legal step can be taken to prevent employment of such workers through contractors

Vested lands in Berhampur police-station

740. (Admitted question No 1454)

শ্রীসনৎকুমার রাহা: ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বহরমপুর থানার কলাডাঙ্গা, বড়দহ মৌজায় কত জমি সরকারে ন্যস্ত;

(খ) উক্ত জমির কত জমি সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে; এবং

(গ) যাহাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম কি?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) কলাডাঙ্গা মৌজায় ৩১·৫৭ একর ও বড়দহে ২২·৬০ একর জমি সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে।

(খ) কলাডাঙ্গায় কোন জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই। বড়দহ মৌজায় ৫·১৮ একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

(গ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে:

(১) শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, পিতা ছবিলাল ঘোষ।

(২) শ্রীরব্বানি শেখ, পিতা গনি শেখ।

(৩) শ্রীহিকমত শেখ, পিতা ইসব শেখ।

(৪) শ্রীসরকত শেখ, পিতা রাহাতুল্লা।

(৫) শ্রীসৈয়দালী শেখ, পিতা রাহাতুল্লা।

(৬) শ্রীমতী সফিজান বিবি, স্বামী রাহাতুল্লা।

(৭) শ্রীননীগোপাল ঘোষ, পিতা ললিত ঘোষ।

Vested lands of Raninagore police-station in Murshidabad district

741. (Admitted question No 1455)

শ্রীসনৎকুমার রাহা: ভূমি ও ভূমির'জস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় রাণীনগর থানায় চরবাধাপুর, চরবাধাবল্লভপুর মৌজায় কত জমি সরকারে ন্যস্ত,

(খ) উক্ত জমির কত পরিমাণ বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, এবং

(গ) কত জমি সরকারের দখলে অদ্যাবধি আসে নাই?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় রাণীনগর থানায় চরবাধাপুর নামে কোন মৌজা নাই। উক্ত থানার অন্তর্গত চরবাধাবল্লভপুর মৌজায় ৪ ৯২ একর জমি সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে।

(খ) উক্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই।

(গ) সম্পূর্ণ জমি সরকারের দখলে আসিয়াছে।

R. T. A. Board of Murshidabad district

742. (Admitted question No. 1468.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: গত ৫ই অগাস্ট ১৯৬৩ তারিখে প্রদত্ত প্রস্তাবিত ১৬৫নং (অ্যাডমিটেড প্রশ্ন নং ৪২৭) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার পুনর্গঠিত আর টি এ বোর্ডে বর্তমান ইঞ্জিনীয়ারের স্থলে ভূতপূর্ব ইঞ্জিনীয়ারকে দেওয়ার কারণ কি; এবং

(খ) উক্ত ভূতপূর্ব ইঞ্জিনীয়ারের নাম কি?

The Minister for Home (Transport):

(ক) এক্স-ইঞ্জিনীয়ার, রোড কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, বহরমপুর, আর টি এ বোর্ডে পদাধিকার বলে সরকারী সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, ব্যক্তিগতভাবে নহে।

(খ) নামের প্রশ্ন উঠে না।

Bus-route license in Murshidabad district

743. (Admitted question No. 1469.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—মুর্শিদাবাদ জেলার আর টি বোর্ড ১৯৫৫ সাল হইতে ১৯৬৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত কোন্ কোন্ তারিখে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ কোন্ রুটের জন্য বাসের লাইসেন্স দিয়াছেন?

The Minister for Home (Transport):

১৯৫৫ সাল হইতে ১৯৬৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় যে সকল রুটে ও যে যে লোকের নামে স্থায়ী পারমিট দেওয়া হইয়াছে তাহার একটি তালিকা পেশ করা হইল।

Statement referred to in reply to unstarred question No. 743.

যে সালে বাস পারমিট দেওয়া হইয়াছে	তারিখ	যে রুটের জন্য পারমিট দেওয়া হইয়াছে	যাহাকে পারমিট মঞ্জুর করা হইয়াছে	মন্তব্য
১৯৫৫	(১) ৭-১-৫৫	বহরমপুর হইতে প্রতাপপুরঘাট	শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস	
	(২) ৭-১-৫৫	বাধারঘাট-শেরপুর ভায়া গাঁতলা-ঘাট	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুনারায়ণ সিংহ চৌধুরী	
	(৩) ২৭-৫-৫৫	লালগোলা-জঙ্গীপুর	শ্রীমিহিরকুমার মুখার্জী	
	(৪) ১-১১-৫৫	বেলডাঙ্গা-আমতলা ..	শ্রীশশধর গুপ্ত	
	(৫) ২-১১-৫৫	রঘুনাথগঞ্জ-ধুলিয়ান ..	শ্রীগোপালচন্দ্র বিশ্বাস	
	(৬) ২-১১-৫৫	বেলডাঙ্গা-আমতলা	শ্রীসতীন্দ্রনাথ সিংহ	
	(৭) ৪-১১-৫৫	কান্দী-ভরতপুর	শ্রীবামেন্দ্রকিশোর কর	
	(৮) ৭-১১-৫৫	কান্দী-পাকলিয়া	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার ভাদুড়ী	
	(৯) ৭-১১-৫৫	বহরমপুর-পাহাড়পুরঘাট .	শ্রীশশাঙ্কভূষণ চৌধুরী	
	(১০) ৮-১১-৫৫	বাধারঘাট-রঘুনাথগঞ্জ	শ্রীবিমলকুমার মিত্র	
	(১১) ১১-১১-৫৫	কান্দী-ভরতপুর	শ্রীঅজিতকুমার চ্যাটার্জী	
	(১২) ১৭-১১-৫৫	রঘুনাথগঞ্জ-মুরারই ..	শ্রীপ্রভাতেন্দু বাগচী	
	(১৩) ২৪-১১-৫৫	লালবাগ-হরিরামপুরঘাট .	শ্রীরঘুনাথ সাহা	
	(১৪) ১-১২-৫৫	কান্দী-ঝিকোরহাটি ..	শ্রীবরজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষরায়	
	(১৫) ৫-১২-৫৫	রঘুনাথগঞ্জ-ধুলিয়ান ভায়া আরঙ্গা-বাদ নিমতিতা	মেসার্স রঘুনাথগঞ্জ প্রতাপপুর সোনাটিকুরী সমবায় সমিতি লিঃ	
	(১৬) ১২-১২-৫৫	কান্দী-জয়পুর ভায়া খড়গ্রাম	শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	

যে সালে বাস পারমিট দেওয়া হইয়াছে	তারিখ	যে রুটের জন্য পারমিট দেওয়া হইয়াছে	যাহাকে পারমিট মঞ্জুর করা হইয়াছে	মন্তব্য
১৯৫৬ ..	(১৭) ১-২-৫৬	বহরমপুর-করিমপুর ভায়া জলঙ্গী	শ্রীমেঘেন্দ্র নারায়ণ সিংহ	
	(১৮) ৯-৩-৫৬	রঘুনাথগঞ্জ-বোখারো ..	শ্রীফণিভূষণ সিংহ	
	(১৯) ১৪-৩-৫৬	বহরমপুর-জিতপুর ভায়া মধুপুর ডাঙ্গাপাড়া	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল	
	(২০) ২-৭-৫৬	ধুলিয়ান-নিমতিতা ..	শ্রীগোপাল চন্দ্র বিশ্বাস	
	(২১) ৬-১১-৫৬	রাধারঘাট-সাঁইথিয়া ..	শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ	
১৯৫৭ ..	(২২) ২৩-৪-৫৭	বহরমপুর-সর্বাঙ্গপুর ভায়া বেজিনগর	শ্রীতারাপদ গুপ্ত	
	(২৩) ১-৫-৫৭	ধুলিয়ান-নিমতিতা	মেসার্স সত্যনারায়ণ মটোর সার্ভিস	
	(২৪) ৩১-৫-৫৭	রঘুনাথগঞ্জ-বোখারো .	শ্রীনরেন্দ্র নাথ সিংহ	
	(২৫) ২৫-৯-৫৭	রাধারঘাট-কান্দী ..	শ্রীসবিতা শেখর রায় চৌধুরী	
১৯৫৮ ..	(২৬) ২৫-৪-৫৮	নিমতিতা-পাকুর ভায়া পুটিমারী	শ্রীপ্রভাতেন্দু বাগচী	
	(২৭) ২-৭-৫৮	কান্দী-ইন্দ্রাণী ভায়া কুলি .	শ্রীঅমিয় কৃষ্ণ রায়	
	(২৮) ১৬-৮-৫৮	কান্দী-জয়পুর ভায়া কুলি ও খড়গ্রাম	শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী	
	(২৯) ২৭-৮-৫৮	বহরমপুর-নবীপুর ভায়া লালবাগ, রাণীনগর ও কাতলামারী	মেসার্স স্বর্ণবাস সেবক সঙ্ঘ	
	(৩০) ১-৯-৫৮	বহরমপুর-দেবাইপুর ভায়া লালবাগ, জিয়াগঞ্জ ও হরিরামপুরঘাট	শ্রীরঘুনাথ সাহা	
	(৩১) ৩-১২-৫৮	লালবাগ-আখেরীগঞ্জ ..	শ্রীবিমলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী	
	(৩২) ২১-১১-৫৮	বহরমপুর-নবীপুর ..	শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সরকার	
১৯৫৯ ..	(৩৩) ২৪-১-৫৯	বহরমপুর-নবীপুর ..	শ্রীনির্মলশিব চৌধুরী	
	(৩৪) ১২-৩-৫৯	গোয়ালজানঘাট-পাঁচগ্রাম	শ্রীআতাহার রহমান	
	(৩৫) ১৩-৩-৫৯	বহরমপুর-পিরোজপুরঘাট	শ্রীঅরবিন্দ বসু	
	(৩৬) ঐ	বহরমপুর-রামনাবাদ ..	শ্রীশশাঙ্ক ভূষন চৌধুরী	
	(৩৭) ঐ	বহরমপুর রাধানগরঘাট ..	শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র সাহা ও [illegible] চন্দ্র সাহা	
	(৩৮) ঐ	ঐ ..	শ্রীস্মৃতিকুমার মজুমদার	
	(৩৯) ২০-৩-৫৯	ঐ ..	শ্রীশৈলধর গুপ্ত	
	(৪০) ঐ	বহরমপুর পিরোজপুর ঘাট	শ্রীত্রিপুরেশ চন্দ্র পাল	

যে সালে বাস পারমিট দেওয়া হইয়াছে	তারিখ	যে রুটের জন্য পারমিট দেওয়া হইয়াছে	যাহাকে পারমিট মঞ্জুর করা হইয়াছে	মন্তব্য
	(৪১) ১৩-৫-৫৯	রাধারঘাট-জয়পুর ভায়া গাঁতলা-ঘাট	মেসার্স ফাল্গুনী সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি লিঃ	
	(৪২) ১৮-৫-৫৯	কান্দী-ঝিকোরহাটী ..	শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দে	
	(৪৩) ১৯-৫-৫৯	ধুলিয়ান-নিমতিতা .	শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র পাণ্ডে	
	(৪৪) ১৬-৬- ৯	বহরমপুর-রাধানগরঘাট ..	শ্রীযতীন্দ্র নাথ সিংহ	
	(৪৫) ২৮-৮-৫৯	রাধারঘাট-বেলগ্রাম ..	মেসার্স জনতা ট্রান্সপোর্ট কোঃ অপাঃ সোঃ লিঃ	
১৯৬০	(৪৬) ৫-১-৬০	ধুলিয়ান-নিমতিতা	শ্রীফণিভূষণ সিংহ	
	(৪৭) ২৪-৫-৬০	রাধারঘাট-সাইথিয়া	মেসার্স জনতা ট্রান্সপোর্ট কোঃ অপাঃ সোঃ লিঃ	
	(৪৮) ২৪-১০-৬০	ধুলিয়ান-পাকুর ভায়া পুটিমারী	শ্রীআব্দুল হামিদ খান	
১৯৬১ .	(৪৯) ২০-৭-৬১	রঘুনাথগঞ্জ-ধুলিয়ান ..	শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী	
	(৫০) ৫-১০-৬১	জঙ্গীপুর-কৃষ্ণপুর	শ্রীবিমলচাঁদ পাণ্ডে	
	(৫১) ১-১২-৬১	বহরমপুর-বামনাবাদ ..	শ্রীকরুণাকৃষ্ণ অধিকারী	
	(৫২) ১১-১২-৬১	বহরমপুর-আন্দুলবেড়িয়া	শ্রীকৃষ্ণদাস চ্যাটার্জী	
	(৫৩) ২৮-১২-৬১	বহরমপুর-লালগোলা ..	শ্রীত্রিপুরেশ চন্দ্র পাল	
১৯৬২	(৫৪) ৫-১-৬২	বহরমপুর-লালগোলা .	শ্রীগোপাবল্লভ সাহা	
	(৫৫) ১৬-৫-৬২	লালবাগ-পাঁচগ্রাম	শ্রীমোজাম্মেল হক	
	(৫৬) ১-৮-৬২	বহরমপুর-কৃশাবেড়িয়াঘাট	শ্রীদেবপ্রসাদ মজুমদার	
১৯৬৩	(৫৭) ৩১-৫-৬৩	বহরমপুর-বহরাসানী	শ্রীমতী সন্ধ্যা ভট্টাচার্য	

Theft of image of the goddess "Shibakshya Debi" from the village Amarargarh in Burdwan district

744. (Admitted question No. 1491.)

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সীঃ স্বরাষ্ট্র (পুলিস) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার অমরারগড় গ্রামে শিবাক্ষ্যা দেবীর বিগ্রহমূর্তি সম্প্রতি অপহৃত হইয়াছে,

(খ) অবগত থাকিলে, এ বিষয়ে কোন তদন্ত হইয়াছে কি, এবং

(গ) তদন্ত হইয়া থাকিলে তাহার ফলাফল কি?

The Minister for Home (Police):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ও (গ) এ বিষয়ে এখনও তদন্ত চলিতেছে।

Sites for Subsidiary Health Centres in Falakata police-station

745. (Admitted question No. 1497.) **Shri Hiralal Singha:** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of Health Department be pleased to state if it is a fact that the District Medical Officer, Jalpaiguri, inspected sites for Subsidiary Health Centre at Dhanirampur and Joteswar Anchal within police-station Falakata more than a year ago?

(b) If the answer to (a) above be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) whether any action has been taken by Government for establishing the said Health Centre; and

(ii) if not, the reasons therefor?

The Minister of State for Health: (a) The Chief Medical Officer of Health inspected the site.

(b) (i) The Deputy Commissioner has been requested to take possession of the vested land under Estate Acquisition Act for transferring the same to the Health Department. After the transfer has been effected necessary action for issuing administrative approval will be taken

(ii) Does not arise.

Canja

746. (Admitted question No 1510)

শ্রীব[illegible] রায়: আবগারী বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) সরকারী হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে (১) ১৯৪৮ সালে এবং (২) ১৯৬২ সালে কোন্ বৎসরে কত মণ গাঁজা উৎপাদন হইয়াছে,

(খ) উহা উক্ত দুই বৎসরে কোন্ জেলায় কত উৎপন্ন হইয়াছিল ,

(গ) উক্ত দুই বৎসরে কত মণ গাঁজা পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে কোন্ বৎসরে কত চালান দেওয়া হইয়াছে ; এবং

(ঘ) উক্ত দুই বৎসরে গাঁজার বাবতে সরকার কোন্ বৎসরে কত খাজনা (রেভিনিউ) পাইয়াছেন ?

The Minister for Excise:

(ক) ১৯৪৭-৪৮ বা ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে কোন গাঁজার চাষ হয় নাই। ১৯৬১-৬২ সালে ৩৬২ মণ গাঁজা উৎপন্ন হইয়াছিল।

(খ) উক্ত ৩৬২ মণ গাঁজাই মুর্শিদাবাদ জেলায় উৎপন্ন হইয়াছিল। (অন্য কোন জেলায় গাঁজার চাষ হয় না।)

(গ) পশ্চিমবঙ্গ হইতে ১৯৪৭-৪৮ সালে তদানীন্তন ফরাসী চন্দননগরে পাঁচ মণ ও সিকিমে দশ সের গাঁজা এবং ১৯৬১-৬২ সালে কেবল সিকিমে দুই সের গাঁজা সরবরাহ করা হইয়াছিল।

(ঘ) গাঁজার খাতে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৭৭,২৮,১২০ টাকা শুল্ক (রেভিনিউ) এবং ১৯৬১-৬২ সালে ২০,৫২,২৫২ টাকা শুল্ক পাওয়া গিয়াছিল।

Districtwise Government employees

747. (Admitted question No 1513) **Shri Girija Bhusan Mukherjee:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

(a) the present number of (i) grade 3 and (ii) grade 4 staff in State Government employees in each district; and

(b) the number of permanent hands thereof?

The Minister for Finance: (a) Except for the purpose of travelling allowance, there is no gradewise classification of West Bengal Government employees. A statement showing the number of non-gazetted superior and inferior staff posted in each district is laid on the table.

(b) Figures regarding permanent staff in each district are not readily available. The total number of permanent staff (non-gazetted superior and inferior) employed under this Government as on 31st March, 1962, is indicated below:

Non-gazetted superior—69,928.

Inferior—12,217.

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 747

Name of district	Superior. Non-gazetted	Inferior
Burdwan	8,825	5,772
Birbhum .. .	4,694	3,500
Bankura . ..	4,945	2,692
Midnapore ..	11,929	7,217
Howrah ..	6,214	2,625
Hooghly .	7,533	3,491
24-Parganas ..	21,062	7,900
Calcutta .. .	40,775	16,213
Nadia	6,518	4,204
Murshidabad	6,189	3,565
West Dinajpur ..	4,171	1,797
Malda	3,316	1,827
Jalpaiguri	3,618	1,849
Darjeeling ..	3,908	5,641
Coach Behar ..	3,542	1,848
Purulia ..	3 073	1,258
	1,10,312	71,399

Junior Basic Training Colleges in Midnapore District

748. (Admitted question No. 755.)

শ্রীইন্দ্রজিৎ রায়: শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -

(ক) মেদিনীপুর জেলার কোন্ মহাকুমায় কয়টি নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্র আছে,

(খ) উক্ত শিক্ষণকেন্দ্রগুলির কোনটিতে কোন্ সময়ে সেসন আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেক সেসনে কোন্‌টিতে কতজন শিক্ষার্থী লওয়া হয়;

(গ) গত তিন বৎসরে ঐ সকল শিক্ষণকেন্দ্রগুলিতে মেদিনীপুর জেলার কোন্ সার্কেল হইতে কতজন শিক্ষার্থী লওয়া হইয়াছে; এবং

(ঘ) উক্ত শিক্ষার্থীগণকে কি কি বিষয় বিবেচনা করিয়া নির্বাচিত করা হয় এবং তাঁহাদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কি হওয়া দরকার?

The Minister for Education:

(ক) সদর মহকুমা—

(১) মেদিনীপুর নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়।

(২) বিশ্বনাথপুর নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (বর্তমানে দেউলিতে অবস্থিত)।

(৩) দেউলি নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়।

তমলুক মহকুমা—

(১) কেলোমাল মন্মথনাথ সরকার নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়।

ঝাড়গ্রাম মহকুমা—

(১) ঝাড়গ্রাম নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়।

(খ) শিক্ষণকেন্দ্রের নাম	সেসন আরম্ভ হওয়ার সময়	শিক্ষার্থী সংখ্যা
মেদিনীপুর নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্দ্র	জুলাই	৪০
বিশ্বনাথপুর নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্দ্র	নভেম্বর	৪০
দেউলি নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্দ্র	নভেম্বর	৮০
কেলোমাল মন্মথসরকার নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্দ্র	জুলাই	১০০
ঝাড়গ্রাম নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্দ্র	নভেম্বর	৬০
		৩২০

(গ) এই প্রশ্নের উত্তর পৃথক কাগজে ইহার সংলগ্ন করা হইল।

(ঘ) প্রবেশিকা/স্কুল ফাইন্যাল অথবা অন্য কোন সমতুল মানের পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষাকে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বলিয়া ধরা হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে বা তপশীল ও অন্যান্য খণ্ড-জাতি/সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষাগত যোগ্যতা শর্তাধীনে শিথিল করা যাইতে পারে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও নির্বাচনের সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বয়স, পূর্ব শিক্ষাদান কার্যের অভিজ্ঞতা (যদি কিছু থাকে), বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, কোন হস্তশিল্পে বা খেলাধুলায় যোগ্যতা বা অন্য কোন প্রকার পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত বিষয়ে (এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস) পারদর্শিতা ইত্যাদি সকল গুণাবলীর সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়।

Statement referred to in reply to clause (ga) of unstarred question no.748

	Name of Circle	No. of selected trainees					
		1960-61 July-Nov.		1961-62 July-Nov		1962-63 July-Nov.	
1	Midnapur Sadar South	2	2	2	2	5	2
2	Midnapur Sadar North	3		.	2	2	5
3	Midnapur Sadar West	3	1	4	3	2	4
4	Midnapur Sadar R and R	2	2	1	2	2	10
5	Madpur	2	1	2	.	5	2
6	Debra ..	6	2	4	4	6	2
7	Sabang .	3	2	2	1	2	2
8	Pingla .	3	1	3	1	3	2
9	Belda	2	2	3	1		6
10	Narayangarh	2	3	3	1	2	4
11	Dantan .	2		2	3		5
12	Keshiary	2	1	1	2	2	4
13	Mohanpur	1	1	3	3	1	5
14	Garbeta East .	2	2	2	.	3	3
15	Garbeta West	2		1	1	1	6
16	Garbeta South	3		2		5	2
17	Bhimpur	4	2	1	2	1	1
18	Keshpur	1	1	1	2	2	4
19	Ghatal	1	3	3	1	3	4
20	Chandrakona .	3	1	2	1	2	6
21	Narajole	3	2	4	3	1	2
22	Sonakhali	2	2	2	4	2	4
23	Tamluk North	2	2	3	1	4	3
24	Tamluk South	2	2	1	1	6	1
25	Panchkura	2	3	3	1	6	..
26	Kolaghat	2	1	3		5	2
27	Mahisadal East	3	1	5	1	8	..
28	Mahisadal West ..	3	3	1	3	4	3
29	Sutahata ..	1	1	4	3	5	..
30.	Nandigram East ..	2	1	5	1	5	1

A-2

Name of Circle	No. of selected trainees					
	1960-61		1961-62		1962-63	
	July-Nov.		July-Nov.		July-Nov.	
31. Nandigram West ..	1	2	2	..	3	3
32. Moyna . ..	2	1	1	..	5	2
33. Norghat ..	4	1	5	3	2	2
34. Kontai East ..	3	2	4	5		5
35. Kontai West	3	1	5	4	.	5
36 Ramnagar ..	2	2	3	2		4
37. Pichhaboni .	2		4	1		7
38. Potashpur ..	2	1	3	1		6
39. Egra South .	3	3	5	2		5
40 Egra North .	3	1	1	5		6
41 Bhagwanpur	2	3	4		2	4
42. Khejuri	1	1	2	..		7
43. Heria ..	4	2	2	6	2	1
44. Mugberia .	3		2	.	2	4
45. Jhargram East	4	2	1	1	3	1
46. Jhargram West	2	1	2	4	1	4
47. Binpur .	1	1	4		2	3
48. Belpahari	3	1	2	1	4	2
49 Gidni .	2	2	1	2	4	3
50. Gopiballavpur	2	1	1	1	3	
51. Belnabera .	1	2	3	4	5	..
52. Rohini ..	3	2	5	2	6	1
53. Navagram .	2	..	2	..	1	5
Total .	126	77	140	94	140	174

Agricultural and Group Loan in Tufanganj Subdivision

749. (Admitted question No. 794.)

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে: ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তুফানগঞ্জ মহকুমায় মোট কত টাকা কৃষি-লোন ও গ্রুপ-লোন বাবত দেওয়া হইয়াছে,

(খ) ইহা কি সত্য যে, স্বর্গীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫৪ সালে বন্যার সময় প্রদত্ত টাকা মকুব করার আশ্বাস দিয়াছিলেন; এবং

(গ) সত্য হইলে, সে বিষয়ে কী ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

The Minister for Relief:

(ক) ব্যক্তিগত বণ্ডে কৃষি-লোন- ১,৯১,৬৮০ টাকা
সমষ্টিগত বণ্ডে কৃষি-লোন (গ্রুপ-লোন)—৯,৭৮,২৪৫ টাকা
একুনে—১১,৬৯,৯২৫ টাকা

(খ) ও (গ) বন্যার সময় প্রদত্ত সমস্ত ঋণের টাকা মকুব করা হইবে এরূপ কোন আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। তবে যেসব ক্ষেত্রে ঋণের টাকা বা তাহার কোন অংশ আদায় করিলে চরম দুর্দশার সৃষ্টি হয় সেসব ক্ষেত্রে ঋণ মকুব করিবার বিধান রহিয়াছে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সেই বিধান অনুযায়ী কার্য করা হয়।

Unauthorised sale of bricks at Kaligram and Govindapara, Malda

750. (Admitted question No 853.)

ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী: পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -

(ক) ইহা কি সত্য যে, মালদহ জেলার খরবা থানার অন্তর্গত কালিগ্রাম ও গোবিন্দপাড়ায় পি ডবলিউ ডি দ্বারা তৈয়ারী ইটের ভাটা হইতে চাঁচলের ওভারসিয়ার অনেক ইট স্থানীয় লোকেদের কাছে বিক্রয় করিয়াছে এবং জেলার কর্তৃপক্ষ ও এনফোর্সমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট হইতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইয়াছে,

(খ) যদি 'ক' প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -

(১) কাহার নিকট ইট বিক্রয় করা হইয়াছে,

(২) ইহাদের নাম ও পরিচয় কি,

(৩) বিক্রীত ইট উদ্ধার করা হইয়াছে কি না,

(৪) অনুসন্ধানে কি তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এবং

(৫) এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) এবং (খ) সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে জেলা কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক তদন্ত চলিতেছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন তথ্য সরবরাহ করা সম্ভবপর নয়।

A bridge on the Damodar near Burdwan-Sadarghat

751. (Admitted question No. 1017.)

শ্রীঅশ্বিনী রায়: পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের উপর বর্ধমান সদরঘাটের নিকট সেতু না থাকায় উক্ত নদের উভয় পার্শ্বস্থ অধিবাসীদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, এবং

(খ) অবগত থাকিলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সেতু নির্মাণের প্রকল্প চতুর্থ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির কথা সরকারী বিবেচনাধীনে আছে কি?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) ও (খ) হ্যাঁ।

Brickfields in West Bengal

752. (Admitted question No. 1058.) **Shri Girija Bhusan Mukherjee:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of Commerce and Industries Department be pleased to state—

(a) the number of brickfields in this State and the number of licenses;

(b) what is the average retail price of bricks per thousand in each of the districts of West Bengal; and

(c) whether Government has any proposal to control the price of bricks?

The Minister for Commerce and Industries: (a) This Department does not issue any license for manufacture of bricks and has no such statistics.

(b) Not known.

(c) This Department is not concerned with the control of price of bricks, if there is any such official control.

Proposed shifting of Pareshnath Primary School, Bankura

753. (Admitted question No. 1081.)

শ্রীজলেশ্বর হাঁসদা: শিক্ষাবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ থানাধীন পরেশনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি কামারকুলি গ্রামে সরাইবার জন্য কোনপ্রকার আবেদনপত্র সরকার পাইয়াছেন কি, এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' হয়, তাহা হইলে এই সম্পর্কে সরকার কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন?

The Minister for Education:

(ক) জিলা স্কুল বোর্ড অফিস এরূপ একটি আবেদনপত্র পাইয়াছে।

(খ) এই বিষয়ে কোন প্রস্তাব জিলা স্কুল বোর্ড হইতে সরকারের অনুমোদনের জন্য এখনও আসে নাই। উহা আসিলে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

Re-excavated tanks in Murshidabad

754. (Admitted question No. 1149.) **Shri Birendra Narayan Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state—

(a) the number of derelict tanks and ponds excluding irrigation tanks and ponds in Murshidabad district;

(b) the number of such tanks and ponds re-excavated up to December, 1962 with locations?

The Minister for Fisheries: (a) There are about 59,996 derelict tanks and ponds excluding irrigation tanks and ponds in the district of Murshidabad.

(b) Loans were advanced to the private pisciculturists for re-excavation and subsequent pisciculture in 289 such tanks and ponds up to December, 1962, under the Medium Term Loan Scheme. Of them, 77 are located in Sadar subdivision, 100 in Lalbagh subdivision, 66 in Jangipur subdivision and 46 in Kandi subdivision of the district.

Lump grant to the Puddy Anchal Panchayat under police-station Ranibundh, Bankura

755. (Admitted question No. 1173.)

শ্রীজলেশ্বর হাঁসদা : স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ থানাধীন পুড্ডি অঞ্চল পঞ্চায়েতকে ১৯৬২-৬৩ সনের লাম্প গ্র্যান্টের টাকা দেওয়া হইয়াছে কিনা,

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহা হইলে কোন্ তারিখে উহা প্রদত্ত হইয়াছে, এবং

(গ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'না' হয়, তাহা হইলে উহার কারণ কি?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats:

(ক) অনুসন্ধান করিয়া সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

(খ) ও (গ) এখন প্রশ্ন উঠে না।

Vinobaji in West Bengal

756. (Admitted question No 1200.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাইবেন কি

(ক) পূর্ব পাকিস্তান হইতে আচার্য বিনোবা ভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের পর হইতে ৩১এ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে তাঁহার পদযাত্রা ও অবস্থানকালে কোন্ জেলায় সরকারের কি কি বাবতে কত টাকা খরচ হইয়াছে,

(খ) কলিকাতায় কয়দিন বিনোবাজী রাষ্ট্রীয় অতিথি ছিলেন, এবং

(গ) রাষ্ট্রীয় অতিথি থাকাকালে বিনোবাজী এবং তাঁহার সঙ্গীদের জন্য সরকারের কি কি বাবতে কত টাকা খরচ হইয়াছে?

The Minister for Home (Publicity):

(ক) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।

(খ) ১২ই মে এবং ১৯এ জুন হইতে ২৮এ জুন (১৯৬৩) বিনোবাজী রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে কলিকাতায় ছিলেন।

(গ) খরচের হিসাব সংগ্রহ করা হইতেছে।

Nabagram Thana Library

757. (Admitted question No 1266.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : গত ৮ই অগাস্ট ১৯৬৩ তারিখে প্রদত্ত ৩৪৯ নং (অ্যাডমিটেড প্রশ্ন নং ৪৩২) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত নবগ্রাম থানা লাইব্রেরীর কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচন কবে হইয়াছিল, এবং

(২) উক্ত নির্বাচনে কত জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন এবং কে কত ভোট পাইয়াছিলেন,

(৩) বিবদমান দুই পক্ষ কাহারা এবং তাঁহাদের নাম কি, এবং

(৪) কতদিনের মধ্যে উক্ত লাইব্রেরীর নূতন গঠনতন্ত্র গঠিত হইবে?

The Minister for Education:

(১) ২৫এ মার্চ ১৯৬২ তারিখে।

(২) উক্ত নির্বাচনের ১৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ও প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম ও প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা

১। শ্রীঅহিভূষণ মণ্ডল	...	৪৫
২। শ্রীশম্ভুনাথ সরকার	...	৪২
৩। শ্রীসনাতন রায়চৌধুরী	..	৪০
৪। শ্রীপ্রভাতকুমার রায়চৌধুরী	...	৩৯
৫। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন মণ্ডল	..	৩৬
৬। শ্রীনির্মলকুমার মণ্ডল	.	৩৬
৭। শ্রীধীরেন বাগ	..	৩৩
৮। শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্তী	..	৩১
৯। শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার	..	১৩
১০। শ্রীঅকিঞ্চন নন্দী	..	১০
১১। শ্রীবৈদ্যনাথ মণ্ডল		৯
১২। শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ		৯
১৩। শ্রীগোলাম দোস্তগীর		৬
১৪। শ্রীরাধাকান্ত সাহা		৫

(৩) বিবদমান দুই পক্ষের এক পক্ষে আছেন (ক) যাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং অপর পক্ষে আছেন (খ) যাঁহারা নির্বাচনের বিরুদ্ধে আপত্তি দর্শাইয়াছিলেন।

(ক) যাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন :—

১। শ্রীঅহিভূষণ মণ্ডল ।

২। শ্রীশম্ভুনাথ সরকার।

৩। শ্রীসনাতন রায়চৌধুরী।

৪। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন মণ্ডল।

৫। শ্রীপ্রভাতকুমার রায়চৌধুরী।

৬। শ্রীধীরেন বাগ।

৭। শ্রীনির্মলকুমার মণ্ডল।

৮। শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্তী।

(খ) যাঁহারা নির্বাচনের বিরুদ্ধে আপত্তি দর্শাইয়াছিলেন:—

১। শ্রীনির্মলকুমার চট্টরাজ।

২। শ্রীধনঞ্জয় পাঠক।

৩। শ্রীবাণী ইসরাইল।

৪। শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ।

৫। শ্রীসত্যনারায়ণ চৌধুরী।

৬। শ্রী সেখ গোলাম দোস্তগীর।

৭। শ্রীঅকিঞ্চন নন্দী।

৮। শ্রীরাধাকান্ত সাহা।

৯। শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী।

১০। শ্রীকালিকান্ত দে।

(৪) ২৫এজুন, ১৯৬৩ তারিখে নূতন গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নকার্য শেষ হইয়াছে। ৫ই অগাস্ট ১৯৬৩ তারিখে এই খসড়া গঠনতন্ত্র অন্তবর্তীকালীন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। এখন এই গঠনতন্ত্র জেলা সমাজশিক্ষা • আধিকারিকের পরীক্ষাধীন আছে। জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পব গঠনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে।

Thanawise Fish Production in Howrah District

758. (Admitted question No 1331) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to state—

(a) what measures, if any, have been undertaken in each thana of the district of Howrah for increase of fish production;

(b) the number of demonstration fish farms in each thana and the places where they are in existence;

(c) the quantity of fish pond manure, if any, distributed amongst bona fide fishermen of the district, during the last six months;

(d) loan granted to bonafide pisciculturists in Howrah district (both Short Term and Long Term) for increase of fish production, during the said period;

(e) any other assistance, if any, given to fishermen for increasing fish production during the said period;

(f) the number of staff employed in the district and the emoluments paid to them during the last one year;

(g) if the Government has any fish farm of its own other than private owner's farm;

(h) if so, where they are situated?

The Minister for Fisheries: (a) A statement I is enclosed

(b) A statement II is enclosed.

(c) One thousand maunds.

(d) As the Short Term Loan Scheme was not in operation in the district during the period, no short term loan was granted

A loan of Rs 3,050 was advanced during the period in question to bona fide pisciculturists under the Medium Term Loan Scheme.

(e) (i) Besides the loan referred to in 'd' above, Rs 180-00 were advanced as loan to needy fishermen for preparation of nets under the scheme for assisting the needy fishermen of the State and their Co-operatives by giving loan for augmenting fish production

(ii) 11,500 fries and fingerlings of cyprinus carpio were also distributed free of cost to interested pisciculturists.

(f) 13—Rs. 18,947-00 (last year).

(g) No. A proposal for starting two such farms in the district shortly is under consideration of Government.

(h) Does not arise.

Statement I referred to in reply to clause (a) of Unstarred Question No. 758

The following schemes have been in operation in the district of Howrah for increase of fish production:

(1) Medium term loan for fish production in semi-derelict tanks of West Bengal;

(2) Shrot term loan for augmenting fish production in culturable tanks of West Bengal;

(3) Demonstration fish farm on private parties' tanks in every thana of the State;

(4) Popularising the use of fish pond manure for increasing the productivity of pond fisheries;

(5) Assisting the needy fishermen of the State and their Co-operatives by giving loan for augmenting fish production;

(6) Distribution of fry and fingerlings of cyprinus carpio free of cost.

Statement II referred to in reply to clause (b) of Unstarred Question No 758.

Under the scheme for demonstration fish farm, 20 such farms have already been started covering all the thanas of the district. Out of these, 18 have already been completed. The remaining two are situated in the villages of Naskarpur, police-station Jagatballavpore (Howrah Sadar) and Fulleswar of Uluberia police-station.

Number of Trucks in Calcutta

759. (Admitted question No 1393.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ঃ স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কলিকাতায় ট্রাকের সংখ্যা কত,

(খ) কলিকাতা হইতে ঠেলাগাড়ী উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব সরকারের আছে কি, এবং

(গ) প্রস্তাব থাকিলে, উহা কতদিনে কার্যকরী হইবে?

The Minister for Home (Transport):

(ক) কলিকাতায় ট্রাকের সংখ্যা ১১,৬৯৪।

(খ) আছে।

(গ) উহা কতদিনে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইবে বর্তমানে বলা সম্ভব নয়, তবে ইতিমধ্যে শহরের কোন কোন অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে ঠেলাগাড়ী চলাচল নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

'Grant Hall' at Berhampore

760. (Admitted question No. 1396)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ঃ শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে অবস্থিত 'গ্রাণ্ট হল' নামে জনসাধারণের যে টাউন হল আছে তাহা সরকার হইতে গত পাঁচ বৎসরে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে কি,

(খ) আর্থিক সাহায্য পাইয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ কত;

(গ) উক্ত হলের বর্তমান ট্রাস্টিদের নাম কি,

(ঘ) সরকার কি অবগত আছেন যে, উক্ত গ্রান্ট হলে 'যোগেন্দ্র মিলনী' নামে একটি ক্লাব আছে; এবং

(ঙ) অবগত থাকিলে উক্ত 'গ্রান্ট হলের' সঙ্গে উক্ত 'যোগেন্দ্র মিলনী'র সম্বন্ধ কি?

The Minister for Education:

(ক) 'গ্রান্ট হল' ঠিক জনসাধারণের 'টাউন হল' নহে। 'গ্রান্ট হল' কোনরূপ অর্থসাহায্য সরকার হইতে পায় নাই।

(খ) এ প্রশ্ন উঠে না।

(গ) গ্রান্ট হলের ট্রাস্টিরা সকলেই মৃত। যতদূর জানা যায় শেষ জীবিত ট্রাস্টি 'হলের' দায়-দায়িত্ব 'যোগেন্দ্র মিলনী' নামক স্থানীয় ক্লাব কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) লালগোলার পরলোকগত মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় লেফটেনান্ট গ্রান্ট সাহেবের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশে একটি হল স্থাপন করেন এবং এডওয়ার্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব নামে একটি সংস্থাকে ঐ গ্রান্ট হল ব্যবহারের অধিকার দান করেন। এডওয়ার্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাবৃন্দ পরে ক্লাবের নাম পরিবর্তন করিয়া মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে যোগেন্দ্র 'মিলনী' নামকরণ করেন। জানা যায় 'যোগেন্দ্র মিলনী' বর্তমানে 'গ্রান্ট হলের' সমুদয় দায়-দায়িত্ব বহন করেন।

Ramendra Sundar Smriti Pathagar, Contai

761. (Admitted question No. 1414.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী শহরের জেমো ওয়ার্ডে অবস্থিত রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগারটিকে মহকুমা লাইব্রেরীরূপে উন্নীত করার কোন প্রস্তাব আছে কি; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) এ বাবদ কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

(২) কত দিনের মধ্যে এ লাইব্রেরী মহকুমা লাইব্রেরী হিসাবে উন্নীত হইবে আশা করা যায়?

The Minister for Education:

(ক) প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের মতামত অনুসারে জেমো ওয়ার্ডে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের নামে মহকুমা লাইব্রেরী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

(খ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Reconstruction of the District School Board, Murshidabad

762. (Admitted question No. 1420.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার স্কুল বোর্ডের বর্তমান সদস্যদের নাম ও পরিচয় কি এবং তাঁহাদের কে কোন্ পদে অধিষ্ঠিত আছেন,

(খ) তাঁহারা কে কোন্ তারিখ হইতে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন;

(গ) উক্ত বোর্ড কবে গঠিত হইয়াছিল, এবং

(ঘ) উক্ত বোর্ড কখন পুনর্গঠিত হইবে?

The Minister for Education:

(ক) ও (খ) সংযোজিত তালিকাটি দ্রষ্টব্য।

(গ) ১৯৫৫ সালে।

(ঘ) জিলা স্কুল বোর্ড পুনর্গঠনের জন্য ১৯৫৯ সালে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ কর হইতেছিল। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার ফলে নির্বাচন স্থগিত রাখা হইয়াছে

মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশমত ১৯৩০ সালের বংগীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী সংশোধিত হইবার পর মুর্শিদাবাদ জিলা স্কুল বোর্ডের পুনর্নির্বাচনে ব্যবস্থা হইবে।

Statement referred to in reply to clauses (Ka and Kha) of unstarred question No. 762.

জিলা বিদ্যালয় পর্ষদ, মুর্শিদাবাদ

পদের নাম	সদস্যদের নাম	তারি
সভাপতি	শ্রীকাজিম আলী মির্জা, এম এল এ।	৮-১১-৫(
সহ-সভাপতি	শ্রীসত্যব্রত ভট্টাচার্য।	২২-১১-৫(

(সম্প্রতি সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন)

১৯৩০ সালের বংগীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ৬(সি) ধারা অনুযায়ী সদস

সম্পাদক জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ (পদাধিকারবলে)।

১৯৩০ সালের বংগীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ৬(বি) ধারা অনুযায়ী পদাধিকারবলে সদস্য।

মহকুমা-শাসক, সদর।

মহকুমা-শাসক, জংগীপুর।

মহকুমা-শাসক, লালবাগ।

মহকুমা-শাসক, কান্দী।

১৯৩০ সালের বংগীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ৬(ডি) ধারা অনুযায়ী পদাধিকারবলে সদস্য

চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান, মুর্শিদাবাদ জিলা বোর্ড।

১৯৩০ সালের বংগীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ৬(এফ) ধারা অনুযায়ী পদাধিকারবলে সদস্য।

শ্রীমহম্মদ গোলাম সলোমান।

শ্রীআবদুজ্ জাহার।

শ্রীলুত্ফল হক।

শ্রীনজরুল হক মিঞা।

১৯৩০ সালের বংগীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ৬(জি) ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত সদস্যদের নাম

শ্রীরামরঞ্জন চৌধুরী।

শ্রীশেখ আবদুল হামিদ।

শ্রীবিজয়ভূষণ সরকার।

শ্রীসৈয়দ আব্দুল হোসেন।

শ্রীগোপালবদন ত্রিবেদী।

শ্রীমদনমোহন সিংহ।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

শ্রীআবদুস সত্তার।

১৯৩০ সালের বংগীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ৬ (এইচ) ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত সদস্যদের নাম

শ্রীসত্যব্রত ভট্টাচার্য।

শ্রীকাজীম আলী মির্জা।

ডাঃ মণীন্দ্রনাথ পাল।

শ্রীরাধাকান্ত বাগচী।

১৯৩০ সালের বংগীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ৬ (এইচ এইচ) ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত সদস্যদের নাম

শ্রীকুবের চাঁদ হালদার।

শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল।

১৯৩০ সালের বংগীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ৬ (আই) ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত সদস্যদের নাম

শ্রীআজিজুর রহমান।

Chourigacha Union Health Centre, Murshidabad

763. (Admitted question No 1425.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : স্বাস্থ্যবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক জানাইবেন কি, চৌরিগাছা ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারের সরকার নিযুক্ত চিকিৎসকগণ হাসপাতালের বাহিরে কঠিন রোগীর চিকিৎসা করিতে পারেন কিনা ?

The Minister of State for Health:

না।

Infectious beds in Chourigacha Health Centre

764. (Admitted question No 1426.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : স্বাস্থ্যবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে,

(১) মুর্শিদাবাদ জেলায় কামারপুরে, সাচুই, রাঙ্গামাটি এবং চাঁদপাড়া এই তিনটি ইউনিয়নের জন্য একটিমাত্র দশ-শয্যাবিশিষ্ট চৌরিগাছা ইউনিয়নের হেলথ সেন্টার আছে, এবং

(২) এই হাসপাতালটিতে সংক্রামক ব্যাধি, যথা—কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগীর জন্য কোন বিছানা নাই, এবং

(খ) সত্য হইলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

The Minister of State for Health:

(ক) (১) ১৯৫৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত থানা ও ইউনিয়ন এলাকা ভিত্তিতে হেল্‌থ সেণ্টার স্থাপিত হইত। এক্ষণে, শোধিত পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন সংস্থা (ডেভেলপমেণ্ট ব্লক) এলাকা অনুযায়ী হেল্‌থ সেন্টার স্থাপন করা হয়। প্রশ্নের উল্লিখিত স্থানগুলি বহরমপুর উন্নয়ন সংস্থার অন্তর্গত। উক্ত উন্নয়ন সংস্থায় হাসপাতাল ও হেল্‌থ সেন্টারের হিসাব নিম্নরূপ :

(১) বহরমপুর হাসপাতাল (২৭৫ শয্যা),

(২) চৌরিগাছা (প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র) উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (১০ শয্যা),

(৩) হাতিনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (মঞ্জুরীকৃত)।

(ক) (২) ও (খ) সত্য। কারণ উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সংক্রামক ব্যাধির শয্যার ব্যবস্থা থাকে না। তবে ঐরূপ কোনও রোগী আসিলে তাহা সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা নিকটবর্তী বড় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

Bus route from Midnapore to Dheruaghat, Midnapore

765. (Admitted question No. 1443.) **Shri Syed Shamsul Bari:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

(a) whether Government is aware of the fact that through bus service has been interrupted due to serious damage to the road from Midnapore to Dheruaghat within police-station Midnapore;

(b) if so, what steps, if any, Government has taken or proposed to take for the repair of this bus route; and

(c) how long it will require for its thorough repair?

The Minister for Public Works: (a) Yes.

(b) The road does not belong to Public Works (Roads) Department. It belongs to the District Board. It is not included in the Third Five-Year Plan too.

(c) Does not arise.

Particulars of the property of Beruli High School, Murshidabad

766. (Admitted question No. 1267.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : গত ৮ই অগাস্ট ১৯৬৩ তারিখে অতারকিত ৩৪৮নং (অ্যাডমিটেড প্রশ্ন নং ৪২৫) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া শিক্ষাবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত স্কুলের জমির দাতা কে বা কাহারা (পিতা বা স্বামীর নাম সহ),

(২) উক্ত জমি কয় বিঘা,

(৩) উক্ত স্কুলের কমিটি কবে গঠিত হইয়াছিল,

(৪) উক্ত কমিটি কোন্ তারিখে পুনর্গঠিত হইবে?

The Minister for Education:

(১) জমিদাতাদের নামের তালিকা সংযুক্ত করা হইল।

(২) প্রায় ৪৮ বিঘা (১৫·৯৯ একর)।

(৩) ম্যানেজিং কমিটি ৩০এ জুলাই ১৯৬১ তারিখে পুনর্গঠিত হয়, কিন্তু পুনর্গঠনের ব্যাপারে কিছু ত্রুটি ছিল। তাহা দূর করা হইলে ২রা জুন ১৯৬৩ তারিখে ডিপার্টমেন্টাল নমিনি দেওয়া হয়। তৎপর প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি নির্বাচন করিয়া নূতন কমিটি পুরাতন কমিটির নিকট হইতে কার্যভার গ্রহণ করে।

(৪) পুনর্গঠিত কমিটি যে তারিখ হইতে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে সেই তারিখ হইতে তিন বৎসর ইহার কার্যকাল।

Particulars referred to in reply to clause (ka) of the unstarred question No. 766

জমিদাতাদের নামের তালিকা

জমিদাতার নাম ও তাঁহাদের পিতার নাম

শ্রীনওসের আলী—মৃত সৈফুল্লা সেখ
শ্রীমুন্সী ফয়জুল্লা—মৃত মুন্সী আসাদুল্লা
শ্রীআবদুর রহমান—মৃত মুন্সী আসাদুল্লা
শ্রীমহম্মদ রফিক—মৃত বাসেদ আলী
শ্রীনাজিজুল হক—অলহজ মোঃ আমিনুল হক
শ্রীকাশেম আলী—মৃত আবদুল ওয়াহেদ
শ্রীমোজাম্মেল আলী—মৃত মনুর হোসেন
শ্রীআজিমুল হক—মৃত ইমানি বক্স
শ্রীমহম্মদ নৈমুদ্দিন—অলহজ মোঃ মহীবুল্লা
শ্রীমির্জা ইউসুফ আলী—মৃত মির্জা এসান আলী
শ্রীমির্জা সোরাব আলী—মৃত মির্জা এরসাদ আলী
শ্রীমির্জা ইন্দার আলী—মৃত মির্জা এরসাদ আলী

Ad-hoc Committee of Nabagram Junior School, Murshidabad

767. (Admitted question No. 1470.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের নবগ্রাম জুনিয়ার স্কুলের সরকার মনোনীত অ্যাড-হক্ কমিটির বর্তমান সম্পাদক কে;

(খ) উক্ত সম্পাদক মহাশয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোনও পদাধিকারবলে ঐ কমিটির সভ্য কি না; এবং

(গ) উক্ত স্কুলের জনৈক শিক্ষকের পদচ্যুতি সম্বন্ধে সরকার কোন অভিযোগ পাইয়াছেন কি?

The Minister for Education:

(ক) শ্রীদেবব্রত চট্টোরাজ।

(খ) শ্রীদেবব্রত চট্টোরাজ নবগ্রাম ৪নং ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি। তিনি পদাধিকার বলে উক্ত অ্যাড-হক্ কমিটির সভ্য।

(গ) হ্যাঁ পাওয়া গিয়াছে। এই বিদ্যালয়টি একটি দুইটি-শ্রেণী যুক্ত জুনিয়র হাই স্কুল। একটি দুই-শ্রেণী যুক্ত জুনিয়র হাই স্কুলে ৩ জন শিক্ষকের পদ মঞ্জুর থাকে।

শ্রীমহাদেব রায়চৌধুরীকে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেন (তিনটি মঞ্জুরীকৃত পদের বাহিরে)। পরে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যখন জানিতে পারেন যে দুই-শ্রেণী যুক্ত জুনিয়র হাই স্কুলে তিন জনের বেশি শিক্ষক নিয়োগ করা যায় না তখন শ্রী রায়-চৌধুরীকে তাঁহার পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীরায়চৌধুরী শিক্ষা পর্ষদ-এ আপীল করিয়াছেন। এ বিষয়ে তদন্ত হইয়াছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

Number of Publications of the Newspapers

768. (Admitted question No. 1480)

শ্রী[illegible] রায় : স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি নিম্নলিখিত সংবাদপত্রগুলির বর্তমান প্রচারসংখ্যা কত :

(ক) আনন্দবাজার, (খ) অমৃতবাজার, (গ) যুগান্তর (ঘ) হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড (ঙ) জনসেবক, (চ) লোকসেবক, (ছ) স্টেটসম্যান, (জ) স্বাধীনতা, এবং (ঞ) বসুমতী?

The Minister for Home (Publicity):

তালিকা পেশ করা হইল।

Statement referred to in reply to clauses (Ka) to (una) of the unstarred questtion No. 768

তালিকা

সংবাদপত্রের নাম ও বর্তমান প্রচারসংখ্যা

আনন্দবাজার পত্রিকা—১,৩১,২৬০
অমৃতবাজার পত্রিকা—৮৯,৫৭৮
যুগান্তর—১,০০,৯২১...
হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড—৪৫,০৭৮
জনসেবক—২২,০৮২
লোকসেবক- ১০,১১৮
স্টেটসম্যান—১,১২,৮৯৪
স্বাধীনতা—১০,৮৫৫*
দৈনিক বসুমতী—৩৫,০০৭

*বর্তমান প্রচারসংখ্যা না পাওয়ায় ১৯৬১ সালের সংখ্যা দেখানো হইয়াছে

M. R. Shops of Burdwan district

769. (Admitted question No. 1488.)

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী : খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকায় মডিফায়েড রেশনিং দোকানের ভারপ্রাপ্ত ডিলারগণের নাম ও ঠিকানা কি;

(খ) উক্ত ডিলারগণ চলতি অগাস্ট মাসে কে কত পরিমাণ চাল, গম ও চিনি সরকারী বিভাগ হইতে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য পাইয়াছেন, এবং

(গ) বর্তমানে ঐ জেলার কোন্ শ্রেণীর রেশন কার্ড হোল্ডার মধ্যে উক্ত মাল কত দরে ও মাথাপিছু কত পরিমাণ সপ্তাহে বিতরণ করা হইতেছে?

The Minister for Food and Supplies:

(ক), (খ) ও (গ) এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হইতেছে। সম্পূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হইলেই উহা বিধানসভায় পেশ করা হইবে।

Constitution of Anchal and Cram Panchayat in Burdwan district

770. (Admitted question No 1490.)

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী : স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলায় কয়টি অঞ্চল পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হইয়াছে; এবং

(খ) এই সব অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নাম কি কি?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats:

(ক) বর্ধমান জেলায় মোট ৭৯টি অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং ৫৫৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হইয়াছে।

(খ) ঐ সব অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নামের তালিকা এতদসহ প্রদত্ত হইল।

Statement referred to in reply to Clause (*kha*) of the unstarred question No. 770

State—West Bengal

List of Gram Panchayats and Anchal Panchayats

District	Block	P. S.	Naame of Anchal Panchayat	Name of Gram Panchayats
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Burdwan	Burdwan (Saktigarh)	Burdwan	1. Borsul	1 Borsul
				2 Bolna
				3 Amarah
				4 Saktigarh Village.
				5 Saktigarh Bazar.
				6 Putunda
				7 Purba Krishnagar.
			2. Baikunthapur	8 Baikunthapur.
				9 Shyamsundarpur.
				10 Ramchandaipur
				11 Bacherhat
				12 Chaitrapur.
				13 Pomra
				14 Nadur.
				15 Joteram.
			3 Hatgovindapur	16 Korar
				17 Sukur
				18 Kasiara
				19 Sonakur.
				20 Suhari
				21 Rovpur
				22 Purba Hatgovindapur
				23 Paschim Hatgovindapur.
			4. Kurmun	24 Choto Belur
				25 Ramchandrapur.
				26 Sona Palasi
				27 Balgona
				28 Sardya
				29. Kurmun.
			5. Rayan	30. Rayan.
				31 Nerodighi.
				32 Nari
				33 Jamar
				34 Soneput
				35. Bhita
				36. Chandrahat.
			6. Bondul	37 Naragoali.
				38. Korari
				39 Serajpur
				40 Samonti.
				41. Kastodurumba.
				42 Bhanderdihi.
				43. Bondul.
				44 Poro Balsa.
				45. Faridpur.
				46. Bakalsa.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7. Belkash	47. Chandu.
				48. Nala.
				49. Matial.
				50 Fagupur
				51. Nababhat.
				52. Udaypalli.
				53. Belkash-Baharpur.
			8. Saraitikar.	54 Amar
				55 Palitpur
				56. Saraitikar
				57 Mirjapur
			9. Baghar.	58. Jalit.
				59. Baghar
				60. Jeara-Gopalpur.
				61. Kasiara-Alampur
				62 Haldi
				63. Jagadabad-Pilkhuri.
				64 Mahinagar-Panchkula.
				65 Simdali
			10. Khetia	66 Parui
				67 Daspur
				68 Khetia-Tantrail.
				69. Koligram
				70 Kharjuli-Nutangram.
				71 Malkita-Kamnara
Burdwan	Memari	Memari	11. Kuchut	72. Kuchut-Basatpur.
				73 Kuchut-Ialeswar.
				74 Kasipur
				75 Gandharbapur.
				76. Tajpur
				77 Naohati.
				78 Masagaria
				79 Parhati
			12. Nimo	80 Koley Para Kantalgachi.
				81. Sahanui.
				82 Rasulpur
				83 Chaknara.
				84 Nimo
				85 Kenna.
				86. Deule.
				87. Jatarpur.
				88. Kailaspur
			13. Amadpur	89. Amadpur
				90. Bijra.
				91. Nishankapur.
				92 Keja
				93 Dekshin Radhamantapur.
			14. Nabastha	94 Hairgram
				95. Palsit
				96 Saligram.
				97 Nabastha.
				98 Bhatia
				99 Begut.
				100. Khargram
				101. Karamda.
				102 Barsua
				103 Chakundi.

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			15. Dahuibazar	104	Konarpara.
				105.	Palla.
				106.	Belut.
				107	Nabagram.
				108.	Baluibazar.
				109	Mamudpur
				110.	Chanchai
				111	Ulara
			16. Bijur.	112.	Bijur.
				113	Jabui
				114	Gaggeswar Biskopa.
				115.	Barkona Kantipur.
				116.	Begunia.
				117.	Dakhalpur Nanna.
			17. Memari	118	Khanno-Dakshin -Memari.
				119	Memari Krishnabazar.
				120	Joanpur-Islampur.
				121	Memari
				122.	Madhya Memari.
			18. Bagila	123	Ichchapur
				124	Kiskindha
				125.	Baharampur
				126.	Bagila.
				127	Kalsi
				128.	Nudipur
				129	Sashinara
			19. Satgachia	130	Ahira-Jhikara Bamunpukur
				131	Purba Satgachia
				132.	Paschim Satgachia.
				133	Borwa
				134	Sridharpur.
				135	Kalibele
				136	Senpur
				137	Mutra.
			20. Bohar. ..	138.	Bitra.
				139.	Mohishdanga.
				140.	Bishnupur.
				141.	Makra
				142.	Chakbalaram.
				143	Raibati.
				144.	Jakra.
				145.	Bohar.
			21. Gope Gantar .	146.	Kashiara Mallickpur.
				147.	Radhakantapur.
				148.	Ghosh
				149.	Debpur.
				150.	Mandaljana.
				151	Gantar
				152	Dankarpur Magra.
				153	Bahabpur ndur.
			22. Durgapur	154.	Durgapu
				155.	Borrar
				156.	Simla.
				157	Chait Khanda
				158.	Kantapur
				159.	Alipur.
				160.	Benapur.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			23. Debipur	161 Dharmasimla-Gouripur.
				162 Chilinda
				163. Palta
				164 Govindapur.
				165. Mobarakpur.
				166. Nisiragar.
				167. Debipur
				168. Purnagram
				169 Amudpur
			24. Barapalason .	170 Barari-Dihipalason.
				171. Malamba
Burdwan ..	Memari ..	Memari	24. Barapalason ..	172 Unte.
				173 Bamunia
				174 Haladharpur
				175 Purba-Dakshin Mandalgram
				176. Paschim Mondalgram.
				177. Uttar Mondalgram.
				178. Goyespur
				179. Barapalason Uttarpara.
				180 Barapalason Uttarpara.
				181 Barapalason Paschimpara.
Burdwan ..	Ausgram-I	Aus-gram	25. Guskara	182 Dharampur-Punnagar.
				183 Aligram Deasa
				184 Naoda
				185. Shibda
				186 Itachanda
				187 Guskara
			26. Dignagar .	188 Hatkirtinagore-Bhatgonna.
				189 Dignagar (south)
				190 Dignagar (north)
				191 Jadabganj-Kumarganj
				192 Lakhimiganj
				193 Dwarapur
				194 Susila-Alutia
				195 Gonna-Telata
			27. Ukta ..	196 Batagram-Kalyanpur.
				197. Gangarampur.
				198. Ukta
				199 Pichkuri-Soara
				200. Digha-Govindapur.
			28. Beronda ..	201. Srikrishnapur-Jaikrishnapur
				202. Kurumba
				203 Beluti-Nabagram
				204. Berenda.
				205. Silut-Babarbandh
				206 Somaipur-Majhergram.
			29. Augsgram ..	207. Ausgram East
				208 Ausgram West
				209. Karatia
				210. Alefnagar-Warispur.
				211. Barnabagram.
				212 Purbati Ramchandrapur.
			30. Billagram ..	213. Bhota.
				214. Jakipur-Chowari.
				215. Billagram.
				216. Belari..
				217. Bhada-Brojapur.
				218. Karanji Kayrapur.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			31. Eral	219 Eral
				220 Kalaijuty
				222 Bahadurpur.
				223 Chandipur.
				224 Chak-Radhamohanpur.
			32 Bhalki	225 Kukdiha
				226 Protappur.
				227 Ramnagar
				228 Amrargarh
				229 Suata.
Burdwan ..	Ausgram-II	Ausgram	32 Bhalki .	230 Jamtara
				231. Bhalki
			33 Kota .	232 Senai
				233 Pondah
				234 Kotachandipur.
				235 Syamsundarpur.
				236 Khandari
			34 Debsla	237 Chota Ramchandrapur.
				238 Rangakhila.
				239 Debsala.
				240 Parisa
				241 Bhatkunda
				242 Paduma
			35 Amarpur	243 Moukhira
				244 Bhuyera
				245 Bishnupur
				246 Genrai
				247 Hedogarya
				248 Amarpur
				249 Mazuria
			36 Ramnagar	250 Chhora
				251 Harinathpur
				252 Ramnagar Uttar.
				253 Gopalpur
				254 Pubar
				255 Panduk.
			37. Bhedia	256 Bankul.
				257 Nirshinghapur.
				258 Burhmandihi.
				259 Bhedia
				260 Satla.
				261. Bagbati.
Burdwan ..	Bhatar .	Bhatar..	38. Sahebganj ..	262 Kasipur.
				263. Sahebganj.
				264 Salkuri.
				265. Lilakot.
				266. Gramdihi.
				267. Sonchalida.
				268. Purba Org ram.
				269. Paschim Orgram.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			39. **Mahata** ..	270. Mahata.
				271. Jharul
				273. Ramchandrapur.
				273A Berana.
				274 Baura.
				275 Orgram Coloney.
			40. Aroar	276. Paschim Aroar.
				277. Dakshin Purba Aroar.
				278. Uttar Purba Aroar.
				279 Rampur
				280. Debpur
				281. Mandardihi.
			41. Bonpas	282 Uttar Purba Bonpas
				283 Madhya Bonpas.
				284 Paschim Bonpas
				285. Dakshin Bonpas.
				286. Monanpur.
				287 Narayanpur.
			42. Nityanandapur	288 Nityanandapur.
				289 Pashala.
				290 Kalapahari
				291 Muratipur
				292 Kalutak
				293 Santoshpur.
				294 Patna
			43. Balgona	295. Balgona
				296. Julsidanga
				297. Sikartar
				298 Bhatakur.
				299 Selenda
				300. Dheria
			44. **Bhatar** .	301. Bhatar
				302. Palar
				303. Bhumsore
				304. Bhumsore
				305 Kulchanda.
				306. Belenda.
				307 Kulnagar
			45. Bamunara	308 Bamunara.
				309 Sarua.
				310 Panua
				311 Nutangram-Rajipur.
				312 Kapsore
				313 Narja-Bijipur.
			46. Mahachanda ..	314 Mahachanda.
				315. Karjana.
				316 Arra
				317. Basuda
				318. Khurul.
				319 Parhat.

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
			47.	Amarun	320.	Amarun.
					321	Hargram.
					322	Kubajpur
					323	Erachya
					324	Kherpur
					325	Sunur
			48	Barabelun	326	Paschim Barabelun.
					327	Madhya Barabelun.
					328	Purba Barabelun
					329	Purba Nasigram.
					330	Paschim Nasigram
					331	Madhpur
Burdwan	Mangalkot	Mangalkot	49	Jhiloo	332	Tehngapara
					333	Banpara.
					334	Jhiloo
					335	Kunda
					336	Babladihi
					337	Halinapur
					338	Purba Navapara
					339	Sakona Nayapara
			50	Gotistha	340	Gotistha
					341	Kashiara
					342	Paschim Gopalpur
					343	Pilsoa
					344	Aogram
			51	Lakhria	345	Kotalghosh
					346	Kalvanpur
					347	Atghara
					348	Kogram
					349	Lakhuria
			52	Majhigram	350	Konarpur
					351	Sari
					352	Kankore Bakulia
					353	Chakulia Keotsa
					354	Madhpur-Joykrishnapur.
					355	West Majhigram
					356	East Majhigram
			53	Simulia	357	Palishgram
					358	Krishnabati
					359	Mathrur
					360	Simulia
					361	Ichabaragram
					362	Khudrun-Singot.
					363	Chaitanyapur
Burdwan	Mangalkot	Mangalkot	54	Bhalugram	364	Lakshmipur
					365	Bhalugram
					366	Pindira
					367	Kulsona
					368	Bainchee
					369	Khorua
					370	Syambazar.
			55	Kaichar	371.	Dhurmut.
					372	Jageswardihi
					373.	Kaichar
					374.	Sitalgram.
					375	Kanaidanga
					376	Muriha Balarampur.
					377.	Bankapasi.
					378.	Bazar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			56. Negun	.. 379. Belgram.
				380 Gobardhanpur.
				381. Gohagram Saota.
				382 Masaru Palsona.
				383. Negun Purbapara.
				384. Negun Majherpara.
				385. Negun Paschimpara.
			57. Khirogram	386 Ita
				387. Dharsona
				388 Palasi.
				389 Jabagram
				390 Khirogram
				391. Uttar Kurumba.
				392. Dakshin Kurumna.
Burdwan ..	Mangalkot .	Mangalkot	58. Mangalkote	393 Nutunhat
				394. Deuha
				395 Muhartuba
				396 Khurtuba
				397 Uttar Mangalkot.
				398 Dakshin Mangalkot.
			59. Paligram	399. Majhikhara
				400 PaschimNabagram.
				401 Paligram
				402 UniaTatarpur
				403 Taldanga
				404 Debagram Keshabpur.
			60 Chanak	. 405 Jalpara
				406 Chanak
				407 Palpara
				408 Ramnagar
				409 Krishnapur-Joyrampur.
Burdwan	. Jamalpur		61 Berugram	. 410 Sambhupur
				411 Chakshmanjadi.
				412 Jamadaha
				413 Kanakpur
				414 Sadipur
				415 Krishnapur
				416 Berugram
				417 Balarampur
			62. Jotsriram	418 Rajarampur
				419 Srikrishnapur.
				420 Jotsriram
				421 Sahhossainpur.
				422 Paikpara
				423 Muidipur.
				424. Resalatipur.
				425. Soalli
				426. Uzirpur
				427. Amarpur
			63. Jaragram	.. 428. Jaragram
				429. Bartikra
				430. Dakshin Mohanpur.
				431 Daspur
				432 Ramkrishnapur.
				433. Autpara
				434. Madhabpur
				435 Mahisgoria.
				436 Gureghar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			64. Chakdighi ..	437. Dhapdhara.
				438 Gopikantapur.
				439. Sonargoria.
				440 Horabogindapur.
				441 Paharpur.
				442 Sukpur
				443 Pranballavpur.
				444 Chakdighi
				445 Uttar Sura
				446 Dakshin Sura.
			65. Paratal	447 Basantapur
				448 Ilampur
				449 Bahadurpur.
				450 Itla
				451. Sahapur
				452 Mahindar
				453 Parbatpur
				454 Hiranyagram
				455 Siptai
				456 Srimanpur
				457 Paratal
			66 Jamalpur	458 Kalara
				459 Jankuli
				460 Batrishigha
				461 Selimabad
				462 Betragarh
				463 Jotraghab
				464 Radhaballavbati
				465 Kansra
				466 Kalna
			67 Panchra ..	467 Sarangpur
				468. Masagram
				469 Purba Panchra
				470 Paschim Panchra
				471 Dhuluk
			68 Ajahapur	472 Sanchra
				473 Dattapur
				474 Uttar Nabagram
				475 Dakshin Nabagram.
				476 Kellri
				477 Salmula
				478 Ajhapur
			69 Jougram	479 Paschim Jougram.
				480 Purba Jougram
				481 Dakshin Jougram.
				482. Dogachia
				483. Amra.
				484. Moyna.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		70.	Abujhati	485. Dattapara.
				486. Chak Muzaffarpur.
				487 Ajaur.
				488 Gipalpur.
				489. Abujhati
				490. Keotara.
				491 Panshsimul
				492 Gokul
				493. Ranapara
				494 Kullingram
Burdwan	Purbasthali-II	71	Pilla	495 Bahara
				496 Hamidpur
				497 Uttar-Srirampur
				498 Khardattabati
				499 Hapania
				500 Pathangram
				501 Santoshpur-Pilla
		72.	Nimdaha	502 Chatni Jugeshpur
				503 Nimdaha
				504 Ukhrah
				505 Nakadha Jamalpur
				506 Modpur
				507 Hatsini
		73.	Mukshimpara	508 Haldipara
				509 Uttar Nowpara
				510 Joykrishnapur-Keshabbtai.
				511 Sangoshpara
				512 Kuksimla
				513 Kabajpur-Nararpara
				514 Barakaibati
				515 Mukshimpara.
		74.	Kalekhantala	516 Uttar Paruha.
				517 Dakshin Paruha.
				518 Baidyapur-Telenowpara.
				519 Belgachi-Kumirpara
				520 Lohachur-Bargachi
				521. Babuidanga.
				522 Hrishi-Muragacha.
				523. Biswarambha.
				524. Sihipara.
				525 Sardanga-Doghari.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			75 Purbasthali	526. Uttar Purbasthali.
				527 Dakshin Purbasthali.
				528. Uttar Chupi
				529. Purba Chupi.
				530. Dakshin Chupi.
				531. Uttar Palaspuli.
				532 Dakshin Palaspuli.
				533. Uttar Kasthasali.
				534 Dakshin Kasthasali
			76. Mertola ..	535 Uttar Mertola
				536 Dakshin Mertola
				537 Gopipur
				538 Sajiara
				539 Chandipur Simla.
			77 Majidaha	540 Majidaha
				541 Purba Tamaghata.
				542 Paschim Tamaghata
				543 Rukuspur
				544 Kamalnagar
				545 Purba-Atpara.
				546 Lakshmipur
				547 Singhari
				548 Paschim Atpara
			78 Jhaudanga .	549 Sarisha
				550 Uttar Jhaudanga
				551 Dakshin Jhaudanga
				552 Kashipur
			79 Patuli	553 Uttar Patuli.
				554 Madhya Patuli
				555 Dakshin Patuli.
				556 Lakshminarayanpur
				557. Narayanpur
				558. Dampal.
				559 Nowpara-Daforpota.

Districtwise forest areas in West Bengal

771. (Admitted question No. 1494)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : বনবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-

(ক) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জেলাওয়ারী জঙ্গলের (ফরেস্ট) এরিয়া কত ;

(খ) উক্ত ফরেস্ট-এর এরিয়া ১৯৪৭ সালে কত ছিল;

(গ) উক্ত ফরেস্টস্ রক্ষণাবেক্ষণের এবং বৃদ্ধির জন্য গত সাত বৎসরে কোন্ জেলায় ক খরচ করা হইয়াছে; এবং

(ঘ) উক্ত সময়ে উক্ত জঙ্গলগুলি হইতে কোন্ বৎসরে কত আয় হইয়াছে?

The Minister for Forests:

(ক), (খ) ও (গ) উক্ত বিষয়ে জেলাওয়ারী হিসাব এতদ্সহ উপস্থাপিত তালিকায় যথাক্র (২), (৩) ও (৪) স্তম্ভে দেখানো হইল।

(ঘ) বনবিভাগের অধীনে যেসব বনভূমি আছে, তাহা হইতে নিম্নলিখিত আয় হইয়াছে :

টাকা

১৯৫৫-৫৬—৯০,৮৬,০৪৩

১৯৫৬-৫৭—১,২১,১১,৯৩০

১৯৫৭-৫৮—১,২৮,৩৫,৩৮৭

১৯৫৮-৫৯—১,৩৩,৯৯,৬৯৮

১৯৫৯-৬০—১,৩৯,৫২,০৮৯

১৯৬০-৬১—১,৪৪,৬৩,৪৩২

১৯৬১-৬২—১,৬০,৬১,৫৮৯

Statement referred to in reply to clauses to of unstarred question No 771

জেলা (১)	বর্তমান বনভূমির মোট আয়তন (২)		১৯৪৭ সালেব বন ভূমিব মোট আয়তন (৩)		বন বিভাগের অধীনে যেসব বনভূমি আছে, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ, বৃদ্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত ১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬১-৬২ পর্যন্ত সাত বৎসরের মোট খরচ। (উ) (৪)
	সমগ্ররাজ্যে	বনবিভাগেব অধীনে	সমগ্ররাজ্যে	বনবিভাগের অধীনে	
	(বর্গমাইল)	(বর্গমাইল)	(বর্গমাইল)	(বর্গমাইল)	(টাকা)
বীরভূম	৫৩	৪৭	৫২	.	৩০,২২,৪৮৭
বর্ধমান ..	১১৯	৮৭	১১৫		৩২,৭৪,৬২১
হুগলী .	১	১			২,২১,৬৩৭
বাঁকুড়া	৫৪১	৫২৪	৫৩৮		৭০,৫৫,৪৭০
পুরুলিয়া	৩৪০	৩৪০	৩৪০ (অ)	৩৪০ (অ)	২৬,৩৮,৬৩৯
মেদিনীপুর . ..	৬৫১	৬৪৬	৭৪৪		১,০৫,১৯,২৩৭
হাওড়া ..		.	..		
কলিকাতা . .	.		.	.	
২৪-পরগণা	১৬৫২	১৬৩০	১৬৫২	১৬৩০	৩৭,৫০,৫৩৪
নদীয়া .. .	৫	৫	.	.	৮,০২,৭৫৮
মুর্শিদাবাদ . ..	৩	৩	১	..	৪,২৪,৪২৫
মালদহ ..	৫	৫	.		৮,২২,৪৩৯
পশ্চিম দিনাজপুর .	৪	৪	২		৭,৭৫,৭১৭
কোচবিহার . ..	১৭	১৭	১৭ (আ)	১৭ (আ)	১,২৪,৯২,৮০৮
জলপাইগুড়ি	৬৬৪	৬৪৬	৬৬৫	৫৬৬	
দার্জিলিং	৪৯২	৪৫৭	৫২০	৪৩১	১,২৫,৫৭,৩৯৬

(অ) বিহার রাজ্যের মানভূম জেলা হইতে প্রাপ্ত অংশ ১-১১-৫৬ হইতে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়া পুরুলিয়া জেলা হিসাবে গণ্য হয়। ঐ পুরুলিয়া জেলাস্থিত যে পরিমাণ বনভূমি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহাই ১৯৫৭ সালের বনভূমি হিসাবে গণ্য করিয়া দেখানো হইয়াছে।

(আ) কোচবিহার রাজ্য ১-১-৫০ হইতে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়া কোচবিহার জেলা হিসাবে পরিগণিত হয়। কোচবিহার রাজ্যস্থিত যে পরিমাণ বনভূমি ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহাই ১৯৫৭ সালের বনভূমি হিসাবে গণ্য করিয়া দেখানো হইয়াছে।

(উ) ১৯৬২-৬৩ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায় ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত বিগত সাত বৎসরের খরচের হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

Seizure of unauthorised Ganja, wine, etc.

772. (Admitted question No. 1509.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ঃ আবগারী বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত ছয় বৎসরে জেলাওয়ারী কোন্ বৎসরে কত পরিমাণ বে-আইনী (১) মদ, (২) গাঁজা, (৩) সিদ্ধি, (৪) আফিং ও (৫) অন্যান্য প্রকার মাদকদ্রব্য ধরা পড়িয়াছে,

(খ) উক্ত সময়ে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন্ বৎসরে কয়টি মামলা করা হইয়াছিল,

(গ) উক্ত মামলায় কয়টিতে আসামীদের কি কি সাজা হইয়াছে,

(ঘ) কয়টি মামলা এখনও কোর্টে চলিতেছে, এবং

(ঙ) তাহাতে মোট কয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ সরকারপক্ষ আনিয়াছেন?

The Minister for Excise:

(ক) হইতে (ঙ) গাঁজা, সিদ্ধি, আফিং ও অন্যান্য প্রকার মাদকদ্রব্য সম্পর্কে যেসকল পরিসংখ্যান মাননীয় সদস্য জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে দেওয়া সম্ভব নয় কারণ এই সকল তথ্য জেলাগুলি হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। এই সকল পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিতে প্রায় তিন মাস সময় লাগিবে। এই সময় ও পরিশ্রম ইহার জন্য ব্যয় করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে যেসকল তথ্য আমাদের নিকট আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে বে-আইনী মদ, গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সম্পর্কে গত ছয় বৎসরে এই কেসগুলি ধরা পড়িয়াছেঃ

	বে-আইনী মদ	গাঁজা	আফিং	অন্যান্য
১৯৫৭-৫৮	১৭,২৭০	১,০৪২	৪৯৩	২,৬২৯
১৯৫৮-৫৯	২১,৭৩২	২,৯৮৪	৬০৩	৩,০৩৩
১৯৫৯-৬০	২২,৯৪৭	২,২২৫	৫৪৬	২,২১৪
১৯৬০-৬১	২৫,৫৯২	২,১৮৫	৪১৯	২,৫৫২
১৯৬১-৬২	২৭,০৫৯	২,০৭৭	৪১৮	২,৩৬৪
১৯৬২-৬৩	৩১,০১১	২,১০৭	৩৯২	৭৬

Kerosene Oil consumed in Hooghly A.G. Hospital

773. (Admitted question No. 1511.) **Shri Girija Bhusan Mukherjee:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state the total cost of Kerosene Oil consumed in the last three years in Hooghly A. G. Hospital.

The Minister for Health:

	Rs.
1960-61 ..	288
1961-62	294
1962-63 .	306
Total .	888

Industrial Development loan to Messrs. Dhakeswari Cotton Mills Ltd., Burdwan

774. (Admitted question No. 775.)

Shri Aswini Roy: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce & Industries Department be pleased to state—

(a) whether the Government has any proposal at present to grant Industrial Development loan to M/s. Dhakeswari Cotton Mills Ltd., Surjyanagar, P.S. Hirapur, District Burdwan and

(b) if so,

(i) the total amount of such loan and

(ii) the particulars of development projects for which such loan is proposed to be given

The Hon'ble Minister for Commerce and Industries:

(a) This Govt. recommended in July 1962 to the National Industrial Development Corporation Ltd. for the grant of a loan in favour M/s. Dhakeswari Cotton Mills Ltd.

(b) (i) Rs. 50 lakhs.

(ii) For the purchase of modern textile machinary in connection with the scheme of rehabilitation and modernisation of the mill.

Lalbag Government Sponsored Free Primary School Committee

775. (Admitted question No. 810.)

Shri Birendranarayan Roy:

শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে লালবাগ গভর্ণমেণ্ট স্পন্সর্ড ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের কমিটি ১৯৬০ সাল হইতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই ;

(খ) সত্য হইলে উক্ত অননুমোদিত (নট এ্যাপ্রুভ্ড) কমিটির সহি করা মাসিক রিটার্ন অনুসারে সরকার টাকা দিয়েছেন কি ভাবে ?

(গ) উক্ত স্কুলের বর্তমান কমিটির কোন সভ্যের স্ত্রী কি উক্ত স্কুলের শিক্ষিকা ; এবং

(ঘ) সত্য হইলে উক্ত সভ্য এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম কি?

The Minister for Education:

(ক) পুনর্গঠিত কমিটি নিয়মসংগতভাবে গঠিত না হওয়ায় অনুমোদিত হয় নাই।

(খ) বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে স্থানীয় সাব-ইন্সপেক্টর বিদ্যালয়ের নথিপত্র পরীক্ষা করিয়া মাসিক বেতনের বিল প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

বর্তমান ব্যবস্থায় সমিতির কোন সভ্যের মাসিক বিল স্বাক্ষর লইবার প্রয়োজন হয় না।

(গ) হাঁ।

(ঘ) শ্রীশৈলজাভূষণ দে উক্ত বিদ্যালয়ের উপদেষ্টা সমিতির মনোনীত সভ্য। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী বেলা দে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী।

Road from Midnapore Town to Raja Narendra Lal Khan Women's College

776. (Admitted question No. 1009.)

Shri Syed Samsul Bari: Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works (Roads) Department be pleased to state—

(a) Whether there is any scheme for improvement of the road from Midnapore town to Raja Narendra Lal Khan Women's College, Midnapore via Midnapore Rly. Station North Level Crossing; and

(b) If so, when the work will be taken up?

The Minister for Public Works (Roads):

(a) No.

(b) The question does not arise.

Non-Government Jail Visitors in the District of Midnapore

777. (Admitted question No. 1254.)

Shri Ananga Mohan Das:
স্বরাষ্ট্র (কারা) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন কারাগারে কে কে বে-সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং কোন্ তারিখ হইতে তাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন;

(খ) গত বৎসর কে কতবার কোন্ কোন্ তারিখে জেল পরিদর্শন করিয়াছেন;

(গ) উক্ত পরিদর্শকদের পরিদর্শন মন্তব্যে যে সকল প্রস্তাব থাকে তাহা কতদিনে সাধারণতঃ কার্যকরী করা হয়?

The Minister for Home (Jails):

(ক) এবং (খ) একটি বিবরণী নিম্নে স্থাপিত হইল।

(গ) পরিদর্শকদের প্রস্তাব তৎপরতার সহিত যতদূর সম্ভব কার্যকরী করা হয়।

Statement referred to in reply to clauses (ka) and (kha) of unstarred question No. 777.

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন কারাগারে কে কে বে-সরকারী কারা পরিদর্শক বর্তমানে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং কোন তারিখ হইতে তাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন :— (ক)			গত বৎসর কে কতবার কোন্ কোন্ তারিখে জেল পরিদর্শন করিয়াছেন :— (খ)	
Midnapore Central Jail			*Midnapore Central Jail*	
1. Shri Satya Ranjan Dutta	for 2 years from	28-11-61	1. Dr. Brojendra Nath Sinha	paid 3 visits on 23-2-62, 7-4-62 and and 25-6-62.
2. Shri Santosh Kumar Mukherjee	Ditto.	28-11-61	2. Capt. B K Dutta	paid 11 visits on 23-3-62, 29-3-62 21-4-62, 25-5-62, 25-6-62, 5-7-62, 28-7-62, 21-9-62, 26-9-62, 8-10-62, and 27-12-62
3. Shri Amulya Kumar Dutta	Ditto.	28-11-61	3 Sm Amala Banerjee	paid one visit on 25-6-62.
4. Sm. Nihar Bala Ganguly	Ditto	28-11-61	4 Dr D S Roy	paid 2 visits on 21-9-62 and 27-12-62
5. Miss Sudhashashi Mukherjee, M A B T.	Ditto	1-10-62	5 Sm Nihar Bala Ganguly	paid 2 visits on 28-10-62 and 27-12-62
6. Sm. Swapna Mukherjee	Ditto	28-12-62	6 Shri Satya Ranjan Dutta	paid 11 visits on 2-3-62, 17-3-62, 23-3-62, 29-3-62, 9-5-62, 18-7-62, 31-8-62, 21-9-62 7-10-62, 17-11-62, and 27-12-62.
7. Shri Bhawani Prosad Sarkar	Ditto.	14-7-62	7 Miss S Dutta	paid 1 visit on 26-5-62.
8. Dr. D. S. Roy, M B.	Ditto	26-2-62	8. Shri A. Dutta	paid 10 visits on 18-1-62, 2-2-62, 16-3-62, 23-3-62, 30-3-62, 4-5-62, 25-6-62, 6-10-62, 13-12-62, and 17-12-62,
9. Capt. B. K. Dutta, M.B.	Ditto.	26-2-62	9 Shri Bhabani Prosad Sarkar	paid 3 visits on 24-8-62, 10-11-62, and 27-12-62.

10.	Dr. Brojendra Nath Sinha, M B.	for 2 years from	26-2-62	10.	Miss Sudhashashi Mukherjee	paid 4 visits on 23-3-62, 25-5-62, 1-12-62 and 27-12-62.
11.	Shri Sayed Shamsul Bari	Ditto.	26-2-62			
12.	Sm. Amala Banerjee	Ditto.	26-2-62			

N.B —The term of three M L.A. visitors has very recently expired and the Divisional Commissioner has been remınde to send his nominations for filling up those vacancies.

	Jhargram sub jail				*Jhargram sub-jail*	
1.	Shri Mangal Chandra Saren M.L.A.	for 1 year from	7-9-62	1.	Sm. Bedangini Bose	paid 3 visits on 14-1-62, 19-5-62, and 25-9-62.
2.	Sm. Bedangini Bose	for 2 years from	14-11-61	2	Shri Amiya Nath Mukherjee	paid 2 visits on 22-1-62 and 14-4-62.
3.	Captain S. K. Roy	Ditto	14 11-61	3.	Capt. S. K Roy	paid 2 visits on 19-3-62 and 2-10-62.
4.	Shri Panchkari Dey	Ditto.	14-11-61	4.	Shri Panchkari Dey	paid 2 visits on 26-3-62 and 20-9-62.
5.	Shri Amiya Nath Mukherjee	Ditto.	14-11-61			

	Ghatal sub-jail				*Ghatal sub jail*	
1.	Shri Indrajit Roy, M.L.A.	for 1 year from	7 9-62	1	Shri Bijoy Kumar Karar	paid 1 visit on 14-4-62.
2.	Shri Sudhir Chandra Paul	for 2 years from	2-3-63	2.	Shri Swadesh Choudhury	paid 1 visit on 20-6-62.
3.	Shri Rabindra Nath Das, M.A.	Ditto.	2-3-63	3.	Shri Sudhir Chandra Paul	paid 3 visits on 26-6-62, 24-7-62 and 15-10-62.
4.	Dr. Swadesh Ranjan Choudhury, M.B.	Ditto	2-3-62			

N.B.—The term of the non-official lady visitor has recently expired and the Divisional Commissioner has already been reminded to send his nomination for filling up that vacancy.

	Tamluk sub-jail.			*Tamluk sub-jail.*
1.	Shri Sushil Kumar Dhara, M.L A.	for 1 year from	8-1-63	No non-official visitor visited the sub-jail in 1962.
2.	Shri Prafulla Kumar Chatterjee, B.A., LL B.	for 2 years from	1-2-63	
3.	Shri Haripada Khatua, B Sc , B.M E	Ditto	1-2-63	
4.	Sm. Nilima Bhattacharyya, I.A	Ditto	1-2 63	
5.	Shri Navendu Mahapatra	Ditto	1-2-63	
	Contai sub-jail			*Contai sub-jail*
1.	Shri Radhanath Das Adhikary . . M.L A	for one year from	7-9-62	No non official visitor visited the sub-jail in 1962

N B —The term of other four non-official visitors, including one lady, has since expired The Divisional Commissioner has sent his nominations or filling up those vacancies ; but the case has been taken up with the Commissioner for certain clarifications

New roads and bridges under the 3rd Five-Year Plan for Howrah District

778. (Admitted question No. 1333.)

Shri Abani Kumar Basu: Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works (Roads) Department be pleased to state—

(a) What are the new road projects and bridges sanctioned in the district of Howrah under the 3rd Five-year Plan ;

(b) the total amount of expenditure involved in each one of them ;

(c) when the said roads are proposed to be taken up for execution ; and

(d) the names of the new projects of which survey has been already completed ?

The Minister for Public Works (Roads): (a), (b) (c) & (d)—A statement is laid on the table

Statement referred to in reply to clauses (a to d.) of unstarred question No. 778.

List of new roads and bridges included in the Third Five-year Plan for Howrah Districts.

Sl. No.	New Roads/Bridges included in the Third 5-Year Plan for Howrah district.	Provision in the Plan.	Expected date of starting work	Whether surveyed
1	2	3	4	5
		Rs.		
1	Replacement of timber bridge over Rajapur Canal on the Ranihati-Amta Road.	2,00,000	This winter, provided I & W's approval of waterway is received in time.	Yes.
2	Bridge over Damodar river at Amta on Amta-Jhikra Road	8,00,000	. .	To be surveyed after this monsoon.
3	Bridge over Madaria Khal on Munsirhat-Penro Road .	2,00,000	This winter, provided I & W's approval of waterway is received in time.	Yes
4	Bridge over Midnapore Canal (Antilla Bridge) on Bagnan-Srikol Road.	2,00,000	This winter, provided I & W's approval of waterway is received in time	Yes
5	Ekabbarpur-Jujursha-Dhulagori Road (4 5 miles) . .	8,00,000	Work to begin in the coming Winter .	Reconnaissance survey completed.
6.	Nuntia-Mugkalyan-Rabibhag Road (3 5 miles) .	5,50,000	Work to begin in the coming Winter. .	Reconnaissance survey completed.
7	Sankrail-Manikpur-Hirapur Bazar Road (4 miles) . .	7,20,000	Work already started	Detailed survey completed.
8	Deulti-Panitras Road (up to Kalyanpur Dipamalita Road) (4·5 miles)	6,50,000	Work to begin in the coming Winter . .	Preliminary survey done.

9	Dhundalia-Shyampur Road (6·5 miles)	11,00,000	Tender has been called for	Detailed survey completed.
10	Mahespur-Birshibpur-Hatgachia Boaliaghat Road (6 miles)	8,00,000	Winter of 1964	Survey to be yet taken up.
11	Dhulagori-Bagri-Domjur Road (4 miles)	7,50,000	Winter of 1964	Do
12	Dhundalia-Nabagram-Ghosepur Kilia Road (3 5 miles)	5,50,000	Winter of 1964	Do.
	Total	73,20,000		

Excavation of tanks in Mahrul Union, Murshidabad

779. (Admitted question No. 1380.)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার মহরুল ইউনিয়নের খতিয়ান নং ১১২/ জে এল নং ১১২/ জে এল নং ৭৪ প্লট নং ২০৯০ এবং ২০৯২তে পুষ্করিণী খনন অথবা সংস্কারের জন্য সরকার হইতে কোনও টাকা দেওয়া হইয়াছে কি;

(খ) হইয়া থাকিলে কোন তারিখে এবং কাহাদের কত টাকা দেওয়া হইয়াছে;

(গ) উক্ত প্লট দুইটিতে পুষ্করিণী খনন অথবা সংস্কার হইয়াছে কি,

(ঘ) হইয়া থাকিলে কবে হইয়াছে,

(ঙ) না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি?

The Minister of State for Agriculture:

(ক) হ্যাঁ। পাট পচাইবার উদ্দেশ্যে জে এল নং ৭৪ এর অধীন ১১১২ নং খাতয়ানভুক্ত ২০৯০ এবং ২০৯২ নং প্লটে পুষ্করিণী খনন করিবার জন্য অর্থ প্রদান করা হইয়াছে।

(খ) শ্রীরমনীমোহন কবিরাজ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী কমলা দেবীকে ৩০।৩।৬৩ তারিখে ১৫০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

(গ) হ্যাঁ, খনন করা হইয়াছে।

(ঘ) ২৬।২।৬৩ তারিখে খননের কার্য সমাপ্ত হইয়াছে।

(ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

Number of different Categories of Livestock

780. (Admitted question No 1403.)

Shri Birendra Narayan Ray:

পশুপালন ও পশু-চিকিৎসা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকারী পশু পরিসংখ্যান অনুযায়ী কোন্ জেলায় কোন্ শ্রেণীর পশু কত সংখ্যায় আছে; এবং

(খ) উক্ত পরিসংখ্যান কোন্ জেলায় কোন্ মাসে লওয়া হইয়াছিল?

The Minister for Animal Husbandry & Veterinary Services:

(ক) ১নং তালিকা স্থাপন করা হইল;

(খ) ২নং তালিকা স্থাপিত হইল।

Statement referred to in reply to clause (ka) of unstarred question No. 780.

The statement showing the number of different categories of Livestock.

Sl. No.	Districts in West Bengal.	Cattle.	Buffaloes	Sheep	Goats	Horses and Ponies	Donkey	Mules	Pigs	Other animals.	Total Live-stock.
1	Burdwan	10,74,139	90,471	51,995	3,99,441	952		9	7,531		16,24,539
2	Birbhum	6,77,095	33,449	70,276	3,12,301	3,765	129		16,500	..	11,13 515
3	Bankura	8,63,071	1,16,168	71,798	3,58 247	139	82	5	21,165	..	14,30,675
4	Purulia	6,86,489	64 874	55 721	2,48,187	46	13		6,074	1	10,61,405
5	Midnapore	19,57 853	73,387	38 180	4 23,814	360	55		9,608	.	25,03,257
6	Howrah	3 13,877	5,034	2,684	1,26 729	187	18		326	.	4,48,855
7	Hooghly	5,70,518	18 333	4,041	2,41,655	539	30	2	1,879	1	8,36,998
8	Malda	4 35 615	84 553	40 914	1,65,730	2,943			12,243		7,41,998
9	West Dinajpore	7 97,166	52 143	7,387	3 79,184	3,511	17	93	25,180	2	12,64,863
10	Cooch-Behar	4 97,767	76,764	9 859	1,18,801	522			2,371		7,06,084
11	Jalpaiguri	5 35 836	77 067	9 468	2,10 206	577	20	96	3,675	63	8,37,008
12	Darjeeling	2 50 929	20,466	5 067	1,45 606	2 980	160		15,480	55	4,40,743
13	Nadia	5 36,865	45 675	32 784	2 67,236	778	6		2,700	3	8,86,047
14	Murshidabad	7,67,989	1,00,356	60,615	4 44,826	2 694	64	11	5,156	.	13,81,711
15	24-Parganas	14 71,110	1,05,104	73 472	6 59 225	4 167	34	2	3,585		23,16,699
16	Calcutta	39,488	21,950	969	11,630	600	62	44	909	5	75,657
	Total West Bengal	1,14,75,807	9,85,794	5,35,230	45,12,818	24,760	690	262	1,34,382	131	1,76,69,874

Statement referred to in reply to clause (kha) of unstarred question No. 780.

District	Period when the census work was undertaken
Darjeeling	June and July 1961
Jalpaiguri	June, July and August 1961.
Cooch Behar	August and September, 1961.
West Dinajpore	June to August, 1961.
Malda	June-July, 1961
Murshidabad	July and August, 1961.
Nadia	May to August, 1961
24-Parganas	July and August, 1961
Howrah	July and August, 1961.
Hooghly	July and August, 1961
Burdwan	June to August, 1961.
Birbhum	June and July, 1961.
Bankura	June and July, 1961.
Midnapore	June to August, 1961.
Purulia	June to August, 1961.
Calcutta	May to June, 1961.

Lalgola Fishermen's Society

781. (Admitted question No. 1419).

শ্রী [illegible] রায়ঃ গত ৬ই আগষ্ট ১৯৬৩ তারিখের প্রদত্ত অতারকাচিহ্নিত ২৮৭নং (এডমিটেড প্রশ্ন নং ৪৬৫) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) লালগোলার ফিসারমেন্স সোসাইটীর প্রাক্তন সম্পাদক পরিচালকমণ্ডলীর (১) জ্ঞাতসারে এবং (২) অজ্ঞাতসারে কত টাকার তছরূপ করেন,

(খ) উক্ত সময়ের বোর্ড অফ ডিরেক্টরবর্গদের প্রত্যেকটি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা না করার কারণ কি, এবং

(গ) প্রাক্তন সম্পাদক ছাড়া অপর যে ব্যক্তির উপর ডিস্পুট স্যুট করা হইয়াছে তাহার নাম কি?

The Minister for Co-operation:

(ক) (১) ও (২) লালগোলা ফিসারমেন্স সোসাইটীর প্রাক্তন সম্পাদক বিভিন্ন সভ্যের নিকট হইতে লাইসেন্স ফি বাবদ ১৯৪৯ টাকা সংগ্রহ করিয়া সমিতির তহবিলে জমা দেন নাই। ঘটনাটি পরিচালকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যগণের জ্ঞাতসারে হইয়াছিল কিনা জানা নাই।

(খ) প্রত্যেকটি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করার পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই।

(গ) শ্রীসূর্য্যকান্ত হালদার—

Government loan to Co-operative Societies of Kalna Sub-Division

782. (Admitted question No. 1434)

সৈয়দ আবুল মনসুর হাবিবুল্লাহ: সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কালনা মহকুমার সমবায় সমিতিগুলিকে সর্বশেষে কত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং উহা ঐ সমিতিগুলির চাহিদার কত অংশ,

(খ) ইহা কি সত্য যে মনতেশ্বর থানার ৭০টি সমবায় সমিতি ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার ঋণের আবেদন পত্র কালনা সেণ্ট্রাল কো-অপঃ ব্যাংক হইতে মঞ্জুরী করা সত্বেও টাকা দেওয়া হয়নি, এবং

(গ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি?

The Minister for Co-operation:

কালনা মহকুমার সমবায় সমিতিগুলিকে সর্বশেষ মোট ১২,০৭,৭৬৯ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে; উহা সমিতিগুলির মোট চাহিদার তিন-পঞ্চমাংশ।

না। তবে ১৯৬২-৬৩ সনে মনতেশ্বর থানার মোট ২১টি সমবায় সমিতি ১,৬০,০০৫ টাকার আবেদনপত্র কালনা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে দাখিল করিয়াছিল। তন্মধ্যে ঐ ব্যাঙ্ক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ১,৩৯,৪৫৫ টাকার মধ্যে মোট ৬৪,০৭৫ টাকা দাদন করা হইয়াছে।

কালনা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ঋণ সীমা পূর্ণ হওয়ায় ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ বাকী টাকা মঞ্জুর করে নাই।

Purchase and use of the Ex-Zamindar's House of Lalgola, Murshidabad

783. (Admitted question No. 1496).

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি: স্বরাষ্ট্র (কারা) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার ভূতপূর্ব জমিদারদের বসতবাটি সরকার কর্তৃক মানসিক হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ক্রয় করা হইয়াছিল; এবং (২) উহাকে 'নন্ ক্রিমিনাল ইন্‌কিউরেবল লুন্যাটিক্‌স্' দিগকে রাখিবার জন্য জেলখানায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে ;

(খ) সত্য হইলে, তাহার কারণ কি ;

(গ) উক্ত গৃহ মেরামত করিতে কত খরচ হইয়াছে ,

(ঘ) উক্ত গৃহ মেরামতের জন্য কোন্ কণ্ট্রাক্টরকে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছিল ; এবং

(ঙ) উক্ত গৃহগুলি বর্তমানে কি কাজে ব্যবহৃত হইতেছে ?

The Minister for Home (Jails):

(ক) (১) হাঁ।

(২) উহাকে "নন্-ক্রিমিন্যাল ফিমেল লুন্যাটিক্‌স্"দের রাখিবার জন্য বর্তমানে জেলখানায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

(খ) এইরূপ "লুন্যাটিক্‌স্"গণকে বর্তমানে কারাগুলিতে আশ্রয় দিতে হওয়ায় স্থানাভাব বশতঃ বিশেষ করিয়া তাহাদের সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্য তথা চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করার জনাই উক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(গ) জুলাই,১৯৬৩ পর্যন্ত উক্ত গৃহ মেরামত করিতে খরচ হইয়াছে ১,৫৮,৩৯২ টাকা।

(ঘ) নিম্নলিখিত কন্ট্রাক্টরদের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছিল।

(১) রমানাথ মুখার্জি—স্ট্রাকচারাল ওয়ার্কস

(২) ওরিয়েন্টাল টিউব ওয়েল কোং—স্যানিটারী এণ্ড পাম্পিং ওয়ার্কস

(৩) শঙ্কর ইলেক্‌ট্রিক কোং—ইলেক্‌ট্রিক ওয়ার্কস

(ঙ) "নন্ ক্রিমিনাল লুন্যাটিক"গণের ঐ জেলে লইয়া আসার পূর্বে করণীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য জেলের কর্মচারীগণ গৃহগুলির প্রয়োজনীয় রদবদল করিয়া লইতেছেন।

Lady Members in Gram-Sabha and Anchal Panchayats

784. (Admitted question No 1525).

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: স্বায়ত্ব শাসন পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় এবং কয়জন গ্রামসভা এবং অঞ্চল পঞ্চায়েতের নির্বাচিত মহিলা সদস্যা আছেন ,

(খ) তাঁহাদের মধ্যে (১) কয়জন গ্রামসভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ এবং (২) কয়জন অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান বা উপপ্রধান ; এবং

(গ) তাঁহারা কোন্ কোন্ জেলার কোন্ কোন্ গ্রামসভা বা অঞ্চল পঞ্চায়েতে অধিষ্ঠিত আছেন ?

The Minister for Local Self Government and Panchayats:

(ক) গ্রামসভা বলিতে মাননীয় সদস্য মহাশয় গ্রাম পঞ্চায়েতই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, ধারণা লইয়া আমরা জানাইতে পারি, গ্রাম পঞ্চায়েতের ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৮৪ ও ১৫ জন গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির নামসহ একটি বিবরণী (বিবরণী ক) এতৎসহ দেওয়া হইল।

(খ) ৮ জন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ, ৩ জন উপাধ্যক্ষ ও ১ জন অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান সম্পর্কিত বিবরণী সংগ্রহ করা হইতেছে।

(গ) একটি বিবরণী (বিবরণী খ) এতৎসহ দেওয়া হইল।

Statement referred to in reply to clause (ka) of unstarred question No. 784

STATEMENT Ka

Places in West Bengal where there are Lady members in Anchal Panchayats and Gram Panchayats

District	Block	Gram Sabhas	Anchal Panchayats
1	2	3	4
West Dinajpur	Gangarampur	Uday	
Maldah	Ratua No. 1	Samsi ..	
Maldah	Ratua No. 1	Purba Kamalpur	.
Maldah	Ratua No. 1	Chowduar	
Maldah	Ratua No. 1	Pindaltala	.
Maldah	Manickchak	Lalbathani	
Purulia	Manbazar II	Pitidi	
Birbhum	Ahmadpur		Amarpur
Hooghly	Khanakul		Arunda
Maldah	Habibpur	Gopalpur	..
Maldah	Habibpur	Ranahat	.
Maldah .	Habibpur		Habibpur
Midnapur	Tamluk II	.	Anantapur
Jalpaiguri	Moynaguri	Amguri	.
Jalpaiguri ..	Moynaguri	Purba Dumhari	..
Jalpaiguri	Moynaguri	Mahilal Babupara	..
Jalpaiguri	Moynaguri .	Shidgarh Hospital para	..
Purulia ..	Jhalda	Ichag . ..	.
24-Parganas .	Falta	Uttar Belsighi ..	..
24-Parganas ..	Falta	Madhya Fatepur ..	

1	2	3	4
21. Birbhum	Bolpur	Roypur	
22. Darjeeling	Rangli-Rangliot	Chegra	
23. Darjeeling	Rangli-Rangliot	Lamahatta	
24. Darjeeling	Rangli-Rangliot	Loopchana	
25. Nadia	Hanskhali	Patuli	
26. West Dinajpur	Raiganj	Karanjhora	
27 West Dinajpur	Raiganj	Kotegram	
28 West Dinajpur	Raiganj		Bhatun
29. West Dinajpur	Kaliagonj	Tarangapur	
30. West Dinajpur	Kaliagonaj	Chakmajlishpur	
31. Darjeeling	Darjeeling-Pulbazar		Bijanbari
32 Darjeeling	Darjeeling-Pulbazar	Nava Basti	
33. Maldah	Harishchandrapur I	Kushpida	
34 24-Parganas	Baruipur	Uttar-Shasha-Shibsuti-Tripura-Nagar	
35. 24-Parganas	Baruipur	Ramnagar Dakhin	
36. 24-Parganas	Baruipur	Solgahalia Kamalpur	
37. Purulia	Raghunathpur-II		Joradi
38. Purulia	Raghunathpur-II	Baragaria	
39. Purulia	Raghunathpur-II	Nutundihi	
40. Birbhum	Nalhati-1	Rampur	
41. Purulia	Puncha	Parui	
42. Purulia	Puncha	Hariharpur	
43. Purulia	Jhalda II		Rijid
44. Cooch Behar	Dinhata I		Dinhata
45. Cooch Behar	Dinhata I	Kharija-Baladanga	
46. Cooch Behar	Dinhata I	Kuari	
47 Medinipur	Bhagabanpur-II	Jukia	
48. Medinipur	Bhagabanpur-II	Isharpur	
49. Birbhum	Labpur		Indas
50. Birbhum	Labpur	Miriti	
51. Maldah	Gazole	Maheshpur	
52. Nadia	Ranaghat-I		Amulia
53. Nadia	Ranaghat-I		Ramnagar

Places in West Bengal where there are Lady members in Anchal Panchayats and Gram Panchayats

	District 1	Block 2	Gram Sabhas 3	Anchal Panchayats 4
54	Maldah ..	Kharba	..	Kaligram
55	Maldah	Kharba	Kharba	
56	Burdwan	Bhatar	Pena	
57.	Burdwan	Bhatar	Rampur	.
58	Hooghly	Arambag	Iral	.
59	Hooghly	Arambag	Chakradhamohanpur	..
60	Midnapur	Khejuri	Heria ..	.
61	Midnapur	Khejuri	Amajadnagar-Golak-patri	..
62	Midnapur	Khejuri	Kanstab Kanti	..
63	Cooch Behar	Dinhata II	Bulki ..	
64	Cooch Behar	Dinhata II	Dighaltari	
65	Cooch Behar	Dinhata II	Uttar Bara-shakdal	.
66	Cooch Behar	Dinhata II	Kitaberkuthi	
67	Midnapur	Bhagabanpur I	Dakshin Simuli	.
68	Midnapur	Bhagabanpur-I	Kabepur	
69	Midnapur	Pataspur	Nekurseni	
70	Midnapur	Pataspur	Brajaballovpur	.
1	Midnapur	Pataspur	Jabda	.
2	Midnapur	Pataspur	Naipur ..	
3	Purulia	Neturia	Neturia	
4	Jalpaiguri	Jalpaiguri	Purba Arabinda	.
5	Jalpaiguri	Jalpaiguri	Dakshin Madalhat	..
6	Jalpaiguri	Jalpaiguri	Gartisari .	..
7	Jalpaiguri	Jalpaiguri	Pashim Madalhat	..
8	Burdwan	. Purbasthali	Narayanpur .	..
9.	Burdwan	Purbasthali	Purbasthali	.
).	Burdwan	Purbasthali	Uttar Palashfuli	..
1	Burdwan	Purbasthali	Hatsuri	..
2.	Burdwan	. Purbasthali	Dakshin Purbasthali	..
3	Bankura	..	Uttar Lakshmisagar	..
	Burdwan	.. Jamalpur ..	Berugram ..	..
	Nadia ..	.. Ranaghat-II	Hijuli	..
	Midnapur	.. Debra ..	Aluk-Kendra ..	..
	Midnapur	.. Debra	Sanarpur ..	..

Statement referred to in reply to clause (ga) of Unstarred Question No. 7

STATEMENT—Kha

Statement regarding woman Upapradhan, Adhyakshya, Upadhyakshya.

	Name	District	Block	Gramsabha-Ac Panchayat
	1	2	3	4
1.	Srimati Sushama Rani Singha	Maldah ..	.. Batua I	.. Adhyakshya, ba kamalpur G Panchayat.
2.	Khuki Bibi ..	Maldah ..	.. Batua I	. Adhyakshya, C duar Gram chayat
3.	Mira Rani Biswas ..	West Dinajpur	. Roygunj	. Adhyakshya, Ki Jhura G Panchayat
4.	Srimati Bhadrasil Rai	Darjeeling	Darjeeling-Pulbazar	Upapradhan, B bari Anchal chayat.
5.	Srimati Annapurna Mondal	Birbhum	Nalhati-I	Adhyakshya, I pur Gram chayat
6.	Srimati Duburani Debi	Birbhum	.. Lohepur	. Adhyakshya, N Gram Panch
7.	Srimati Susila Roy	Maldah	. Kharba	.. Upadhyakshya, Kharba (Panchayat
8.	Srimati Gitashri Karan	Midnapur	Khejuri	Adhyakshya, stab Kanti (Panchayat
9.	Srimati Jugmaya Debi	Cooch Behar	Dinhata-II	. Adhyakshya, haltari (Panchayat.
10	Srimati Bindubasini Debi	Cooch Behar	. Dinhata-II	Upadhyakshya, I Barashakdal C Panchayat.
11.	Srimati Kanakprava Saha	Cooch-Behar	.. Dinhata-II	Upadhyakshya, I berkuthi C Panchayat
	imati Haimabati Bose	Burdwan	.. Jamalpur	. Adhyakshya, I gram (Panchayat.

Construction of Wells

785. (Admitted question No. 1538)

শ্রীদমন কুইরী: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৫৭ সাল হইতে ১৯৬২ পর্যন্ত পুরুলিয়া জেলার আরসা ও বাগমুণ্ডি থানার কোন্ কোন্ গ্রামে পানীয় জলের জন্য কূপ মঞ্জুর হইয়াছে ;

(খ) মঞ্জুরীকৃত প্রত্যেকটি কূপ তৈরীর খরচ কত পড়িয়াছে, এবং কতগুলি কূপ অসম্পূর্ণ আছে ;

(গ) উক্ত অসম্পূর্ণ কূপগুলির কাজ কবে নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায় , এবং

(ঘ) প্রতিটি কূপ খননের জন্য কত টাকা করিয়া বরাদ্দ হইয়াছে ?

The Minister of State for Health :

(ক) বিবরণী উপস্থাপিত হইল।

(খ) প্রত্যেকটি কূপ তৈয়ার করিতে ১৮০০, ২০০০, টাকা খরচ পড়িয়াছে , আরসা থানায় ১৪টি এবং বাগমুণ্ডি থানায় ৭টি কূপের কাজ অসম্পূর্ণ আছে ।

(গ) আগামী গ্রীষ্মকাল নাগাদ অসম্পূর্ণ কাজগুলি শেষ হইবে, আশা করা যায় ।

(ঘ) প্রায় ২৬০০, টাকা ।

Statement referred to in reply to clause (ka) of unstarred question No 785

P S BAGMUNDIH		P S ARSHA	
1	Tiyvedih	1	Uporgugui
2	Maroha	2	Uporgardi
3	Soso	3	Baram
4	Sirnah	4	Mankiory
5	Sarjumahato	5	Nagra
6	Bagtitolla (Nadramdih)	6	Tanasi
7	Mounia	7	Tari
8	Bukadih	8	Juri
9	Gagi (Uporpara)	9	Ibakola
10	Barania (Khatkadi)	10.	Torang
11.	Pirargoria	11	Pathordih
12	Poniasosah	12.	Pattaur
13.	Silinda	13	Pattaur (Lahakocha)
14.	Chhatai	14.	Gurahatu
15	Ajodhya	15	Mudak (Liladi)
16.	Suisa	16.	Kantadih
17.	Kuchi (Uporpara)	17.	Kantadih (Majhidi)

18. **Patasole**	18. Pattaur (Dhanchatoti)
19. **Dugdha**	19. Mudali (Radhanagar)
20. Dewli	20 Kantadi (Station)
21. Atna	21. Chatuhansa (Dhakidi)
22. Sarmali	22 Patnara (Barbad)
23. Saridoh	23 Kukurchirka
24. Korang	24 Kororia
25. Dhenkea	25 Kororia
26. Rengudi	26 Barahatu
27. Kudna	27 Javataur
28. Saltoro (Jamtoro)	28 Matkanpara
29. Sukridona	29 Kishonpur
30. Popantikor	30. Khedadi
31. Ghorabandha	31 Chakdabad
32. Chorda	32 Harmadih
33. Ghamdudhi	33 Sitarampur
34. Davha	34 Ghutiyali
35. Kudlum (Sarmali)	35 Bamni
36 Baridih	36 Kalatan
37 Serangdih	37 Bamondiha
38. Povra	38 Juradih
39 Dhonadih	39 Kanchanpur
40 Sopa Nayadih	40 Hetjanbad
41 Sirkadih	
42 Gobindapur	
43. Gobindapur	
44. Sindhri	
45. Birgram	

MESSAGES

Secretary (Shri P. Roy): Sir, I beg to report that messages have been received from the West Bengal Legislative Council to the effect that the Council at its meeting held on the 5th September 1963,

(1) agreed to the West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill 1963, and the West Bengal Warehouses Bill, 1963, without any amendments, and

(2) considered the Bengal Finance (Sales Tax) (Second Amendment) Bill, 1963, and returned the same to the Assembly with the intimation that the Council had no recommendation to make.

Sir, I beg to lay the messages on the table.

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance.

Shri Kamal Kanti Guha's calling attention regarding non-supply of rice at Cooch Behar

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, in the district of Cooch Behar the stock position on the close of 24-8-63 was 5,826 quintals of rice and 14,354 quintals of wheat This stock has been arranged to be replenished by movement of 7,000 quintals of rice from Siliguri Depot by road if necessary by the Deputy Commissioner of Cooch Behar and 20,980 quintals of rice from Calcutta of which already 14,480 quintals of rice have moved by the 1st of September Thus it will be seen that the total availability of rice in Cooch Behar apart from the present stock of rice there, will be 27,980 quintals of rice

The consumption of rice from 1-8-63 to 24-8-63 in Cooch Behar district was 9,377 quintals Therefore it will be seen that under the present arrangement there would be about three months' stock very shortly in the district of Cooch Behar The question of issuing the cereal quota of 2 kilograms per week in the ratio of 1 rice to 2 wheat does not arise at all and the District Officer has confirmed that this is not being done.

It may, however, be mentioned that under the present arrangement the cereal quota given to a consumer is 1 kilogram of rice and 1 kilogram of wheat per week plus an additional quota of 1 kilogram of wheat if needed. If any consumer wants the entire quantity of cereal in wheat he can get three kilograms of wheat There is also another condition, viz , that to draw up to 1 kilogram of rice one has to take at least 1 kg of wheat per week. It is presumed that the members who have raised this question are thinking of our supply of 1 kg of rice to 2 kg of wheat (of which 1 kg of wheat is optional for the drawer) as tantamounting to giving one-third cereal ration in rice

As for the supply to families belonging to 'B' class in the district of Cooch Behar it may be mentioned that there is an order in every district that if the local stocks permit (after meeting the demands of the 'A' class families) the District Officer may supply to such economically distressed 'B' class families as local conditions justify

[1-10—1-20 p.m.]

ডাঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য: উনি একবার বলছেন কুচবিহারে চাল আছে আবার বলছেন "বি" ক্লাশকে দেওয়া হয় না। এর মানে কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: আমাদের নির্দেশ হচ্ছে "এ" ক্লাশকে চাল দেবে এবং "বি" ক্লাশকে চাল দেবে না। তবে "এ" ক্লাশ-এর যা মান্থলী কোটা সেই প্রয়োজন মিটিয়ে যদি উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে "বি" ক্লাশকে চাল দেবে। "বি" ক্লাশ ৩ সের পর্যন্ত গম নিতে পারে।

ডঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য: এটা কি সমস্ত পশ্চিম বাংলায়, না শুধু কুচবিহারে?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: এটা সমস্ত পশ্চিম বাংলার রুরাল এলাকায়। দার্জিলিং-এর ৩টি সাব-ডিভিসন-এ নয়, সেখানে "এ", "বি", "সি" সকলেই চাল নিতে পারে।

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister will please make a statement on the alleged killing of five workers of East Barabani Colliery in the district of Burdwan, to which attention was called on the 3rd September, 1963, by Shri Gour Chandra Kundu and Shri Lakhan Bagdi.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Mr. Speaker, Sir, with reference to the Calling Attention Notice by Shri Gour Chandra Kundu and Shri Lakhan Bagdi regarding the alleged killing of five workers of East Barabani Colliery in the district of Burdwan by the owners and the management of the said colliery, I would like to make the following statement:—

It is reported that on 31-8-63 at about 07 00 hours Shri Ram Bachan Koiri, a labourer of East Barabani Colliery and an active member of the Colliery Mazdoor Union along with a few other people entered the office of the Colliery. One Shri Ramjeet Keot, a worker of the Colliery and a member of the said Mazdoor Union, entered into a altercation with a chaprasi in the office in front of the General Manager's office. It is reported that Ramjee Keot was drunk and he used abusive language. The chaprasi protested against this and removed Shri Keot from the verandah of the office. At this, one member of the Mazdoor Union went out and shouted for collecting other people. Thereafter workers numbering four to five hundred appeared there, being armed with various deadly weapons. These workers were either members or supporters of the Mazdoor Union. They attacked the office of the Colliery and broke glass panes, doors and windows. They also broke open the door of the Colliery's office and assaulted the Cashier of the Colliery. One chaprasi was severely injured with a *Ram dao* by the workers. The chaprasis and the workers who were not members of the Mazdoor Union ran to the Store Room and nearby family quarters for safety. The rioters followed them and killed three of them. Three other persons on the side of the management were sent to hospital in a dying condition and two of them succumbed to their injuries on arrival at the L.M Hospital, Asansol. One person named Hari Singh, who had been discharged about two years ago and was staying in the Colliery Dhawrah with active members of the Mazdoor Union, was alleged to have been killed by the men of the Colliery's Management. One darwan of the Management fired three rounds from a gun belonging to the Colliery. None died due to this firing. On receipt of the information, the Officer in charge of the Barabani Police Station rushed to the spot with available force and gave protection to the people who had taken shelter here and there. The O/C also sustained injuries as a result of brick-batting by the rioting workers. Police Officers and men of the Asansol Police Station also arrived at the spot and brought the situation under control.

Barabani P. S. case No. 1 dated 1-9-63 on the complaint of the Colliery's General Manager and case No. 2 of 1-9-63 on the complaint of Ram Bachan Koiri, an active member of the Mazdoor Union, were started.

Both the cases were started under sections 147/148/149/302/323/324/326/379 I.P.C. Seventy-two persons in connection with case No. 1 and seven persons in connection with case No. 2 have so far been arrested. The Additional Superintendent of Police, Asansol, supervised the case locally. Strong police pickets have been posted for preventing any further trouble. The colliery resumed functioning on the 2nd September 1963. The situation is now peaceful. The allegation that the workers were shot dead by the owners and the management of the colliery is not correct.

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister in charge will now please make a statement on the police firing at Khandua village of Murshidabad district to

which attention was called on the 4th September last by Shri Birendra Narayan Ray.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: In reply to the calling attention notice by Shri Birendra Narayan Ray regarding police firing on the 2nd September 1963 at village Khandua, police station Raghunathganj, district Murshidabad, I would like to make the following statement:—

It is not a fact that Police unnecessarily and without any provocation opened fire on the 2nd September 1963 at village Khandua, police station Raghunathganj, district Murshidabad. The allegation of the Police creating a reign of terror in the locality is also not true.

The fact in brief are that on the 2nd September 1963 at about 10-45 hours one Mainuddin Biswas of Khandua village lodged an information with Khandua B.O.P. about an apprehension of a serious breach of peace over forcibly cutting away of jute from his land by about 150 persons engaged by Jabed Ali of village Chintamani, police station Lalgola. On receipt of this information Khandua B.O.P. staff informed the local police station and a force of 1 head constable, 2 constables and 3 N.V.F. boys, all armed, hastened to the spot to maintain peace and order. As soon as they reached the place of occurrence the men of Jabed Ali, who were cutting away jute being armed with spears, farshas, lathis and other deadly weapons, surrounded the police party forthwith after forming an unlawful assembly. Some of the rioters also furiously attacked a National Volunteer Force boy named Ganda Das and caused serious injuries on his head with farshas etc. At this the National Volunteer Force boy fell down when his rifle loaded with five rounds in a charger was snatched away by the rioters. The rioters instead of paying any heed to the warnings of the police party to disperse were determined to attack the police when the Head Constable ordered his men to open fire in self-defence. The rioters could not be made to disperse till as many as 21 rounds were fired by the Police resulting in the death of three of the rioters on the spot. The rioters were so dangerous and desperate that they carried away the rifle of the National Volunteer Force boy at the time of their retreat.

Over this incident Raghunathganj P.S. case No. 2, dated 2-9-63, under sections 147/148/149/326/307/379/332 I.P.C. was started and seven culprits have so far been arrested.

The injured N.V.F. boy was admitted into Jangipur hospital in a precarious condition. He is being removed to Berhampore Sadar Hospital on medical advice. There is no information as yet about any other rioters being injured by police firing.

The S.D.O. and the S.D.P.O. Jangipur visited the spot soon after the occurrence. The Additional S.P. also supervised the case locally. An executive enquiry has also been ordered by the District Magistrate, Murshidabad.

The situation of the locality is quite normal.

LEAVE OF MEMBERS

Mr. Speaker: I have received an application from Shri Somnath Lahiri, M.L.A. for permission of the Assembly to be absent from its meetings. I

place this matter before the House and ask whether he has the permission of the Assembly asked for by him.

I take it that the leave is granted.

(No objection)

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে একটা আবেদন রাখছি যে আমরা খবর পেলাম কনষ্ট্রাকসন বোর্ডে প্রায় ২ শত কর্মীকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৩০।৯।৬৩ থেকে তাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তারা বনহুগলী, বারাকপুর, কল্যাণী, বেহালা এইসব জায়গায় কাজ করে। তাই আমি অনুরোধ রাখছি যে পূজোর আগে লোককে ছাঁটাই করা কোন রকমভাবে বন্ধ করতে পারেন তা খুবই ভাল হয় বা অন্য কোন জায়গায় প্রোভাইড করার কথা শুনতে পেলে আনন্দিত হব।

শ্রীনেপাল চন্দ্র রায়ঃ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রিকে বলতে চাই যে দার্জিলিংয়ে সেসনটা কি এবারের নভেম্বরে হবে? তাহলে আমরা সেইভাবে প্রিপারেসন করতে পারি। কারণ ওঁরা ঠিক করেছেন যা দেখলাম কাগজে দেখলাম ক্যাবিনেটে ডিসিসন হয়েছে যে আমাদের যেতে হবে।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মিঃ স্পীকার স্যার, কালকে এখানে আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্য হেমন্তবাবুসহ আমরা সবাই বলেছিলুম যে খাদ্যের যে অবস্থা তাতে বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রেসনসপগুলি বাড়াবার কথা সে সম্বন্ধে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রিমহাশয় একটা স্টেটমেণ্ট করুন এবং তারপর আপনি কংগ্রেসের যিনি চীফ হুইপ মাননীয় জগন্নাথবাবুকে আপনি যে কথা বলেছিলেন সে কথাটা

[গোলমাল]

আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় চীফ মিনিস্টারকে অনুরোধ করছি যে বিশেষ করে রেশন সরবরাহ সম্বন্ধে বিভিন্ন জেলায় কি পরিমাণ চাল দেবেন সে সম্বন্ধে একটা স্টেটমেণ্ট করুন এবং খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা স্টেটমেণ্ট করুন। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কলিং য্যাটেনসনে কুচবিহার সম্বন্ধে বলেছেন যে যদি "এ" ক্যাটিগরীকে চাল দিয়ে সারপ্লাস থাকে তো "বি" ক্যাটাগরীতে দেওয়া যাবে কিন্তু আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে জলপাইগুড়ি আলিপুর দুয়ার, সিউড়ী, নদীয়া রিপোর্ট যে "বি" ক্যাটাগরীর যারা রেশন কার্ড হোল্ডার তারা আগস্ট মাস পর্যন্ত রেশন পেয়ে এসেছে। এখন অনেক জায়গায় তারা রেশন পাচ্ছে না, রেশন বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং চালের পরিমাণ কি এবং রেশনের দোকানগুলিতে চাল সরবরাহ ব্যবস্থা করার কথা কি করছেন সে সম্বন্ধে একটা স্টেটমেন্ট করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমাকে যদি এ সম্বন্ধে কিছু জানাতে হয় তাহলে আমি বিকাল বেলায় বলতে পারি। এখনই বলতে পারতাম কিন্তু আপনার হাউসে আবার কোয়েশ্চেন, কলিং এ্যাটেনসন প্রভৃতি আছে।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় : স্যার আমি একটা অনুরোধ রাখলাম, যেমন এবারে খাদ্য বিতর্ক দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম তেমন বর্তমানে একটা দিন খাদ্য পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিয়ে যদি হাউসটা বন্ধ করেন তাহলে ভাল হয়।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমরা এতে মোটেই রাজী নই।

Non-official resolutions

Shri Shambhu Gopal Das: Sir, I move that in view of the failure of the Government to check the ever-increasing prices of essential commodities; and

In view of much hardship caused to common people due to the taxation policy of the Government;

This Assembly is of opinion that the State Government should take immediate steps to hold the price line and amend the taxation policy of the State and suggest similar measures to the Government of India for changing its taxation policy

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই প্রস্তাব আমি যখন এই হাউসের সামনে রাখছি আমাদের অধিবেশনের শেষ দিন তখন একথা সর্বপ্রথমে আপনার মাধ্যমে এই হাউসের সমস্ত সদস্যদের জানাতে চাই যে দেশে এখন একটা অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতি চলেছে। একথা সকলেই জানেন যে বিদেশী আক্রমনের যে রক্তাক্ত ক্ষত সেই রক্তাক্ত ক্ষত এখনও পর্যন্ত মিলিয়ে যায়নি। কিছুদিন আগেই পশ্চিম বাংলার খুব কাছাকাছি এলাকা যে নেফা সেখানে যে লাঠি চালনা সৃষ্টি হয়েছে সেই লাঠিচালনার জের এখনও চলছে। একথাও আমরা শুনছি যে আমাদের দেশের প্রান্তে যেদিকে পাকিস্তান আছে সেই পাকিস্তানের দিক থেকে সৈন্য সমাবেশ চলছে, দেশে এখনও জরুরী অবস্থা বিদ্যমান আছে। এই পটভূমিকায় আমি আজকে যে সরকারী প্রস্তাব সেই প্রস্তাবটা আপনার সামনে রাখতে চেয়েছি। এই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমার স্পষ্ট যে অভিযোগ তাহলো এই যে, আমাদের সরকার যদিও এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে দেশের জরুরী অবস্থায় এসেনসিয়াল কমোডিটিজের প্রাইস লাইন কন্ট্রোল করা হবে। অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হতে দেওয়া হবে না বলে যে প্রতিশ্রুতি ৭।৮ মাস আগে দেয়া হয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি তারা সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ করেছেন এবং ভঙ্গ করেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে। আমার আর একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য হল এই যে, দেশের অগণিত দরিদ্র মানুষের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে তাদের দুঃখ এবং কষ্টের কথা না ভেবে আমাদের গভর্ণমেণ্ট যে ট্যাকসেসনের নীতি অনুসরণ করে চলেছেন তার ফলে আজ জনসাধারণের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে।

[1-30—1-40 p.m.]

একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অপরদিকে ট্যাক্স-এর বোঝা। গ্রামাঞ্চলের কৃষক যারা জমিতে ফসল উৎপাদন করে তারা, কলে কারখানার শ্রমিক এবং বিশেষ করে অফিসে আদালতে যারা কাজ করে সেই বিত্তহীন মধ্যবিত্তের দল এমনই একটা অবস্থার মাঝখানে এসে পড়েছে যে তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার বাণী উচ্চারণ করছে এই সরকারের বিরুদ্ধে তারা অভিশাপ দিচ্ছে। কারণ তারা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে সরকারের হাতে যদিও অনেক ক্ষমতা আছে তাহলেও সেই ক্ষমতার সম্পূর্ণ প্রয়োগ করে এই সরকার গরীব মানুষের মঙ্গলকর তাদের কল্যাণ হতে পারে এমন কোন কিছু করতে এরা সম্পূর্ণভাবে নারাজ আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে গত ৭।৮ মাস ধরে যদিও জরুরী অবস্থা চলছে এবং যদিও একথা সত্য যে সমগ্র দেশের মানুষ এক সময় গভর্ণমেণ্টের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন দেশরক্ষার মহাব্রত নিয়ে, সেই দেশের মানুষ আজকে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে এবং সেই দেশের মানুষ আজকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে একথা আমি প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কিছুদিন আগে ভারতবর্ষে যে তিনটি উপনির্বাচন হয়ে গিয়েছে সেই উপনির্বাচনগুলির মাধ্যমে জনতার যে ক্ষোভ সেই ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে এবং বাস্তবিকপক্ষে কংগ্রেসের চিতাশয্যা রচনা করে দিয়েছে এই তিনটি উপনির্বাচন। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশের কংগ্রেস গভর্ণমেন্টকে, বম্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বম্বের ১০ লক্ষ শ্রমিক এই জরুরী অবস্থার মাঝখানে তারা ধর্মঘট করেছে পুলিশী নিপীড়নকে অগ্রাহ্য করে সরকারের মানুষ মারা নীতির বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করেছে। তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটা চেষ্টা করেছে। সমগ্র দেশ একটা বিস্ফোরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ারম্যান, স্যার, কিছুদিন আগে সারা ভারত খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রি চ্যবন একথা ঘোষণা করেছিলেন যে আজকের দিনের যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধ খুবই সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী থাকলেই শুধু চলেনা, আজকের দিনে যুদ্ধে যদি জয় করতে হয় তাহলে দেশে যে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা সেই স্থিতাবস্থারও প্রয়োজন। সেইদিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কিছুমাত্র নজর দেননি। একথা আজকে কেউ না জানুক গভর্ণমেণ্ট যদিও আজকে বারবার প্রতি-

শ্রুতি দিয়েছেন তাহলেও যেগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, যা নাহলে মানুষের চলেনা, সেই সব জিনিষের দাম অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। গত ৮ই আগষ্ট তারিখে আর একজন সদস্যের, মিঃ বেণ্টার ব্রিজের লিখিত প্রশ্নের জবাবে গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে যে হিসাব রাখা হয়েছিল তাতে তুলনামূলকভাবে এই সরকারই দেখিয়ে দিয়েছেন যে গত কয়েক বৎসরে প্রয়োজনীয় সব থেকে যে জিনিষ; মণ প্রতি চালের দাম কি পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে সেই হিসাবটা আমি আপনার সামনে রাখতে যাচ্ছি। ১৯৬১ সালের জুন মাসে কলকাতায় যখন একমণ চালের দাম ছিল ১৮·৮১ নয়া পয়সা সেখানে ১৯৬২ সালের জুন মাসে হয়েছে ২২·৫০ নয়া পয়সা, এবং ১৯৬৩ সালের জুন মাসে হয়েছে ২৮ ৪৭ নয়া পয়সা। বর্ধমানে ১৯৬১ সালের জুন মাসে সেখানে ছিল ২০·২৭ নয়া পয়সা, ১৯৬২ সালের জুনে হয়েছে ২৩ ৭০ নয়া পয়সা, এবং ১৯৬৩ সালের জুনে হয়েছে ৩০ ৩৩ নয়া পয়সা। এইভাবে মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, এবং পুরুলিয়া, বিভিন্ন জায়গায় উদাহরণ তুলেই একথা প্রমাণ করা যায় যে গত ১৯৬১ সাল এবং ১৯৬৩ সাল এর যদি কমপেরেটিভ ষ্টাডি করি তাহলে দেখবো যে চালের দর কিভাবে বেড়ে গিয়েছে। এবং আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে মণ প্রতি ১৯৬১ থেকে ১৯৬২ সালে চালের দর যা বেড়েছে এটা জরুরী অবস্থা বলেই হয়ত, জরুরী অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা আছেই বলে হয়ত ১৯৬২—৬৩ সালে অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে। কাজে কাজেই আমি জানিনা এই প্রশ্নের কি জবাব সরকারের কাছে আছে। প্রাইস লাইন কণ্ট্রোল করার কথা যেখানে বলা হয়েছিল, জরুরী অবস্থায় মানুষ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল কিন্তু সাধারণ মানুষের মনের বলকে রক্ষা করার জন্যে তাদের পেটে দুমুঠো অন্ন দেবার জন্যে সরকারের যে মিনিমাম ডিউটি ছিল সেই ডিউটি তাঁরা পালন না করার জন্যে তাঁরা আজকে পীড়ার-পাত্র হয়ে পড়েছেন, এসেন্সিয়েল কমোডিটি প্রাইস কণ্ট্রোল তাঁরা করেননি। অন্য দিকেও আমরা একথা জানি যে এই সরকারের যে ট্যাক্স নীতি, সেই ট্যাক্স নীতি আজকে মানুষের জীবনে দুর্যোগ এনে দিয়েছে। সেইজন্যই আমরা ট্যাক্স নীতির পরিবর্তনের কথা বলেছি আমরা জিনিষপত্রের দাম না বাড়ে একথাই বলেছি। একটা জিনিষের ভিত্তিতে সেটা হল এই এশিয়ার বিভিন্ন যে সমস্ত অনুন্নত দেশ আছে, আজকে কে না এই কথা জানে তাদের মাঝখানে ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র দেশ--মাথা পিছু জাতীয় আয়ের দিক থেকে তার পজিসন ২০। আমাদের দক্ষিণে যে সিংহল দেশ সেই দেশের মাথা পিছু জাতীয় আয় আমাদের ভারতবর্ষের জনসাধারণের চেয়ে বেশী। এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে পশ্চিম বাংলার মাথা পিছু জাতীয় আয় তার পরিমাণ অনেক কম। আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্যে বাস করছি, সেই অবস্থার মাঝখানে আমরা একটা প্রস্তাব করছি যখন প্লেনিং কমিশন স্পষ্টভাবে এই কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র শতকরা ১ জনের হাতে গিয়ে কনসেনট্রেটেড হচ্ছে এতে ধনী এবং দরিদ্রের এই বৈষম্যের কথা যখন প্লেনিং কমিশন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন—প্ল্যানিং কমিশনের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নস থেকে একটা হিসাব আমরা পাই যে আমাদের দেশে ১২০০ আন্দাজ পারসন্‌স আনঅথরাইজড ইনষ্টিটিউসন যাদের এনুয়েল ইনকাম হল এক লাখ টাকা। আজকে আমি আরও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে সোসালিষ্ট পার্টির নেতা ডাঃ লোহিয়া বলেছিলেন যে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ ভাগ মানুষের যে দৈনিক ইনকাম সেই ইনকাম-এর পরিমাণ হল মাত্র তিন আনা পয়সা। তাই নিয়ে নন্দ সাহেব তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেছেন-- পণ্ডিত নেহরু সাহেব তাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। মাথা পিছু তিন আনা হউক অথবা মাথা পিছু ছয় আনাই হউক সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি--এই সঙ্গে আমি হিন্দুস্থান টাইমস-এর ২৩শে আগষ্ট তারিখের একটা উক্তি আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই--তারা বলছেন যে এটা অপরিহার্য্য যে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ এমন কি ডাক্তার লোহিয়া যে বলেছেন তিন আনা তার চেয়ে কম রোজগার করে। ষ্টেটসম্যান পত্রিকা ২৯।১।৬৩ তারিখে--এটা সাব বামপন্থী কাগজ নয় কিন্তু এই পত্রিকার একটা সামান্য খবর আপনার সামনে তুলে ধরছি—সেখানে আমরা দেখছি যে আমাদের দারিদ্র-দশা এই পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে যে পরিকল্পনা সদস্যদের মতে আজ থেকে ৩৭ বছর পরে শতকরা ৩৩ ভাগ মানুষ অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাবে। ২৯।১।৬৩ সালের স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটা খবর সেই খবর তুলে ধরতে চাই যে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা

নীচের যে শতকরা ১০ ভাগ মানুষ তাদের মাসিক আয় হল ৭ টাকা তারপরের যে শতকরা ১০ ভাগ তাদের মাসিক হল ১০ টাকারও কম এবং তারপরের যে শতকরা ১০ ভাগ তাদের মাসিক আয় হল ১২ টাকা, তারপরের শতকরা ১০ ভাগের হল ১৫ টাকা তারপরের যে শতকরা ১০ ভাগ ২১ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। কাজে কাজেই গড়পড়তা যে জাতীয় আয় মাথাপিছু যে ২৫ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলা হয় শতকরা ৬০ ভাগই লোকই তার থেকে কম রোজগার করে। অথচ বিশেষজ্ঞ এই কথা বলছেন এবং নিশ্চয়ই বাংলা দেশের মানুষের পক্ষে সে কথা সত্য যে একটা মানুষ যদি এক মাসে ৩৫ টাকা খরচ না করে তাহলে তার যে সর্বনিম্ন স্বাস্থ্যমান সেই স্বাস্থ্যমান তার বজায় রাখা যায় না। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, শ্রীমান নারায়ণ আমাদের লোক নয় তার কথা ৩১-১-৬৩ তারিখে দিল্লীর একটা জনসভায় তিনি বলে দিয়েছেন যে শতকরা ৬০ ভাগ আমাদের দেশের মানুষ ২০ টাকারও কম রোজগার করে যেখানে ৩৫ টাকা হলে পরেও সর্বনিম্ন স্বাস্থ্যমান বজায় রাখা যায় না। আমি আরেকজনের কথা বলতে চাই, মহাত্মার নাম বারবার করে বলেন কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মাজীর যিনি সহযোগী ছিলেন মিঃ এলবার্ট ওয়েষ্ট সাহেব ধনী এবং দরিদ্রের যে বিরাট বৈষম্য বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে আছে তাই দেখে তিনি বেদনা বোধ করেছেন এই মর্মে একটা খবর আমরা ৩১।১।৬৩ তারিখে স্টেটসম্যান পত্রিকায় দেখেছি। একথা কে না জানে যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগেনাইজেসন এর এক্সপার্ট কমিশন তারা পরিস্কারভাবে এই কথা বলে দিয়েছে যে, একজন মানুষ যদি ২২০০ ক্যালোরী করে খাবার না খেতে পারে তাহলে তার কিছুতেই স্বাস্থ্যের সর্বনিম্ন মান বজায় রাখা যায় না। এবং সেই পরিমাণ মাথা পিছু দৈনিক উপার্জন আমাদের নাই। এই অবস্থায় আমরা জানি সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমরা মিশি পশ্চিমবাংলা গ্রামাঞ্চলে আজকে কি অবস্থা হয়েছে সেকথা আমরা জানি এবং সেজন্য ট্যাক্স নীতির পরিবর্তনের কথা আমরা বলেছি।

[1-40—1-50 p.m.]

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, কলডোর সাহেবের কথা আমি বলতে চাই। তিনি বলেছেন এক বছরের হিসেব যে ৪০০ কোটি টাকা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয় এবং এটা এক্জিসটিং মেসিন্যারি আদায় করতে পারেন। স্যার, 'পেট্রিয়ট'' কাগজের সঙ্গে কংগ্রেস লিডার ইন্দিরা গান্ধীর যোগাযোগ আছে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে কলডোর সাহেব ভুল হিসেব দিয়েছেন, আসলে ৮০০ কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে বড়লোকরা এইভাবে যে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে তাতে জরুরী অবস্থার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই ট্যাক্স তাদের কাছ থেকে কেন আদায় করা হচ্ছে না? এই জিনিস দেখে মনে হয় যারা সাধারণ মানুষের হাড় নিংড়ে খায় যারা আয়কর ফাঁকি দেয় তাদের ধরবার মত এ্যাডমিনিসট্রেসন কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের নেই। দরিদ্র মানুষের ঘাড়ে দিনের পর দিন এই যে ট্যাক্স-এর বোঝা চাপাচ্ছেন দরিদ্র মানুষ সেটা বইতে পারছে না, ঋণের বোঝা তারা বইতে পারছে না এবং দিন এনে দিন গুজরাণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়েছে। কাজেই আশা করি সীমান্তের জরুরী অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেশের মানুষের মনোবল রক্ষা করবার জন্য ট্যাক্স নীতির পরিবর্তন করবেন এবং দরিদ্র মানুষের মনোবল যাতে ভেঙ্গে না যায় তারজন্য চেষ্টা করবেন। গ্রামের মানুষ, শহরের মজুর যাতে ক্ষিপ্ত না হয়, তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য যাতে বৃদ্ধি না হতে পারে তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং তা যদি না করেন তাহলে জরুরী অবস্থা চললেও দিকে দিকে গণবিক্ষোভ দেখা দেবে। আজকে বর্ষাকাল কিন্তু অনেক জায়গায় ধান চাষ হয়নি, অনেক জায়গায় গুছি পোতা হয়নি এবং তদুপরি টাকায় এক সের চাল। কাজেই সরকার যদি এফেক্টিভ মেজারর্স না নেন, কার্যকরী পন্থা না নেন তাহলে আমাদের এই প্রস্তাবের মাধ্যমে সাবধান বাণী করছি যে, সারা দেশের মানুষ গণআন্দোলনে নেমে পড়বে এবং ইভেন্টস্ উইল বি দেয়ার স্কুল এ্যান্ড সাফারিংস্ দেয়ার টিচার। স্যার, এখানে আমি অ্যারিস্টটল-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছেন মানুষ যখন বারে বারে অপমানিত হয়, সম্মান পায় না এবং দেখে সমাজের আর একটা শ্রেণীর লোক সম্মান পাচ্ছে তখন মানুষ রেবেলিয়ান-এর পথে যায়। কাল বম্বেতে হয়েছে, আজ পশ্চিমবাংলায় হতে পারে এবং তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কংগ্রেস সরকারের। তখন জরুরী অবস্থার দোহাই দিলে

বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন হবে না একথা বলে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি এবং আশা করছি সমস্ত বাস্তববাদী মানুষ একে সমর্থন করবে।

শ্রীমতী ইলা মিত্র : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রাজ্যের এবং সমগ্র দেশের করধার্য নীতিতে একটা আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা এর আগে এমন তীব্রভাবে আর কখনও অনুভব করিনি। এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করছি এই কারণে যে পরোক্ষ ট্যাক্স যা অনিবার্যভাবে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি করে ক্রেতাসাধারণের ঘাড় মটকায় তা বন্ধ হওয়া উচিত। বন্ধ হওয়া উচিত দুটি কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে সরাসরি প্রত্যক্ষ ট্যাক্স মানুষ জেনেশুনে দেয় এবং যারা সেই ট্যাক্স বসান ট্যাক্স বসানোর সময় যাদের উপর ট্যাক্স বসান হচ্ছে তাদের অবস্থা জানবার প্রয়োজন হয়, এবং সেই সময়ে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকলে তা সংশোধন করার অবকাশ থাকে, যেমন বাধ্যতামূলক সঞ্চয়মূলক একটি ট্যাক্সকে আজকে প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন হচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে পরোক্ষ ট্যাক্স বসানোর যে নীতি তাতে একচেটিয়া ধনিক কারবারীরা দু হাতে লুট করার সুযোগ পায়, ট্যাক্স যা বাড়ে তার চেয়ে দর বাড়ে অনেক বেশী ফলে এই একচেটিয়া কারবারীরা তাদের পকেট ভর্তি করে সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়। আমি আগেই বলেছি যে আমাদের সমগ্র করধার্য নীতির আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আজকে প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকারের হাতে প্রভূত টাকা আসা প্রয়োজন এটা দল এবং শ্রেণী নির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেই স্বীকার করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই টাকা কোথা থেকে আসবে এটাই আজকে রাষ্ট্র নীতির মূল প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। প্রতিরক্ষার জন্য যে এত টাকার প্রয়োজন হবে এটা আমরা এর আগে আর কোনদিন অনুভব করিনি। আমাদের প্রধানমন্ত্রি শ্রীনেহেরু চীন এবং পাকিস্তানের যুক্ত আক্রমনের বিপদ সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন এবং বিরাট বিপুল সীমান্ত প্রতিরক্ষার জন্য জাগ্রত প্রহরীর প্রয়োজন বিশেষভাবে জানিয়েছেন। যেমন কৃষিতে তেমনি শিল্পে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু কথায় বলে বিপদ একদিকে থেকে আসে না। আমাদের এমন একটা শিল্পায়নের প্রয়োজনের দিনে বোকারো ইস্পাত কারখানা প্রকল্পে আমেরিকা আর সাহায্য দিবে না এই সিদ্ধান্ত তাঁরা জানিয়েছেন এবং ৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ইস্পাত কারখানা খোলার হিসাব ধরা হয়েছে। এই ইস্পাত কারখানা খোলার বিলম্বের দরুণ আমাদের ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি দিনে ৬০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটছে। অবশ্য আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে আমেরিকার সাহায্য না পেয়েও আমরা ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করতে পারবো শীঘ্রই এই ধরণের একটা ঘোষণা সরকার পক্ষ থেকে আমরা আশা করছি। কিন্তু তা সত্বেও আমাদের টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এবং নিজের দেশ থেকেই তা সংগ্রহ করতে হবে। আমরা দেখে খুব বিস্মিত হয়েছি যে আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা এই প্রকল্প নির্মাণের জন্য যে ৭৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে ধরেছিলেন, আমাদের বিশেষজ্ঞরা সেই ব্যয় কমিয়ে ৫০০ কোটি টাকা হিসাব ধরেছেন। আমেরিকার কাছ থেকে ঋণ নিলে সুদ ছাড়াও আক্কেল সেলামী দিতে হবে ২৫০ কোটি টাকা। এটা সত্যিই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে এই কারখানা নির্মাণের জন্য ৫০০ কোটি টাকা খরচ লাগবে এবং সমস্ত টাকাটাই দেশ থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং সেই দায়িত্বও দেশবাসীর আমাদের সকলের। শুধু একটা ইস্পাত কারখানাই নয়—সেদিন নিশ্চযই জানেন যে শ্রী নন্দ শ্রমমন্ত্রী দেখিয়েছেন যে তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ লোক বেকার হবে, তা নয় আজকের অবস্থায় এই সংখ্যা তার চেয়েও বৃদ্ধি পাবে। তার জন্য আমাদের প্রযোজন গ্রামে গ্রামে শিল্পের বিস্তার করা। আর এই শিল্প বিস্তারের অর্থই হচ্ছে আরও বেশী অর্থের প্রয়োজন। আরও বেশী মূলধনের প্রয়োজন। এই বিপুল অর্থ আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। এতদিন ধরে সরকার যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, এইভাবে যদি চলতে থাকেন তাহলে এই বিপুল অর্থ কিছুতেই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীটির যদি মৌলিক পরিবর্তন না করা যায় তাহলে এই টাকা কিছুতেই সংগ্রহ করা যাবে না। শুধু তাই নয় যদি পরোক্ষ ট্যাক্স বসিয়ে চাপ সৃষ্টি করে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করা হয় তাহলে অত্যন্ত ভুল হবে। কারণ এই চাপ সৃষ্টির ফলেই বোম্বাই বন্দরে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল এবং মানুষকে এভাবে কর্ম বিরতি এবং উৎপাদন বন্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, সেই মারাত্মক পরিণতির কথা ভাবতেও

ফিউরে উঠছি। গভর্ণমেন্ট এতদিন ধরে প্রত্যক্ষ করের ব্যাপারে ধনিক সম্প্রদায়-এর অনুকূলে যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন সেটা বিগত বাজেট অধিবেশনেও প্রতিফলিত হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অতি মুনাফার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

[1-50—2-00 p.m.]

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই অতি মুনাফার দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই মুনাফা বা অতি মুনাফায় যে টাকা আসছে সেটা কি গভর্ণমেন্ট তাদের নিজেদের আয়ত্বে আনতে পারেন না? এবং তা না এনে জনসাধারণকে কৃচ্ছতা সাধনের জন্য আহ্বান জানাবেন এবং সেই আহ্বানের মধ্যে সত্যিই কি কোন নীতি থাকতে পারে? আমি জানি চিরাচরিত অর্থনীতির কথায় আমাকে হয়তো জবাব দেবার চেষ্টা করা হবে যে এই মুনাফাকে উৎসাহ দিলে তা ধনিকদের উৎসাহের সৃষ্টি করবে এবং তারা নূতন নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং তার দ্বারা দেশের অগ্রগতি হবে কিন্তু একথা অর্ধসত্য এবং এই অর্ধসত্য মিথ্যার চেয়েও মারাত্মক। তার কারণ আজকে যদি এই মুনাফাখোরদের উপর দেশের অগ্রগতি এবং উন্নয়ন ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে পরে মারাত্মক অবস্থা হবে এবং একথা শুধু সমাজতন্ত্রের পুঁথিতেই না এটা সর্বজনবিদিত। আজকে ভারতের মাটিতে তার সুস্পষ্ট চেহারা ফুটে উঠেছে তা আমি দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল এই সমস্ত ধনিক আজকে কংগ্রেস দল ছেড়ে আলাদা দল গঠন করছে এবং তারা এই কথাই বলছে যে প্রতিরক্ষার জন্য এত টাকার প্রয়োজন নেই বিদেশ থেকে ফোক্ত ভাবতে আনা হোক। শুধু তাই নয় তারা বলছে যে স্বাধীন জাতীয় নীতি যা আছে তাকে পরিবর্তন করা হোক এবং আমেরিকার সাথে প্যাক্ট করা হোক। আমি মনে করি যদি তাদের উপর আমাদের দেশ গঠনের দায়িত্ব এবং দেশ উন্নয়নের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে পর খুব বেশী বিলম্ব লাগবে না দেশের চেয়ে মুনাফা বড় হয়ে উঠতে। এবং এই মানুষ খেকো এই বাঘেরা শেষ পর্যন্ত দেশকে চিবিয়ে খেয়ে তবে ছাড়বে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আবার বলছি যে প্রতিরক্ষার জন্য এবং উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রভুত অর্থের প্রয়োজন, আমাদের দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য প্রভুত অর্থের প্রয়োজন। এবং সেই টাকা যেখানে আছে সেখান থেকে আনা হোক। পরোক্ষ ট্যাক্স সৃষ্টি করে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে জনসাধারণকে মেরে কখনও টাকা সংগ্রহ হবে না। সেজন্য বলছি যে টাকা যেখানে আছে অর্থাৎ কিনা হাজার হাজার টাকার গুপ্ত সোনা যক্ষের মত যারা লুকিয়ে রেখেছে সেটা আপনারা উদ্ধার করুন। যারা আয়কর ফাঁকি দেয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দোষমুক্ত করে সেই টাকা আপনারা উদ্ধার করবার চেষ্টা করুন। চুরি করে যে সমস্ত অর্থ উপার্জিত হয় সেই টাকা হিসাবের খাতায় আপনারা নিয়ে আসুন। আজকে পৃথিবীতে ধনতন্ত্রকে পিছনে ফেলে সমাজতন্ত্র এগুচ্ছে। আজকে বার্মা, সিংহল এবং আরবরাষ্ট্র তারা কমিউনিষ্ট দেশ না হয়েও তারা একথা বুঝেছে। এবং স্বাধীন দেশের সামনে এ পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই। তাই গভর্ণমেন্টের কাছে আমরা দাবী করছি যে ব্যাংককে জাতীয়করণ করুন, আমরা দাবী করছি যে বৈদেশিক বাণিজ্যকে জাতীয়করণ করা হোক। এবং এই অবাস্তব বাধ্যতামূলক সঞ্চয় নীতি পরিবর্তন করে দেশে স্বাভাবিক সঞ্চয়ের উপর সরকারের কর্তৃত্ব আনা হোক। আমি যে সমস্ত দাবী করেছি তা অত্যন্ত বাস্তব এবং ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন আমি আশা করবো যে তাঁরা নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখবেন। এবং আজকে একথা গোপন করে লাভ নেই আমাদের অর্থমন্ত্রি শ্রী দেশাই যে নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। সর্বশেষে বলছি যে আজকে যেখানে আপনাদের মন্ত্রি বদলানোর পালা সুরু হয়েছে তার মধ্য দিয়ে নূতন নীতির সুরু করুন এই দাবী রাখছি এবং ট্যাক্স ধার্যের ক্ষেত্রে যে পরোক্ষ ট্যাক্স দ্বারা সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে তার অবসান করুন। এবং যে সমস্ত গুপ্ত সোনা রয়েছে তাকে উদ্ধার করুন—বার্ষিক আয়কর যারা ফাঁকি দিচ্ছে তাদের উপর সরাসরি ট্যাক্স বসান এবং যে সমস্ত চোরাকারবারী রয়েছে তাদের সেই চুরিকে হিসাবের খাতায় নিয়ে আসুন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করুন এইভাবে আপনারা আপনাদের যে ট্যাক্সের নীতি তাকে পরিবর্তন করুন। যদি এই নীতি গ্রহণ করেন তাহলে শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Hemanta Kumar Basu :

চেয়ারম্যান মহাশয়, শ্রীশম্ভুগোপাল দাশ মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত করেছেন তা যেমন সমীচীন তেমনই সংগত। আমাদের হাউসে সকলে বিশেষভাবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং জনসাধারণের আর্থিক দূরবস্থার কথা চিন্তা করে—তাদের উপর যে করের বোঝা চেপেছে এবং জিনিসপত্রের অত্যধিক মূল্যের জন্য তারা যে আজ নিপীড়িত হচ্ছে—এসমস্ত কথা বিবেচনা করে তাঁরা যেন শ্রীশম্ভুগোপাল দাস মহাশয়ের এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করেন তার জন্য আমি বিশেষভাবে আবেদন করছি। আপনি জানেন স্যার, এবং এবিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে যে চীনা আক্রমণের ফলে কেন্দ্রীয় বাজেটে ২৭৫ কোটী টাকা তোলার জন্য যে কর চাপানো হয়েছে সেই ২৭৫ কোটী টাকা তোলার জন্য আমরা নিশ্চয়ই বলেছিলাম যে এরকমভাবে দেশের জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের বোঝা না চাপিয়ে যারা বিশেষ বিত্তশালী, যারা বেশী লাভ করে, বেশী মুনাফা করে, তাদের উপর কর চাপিয়ে যাতে এই টাকা আদায় করা হয় সেই ব্যবস্থা করা হোক কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা কিছুই করা হয়নি। স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু করা হল—সরকার মনে করলেন যে বহু টাকা পাবেন কিন্তু এই স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হল—ভারতবর্ষের প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের জীবন এই স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধির ফলে বিপন্ন বিপর্যস্ত হল, তারা তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হল এবং ৩০।৩৫ জন লোক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হল। অর্থনীতিবিদরা বলেন যে সোনা লুকানো আছে ৮ হাজার কোটী টাকার, আর রিজার্ভ ব্যাংক বলেন যে সোনা লুকানো আছে প্রায় ৪ হাজার কোটী টাকার। এই টাকার কতটুকু পরিমাণ তারা উদ্ধার করতে পারলেন। এই স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির ফলে তা কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আরও অনেক স্বর্ণ তারা উদ্ধার করতে পেরেছেন কিন্তু তার ফলে যে লক্ষ লক্ষ জীবন বিপন্ন হল এবং জনসাধারণেরজীবনে দুঃখ, দারিদ্র্য, বেদনা, অভাব নিয়ে এসেছে সেটা আমাদের কাছে আজ পরিষ্কার। কাজেই সেদিন থেকে যে করের বোঝা চাপানো হয়েছে তার ফলে জিনিসপত্রের পরিষ্কার। কাজেই সেদিন থেকে যে করের বোঝা চাপানো হয়েছে তার ফলে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। কেরোসীন, সাবান, তামাক, বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র, চা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের দাম বেড়েছে। যখন ট্যাক্স চাপানো হয় তখন অর্থমন্ত্রি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি জিনিসের দাম বাড়তে দেবেন না, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু কাজে দেখা গেল যে দাম বাড়া তিনি রোধ করতে পারলেন না। যারা বড়বড় কারবারী ব্যবসায়ী তারা এই ট্যাক্সের সুযোগ নিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়ালেন। সরকার এবিষয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন—তারা একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন একথা বলেছিলেন কিন্তু কার্যতঃ এপর্যন্ত তারা কিছুই করতে পারলেন না। শ্রীগুলজারীলাল নন্দ পরিষ্কার বলেছেন যে এই দাম কমানো কঠিন ব্যাপার, অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই এই ট্যাক্স বাড়ার জন্য জনসাধারণের জীবনে দুর্গতি নেমে এসেছে, কারণ যেভাবে ট্যাক্স চাপানো হয়েছে তাতে জিনিসপত্রের দাম ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। ১৯৫২-৫৩ সালে যদি ১০০ সূচক ধরা হয় তাহলে ১৩২·৬ থেকে ১৩৫·২ বেড়েছে—এক বৎসর পূর্বে ছিল ১৩০·৯। এবছর জিনিসের দাম, চালের দাম অত্যধিক বেড়েছে, ঘাটতি ক্রমেই বাড়ছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ৫০০ কোটী টাকা ঘাটতি হবে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রথম বছর প্রায় ৩৫০ কোটী টাকা ঘাটতি হচ্ছে।

[2-00—2-10 p.m.]

সুতরাং সাধারণ মানুষের প্রতি এই পরিকল্পনার কোন মানে হয় না। আমরা যে বলছি আমরা শিল্পের উন্নতি করেছি। আমরা কারখানা বাড়াচ্ছি। আমরা নানারকম উন্নতকর কাজ করছি। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে যদি এই পরিকল্পনা যতই বেড়ে উঠবে, যতই অর্থ খরচা হবে, যদি তার উপযুক্ত সাধারণ মানুষের জীবনে কোন উন্নতি না হয়, আমি অনেকবার বলেছি যে ইংরাজ যখন ছিল তখন ইংরাজও কিছু কিছু কাজ করেছিল যদিও সবই তারা শোষণের জন্য করেছিল। তারা একটা কাজ করেছিল যে কলকারখানা তৈরী করেছিল, রেলওয়ে তৈরী করেছিল, ট্রাম তৈরী করেছিল, হাওয়াই জাহাজ তৈরী করেছিল, কিন্তু ইংরাজকে তাড়ালাম কেন? যেহেতু ইংরাজ এই সমস্ত উন্নতি মূলক কাজ করা সত্ত্বেও দেশের জনসাধারণের অবস্থা তাদের শোষণের ফলে দিন দিন একেবারে নেবে যেতে আরম্ভ করলো। যখন স্যার, যুদ্ধের সময় ১৯১৪ সালে ১০্ টাকা চালের মণ হল চতুর্দিকে যে দুঃখ, যে অভাব যে দুর্ভিক্ষের করাল

ছায়া আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, ৩০ টাকা কাপড়ের জোড়া হয়েছিল, অনেক সতী নারী তারা সেই বস্ত্র ব্যবহার না করতে পারায়, লজ্জা নিবারণ না করতে পারায় তারা আত্মহত্যা করেছে। কাজেই এই করেই ভারতবর্ষে বাংলাদেশে যে জাতীয় আন্দোলন শক্তি লাভ করেছিল, বিপ্লবী আন্দোলন শক্তিলাভ করেছিল এবং সেই বৈপ্লবিক আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন এমন পর্যায়ে গিয়ে পড়লো নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ তার আঘাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটলো। কাজেই লোকের অভাবের দিকে যদি আমরা নজর না দিই, আর আমরা যদি তাদের উপর করের বোঝা ক্রমশঃই চাপিয়ে দিয়ে যাই, সব ঠিক আছে এই আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব যদি থাকে। তাহলে আজকে হয়ত মনে হচ্ছে আমরা যে গদীতে বসে আছি সেই গদীতে চিরকালই বসে থাকবো, আমাদের যে আইন আছে, আমাদের যে পুলিশ আছে, আমাদের যে মিলিটারী আছে, কাজেই তার জোরে আমরা শাসন ব্যবস্থা চালাবো। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় সেই শাসন ব্যবস্থা সেইভাবে চলে না। একদিন না একদিন তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিকার এবং বিরাট আন্দোলনের মারফৎ যারা শাসক থাকেন তাদের অবসান ঘটে। [illegible] হয়ত কংগ্রেস দল মনে করছেন তাঁরা সংখ্যাধিক্য এবং চিরকালই তারা সংখ্যাধিক্য হবেন এবং সাধারণ লোক এবং যেহেতু লোক তাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছেন সুতরাং তারা [illegible]। কিন্তু একথা তারা ভাবতে পারছেন না যে এই নীতির ফলে দেশের জনসাধারণের মনে যে প্রতিবাদ যে অসন্তোষের বহ্নি জ্বলে উঠছে তা হয়ত এই আগামী নির্বাচনে তা হতে [illegible] কিন্তু একদিন তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইজন্য [illegible] লোকের উপরেতে যাতে বেশী চাপ সৃষ্টি না করা হয়, তাদের উপর করের বোঝা না [illegible] জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক বাড়ার জন্য তাদের জীবন বিপর্যস্ত না হয় [illegible] আমরা আইন পরিষদে এবং আইন পরিষদের বাইরে সকল সময় এবং অনবরতই আমরা [illegible] নীতি আকর্ষণ করছি এবং সরকারের নীতি জনস্বার্থ বিরোধী নীতি [illegible] নীতি, মুনাফাখোর নীতি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে [illegible] আবেদন করেছি। কাজেই সেইদিক থেকে এই যে প্রস্তাব আমাদের সামনে এসেছে এই প্রস্তাব নিশ্চয়ই আপনারা সকলে বিবেচনা করবেন যাতে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত [illegible] জন্য আপনারা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন।

[illegible] ফলে মুদ্রাস্ফীতির ফলে শ্রমিকদের মান কিছুমাত্র বাড়েনি। এবং [illegible] যে ক্রমেই বিপুল অর্থ গিয়ে জমা হচ্ছে একথা শ্রীগুলজারীলাল নন্দ তিনি পার্লামেন্টে [illegible] করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে পরিকল্পনাগুলি যে ভাবে রূপায়িত হচ্ছে এর [illegible] তিন সাধারণের জীবনে ২রা মার্চ স্টেটসম্যান-এ আছে মান বাড়ানো সম্পূর্ণ অসম্ভব [illegible]। তার উপরে সাধারণ লোকদের উপরে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের দ্বারা তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলা হয়েছে। মানুষের মনে যে বিপুল উৎসাহ জেগে উঠেছিল চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে যার ফলে তারা ৪২ কোটী টাকা দান করেছিল। আমি জানি যদি [illegible] অর্থের দরকার হত তাঁরা স্বেচ্ছায় দিতেন। কিন্তু তাদের উপরে এই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় চাপিয়ে দিয়ে তাদের জীবনকে যে ভাবে বিপর্যস্ত করা হয়েছে [illegible] সরকার মনে করছেন [illegible] তো টাকা দিচ্ছে—কিন্তু লোকে চাপে পড়ে দিচ্ছে লোকে কি নিজের মন থেকে দিচ্ছে—[illegible] দিচ্ছে না। কাজেই সেদিক থেকে আজকে ট্যাক্স-এর বোঝা কমিয়ে যাতে মানুষের জীবনে [illegible] ভার কমে আসে, চাপ কমে আসে জিনিসপত্রের দাম কমে আসে সেই দিক দৃষ্টি রেখে [illegible] সরকারী নীতি পরিচালিত করা হয় তাহলে সাধারণ লোক নিশ্চয়ই একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। অযথা কমাতে হবে গাড়ী ব্যবহার এয়ার কণ্ডিশন সফরের খরচা এই সমস্ত আগে আমাদের ছিল—মন্ত্রির সংখ্যা কমান আমরা যখন বলেছিলাম যে জরুরী অবস্থায় মন্ত্রির সংখ্যা কমান হউক তখন সে বিষয়ে দৃষ্টি দেন—এবং তারা প্রতিবাদ করেছিলেন এবং হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন—আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে পড়ে আজকে তারা বাধ্য হচ্ছেন মন্ত্রির সংখ্যা কমাতে। আমাদের দাবী ছিল এই ভাবে যে, যে সমস্ত অপচয় হয় অযথা অর্থ [illegible] সেই সমস্ত টাকাগুলি যদি ইকোনমি কাট করা হয়—জরুরী অবস্থা ঠিক ঠিক [illegible] সাধারণ খাতে যদি খরচা কমান হয় তাহলে এই যে টাকা আমাদের দরকার

সেই টাকা যে আসবে না একথা আমি মনে করি না। জরুরী অবস্থার জন্য সাধারণ খাতে মাত্র ১০ ভাগ ব্যয় কমান হলে ৫০ কোটী টাকা বাঁচবে। আর তা না করে আমরা দেখছি সাধারণ খাতে ৫০ কোটীর জায়গায় যেটা বাঁচতো সেটা না বাঁচিয়ে ৩২ কোটী টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হল।

[2-10—2-20 p.m.]

স্যার, আমার আরও অনেক বলার ছিল কিন্তু বলার সময় নেই বলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি। আজকে চারিদিকে চালের দাম বেশী, সব জায়গায় রেশন-এর চাল দেওয়া হচ্ছেনা, "বি" ক্লাশ-কে চাল দেওয়া হচ্ছেনা, বাংলাদেশ অত্যন্ত দুর্গতির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এমন একটা অবস্থায় গিয়ে পেঁাচেছে যে, চারিদিকে আন্দোলন সুরু হয়েছে, এবং শতশত ছেলেরা এবং দেশের জনসাধারণ সরকারের এই কুভাব নীতি সরকারের খাদ্যনীতি এবং চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। কাজেই সরকার যদি এই নীতি পরিবর্তন না করেন তাহলে দেশের মধ্যে একটা আগুন জ্বলে উঠবে একথা বলে সরকারকে সাবধান করে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Kashi Kanta Maitra:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শম্ভু গোপাল দাস যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করছি। আমাদের এই অধিবেশন খাদ্য বিতর্কের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সুরু হয়েছিল এবং শেষ হচ্ছে খাদ্য ও কর ব্যাপারের আলোচনার ভেতর দিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের সময় মুখ্যমন্ত্রীকে এখানে দেখছিনা। খাদ্যমন্ত্রী অবশ্য এখানে রয়েছেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা আশা করেছিলাম। যাহোক, আমার মনে একটা খটকা রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে ২ দিন আগে কাগজে দেখলাম আমাদের অর্থমন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী ছেড়ে পশ্চিমবাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে যাচ্ছেন। এটা সত্য কিনা জানিনা, কিন্তু তিনি প্রায়ই বলে থাকেন আই ডু নট লিভ অন পলিটিক্স। একথা কেউ বলেননি যে তিনি রাজনীতির উপর বেঁচে রয়েছেন এবং রাজনীতিই তাঁর জীবনের হাতিয়ার। তবে তাঁর উপস্থিতি আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করছেনা এবং তাঁর এই মানসিকতায় তিনি যে এই বিতর্কে ন্যায় বিচার করতে পারবেন সেটা আমরা মনে করিনা। যাহোক, আমি যে প্রশ্ন হাউসে তুলব বলে এসেছি সেটা হচ্ছে দুদিন আগে এই হাউসের মাননীয় সদস্য তরুণবাবু বা মনোরঞ্জনবাবু একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, এসেনসিয়াল কমোডিটিস্ কি কি, কোনটার কোনটার দাম বাধা হয়েছে এবং কোথায় কোথায় বাঁধা হয়েছে? সেদিন কতগুলি সাপ্লিমেন্টারী কোশ্চেন তোলা হয়েছিল এবং তার মধ্যে একটি ছিল, ইজ রাইস অ্যান এসেন্সিয়াল কমোডিটি এ্যাকর্ডিং টু গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যানডার্ড? বহু তর্ক বিতর্কের পর মুখ্যমন্ত্রি বললেন চাল নিশ্চয়ই নিত্য ব্যবহার্য জিনিস এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। তখন আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, তাহলে তার দাম কেন বাঁধবেনন? তার উত্তরে তিনি বললেন যেহেতু এসেনসিয়াল কমোডিটি এ্যাক্ট-এ এর দাম বাঁধা নেই। সেদিন প্রশ্নের মধ্য দিয়ে আইনের প্রশ্ন তোলার সুযোগ ছিলনা, কিন্তু আজকে এ্যাডভোকেট জেনারেল রয়েছেন তিনি বলুন ডেফিনেসন অব এসেনসিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট সেকসন টু? এটা খুব গুরুতর বিষয়। এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট-এর যে ডেফিনেসন সেটা সেদিন মুখ্যমন্ত্রির চিন্তায় আসেনি এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেদিন তাঁকে যাঁরা এ্যাডভাইস করেছিলেন সামনে থেকে বা পেছন থেকে তারা তাঁকে খারাপী মিসইনফর্মড করেছেন। যাহোক আমরা দেখছি

Essential Commodities means any of the following commodities cattle foddar including oil cakes and other concentrates and so on

তারপর অন্য জিনিস রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে সাব-ক্লজ ফাইভ অব ক্লজ (এ)। তারপর, ক্লজ বি-তে বলছে ফুড ক্রপস ইনক্লুড ক্রপস অব সুগারকেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে ফুড ক্রপস বলে যখন ক্লজ এ-তে বলছে তখন

It is abundantly clear unmistakably clear rice is an essential commodity Paddy is an essential commodity.

এবং সেই চালের প্রাইস ইজ ভেরী হাই।

এখানে সেদিন উনি এই প্রশ্ন এ্যাভয়েড করে গেলেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি একজন বিশিষ্ট আইনজীবী, সংবিধান আপনি জানেন আপনি জানেন যে যে সংবিধানের ৭ম স্কেল এর স্টেট লিষ্ট কনকারেন্ট লিষ্ট ২ এবং ৩ দেখা যায় তাতে দেখা যাবে এটা ক্লীয়ারলি স্টেট গভর্ণমেন্টের পাওয়ার। উনি বললেন যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের স্যাংশন নেই। আপনি যদি আরটিকল ২৪৬ এন্ড ২৫৪ অব দি কনষ্টিটিউশন দেখেন, অর্থমন্ত্রী মহাশয় একটু অবসর মত চোখ বুলিয়ে নেবেন, তাতে দেখবেন, সেখানে বলা হয়েছে যে স্টেট গভর্ণমেন্টের কম্পিটেন্সি নেই একথা নেই।

State Government is not competent to enact legislation on the subject.

এবং সেভেন্থ শেডুলে কারেন্ট লিস্টে বলা হচ্ছে যে আইটেম ৩৪

Price control is within the control of the State Legislature.

তা হলে কেন করা হচ্ছেনা? সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট বাধা দেননি। উনি বলুন যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের অনুমতি নিতে হবে। যদি আমার ভুল হয় তাহলে

I will stand corrected

সংবিধান আমাদের সংশোধন করে দেবেন। কোথায় বলেছে

State Government is not competent to enact legislation on the subject and that prior saction of the Central Government is necessary

বলো হবার। তারপর ২৫৬ বলে দিচ্ছে যদি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট লেজিসলেশন করে, সেই লেজিসলেশনে রিপাগনেন্সী আছে, তাহলে প্রশ্ন আসে

Without President's saction the Bill will not have the sanctity of legislation.

এখানে হচ্ছে লিমিটেশন। এখানে আর্টিকল ২৫৪ এতে কোন রিপাগনেন্সীর প্রশ্ন নেই, চালের দাম বেঁধে দেবার ব্যাপারে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কোন লেজিসলেশন আসে? সেখানে স্টেট গভর্ণমেন্ট করলে রিপাগনেন্সীর গ্রাউন্ডে আলট্রাভাইরিস হয়ে যাবে। এটা যেতে পারেনা। সেজন্য হাউসের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে বিপক্ষ বলে নয় এটা আপনারা চিন্তা করুন, কংগ্রেস পক্ষেও অনেক তরুণ সদস্য আছেন, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য আছেন, অধ্যাপক নাগ, অধ্যাপক চক্রবর্তী আছেন, আনন্দ গোপাল বাবু আছেন, প্রফেসর চন্দ আছেন তাদের কাছে এবং অন্যান্য সদস্যদের কাছে বলি যে এটাকে দলের উর্ধে রাখুন। আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁরাও কি নিজের কনষ্টি-টিউয়েন্সীতে গিয়ে এটা ফীল করছেননা চালের দাম যে এভাবে বেড়ে যাচ্ছে এর জন্য কিছু করা দরকার? বারবার আমরা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি আর মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় এটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। আজকে দেখছি চিড়িয়াখানায় ফুলমালাকে গুলি করে মারা হল তার উপর হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা বিচারককে দিয়ে জুডিশিয়াল এনকুইয়ারী হচ্ছে। কিন্তু মানুষ মরে যাচ্ছে না খেতে পেয়ে জলপাইগুড়িতে রিক্সাওয়ালা বিনয় মজুমদার এবং তার পরিবার আত্মহত্যা করছে, কি করুণ দৃশ্য, কিন্তু তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টনক নড়লনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একবার তদন্ত করবার কথাও বললেন না। কিন্তু একটা হাতী মলো তা নিয়ে তদন্ত করলেন। দুঃখের কথা, এখন দেখছি শ্বেত হস্তীতে এবং কালো হস্তীতে কোন তফাৎ নেই। তফাৎ শুধু এই খানে যে ফুলমালা ক্ষেপে গিয়ে মাহুতকে মেরে ফেলে মাহুতকে শুঁড় দিয়ে নামাতে জানেনা। এই হোয়াইট এলিফ্যান্টস যারা বসে আছে তাদের গদিচ্যুত করতে না পেরে এই ঔদ্ধত্য দেখছি। আপনারা এভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষকে ভুল বুঝাচ্ছেন। আমি একদিন এই হাউসে বলেছিলাম যে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলে যাচ্ছি যে

50 per cent of the ration shop and fair price shops are lying idle and dormant You hold an enquiry

আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে। নদীয়া ডিস্ট্রিক্টে থার্ড নভেম্বর ফুড কনফারেন্স হয়েছিল, সেখানে আমি ছিলাম আমি যেকথা বলেছিলাম সেটা সেখানকার প্রিসাইডিং অফিসার এ আর বোস, তিনি এখন দুর্গাপুরে আছেন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার,

He had to admit that 50 per cent. of the fair price shops in Nadia are lying idle.

এটা প্রত্যেক জায়গায় হয়েছে। কেন হচ্ছে এর কারণ কি? সব দোষ কি রেশন সপ-এর মালিকের, তা নয়। আইনে রয়েছে, দেখুন, ধরুন আজকে যিনি কৃষ্ণনগর থেকে এম আর শপের লাইসেন্স নিতে আসবেন সুদূর হরিণপুর থেকে কি শঙ্করবাবু গ্রাম তেহাট্টা থেকে, এসে তাঁকে চালান জমা দিতে হবে এই যে নানা রকম ফর্মালিটিজ আছে তাতে এর মার্জিন এত কম যে সেখানে তারা প্রফিট করতে পাবেনা। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ফেয়ার প্রাইস সপ, এম আর সপ-এর মালিক লাভে ব্যবসা চালাতে পাবেনা এই গ্রাউণ্ডে কি চালের দোকান বন্ধ রাখবেন? সেখানেই প্রশ্ন হচ্ছে বিরোধী পক্ষের সোসিয়েলাইজেসন ফুডগ্রেইনস্ ডিলিং কোথায়?

[2-20—2-30 p.m.]

এবং এটা আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় হাজরা মহাশয়কে যে ফুড ডিবেটে তিনি একথা বলেছিলেন কেন অশোক মেহেতার নেতৃত্বে যে কমিটি হয়েছিল সেই কমিটি রিপোর্ট কেন এঁরা ইমপ্লিমেন্ট করছেন না। এবং আমি দেখাচ্ছি যে বিখ্যাত অধ্যাপক গ্যাডগিল সাহেব বলছেন—

Let me take a single example, the constant failure of our food policy Now to my mind the complete failure of our food policy comes not so much from a lack of understanding but ultimately from the Government's unwillingness to do anything to undermine the basic position of the grain dealer, the money lender at the bottom All grain-dealing is ruled by the dealers Now it is my firm conviction that until the Government really makes up its mind, as most of the countries has done, to place grain dealing, agricultural profit, and trade, in either the co-operative or the public sector, you just cannot begin to deal with our food problem or our agricultural price problem, which is also badly neglected Mr Mehta himself was the chairman of a committee His committee recommended tentative steps towards the socialisation of grain-dealing. Over the last year his committee's recommendations have gradually been neglected and now flatly rejected There has not been enough opposition action in this Now this is a very crucial question The opposition would have conferred great benefit on the Indian economy if it had done something about it, if it had really taken up the Asoka Mehta Committee report and said "what about it?" and conducted a country-wide campaign on it

অশোক মেহেতা কমিটির রিপোর্ট এঁরা চেপে দিলেন এবং তারই সেই কমিটি করলেন। আমি বলছি যে কিছু দিন আগে আমার এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ১৫ লক্ষ টন নেপাল থেকে চাল এসেছে এবং পাঁচ হাজার টন নেপাল থেকে প্যাডি এসেছে—সেখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কোম্পানী নেপাল থেকে চাল এনেছে তাদের এ্যাকাউন্ট খুলে দেখুন যে তার কি দামে নেপাল থেকে চাল এসেছে—এটা তো গোপন হতে পারে না। তারা নেপাল থেকে কত দামে চাল এনেছে—১৬ টাকা ১৮ টাকা না ২২ টাকা সেটা দেখুন। এবং যদি ২০ টাকা দরে নেপাল থেকে রাইস কেনা হয়ে থাকে তাহলে সেই চাল কলকাতার বাজারে এলে কি করে সেটা ৩৮ টাকা বা ৪০ টাকা হচ্ছে। এর মেকানিজমটা কি—এর নিষ্পত্তিটা কি। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেপালের সমস্ত চালটা যদি স্টেট ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে নিয়ে আসতেন এবং সরাসরি কিনে নিয়ে যদি ফেয়ার প্রাইস সপে দিতেন তাহলে সেই চালের দাম ২২ টাকার এক পয়সার বেশী হোত না। আমাদের কাছে তথ্য আছে যে কিছুদিন আগে স্টেটসম্যান পত্রিকায় আমি দেখেছি এবং এ সম্বন্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক এ সম্বন্ধে কাগজে বের করেছিলেন ১৯৬২ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে মধ্যপ্রদেশ বলুন উত্তর প্রদেশ বলুন প্রত্যেক জায়গায় লেভি করে চাল তারা বাজার বা মিল থেকে কিনে নিচ্ছে—সেটা কেন না চালের দাম যাতে বাজারে ১৬ টাকার নিচে নেমে না যায়। তাহলে দেখুন সেখানকারের সরকারের নজর—এবং সেখানেও কংগ্রেস সরকার। সেখানে চাষী যাতে না মরে যায় এগ্রিকালচারাল প্রাইস যাতে একেবারে আন-ইকনমিক

না হয়ে যায় সেই জন্য গভর্নমেন্ট লেভি করে দিচ্ছেন। এবং ১০ ডিসেম্বর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রত্যেক স্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে একটা সারকুলার পাঠিয়েছেন যে তোমরা লেভি করো। উড়িষ্যা, পাঞ্জাবে, উত্তর প্রদেশে ৫০।৬০ পারসেন্ট করে লেভি হচ্ছে তাহলে এই পশ্চিমবঙ্গে কেন লেভি হবে না? এবং আমি দেখেছি যে ১৯৪১ সালে

Report of rice marketing in India and Burma.

এবং সেটা লাভ্ড্ট রিপোর্ট—তাতে দেখছি আমি যে ৪৬ পারসেন্ট অব দি প্যাডি কাম টু ওপেন মারকেট। আরগুলো জোতদারদের কবলে রয়ে যাচ্ছে আসছে না। সুতরাং এই বাজার থেকে লুকিয়ে রাখছে হোর্ড করে জোতদাররা—সেটাকে রিলিজ করবার কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না এবং সরকারের এই যে খাদ্যনীতি-তা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা তার জন্য আন্দোলন করেছি। সংবাদপত্রে আপনারা দেখে থাকবেন যে এর জন্য অনেক সত্যাগ্রহী আন্দোলন করছে এবং এটা আমরা করেছি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল তারা এটা করেছেন। এবং আরও আন্দোলন হবে আগামী দিনে যদি সরকার তাঁর নীতির পরিবর্তন না করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রত্যেক ব্যাপারে এইভাবে আন্দোলন করে সরকারকে বাধ্য করতে হবে কেন। পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠেছিল—সেখানে ডক্টর লোহিয়া যে তিন আনার প্রশ্ন তুলেছিলেন—আমার কাছে রিপোর্ট আছে ৩১শে জানুয়ারী তারিখে স্টেটসম্যান পেপারে প্ল্যানিং কমিশনের একটা রিপোর্ট ছেপে দিয়েছিলেন। অফিসিয়্যালি তারা এটা ছাপেন নি এবং তাতে তারা বলছেন

53 per cent of the total population would remain below the bread-line.

এবং তারা বলেছেন যে বর্তমানে যে রেট এবং প্রগ্রেস এবং গ্রোথ টেন পারসেন্টের ইনকাম লেস দ্যান সেভেন রুপিজ। লেস দ্যান সেভেন রুপিজ এটা নট লেস একটাকা না দু টাকা। যদি দু টাকা লেস হয় তাহলে ডাঃ লোহিয়া যে হিসাব দিয়েছেন তার চেয়ে পার ক্যাপিটা গিয়ে দাঁড়াবে ১০ পারসেন্ট। যদি ৬ টাকা হয় তাহলে তিন আনার হয়তো এক নয়া পয়সা বেশী হবে। বাকী ১০ পারসেন্টে বলছেন মাসে তাদের রোজগার হচ্ছে ১০ টাকা। নেক্সট ১০ পারসেন্ট হচ্ছে ১২ টাকা তার পরের ১০ পারসেন্ট ১৫ টাকা এইভাবে তারা দেখাচ্ছেন যে ৯০ পারসেন্ট লোক তারা এই রোজগার করছে। বাকী যে লোক তাদের ইনকাম ২১ টাকা। এই হচ্ছে প্ল্যানিং কমিসনের কথা। এবং তারা বলছেন ৩৫ টাকা না হলে তারা বাঁচতে পারে না। আজকে সরকারের এই যে নীতি এ নীতির যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে কনজাম্পসন আরও রেস্ট্রিকটেড হবে ইকনমিক একটিভিটি আরও রুদ্ধ হবে দেশের প্রডাকসন ব্যাহত হবে এবং সাধারণ মানুষ সমস্ত দিক থেকে বিপর্যস্ত হবে। সুতরাং ডাঃ লোহিয়া যে কথা বলেছিলেন তাতে তিনি কোন জায়গায় অত্যুক্তি করেন নি। প্রধানমন্ত্রি বলেছিলেন যে ১৫ আনা এবং গুলজারীলাল নন্দ বলেছিলেন ৭৭ নয়া পয়সা হাউ এভার সাড়ে সাত আনা ইজ নিয়ারার টু থ্রি এ্যানাজ এ্যান্ড ইট ইজ লেস নিয়ারার টু ফিফটিন এ্যানাজ। সুতরাং তিনি ডাঃ লোহিয়ার কাছ কাছি গেছেন। যদি ৪৭ নয়া পয়সা দৈনিক খরচ করে—এটা হোক খরচের কথা এবার অন্যের কথা—আমার কাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ফলোয়ার্স লেটেস্ট রিপোর্ট আছে—এরা মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টে স্যাম্পেল সার্ভে করেছিলেন এবং বলেছেন একটা চাষী অর্থাৎ নিম্নমধ্যবিত্তের লোক তারা ৮০ পারসেন্ট মেডিক্যাল এক্সপেন্সে খরচ করে। তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে ১৯ নয়া পয়সা বা চার আনা যার দিন রোজগার হচ্ছে তাকে যদি মাসে ৮০ পারসেন্ট খরচ করতে হয় মেডিক্যাল গ্রাউন্ডের উপর তাহলে এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে? এবং রিপোর্ট অব এগ্রিকালচারাল লেবার ইন ইন্ডিয়া ১৯৫৭ যেটা পাবলিশ হয়েছে ১৯৬০ সালে তাতে তারা বলছেন যে এগ্রিকালচারাল লেবারের যে টোটাল কনজাম্‌সান তাতে তারা খরচ করছেন ৭১ পারসেন্ট তাহলে চার আনা পাঁচ আনা ছয় আনা যদি তার রোজগার হয় তাহলে কি করে কি হবে? সেইজন্য এতো মানিলেন্ডার হয়ে গেছে যে তাতে তারা বাঁচতে পারে না। তাই আমি বলছি যে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি এবং সরকারকে বলছি যে আপনারা যদি এই নীতির পরিবর্তন না করেন এবং যদি করের বোঝা না কমান চালের দাম যদি না কমান তাহলে দেশে বিক্ষোভ

যে আসবে শুধু তাই নয় দেশকে একটা অরাজকতার মধ্যে তাঁরা নিয়ে যাবেন। এবং আমি আবার বলছি অর্থমন্ত্রিকে যে তাঁরা এই যে স্ট্যাটিসটিক্স দিচ্ছেন এটা ভুল স্ট্যাটিসটিক্স তারা পরিবেশন করছেন এবং বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জায়গায় র‍্যাসনসপ চালু করুন এবং যেকথা পাতিল—যিনি চলে গেছেন তিনিও বলে গেছেন যে ৫ হাজার ফেয়ার প্রাইস সপ আমরা খুলবো—এখনও সেই পাঁচ হাজার ফেয়ার প্রাইস সপ খোলা হোল না? আমরা দাবী করেছিলাম যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ লোককে ফেয়ার প্রাইসের আওতায় নিয়ে এসো কেন মুখ্যমন্ত্রী তা আনছেন না? এবং এখানে দেখা যাচ্ছে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যে চালের যারা ব্যাপারী—চালের যারা মুনাফাখোর যারা দেশকে লুটছে তাদেরকে তাঁরা ব্ল্যাংক চেক দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা বলছি যে সরকার যদি বেশী দিন এইভাবে চালান তাহলে সরকার বিপর্যয় ডেকে আনবেন এবং আমরা কখনই এই অন্যায় এবং অবিচার মুখবুজে সহ্য করে যাবো না।

Shri Bijoy Kumar Banerjee:

মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আমার মাননীয় বন্ধু যে বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি। কালীবাবুর মত ঐ রকম জ্বালাময়ী ভাষা আমার নেই তবে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে যা দেখছি তাতে এখানে কোন নজিরের দরকার হবেনা বলবার যে মানুষ আজকে খেতে পাচ্ছেন, মানুষের জীবনে চরম দুঃখ দুর্দ্দশা নেমে এসেছে আর মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আজকে মানুষ আত্মহত্যা করছে, ফুটপাথে ছেলেকে আছড়ে মেরে ফেলছে নারী তার সতীত্ব বজায় রাখতে পাচ্ছেনা। আজকে মানুষের আর্থিক অবস্থা এই রকম দাঁড়িয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র মানুষের সমস্যার অন্ত নেই। তারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। সামান্য দিনের এই বিধানসভার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিলাম এসব কথা এই তরফ থেকে বল্লে এসব বাজে কথা বলে প্রমাণিত হবে, ভাল ভাল যুক্তি দিয়ে প্রমাণিত হবে এসব আমরা কোনদিন গ্রহণ করতে পারবে না কিন্তু আপনি জানেন আমি একদিন এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যে হয়ত আমরা আপনাদের সরাতে পারবো না, আপনাদের মন্ত্রীত্ব টলাতে পারবো না কিন্তু আপনাদের মন্ত্রীত্ব কমবে। আজ কামরাজ প্রস্তাব এসেছে এবং এই প্রস্তাবের ফলে মানুষ যা চেয়েছিলো, অন্ততঃ এ বিষয়ে অনাস্থা প্রস্তাবে সেদিন যে কথা বলা হয়েছিল আজ বাধ্যতামূলকভাবে সেই জিনিস হচ্ছে। আমি তার জন্য কংগ্রেস পার্টী কামরাজ এবং বিলের করে যাঁরা এটা করেছেন তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

[2-30—2-40 p.m.]

আজকের দিনে এই রকম খাদ্য নীতি সেখানে আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ ১৬ বৎসর রাষ্ট্র পরিচালনার ফলে আমরা কি পেয়েছি, মুখ্যমন্ত্রী বার বার ওখান থেকে বলছেন ভাত খেওনা মুড় খাও, মাড় খেওনা গম খাও। বেশীদিন নয়। কালকে আমি তাঁকে একটি সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনাদের কি তাহলে এই চালের দাম কমাবার কোন ব্যবস্থা হবেনা, এখন বলছেন ৪০ টাকা আছে, যদি ১০০ টাকা হয় তখন কি হবে? গম খান এইত তার উত্তর। কেন গম খাবো? বাংলাদেশের মানুষ তারা কোন দিন গম খায়নি ইংরাজ আমলেও তাদের কোনদিন গম খেতে বাধ্য করেনি। আজকে ১৬ বৎসর পরিকল্পনার নামে, উৎপাদন বৃদ্ধির নামে কোটি কোটি টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ যারা করেছে আজকে তারা তাই এই সমস্ত অবস্থায় আমরা যে এসেছি তার জন্যে। এর উপরে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কর। কেন্দ্রের হুকুম। এরা আছেন কেন্দ্রের হুকুম তালিম করতে। এরা বলছেন ঠিক আছে। ১২৫ টাকা মাইনে ৪০ টাকা করে যেখানেতে চালের মণ ৩।৪টি লোক যাদের তাদের ৩।৪ মণ করে চাল লাগে ১২৫ টাকায় চাল কিনে, সংসার চালিয়ে, ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে, ডাক্তার করে শেষ অবধি তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সঞ্চয় করবে। আর একজন, তাঁকে আমি বলেছিলাম যে একটা ম্যাড প্রজেক্ট, আমাদের এই যে মুরারজী দেশাই, যাইহোক তিনি গত হয়েছেন, তিনি বিদায় হয়েছেন ভাল হয়েছে, এই যে ব্যাপার বলা নেই কওয়া নেই, লক্ষ লক্ষ মানুষকে তার কোন বিধি ব্যবস্থা না করে বললেন যে যাও বেকার হও। তবুও এদেশে ভগবান আমরা মানি। ভগবান আছে, হবেনা

এই রকম এই অরাজকতা, এইভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা মানুষ এদেশের করতে দেবেনা। হয়ত আপনারা বলবেন যে ১০০ জন সদস্য বেশী আছে, লাল নীল আলো জ্বাললেই দেখতে পাওয়া যাবে। কিছু হবেন তাতে। আজ আমাদের যে পর্যায় নাবিয়েছেন এর পরে আর কি করবেন? বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাদের অত্যন্ত চাহিদা কম। কি তারা বলে? মোটা ভাত আর মোটা কাপড় একখানা এ শেষ করে এনেছেন। মোটা ভাতও দিতে পারছেন না, আর কাপড়ের যে দাম তাও লোকে কিনতে পারবেনা, তাহলে কি অবস্থায় মানুষ থাকবে? এটা কৌতুক করে আমি বলছিনা এটা আমাদের জানা উচিত। কেন হয়েছে একথা যদি চিন্তা করা যায় তাহলে একথা [illegible] নেওয়া যেতে পারে যে যেখানে ধরুন একটা পার্টি চালাতে হয়। পার্টিতে ব্যবসাদাররা টাকা [illegible] কোন কারণে। এ ব্যবসাদাররা, তারা মুনাফা ও লুঠবেই একথাত অজানা কথা নয়। আজকে [illegible] সেই রকম নিলর্জ্জ মুনাফাখোর ব্যবসায়ের সঙ্গে আঁতাত করতে হয় তাহলে এদেশে চালের [illegible] পারেন। আজকে এই রাষ্ট্রের [illegible] ভিত্তি হচ্ছে সেই ব্যবসাদারদের আঁতাত করে তাদের [illegible] সংযোগ রেখে এই রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা। হয়ত আপনারা রাগ করতে [illegible] কিন্তু একথা সত্য কথা। একথা সত্য কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। [illegible] আমরা দেখি যেখানে ফুটপাথের ধারে মানুষ মরে যাচ্ছে আজকে চৌরঙ্গীর মোড়ে [illegible] হাজার গাড়ী, যেখানে [illegible] শুধু এই আমাদের রাষ্ট্রের সমস্ত [illegible] পুঞ্জিভূত হয়েছে। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ খেতে পাচ্ছেন, কোন রাষ্ট্রনীতিতে [illegible] কোন অর্থনীতিতে? আমি জানি আমাদের এই সংবিধানে এমন কোন ব্যবস্থা [illegible] সৎ উপায়ে মানুষ তার জীবন যাপন করতে চায় তাহলে সে এই রকম রকমারী ব্যবসা [illegible] হোক ওকালতী করেই হোক, ব্যারিষ্টারী করেই হোক, আর যে কোন উপায়েই হোক [illegible] বাদশাহী করা তাদের সম্ভব হয়না যদি না তারা অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করে। আমি [illegible] বলেছিলাম যে আপনাদের দেশে কোথায় কে কি করছে তার জন্য পুলিস [illegible] দরকার হয় না। আপনার প্রত্যেকটি গাড়ী চৌরঙ্গীর মোড়ে ৩০ হাজার ৩৫ হাজার [illegible] তাদের দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করুন এই গাড়ী তোমরা কোথায় পেয়েছো? [illegible] জোর গলায় বলতে পারি সংবিধানের সৎ উপায়ে টাকা রোজগার করলে এই রকম [illegible] টাকা উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হতে পারে না। আমরা যখন দেখি মানুষ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে [illegible] টাকা [illegible] বিষের ব্যাপারে সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে [illegible] না, ইটালীয়ান মার্বেলের ফোয়ারা ছুটছে, ইংরেজরা যে বাড়ীতে থাকত সেই বাড়ীর [illegible] গিয়ে যদি আপনারা দেখেন তাহলে কি [illegible] ঠিক নেই। কালকে মন্ত্রীমহাশয় [illegible] আমাদের ইলেকট্রিক কারেন্ট সেভিং করতে হবে ভাল ভাল কথা বেশ বলেন ইলেক-ট্রিক কারেন্ট সেভিং এর ব্যাপারে আমি একটা [illegible] করেছিলাম এই যে আমাদের সমস্ত [illegible] হয়েছে যার জন্য [illegible] সেই এয়ার কণ্ডিশন কি পরিমাণ [illegible] কোথায় কোথায় হয়েছে [illegible] আমি বলেছিলাম ইংরেজরা এই গরম দেশে [illegible] উইদ আউট এয়ার কণ্ডিসন [illegible] আর আজকে আপনারা সমস্ত [illegible] আবেদন জানিয়েছেন [illegible] কি ত্যাগ করেছেন। আজকে [illegible] তারা সর্বস্ব দিয়ে নিজ [illegible] সুদৃঢ় করবার জন্য।

Mr. Chairman: Mr Banerjee has electricity anything to do with this matter

Shri Bejoy Kumar Banerjee: Yes, Sir, it has got some relevancy in this matter. Sir, the Ministers who themselves do not practise economy have got no right to ask others to practise economy. I think it has got some resemblance and some relevancy

তারপরে আপনাদের এই যে ভারতরক্ষা আইন এই যে প্রয়োগ হয় দলীয় স্বার্থে, যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন কিন্তু যারা দেশের মহাশত্রু যারা চালের দাম বাড়াবার জন্য এই চোরাকারবারী করে তাদের বিরুদ্ধে ডি. আই রুল কেন প্রয়োগ করেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই সরকারকে বলেছিলেন যে ডি. আই রুল এপ্লাই করবার জন্য—এখন শুনছি নানারকম অন্তরায় নাকি

আছে। যতদিন করাপসন দুর্নীতি অসাধুতা এই করের বোঝা থাকবে এই দেশের উন্নতি হবেনা। উনি কি জানেন যে কিউবা যখন এটাক হবার সম্ভাবনা হয়েছিল—রাশিয়া যখন আমেরিকাকে আণবিক বোমা দিয়ে এটাক করবে এই রকম একটা চিন্তা দেখা দিয়েছিল তখন কেনেডি —যাকে আপনারা সকলেই মানেন সেই কেনেডি তার বাজেটে টাকা কমিয়ে দিয়েছিল—ট্যাক্স এর ভার কমিয়ে দিয়েছিল, বলেছিলেন হোক লড়াই, ট্যাক্স এর ভার কমিয়ে দাও। সে অর্থনীতি আলাদা, সেই অর্থনীতি ভাল অর্থনীতি. ট্যাক্স এর ভার বাড়ালে সাধারণ মানুষের ১৬ আনা সহযোগিতা আপনি পেতে পারেন না। লোক যদি খেতে না পায় তাহলে কি কোরে তারা আপনার এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করবে। লোক খেতে পাচ্ছে না—আর আপনি পার্ক ষ্ট্রীট এ চলুন দেখবেন কি রকম স্যুটের ফোয়ারা উঠেছে—নাচ গানের ব্যবস্থা দেখুন। সেখানে কারা যাচ্ছে মুষ্টিমেয় লোক তারা—এ কোথাকার অর্থনীতি তারাই এই সব সুখ সামগ্রী ভোগ করছে —আর লক্ষ লক্ষ লোক তারা খেতে পাচ্ছে না। এই জন্য আমি বলি যে অর্থনীতিতে ট্যাক্স এর হার বাড়ান হয়েছে তার দূরদর্শিতা নেই। ট্যাক্স এর হার বাড়ানোর কোন ব্যবস্থা করাই উচিৎ হয় নি। কারণ আজকে দেখুন মাছ নেই চিনি নেই আলু নেই চাল নেই আর উনি বলে দিচ্ছেন এই খাও ঐ খাও এই বলেই খালাস এ কি ব্যবস্থা? আমি আজ বলে যাচ্ছি ঐ কামরাজের আকস্মিক ঘটনা হয়ে যেতে পারে। কোন ভুল তাতে নেই এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[2-40—2-50 p.m.]

Shri Girish Mahato:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, শম্ভু গোপাল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করতে উঠে আমি বলতে চাই যে, আজকে কংগ্রেস রাজত্বে চারিদিকে সকলেই এই প্রশ্ন করছে যে, জনগণের জন্য ট্যাক্স না ট্যাক্স-এর জন্য জনগণ? এই কোলকাতার গরীব শ্রেণীর লোক যারা খবরের কাগজ মারফত শুনেছে আমরা আইনসভায় মূল্যবৃদ্ধি রোধ করবার জন্য এবং জিনিসের দাম কমাবার জন্য আলোচনা করছি তারা আমাদের জিজ্ঞাসা করছে আপনারা যে মিটিং করলেন তাতে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের দাম কমল কৈ? জিনিসের দাম ২/৪ আনা যে বেড়ে গেছে তাতে তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে এই যে ট্যাক্স বৃদ্ধি এটা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য, না মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য? এটা যদি জাতীয় সরকার হোত তাহলে তাদের মনে এই প্রশ্ন আসত না এবং এই যে ট্যাক্স সেটা জনগণের কল্যাণের জনাই হোত। আজকে একদল লোক বলছে এ্যাসেম্বলীর মেম্বারদের বেতন ২০০ টাকার জায়গায় ৪০০ টাকা করতে হবে, মন্ত্রীদের হাজার হাজার টাকা ডি এ দিতে হবে এবং চোরাকারবারীরা যেহেতু ইলেকসানের জন্য টাকা দেয় সেহেতু তারা যাতে বে-আইনীভাবে চোরা কারবার করতে পারে তার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু অন্যদিকে আমরা দেখছি মানুষ তিলে তিলে না খেয়ে মরছে এবং মূল্যবৃদ্ধি চরমে উঠেছে। আমাদের পুরুলিয়া জেলার অবস্থা এবার দারুন হয়েছে। আপনি স্যার, গত বছর থেকে শুনেছেন সেখানে কোন শিল্প নেই এবং সেখানকার মানুষ কিভাবে তিলে তিলে মরছে না খেয়ে। এইসব কথা যখন আমরা বলি তখন আমাদের পাষাণ মন্ত্রী বলেন যে এরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে একথা বলছেন। আমাদের একজন লোক প্রশ্ন করেছিলেন লোক না খেয়ে মরছে কিনা তার উত্তরে তিনি বলেছেন টি, বি হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন না টি. বি. কেন হয়? মানুষ যখন না খেয়ে তিলে তিলে মরে তখন টি. বি. হয় এবং তারপর মারা যায়। তবে তাঁরা কোন এনকোয়ারী করলেন না এবং তাঁদের যে দূত এবং দালালরা রয়েছে তারা বললেন যে টি. বি. হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তবুও তাঁরা কোন সাহায্য করলেন না এবং বললেন এই যে মারা গেছে এসব লোকসেবক সংঘের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। স্যার, আপনি বোধহয় জানেন এবারে পুরুলিয়া জেলার হুড়া পুনচা, কাশীপুর, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া ঝালদা, জয়পুর এবং বড়বাজার প্রভৃতি জায়গায় অনাবৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে অধিকাংশ থানায় এবারে চাষ হয় নি। কিন্তু সরকার বলছেন না ষোল আনা জায়গায় চাষ হয়েছে। স্যার, আমাদের ওখানে এবারে যে দুর্ভিক্ষ গেল তাতে আমি মানবাজারের একটি করুণ কাহিনী বলছি এবং সেই করুণ কাহিনী শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন কি অবস্থা হয়েছে। বর্ষার পর টি, আর-এর রাস্তা বন্ধ হয়েছে এবং ৩১এ আগষ্ট

তারিখে আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম মানবাজার ব্লকের মধ্যে গোপালনগরে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন যে রেশনের দোকান আছে সেখানে। কিন্তু শুনে রাখুন কি অবস্থা। প্রেমদাস নামে একজন লোক গ্রামে ভিক্ষা করতে গিয়েছে, কিন্তু ভিক্ষা দেবার কেউ নেই এবং তার উপর জি, আর, বন্ধ হয়ে গেছে। সেই প্রেমদাস তার ঘরে এসে তার স্ত্রীকে বলল জি, আর, আনতে এবং সে যখন গেল তখন জি, আর-এর সেক্রেটারী বললেন প্রেমদাস না এলে জি, আর, দেওয়া হবে না।

২৯এ আগস্ট তারিখের ঘটনা। প্রেমদাস তখন জি, আর, নিতে গেল, সেখানে বহু লোক, সেই শতশত লোকের সামনে বসতে বসতে সে মারা গেল। তারপর এস, ডি, ও ঐ দিন যখন মানবাজারে যাচ্ছিলেন রাস্তায় গোপালনগরে তখন এ ব্যাপারটি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন—সে কি না খেতে পেয়ে মরে গেল? এস, ডি, ও তার ঘরে গিয়ে তদন্ত করে দেখলেন তার ঘরে এক কণাও চাল নেই, অন্ন নেই, তার ঘরে কোন খাবার নেই। তারপর তার স্ত্রীকে ২৮ টাকা সাহায্য করলেন। এইভাবে আমাদের দেশের লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে। পুরুলিয়া জেলায় স্যার, আপনি গিয়ে দেখুন মানুষ সেখানে অনশন করছে। আপনি দেখবেন সেখানে ১৯এ সেপ্টেম্বর তারিখে তারা ক্ষুধামুক্তি আন্দোলন করবে। আপনারা বলছেন গম খাও। গমও নেই। পুরুলিয়া জেলায় মানুষ তিলে তিলে মরছে আর কংগ্রেস এইভাবে রাজত্ব চালাচ্ছেন?

(নয়েজ)

শ্রীঅনাদি দাস : মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শম্ভুগোপাল দাস মহাশয় এনেছেন, সেই প্রস্তাব সমর্থন করতে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই যে কামরাজ পরিকল্পনা এসেছে, কেন্দ্র থেকে

শ্রীনেপালচন্দ্র রায় : কামরাজ নয় যমরাজ।

শ্রীঅনাদি দাস : যমরাজও অনেক সময় ভাল কাজ করে থাকেন। এই প্রস্তাবের জন্য কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সব জায়গায় মন্ত্রীদের ছাটাই হচ্ছে। তাতে অনেকে মনে করছেন, কংগ্রেস মনে করছে যে তারা এভাবে যে জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়েছে তা বজায় রাখবার চেষ্টা করবেন। এই যে প্রস্তাব এসেছে এবং এর একটা মহা মহা মন্ত্রী উৎপাটিত হচ্ছে এর কতকগুলি কারণ নিশ্চয়ই আছে। এই যে দেশে ক্রমাগত দুর্নীতি বাড়ছে জনসাধারণের অসন্তুষ্টি বাড়ছে যে অসন্তুষ্টি দূর করতে পারছেন না তার জন্য একটা টোটকা দাওয়াই দেবার চেষ্টা করছেন যে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিয়ে যদি কোন প্রকারে কংগ্রেস আবার তার পূর্বের জায়গায় ফিরে যেতে পারে। কিন্তু সে পথ ফিরে পাবেন না, কেননা, আসল জায়গায় যেটা মানুষের যে দারিদ্র, শাসনের মধ্যে যে দুর্নীতি এই মূল যে কারণগুলি, এগুলি যদি দূর করতে না পারেন তাহলে মন্ত্রীরা যতই পদত্যাগ করুন না কেন, সেই পদত্যাগ দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। বরং এটাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এতে কিছু হবে না। একথা সত্য যে, কংগ্রেস ১৬ বছর ধরে রাজত্ব চালাচ্ছেন তাদের কিছু করবার দরকার ছিল না। আজকে কেন তাদের দরকার হচ্ছে? আজকে যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে আমরা বামপন্থীরা মিলিতভাবে তাদের পরাজিত করতে না পারলেও জনসাধারণ-এর যে মনের বিকাশ হচ্ছে তাতে শাসন দলের সরকারের চেহারা যে অত্যন্ত নিন্দার্হ তা তাদের কাছে ধরা পড়েছে।

তার একটা এখানে স্বীকৃতি হয় এই কামরাজ প্রস্তাব। আমরা যখন বলেছিলাম যে মন্ত্রী ছাটাই করো—খরচ কমাও—কিন্তু তখন সেটাকে স্বীকার করা হয় নি। কিন্তু এখন? তার কারণ আপনারা বেশী বোঝেন বলে। আমরা বলি যে এই গভর্নমেন্ট হচ্ছে ধনিকদের একটা মালিকদের একটা কমিটি। মালিকরা লাভ করে চলেছে এবং লাভ করতে করতে দেশটাকে চরমে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেই লাভের লোভে তারা আর অন্য দিকটা দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সেই ধনিকদের যে কমিটি নিয়ে যে গভর্নমেন্ট তৈরী হয় তারা বলে যে দেখ অতটা কোরো না তাহলে মূলশুদ্ধ সব চলে যাবে। সুতরাং একটু রয়ে বসে করো।

(গোলমাল—বেশ বেশ)

[2-50—3-20 p.m.]

আপনারা এখন বুঝতে পারেন নি—আপনাদের মাথায় সে বুদ্ধি যাবে না যে জনসাধারণের মধ্যে কতটা অসন্তোষ হয়েছে—তার পরিমাপ কত বেশী। আপনারা ব্যারোমিটারে তা ধরতে পারেন না। সুতরাং আমরা যখন প্রস্তাব দিই তখন সেগুলি আপনারা স্বীকার করেন না। কিন্তু একটা জিনিস আজকে ধরতে পেরেছেন এবং সেটা ধরবার ফলে আজ এই পদত্যাগের প্রশ্ন এসেছে। কারণ এগুলি এমনই এমনই আসছে না। কিন্তু সেখানেও ভুল আছে। যদিও ব্যারোমিটারের মাপে একটু ধরতে পারা গেছে তবুও দাওয়াই ঠিকমত পড়ছে না। দাওয়াই ছিল দারিদ্র দূর করবার জন্য ধনিকদের এবং দরিদ্রদের মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যকে ক্রমাগত কমিয়ে আনা যেটা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। যেখানে যেখানে ট্যাক্সি পারমিট দেওয়া হচ্ছে সেখানে আরও পারমিট দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি অফিসে ঘুষ এবং দুর্নীতি যেগুলি দূর করবার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার তা করা কিন্তু হয় না। সেইজন্য বলছি যে এটা টোটকা দাওয়াই হয়েছে মাত্র। কাজেই এতে কোন কাজ হবে না। এই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা আসলে প্রাইস পলিসি বদলান লোকের উপর ট্যাক্সেসন সেটা যদি না বদলাতে পারেন তাহলে—

(বিরোধী পক্ষ থেকে বিলটাকে পড়ুন ভাল করে)

এটাই বিলেভেন্ট আকাশ থেকে আসে নি। আমি যেজন্য বলছি যে যেভাবে আপনারা ট্যাক্স করছেন সেটা ধনীদের উপর করুন তাহলে টাকা আসতে পারে কিন্তু সে টাকার জায়গায় হাত না দিয়ে আপনারা ইনডিরেক্ট ট্যাক্স ক্রমাগত বাড়িয়ে যাচ্ছেন। যেখানে টাকা আছে সেখানে হাত না দিয়ে দরিদ্রের উপর বোঝা বাড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সেখানে দুশো কোটি টাকার ট্যাক্স ইভেসন হয় আপনাদের হিসাবে যদি সেই টাকাকে রিয়েলাইজ করা যেতো তাহলে বোকারোর মত প্ল্যান্টেতে টাকা ইনভেষ্ট করার অভাব হোত না। আমেরিকার কাছে ভিক্ষা করতে যেতে হতো না যদি শুধু ঐ একটা জায়গায় হাত দেওয়া যেতো। কিন্তু সেখানে আপনারা যাবেন না। তার জায়গায় করবেন কি - কমপালসারি ডিপোজিট স্কীম করবেন লোক যেখানে অনিচ্ছায় টাকা দিচ্ছে সেখানে লোকের মনটাকে আরও দুর্বল করে দেবেন। কিন্তু যারা ইচ্ছা করে টাকা দিচ্ছে না যাদের ঘাড়ে ঐ টাকা বসাবার কথা সেখানে না করে যারা টাকা মাইনের থেকে আয় করে তাদের উপর জোর করছেন এবং তারা নিতান্ত বাধ্য হয়ে টাকা দিচ্ছে। আর যারা বড় লোক তাদের আপনারা ধরতে পারছেন না।

আমি এটা বলছি যে এই সরকার এমন একটা কাজ করছেন যাতে করে দুর্নীতি আরো ছড়িয়ে দেয়া যায় - তারই ব্যবস্থা করছেন। আমি আগেই বলেছিলাম যে এটাকে যদি ধরতে চান তাহলে তার জন্য যে প্যারাফারনেলিয়া চাই যে ব্যবস্থা চাল চাই তার যে বাটি হবে যে মামলা করবার দরকার হবে যে লোক তার পেছনে লাগাতে হবে যে স্পাই লাগাতে হবে তা দিয়ে খরচ পোষায় না কিন্তু এটা ভেবেছেন আপনারা কি করছেন নতুন ট্যাক্স বসানোর মনোবৃত্তি, জনসাধারণের পকেট কাটার মনোবৃত্তি আপনারা গ্রহণ করছেন এবং এই মনোবৃত্তি নিয়ে কমপালসরী সেভিংস ডিপোজিট স্কীম আপনারা চালু করেছেন। অন্য দিকে চালের যে দর বাড়ছে তাতে জনসাধারণের জীবনে দুর্ভোগের চূড়ান্ত হচ্ছে। এবার তো জুট ওয়েজ বোর্ড করেছেন, ৮১ টাকা মাইনা হবে। আমাদের সরকারের অর্থমন্ত্রী বসে আছেন আমি তাঁকে বলছি যে আপনি একটা বাজেট করে দিন। আবার এই ৮১ টাকা তো একজনের জন্য নয় জুট ট্রাইবুনাল একটা সেকসন অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাশ এর জন্য। তাছাড়া চাষী যারা এবং আরো অন্যান্য লোক যারা কল কারখানায় কাজ করেন তাদের কথা ছেড়ে দিলাম তাদের অনেকের আয় এর থেকে কম। যাহোক আপনি একটা বাজেট করে দিন যে ৮১ টাকায় তোমার বাড়ীর ৩টা লোক তার জন্য এত চাল কিনতে হবে - ৩টা লোকের অন্ততঃ মাসে ১॥ মন চাল লাগে ৪০ টাকা মন হলে কত টাকার চাল লাগবে? তোমার কাপড় লাগবে, ওষুধ এত লাগবে, ঘর ভাড়া এত

লাগবে ১৫।২০ টাকার কমে আজকাল ঘরভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। একটা ফ্যামিলীর জন্য এই ভাবে চলবে। এই ভাবে করে দিয়ে দেখুন যে জিনিসপত্রের যা দর বেড়েছে তাতে ৮১ টাকায় একটা সংসার চলতে পারে কিনা। সেই জায়গায় আমরা বলেছি যে ষ্টেট ট্রেডিং যদি করতে হয় রেশনিং যদি করতে হয় করুন। এই রেশনিং আমাদের দেশে যে আগে চালানো হয়েছিল তাতে অনেক গোলমাল ছিল বলে, অনেক দুর্নীতি ছিল বলে সেটা জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। রেশনিং অনেক দেশেই হয় যেখানে ফসল কম হয়। অবশ্য আপনাদের হিসাবে বিশ্বাস হয় না— কখনও ৪ লক্ষ টন, কখনও তার থেকে বেড়ে ২২ লক্ষ টন হয়ে যায়, এইতো আপনাদের হিসাব। রেশনিং যদি করতে হয় করুন এবং দুর্নীতি, গলদ দূর করবার জন্য চেষ্টা করুন, তার জন্য কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ করুন কিন্তু কিছুই করা হয় নি। এবারে ইণ্ডিয়ান লেবার কনফারেন্সে প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে এসেনসীয়াল কমোডিটিজ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান করবার কথা হল এবং সেই দোকান এক মাসের মধ্যে করবার কথা ঐ মিটিং এর পর থেকে এক মাস শেষ হতে চল্লো কিন্তু এখনও প্রায় কোন কারখানায় সেই দোকান হয় নি, তার জন্য একটা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাও এই সরকার থেকে করা হচ্ছে না। সুতরাং চতুর্দিক থেকে দেখা যাবে যে ফুড পলিসি, প্রাইস পলিসি নিয়ে সরকার চলছেন সে ট্যাক্স পলিসি নিয়ে চলছেন, এখন পশ্চিমবংগ গভর্নমেন্ট যে ট্যাক্স বসিয়েছেন তার ফলে এখন দেখছি যে বাস ভাড়া বাড়বার কথা হচ্ছে। কাজেই চতুর্দিকে যে পলিসি নিয়ে এরা চলছেন সেই পলিসি ক্রমাগত মানুষকে ক্ষেপিয়ে করে দিচ্ছে, এর ফলে একদিন যা যে কি ঘটবে তা আমি বলতে পারি না। তখন ঐ কানবাজ প্রস্তাব দিয়ে সেই ক্ষোভকে চাপা দেওয়া যাবে না এই সতর্কবাণী করে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশম্ভুগোপাল দাসের প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

[At this stage the House was adjourned for twenty minutes.]

[After adjournment]

[3-20—3-30 p.m.]

Shri Abani Kumar Basu:

মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমেই আমি জানিয়ে রাখছি আপনার মাধ্যমে যে আমি বলছি আজকে মাননীয় সদস্য শ্রী শম্ভুগোপাল দাস মহাশয়ের প্রস্তাবের বিরোধিতা করবার জন্য। স্যার, প্রস্তাবের মধ্যে যে কয়টি অংশ রয়েছে আমি বিশেষ করে যেখানে ট্যাকসেসন পলিসী সম্বন্ধে বলা হয়েছে আমি সেই সম্বন্ধে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। স্যার, আমি একথা স্বীকার করি যে ট্যাক্স বার্ডেন-এর কিছুটা বৃদ্ধি ঘটেছে নিশ্চয়ই এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে একথা আমরা কেউ অস্বীকার করি না। আমরা একথা মনে করি না যে দেশের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করার দায়িত্ব কেবল ঐ অপোজিসন পার্টির রয়েছে কংগ্রেস পার্টির নেই একথা আমি মনে করি না। আমি একথা জানি যে আজকে দেশে এই যে করভার বৃদ্ধি হয়েছে এবং দেশের যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তাতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ সত্যি সত্যিই কষ্ট পাচ্ছেন এ বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। আমরা একথা জিজ্ঞাসা করি অনেকক্ষণ ধরেই আমি বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের বক্তৃতা অতি নিবিষ্ট মনে শুনবার চেষ্টা করেছি আমি দেখেছি তাঁরা শুধু কেবল ঐ দ্রব্যমূল্যের কথাই বললেন বললেন শুধু ট্যাক্স বৃদ্ধির কথাই, কিন্তু একথা বললেন না যে কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন পটভূমিকায় আমাদের দেশে এই ট্যাক্স বৃদ্ধি ঘটলো একথা তাঁরা একবারও বললেন না এবং না জানিয়ে এই হাউসে এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষের উপর, শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীর উপর যে চৈনিক আক্রমণ ঘটলো একথার বিষয় তাঁরা একটা কথাও বললেন না। এ কথার উল্লেখ করলেন না যে ভারতবর্ষে নয়া চীনের দোস্ত পাকিস্থান যে পাকিস্থানের ১২ শত মাইল বর্ডার সেই বর্ডারকে সুরক্ষিত করার প্রয়োজন আছে। এই বিপুল ব্যয়ভার এই ভারতবর্ষে তাদের উপর চেপে পড়েছে, তখন ভারতবর্ষ চাক বা না চাক, একথা তাঁরা একবারও বললেন না। একথা বললেন না যে ভারতবর্ষ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে গেলে, ভারতবর্ষের বৈষয়িক মানের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে গেলে প্রতিরক্ষার সামিল হিসাবে কাজ করার প্রয়োজন আছে। তাই আমি আজকে তাঁদের এই রেজোলিউসন-এর সঙ্গে একমত হতে

পারছি না। স্যার, আপনি জানেন বর্তমানে ভারতবর্ষ গভীর সংকটময় অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। একদিকে পাকিস্থান তার ওয়েষ্ট দিনাজপুর এবং আসাম সীমান্তে বিপুল সৈন্য বিল্ড আপ করে রেখেছেন তা আমরা প্রত্যহ সংবাদপত্রে দেখছি। এই যে বিপুল ব্যয়ভার এই টাকা কোথা থেকে আসবে? আজকে নিশ্চয়ই জনসাধারণের উপর ত্যাগস্বীকারের যে আহ্বান সেই আহ্বানে তারা সাড়া দেবেন এবং দিতে হবে এ বিষয় আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই।

স্যার, আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে টেকসেসন এর মরেল জাষ্টিফিকেসন হচ্ছে মরেল জাষ্টিফিকেসন অফ টেকসেসন ইজ দি এক্সপেনডিচার। এবং এই এক্সপেনডিচার পজিসন এ আমরা কি দেখতে চাই, দেখতে পাই যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল যেখানে টোটেল এক্সপেনডিচার অন নেশান বিল্ডিং পারপোসেস ৬১৬৮ লাখস। এবং যেখানে পার ক্যাপিটা এক্সপেনডিচার হচ্ছে ১৭ ৬ যেখানে পার ক্যাপিটা টেকসেসন টোটাল টেকসেসন হচ্ছে ১৫.৩। মহারাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখতে পাব যে সেখানে হচ্ছে টোটাল এক্সপেনডিচার ৬১২১ পার ক্যাপিটা এক্সপেনডিচার হচ্ছে ১৫ ৫। আর ট্যাক্সেসন হচ্ছে ১৮ ১। স্যার মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করব যে আমরা মানুষের কাছ থেকে ট্যাক্স হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করি আমরা তার থেকে অনেক বেশী অর্থ তাদের কাছে ফিরিয়ে দিই। এই সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় বন্ধুদের বিহারের দিকে তাকাতে অনুরোধ করছি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পার ক্যাপিটা এক্সপেনডিচার হচ্ছে ১২ ০ এবং পার ক্যাপিটা ট্যাক্সেসন হচ্ছে ৭ ৪ বিহারের অবস্থা আমাদের চেয়েও ভাল। স্যার, আমরা এই সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের গত ১০ বছরে পশ্চিম বাংলায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে যে পপুলেসন এক্সপ্লোসন হয়েছে সে বিষয়ে আমরা যদি দৃষ্টি না দিই তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ভুল সিদ্ধান্তে পৌছাব এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। স্যার, আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাই যে ট্যাক্স বৃদ্ধি যেটা হয়েছে এই ট্যাক্স বৃদ্ধি স্যার, আপনি জানেন ইনকাম ট্যাক্স আপনি দেন এই ইনকাম ট্যাক্স যেখানে প্রোগ্রেসিভ রেইট আজকে যারা অর্থশালী ব্যক্তি ওয়েলদিয়ার সেকশন অফ দি পিপল যে সমস্ত বড় বড় কোম্পানী তাদের সারচার্জ, সুপার ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স এমন অতিরিক্তভাবে দিতে হয় যে ইনকাম এর কোন কোন সময়ে ৮০ ভাগ পর্যন্ত ট্যাক্স তাদের দিতে হয়। স্যার, আমি দেখাতে চাই এই ট্যাক্স বারডেন মানুষের উপর দরিদ্র মানুষের উপর কি ভাবে কাজ করছে আমি তার দুটো একটা ফিগার আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। একটা হচ্ছে ফেমিলি সার্ভে রিপোর্ট থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। আরবান এরিয়াতে তিনটা ব্যক্তি বিশিষ্ট একটা ফেমিলি যার মাসিক আয় এক থেকে ১০০ তার টোটাল এনুয়েল কনজামসন পার হেড ৩০২.৮৮ এবং যে এক্সপেনডিচার অন কনজামসন আইটেম হুইচ আর এ্যাসেম্বল টু সেন্ট্রাল ট্যাক্স অর ষ্টেট ট্যাক্স হচ্ছে ৭২.৬৬ টাকা। এবং তারা এই ৭২ ৬৬ টাকার জন্য তারা ষ্টেইট ট্যাক্স ৩ ১৫ এবং সেন্ট্রাল ট্যাক্স ৭ ৩৬ টোটেল হচ্ছে ১০ ৫১ এবং পারসেন্টেইজ এ হয় ১ ০৪ পারসেন্ট। স্যার গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকালেও সেখানে আমরা দেখতে পাই যে অনেক জিনিসের উপর ট্যাক্স দিতে হয় না। গ্রামের মানুষ যে জিনিসের উপর ট্যাক্স দেন তার যে টোটাল এনুয়েল কনজামসন-এর সেটা হচ্ছে ৩ ৪৭ এসেনসিয়াল কমোডিটিজ আমাদের দেশে পশ্চিমবাংলা সরকার দরিদ্র মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে তারা এসেনসিয়াল কমোডিটিজকে এই ট্যাক্স এর আওতা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছেন একথা আপনি জানেন। সেইলস ট্যাক্স যেমন সিরিয়ালস পালসেস সল্ট, মিল্ক, ফিস, মিট প্রভৃতির উপরে কোন ট্যাক্স নেই।

[3-30—3-40 p.m.]

যেমন সিরিয়ালস্, পালস্, সল্ট, মিল্ক, এবং ফিস-এর উপরে কোন ট্যাক্স নেই। আমরা জানি আজকে মানুষের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে মানুষের উপর ট্যাক্স আজকে একটা বার্ডেন। গ্রামাঞ্চল থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা জানেন ৩.৪৪ টাকা তাদের যেটা দিতে হয় সেটা দেবার ক্ষমতা তাদের নেই এবং তার ফলে তাদের যে কষ্ট হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা জানি আজকে এই যে চালের দাম বেড়েছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে

সেটা না বাড়লে ভাল হোত। কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে, আজ সারা পৃথিবীতে ইনফ্লেসন চলছে? এই ইনফ্লেসন-কে যতদূর সম্ভব কার্যকরী করবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং ফেয়ার প্রাইস সপ, মডিফাইড রেশন সপ এবং সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ স্টোর-এর মধ্য দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আজকে গরীব মানুষের কাছে পেঁৗছে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা একথা জানি এবং মাননীয় সদস্যগণও একথা জানেন যে, আমাদের অভাব যতখানি ততখানি পর্যন্ত আমরা এখনও করতে পারি নি। আমাদের দেশে যে চালের ঘাটতি রয়েছে সেই ঘাটতি একদিনে পূরণ করা সম্ভব নয়। যা হোক, এই প্রস্তাব যাঁরা এনেছেন সেইসব বন্ধুদের কাছ থেকে আমি জানতে চাই যে, আজকে ডিফেন্স এ্যাক্ট এবং অন্যান্য এ্যাক্ট সমস্ত তুলে দিয়ে মানুষকে কি ট্যাক্স-এর হাত থেকে রেহাই দিতে হবে? এই প্রস্তাব যদি হয় তাহলে আমি তার বিরোধিতা করছি।

Shri Nikhil Das:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শম্ভুগোপাল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করতে গিয়ে আপনার মাধ্যমে যেকথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে জাতিকে এবং দেশকে গড়ার জন্য কর বা ট্যাক্স-এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই ট্যাক্স বা কর কোথা থেকে আসবে কিভাবে আসতে পারে সেটাই হল মূল ব্যাপার। এবারে আমরা বার বার আপনার মাধ্যমে বলবার চেষ্টা করেছি যে, করের দুটি ভাগ আছে এবং তার মধ্যে একটি হোল প্রত্যক্ষ কর এবং আর একটি হোল পরোক্ষ কর। পরোক্ষ করের বোঝা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে পড়ে এবং সেদিক থেকে আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য অবনীবাবুকে উপহার দিতে চাই যে ১৯৬১-৬২ সালে যেখানে আমাদের পরোক্ষ করের পরিমাণ ছিল ৫৬২ কোটি টাকা ১৯৬৩-৬৪ সালে সেটা হয়েছে ৭৫০ কোটি টাকা। এখন আমি ১৯৬১-৬২ সালের একটা হিসেব দিতে চাই। তখন কেরোসিনের উপর পরোক্ষ কর ছিল ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা চিনির উপর ৫৯ কোটি টাকা তামাকের উপর ৫১ কোটি টাকা সূতী বস্ত্রের উপর ৭৯ কোটি টাকা, দিয়াশলাই এর উপর ১৮ কোটি টাকা, এবং কফির উপর ৯ কোটি টাকা বনস্পতির উপর ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। ১৯৬১-৬২ সালের বাজেটে ৫৫ কোটি টাকা পরোক্ষ কর বেড়েছে। সুতরাং এই যে ৭৫০ কোটি টাকা পরোক্ষ কর বেড়েছে তার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কেরোসিন চিনি কাপড় এবং দিয়াশলাই-এর দাম বেড়েছে। এই পরোক্ষ কর আমরা উঠিয়ে দেবার কথা বলছি কমিয়ে দেবার কথা বলছি এবং তার বদলে ঐ ইনকাম ট্যাক্স যা ২০০-৩০০-৪০০ কোটি টাকা ফাঁকি দিচ্ছে সেটা ঠিকভাবে আদায় করতে বলছি। এটা যদি করা হয় তাহলে ৪০০ কোটি টাকার হিসেব চলে এল। শুধু তাই নয়, ইংরেজ আমলের যেসব এক্স-রুলার্স বা বসে আছেন যাঁরা চারিদিকে শোষণ করেছেন যাঁরা ইংরেজের খয়েরখাগিরী করেছেন তাদের যে কয়েক কোটি টাকা পেনসন দেওয়া হচ্ছে সেটা যদি এই জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে সেই টাকাগুলো আয় হিসেবে ধরে নিতে পারি। এই প্রিভেসি পেনসন যদি বন্ধ করা যায় এবং তারপর ন্যাসানালাইজেসন অব ব্যাঙ্ক ইনডাস্ট্রি ন্যাসানালাইজেসন অব অয়েল ইনডাস্ট্রি যদি করা হয় তাহলে সেখান থেকে আমাদের কয়েক কোটি টাকা আসতে পারে। সুপার ট্যাক্স, এক্সেস প্রফিট ট্যাক্স-এর কথা অবনীবাবু বলেছেন কিন্তু তিনি জানেন না সেই এক্সেস প্রফিট ট্যাক্স এবং সুপার ট্যাক্স কমে গেছে। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সেই ট্যাক্স-এর পরিমাণ কমে গেছে এবং মালিকরা মুনাফা লুটেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মালিকদের দুরবস্থার জন্য এঁরা দয়ায় গদগদ হয়েছেন এবং এই সুপার ট্যাক্স এবং এক্সেস প্রফিট ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছেন। সেই টাকা যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের কোটি কোটি টাকা আসতে পারে এবং আমাদের ডিফেন্স-এর খরচ নির্বাহ হতে পারে। এইসব না করে পরোক্ষ কর আমাদের উপর বসান হচ্ছে এবং তার ফলে দেখছি কংগ্রেস সরকার যাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের স্বার্থে গরীবের উপর ট্যাক্স-এর বোঝা বাড়ছে।

তাই গরীবের উপর ট্যাক্সের বোঝা বাড়ছে। সুতরাং যেকথা বলেছি তা হল এই ট্যাক্সেশন পলিসি পাল্টাতে হবে। পরোক্ষ করের হার কমিয়ে দিতে হবে, বড় লোকের উপর পরোক্ষ করের হার বাড়িয়ে দিতে হবে।

আর একটা কথা আপনার মাধ্যমে রাখতে চাই। আজকে পার ক্যাপিটা ট্যাক্স এসে দাঁড়িয়েছে কোথায়? আমি—১৯৬০-৬১ সালের হিসাব দিচ্ছি। পার ক্যাপিটা ট্যাক্স পশ্চিম বংগের লোক কেন্দ্রীয় কর বাবদ দিত ১৯ টাকা ৯০ নয়া পয়সা, পশ্চিম বংগ সরকারকে ট্যাক্স দিত ১৩ টাকা ৬০ নয়া পয়সা, সব মিলিয়ে ৩৩ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। তার পরের সালে বেড়েছে ৪৩ টাকাতে, পার ক্যাপিটা, তার পরের সালে বেড়ে হয়েছে ৪৭ টাকা ৪৮ টাকার মত। আর আজকে সেটা দাঁড়িয়েছে ৫৫ টাকার মত, পার ক্যাপিটা ট্যাক্স। একটা ওয়ার্কিং ক্লাস পরিবারের যদি তিন জন লোকও ধরি সেই আর্নিং মেম্বারের ঘাড়ে দাঁড়াচ্ছে ১৬৫ টাকার মত। আর ফ্যামিলী যদি ৪ জন মেম্বারের ধরি তাহলে ট্যাক্স তার ঘাড়ে দাঁড়ায় ২০০ টাকার মত। এই যে করের বোঝা তাতে মানুষ চলতে পারে না। তাই করের বোঝা কমান দরকার। ষ্টেট গভর্নমেন্ট-এর কাছে একথা বলতে চাই যখন আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয় বাজেট পেশ করেন তখন এই কাঁদুনি গাইলেন যে কেন্দ্র থেকে যে টাকা পাওয়া দরকার সেটা পাচ্ছি না, তাই পশ্চিম বংগের ট্যাক্স বাড়বে, তাই চার কোটি টাকা ট্যাক্স বাড়িয়েছি। কিন্তু তারপর কেন্দ্র থেকে যখন ট্যাক্সের শেয়ার পাওয়া গেল যে ট্যাক্স তিনি বসিয়েছিলেন সে বন্ধ করার জন্য কোন ঘোষণা তাঁর কাছ থেকে শুনলাম না। কথায় বলে ছলের চাতুরির অভাব হয় না। এইভাবে কেন্দ্রের দোষ দেখিয়ে কেন্দ্রের উপর দোষ চাপিয়ে ট্যাক্স তিনি বাড়িয়ে নিলেন। কেন্দ্র থেকে সে ট্যাক্স পাওয়া সত্ত্বেও লোকের উপর ট্যাক্সের বোঝা কমেনি এটাই আমরা দেখলাম। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে যেকথা বলতে চাই সেটা হল আপনাদের যে ট্যাকসেশন পলিসি, গরীব লোকের উপর যে ট্যাক্সের বোঝা বেড়েছে সেই বোঝা থেকে তাদের মুক্তি দিন, বড় লোক যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় সেই বড় লোকদের ধরতে হবে এভাবেই ট্যাকসেশন পলিসি পাল্টাতে হবে। কংগ্রেস সদস্যদের সামনে এটাই তুলে ধরতে চাই যে গরীব যারা তাদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়াটা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়া নয়। এটা হয় ধনতন্ত্রের কথা ধনিকশ্রেণীর মুনাফা লুটবার কথা। এদিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই। প্রাইস লাইন হোল্ড করার কথা বলছি।

দ্বিতীয় কথা বলছি কি করা যেতে পারে। অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কি করে নির্ধারিত করা যায়।

তৃতীয় কথা হচ্ছে বিধানসভার এই ঠান্ডা ভবন মন্ত্রী বাবুদের অসত্য ভাষণের একটা আখড়া হয়ে উঠেছে, অসত্য ভাষণ শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে। প্রথমে শুনলাম সাড়ে চার লক্ষ টন, তারপর শুনলাম ১৭ লক্ষ টন, তারপর ১১ লক্ষ টন, এখন নাকি সাড়ে বাইশ লক্ষ টন। মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় বললেন আমরা ৬৭ লক্ষ লোককে এম আর সপ মারফৎ রেশন দিচ্ছি। কিন্তু বি ক্লাস যারা রেশন পায় না। তিন থেকে পাঁচ বিঘা যাদের জমি আছে, ৫০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা যাদের আয় তারা মডিফায়েড রেশন-এর সুবিধা পায়না, ফেয়ার প্রাইসের সুবিধা পায় না। কাজেই তাদের যদি বাদ দিয়ে ধরা হয় তাহলে এই ৬৭ লক্ষ লোকের মধ্যে হয়ত এ ক্লাস ১০-১২ লক্ষ লোকের বেশী হবে না।

[3-40 - 3-50 p.m.]

আমি যে কথা বলতে চাই যে কনষ্ট্রাকটিভ সাজেসনের কথা। আমরা নাকি কনষ্ট্রাকটিভ সাজেসন দিই না। কিন্তু কনষ্ট্রাকটিভ সাজেসন আমরা বার বার দিয়েছি যে ধানের নিম্নতম দাম বেঁধে দিন। কারণ যারা ধান উৎপাদন করে গ্রামের চাষী যারা তারা ধানের ন্যায্য মূল্য পায় না। মীডল ম্যান যারা মাঝখানের লোক যারা তারাই মাঝখান থেকে মুনাফা লুটে নেয়। তাই ধানের নিচের দাম বেঁধে দিতে হবে। ধানের উপরের দাম বেঁধে দিতে হবে- সিলিং প্রাইস এবং মিনিমাম প্রাইস বেঁধে দিতে হবে হোল সেল ব্যবসা যেটা সেটাকে ষ্টেট ট্রেডিংয়ের আওতায় আনতে হবে এটা পরিকল্পনা কমিশন-এর কথা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র-এর ব্যবসাকে ষ্টেট ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে আনতে হবে। যদি এইভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করতে পারেন তাহলে প্রাইস লাইনকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা করবেন না। তাঁরা বলছেন সাপ্লাই এ্যান্ড ডিমান্ডের থিওরির কথা- এই সাপ্লাই এ্যান্ড ডিমান্ডের থিওরির কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুনে শুনে আমাদের কান পচে গেছে। আজকে বাজারে সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ডের থিওরি অচল

থিওরি। এই সাপ্লাই এ্যান্ড ডিমান্ডের থিওরির উপর যদি বাজার দাম ছেড়ে দিই তাহলে মুনাফাবাজ যারা, যারা মুনাফাখোর, কালোবাজারী, মজুতদার তারা গলা কেটে মুনাফা করে নেবে এবং তারা যে গলা কেটে মুনাফা করে নেয় তার প্রমাণ আজকে চালের দাম ৪০ টাকা হয়েছে। আপনি জানেন স্যার, চাষীরা যখন ধান বিক্রি করেছে ১০।১১।১২ টাকায় এবং সেই ধান তাদের কাছ থেকে মহাজনরা কিনে ধান মজুত করে রেখেছে এবং সেই ধান মহাজনরা ১৫।১৬।১৮।২০ টাকায় চাল কলের মালিকদের কাছে বিক্রি করেছে এবং চাল কলের মালিকরা সেই ধান থেকে চাল তৈরী করে ৩১।৩২ টাকায় মজুতদারদের বিক্রি করেছে। এবং সেই মজুতদাররা এখন বাজারে ৩৬।৩৮ টাকায় দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে "আমরা মারজিন্যাল প্রফিট বেঁধে দিলাম" নগদ বিক্রিতে দেড় পারসেন্ট আর বাকী যারা বিক্রী করবে তাদের ২ পারসেন্ট—কিন্তু স্যার এটা কি রকম বাঁধা হোল? কেননা আমরা জানি যে গ্রামের চাষীদের হাত থেকে আমাদের কাছে যখন চালটা আসে ধান থেকে চাল হয়ে তার মাঝখানে ৫।৬টি স্তর থাকে এবং এই মাঝখানের প্রতিটি স্তরের লোক যদি দেড় কিংবা দুই পারসেন্ট করে প্রফিট করে তাহলে কোথায় গিয়ে এই চালের দাম দাঁড়াবে? এটা বিবেচনা করবার দরকার আছে। তিন ভাই-রাম শ্যাম-যদু, এক ভাই ধানের হোলসেলার-এর ব্যবসা করছে আর এক ভাই চালের কলের মালিক হয়ে বসেছে আর এক ভাই চাল নিয়ে মহাজনী করছে। এই তিন ভাইয়ের মধ্যে সলাপরামর্শ করে দামের উঠা-পড়া এমনভাবে করে যাতে করে ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে চালের দাম আকাশ-চুম্বী হয়ে যায়। এই জায়গাটাকে যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে প্রয়োজন ধানের দাম বেঁধে দেওয়া। যেটা হোলসেল মারকেট পাইকারী বাজার যেটা সেটাকে স্টেট ট্রেডিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা দরকার। আমি জানি এটা এখনই করা যাবে না ধান চালের দাম বেঁধে দিলে সামনের মরশুমে বেশ কিছু অসুবিধা হবে। কিন্তু যেটা এখন করা যায় সেটা হচ্ছে মজুত যে চাল আছে সেগুলি স্টেট ট্রেডিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা যায়। তাই আমি যে কথা বলেছি সরকারী হিসাবকে যদি সত্য বলে ধরে নিই -তাহলে মডিফাইয়েড রেশনের মাধ্যমে ফেয়ার প্রাইস রেশনের মাধ্যমে আমাদের তিন কিলো করে খাদ্যশস্য দেওয়া হোক কারণ যে হিসাব তাঁরা দিয়েছেন যে সাড়ে ৬২ লক্ষ টন আছে অর্থাৎ ২ কিলো করে চাল দেওয়া হোক এবং ১ কিলো করে গম দেওয়া হোক এবং সেটা যদি ফেয়ার প্রাইস সপ থেকে ২২ টাকা মণে দেওয়া যায় এবং গম যদি এই দামে দেওয়া যায় যেটা ওঁরা দিতে পারেন কারণ ওঁদের সে অবস্থা আছে তাহলে ভাল হয়। এটা ওঁদের হিসাব থেকেই দেখা যায় এবং আমাদের আজকের দাবী হচ্ছে হোলসেলে যে ধানচাল আছে সেটা সংগ্রহ করুন। শেষ কথা বলতে চাই যে আজ এখানে বসে আমরা হাসতে পারি—এখানে বসে আমরা অনেক বড় বড় কথা বলতে পারি কিন্তু এই বাত দিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না।

মন্ত্রীমহাশয় এখানে বসে ট্যাক্সের পক্ষে অনেক গরম গরম বুলি আওড়ে যেতে পারেন, অনেক তথ্য দিতে পারেন কিন্তু তত্ত্ব আর তথ্য দিয়ে দেশের বাস্তব ঘটনাকে ঢাকা যায় না। আজ গ্রামাঞ্চলে যান, ভিক্ষুকের দলে গ্রাম ভরে গেছে, আজ কোলকাতার রাস্তায় যান, ভিক্ষুকের দলে রাস্তা ভরে গেছে—গ্রামাঞ্চলের ভাঙ্গা চালায় যান, কোলকাতার বস্তীতে যান দেখতে পাবেন মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, আজ মানুষ আত্মহত্যা করছে পিতা সন্তানকে আছড়ে মেরে ফেলছে, নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে এ বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না, এ অস্বীকার করতে পারেন তাঁরা যাঁরা টাকার পাহাড়ের উপর বসে আছেন, যাঁরা আপনার ডান দিকে বসে আছেন, কারণ তাঁদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা আছে ঐ ধনকুবের যারা তাঁদের মানুষ যদি তাঁরা হতেন মনুষ্যের বিবেক যদি তাঁদের থাকতো মনুষ্যের হৃদয় যদি তাঁদের থাকতো তাঁরা যদি এমন পর্যায়ে গিয়ে না পড়তেন যে পর্যায়ে গেলে মানুষ অমানুষ হয়ে যায় তাহলে দেশের প্রকৃত ছবিটা তাঁরা দেখতে পেতেন কিন্তু এই বিধানসভায় যুক্তি দিয়ে তথ্য তত্ত্ব দিয়ে দেশের অবস্থাকে ভুল বুঝানো যায় না। তাই হুঁসিয়ার দিতে চাই সাবধানবাণী দিতে চাই ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেশের স্বাধীনতার দিকে তাকিয়ে যে এই অবস্থায় যদি দেশকে ঠেলে দেন তাহলে যে বিক্ষোভ উঠবে, যে বিদ্রোহ হবে সেই বিদ্রোহের অনলে তাঁরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন—এই কথা বলে যেতে চাই আপনার মাধ্যমে।

Shri Nepal Chandra Roy:

মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধীদলের যে নন অফিসিয়াল রেজলিউসন আমাদের হাউসের সামনে রাখা হয়েছে। আমি তার উপর বলতে উঠে ২।১টা কথা বলতে চাই। আমি কতকগুলি কথা বলবো সেগুলির সঙ্গে বিরোধীদলের সদস্যদের এবং আমার মিল আছে, অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসের দাম যে বাড়ছে এতে কোন ভুল নেই। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষ আজকে সত্যই সত্যই বিপদগ্রস্ত হচ্ছে—বাজারে যাচ্ছে, তাদের বরাদ্দ টাকা প্রতিদিন সেই টাকা নিয়ে আগে যেখানে তারা থলি ভর্ত্তি করে আসতো, এখন তা আর আনতে পাচ্ছে না এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই কেউই অস্বীকার করবে না, কারণ আমি কলকাতায় একটা এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি, আমি জানি আমার এলাকা জোড়াবাগান এলাকায় সেখানে শতকরা ৯০ জন মানুষের বিকাল বেলায় আহার জোটে না, মুড়ি খেয়ে কাটায়, কেউ হয়ত ছোলাভাজা খেয়ে কাটায়। এরা গরীব কোন কালেই ছিল না, এরা মধ্যবিত্ত মানুষ এটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। এমন কি আমার বিরোধী-দলের বন্ধুরা যে মাড়োয়াড়ী সমাজের কথা বলেন যে মাড়োয়াড়ীরা নাকি সবই কোটিপতি। আমি বলবো ২।৪।১০ জন কোটিপতি হতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মাড়োয়াড়ীদের মধ্যে দেখেছি তারা দুবেলা খেতে পাচ্ছে না পেট ভরে—এক বেলা খাচ্ছে আর এক বেলা আজেবাজে জিনিস খেয়ে কোন রকমে কাটাচ্ছে এবং এই ট্যাক্স হবার আগে কোন রকমে তারা দুবেলা হয়ত খেতে পেত, আজকে আর তা পাচ্ছে না। কাজেই এদিক নিশ্চয়ই বিরোধীদলের সঙ্গে এক সুরে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সরকারী দলভুক্ত মানুষ হয়েও। জিনিসের দাম কমাতে হবে যদি জিনিসের দাম না কমান আর যদি এইভাবে আমাদের ট্যাক্স দিতে হয় তাহলে দেশের মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। আজকে দেশের শাসন আমাদের দলের হাতে এবং আমাদের দলে যারা আছে আমাদের নিশ্চয়ই তাদের এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার কারণ আমরা হচ্ছি প্রাচীন লেফটেনাণ্টস এবং আমি কলিকাতার সেই এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি। আমি সেখান থেকে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এবং এটা সাধারণ কথা, উড়িয়ে দাও, বাজে কথা, সত্য নয়, অসত্য ভাষণ তাও নয়।

[3-50—4 p.m.]

আমি এটা জোর করে বলছি, আমি অন্ততঃ ৩।৪ শত বাড়ীতে গিয়েছি। যাদের বাড়ীতে আমি ছোট বেলায় দেখেছি অনেক পূজা উৎসব হোত, দরিদ্র নারায়ণ সেবা হোত, সে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আজকে আর তাঁদের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার মত অবস্থা নেই। এটা যেমন এক দিকের চিত্র তেমনি অপর দিকের চিত্রটিও আমাদের তুলে ধরতে হবে। অপর দিকের চিত্র হচ্ছে যে আজকে টেকসেসন কেন হল? আজকে আমাদের কেন এই ট্যাক্স-এর সঙ্গে মোকাবেলা করতে হল। কেন বাড়ান হল। কি কারণে আমাদের ট্যাক্সটা বাড়াতে হল? এটাও আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে।

শ্রীগিরীশ মহাতো : আপনি যখন চোরাকারবারী করেন।

শ্রীনেপাল চন্দ্র রায় : অন এ পয়েন্ট অফ প্রিভিলেজ, স্যার উনি বলেছেন যে আমি যখন চোরাকারবারী। এটা ওঁর ইউথড্র করা উচিত।

Withdrawal of remark against a member of the House

মিঃ স্পীকার : মিঃ মাহাতো আপনি এইমাত্র যে রিমার্কটা করলেন ওটা আপনি উইথড্র করুন।

শ্রীগিরিশ মাহাতো : আমি ইউথড্র করছি।

শ্রীনেপাল চন্দ্র রায় : স্যার, আমি আজকে কোন কড়া কথা বলবো না, আমাদের সাঁতাকারের যাঁরা নাকি এ্যাসেম্বলী মেম্বার তাঁদের স্বরূপটা আমি বলছি। আমিও বাদ নই। প্রত্যেক সময় যখন আমরা ইলেকসন-এ দাঁড়াই তখন আমরা অনেক বড় বড় কথা বলি ভোট নেবার জন্য আমি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমাদের এই হাউস-এ

বর্তমানে তিনি মেম্বার আছেন, তিনি আমার কাছে গত নির্বাচনের আগে গিয়ে বললেন যে ভাই, বড় বিপদে পড়েছি, দুই দুইবার ত পুল বেঁধে দেবো বলে লোকের ভোট নিয়েছি। তার এলাকায় একটা বড় নদী আছে তার উপর পুল করে দিলেই লোকেরা ভোট দেবে। দুইবারত বিধান চন্দ্র রায় বলেই কাটিয়ে দিয়েছি কিন্তু এবার ত লোকে বলছে যে আর বাবু পুল না হলে ভোট পাবে না। সে যখন আমার কাছে বুদ্ধি পরামর্শ নেবার জন্য এলো, আমি তখন বললাম ঠিক আছে ঘাবড়াবার কিছু নেই। তুমি যাও। দুই পারে দুটি টেন্ট লাগিয়ে দাও। আর একটি লোককে দিয়ে, যারা গোলমাল করছে তাদের বাড়ীর উপর দিয়ে চেন টেনে নিয়ে যাও। তখন যেই চেন টানাটানি শুরু হল তখন সে লোকগুলি এসে বললো, কি মশায় আমার বাড়ীর উপর দিয়ে চেন টানছেন কেন? বললেন যে পুল হলে কি রাস্তা হবে না তোমার বাড়ীর উপর দিয়ে। রাস্তাত হতেই হবে। তিনি বললেন যে দোহাই বাবা দরকার নেই তোর পুলের, চাই না ভিক্ষে তোর কুত্তা সামাল। ভোট হল কিন্তু পুল আর হল না। ঠিক এই রকম যেন আমাদের এই রেজোলিউসনটা, আজকে যেটা এসেছে প্রাইস কমাবার জন্য, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যেটা এসেছে এটা যেন ঠিক ঐ রকম পুল বাঁধবার ব্যাপারে না হয়, এটা যেন সত্যি সত্যিই মধ্যবিত্ত মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙেগ যাচ্ছে। এবং সরকারের সেদিকে খুব ভালভাবে নজর দিতে হবে, তা না হলে দেশের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হবে।

আজকে বিদেশী চৈনিক আক্রমণ আমাদের সামনে রয়েছে আজকের কাগজে আমরা দেখছি পাকিস্তান আমাদের বর্ডারে এসে সৈন্য সমাবেশ করেছে। চীন পাকিস্তান আজকে দোস্তী হয়েছে। এবং আমাদের জমির উপরে তারা দখল করবার জন্য দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে। স্যার সেইজন্য আমি বলছি যে আগে যেমন ইংরাজের আমলে যখন ইংরেজকে তাড়াবার জন্য সারা ভারতবর্ষের মানুষ ব্যতিব্যস্ত কোথাও ইংরাজের পোষ্ট অফিস জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কোথাও ডাকঘর লুট করছে—সেই সময়ে কি করত ইংরেজ তারা পিটুনী ট্যাক্স বসাতো, পিটুনী ট্যাক্স-এর কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। আমার ভাগ্যেও কয়েকবার দেবার জন্য চাপ পড়েছিল এবং দিতেও হয়েছিল। আজকে আমি বলব এই পিটুনী ট্যাক্স আমাদের দেশে হওয়ার দরকার ঐ চীনপন্থী কমিউনিষ্টদের উপরে। এরা যদি আজকে ঐ চীন সরকারকে সমর্থন না করত তাহলে তো আজকে আমাদের এই ট্যাক্স বাড়াবার প্রশ্ন আসতো না, আজকে সেজন্য আমি বলি যে পিটুনী ট্যাক্স ওদের উপরে চাপানো হউক। চাপালেই দেখবেন সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আর ওদের চীন চীন বুলি আর আওড়াবে না যেমন তাদের প্রত্যেকবার আমরা দেখেছি সব সময় ওদের সমর্থন করে দেশের মধ্যে একটা গোলমাল সৃষ্টি করা। স্যার, আমি সঙ্গে সঙ্গে বলছি এই কথা যে আমাদের জোয়ানরা যারা ঐ সীমান্তে লড়াই করছে তাদের হাতকে জোরদার করবার জন্য আমাদের প্রচুর টাকার প্রয়োজন, সে টাকা তো গাছ নাড়া দিলে পড়বে না, সে টাকাটা দেশের মানুষের কাছ থেকে ট্যাক্স হিসাবে আদায় করতে হবে বিভিন্ন পন্থায়। আমাদের আর এস পি বন্ধু যে কথা বললেন, আমি তাকেও কিছুটা সমর্থন করি তার কারণ হচ্ছে আজকে যারা কোটি-পতি ধনী আমি জানি তারা আজকে কি ভাবে ট্যাক্স ইভোসন করছে কি ভাবে তারা ফাঁকি দিচ্ছে, এক নম্বর খাতা, দুই নম্বর খাতা ও তিন নম্বর খাতা তারা আজকে রাখছে, তারা ঐ ভাবে সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। যে লোকের মাহিনা ৫০০ টাকা দেয় ১ হাজার টাকা তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়, টাকাগুলি তারা এই ভাবে মেরে দেয়—এর যদি নজীর আপনারা চান আপনাদের এস বি বা ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে লাগিয়ে দেন তারা সন্ধান করে দিতে পারবে। আমি চেলেঞ্জ করে বলছি প্রতিটা বড় বড় ফার্ম-এ এই ব্যাপার চলছে। আবার কতকগুলি ফার্ম-এ আছে কনভেনেনটেড অফিসার, তাদের মাহিনা কত তাদের পেছনে খরচা কত—এ জানবার কোন উপায় নাই। কোর্ট-এ আমরা চেয়েছি কনভেনেনটেড অফিসারদের কত মাহিনা দেওয়া হয় তারা রিফিউজ করেছে আমরা বলব না। এই যদি হয়ে থাকে দেশের অবস্থা তাহলে সেইসব কোম্পানীকে তুলে দেওয়া উচিত। আমি সেজন্য বলছি ঐ বড় লোকদের উপরে আরও বেশী চাপ দেওয়া দরকার। তবে একটা কথা আমি বলব আমাদের বন্ধুদের যে আমরাও দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্ব করি বড় লোকের নয় এটা যেন তারা ভুলে যাবে না। আমরা কংগ্রেস দলের যারা

মানুষ, আমরা প্রত্যেক জায়গায় যেভাবে আমরা জিতে এসেছি বড় লোক দেশে শতকরা ১ জ নেই তাহলে আমরা এখানে থাকতে পারতাম না, আপনারা সকলেই এখানে আসতেন। যে আমরা ঐ বড়লোকদের প্রতিনিধিত্ব করব সেদিন আর ডেমোক্রেসী দেশে থাকবে না, গভর্ণমে পার্টি ও থাকবে না অপজিসন ও থাকবে না। অতএব আমি বলছি সরকারকে এই বিষয়ে সত হতে। এবং আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ডাঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রী শম্ভু গোপাল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করতে উঠে প্রথমেই এই কথা আপনার সামনে রাখতে চাই যে আজ আমাদের দেশে যে সমস্ত প্রযেজনীয় জিনিষ যাকে এসেনসিয়েল কমোডিটিজ বলা হয় তার দ যে অত্যাধিক বেড়েছে এটা সকলেই আজকে স্বীকার করছেন, হাউসের এপক্ষ এবং ঐপক্ষ দ পক্ষ থেকে আজকে একথা স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে। যখ আমাদের দেশে চীনে আক্রমণ হয় তখন সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে তারা প্রচেষ্টা করবে যাতে জিনিষপত্রের দাম না বাড়ে। কিন্তু বিগত কয়েক মাসের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করলাম জিনিষপত্রের দাম হুহু করে বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধি রোধ করবার জন্য বিরোধী দলের প থেকে বার বার আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ পর্য সরকারের পক্ষ থেকে ঠিক ন্যায়সংগত যুক্তি আমরা শুনতে পেলাম না যে কেন তারা এই জিনি পত্রের দাম যে বেড়ে চলেছে সেটাকে কেন তারা বোধ করতে পারছেন না।

[4—4-10 p m]

আমরা বারে বারে যে জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করেছি সেই জায়গার জন্য, সেই কারণে জন্য আজকে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে সেকথা অস্বীকার ক বলা হয়েছে যে, না ডিমান্ড এ্যান্ড সাপ্লাইর জন্য আজকে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে। স্যা আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের দেশে যদি ডিমান্ড বেশী হয় এবং সাপ্লাই কম হয় তাহলে সরকারে পক্ষ থেকে এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমত মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এইজন্যই আমরা বলেছিলাম ডি আই রুলস্ এ্যাপ্লাই করা হো কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারের পক্ষ থেকে সেই প্রচেষ্টা করা হয়নি। স্যার বিভিন্ন সা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছি যে ধানচালের দ বাড়ল কেন? কিন্তু মুখ্য মন্ত্রিমহাশয় তার জবাবে বলেছেন এর জবাব আমি দেব ন একথা শুনে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই যে, যাঁরা ডেমোক্রেসীর কথা বলেন, ডেমোক্রেসীর ধব উড়িয়ে চলেন তাঁরা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে এই বিধানসভায় এসেছেন এ যাঁদের কাছে এই মন্ত্রিসভা রেসপনসেবেল তাঁদের কাছে বলেন যে জবাব দেব না। ধান-চালে দাম কেন বেড়েছে, কি কারণে বেড়েছে তার জবাবে মুখ্যমন্ত্রি যখন বলেন আমি জবাব দেব তখন আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। কংগ্রেসের মাননীয় সদস্যগণ হয়ত মনে করেন বিরোধী পক্ষে প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রি যদি বলেন এর জবাব আমি দেব না তাহলে শুধু বিরোধী পক্ষের গা সেটা লাগে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে তা নয়, এটা সকলের গায়েই লাগে এবং এসব যদি করা হয় তবেই ডেমোক্রেসী বজায় থাকবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই পঙ্গপালের দল মে শাবকের মত চুপচাপ বসে থাকে এবং এর কোন প্রতিবাদ করে না। স্যার এসেনসিয়াল কমে ডিটিস-এর দাম কেন বাড়ল তার জবাবে মুখ্যমন্ত্রি যখন বলেন আমি জবাব দেব না তখন এ বিধানসভা কি করে যে চুপ করে তা হজম করে আমি তো ভেবে পাই না। তবে এথেকেই বোব যায় আমরা কোন পথে চলেছি এবং এই কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী ও কংগ্রেস নেতৃবর্গ আমাদের কো পথে নিয়ে যাচ্ছেন। অনাস্থা প্রস্তাব যখন আলোচিত হয় তখন মুখ্যমন্ত্রি আমাদের শুনিয়ে ছিলেন যে, পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের ৬৩ লক্ষ লোককে আমরা মডিফাইড রেশনিং-এর আওত ভুক্ত করেছি। আমরা তখন একথার প্রতিবাদ করেছিলাম। তারপর, আমরা আর একটা জিনি লক্ষ্য করেছি এবং সেটা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে তাঁরা গত আগস্ট মাস পর্যন্ত "এ" এবং "বি" ক্লা লোককে রেশন দিয়েছিলেন, কিন্তু বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা দেখছি শুধু উত্তরবঙ্গই ন পশ্চিমবাংলার বীরভূম, হাওড়া, হুগলী এবং বর্ধমানে তাঁরা "বি" ক্লাশ-এর রেশন বন্ধ করেছেন নিখিলবাবু বলেছেন যে, অন্ততঃ ৩০।৪০ লক্ষ লোক এই "বি" ক্লাশ-এর আওতায় রয়েছে।

কারণ যাদের ৫০ থেকে ১৫০ টাকা মাসিক আয় অথবা যারা ৩ একর থেকে ৫ একর ভূমির স্বত্বাধিকারী তারা বি ক্লাসের মধ্যে পড়ে এবং এরাই আমাদের পল্লী অঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত। এদের ঘরে চাল থাকে না, চাল কিনে খেতে হয়, এদের রেশনের ব্যবস্থা সরকার থেকে করার কথা কিন্তু সরকার থেকে রেশনের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজকে যখন মুখ্য মন্ত্রিমহাশয় কলিং এটেনশন মোশনের জবাব দিতে উঠলেন সেই সময় তিনি আমাদের কাছে বললেন যে কুচবিহারে তিনি খবর নিয়ে জেনেছেন যে তিন মাসের রেশনের চাল দেওয়ার মত অবস্থা আছে। এটার মানে আমি বুঝলাম না। তাঁর বলা উচিত ছিল সি ক্লাসের তিন মাসের জন্য কি এ ক্লাসের তিন মাসের জন্য। তিনি বললেন তিন মাসের রেশন মজুত আছে। তাই যদি থাকে তাহলে আগস্ট মাসে যে সি এবং এ ক্লাসকে দেওয়া হয়েছিল তাদের এই মাসে কেন দেওয়া হল না? তিনি বললেন উদ্বৃত্ত নেই বলে দেওয়া হয়নি। যদি সেখানে মজুত থাকে চাল তাহলে উদ্বৃত্ত হয়নি কেন বি ক্লাসকে দেওয়ার জন্য? তিন মাস মানে অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত, এ ক্লাসকে দেওয়া হয়েছে অথচ বি ক্লাসকে দেওয়া হল না। এইভাবে তিনি আমাদের কাছে একটা কন্ট্রাডিক্টরী ষ্টেটমেন্ট পড়ে গেলেন। সরকার পক্ষ যে আমাদের এসেম্বলীকে তথা দেশবাসীকে ভাঁওতা দিচ্ছেন তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাদের আমাদের সামনে দেশের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করার সাহস নেই। মাননীয় নিখিলবাবু একটু আগেই বললেন যে আমাদের এই এসেম্বলীর সভা মন্ত্রিদের একটা অসত্য ভাষণের জায়গা হয়ে উঠেছে। তাই আমি আজকে একথাই বলছি যে খাদ্য সমস্যার সমাধান ওঁরা করতে পারবেন না। ওঁদের যে নীতি তাদের জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে তা তাঁরা বোধ করতে পারবেন না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে শ্রেণীর প্রতিভূ ওঁরা সেই শ্রেণীর মানুষের এই দুর্দশা করার জন্য দায়ী। এই শ্রেণীকে তাঁরা দমন করতে পাচ্ছেন না।

এর পর আমি ট্যাক্সের ব্যাপারে আসছি। অর্থমন্ত্রি প্রায় ৬ কোটি টাকার উপর ট্যাক্স চালু করেছেন। মোটর ভিকিলস ট্যাক্স তিনি বাড়িয়ে দিলেন, প্রায় ১০০ ভাগ বাড়িয়ে দিলেন, তিনি বললেন যে এ থেকে যে দু কোটি টাকা ট্যাক্স পাওয়া যাবে তা দেবে বড় লোকেরাই, যারা মোটরের ওনার তারাই এটা দেবে। কাজেই এতে আপত্তি করা উচিত নয়। তখনই আমি মন্ত্রি মহাশয়কে বলেছিলাম যে এর ধাক্কা তো বাস টাস এবং লরীর উপরও পড়বে। একথা যেন মনে থাকে। কিন্তু আমাদের কথা তিনি শোনেননি। তারপর সেলস ট্যাক্স বিল আনালেন মোটর পার্টসের উপর ৭ পারসেন্ট সেলস ট্যাক্স বসালেন। ফলে মোটর পার্টসের দর বেড়ে গেল। তারপর তিনি পরিবহন মন্ত্রিরূপে দেখা দিলেন ৪৭ লক্ষ টাকা স্টেটস ট্রেন্সপোর্ট কর্পোরেশন ঘাটতি দিচ্ছে। অতএব তাদের বাসের ভাড়া না বাড়ালে নয়। আমাদের কাছে তিন চার মাস আগেই বলে গেলেন মোটর ভিকিলস ট্যাক্স বাড়াচ্ছেন বড় লোকের উপর। আমরা বললাম এটা পরোক্ষ কর হিসাবে দেখা দেবে। উনি তখন কৃষ্ণ সেজে বললেন সে ভয় নেই। তারপর কালীর মূর্তি গ্রহণ করে এখন বলছেন বাসের ভাড়া বাড়াতে হবে। তিনি নাকি আমাদের নিয়ে বসবেন, বসে বুঝাবেন যে যে টাকা ডেফিসিট পড়ে গেছে সেটা কর্পোরেশন কোথা থেকে মীট করবেন। মোটরের পার্টসের দাম বেড়ে গেছে, মোটর ভিকিলসের দাম বেড়ে গেছে, পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে সেজন্য ট্যাক্স বাড়াতে হবে। দেখুন যে ট্যাক্স বসিয়েছেন সেটা আমাদের কাছে বলছেন প্রত্যক্ষ ট্যাক্স অথচ ভিতরে ভিতরে ধরেছেন পরোক্ষ ট্যাক্স। অন্তকে সেই পরোক্ষ ট্যাক্সত সাধারণের ঘাড়ে আসছে। এই টেষ্ট ট্যাক্স কমানো জন্য যে প্রস্তাব শম্ভুবাবু করেছেন আমি সেটা সমর্থন করি। এই টেষ্ট ট্যাক্স যদি না বাড়ান যায় তাহলে জনসাধারণের উপর এই বোঝা আরও বেশী বাড়বে।

4-10—4-20 p.m.]

এর পর আসুন সেন্ট্রাল ট্যাক্সে। মিঃ স্পীকার স্যার, এ ব্যাপারে আমাদের ভবানীবাবু খুব একটা ডিফেন্স দেবার প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন যে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য এটা প্রয়োজন। আমি এটা বার বার বলছি যে আমি অস্বীকার করি না দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারটা—চীনকে নিশ্চয়ই রুখা দরকার এবং তার জন্য অর্থ সংস্থান করতে হবে—কিন্তু কি এইভাবে করতে হবে?—সাধারণ মানুষের পকেট কেটে করতে হবে? যাদের পকেটে ১০ নয়া পয়সাও নেই—তাদের থেকে ৫ নয়া পয়সা কেড়ে নিতে হবে? কেন? যাদের পকেটে ১০ টাকার নোট রয়েছে তাদের

থেকে ৫ টাকা কেটে নেওয়া যাচ্ছে না? স্যার, অবনীবাবু বড় লোকদের খুব ওকালতি করলেন—আমি জানি না তাদের ঐ টেবিল থেকে ২।৪টি হাড়ের টুকরো তার মেলে কিনা। কেন যে ওকালতি করলেন তা তিনিই জানেন—হয়তো মিলতেও পারে ঐ হাড়ের টুকরো। হেমন্তবাবু যে কথা বলে গেছেন যে দেশের মানুষ তিন মাসের মধ্যে ৪২ কোটি টাকা তুলে দিয়েছিল আমাদের সরকারের আবেদন যে চীনকে রুখতে হবে এবং তার জন্য আমাদের টাকাকড়ি, সোনার দরকার। কিন্তু তার অপেক্ষা না করে দেখলেন যে জনসাধারণ যদি এতো টাকা দিতে পারে নিশ্চয়ই তাহলে তাদের পকেটে টাকা আছে এবং তার ফলে হোল কি। আমরা দেখলাম যে আড়াই শো কোটি টাকার ট্যাক্স এই সাধারণ মানুষের উপর চাপানো হোল এবং তার বেশীর ভাগ পরোক্ষ ট্যাক্স। সেইজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে পরোক্ষ ট্যাক্সের বোঝা কমাতে হবে। নিশ্চয়ই আজকে দেশের ডিফেন্সের জন্য টাকার প্রয়োজন কিন্তু আমি বলছি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রিমহাশয়কে যে একথা তো সকলেই জানেন যে ক্যাপিটেলিষ্টরা প্রায় ৩ শত কোটি করে বছরে ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে তাদের উপর সেটা রিয়েলাইজ করার ব্যবস্থা হচ্ছে না। অবনীবাবু তো কৈ সে কথাটা রেফার করলেন না এবং এছাড়া অনাদায়ী ট্যাক্স প্রায় ৩৫৯ কোটি টাকার মত বড় বড় লোকদের কাছে আছে —কই তাদের কাছ থেকে সেটা কেন আদায়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। অবনীবাবুর কাছ থেকে একথা শুনলাম না যে তাদের কাছ থেকে আদায় করা হোক। এই যে সাধারণ মানুষের উপর যে পরোক্ষ ট্যাক্স করা হয়েছে সেই পরোক্ষ করা উচিত তিনি একথা বললেন এবং তাদের সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন—একেবারে নিলজ্জ ভাষায় বললেন। এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং সেই শ্রেণীর লোক হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বড় লোকদের হয়ে নির্লজ্জভাবে তিনি ওকালতি করে গেলেন। নিজের বিবেক তিনি বিকিয়ে দিয়েছেন আজকে। কাজেই আমি মনে করি যে আজকে যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাব যদি সরকার সমর্থন না করেন আজকে যদি এই দেশের মানুষের উপর পরোক্ষ ট্যাক্স-এর বোঝা যদি কমানো না হয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যদি কমানো না হয় তাহলে দেশের মধ্যে যে আগুন জ্বলে উঠবে সেই আগুন কংগ্রেস সরকার নেভাতে পারবে না—তখন ডেমক্রেসির এই সব কথা সাধারণ মানুষ মানবে না এবং সেই আগুনে শুধু কংগ্রেস সরকার নয় আমাদের দেশের যত কিছু সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

শ্রীদেবী বোস: মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই শম্ভু গোপাল দাস মহাশয়ের যে প্রস্তাব তা সর্বতোভাবে সমর্থন করি এবং সেই সমর্থনে আমি একটু পড়ে দিচ্ছি—দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত কর ধার্যের সাহায্যে ১৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করার কথা ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত পক্ষে নূতন কর ধার্য বিশেষ করিয়া প্রায় ৪৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। পশ্চিমবঙ্গে মাথা পিছু কর ভারতের মধ্যে সর্বাধিক। মাথা পিছু সমকক্ষভাবে নীতি বস্তুত এইরূপ হোল যার ফলে পশ্চিমবঙ্গকে নিম্ন পর্যায়ে সমাজ সেবা সত্ত্বেও উচ্চতর কর বহন করতে হয়। এর পর আর একটা অংশ।

[কংগ্রেস বেঞ্চ হইতে—কোন বই থেকে পড়ছেন?]

মিঃ চেয়ারম্যান: হোয়াট ইজ দি নেইম অফ দি বুক?

শ্রীদেবী বোস: আমাকে বলতে দিন বইটা সম্বন্ধে পরে বলছি—এটা পড়ার শেষে বলছি। কিন্তু কমবেশী নির্দিষ্ট আয়ের নিকট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেলায় কি হয়েছে? তাদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের কি তাদের অধিকাংশ জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিপূরণ করতে পেরেছি? কৃষি সহ অসঙ্গতিতে বেসরকারী ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিপুল জন-সাধারণের বেলায় কি হয়েছে? সাম্প্রতিককালে তাদের অধিকাংশ আয় কি? অতি সামান্যও বৃদ্ধি পায় নাই। ভারতের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষকালে হয়তো ২৫।৩০ বছর পর্যন্ত জীবনযাপনের সর্বনিম্ন মানেরও নীচে পড়িয়া থাকিবে। বর্তমান জন-সংখ্যার ৬০ শতাংশ মোটামুটি খড় জাতীয় আয় মাথা পিছু ২৫ টাকার চেয়ে অনেক কম।

আমি যে বইয়ের কথা বলছি এটা কোন দেশদ্রোহীদের লেখা বই নয়—এটা ক্ষমতায় যিনি মাননীয় ডেপুটি প্রফুল্ল সেন—যিনি এই বিতর্কের জবাব দেবেন বাংলাদেশের মাননীয় অর্থমন্ত্রি শ্রীশঙ্কর দাস ব্যানার্জির এই বছরের বাজেট বক্তৃতা।

কাজেই আজকে স্যাচুরেসান পয়েণ্টের উপর চলে গেছে বাংলাদেশের অবস্থা এই কথাটা আমি এখানে বিশেষভবে বলতে চাই এবং সত্য কখনও ঢাকা থাকে না, আগুন বেরোয়? শংকরদাসবাবুকে সেদিন আমি চেম্বারে গিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে এসেছিলাম যে তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে কিছু সত্য কথা আজ জনসাধারণের ব্যাপারে টাকা জমাবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে টাকা পাওয়া যাবে কোথায়। আমি একটা শিশুদের শিক্ষা দেবার বই পড়েছিলাম—তাতে বাবুর দাড়ি কামানোর পয়সা কোথায় পাওয়া যায়—চাকরকে বল্লেন নটে শাকের ক্ষেত মুড়িয়ে বাজারে বেচে এসো, গিন্নীর বাজারের পয়সা কোথায় পাওয়া যাবে—বল্লেন নটে শাকের ক্ষেত মুড়িয়ে বাজারে বেচে এসো, মেয়ের শাড়ী কিনতে হবে—বল্লেন নটে শাকের ক্ষেত মুড়িয়ে বাজারে বেচে এসো, ছেলের বই কিনতে হবে—বল্লেন নটে শাকের ক্ষেত মুড়িয়ে বাজারে বেচে এসো। তখন চাকর বল্লো হুজুর কিছু ফুলকপি আর বাধা কপি বেচে দিলে তো আর আমাদের বার বার করে নটে শাকের ক্ষেত মুড়োতে হয় না (হাস্য)। এই কথাটা আজকে এখানকার পক্ষে একান্ত যোগ্য। এই কর কোথা থেকে আসবে টাকা কোথা থেকে আসবে সেটা বড় বড় ফুলকপি বাঁধা কপি যারা রয়েছে তাদের উপর হাত বসালে তো আমার মনে হয় সব দিক দিয়ে ভাল হয় এবং ট্যাক্সের টাকাটা আসে। এই প্রসংগে অনেক কথাই শ্রীমতী ইলা মিত্র, শ্রী নিখিল দাস বলেছেন তা আর আমি পুনরুক্তি করতে চাই না কিন্তু বহির্বাণিজ্য আমাদের হাতে নেয়া যেতে পারে। ক্যালডর সাহেবের কথা আছে বহির্বাণিজ্য আমাদের হাতে নিলে প্রায় ২৫০ কোটী টাকার মত আসে। তাছাড়া যে সমস্ত বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ ফাণ্ড রয়েছে ব্যাংকে সেই টাকা যদি আপাততঃ দেশের কাজে লাগাতে পারা যায় তাহলে আর ট্যাক্স করতে হয় না। সেসব অনেক কথা আছে সেগুলির ফিরিস্তি দিয়ে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না কিন্তু প্রসংগতঃ আমি আর একটা কথা বলবো যে অপব্যয় দুর্নীতি যদি নিরোধ করা যায় তাহলে অনেক টাকার সাশ্রয় হয় এবং হতভাগ্য জনসাধারণকেও ট্যাক্সের বোঝা বহন করতে হয় না। আমি বেশী ভারাক্রান্ত না করে একটি মাত্র উদাহরণ তুলতে চাচ্ছি—এই বিধানসভা কক্ষে একদিন প্রশ্নোত্তরের সময় শোনা যায় যে সম্পূর্ণ হবার ঠিক মুহূর্তে বহরমপুরে একান্ত প্রয়োজনীয় যে গংগা পুল সেটা মরমর করে ভেংগে পড়ে গেছে ২৫ লক্ষ টাকা জলে ভেঙ্গে পড়েছে। কারণ কি সে সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা হয়েছে, এখানে আমি সাপ্লিমেন্টারী করবার অবকাশ পাই নি কিন্তু আমি জানি যিনি এই ব্রীজটা তৈরী করেছিলেন তিনি তাঁর কংক্রীট মিকচারে করে যতখানি সিমেন্ট দেয়া দরকার তার চেয়ে কম সিমেন্ট দিয়ে তার সংগে দেশপ্রেম মিশ্রিত করে দেবার ফলে ব্রীজটা ভেংগে পড়েছে। এই রকম দেশপ্রেমের মিকসচার যেখানে যেখানে চলছে সেখানে সেখানে প্রচুর পরিমাণে অপব্যয় হচ্ছে। এই অপব্যয় যদি রোধ করা যেত তাহলে হতভাগ্য জনসাধারণকে এই বিপুল পরিমাণ ট্যাক্সের বোঝা আজকে বহন করতে হোত না।

[4-20—4-30 p.m]

আত্মহত্যার কাহিনী অনেক দেখা গিয়েছে। এই সেদিনই জলপাইগুড়িতে দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এক রিক্সাওয়ালা তার সমগ্র পরিবারকে জলে ফেলে, হাত পা বেধে ফেলে দিয়ে নিজে মরতে পারে নি বলে তার কি ক্ষোভ। সে কাহিনী সকলেই জানেন। আমি এখানে তুলতে চাই না। কিন্তু সেই অজস্র কাহিনী, অজস্র চক্ষু জল এগুলি সব চাপা পড়ে আছে ক্ষমতার যে গর্ব, মদমত্ততা, তার তলায় এই বেদনা ও দুঃখ, চোখের জলগুলি সবই চাপা পড়ে আছে। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, এই দুর্ভিক্ষ এই অভাব, এই দারিদ্র, এই করভার প্রপীড়িত

অবস্থা এটা শাসক পক্ষ ও শাসকদল বজায় রাখতে চান। কেন রাখতে চায় তার কারণ মানুষ যদি সাব হিউম্যান স্তরে থেকে যায় তাহলে কোন কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলবে। কেন? না, এই বিধানসভা কক্ষে বারবার সরকারকে বলতে শুনেছি, যখনই দুর্ভিক্ষের কথা উঠেছে, সে পুরুলিয়াতেই হোক বা অন্য কোথায়ও হোক, যখনই আত্মহত্যার কথা উঠেছে, যখনই স্বর্ণ শিল্পীদের কথা উঠেছে ও'রা একটাই যুক্তি দিয়েছেন, সে যুক্তি হচ্ছে যে তবুও আমরা ভোট বেশী পাই। তাঁরা বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে পুরিলিয়ার কথাতে যে মাননীয়া পুনর্বাসন মন্ত্রী ও সাহায্য মন্ত্রী যিনি আছেন এত সত্ত্বেও তিনি পুরুলিয়া যাওয়ায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে পুরুলিয়ার জনসাধারণ একথা তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিই এই জনসাধারণই মাত্র তিন বৎসর আগে যখন কুইন এলিজাবেথ ভারতবর্ষ পরিদর্শন করতে এসেছিলেন তার দুদিকে অনেক বেশী সংখ্যায় লাইন দিয়ে কি আওয়াজ করেছিল মনে আছে? ভারত অধিকারীণী মহারাণী কি জয়। মাথা হেট হয়ে আসে, বেদনায়, অপমানে, লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে। কেন করেছিল? যে কারণে কুইন এলিজাবেথকে করেছিল ঠিক সেই কারণেই তারা মাননীয়া মন্ত্রীকে এইভাবেই তারা করেছিল। এই হচ্ছে এর মূল কাহিনী, তার কারণ এই দেশের লোককে সাব হিউম্যান স্তরেতে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই হচ্ছে তার মূল কারণ। আপনি দেখুন মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই দেশের মানুষ যারা কলেরা হলে, যারা বসন্ত হলে এবং মহামারী আকারে হলে যারা সরকার এর জন্য দায়ী তা মনে করতে পারে না, রক্ষেকালীর পূজা করে ওলা বিবির পূজা দেয়, তাদের কাছে সামান্যতম সাহায্য এলেও তারা ভাবে যে এটা তার পক্ষে মহান দান। এবং এরজন্য যে সরকার দায়ী একথা তারা ভুলেও ভাবতে পারে না। এদের যুগ যুগ থেকে বুঝান হয়েছে এদের এই দারিদ্র, এদের এই অসহায় অবস্থা এইজন্য পূর্ব জন্মে যে সমস্ত পাপ সেই পাপের ফলে তাদের এই দারিদ্র্য হয়েছে এবং এখন যদি পুণ্য করে তাহলে সামনের জন্মে তারা ভাল হয়ে যাবে। এবং এইটে শেখাবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী খোল কর্তাল সহ মহাপ্রভুর মিছিল করেন তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নামও জড়িত থাকে। এবং সেইজন্য কুম্ভ মেলার আয়োজন করেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি এবং সেখানে ৫০০ লোক পায়ে চটকিয়ে মারা যায়। তার কারণ তাঁরা জনতাকে বুঝিয়ে দিতে চান যে ঐ পূর্ব জন্মের পাপের ফলে দুঃখ ভোগ করেছো। অতএব সরকার থেকে যেটুকু গম দেবে যেটুকু জি, আর, দেবে, যেটুকু সাহায্য দেবে সেইটা তুমি ভাগ্য বলে মনে করতে পারো। এইজন্য তারা বারবার ভোট দেয় এবং সেইজন্য তাদের সাব হিউম্যান স্তরেতে রেখে দেওয়া হয়েছে। আজ এ'রা বলছেন, এ'দের সামনে এই সতর্কতাসূচক ধ্বনি দেশের সমস্ত জনসাধারণ নিয়ে এসেছে যে এই রকম ছিনিমিনি খেলা সাধারণ মানুষের ভবিষ্যত নিয়ে এরা খেলবেন না একথা আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করি। যা'রা মনে করছেন, শাসকদল মনে করছেন যে তাদের উপরে চিরদিনই বোধহয় এই বুভুক্ষু জনসাধারণ একমুঠো গম পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে ভোটের আশীর্বাদ করবে এবং বিজয় বৈজয়ন্তী হবে এবং সেই জোরেতে তাঁরা বিধানসভা কক্ষে যত প্রস্তাবই বিরোধীদল নিয়ে আসুক, যত কথাই বলুন তাকে উপেক্ষা করে দেবেন এই ভোটের কথা বলে। কিন্তু আমরা জানি যে আজকে মার্কসবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং গৃহ ভিত্তির উপর ছড়িয়ে পড়েছে। জনসাধারণের চোখ ধীরে ধীরে খুলছে।

এবং যে দিন যে মুহূর্তে জনসাধারণ বুঝতে পারবে যে এই দুঃখ দারিদ্র্য এই অভাব এই অন্যায় এর জন্য তার কর্মফল দায়ী নয়, তার জন্য এই দেশের যারা শাসক শক্তি যারা সরকার চালান তারা দায়ী, সেই মুহূর্তে তারা তখনও আশীর্বাদ করতে যাবে সেদিন কিন্তু সে আশীর্বাদ ধান দূর্বার আশীর্বাদ হবে না সে আশীর্বাদ পরিক্ষীতের মাথায় তক্ষক যে ভাবে আশীর্বাদ করেছিল সেই ভাবে আশীর্বাদ হবে এবং এই সরকারের মসনদ থাকবে না গদী থাকবে না, চলে যাবে। তাই আমি শেষ বারের মতন সতর্ক করে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Gour Chandra Kundu:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মাননীয় সদস্য শম্ভুগোপাল দাস মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার সমর্থনে শেষ বেলায় দুই একটা কথা বলতে চাই। আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের যেটা প্রধান দরকার সেটা হচ্ছে চাল এবং তার পরেই না[illegible] রকম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, কিন্তু মাননীয় সভাপতি মহাশয় আপনি খুব ভালই জানে[illegible] যে আমাদের দেশে চালের বর্তমান দাম গত ২০ বছরের ভিতর আর কখনই এমন হয় নি[illegible] বাজারে চাল এক টাকা সের উঠেছে এখন আউশ ধান উঠেছে তবুও প্রায় চাল এক টাকা সের কিন্তু সেই চালের দাম সবকার পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত হল না। আমরা খাদ্য আলোচনা[illegible] সময় বলেছিলাম রেশন সপ গুলিতে যদি ন্যায্য ভাবে চাল সরবরাহ করা হয় তাহলে কিছু[illegible] সুরাহা হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে বলতে হচ্ছে যে রেশন সপ এ নিয়মিত ভা[illegible] চাল সরবরাহ করা হয় না। এবং আজকেও আমবা দেখছি সমস্ত জেলায় জেলায় রেশন সপ [illegible] কোন চাল নেই সরকারী গুদামে কোন চাল নেই, যার ফলে আজ লোকে রাত্রি দুটোর সম[illegible] থেকে লাইন দিয়েও চাল পাচ্ছে না। অথচ এই চালেব চোরাকারবারী দল ৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা এই কয়েক মাসের মধ্যে তাবা অতিরিক্ত মুনাফা করল। শ্রীনেপাল বাবু বললেন [illegible] আজকে জিনিসপত্রেব দাম তো বাড়বেই কারণ চীন ভারত আক্রমণ করেছে, চীনের জন্য টাক[illegible] দরকার। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই কংগ্রেস দলের প্রতিটা কার্যকে এই ৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাক[illegible] যে চালের মহাজনরা মুনাফা করছে তার থেকে কয় টাকা আমাদেব ডিফেন্স ফান্ড-এ জম[illegible] পড়েছে, তার থেকে কতটাকা সবকাবেব ফান্ড এ জমা পড়েছে। আমি জানি এই ৮ কোটী ৬[illegible] লক্ষ টাকার ভিতব ১ পয়সাও সরকারের ফান্ডে জমা পড়েনি। সেটা তারা ব্যক্তিগত মুনাফ[illegible] তাদের নামে ব্যাঙ্ক এ বা বিভিন্ন জায়গায জমা পড়েছে। আজকে সেই রকম চিনি, মাছ মশলা গুড় থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা জিনিস শঙ্করদাস বাবু হয়ত না জানতে পারেন, কংগ্রেসের যারা সাধাবণ সদস্য তাবা নিশ্চয়ই জানেন যে যখন মাছের থলিযা নিয়ে মানুষ যায় ৫ টাকা ৬ টাকার কমে কোনো মাছ পাওযা যায় না। যাবা আজকে ১০০।১৫০ টাকা আয় করে তাদের পক্ষে কি আজকে ৫ টাকা দরে মাছ কেনা সম্ভব? আজকে চিনি—আপনারা ১ টাকা ১৯ নয়া পয়সা দরে আপনারা দিচ্ছেন—কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কাগজে কলমে আপনারা হয়ত দেখাবেন যে চিনি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা যারা প্রতিটি মানুষের সঙ্গে মিশি শহরাঞ্চলেব সঙ্গে কিম্বা গ্রামাঞ্চলেব সঙ্গে যাদেব পবিচয় আছে তারা জানে চিনি তারা পায় না—তারা ১ টাকা ৭৫ নয়া পয়সা কিম্বা ২ টাকা দবে তাদের চিনি কিনতে হয়। আপনি যান গুড কিনতে কিছুদিন আগে যে গুড় ৬ আনা ৭ আনা ছিল আজ ১ টাকা ৪ আনা হয়েছে তাব দাম। চিনিব মহাজন যাবা তাবা ২ টাকা দবে চিনি বিক্রী করতে পারে গুড়েব মহাজনরা বলছে তাহলে আমবা কেন ১ টাকা বা ১ টাকা ৮ আনা দড়ে গুড় বিক্রী করব না? আজকে তাহলে সাধাবণ মানুষেব যেটা প্রযোজন হয়ত বড় বড় ধনীদেব অথবা মন্ত্রীমহাশয়দের গুড় দরকাব পডে না কিন্তু আজকে সাধাবণ মানুষেব যেটা প্রয়োজন চাল চিনি মশলা এবং গুড় এবং বাজাবেব তবিতবকাবী তাব প্রতিটি জিনিস আজ অগ্নিমূল্য হযেছে।

[4-30—4-40 p m]

৩।৪ বছর থেকে এই ঘটনা ঘটছে কিন্তু তার আগে থেকে আমরা এটা বলে আসছি সরকারকে। আমরা বারে বারে বলেছি এটা অনুসন্ধান করুন, এটা চেক করার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখেব সংগে বলতে হচ্ছে সবকারের তরফ থেকে সেটা চেক করবার ব্যবস্থা হোলনা। কংগ্রেস সরকার বলছেন আমরা জনসাধারণকে রিপ্রেজেন্ট করি। কিন্তু আমি বলতে চাই এই যে চালের দাম পাঁচাসিক করে, গুড়ের দাম পাঁচাসিক করে এবং মাছের দাম ৫ টাকা কবে এতে আপনারা কি দেশেব মঙ্গল কবছেন না অমঙ্গল করছেন? এই যে কোটি কোটি মানুষ দুঃখে, নিপীড়ণে, এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বৃদ্ধির ফলে তিলে তিলে মরে যাচ্ছে এতে কংগ্রেসের মঙ্গল হতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গল হয়না। এ্যাসেম্বলীর ঠান্ডা ঘরে বসে মন্ত্রিমহাশয়দের মঙ্গল হতে পারে, বড়বড চোবাকারবারীদের মঙ্গল হতে পারে, কিন্তু এতে দেশের জনসাধারণের মঙ্গল হয়না। নেপালবাবু বলেছেন আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি। আমি নেপালবাবুকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি তিনি একথা জনসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে বলুন যে আমরা দেশের মঙ্গল করেছি। আমি জানিনা নেপালবাবুর একথা বলার মত সাহস আছে কিনা। স্যার, জিনিসপত্রের এই যে অগ্নিমূল্য হয়েছে তার বোনাফিট কিন্তু আমাদের এই সরকার পাচ্ছেনা। আমরা দেখছি চালের এই যে দাম বেড়েছে তার ফলে মহাজনরা মুনাফা

করছে এবং আর যা বেনিফিট হয়েছে সেটা হচ্ছে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট-এর। আমাদের এই স্টেট গভর্ণমেণ্ট কি পেলেন আমি তা বুঝতে পারছিনা। আজকে এই চিনি নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা মহাজনরা এবং চোরাকারবারীরা যে লুটছে তার জন্য সরকারের ফাণ্ড-এ কি এল তা আমি জানিনা। আজকে বলা হচ্ছে এই যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে এতে সরকারের রেভিনিউ বাড়ছে এবং আমরা চীনকে রুখব। এসব কথা একেবারে ধোঁকাবাজী এবং জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার জন্যই এসব বলা হচ্ছে। এবারে আমি মানুষের আয় সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মন্ত্রিমহাশয় হয়ত বলবেন দেশের লোকের আয় বেড়েছে কারণ দেশের লোক আজ সাবান কিনছে। উনি পলাশীর কোন গ্রামে গিয়ে দেখে এসেছেন মানুষ বারআনা দামের সাবান কিনে, সিনেমা দেখে এবং তাই এসব কথা বলছেন। কিন্তু এসব কারা কেনে? কংগ্রেসের কৃপায় যারা আড়তদারী করে, কংগ্রেসের কৃপায় যারা জিম্মাদারী করে, মন্ত্রিমহাশয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় যাদের পকেটে দুপয়সা যায় তারা নিশ্চয়ই কেনে। শুধু তাই নয়, যারা ধনী কৃষক, ওয়্যারহাউস বিল পাশ করে যাদের হাত জোরদার করছেন, ধান চালের ব্যবসা করে যাদের দুপয়সা পাইয়ে দিচ্ছেন তারা নিশ্চয়ই এই সাইকেল, বোডও এবং সাবান কেনে। স্যার, আমি বেশ ভালভাবে জানি তাঁর যে এলাকায় বাড়ী সেখানকার হিন্দু, মুসলমান গরীব কৃষকের দুরবস্থার কথা তিনি ভালভাবে জানেন কিন্তু সেকথা তিনি বলবেন না। সেখানকার মানুষের আয় সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট-এ ডাঃ লোহিয়া বলেছেন যে, তাদের গড় আয় মাত্র মাথাপিছু ১৯ নয়া। অবশ্য তার প্রতিবাদ করে গুলজারিলাল নন্দ বলেছেন যে, না তাদের আয় ৪৭ নয়া পয়সা। কিন্তু যদি ৪৭ নয়া পয়সাও হয় তাহলে আপনারা বিচার করে বলুন যে, ঐ ৪৭ নয়া পয়সায় একটি লোকের যদি ৪টি পোষ্য থাকে তাহলে তার কি করে চলে? আজকে আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে সেকথা অস্বীকার করছি না, কিন্তু তার ফল কে পাচ্ছে? তার ফল পাচ্ছে দেশের গোটা কয়েক পরিবার। আমরা জানি ভারতবর্ষের শেয়ার বাজারে যে শেয়ার আছে তার শতকরা ৭৫ ভাগ হোল্ড করছে আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের ন্যাশনাল ইনকামের একটা মোটা অংশ এই কয়েকটি পরিবার ভোগ করছে। স্যার, আমাদের প্রভিন্সিয়াল গভর্ণমেন্ট সেটা পাচ্ছেনা, এটা পাচ্ছে দেশের কতিপয় ধনী এবং তার ফলে তারা আরও ধনী হচ্ছে এবং গরীব আরও গরীব হচ্ছে। আপনারা জানেন ১৯৬২ সালে আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৩০ জন এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে বছর সেই বছরে আমরা দেখছি সেটা হয়েছে ৯০ লক্ষ। তারপর, পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন এটা বেড়ে ১৫ কোটিতে এগিয়ে যাবে। তাহলে আমরা দেখছি বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, মানুষের আয় কমে যাচ্ছে অথচ ন্যাসনাল ইনকাম বেড়ে যাচ্ছে। আমি আগেই বলেছি এই ন্যাসনাল ইনকামের ফল আমাদের দেশের সরকার পাচ্ছেনা, এটা পাচ্ছে দেশের কয়েকটি ধনিক পরিবার। স্যার, আমরা জানি আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করতে হলে টাকা ছাড়া চলেনা এবং এটাও জানি যে বৈদেশিক শত্রুর দ্বারা যদি দেশ আক্রান্ত হয় তারজন্য দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই উন্নত করা প্রয়োজন। কিন্তু সেই টাকা আদায় করবার জন্য গরীবের শুকনা পেটে গামছা বেঁধে তাদের শোষণ করবার নীতি নিয়েছেন কেন? গরীবরা এফিডেভিট করতে গেলে যে স্ট্যাম্প কিনতে হয় সেখানে শঙ্করবাবু এসে ২ টাকার স্ট্যাম্প ৩ টাকা করলেন। কেরোসিনের উপর ট্যাক্স করলেন। স্যার, কেরোসিনের উপর সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট যে ট্যাক্স বসিয়েছেন এবং তারপর স্টেট গভর্ণমেণ্ট যে ট্যাক্স বসিয়েছেন সেটা হিসেব করলে দেখা যাবে বেশীরভাগ গরীবদের উপর ট্যাক্স বসেছে। তারপর, টাকার যে প্রয়োজন সেটা আমরা স্বীকার করি এবং সেই টাকা কিভাবে উঠতে পারে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

আপনারা ব্যাঙ্ক নেশনেলাইজ কেন করেননি, সেটা করলে গভর্ণমেণ্ট-এর হাতে প্রচুর টাকা এসে যেতে পারে। অয়েল ইণ্ডাস্ট্রিজ যেখানে বিদেশী পুঁজিপতিরা ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে সেখানে কেন নেশনেলাইজ করেননা? সেগুলো নেশনেলাইজ করলে আপনাদের হাতে টাকা এসে যেতে পারে। কিন্তু সে পথে আপনারা যাবেননা। প্রত্যেকটি বৃটিশ কোম্পানীর লক্ষ লক্ষ টাকা রিজার্ভ ফাণ্ড রয়েছে। যখন গরীব মানুষ দুঃখ প্রকাশ করে চালের দাম বাড়ার বিরুদ্ধে, জিনিসপত্রের দামের বিরুদ্ধে, তখন আপনারা জরুরী অবস্থার কথা বলছেন।

বলছেন চীন আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে, সুতরাং তোমরা সহ্য কর। আমি তাই বলছি এই রকম জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়ে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে মানুষকে শোষণ করার যে নীতি নিয়েছেন সেই নীতি আপনারা পরিহার করুন। করে মানুষের মঙ্গল করার জন্য অন্ততঃ আপনারা তিনটি জিনিষ করুন। (১) ষ্টেট ট্রেডিং যদি করেন তাহলে মুনাফাখোরী বন্ধ হতে পারে। (২) তাহলে জিনিসপত্রের দাম কমতে পারে। (৩) ব্যাঙ্ক এবং অয়েল ইন্ডাস্ট্রি যদি নেশনেলাইজ করেন তাহলে আপনাদের হাতে টাকা আসতে পারে।

গরীব মানুষেব উপর ট্যাক্স কবে সি ডি এস করে টাকা যোগান যাবেনা। তারপর মুনাফা-খোর কারবারীদের প্রতি ডি আই প্রয়োগ কবে তাদের যদি গ্রেপ্তার করেন, কংগ্রেস পক্ষ এবং মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে মুনাফাখোরী বজায় রাখব র নীতি পবিহার করেন তাহলে দেশ বাঁচবে জাতি বাঁচবে আমরাও বাঁচব।

Statement under Rule 346.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, I will not participate in the debate on this resolution I am just rising to make a short statement regarding the food situation at the present moment Sir, I may tell you that in 1961 August the market price of rice per kilogram was 67 nP and the offtake from our shops was very low and only 21 lakhs of the population took advantage of the modified rationing During the month of August the average price of rice in the market rose from 67 nP in 1961 to 68 nP in 1962. But only 40 lakhs of people took advantage of the modified rationing in August, 1962. In 1963 August when the price of rice rose to 84 nP per kilogram, only 68 lakhs of our population are taking advantage of the fair price shops It will be interesting to learn also that this year people are taking advantage of these fair price shops and consuming more wheat. I give you figures for the months of June, July and August, 1963. During the month of June, the quantity of rice consumed in the State of West Bengal issued from the fair price shops was 27,384 quintals and that of wheat 49,066 quintals, but in the month of July the consumption of rice from the fair price shops rose from 27,384 quintals to 44,324 quintals and that of wheat from 49,000 to 64,417 quintals and during the month of August which has just ended, the quantity of rice consumed was 52,119 quintals as against 44,000 during the month of July and that of wheat 75,485 quintals.

I will give you another very interesting figure The total quantity of wheat consumed during 1962 from the month of January to August was 3,73,000 tons but during this year from 1st January to 31st August, 1963, the quantity of wheat consumed is 5,38,000 tons Wheat, you know is available from the fair price shops at Rs 15 a maund and rice is also being given to 68 lakhs of people I am sorry to tell you that we cannot give more rice but we can give as much wheat as the people can consume.

And, wheat will be made available, not one seer per adult per week, but up to 3 seers per adult per week We are issuing rice in the rural areas only to the 'A' category people 'B' category and 'C' category people are not entitled to any rice except in the hill subdivisions of Darjeeling district, but they are entitled to wheat also and they can take wheat up to 3 Kg. per adult per week.

[4-40—4-50 p.m]

I had been listening to the speeches of the honourable members in which they said that the country was passing through scarcity condition. Yes, so far as rice is concerned ; if rice is the only cereal they are think-

ing of, there is scarcity and as I said in the food debate which took place only a month ago ; the deficit in rice is as high as 22 lakh tons. Therefore, we must consume more wheat ; there is no other way out. Wheat is a much better food perhaps in some respects than rice. Wheat contains much more protein ; it also contains cabo-hydrate as much as rice does, but wheat contains more protein than rice. There are countries where wheat is the staple food. Even in India, there are States where wheat is the staple food. There are also countries in the world where potato is the staple food. West Bengal can produce more potatoes and we can certainly consume as much potatoes as we can. I am glad to tell you that in some of the rural areas with which I am connected, I am told people are taking potatoes and in this area potato is selling at the rate of four to five annas a seer. Therefore, the honourable members here are not justified in telling that there is scarcity condition, there is famine condition. I do not agree with them. During the food debate which took place only a month ago this question was discussed, and the same sort of speeches, the same sort of arguments are being repeated. Therefore, the honourable members cannot but expect the same sort of answer, because there is no other answer to the same sort of questions.

I will not take any more time of the House because the Hon'ble Finance Minister will reply to the debate this afternoon.

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনাব মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি যে আজ এ্যাসেম্বলী শেষ হয়ে যাচ্ছে। এবং আমি যখন আমার এলাকায় ফিরে যাবো সেখানে গ্রামবাসীদের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা এবং গ্রামাঞ্চলে গম ভাঙ্গানোর কোন ব্যবস্থা নেই—সেইজন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ কবছি যদি তিনি গমেব বদলে আটা ছেড়ে দেন তাহলে ভাল হয়।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : নিশ্চয়ই আটা ছেড়ে দিচ্ছি। তবে এখনও গ্রামাঞ্চলে আটা পাওয়া যায় তবুও আমি আটা বেশী করে গ্রামাঞ্চলে ছাড়বো।

The Hon'ble Sankardas Banerji : Mr Chairman, Sir, I find my honorable friend Shri Sambhu Gopal Das has divided his resolution into two parts. One is in view of much hardship caused to common people due to the taxation policy of the Government, to amend the taxation policy, and the other is to take measures to check the ever-increasing prices of essential commodities and to take immediate steps to hold the price line etc.

Now, Sir, I do not wish to deal at length about the food question. At least I would avoid so much portion of it as has been covered by the speech of the Chief Minister. The other question is the burden of taxation which will be the main point which I shall answer today.

I have listened with respect to various contentions put forward by honourable members from the opposite side and I have tried to take note of every important question. Now, one of the main question is regarding the food position. One of the honourable members complained that the Chief Minister declined to give an answer why there has been scarcity of food. I have very often thought about it myself as to what is the reason that we cannot produce or we have failed to produce adequate quantity of food which would be sufficient to feed our people—at least in the State of West Bengal. Sir, the reason is this. At the time of independence, i.e., in 1947, 2 lakh acres of land were under jute. Today, we find 15 lakh acres of land under jute and mesta,—to be accurate 2 lakh acres under jute and 3 lakh acres under mesta. Now, Sir, the farmers are free

to cultivate as they like There is no law to stop them from cultivating as they wish. I know in my area, particularly in Nadia, Murshidabad, portions of 24 Parganas and portions of Birbhum sugarcane is being grown and as a result these lands have become single-cropper lands. The farmers can produce rice but they go in for cash crop, because they find there is more money in it Now, Sir, if you do not produce rice and if you go in for cash crop, you must satisfy yourself by eating something else other than rice—some other cereal and the only conceivable cereal is wheat. We cannot stop the farmers to cultivate jute Many times I have tried to impress upon the farmers to increase cultivation of rice but I find they go in for greater amount of jute cultivation—and the cultivation of jute is increasing every year One of the things that we can do is to take legal step to stop jute cultivation. I made a note today that there are 83 jute mills in West Bengal today, and more than 2 lakh people and industrial workers are in jute industry or much more than that—near about 2 lakhs 25 thousand and it is the biggest earner of foreign exchange Now, can we stop cultivation of jute specially when jute industry is expending so much in West Bengal? I do not think any of the honourable members would really and seriously tell us 'Yes, close down the jute industry. You need not earn foreign exchange' None of our members who have an idea of the jut industry in our State would say that, because this would lead to mass unemployment, this would lead to stopping of foreign exchange and so on which we can ill afford to do This is my answer to the scarcity of food. Every effort is being made by the Government to improve the food position As a matter of fact, I think, in an earlier debate we have made it quite clean to the House that we are going to generate more power and instead of Rs. 9 crores which we had allotted last year for generating power, this year we are going to spend Rs 18 crores for it One of the principal reasons why we are going to do it is that we are going to energise the deep tubewells, thousands of which are going to be sunk and for which we are taking steps. Last year 200 deep tubewells could not be energised and, therefore, they could not help irrigation

[4-50—5-00 p.m.]

The other thing is this I was looking up the question of taxes. Repeatedly it has been said that we have taken steps in this State for taxing goods or materials or edibles which are weighing very heavily on the poor people I took note of that and this is the result of my investigation Cereals and pulses which include, of course, rice, wheat, etc , are taxed in Orissa. Conditional exception is given in U P., Andhra, Kerala and Punjab They are not at all taxed in West Bengal We have not got one pice of tax on rice, wheat or any other kind of cereals Flour, atta, suji and bran are taxed in Orissa and there is a small tax in Bihar also on these articles. These are also taxed in Madras and Andhra But in West Bengal there is not one pice of tax on atta, suji or maida As regards vegetables, Bihar taxes potatoes and onions, but we do not Assam has got a tax on onions. Mysore taxes potatoes and sweet potatoes. Gur and molasses are taxed in Kerala and Punjab These are also partly taxed in Rajasthan. Now, as regards kerosene oil, there is no local tax in West Bengal whereas you find it is taxable in Orissa, U.P . Maharashtra, Madras, Andhra, Madhya Pradesh, Mysore, Rajasthan and partly taxable in Assam. Therefore, now looking at the rock bottom of the situation, what do we find? In this State we do not tax rice or any cereal or pulses, mustard oil, wheat, atta, maida, bran, molasses or kerosene oil—nothing is taxed Will you then agree with me that we have in this State made every effort not to tax things which a poor man consumes every day? We have not taxed them; other States have taxed them, but there is no complaint in those places You cannot say

that the prices of these articles are cheaper elsewhere in India. I asked my officers to check up the prices. The rise in prices has taken place not only in the State of West Bengal but throughout India. No place is exempted. So, there is nothing surprising that there would be rise in prices in the State of West Bengal as well.

As regards deficit States, so far as West Bengal is concerned, it has always been a deficit State in the matter of rice and this year the deficit in rice is 22 lakh tons and, as far as I have been able to make out, this State will continue to be a deficit State for many, many years to come. (**Shri Nikhil Das**: I hope you will replace us one day, but let us wait for that great day to come.)

Sir, the position is this. You know that periodically we have floods, we have droughts, then we have ordinary production and once in five years we have in West Bengal bumper crops, but only once in five years. So far as irrigation is concerned, you know that the D.V.C. and the Mayurakshi Irrigation Schemes are all dependant on rain. There are not enough dams which can assure and ensure a continuous supply of water.

One day we will have a debate on irrigation

[Interruption]

The point is that the D V.C., Mayurakshi and others cannot irrigate the whole of the district of Murshidabad, or the whole of the district of Malda, or Dinajpur, or Cooch Behar or Nadia You cannot irrigate all these places except by the help of deep tubewells, and we are attempting to do so. Therefore, so far as this State is concerned, every effort is being made to improve agriculture and ensure greater production, every effort is being made to provide fertiliser and so on. We hope that there will be some improvement. But if you think that by irrigation and by supply of fertilisers you are going to make the whole of West Bengal self-sufficient and ensure that the people will be able to get as much rice as they want right round the year, I cannot agree with you, I have very great doubt and I am almost certain that it is not possible. You will have to change your food habit; you will have to consume some amount of wheat and other cereals; you will have to consume potato and other things. I know it is hard but people will have to change their food habit.

Moreover, there is the population explosion in West Bengal. The population has increased by 33 per cent The people think that they can go on producing children *ad lib* I am affraid they will have to suffer for it.

Other points were raised; one was that since I became the Finance Minister, the burden of taxation has been on the increase I am very thankful for that suggestion of my friends So far as motor vehicles tax is concerned when I came in as the Finance Minister, I introduced it. I then made it quite clear that the rate of tax prevailing in West Bengal was the lowest compared to the States of Orissa, Madras and Bombay The rate of tax in our State is very low indeed. Even after I increased it, the tax is lower than that prevailing in the States of Orissa, Madras and Bombay. If a motor bus or a lorry can be plied profitably in the State of Madras, Orissa and Bombay, I see no reason whatever why they cannot be plied profitably in this State, even after payment of the rates. At the time when I gave this explanation and placed before the House the comparable rates prevailing in the other parts of India, nobody could say that my figures were wrong.

So far as stamp duty is concerned, that is another thing which I introduced after I became the Finance Minister of West Bengal. I do not think it affected the poor people. There is no doubt about the fact that the rich people should be made to pay more in the shape of stamps, because the price of real property in Calcutta has increased, I think, more than three hundred per cent. The land which was changing hands about three or four years ago in the New Alipore area for Rs 4,000 a cotta is now selling for Rs. 18,000 a cotta. If in that background I have increased the stamp duty, I think I was perfectly justified in doing it. I am not at all sick and sorry for having done it.

My friends have said that I increased the tax by Rs 5 crores since I became the Finance Minister I entirely agree and I think it was the right step to take having regard to the fact that our finance were very low There was a very big gap going up to Rs. 9 crores; that gap had to be covered, and that is the reason why I introduced these new taxes which have put no pressure on the ordinary people I think my friend Shri Nikhil Das said that I have increasd the tax by Rs. 5 crores , even though the Central Government made a contribution and offered to pay more, he said "why did you not do away with the newly imposed taxes"

[5-00—5-10 p.m.]

Let me tell you, Sir, since the budget was passed we had to reconsider the whole position. Various Departments said—"We cannot allow the Government to come to a stand still We want more money" I will give you, Sir, figures that they are demanding The Education Minister came forward and said—You must pay me another Rs 1 crore 70 lakhs which would not be enough, but for the moment I am prepared to take the small amount, otherwise primary education is going to be stopped The Health Department said —we cannot proceed with the works already undertaken unless you give us another sum of Rs 80 lakhs Then with regard to border raids I think none of my friends on the other side would disagree with me if I say that, for protecting the eastern border of West Bengal, we are spending so much to prevent Pakistani inroads Now, Sir, the Tribal Welfare Department wanted another Rs 30 lakhs Border outposts needed some money. Social Welfare wanted 10 lakhs ; Durgapur Express Highway wanted Rs 50 lakhs , Durgapur Chemical project wanted Rs 20 lakhs, Community Development wanted Rs 30 lakhs ; Fishery wanted Rs 10 lakhs , Publicity wanted Rs 5 lakhs ; Municipal development wanted Rs 15 lakhs and Housing wanted Rs 30 lakhs. I find that they wanted Rs. 5 crores 10 lakhs extra over the budgeted amount After going through the details, I was convinced that it was just a proper demand. If we do not pay, this State is going to suffer I am afraid there is no escape from this. Therefore, if I raise these five crores of rupees, I am sorry to say that it would prove inadequate. (Shri Nikhil Das . Do you want to impose more tax ?) Wait and watch, Mr. Das I might, who knows ? If the necessity of the State demands it, if the welfare of the people demands it, certainly I will not hesitate to bring in more taxes It is not for luxury that we tax people. It is not for the purpose of oppressing people that we tax When we find that it is a "must", when we find that this Welfare State must be run, when we find that we cannot close down the hospital, when we find that further beds will have to be provided in the hospital and so on, we must raise money because these are the things which cannot be avoided

Now so far as the sales tax is concerned, in the ordinary way there was 7 per cent sales tax After I became the Finance Minister, I attended the Finance Minister's meeting in Delhi. Finance Ministers from every State attended that meeting and they all came to the conclusion that on all luxury goods sales tax must be increased from 7 per cent to 10 per cent. It was not my de-

cision alone. Every Finance Minister in India came to the conclusion that having regard to the state of affairs prevailing, we must increase sales tax on luxury goods from 7 per cent to 10 per cent. It has been done not only in the State of West Bengal. In every State in India it has been done and I am glad that we did it. There is no reason to be apologetic about it.

Now, Sir, so far as Mr. Kashi Kanta Maitra was concerned, of course, he was not malicious—but he had tried to be a little smart. So he said—the future Advocate General is not fit to take part in this debate. My rejoinder to Mr. Kashi Kanta Maitra would be—he is not here, he will read all these when the report goes to him—if an advocate is capable of taking part in the debate, surely the Advocate General is more competent to do it. Now, Sir, Mr. Kashi Kanta Maitra said this—of course, don't you run away with the idea that he, your Finance Minister—should have the opportunity of having something more lucrative? I want to be here to tax you a little more. I will be here to tax you if for no other reasons. Mr. Kashi Kanta Maitra in this speech said—why not have five thousand Fair Price Shops? He is not here. He should know that there are 11,500 Fair Price shops which are serving the people.

The number of people who have been served is not 65,000 but 69,000, and if it needs be, as the Chief Minister told you on one occasion, if necessary, we shall serve one crore of people, because I do not see any immediate prospect of the prices going down All that I wish to tell you is that I see no prospect of prices going down in the near future, let us be quite candid about it, and a greater number of shops will have to be started, may be not to cater 69,000 people but one crore of people I can foresee such a thing, and Government are prepared for it. But I think the prices charged for wheat and wheat products—atta and flour—are very reasonable indeed because you have already heard the Chief Minister to say that wheat is being sold at Rs. 15 a maund, and so far as I know in the villages it is sold at 0-7-6 per Kg.

Talking about Compulsory Deposit, again I would like to tell you that it is not a decision which has been taken in this State We have already debated, on one occasion, about Compulsory Deposit, a few days ago, I am now only answering to the points that have been raised here It is an all India imposition if I may say so, an all India tax which everybody has been asked to pay, and I do not think we can do anything in the House You can agitate the question in the Parliament, if you can and get relief.

Many points have been raised, for instance Gold Control Order This State has nothing to do with it The Centre has decided upon the measure taking the general interest of the country in view to prevent smuggling of gold into India. I agree with the view that the goldsmiths of West Bengal are affected Every effort is being made to give them as much relief as possible but in the interests of the goldsmiths the Gold Control Order cannot be taken away, and in the greater interest of the country it will be kept.

I do not think many other points have been raised The only other point the honourable members have protested against is evasion of income tax There again, this State has nothing to do with income tax evasion, nor our officers are responsible for it. I was looking up the Income Tax Rules. The honourable members often try to make out that it is the poor, and not the rich, who are taxed most. May I tell them that with an income of Rs 2 lakhs, the tax payable is of the order of Rs. 1,53,000 and I would like to see how many people in the whole of India ever make 2 lakhs of rupees. I hope you will not take it as a personal reflection on anybody, but those

who protest, pay less That is the whole trouble. Income tax is certainly a very important tax. The rich are made to pay in every shape and form You have got the income tax, super tax, super charge, wealth tax, death duty and so on. Certainly, then who have something, let them pay. Don't run away with the idea that income tax is not rigorously enforced. If you have such an idea, you have such ideas because of lack of experience

Well, anybody who has dealt with the income-tax authorities would know what pressure is brought to bear on the assessees I do not think anything wrong is done. But, Sir, there must be evasion. There is evasion in England, there is evasion in the United States and so there is evasion in India Now, every effort is made to check evasion Of course nothing is fool-proof in this world. I do not think, Sir, our taxation policies are wrong—they are hundred per cent correct steps for the welfare of this country and these steps and similar steps may be taken in future if they are necessary for the welfare of the State.

[5-10—5-22 p m.]

শ্রীশম্ভুগোপাল দাস : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বেসরকারী প্রস্তাব এখানে এসেছিল তার উপর অনেকেই অংশ গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের অর্থমন্ত্রী শংকরদাসবাবু সমেত তিনজন কংগ্রেসী সদস্য এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছেন। এবং নিশ্চিতভাবে এই বিতর্কের মান অনেক উপরে উঠেছে। আমাদের অর্থমন্ত্রী যে একজন সুচতুর ব্যারিষ্টার এবং অত্যন্ত কৌশলে যেমন করে তিনি কোর্টে মামলা করেন ঠিক সেই ধরণের কথা বলে জনসাধারণের দুঃখকে চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন সেটা আমার পরিষ্কারভাবে মনে পড়েছে। আমি সংগে সংগে আর একটা কথা বলছি যে আমাদের ঐদিকের বন্ধু অবনীবাবু সম্পর্কে তিনি একটি কথা বললেন যে চীনা আক্রমণ যেহেতু হয়েছে সেই হেতু আমাদের যে ট্যাক্সেসন সেটা অনেক বেড়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে তাঁকে একটি কথা জানাচ্ছি চীনা আক্রমণের জন্য ট্যাক্সেসন শুধু নয় ১৯৫৫-৫৬ সালে আজকের মত জরুরী অবস্থা ছিল না—তখন ডাইরেক্ট ট্যাক্স যেখানে ছিল ২৬০ কোটি টাকা দ্যাট ইজ ২ ৬ পারসেন্ট -ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স সেখানে ছিল ৫৬০ কোটি টাকা দ্যাট ইজ ৫ ৫ পারসেন্ট। ১৯৫৬-৫৭ সালে ডাইরেক্ট ট্যাক্স একটু বেড়ে হোল ২৯০ কোটি টাকা ২ ৫% এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স অনেক বেশী বেড়ে গেলো—হোল ৬০ ক্রোড় অর্থাৎ ৫ ৭। ১৯৫৭-৫৮ ডাইরেক্ট ট্যাক্স ৩২০ কোটি টাকা ২ ৮ পারসেন্ট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স হোল ৭৯০ ৬ ৮ পারসেন্ট ১৯৫৮-৫৯ সালে ডাইরেক্ট ট্যাক্স একটু বাড়লো--এবং হোল ৩৪০ কোটি টাকা এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স হোল ৬ ৫ পারসেন্ট--এই হোল ঘটনা। সুতরাং বঙ্গদেশের বুঝতে গেলে ভারতবর্ষের সংখ্যাতত্ত্বে জ্ঞান থাকা দরকার এটা আনন্দবাবুর জেনে রাখা দরকার। সংগে সংগে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই চীনা আক্রমণ শুধু নয় গোটা কংগ্রেস সংগঠনের ট্যাক্স পলিসি এটা। সুতরাং গভর্ণমেন্টের যে টেন্ডেন্সি সেটা বোঝা যাচ্ছে। প্রত্যক্ষ করের উপর জোর না দিয়ে পরোক্ষ করের উপর জোর বেশী দেওয়া হয়েছে। চীনা আক্রমণের জন্য এটা নয়। সেটা ধনিক পোষণ নীতি—ওঁদের বিবেক যাদের কাছে বাঁধা আছে। এটা হচ্ছে ওঁদের একটা পলিসি। এর পরে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমি ইনকাম ট্যাক্স সম্বন্ধে কিছু কথা এখানে রেখেছিলাম এবং ইনকাম ট্যাক্স কিভাবে ফাঁকি দেওয়া হয় সে কথা আমি এখানে রেখেছিলাম এবং বলেছিলাম যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন অপদার্থ। তাই এখানে একটা কথা হচ্ছে যে সকলেই একথা আমরা জানি যে এই কলকাতা সহরে প্রতি বছর কম করে ৩ হাজার মোটর কারের প্রসেসন আমরা দেখি। বড় লোকের অভাব এখানে নেই। কিন্তু স্যার, কলকাতার মধ্যে বোধ হয় একজন লোক একটা সত্য কথা বলেছেন, স্যার বীরেন মুখার্জি তিনি বলেছেন যে আমার বাৎসরিক ইনকাম ১ লক্ষ টাকার কিছু বেশী।

কিন্তু ভিভিয়ান বোস কমিশনের রিপোর্টে বিজিনেসের ব্যাপারে যিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন সেই মিঃ জৈনের রিটার্ণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সনে তাঁর ইনকাম হয়েছে নাকি মাত্র ১৫ হাজার টাকা, অথচ এটা সকলেই জানেন আলীপুর এরিয়ায় তাঁর ৬০ জন ফ্যাসানেবল চাকর থাকে এবং একটা ফ্লিট অব কারস নিয়ে তিনি সেখানে বাস

করেন। এসত্ত্বেও বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে যে জৈন সাহেবের আয় হল ১৯৬০-৬১ সালে মাত্র ১৫ হাজার টাকা। এ ফাঁকি কতদিন চলবে আমি বুঝতে পারি না। বাজে কথা বলে সত্যকে ঢাকার যে চেষ্টা সেই চেষ্টা ওদিনের অনেক বক্তাই তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে করেছেন কিন্তু এ ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট ইংগিত আমরা তো পেলাম না। একথা বহু দিন ধরে আমরা বলছি এবং এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশের য়্যাসেম্বলীতে এবং পার্লামেন্টে যে সেই ফাঁকি দেয়া ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপারে গভর্নমেন্টের হাত কেন কাঁপবে —সে ব্যাপারে কেন সত্য তথ্য তো ওদিকের কোন বক্তা রাখতে পারলেন না। অনেক দরদের কথা আমরা শুনেছি এবং শংকরদাসবাবুর মুখ থেকে শুনলাম, ট্যাক্স বসাবার জন্য তিনি নাকি আরো কিছুদিন মিনিষ্টার থাকছেন—মোটামুটি এই আন্দাজটুকু আমি করতে পারলাম কিন্তু আমার বেশী বলার সময় নেই, সোজা কথা যেটা, সেটা হল এই যে আজকে আমরা জানি যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে, ভাল বক্তৃতা দেয়ার জোরে চাষী, মজুর এবং দরিদ্র মানুষের কথা চেপে দেয়া যায় কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই ও পক্ষের যিনি মার্জিত রুচি দিয়ে ভাল কথা বলতে পারেন, যিনি প্রচুর টাকার মালিক সেই শংকরদাস বাবুর মত মানুষ, যিনি এক সময়ে এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন,

I do not think of my income, I only think of my income-tax.

তিনি জেনে রাখুন সংখ্যাগরিষ্ঠতা চিরকাল চলে না। টার্কিতে একটা গভর্ণমেণ্ট ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠতাও ছিল একটা দলের কিন্তু সেখানকার সভারেন পিপল্ তা উল্টে দিয়েছে। আজকে যদি প্রয়োজন হয় বাংলাদেশের জনসাধারণও সেই পথ নিয়ে তাদের নিজেদের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করবেই করবে—এই কথা বলেই আমি শেষ করছি।

The motion of Shri Shambhu Gopal Das that in view of the failure of the Government to check the ever-increasing prices of essential commodities, and

In view of much hardship caused to common people due to the taxation policy of the Government.

This Assembly is of opinion that the State Government should take immediate steps to hold the price line and amend the taxation policy of the State and suggest similar measures to the Government of India for changing its taxation policy,

was then put and a division taken with the following results :—

NOES—102

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdul Gafur, Shri
Abdul Latif, Shri
Abdullah, Shri S M.
Abul Hashem, Shri
Ahamed Ali Mufti, Shri
Ashadulla Choudhury, Shri
Bankura, Shri Aditya Kumar
Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerjee, Shrimati Maya
Banerji, The Hon'ble Sankardas

Basu, Shri Abani Kumar
Bauri, Shri Nepal
Bazlur Rahaman Dargapuri, Moulana
Beri, Shri Daya Ram
Bhattacharyya, Shri Bejoy Krishna
Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Hrishikesh
Chakravartty, Shri Jnantosh
Chatterjee, Shri Mukti Pada
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Das, Shri Abanti Kumar
Das, Dr. Kanai Lal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radhanath
Das, Shrimati Santi
Das Adhikary, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Das Gupa, Dr. Susil
Dey, Shri Kanai Lall
Dhar, Shrimati Charu Shila
Dutta, Shri Asoke Krishna
Dutta, Shrimati Sudha Rani
Fazlur Rahman, The Hon'ble S M
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Guha, The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar
Hansda, Shri Debnath
Hansdah, Shri Bhusan
Hazra, Shri Parbati Charan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Prabir Chandra
Joynal Abedin, Shri
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Lutfal Haque, Shri
Mahammed Giasuddin, Shri

Mahanty, The Hon'ble Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Maitra, Shri Anil
Maiti, The Hon'ble Abha
Majhi, Shri Budhan
Mandal, Shri Krishna Prasad
Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mitra, Dr. Gopikaranjan
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shrimati Santilata
Mookherjee, Shri Naresh Nath
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, Shri Santosh Kumar
Mukherjee, Shri Shankar Lal
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Probhakar
Pandit, Shri Krishna Pada
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Tarapada
Ray, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Gonesh Prosad
Roy, Dr. Indrajit
Roy, Shri Pranab Prosad
Roy, Shri Tarapada
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saren, Shri Mangal Chandra
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sen, The Hon'ble Bijesh Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shamsuddin Ahmed, Shri
Shamsul Bari, Shri Syed
Singhadeo, Shri Raj Rajeswari Prosad
Singhadeo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Kumar Jagadish Chandra

Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tushar
Ziaul Haque, Shri Md.

AYES—26

Abul Mansur Habibullah, Shri Syed
Bagdi, Shri Lakhan
Baksi, Shri Monoranjan
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basunia, Shri Sunil
Besterwitch, Shri A. H.
Bhattacharya, Dr. Kanai Lal
Bhattacharyya, Dr. Aboni
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Nikhil
Das, Shri Shambhu Gopal
Ghosh, Shri Deb Saran
Ghosh, Shri Sambhu Charan
Guha, Shri Kamal Kanti
Hazra, Shri Monoranjan
Kundu, Shri Gour Chandra
Mandal, Shri Adwaita
Mandal, Shri Siddheswar
Mitra, Shrimati Ila
Murmu, Shri Nathaniel
Roy, Shri Bijoy Kumar
Roy, Dr. Narayan Chandra
Roy Pradhan, Shri Amarendra
Saha, Shri Abhoy Pada
Thakur, Shri Shreemohan

The Ayes being 26 and the Noes 102, the motion was lost.

Prorogation

Mr. Speaker: Honourable members, I have it from the Governor that in exercise of the power conferred by article 174(2)(a) of the Constitution, the Governor has been pleased to direct that the Assembly shall stand prorogued this day at the conclusion of the day's sitting. The House stands prorogued accordingly.

(The House was prorogued at 5.22 p.m.)

Index to the

West Bengal Legislative Assembly Proceedings

(Official Report)

Vol. XXXVI—No. 3—Thirty-Sixth Session (July-September, 1963)

(The 27th, 28th, 29th, 30th August, 1963 and 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th September, 1963)

[(Q) Stands for Question.]

Abdul Latif, Shri

Minority Commission (Q) : p 20

Tubewells of Berhampur Sadar subdivision, Murshidabad (Q.): p 215.

Abul Mansur Habibullah, Shri Syed

Government loan to Co-operative Societies of Kalna subdivision (Q.): p. 717.

Adhikary, Shri Sailendra Nath

Building contract for the construction of schools and institutions under Education Directorate (Q.). p 545

Deep-sea Fishing Scheme (Q) p 73

Proposal for opening M Sc Classes in Darjeeling Govt College (Q.): p. 535

Sachdev Committee's Report (Q) p 536

Suicide cases during 1962-63 (Q) p 571

Ad-hoc Committee

Of Nabagram Junior School, Murshidabad (Q): p 691.

Agriculture and Group Loan

Collection of—in Tufanganj subdivision (Q) p 29.

Agricultural Co-operative Societies

In Murshidabad district (Q) p 401

Agricultural Labour of Howrah district (Q.): p. 664.

Agricultural Workers

Promotion of—(Q.) p. 21

Ahmed Ali Mufti, Shri

Number of Engineering College, Polytechnics and Industrial Training Institutes in Calcutta, 24 Parganas and Howrah (Q.): p. 482.

Airconditioning rooms
Expenditure for—(Q.): p. 573.

Alipore Zoo
Killing of a mahout and an elephant of—(Q.): p 449.

Amdarbar of the Chief Minister (Q.):
p. 13.

Anchal and Gram Panchayat
Constitution of— in Burdwan district (Q.): p. 692.

Arrests
Made in connection with black-marketing and profiteering (Q.): p. 363.

Asansol Development Board (Q.):
p. 376.

Awards
Implementation of—of Steel Wage Board in the Indian Iron and Steel Company (Q.): p 193

Bagjola Canal (Q.):
p. 192, 268

Baidyabati Municipality
Wages to the workers of —(Q.). p 483

Bakshi, Shri Manoranjan
Constitution of Anchal and Gram Panchayat in Burdwan district (Q.): p. 692.
M R Shops of Burdwan district (Q.): p. 692.
Paratal Union Co-operative Agricultural Credit Society Ltd. (Q.): p. 552.
Proposal for appointing local registered doctors in the Health Centres (Q.): p. 394.
Proposal for a Mining College at Raniganj (Q.): p. 559.
Scarcity of spirit (Q.): p. 83.
Theft of idols (Q.): p. 366.
Theft of image of the goddess "Shibakshya Debi" from the village Amarargarh in Burdwan district (Q.): p. 675.
West Bengal Citizens' Committee (Q.): p. 394.
The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : p. 115.

Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit
The West Bengal Warehouses Bill, 1963: pp. 44-45, 120-122, 124, 126, 131, 137, 139, 142, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 227, 228, 229, 230, 325, 340.

anerjee, Shri Bejoy Kumar

Crafts grant to Shibloon Ashutosh Chatterjee Junior High School (Q.): p. 569.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963 : pp 599, 616

Non-official Resolution on abolition of Deep-sea Fishing Scheme : p 239.

Non-official resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of essential commodities p 740

Purchase and use of the Ex-Zamindar's House of Lalgola, Murshidabad (Q.): p. 718.

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 : p. 434.

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963: p. 347.

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 pp 54-55, 331.

anerjee, Shri Gopal

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 pp 115-118

anerjee, Shri Jaharlal

Non-official Resolution on abolition of Deep-sea Fishing Scheme: p 252

The Bengal Finance (Sales Tax) (Second Amendment) Bill 1963 pp 40-41, 42-44

Non-official resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of essential commodities p 760

asu, Shri Abani Kumar

Agricultural labour of Howrah district (Q) p 664

Area of fallow lands in Howrah district (Q) p 187

Bustee-dwellers (Q)· p 262

Champa Khal Re-excavation Scheme (Q) p 410.

Construction of new wooden bridge for Mahespur Ferry Ghat (Q.): p 410.

C.V.R. Scheme and M.V.R. and C.R F Schemes (Q.). p. 577.

Electrical energy (Q.): p 548

Electrification of rural areas in Uluberia subdivision (Q.): p. 412.

Industrial Estate (Q.): p. 551

Maintenance of river embankments (Q) p 81

New pay-scale of Secondary School teachers (Q.): p. 546.

New roads and bridges under the Third Five-Year Plan for Howrah district (Q) : p. 711.

Non-official Resolution on abolition of Deep-sea Fishing Scheme p. 248.

Non-official Resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of the essential commodities: p. 745.

Proposal for donation of lands to the Jawans: (Q.): p. 81.

Basu, Shri Abani Kumar

Rent remission (Q) : p. 272.

Repair of a sluice and construction of foot bridges and cart bridges (Q) : p. 41.

Retrenchment of some employees of Land and Land Revenue Department (Q.): p. 387.

Sanctioning a third subsidiary health centre in a Block area (Q) p. 577.

Scheme for Intensive Development of Cattle in Howrah district (Q) p. 574.

Setting up of Technical Schools and Polytechnics (Q.): p. 665.

Thanawise distressed fishermen in Howrah district (Q) : p. 410.

Thanawise fish production in Howrah district (Q): p 685.

Total number of intermediaries in Howrah district (Q.): p. 574.

Total number of active tubewells, etc., in West Bengal (Q.): p 576

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963: p. 505

Basu, Shri Amarendra Nath

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 : p. 497

Basu, Shri Debi Prosad

Government "Khas Dakhal" in Nadia district (Q.) : p 296

Inferior staff of the State Government (Q) : p. 450.

Non-official Resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of the essential commodities : p 754.

Relief for low-paid State Government employees (Q) : p 451.

Basu, Shri Hemanta Kumar

Demand of classification of food movement prisoners as political prisoners in the jails and walk out by the opposition members in protest : p. 222.

Non-official Resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of essential commodities : p. 734.

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 : p. 425.

Basunia, Shri Sunil

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 p. 120

Bazlur Rahaman Dargapuri, Maulana

Non-official Resolution on abolition of Deep-sea Fishing Scheme : p. 241.

Beruli High School

Particulars of the property—Murshidabad (Q) : p. 690.

Besterwitch, Shri A. H.

Powerloom Co-operative Societies in each district of North Bengal (Q) : p. 487.

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963 : p. 345.

INDEX

Bhaduri, Shri Panchugopal

Dismissal of workers of Messrs. Alkali and Chemical Corporation of India Ltd. (Q.) : p. 183.

Puja Bonus to industrial workers : p 108

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : pp. 109-110

Bhattacharjee, Shri Nani

Demand of classification of food movement prisoners in the jails and walk out by the opposition members in protest : p 223.

Half-an-hour discussion on Starred Question No. 325 : p 415.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963 : p. 614.

Non-official Resolution on abolition of Deep-sea Fishing Scheme : p. 253.

Supply of rice from Ration Shops : p 225.

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 . pp 443, 516, 527, 530, 532.

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 . p 328

Bhattacharya, Dr. Abani

Seizure of a truck loaded with Sugar at the Darakeswar river ghat (Q.) : p. 393.

Bhattacharyya, Dr. Kanai Lal

Demand of classification of food movement prisoners as political prisoners in the jails and walk out by the opposition members in protest : p. 224

Government College of Arts and Crafts, Calcutta (Q) p 564.

Labour dispute in the Messrs. Sur Enamel and Stamping Works (P) Ltd (Q.) : p. 181.

Non-official Resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of the essential commodities : p 752.

Bhattacharyya, Shri Mrigendra

J.L.R.O. Office in West Bengal (Q) p 35.

Monthly allowance to political workers of Ghatal Subdivision, Midnapore (Q.) : p. 26.

Part-time services of some Government Officers: p 412.

Bidi Factory

Lock out in— : p. 641.

Bidi Industry

Industrial dispute in the—of Dhulion-Awrangabad areas (Q) : p. 174.

Bill(s)

The Bengal Finance (Sales Tax) (Second Amendment)—, 1963 : pp. 40-44.

Bill(s)—Concld.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment)—, 1963 : pp. 597-623.

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 pp. 420, 497-534.

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963 : p. 342.

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : pp. 44-69, 109-156, 225, 227, 325.

Birla Jute Manufacturing Co. Ltd.,

Strike in—: p. 646.

Block Development Office Buildings

And Staff Quarters for Ranaghat Block Nos. I and II (Q) : p. 181

Brahmapur Government Colony (Q) : p. 169.

Bricks

Unauthorised sale of—at Kaligram and Govindapura, Maldah (Q) p. 681.

Brickfields

License of—on either side of the Hooghly (Q) : p. 167.

Brickfields in West Bengal (Q) :

p. 682.

Bridge(s)

Construction of new wooden—for Mahespur Ferry Ghat (Q.) : p. 410

On the Damodar near Burdwan-Sadarghat (Q): p 681.

Budget

Of certain Gram and Anchal Panchayats in the district of Murshidabad (Q) : p. 666.

"Build Your Own House Scheme" in Saktipur Block No. II (Q) :

p. 630.

Building Contract

For the construction of schools and institutions under Education Directorate (Q.) : p. 545.

Burnpur ISCO Factory

Workers of— (Q.) : p. 579.

Bus and Rickshaw Stands at Contai (Q) :

pp. 79, 463.

Bus Route(s)

License in Murshidabad district (Q.) : p. 673.

Proposal for a — from Dum Dum to Dalhousie Square (Q.) : p. 89.

In Midnapore district (Q.) : p. 479.

From Midnapore to Dheruaghat, Midnapore (Q.) : p. 690.

Bustees-dwellers (Q) :
p. 262.

Calcutta Circular Railway Line (Q) :
p. 88.

Calling Attention

Regarding the alleged killing of five workers of East Barabani Colliery in the district of Burdwan by the owners and the management of the said Colliery : p. 726.

Regarding the collision of a railway engine with a bus at the level crossing in Cossipore Road, Calcutta : p. 221.

Regarding the damage caused by the change of course of the river Torsa : p. 220.

Regarding mismanagement in Kanchrapara T.B Hospital : p. 495.

Regarding non-availability of cement permit in Murshidabad district: p. 325.

Regarding non-supply of rice at Cooch Behar : p. 725.

Regarding police firing on the 2nd September, 1963, at village Khandua, police-station Raghunathganj, district Murshidabad : p. 727.

Regarding relief measures undertaken by Government in the flood-affected areas of North Bengal districts : p. 220.

Regarding rise of the river Ganges and the Bhagirathi : p. 595.

Regarding sinking and re-sinking of tubewells : pp. 37-39.

Cattle

Scheme for Intensive Development of- in Howrah district (Q) : p. 574.

Cement

Alloted for Kandi subdivision, Murshidabad (Q) : p. 103

Central Co-Operative and Mortgage Banks in Burdwan district (Q) :
p. 36.

Central Sericultural Research Section, Berhampore (Q) :
p. 28.

Chair

Observation from—on moving of consequential amendment : p. 527.

Chakraborty, Shri Haridas

Audit Report of Hindusthan Cable Employees' Co-operative Society, Burdwan (Q) : 494.

Fair price shops in police-stations Salanpur and Barabani of Burdwan district (Q) : p. 484.

Hindusthan Cable Employees' Co-operative Society, Burdwan (Q): p. 493.

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : pp. 61-63.

Chattopadhyay, Shri Brindaban
Development work of Nehru Colony at Serampur (Q) : p. 301.
Electrification in Balagarh police-station, Hooghly (Q) : p. 160.
"Jabar-Dakhal Colony" at Serampore (Q) : p. 165.

Chattoraj, Dr. Radhanath
Gold-artisans of Birbhum district (Q) : p. 650.
Lavpur-Langalhata and Surul Ganntia Road in Birbhum district (Q) : p. 570.

Chest Clinic
Proposal for a—at Aurangabad (Q) : p. 20.

Cholera and pox
Death from—in Murshidabad district (Q) : p. 104.

Cholera, small-pox and typhoid
Persons affected by—in Calcutta, Howrah and Murshidabad (Q) : p. 163.

Choubey, Shri Narayan
Food target (Q) : p. 392.
Labour dispute in the S.E. Railway Urban Bank Ltd. (Q) : p. 179.
Prices of the essential commodities (Q) p. 378.
Prospecting for oil in West Bengal (Q) : p. 561
Strike in the E.M.C Factory (Q) : p 637

Chowdhury, Shri Birendra Nath
Derelict tubewells in Sadar subdivision of Hooghly district (Q) : p. 373.
Proposal for opening branch office of D.V.C at Hooghly (Q) : p. 271.

Cinemas
Particulars of—in Murshidabad district (Q) : p. 573.

Cinema Industry
Workers of—(Q) : p. 203.

Citizens' Committee
In West Bengal (Q) : p. 164.
West Bengal—(Q) : p. 394.

Civil Defence Measures (Q) :
p. 386.

Classification of Food Movement Prisoners
Demand of—as political prisoners in the jails and walk out by the opposition members in protest : p. 222.

Collecterate Office
Temporary staff in—(Q) : p. 196.

Coal Dealers
Of Murshidabad district (Q) : p. 305.

Committee

Functions of the Land Distribution Advisory—(Q) : p. 218.

Lalbag Government-sponsored Free Primary School—(Q) : p 706.

Tribal Welfare Advisory—of Murshidabad district (Q) : p. 217.

Co-operative

Transport and Co-operative Multipurpose Societies in Murshidabad district (Q) : p. 204.

Co-operative Agricultural Credit Society Ltd.

Paratal Union—(Q) : p. 552.

Co-operative Multipurpose Society

In Bharatpur police-station, Murshidabad (Q) p 589

Co-operative Society(ies)

Audit Report of Hindusthan Cable Employees', Burdwan (Q) p. 494.

Fishermen's—in West Bengal (Q) : p. 304.

Government Loan to—of Kalna subdivision (Q) . p. 717.

Hindusthan Cable Employees'—, Burdwan (Q). p 493

Lalgola Fishermen's—(Q) · p 319

Powerloom—in each district of North Bengal (Q) · p 487.

Saktipur Marketing—(Q) : p. 565.

Cooper's Camp, Nadia

Refugee families of—(Q) : p. 625.

Cossipore Level Crossing

Accident at the—(Q) p. 108

Cottage Industry Centres

In Moyna police-station, Midnapore (Q) · p 303

Court Hazat

Accommodation of- in Asansol Court (Q) : p 26.

Crimes

In Calcutta, Howrah and 24 Parganas (Q) : p. 476.

Committed in Goalpara Colony (Q) : p. 11.

Culvert

On road in Midnapore police-station (Q) : p. 99.

C.V.R. Scheme and M.V.R. and C.R.F. Schemes (Q): p. 577.

Darjeeling Government College

Proposal for opening M.Sc. classes in—(Q) : p. 535.

Das, Shri Anadi

Non-official Resolution on abolition of Deep-sea Fishing Scheme : p. 244.

Das, Shri Anadi—Concld.

Non-official resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of the essential commodities : p. 743.

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963 : p. 347.

Das, Shri Ananga Mohan

Bus routes in Midnapore district (Q) : p. 479.

Construction of roads under C.V.R and M.V.R Schemes p. 261.

Cottage Industry Centres in Moyna police-station, Midnapore (Q) : p. 303.

Damage to Shyampur circuit embankment, Midnapore (Q) : p. 303.

Development Block in Pingla police-station (Q) : p. 481.

Government grant to Moyna Girls' School (Q) : p. 541.

Hospitals in the district of Midnapore (Q) : p. 397.

Introduction of Honours Courses in Narendralal Khan College, Midnapore (Q) : p. 475.

Japanese system of paddy cultivation in Pingla police-station, Midnapore (Q) . p. 293.

Kunjapur Hat-Khirai River Canal Scheme in Midnapore district (Q) : p 400

N.E.S Block in Moyna police-station (Q) : p 479.

Non-Government Jail Visitors in the district of Midnapore (Q) : p. 707.

Number of theft and dacoity cases in Midnapore district (Q) : p. 315.

Relief Committees in Midnapore district (Q) : p. 315.

Revisional Settlement in Moyna police-station, Midnapore (Q) : p. 164.

T.B. Patients (Q) : p. 2.

The West Bengal Homoeopathic System of Midicine Bill, 1963 : pp. 436, 529.

Das, Shri Gobardhan

Vested lands at Mallarpur union in Birbhum district (Q) : p. 160.

Das, Shri Nikhil

Amdarbar of the Chief Minister (Q) : p. 13.

The Bengal Finance (Sales Tax) (Second Amendment) Bill, 1963 : pp. 41-42.

Demand of classification of food movement prisoners as political prisoners in the jails and walk out by the opposition members in protest : p. 224.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963 : p. 603.

Jute-production in 1962 (Q) p. 18.

Minimum price of rice (Q) : p. 20.

Non-official resolution on abolition of Deep-sea Fishing Scheme : p. 236.

Non-official resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of the essential commodities : p. 747.

Refugee families residing in the houses deserted by the Muslims (Q) : p. 170.

Das, Shri Nikhil—Concld.

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 pp. 506, 521.

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Election) Repealing Bill, 1963 : p. 356.

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : pp. 112-115, 141-142.

Das, Shri Sambhu Gopal

Cement allotted for Kandi subdivision, Murshidabad (Q) : p 103.

Death from chlolera and pox in Murshidabad district (Q) : p. 104.

Death of one Gorachand Bairagi in Murshidabad district (Q) · p 103.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963 : p. 605.

Non-official resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of essential commodities : p 728.

Sinking of tubewells under R.W S Programme in Murshidabad district (Q) : p. 103.

Das, Shri Sudhir Chandra

Bus and rickshaw stand at Contai (Q) pp 79, 463

Fishermen's Co-operative Societies in West Bengal (Q) p 304

Latrines for Digha passengers (Q) : p 12

Rickshaw licence fees in municipal areas (Q) p 89

Das Gupta, Shri Sunil

Supply of rice from ration shops : p. 225.

Das Mahapatra, Shri Balai Lal

Non-official resolution on abolition of Deep-sea Fishing Scheme : p 246

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 : p. 431.

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963 : p. 346.

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 pp. 49-51, 124-125, 129-130, 140, 154-155, 331.

Deep Tube-wells

Under Bistupur police-station (Q) : p. 474.

Deep-sea Fishing Scheme (Q) :

pp. 71, 73.

Development Block

In Pingla police-station (Q) · p. 481.

Dey, Shri Jiban Krishna

Agricultural and Croup Loan in Tufanganj subdivision (Q) : p. 681.

Collection of Agriculture and Group Loan in Tufanganj subdivision (Q) : p. 29.

Victoria College, Cooch Behar (Q) : p. 569.

Dey, Shri Tarapada

Government grant to schools (Q) : p. 555.

Morning classes of the primary schools of Bally Union (Q) : p. 566.

Number of employees in Food Department (Q) : p. 92

Roads construction under First, Second and Third Five-Year Plans in Howrah district (Q) : p. 197.

Sub-Inspector of schools, Jagatballavpore circle (Q) : 564.

Dhakeswari Cotton Mills

Under Hirapur police-station (Q) : p 580.

Dhara, Shri Susil Kumar

Proposal for alloting rent-free lands to the Jawans (Q) : p. 79.

Remission of rent for certain categories of land-holders (Q) : p 461.

Dhibar, Shri Radhika

Deep tube-wells under Bishnupur subdivision (Q) : p. 474.

Distribution of G.R. in Bishnupur (Q) : p. 108.

The Gold artisans of Bishnupur, Bankura (Q) : p. 159.

Gold artisans of Bishnupur (Q) : p. 487.

Special grant to primary school teachers (Q) : p. 196.

Digha Passengers

Latrines for—(Q) : p. 12.

Discovery

In the valley of Kanshabati river, Midnapore (Q) : p. 161.

Distribution of G.R. in Bishnupur (Q) :

p. 108.

District School Board, Murshidabad

Reconstruction of—(Q) : p 687

Divisions

pp. 122-123, 132-134, 142-147, 259, 359, 514, 523, 619, 766.

Dum Dum Motijhil Collage (Q) :

p. 567.

Durgacharan Rakshit Banga Vidyalaya and Chandernagar Banga Vidyalaya

(Q) : p. 567.

Dutt, Shri Ramendra Nath

Schemes for construction of embankments in West Dinajpur district (Q) : p. 34.

D.V.C.

Proposal for opening branch office of—at Hooghly (Q) : p. 271.

Election

Of Hooghly-Chinsurah Municipality (Q) : p. 179.

Electrical Energy (Q) :

p. 548.

Electricity
Supply of—at Jalpaiguri town (Q) : p. 194.

Electrification
—in Balagarh police-station, Hooghly (Q) : p. 160.

Electrification of rural areas in Uluberia subidivision (Q) : p. 412.

Embankments
Schemes for construction of—in West Dinajpur district (Q) : p. 34.

E. M. C. Factory
Strike in—: p. 637.

Emergency
Economy measures during the—(Q) : p. 104

Employees
Number of—in Food Department (Q) : p. 92

Employment Exchange Officer
Number of unemployed persons registered in—(Q) : p. 320.

Engineering Colleges
Polytechnics and Industrial Training Industries in Calcutta, 24-Parganas and Howrah Number of—(Q) : p. 482

Essential Commodities
Prices of—(Q) : p. 378.

Excise Shops
In Calcutta and other districts of West Bengal (Q) : p. 581.

Ex-Zamindar's House
Purchase and use of the—of Lalgola, Murshidabad (Q) : p. 718.

Fair Price Shops
In police-stations Salanpur and Barabani of Burdwan district (Q) : p. 484.

Fallow Lands
Area of—in Howrah district (Q) : p. 687.

Fertiliser
Used in each Thana Farm in Murshidabad district (Q) : p. 660

Filtered Water
Supply of—at Lalbagh (Q) : p. 1.

Fire Services Department
Duty hours for employees of the—(Q) : p. 96.

Fire Service Station
In Murshidabad district (Q) : p. 35.

Fish

Price of—(Q): p. 86.

Thanawise—production in Howrah district (Q) : p. 685.

Fishermen

Thanawise—distressed—in Howrah district (Q) : p. 410.

Food Production

Schemes for increase of—in Malda district (Q): p 22

Food stock in Murshidabad district (Q) :

p. 216.

Food target (Q) :

p. 392.

Foot bridges and Cart bridges

Repair of a sluice and construction of—(Q) : p 411.

Forest areas

Districtwise—in West Bengal (Q) : p. 704.

Free Primary Education

Compulsory—in Burdwan district (Q): p. 570.

Ganja (Q) :

p. 676.

Ganja, Wine, etc.

Seizure of unauthorised—(Q). p. 705

Ghosh, The Hon'ble Ashutosh

Statement made on the calling attention notice given by Shri Kamal Kanti Guha: p. 221.

Ghosh, Shri Debsaran

"Build Your Own House Scheme" in Saktipur Block No. 11 (Q): p. 630.

Central Sericultural Research Section, Berhampore (Q): p. 28.

Health Centre at Mahula (Q): p 385.

Saktipur Marketing Co-operative Society (Q): p. 565.

The West Bengal Warehouses Bill, 1963: pp. 49, 138, 140-141, 150.

Ghosh, Shri Sambhu Charan

Alleged gift by the Board of Trustees, Calcutta Museum, to foreign countries (Q): p. 563.

Deep-Sea Fishing Scheme (Q): p. 71.

Discovery in the valley of Kansabati river, Midnapore (Q) : p. 161.

Government Arts and Crafts College in Calcutta (Q): p. 563.

Tagore Society of Calcutta (Q): p. 35.

Theft of idols from Hooghly-Chinsurah (Q) : p. 161.

Gift

Alleged—by the Board of Trustees, Calcutta Museum, to foreign countries (Q): p. 563.

Colam Yazdani, Dr.

Posting of a Police Camp in the Chanchal Higher Secondary School building of Malda district (Q). p. 198

Unauthorised sale of bricks at Kaligram and Govindapara, Malda (Q): p. 681.

Cold artisans

Of Birbhum district (Q). p. 650.

Bishnupur, Bankura (Q): p. 159.

Of Bishnupur (Q) p 1487

Cash doles to the—families in Murshidabad district (Q): p 217.

Gorachand Bairagi

Death of one—in Murshidabad district (Q) p 103

Covernment aids

For scheduled and tribal students under Nalhati police-station, Birbhum (Q). p. 33

Covernment Arts and Crafts College in Calcutta (Q):

pp 563, 564

Covernment employees

Districtwise— p 676

Covernment Officers

Part-time services of some—(Q) p 412

Covernment Refugee Colony

Maintenance grant for Begampur—(Q) p 168

Covernment requisitioned properties

In Murshidabad district (Q) p 593.

Cramdan

In Murshidabad district (Q) p 78.

"Crant Hall at Berhampore" (Q):

p. 686.

Crant-in-aid

To Sonarkundu S. P. Junior High School (Q). p. 23

Cratuitous relief

Complaint in Amta Block II, Howrah (Q): p 409.

Cuha, Shri Kamal Kanti

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963: p. 598.

Non-official Resolution on abolition of Deep-Sea Fishing Scheme: pp. 230, 256.

Procession by Deputy Ministers and Ministers of State: p. 447.

Supply of Rice from Ration Shops: p. 225.

Guha, Shri Kamal Kanti—Concld.

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963: p. 344.

The West Bengal Warehouses Bill, 1963. pp. 55-58, 126, 135-136.

Guha, The Hon'ble Dr. Prabodh Kumar

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963: pp. 597, 617.

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 : pp. 497, 508, 509, 510, 513, 518, 519, 522

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963: p. 420.

Gumani River (Q): p. 271.

Haldar, Shri Hrishikesh

Election of members of 24-Parganas District School Board (Q): p 573.

Union Relief Committee (Q): p. 219.

Half-an-hour discussion on starred question No. 325:

p. 413.

Handicrafts, Madur Silpa and Soap-making Societies of Murshidabad district (Q) :

p. 670.

Hansda, Shri Jaleswar

Distribution of paddy seeds in Bankura district (Q): p 484.

Lump grant to the Puddy Anchal Panchayat under police-station Ranibundh, Bankura (Q): p. 683.

Proposed shifting of Pareshnath Primary School, Bankura (Q): p 682.

Pump irrigation in police-stations Khatra, Raipur and Ranibundh (Q): p. 165.

Residence for the M. L. A'.s in Calcutta (Q): p. 262.

Hazra, Shri Monoranjan

Accident at the Cossipore Level Crossing: p. 108.

Election of Konnagar and Kotrang Municipalities (Q): p. 198.

Half-an-hour discussion on starred question No 325: p. 414.

Uttarpara Public Library (Q): p. 566.

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 : p. 439.

The West Bengal Warehouses Bill, 1963: pp. 58-59, 125, 130-131, 136-137, 139, 141, 227, 229 and 339.

Health Centre(s)

Chourigacha Union—Murshidabad (Q): p. 689.

Districtwise double-bedded—in West Bengal (Q) : p. 204.

Infectious beds in Chourigacha—(Q): p. 689.

At Mahula (Q): p. 385.

Proposal for appointing local registered doctors in the—(Q): p. 394.

At Salar, Murshidabad (Q): p. 216.

Sanctioning a third subsidiary—in a Block area (Q): p. 577.

Sites for subsidiary—in Falakata police-station (Q): p. 676.

High School(s)

At Gurapasla and Panchgram in Murshidabad district (Q): p. 666.

Higher Secondary Schools

In Nadia District (Q): p. 486.

Home Guards in West Bengal (Q).

p. 301.

Honours Classes

In the K. N. College, Berhampore (Q). p. 160.

In the Colleges in Murshidabad district (Q): p. 665

Hooghly Mohsin College (Q):

p. 282

Hospital

Allowances to the employees of the Infectious Diseases—at Beliaghata, Calcutta (Q) p. 162

In the district of Midnapore (Q) p. 397

Ranaghat A. G.—(Q) p. 15

Ranaghat Subdivisional—(Q) p. 669

House at Chandernagore

Acquisition of a (Q) p. 279

Idols

Theft of—from Hooghly-Chinsurah (Q) p. 161

Indian Iron & Steel Company

Works Committee in the workshops of the—(Q) p. 194

Industrial Estates (Q)

p. 551

Industries

Proposal for setting up—in Murshidabad district (Q): p. 562.

Interim Water Supply Scheme

Midnapore—(Q): p. 99

Intermediaries

Total number of—in Howrah district (Q) p. 574

"Jabar-Dakhal Colony"

At Serampore (Q). p. 165

Jahangir Kabir, Shri

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 p. 55.

Jail Visitors

Non-Government—in the District of Midnapore (Q) p. 707.

Jalan, The Hon'ble Iswar Das

Laying of order No. 2 of the Delimitation Commission p. 426.

Jana, Shri Mrityunjoy

Test relief work done in Midnapore district (Q): p. 198.

J. L. R. O. Office
In West Bengal (Q): p. 35.

Josse, Shri L. R.
Civil Defence Measures (Q): p. 386.
Hand-made paper industry at Dumra Busti (Q): p. 565

Jaynal Abedin, Shri
Non-official Resolution on abolition of Deep-Sea Fishing Scheme p. 255.
Statement made on the Calling Attention notice given by Shri Sanat Kumar Raha. pp. 37-39.

Junior Basic Training Colleges in Midnapore District (Q):
p. 677.

Jute (Q):
p. 282

Jute-production in 1962 (Q)
p. 18.

Kandi-Salar Road (Q)
p. 266.

Kerosene Oil
Consumed in Hooghly A. G. Hospital (Q) p. 706

Keshab Academy (Q)
p. 187

"Khas Dakhal"
Government in Nadia district (Q) p. 296

Kiriteswari Temple (Q)
p. 78

Kisku, Shri Mangla
Vested lands in West Dinajpur (Q) p. 279

Kuiry, Shri Daman
Construction of wells (Q) p. 723
Test relief works in Baghmundi, Arsa and Jhalda police-stations (Q): p. 649.

Kundu, Shri Gour Chandra
Age relaxation for the refugees for Government Service (Q): p. 633.
Block Development Office Buildings and Staff Quarters for Ranaghat Block Nos. I and II (Q): p. 181.
The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963: p. 615.
"Khadi O Samajseba Sangha" at Taherpur Colony in Nadia district (Q): p. 579.
Loans to refugee families of Ranaghat subdivision (Q): p. 627.
Loans for the Refugees of Nasra Colony in Nadia district (Q): p. 90.
National Highway from Ranaghat to Krishnagore (Q): p. 591.

Kundu, Shri Cour Chandra concld
Non-official resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of the essential commodities, p. 756.
Ranaghat A. G. Hospital (Q) p. 15
Ranaghat College (Q): p. 563
Ranaghat Subdivisional Hospital (Q) p. 669
Refugee families of Cooper's Camp, Nadia (Q) p. 625
The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963 p. 350
The West Bengal Warehouses Bill 1963 pp. 51-54
The West Bengal Warehouses Bill, 1963 p. 325

Kunjapur Hat-Khirat River Scheme in Midnapore district (Q)
p. 400.

Labour dispute
In the S. E. Railway Urban Bank Ltd. (Q) p. 169
In the Messrs. Sur Enamel and Stamping Works (P.) Ltd. (Q) p. 181

Lady Members
In Gram-Sabha and Anchal Panchayats (Q) p. 718

Lalgola Fishermen's Society (Q)
p. 717

Lands
Proposal for allotting rent-free to the Jawans (Q) p. 79
Proposal for donation of — to the Jawans (Q) p. 81
Vested—in Berhampur police-station (Q) p. 671
Vested—of Jalangi police-station (Q) p. 652
Vested—at Mallarpur union in Birbhum district (Q) p. 160
Vested—at Radhaballavpur Mauza under [illegible] Ramnagore police-station (Q) p. 670
Vested—of Ramnagore police-station in Murshidabad district (Q) p. 672.
Vested—in West Dinajpur (Q) p. 279

Land and Land Revenue Department
Retrenchment of some employees of (Q) p. 387

Laying of
Order No. 2 of the Delimitation Commission p. 120

Leave of Members
p. 727.

Lift Irrigation Scheme
In Burdwan district (Q): p. 28

Livestock
Number of different categories of—(Q) p. 714

Loan
Agricultural and Group—in Tufanganj subdivision (Q) : p. 681

Loan—concld.

Cattle purchasing and fertiliser—in Burdwan district (Q) : p. 157.

Package Programme—in Bhater and Ausgram Blocks, Burdwan (Q) p. 27.

For the refugees of Nasra Colony in Nadia district (Q) : p. 90.

To refugee families of Ranaghat subdivision (Q) : p 627.

Sanctioned—from Block Development Officers of Murshidabad (Q) p. 478.

Lutfal Haque, Shri

Industrial dispute in the Bidi industry of Dhulian-Aurangabad area (Q) : p. 174.

Industrial dispute in the Mrinalini Bidi Manufacturing Company Privat Ltd. (Q) : p. 174.

Proposal for a Chest Clinic at Aurangabad (Q) : p. 20

Sinking and re-sinking of tube-wells at Suti (Q) : p. 20.

Mahanti, The Hon'ble Charu Chandra

Statement made on the calling attention notice given by Shri Birendr Narayan Ray : p. 325.

Mahata, Shri Debendra Nath

Office buildings for District Inspector of Schools and District Superin tendent of Education, Purulia district (Q) . p 568

School Board for Purulia district (Q) : p 568

Mahato, Shri Girish

Non-official resolution on the failure of the Government to check th ever-increasing prices of the essential commodities . p 742

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 p 439

Mahato, Shri Surendra Nath

Vested lands under Jhargram subdivision (Q) p 165

Maintenance Allowance

For the sons of two detainees (Q) . p. 90

Maitra, Shri Birendra Kumar

Admissions of students into the R G. Kar Medical College, Calcutta (Q) p. 389.

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963 : p. 349

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : pp 65, 66

Maitra, Shri Kashi Kanta

Demand of classification of food movement prisoners as political prisoners in the jails and walk out by the opposition members in protest pp. 222, 224.

Gratuitous relief-complaint in Amta Block II, Howrah (Q): p. 409

Half-an-hour discussion on starred question No. 325 : p. 419.

Non-official resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of essential commodities : p. 736.

Number of vehicles owned by various department:

Pensions of retired personnel of the Oriental Gas Co. Ltd. (Q) : p. 409.

On a point of order : p. 352.

Malaria Eradication
Transport at Murshidabad (Q) : p. 287.

Mandal, Shri Bhakti Bhusan
The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : pp. 47-48

Manindra Mill Ltd.
At Kashimbazar, Murshidabad (Q) : p. 163

Marketing Co-operative Societies
In the district of Burdwan (Q) : p. 92.

Maternity Centres
At Andul and Sankrail, Howrah (Q) : p. 408

Mayna Girls' School
Government grant to—(Q) : p. 541

Mental Hospital
Establishment of a—in Murshidabad district (Q) : p. 29

Message(s)
pp. 37, 219, 323, 724.

Messrs. Alkali and Chemical Corporation India Ltd.
Dismissal of—(Q) : p. 183.

Messrs. Dhakeswari Cotton Mills Ltd. in Burdwan district (Q) :
p. 197.

Messrs. Dhakeswari Cotton Mills Ltd.
Industrial Development loan to—, Burdwan (Q) : p. 706

Messrs. Steel Rolling Mills of Hindusthan Private Ltd., Kidderpore (Q):
p. 671.

Milk-powder
Misappropriation of—in 24-Parganas district (Q) : p. 393

Minority Commission (Q):
p. 20.

Mining College
Proposal for a—at Raniganj (Q) : p. 559

Mitra, Shrimati Ila
Non-official resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of essential commodities : p. 732.
Strike in E.M.C. Factory (Q) : p. 637
Ultadanga Refugee market (Q) : p. 643

Modified Ration Shops
Scheme for villagewise—(Q) : p. 482

Mondal, Shri Dulal Chandra
Dhulagori-Ekbbarpur Road, etc., in Sankrail police-station (Q) : p. 409.
Financial aid for "Prabhu Jagabandhu College" at Andul (Jorehat), Howrah (Q) : p. 664.

Mandal, Shri Dulal Chandra—concld.

Maternity Centres at Andul and Sankrail, Howrah (Q) : p. 408

Scheme for villagewise Modified Ration Shops (Q): p. 482

Tube-wells in Sankrail police-station, Howrah (Q) p. 408

Monthly Allowance to political workers of Ghatal subdivision, Midnapore (Q) p. 26

M. R. Shops

Of Burdwan district (Q) p. 692

At Murshidabad (Q) : p. 318

Mrinalini Bidi Manufacturing Company Private Ltd.

Industrial dispute in the (Q) : p. 174.

Mukherjee, the Hon'ble Ajoy Kumar

Statement on the calling attention notice regarding rise of the river Ganges and the Bhagirathi: p. 595.

Statement made on the calling attention notice given by Shri Sunil Das Gupta : p. 220

Mukherjee, Shri Girija Bhusan

Admission of students into the Presidency College Calcutta (Q) : p. 542

Brickfields in West Bengal (Q) : p. 682.

Districtwise Government employees (Q) p. 676.

Economy measures during the Emergency (Q). p. 104

Election of Hooghly-Chinsurah Municipality (Q) p. 179.

Hoogly Mohsin College (Q) . p. 282

Kerosene oil consumed in Hooghly A.G. Hospital (Q) p. 706

Licence of brickfields on either side of the Hooghly (Q): p. 167.

Primary Schools in the Bighati-Khohsam Union Board (Q) : p. 567

Strike in Birla Jute Manufacturing Co. Ltd. (Q) : p. 646.

Tube-wells in the Baidyabati Municipal area (Q). p. 182

Wages to the workers of Baidyabati Municipality (Q) : p. 483.

Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963 pp. 342, 357, 361-362.

Mukhopadhyay, Shri Bhabani

Acquisition of a house at Chandernagore (Q) : p. 279.

Durgacharan Rakhit Banga Vidyalaya and Chandernagore Banga Vidyalaya (Q) : p. 567.

The Indian Red-Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963 p. 607.

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963 : p. 364.

Municipalities

Election of Konnagar and Kotrung—(Q) p. 198

Mukhopadhyayay, The Hon'ble Purabi

Demand of classification of food movement prisoners in the jails and walk out by the opposition members in protest: p. 223.

Murmu, Shri Nathaniel

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 : p. 429

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : pp. 63-65

Murmu, Shri Nimai Chand

Adult Schools in the Bamul area, Malda (Q) : p. 23.

Districtwise Tribal College Students in West Bengal (Q) : p. 29.

Stipend for the Scheduled Caste Students (Q) : p. 650

Nabagram Thana Library (Q) :

p. 683.

Nabagram Union Board

In Murshidabad district (Q) : p. 305

Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh

Half-an-hour discussion on starred question No. 325 : p. 418.

Narendralal Khan College, Midnapore

Introduction of Honours Courses in—(Q) : p. 475.

Naskar, The Hon'ble Ardhendu Shekhar

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : p. 225

National Defence Fund

Contributions to—(Q) : p. 166.

National Highway

From Ranaghat to Krishnagore (Q) : p. 591

Nawab Bahadur Institution of Murshidabad district (Q) :

p. 563

Nehru Colony

Development of—at Serampore (Q) : p. 301.

N.E.S. Block

In Mayna police-station (Q) : p. 479

Newspapers

In Murshidabad district (Q) : p. 572

Number of publications of the—(Q) : p. 692

Non-official Resolution(s)

pp. 230, 728, 765.

North Salt Lake Reclamation Scheme (Q) :

p. 267.

Nursing Training Centre

In Murshidabad district (Q) : p. 387.

Obituary Reference

To the death of Shri Jagadish Chandra Bhattacharya : p. 166.

Office buildings

For District Inspector of Schools and District Superintendent of Education, Purulia district (Q) : p. 568.

Officers

Gazetted and Non-gazetted—in West Bengal (Q) : p. 580.

Oil

Prospecting for—in West Bengal (Q) : p. 561.

Oriental Gas Co. Ltd.

Pensions of retired personnel of the—(Q): p 409.

Paddy cultivation

Japanese System of—in Pingla police-station, Midnapore (Q) : p. 293.

Paddy Seeds

Distribution of—in Bankura district (Q) p. 484.

Padma river

Jananese System of—in Pingla police-station, Midnapore (Q) : p. 293

Erosion by the—in Murshidabad district (Q) · p. 102.

Pakistan-border areas

Expenditure involved in protecting—of West Bengal (Q) : p 370.

Pal, Shri Bijoy

Asansol Development Board (Q) : p 376.

Dhakeswari Cotton Mills under Hirapur police-station (Q) : p. 580.

Implementation of the awards of Steel Wage Board in the Indian Iron and Steel Company (Q) . p. 193

Relief Committees in Asansol police-station (Q) . p 193

Workers of Burnpur ISCO Factory (Q) p 579.

Works Committee in the workshops of the Indian Iron and Steel Company (Q) : p. 194.

Paper industry

Hand-made—at Dumra Busti (Q) : p 565

Paper Mills

Establishment of—at Murshidabad (Q) : p 281

Pareshnath Primary School

Proposed shifting of—, Bankura (Q) · p 682

24-Parganas District School Board

Election of members of—(Q) : p. 573.

Pay protections of Teachers of city Jubilee U.P. School, Calcutta (Q): p. 26.

Pay-scale(s)

New—of Secondary School Teachers (Q) · p. 546.

Revision of—of Special Cadre Teachers (Q) : p. 475

Pay-scales and Provident Fund Schemes

For the school employees other than teachers (Q) : p 566.

Point of Order

p. 352.

Point of Privilege
pp. 447, 496.

Police Camp
Posting of a—in the Chanchal Higher Secondary School of Malda district (Q) : p. 198.

"Prabhu Jagabandhu College"
Financial aid for—at Andul (Jorehat), Howrah (Q) : p. 664.

Pramanik, Shri Puranjoy
The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : pp. 111-112.

Prosad, Shri Shiromani
Government aids for scheduled and tribal students under Nalhati police-station, Birbhum (Q) : p. 33.
Grant-in-aid to Sonarkundu S. P. Junior High School (Q) : p. 23.
Tap water supply scheme at Nalhati Block I (Q) : p. 104.

Presidency College, Calcutta
Admission of students into—(Q) : p. 542.

Primary Education
Compulsory—in Urban areas (Q) : p. 279.

Primary Schools
In the Bighati-Kholisani Union Board (Q) : p. 567.
Morning class of the—of Bally Union (Q) : p. 565.

Primary School Teachers
Special grant to—(Q) : p. 196.

Prisoners
Different categories of—(Q) : p. 474.
Number of—in different jails of Murshidabad (Q) : p. 162.

Procession
By Deputy Ministers and Minister of State : p. 117.

Prorogation
p. 769.

Provident Fund money
Of Berhampur Municipal employees (Q) : p. 22.

Public Carriers' permits
In the District of Murshidabad (Q) : p. 489.

Publicity Department
Work done by the—in Murshidabad district (Q) : p. 652.

Puddy Anchal Panchayat
Lump grant to the—under police-station Ranibundh, Bankura (Q) : p. 683.

Puja Bonus to Industrial Workers
p. 108.

Pump irrigation

In police-stations Khatra, Raipur and Rambundh (Q) : p. 165

Question(s)

Accommodation of Court Hazat in Asansol Court : p 26

Acquisition of a house at Chandernagore : p. 279

Ad-hoc Committeee of Nabagram Junior School, Murshidabad : p. 691

Admission of Students into the Presidency College, Calcutta : p. 542

Admission of Students into the R. G. Kar Medical College, Calcutta p. 389.

Adult Schools in the Barind area, Malda : p 23.

Age relaxation for the refugees for Government Service : p 633.

Agricultural Co-operative Societies in Murshidabad district p 401

Agricultural and Group Loan in Tufanganj Subdivision : p 681

Agricultural Labour of Howrah district, p 664

Alleged gift by the Board of Trustees, Calcutta Museum, to foreign [illegible] p 563

Alleged starvation death in Jhargram police-station. p 636.

Allowances to the employees of the I D Hospital at Beliaghata, Calcutta p 162

Amdarbar of the Chief Minister p 13

Area of fallow lands in Howrah district p 487

Arrests made in connection with black-marketing and profiteering p. 363.

Asansol Development Board p 376

Audit Report of Hindusthan Cable Employees' Co-operative Society, Burdwan p 494

Bagjola Canal : pp 192, 268.

Block Development Office Buildings and Staff Quarters for Ranaghat Block Nos I and II : p 181.

B[illegible] Colony : p 169.

Brickfields in West Bengal : p. 682

Bridge on the Damodar near Burdwan-Sadarghat : p 681.

B[illegible] of certain Gram and Anchal Panchayats in the district of Murshidabad : p. 666.

"Build Your Own House Scheme" in Saktipur Block No. II : p. 630

Building contract for the construction of schools and institutions under Education Directorate : p. 545.

Bus and Rickshaw stand at Contai : pp. 79, 463.

Bus routes in Midnapore district : p. 479.

Bus-route license in Murshidabad district : p. 673

Bus route from Midnapore to Dheruaghat, Midnapore : p 690

Bustee-dwellers : p. 262.

Calcutta Circular Railway Line : p. 88.

Cash doles to the gold artisan families in Murshidabad district : p 217

Cattle purchasing and fertiliser loans in Burdwan district : p. 157.

Question(s)—contd.

Cement allotted for Kandi subdivision Murshidabad: p. 103
Central Co-operative and Mortgage Banks in Burdwan District: p. 36
Central Sericultural Research Section Berhampore: p. 28
Champa Khal Re-excavation Scheme: p. 410
Choungacha Union Health Centre Murshidabad: p. 687
Citizen's Committee in West Bengal: p. 164
Civil Defence measures: p. 386
Coal dealers of Murshidabad district: p. 305
Collection of Agriculture and Group Loan in Tufanganj Subdivision: p. 29.
Compulsory primary education in urban areas: p. 279
Compulsory free primary education in Burdwan district: p. 570
Construction of roads under C.V.R. and M.V.R. Schemes: p. 264
Construction of wells: p. 723
Constitution of Anchal and Gram Panchayat in Burdwan district: p. 692.
Construction of new wooden bridge for M[illegible]espur Ferry Ghat: p. 410
Contributions to National Defence Fund: p. 166
Co-operative Multipurpose Society in Bharatpur police-station, Murshidabad: p. 589
Co-operative Transport and Co-operative Multipurpose Societies in Murshidabad district: p. 204
Cottage Industry Centres in Mayna police-station Midnapore: p. 303
Crafts grant to Sibloon Ashutosh Chatterjee Junior High School: p. 569.
Crimes in Calcutta, Howrah and 24-Parganas: p. 476
Crimes committed in Goalhan Colony: p. 11
Culvert on road in Midnapore police-station: p. 99
C.V.R. Scheme and M.V.R. and C.R.F. Schemes: p.
Damage to Shyampur circuit embankment, Midnapore: p. 303
Death from Cholera and Pox in Murshidabad district: p. 104
Death of one Gorachand Bairagi in Murshidabad district: p. 103
Deep irrigation tube-wells in Burdwan district: p. 96.
Deep-Sea Fishing Scheme: pp. 71, 73
Deep tube-wells under Bishnupur police-station: p. 474.
Deep tube-wells in the district of Nadia: p. 283.
Derelict tube-wells in Sadar Subdivision of Hooghly district: p. 373
Development Block in Pingla police-station: p. 481.
Development work of Nehru Colony at Serampore: p. 301
Dhakeswari Cotton Mills under Hirapur police-station: p. 580.
Dhulagori-Ekabbarpur Road, etc., in Sankrail police-station: p. 409
Different categories of prisoners: p. 474.
Different Silk Co-operative Societies in Murshidabad district: p. 591
Discovery in the Valley of Kansabati river, Midnapore: p. 161

Question(s)—contd.
Dismissal of workers of Messrs. Alkali and Chemical Corporation of India Ltd: p. 183.
Distribution of G. R. in Bishnupur: p. 108.
Distribution of paddy seeds in Bankura district: p. 484.
Districtwise double-bedded Health Centres in West Bengal : p. 204.
Districtwise forest areas in West Bengal: p. 704.
Districtwise Government employees: p. 676
Districtwise Tribal College Students in West Bengal: p. 29.
Dum Dum Motijheel College: p. 567.
Durga Charan Rakshit Banga Vidyalaya and Chandernagore Banga Vidyalaya : p 567.
Duty hours for employees of the Fire Service Department: p. 97.
Economy measures during the Emergency: p. 104.
Election of Hooghly-Chinsurah Municipality: p 179.
Election of Konnagar and Kotrang Municipalities: p 198.
Election of members of 24-Parganas District School Board: p. 573.
Electric meters in Writers' Buildings: p. 667.
Electrical energy: p. 548.
Electrification in Balagarh police-station, Hooghly: p. 160
Electrification of rural areas in Uluberia subdivision: p 412.
Erosion by the Padma river in Murshidabad district: p 102
Establishment of a Mental Hospital in Murshidabad district: p. 29.
Establishment of a Paper Mills at Murshidabad: p. 281.
Excavation of tanks in Mahrul Union, Murshidabad: p 714.
Excise shops in Calcutta and other districts of West Bengal: p 581.
Expenditure for airconditioning rooms: p. 573
Expenditure involved in protecting Pakistan-border areas of West Bengal: p. 370.
Expenditure on tribal welfare schemes in Malda district: p. 648.
Fair price shops in police-station Salanpur and Barabani of Burdwan district: p. 484.
Fertiliser used in each Thana Farm in Murshidabad district: p. 660.
Financial aid for "Prabhu Jagabandhu College" at Andul (Jorehat), Howrah p. 664
Fire service station in Murshidabad district: p. 35.
Fishermen's Co-operative Societies in West Bengal: p. 304.
Food stock in Murshidabad district: p 216.
Food target: p. 392.
Functions of the Land Distribution Advisory Committee: p. 218.
Ganja: p. 676.
Gazetted and Non-gazetted officers in West Bengal: p. 580.
Gold-artisans of Birbhum district: p. 650.
Gold artisans of Bishnupur: p. 487.
The gold artisans of Bishnupur, Bankura: p. 159.
Government aids for scheduled and tribal students under Nalhati police-station, Birbhum: p. 33.

Question(s)—contd.

Government Arts and Crafts College in Calcutta: p. 563.

Government College of Arts and Crafts, Calcutta: p. 564.

Government grant to Mayna Girls' School, p. 541

Government grant to Schools: p. 555

Government "Khas Dakhal" in Nadia district: p. 296.

Government loan to Co-operative Societies of Kalna Subdivision: p. 717.

Government requisitioned properties in Murshidabad district p. 593.

Gramdan in Murshidabad district p. 78

Grant-in-aid to Sonarkundu S. P. Junior High School p. 23

"Grant Hall" at Berhampore p. 686

Granting of loan to Ramkrishna Vivekananda Powerloom Co-operative Society, Ltd., p. 540

Gratuitous relief-complaint in Amta Block II Howrah p. 409

Gumani River: p. 271.

Handicrafts Madur Silpa and Soap-making Societies of Murshidabad district: p. 670.

Hand-made paper industry of Dumra Busti: p. 565.

Health Centre at Mahula, p. 385.

Health Centre at Salar, Murshidabad: p. 216

High Schools at Gurapasla and Panchgram in Murshidabad district: p. 666.

Higher Secondary Schools in Nadia district p. 186

Hindusthan Cable Employees Co-operative Society, Burdwan: p. 493

Home Guards in West Bengal p. 301

Honours Classes in Bengali in the K. N. College Berhampore p. 160.

Honours Course in the colleges in Murshidabad district: p. 665

Hooghly Mohsin College p. 282

Hospitals in the district of Midnapore, p. 397

Ichaganj-Jiaganj Road in Murshidabad district p. 195

Implementation of the awards of Steel Wage Board in the Indian Iron and Steel Company p. 193

Improvement and expansion of the West Bengal Fire Services: p. 97.

Industrial Development loan to Messrs. Dhakeswari Cotton Mills Ltd., Burdwan: p. 706

Industrial dispute in the Bidi industry of Dhulian-Aurangabad areas. p. 174

Industrial dispute in the Mrinalini Bidi Manufacturing Company Private Ltd.: p. 174.

Industrial Estates: p. 551.

Infectious beds in Chowrigacha Health Centre: p. 689

Inferior staff of the State Government: p. 450.

Installation of tubewell in police-station Midnapore: p. 99

Introduction of Honours Courses in Narendralal Khan College, Midnapore: p. 475.

Question(s)—contd.

"Jabar-Dakhal Colony" at Serampore : p. 165.

Japanese system of paddy cultivation in Pingla police-station, Midnapore: p. 293.

J. L. R. O. Office in West Bengal: p. 35.

Junior Basic Training Colleges in Midnapore district: p. 677.

Jute. p. 282.

Jute-production in 1962: p. 18

Kandi-Salar Road. p. 266

Kerosene Oil consumed in Hooghly A. G. Hospital: p. 706

Keshab Academy p. 187

"Khadi O Samajseba Sangha" at Taherpur Colony in Nadia district p. 579

Killing of a Mahout and an elephant of Alipore Zoo p. 119

Kiriteswari Temple. p. 78.

Kulti High School, Burdwan p. 158

Kunjapur Hat-Khirat River Canal Scheme in Midnapore district: p. 400

Labour dispute in the Messrs Sur Enamel and Stamping Works (P) Ltd : p. 181.

Labour dispute in the S. E. Railway Urban Bank Ltd p. 179

Lady Members in Gram-Sabha and Anchal Panchayats. p. 718

Lalbag Government Sponsored Free Primary School Committee p. 706

Lalgola Fishermen's Co-operative Society. p. 319

Lalgola Fishermen's Society p. 717

Latrines for Digha passengers p. 12

Laypur-Langalhata and Surul Gamtia Road in Birbhum district p. 570

Licence of brickfields on either side of the Hooghly. p. 167

Litt Irrigation Scheme in Burdwan district: p. 28

Loans to refugee families of Ranaghat Subdivision: p. 627.

Loans for the Refugees of Nasra Colony in Nadia district: p. 90

Lock-out in bidi factory : p. 641.

Lump grant to the Puddy Anchal Panchayat under police-station Raipur, Bankura: p. 683.

Maintenance allowance for the sons of two detainees: p. 90.

Maintenance Grant for Beghampur Government Refugee Colony p. 168.

Maintenance of river embankments: p. 81.

Malaria eradication transport at Murshidabad: p. 287.

Manindra Mill Ltd. at Kashimbazar, Murshidabad: p. 163.

Marketing Co-operative Societies in the district of Burdwan: p. 92.

Maternity Centres at Andul and Sankrail, Howrah: p. 408.

Messrs. Dhakeswari Cotton Mills Ltd. in Burdwan district: p. 197.

Messrs Steel Rolling Mills of Hindusthan Private Ltd., Kidderpore: p. 671.

Midnapore interim Water Supply Scheme: p. 99.

Question(s)—contd.

Minimum price of rice: p. 20.

Minimum retail prices of rice in the Sadar Subdivision of West Bengal: p. 493.

Minority Commission: p. 20.

Misappropriation of milk-powder in 24-Parganas district: p. 393.

Monthly Allowance to Political Workers of Ghatal Subdivision, Midnapore: p. 26.

Morning classes of the primary schools in Bally Union: p. 565.

M. R. Shops of Burdwan district: p. 692.

M. R. Shops at Murshidabad: p. 318.

Tabagram Thana Library: p. 683.

Nabagram Union Board in Murshidabad district: p. 305.

National Highway from Ranaghat to Krishnagore: p. 591.

Nawab Bahadur Institution of Murshidabad district: p. 563.

N. E. S. Block in Mayna police-station: p. 179.

New pay scale of Secondary School teachers: p. 546.

New roads and bridges under the 3rd Five-Year Plan for Howrah district: p. 711.

New paper in Murshidabad district: p. 672.

Non-Government Jail Visitors in the District of Midnapore: p. 707.

North Salt Lake Reclamation Scheme: p. 267.

Number of different categories of Livestock: p. 714.

Number of employees in Food Department: p. 92.

Number of Engineering Colleges, Polytechnics and Industrial Training Institutes in Calcutta, 24-Parganas and Howrah: p. 482.

Number of prisoners in different jails of Murshidabad: p. 162.

Number of Publications of the Newspapers: p. 692.

Number of rickshaws, hand-pulled carts in Calcutta: p. 481.

Number of theft and dacoity cases in Midnapore district: p. 315.

Number of trucks in Calcutta: p. 686.

Number of unemployed persons registered in Employment Exchange Offices: p. 320.

Number of vehicles owned by various departments : p. 466.

Nursing Training Centre in Murshidabad district : p. 387.

Office buildings for District Inspector of Schools and District Superintendent of Education, Purulia district : p. 568.

Package Programme Loans in Bhatar and Ausgram Blocks, Burdwan: p. 27.

Paratal Union Co-operative Agricultural Credit Society Ltd. : p. 552.

Particulars of cinemas in Murshidabad district: p. 573.

Particulars of the property of Beruli High School, Murshidabad : p. 690.

Part-time services of some Government officers : p. 412.

Pay-protection of teachers of City Jubilee U.P. School, Calcutta: p. 26.

Pay-scale and Provident Fund Schemes for the school employees other than teachers : p. 566.

Question(s)—contd.

Pensions of retired personnel of the Oriental Gas Co. Ltd.: p. 409.

Persons affected by cholera, small-pox and typhoid in Calcutta, Howrah and Murshidabad : p. 163.

Posting of a police camp in the Chanchal Higher Secondary School building of Malda district : p. 198.

Power-loom Co-operative Societies in each district of North Bengal p. 488.

Price of Fish : p. 86.

Prices of the essential commodities : p. 378.

Primary Schools in the Bighati-Kholisand Union Board : p 567.

Production of raw jute including Mesta: p. 159.

Promotion of Agricultural Workers : p 21.

Proposal for allotting rent—free lands to the Jawans: p 79.

Proposal for appointing local registered doctors in the Health Centres : p. 394.

Proposal for a bus-route from Dum Dum to Dalhousie Square p 89

Proposal for a Chest Clinic as Aurangabad p. 20.

Proposal for donation of lands to the Jawans. p. 81.

Proposal for a Mining College at Raniganj : p. 559.

Proposal for opening branch office of D V C. at Hooghly : p 271.

Proposal for opening M Sc classes in Darjeeling Government College p. 535.

Proposal for setting up industries in Murshidabad district . p. 562.

Proposed shifting of Pareshnath Primary School, Bankura p. 682.

Prospecting for oil in West Bengal . p 561.

Provident fund money of Berhampur Municipal employees . p 22.

Public carriers' permits in the district of Murshidabad: p. 489.

Pump irrigation in police-stations Khatra, Raipur and Ranibundh : p. 165.

Purchase and use of the Ex-Zamindar's House of Lalgola, Murshidabad p. 718.

Railway lands in the Profullanagore Colony p. 169.

Ramendra Sundar Smriti Pathagar, Contai : p. 687.

Ranaghat A. G. Hospital : p. 15.

Ranaghat College : p. 563.

Ranaghat Subdivisional Hospital : p. 669.

Ration card system in Ranaghat subdivision : p. 578.

Reconstruction of the District School Board, Murshidabad : p. 687.

Re-excavated tanks in Murshidabad : p. 682.

Refugee colony under Maldah police-station : p. 215.

Refugee families of Cooper's Camp, Nadia : p. 625.

Refugee families residing in the houses deserted by the Muslims : p. 170.

Question(s)—contd.

Refund of fees paid by the wards of the teachers : p. 195.
Relief Committees in Asansol police-station : p. 193.
Relief Committees in Midnapur district . p. 315.
Relief for low-paid State Government employees p. 451.
Remission of rent for certain categories of land-holders : p. 461.
Remuneration, etc., of the relief workers in Ghatal subdivision: p. 407.
Rent Remission . p. 272.
Repair of a sluice and construction of foot bridges and cart bridges : p. 411.
Residence for the M.L.A.'s in Calcutta : p 262
Resinking of tube-wells : p. 323.
Retrenchment of some employees of Land and Land Revenue Department p 387
Revision of pay-scales of special cadre teachers: p. 475.
Revisional settlement in Mayna police-station, Midnapore : p. 164.
Rickshaw licence fees in municipal areas : p 89
Road from Midnapore Town to Raja Narendra Lal Khan Women's College : p 707
Roads construction under First, Second and Third Five-Year Plans in Howrah district . p 197
R T A Board of Murshidabad district p 672
Sachdev Committee's Report p 536
Saktipur Marketing Co-operative Society . p 565
Salar-Bharatpur Road : p 270
Sanctioned loan returned from Block Development Offices of Murshidabad p 478
Sanctioning a third subsidiary health centre in a Block area : p. 577.
Scarcity of Spirit p 83
Schemes for construction of embankments in West Dinajpur district : p 34.
Schemes for the increase of food production in Malda district (Q): p 22.
Scheme for Intensive Development of cattle in Howrah district : p. 574.
Scheme for villagewise modified ration shops . p. 482.
School Board for Purulia district . p 568
Seizure of a truck loaded with Sugar at the Darakeswar river ghat : p. 393.
Seizure of unauthorised Ganja, wine, etc. : p. 705
Setting up of Technical Schools and Polytechnics : p 665
Sinking of a free tube-well at Konaipara : p. 182.
Sinking and re-sinking of the tube-wells at Suti : p 20.
Sinking of tube-wells in Haldibari police-station : p 21
Sinking of tube-wells under R.W.S. Programme in Murshidabad district : p. 103.
Sites for subsidiary Health Centres in Falakata police-station: p. 676.
Special grant to primary school teachers : p. 196.
Stipend for the Scheduled Caste Students : p. 650.

Question(s)—*contd.*
Strike in Birla Jute Manufacturing Co Ltd. . p. 646.
Strike in the E.M.C. Factory : p. 637.
Subdivisional Offices of Agriculture Department : p. 396.
Sub-Inspector of Schools, Jagatballavpur Circle . p. 564.
Suicide cases during 1962-63 : p. 571.
Supply of electricity at Jalpaiguri town : p. 194.
Supply of filtered water at Lalbagh : p. 1.
Tagore Society of Calcutta · p. 35.
Tap water supply scheme at Nalhati Block I · 104.
Tax levied from the tax-remitted persons in Nabagram police-station, Murshidabad district : p 303.
Taxis and Buses in Calcutta . p. 481.
T. B Patients : p. 2
T. B. and leprosy patients in Murshidabad district p 372
Temporary staff in Collectorate Office : p 196
Test Relief Schemes for Bhatar Ausgram Block I Burdwan . p 93
Test Relief Scheme on road in Midnapore police-station : p 98
Test relief works in Baghmundi, Arza and Jhalda police-stations : p 649.
Test relief work done in Midnapore district · p 198
Test relief work at Sijgram in Murshidabad district . p 669.
The thana farm of Murshidabad district p 287
Thanawise distressed fishermen in Howrah district p 410
Thanawise fish production in Howrah district : p. 685
Theft of idols : p. 366.
Theft of idols from Hooghly-Chinsurah : p 161
Theft of image of the goddess "Shibakshya Debi" from the villag Amaraigarh in Burdwan district : p.
Total number of active tube-wells, etc , in West Bengal : p 576.
Total number of intermediaries in Howrah district . p. 574
Tour of a Deputy Minister p 99
Tourist house in Murshidabad district . p. 13.
Tribal School at Itor and Nagra under Nabagram, Murshidabad . p 482
Tribal Welfare Advisory Committee of Murshidabad district : p. 217.
Tube-wells in Baidyabati Municipal area . p 482.
Tube-wells of Berhampur Sadar subdivision, Murshidabad : p. 215.
Tube-wells in Hooghly Sadar subdivision—1962-63 : p. 635.
Tube-wells in Sankrail police-station, Howrah : p 408
Ultadanga Refugee market : p. 643.
Unauthorised sale of bricks at Kaligram and Govindapara, Malda p 681.
Union Relief Committee : p. 219
Uttarpara public library : p. 566.
Vested lands in Berhampur police-station · p 671.
Vested lands of Jalangi police-station : p. 652.
Vested lands in Jalpaiguri district : p. 474.

uestion(s)—concld.

Vested lands under Jhargram subdivision : p. 465.

Vested lands at Mallarpur union in Birbhum district : p. 160.

Vested lands in the Malda district : p 90.

Vested lands at Radhaballavpur Mauza under Raninagore police-station. p. 670.

Vested lands of Raninagore police-station in Murshidabad district : p 672.

Vested lands in West Dinajpur : p 279

Victoria College, Cooch Behar p. 569.

Vinobaji in West Bengal : p. 683.

Wages to the workers of Bandyabati Municipality · p 483.

Water supply in certain Municipalities · p 369.

West Bengal Citizens' Committee · p 394.

White Tigers : p 459

Work done by the Publicity Department in Murshidabad district p 652.

Workers of Burnpur I.S.C.O. Factory . p 579

Workers of cinema Industry p 203

Works Committee in the workshops of the Indian Iron and Steel Company . p 194.

uestion hour

Questions continuing beyond-- p 187

aha, Shri Sanat Kumar

Cash doles to the gold artisan families in Murshidabad district (Q) : p 217

Chourigacha Union Health Centre, Murshidabad (Q) p 689

Compulsory primary education in Urban areas (Q) p 279

Duty hours for employees of the Fire Service Department (Q) : p 97.

Erosion by the Padma river in Murshidabad district (Q) : p. 102

Establishment of a Mental Hospital in Murshidabad district (Q) : p 29.

Establishment of Paper Mills at Murshidabad : p 281

Fire Service Station in Murshidabad district (Q) p 35

Gumani River (Q) : p 271

Honours Classes in Bengali in the K N College, Berhampore (Q) : p 160.

Improvement and expansion of the West Bengal Fire Services (Q) : p 97.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963 . p. 607.

Infectious beds in Chaurigacha Health Centre (Q) . p 689.

Jute (Q) : p. 282.

Keshab Academy (Q) p 187

Nurshing Training Centre in Murshidabad district (Q) : p 387.

Pay-protection of Teachers of City Jubilee U P. School, Calcutta (Q) : p 26

Pay-scale and Provident Fund Schemes for the school employees other than teachers (Q) : p. 566.

Raha, Shri Sanat Kumar—concld.
Promotion of Agricultural Workers (Q) : p. 21.
Provident fund money of Berhampur Municipal employees (Q) : p. 22
Refund of fees paid by the wards of the teachers (Q) : p. 195.
Resinking of tubewells (Q) : p. 323.
Strike in Birla Jute Manufacturing Co. Ltd. (Q) : p. 646.
Tribal Welfare Advisory Committee of Murshidabad district (Q) : p. 217
Vested lands in Berhampur police-station (Q) : p. 671.
Vested lands of Jalangi police-station (Q) : p 652.
Vested lands at Radhaballavpur Mauza under Raninagore police-station (Q) : p. 670.
Vested lands of Raninagore police-station in Murshidabad district (Q) p. 672.
The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963. pp. 422 503, 519, 526, 529, 532.
The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963 : p. 343.
The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : pp 67-69, 147-148, 149-150 150-151, 152-153, 227, 228, 229, 230, 336.

Railway Lands
In the Prafullanagore Colony (Q) : p. 169.

Ramendra Sundar Smriti Pathagar, Contai (Q)
p 687.

Ramkrishna Vivekananda Power-loom Co-perative Society Ltd.
Granting of loan to—(Q) : p 540.

Ranaghat College (Q) :
p. 563.

Ration Card System
In Ranaghat subdivision (Q) . p. 579.

Ration Shops
Scarcity of supplies in— : p. 596.

Raw Jute
Production of—including Mesta (Q) : p. 159.

Ray, Dr. Anath Bandhu
The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 : p 42

Ray, Shri Birendra Narayan
Ad-hoc Committee of Nabagram Junior School, Murshidabad (Q) p. 691.
Agricultural Co-operative Societies in Murshidabad district (Q) : p. 401
Budget of certain Gram and Anchal Panchayats in the district of Murshidabad (Q) : p 666.
Bus-route license in Murshidabad district (Q) : p. 673.
Citizens' Committee in West Bengal (Q) : p. 164.
Coal dealers of Murshidabad district (Q) : p. 305.
Contributions to National Defence Fund (Q) : p. 166.

Ray, Shri Birendra Narayan—contd

Co-operative Transport and Co-operative Multipurpose Societies in Murshidabad district (Q) : p. 204

Co-operative Multipurpose Society in Bharatpur police-station, Murshidabad (Q) : p 589.

Crimes in Calcutta, Howrah and 24-Parganas (Q) . p 476.

Crimes committed in Goaljan Colony (Q) p 11

Deep tube-wells in the district of Nadia (Q) : p 283

Different Silk Co-operative Societies in Murshidabad district (Q) : p. 591.

Districtwise double-bedded Health Centres in West Bengal (Q) : p 204.

Districtwise forest areas in West Bengal (Q) . p 704

Electric meters in Writers' Buildings (Q) · p 667

Excavation of tanks in Mahin Union, Murshidabad (Q) p 714

Excise shops in Calcutta and other districts of West Bengal (Q) · p. 581.

Expenditure for airconditioning rooms (Q) p 573

Fertiliser used in each Thana Farm in Murshidabad district (Q) : p 660.

Food stock in Murshidabad district (Q) p 216

Ganja (Q) : p 676.

Gazetted and Non-gazetted officers in West Bengal (Q) : p. 580.

Government requisitioned proportion in Murshidabad district (Q) : p 593

Gramdan in Murshidabad district p 78

"Grant Hall" at Berhampur (Q) · p 686

Granting of loan to Ramkrishna Vivekananda Power-loom Co-operative Society Ltd. (Q) p 540

Handicrafts, Madur Silpa and Soap-making Societies of Murshidabad district (Q) : p 670.

Health Centre at Salar, Murshidabad (Q) p 216

High Schools at Gurapasla and Panchgram in Murshidabad district (Q): p 666.

Higher Secondary Schools in Nadia district (Q) p 486

Home Guards in West Bengal (Q) p 301

Honours Course in the Colleges in Murshidabad district (Q) : p 665.

Ichaganj-Jaganj Road in Murshidabad district (Q) . p 195.

Kandi-Salar Road (Q) : p 266

Killing of a Mahout and an elephant of Alipore Zoo (Q) p 449.

Kiriteswari Temple (Q) : p 78

Lady Members in Gram Sabha and Anchal Panchayats (Q) . p 718.

Lalbag Government Sponsored Free Primary School Committee (Q) : p. 706

Lalgola Fishermen's Co-operative Society (Q) : p. 319.

Lalgola Fishermen's Society (Q) : p 717.

Maintenance grant for Begampur Government Refugee Colony (Q) : p. 168.

Malaria eradication transport at Murshidabad (Q) : p. 287.

Manindra Mill Ltd. at Kashimbazar, Murshidabad (Q) : p. 163.

Ray, Shri Birendra Narayan—concld.
Minimum retail prices of rice in the Sadar subdivision of West Bengal (Q) : p. 493.
Misappropriation of milk-powder in 24-Parganas district (Q) : p. 393.
M.R. Shops at Murshidabad (Q) : p. 318.
Nabagram Thana Library (Q) : p. 683.
Nabagram Union Board in Murshidabad district (Q) : p. 305
Nawab Bahadur Institution of Murshidabad district (Q) : p. 563.
Newspaper in Murshidabad district (Q) : p. 572.
Number of different categories of Livestock (Q) : p 714.
Number of prisoners in different jails of Murshidabad (Q) p. 162.
Number of Publications of the Newspapers (Q) : p. 692
Number of rickshaws, hand-pulled carts in Calcutta (Q) . p. 481.
Number of trucks in Calcutta (Q) : p. 686.
Number of unemployed persons registered in Employment Exchange Offices (Q) : p. 320.
Particulars of cinemas in Murshidabad district (Q) . p 573
Particulars of the property of Beruli High School, Murshidabad (Q) p. 690.
Persons affected by cholera, small-pox and typhoid in Calcutta Howrah and Murshidabad (Q) p 163
Proposal for setting up industries in Murshidabad district (Q) : p 562
Public carriers' permits in the district of Murshidabad (Q) p 489
Ramendra Sundar Smriti Pathagar, Contai (Q) p 687.
Reconstruction of the District School Board, Murshidabad (Q). p 687
Re-excavated tanks in Murshidabad (Q) p. 682.
R.T A. Board of Murshidabad district (Q) : p 672
Salar-Bharatpur Road (Q) . p 270
Sinking of a free tube-well at Konaipara (Q) p 182
Seizure of unauthorised Ganja, wine, etc (Q) : p 705
Supply of filtered water at Lalbagh (Q) p 1.
Tax levied from the tax-remitted persons in Nabagram police-station Murshidabad district (Q) : p 303
Taxis and Buses in Calcutta (Q) : p 481.
T.B and leprosy patients in Murshidabad district (Q) p 372
Test relief work at Sigram in Murshidabad district (Q) p 669.
Thana Farm of Murshidabad district (Q) p. 287
Tour of a Deputy Minister (Q) : p. 99.
Tourist house in Murshidabad district (Q) : p 13
Tribal School at Itor and Nagra under Nabagram, Murshidabad (Q) p 482.
Tube-wells in Hooghly Sadar subdivision—1962-63 (Q) : p. 635.
Vinobaji in West Bengal (Q) : p. 683.
White Tigers (Q) : p. 459.
Work done by the Publicity Department in Murshidabad district (Q) p. 652.
Workers of Cinema Industry (Q) : p. 203.

Re-excavation Scheme
Champa Khal—(Q) : p. 410.

Refugees
Age relaxation for the—for Government Service (Q): p 653.

Refugee colony
Under Maldah police-station (Q) p 215.

Refugee families
Residing in the houses deserted by the Muslims (Q) p 170.

Refund
Of fees paid by the wards of the teachers (Q) p 195

Relief Committees
In Asansol police-station (Q) p 193.
In Midnapur district (Q) p 315

Relief workers
Remuneration, etc , of the in Ghatal subdivision (Q) p 107

Remark against a member of the House
Withdrawal of— p 750

Rent
Remission of for certain categories of land-holders (Q) p 161

Rent Remission (Q) :
p 272.

Report(s)
Of the Business Advisory Committee p 39.
Sachdev Committee's (Q) p 36
For the M L A 's in Calcutta (Q) p 262

Resinking of tube-wells (Q) .
p 323

Revisional Settlement
In Mavna police-station, Midnapore (Q) p 164

R. C. Kar Medical College
Admission of Students into the—Calcutta (Q) p 389

Rice
Minimum price of— p 20
Minimum retail price of in the Sadar subdivision of West Bengal (Q): p 493.
Non-supply of—in ration shop in Cooch Behar (Q) p 595
Supply of—from Ration Shops (Q) p 225.

Rickshaws, hand-pulled carts
Number of—in Calcutta (Q) p 481

Rickshaw License fee in Municipal areas (Q):
p. 89.

River embankments

Maintenance of—(Q) : p. 81.

Road(s)

Construction under First, Second and Third Five-Year Plans in Howrah district (Q) : p. 197.

Construction of—under C.V.R. and M.V.R. Schemes (Q) : p. 261.

Dhulagori-Ekabbarpur—, etc., in Sankril police-station (Q) : p. 409.

Lavpur-Langalhata and Surul Ganutia—in Birbhum district (Q) : p.

Lavpur-Langalhata and Surul Ganuti—in Birbhum district (Q) . p. 570.

From Midnapore Town to Raja Narendra Lal Khan Women's College (Q) : p. 707

Roads and Bridges

New—under the Third Five-Year Plan in Howrah district (Q) : p. 711.

Roy, Shri Aswini

A bridge on the Damodar near Burdwan-Sadarghat (Q) · p 681.

Accommodation of Court Hazat in Asansol Court (Q) : p. 26.

Cattle purchasing and fertiliser loans in Burdwan district (Q) : p 157.

Central Co-operative and Mortgage Banks in Burdwan district (Q) : p. 36.

Compulsory free Primary Education in Burdwan district (Q) : p 570.

Deep irrigation tube-wells in Burdwan district (Q) : p. 96

Industrial Development loan to Messrs. Dhakeshwari Cotton Mills, Ltd., Burdwan (Q) : p. 706.

Kulti High School, Burdwan (Q) : p. 158.

Lift Irrigation Scheme in Burdwan district (Q) p. 28.

Marketing Co-operative Societies in the district of Burdwan (Q) : p. 92

Messrs Dhakeswari Cotton Mills Ltd in Burdwan district (Q) p. 197.

Package Programme Loans in Bhater and Ausgram Blocks, Burdwan (Q) : p. 27.

Production of raw Jute including Mesta (Q) . p 159.

Test Relief Schemes for Bhatar, Ausgram Block I, Burdwan (Q) : p 93.

Roy, Dr. Indrajit

Functions of the Land Distribution Advisory Committee (Q) p. 218.

Junior Basic Training Colleges in Midnapore district (Q) · p. 677.

Remuneration, etc , of the relief workers in Ghatal subdivision (Q) : p 407.

Temporary staff in Collectorate Office (Q) p. 196.

Roy, Dr. Narayan Chandra

Demand of classification of food movement prisoners as political prisoners in the jail and walk out by the opposition members in protest : pp. 223, 224.

Roy, Dr. Narayan Chandra—concld.

Different categories of prisoners (Q) : p. 474.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963 : p. 598.

Maintenance allowance for the sons of two detainees (Q) : p. 90.

Non-official Resolution on abolition of Deep Sea Fishing Scheme : p 250

Roy, Shri Nepal Chandra

Non-official Resolution on abolition of Deep Sea Fishing Scheme : p 245

Non-official resolution on the failure of the Government to check the ever-increasing prices of the essential commodities p 750

Point of Privilege p 447

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 pp 118-119

Roy Prodhan, Shri Amarendra Nath

Expenditure involved in protecting Pakistan-border areas of West Bengal (Q) p 370

Sinking of tube-wells in Haldibari police-station (Q) p 21.

Subdivisional offices of Agriculture Department (Q) p 396.

Supply of electricity at Jalpaiguri town (Q) : p. 194

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 : pp 440, 504, 520

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : pp 110-111, 125-126, 134-135, 150, 155.

R. T. A. Board of Murshidabad district (Q) :

p. 672.

Saha, Shri Abhoy Pada

Alleged starvation death in Khargram police-station (Q) p 636.

Allowances to the employees of the I D Hospital at Beliaghata, Calcutta (Q) p 162

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1963 pp. 601, 613

Revision of pay-scales of special cadre teachers (Q) : p 475

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 : pp. 503, 511, 517, 520

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 pp 59-61, 138, 140, 153, 154.

Saha, Shri Jamini Bhusan

Messrs Stell Rolling Mills of Hindusthan Private Ltd , Kidderpore (Q): p. 671.

Strike in Birla Jute Manufacturing Co. Ltd. (Q) : p. 646.

Salar-Bharatpur Road (Q)

p. 270

Sarkar, Shri Dharanidhar

Expenditure on tribal welfare schemes in Malda district (Q) : p. 648.
Refugee colony under Maldah police-station (Q) : p. 215.
Vested land in the Malda district (Q) . p. 90.

Scheduled Caste Students

Stipend for the—(Q) : p. 650.

Schemes for the increase of Food production in Malda district (Q) : p. 22.

School(s)

Adult—in the Barind area, Malda (Q) · p. 23.
Government grant to—(Q) p 555
Kulti High—, Burdwan (Q) . p. 158

School Board for Purulia district (Q) : p. 568.

Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra

Non-official resolution on abolition of Deep Sea Fishing Scheme pp 256, 258.
Statement made on the calling attention notice given by Shri Birendra Narayan Ray : p. 727.
Statement made on the calling attention notice given by Shri Gour Chandra Kundu and Shri Lakhan Bagdi p 726
Statement made on the calling attention notice given by Shri Kamal Kanti Guha : p 725
Statement made under Rule 346 on the food situation p 759

Sengupta, Shri Tarun Kumar

Arrests made in connection with black-marketing and profiteering (Q) : p. 363.
Bagjola Canal (Q) pp. 192, 268
Brahmapur Government Colony (Q) p 169
Calcutta Circular Railway Line (Q) p 88
Dum Dum Motijheel College (Q) p 567.
Lock-out in bidi factory (Q) · p 641
Non-official Resolution on abolition of Deep Sea Fishing Scheme : p 234
North Salt Lake Reclamation Scheme (Q) . p. 267
Price of Fish (Q) : p 86
Proposal for a bus-route from Dum Dum to Dalhousie Square (Q) p. 89.
Railway lands in the Profullanagore Colony (Q) : p 169
Strike in Birla Jute Manufacturing Co Ltd (Q) · p. 646
Water Supply in certain municipalities (Q) p. 309.
The West Bengal Warehouses Bill, 1963 : pp. 45-46, 124, 127-129, 139, 147, 151-152, 154, 228

Shakila Khatun, Shrimati

Statement made on the Calling Attention notice given by Sarbashri Sunil Basunia, Sunil Das Gupta, Amarendra Nath Roy Prodhan, Kamal Kanti Guha and Bijoy Kumar Roy : p. 220.

Shamsul Bari, Shri Syed

Bus route from Midnapore to Dheruaghat, Midnapore (Q) : p. 690.

Culvert on road in Minapore police-station (Q) : p. 99.

Installation of tube-wells in police-station Midnapore (Q) p. 99

Midnapore interim Water Supply Scheme (Q) · p 99

Road from Midnapore Town to Raja Narendra Lal Khan Women's College (Q) p. 707.

Test Relief Scheme on road in Midnapore police-station (Q) . p. 98.

Shibloon Ashutosh Chatterjee Junior High School

Crafts grant to—(Q) : p 569.

Silk Co-operative Societies

Different—in Murshidabad district (Q) p 591

Singha, Shri Hiralal

Sites for subsidiary Health Centres in Falakata police-station (Q) p 676

Vested lands in Jalpaiguri district (Q p 174

Singha, Dr. Radhakrishna

The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 p 446

The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Bill, 1963 . p 350

The West Bengal Warehouses Bill, 1963 pp 119-120

Speaker, Mr. (The Hon'ble Keshab Chandra Basu)

Obituary reference by- on the death of Shri Jagadish Chandra Bhattacharya p 166

Observation by—reference questions continuing beyond question hour: p 187

Observation by on reading of prepared speech p 139

Presentation of the sixteenth report of the Business Advisory Committee p 39

Ruling on the Privilege Motion raised by Shri Birendra Narayan Ray: p 39

Spirit

Scarcity of—(Q) p 83

Starvation death

Alleged—in Khargram police-station (Q) p 636

State Covernment

Interior staff of the—(Q) p 450

State Covernment Employees

Relief for low-paid—(Q) p 451.

Statement under Rule 346

p. 759.

Subdivisional Offices of Agriculture Department (Q) :

p. 396.

Sub-inspector of Schools, Jalpaiguri, Circle (Q) :
p. 564.

Suicide Cases
During 1962-63 (Q) . p. 571.

Swami Vivekananda Rock, Cape Comorin :
Information regarding—(Q) p. 595

Shyampur Circuit Embankment
Damage to—, Midnapore (Q) · p. 303.

Tagore Society of Calcutta (Q) :
p. 35.

Taherpur Colony
"Khadi O Samajseba Sangha" at—in Nadia district (Q) : p. 579.

Tanks
Excavation of Tanks—in Mahrul Union, Murshidabad (Q) : p. 714.
Re-excavated—in Murshidabad (Q) : p. 682.

Tap Water Supply Scheme
At Nalhati (Q) p. 104.

Tarkatirtha, Shri Bimalananda
The West Bengal Homoeopathic System of Medicine Bill, 1963 : p. 447.

Tax levied
From the tax-remitted persons in Nabagram police-station, Murshidabad district (Q) : p. 303

Taxis and Buses in Calcutta (Q) :
p. 481.

T. B. Patients (Q) :
p 2.

T. B. and leprosy patients
In Murshidabad district (Q) : p 372.

Technical Schools and Polytechines
Setting up of—(Q) p. 665

Test Relief
Work done in Midnapore district (Q) . p. 198

Test Relief Schemes
For Bhatar Ausgram Block 1, Burdwan (Q) p 93.
On roads in Midnapore police-station (Q) : p. 98.

Test Relief Works
In Baghmundi, Arsa and Jhalda police-stations (Q) : p. 649.
Work at Sijgram in Murshidabad district (Q) : p. 669.

Thana Farm
Of Murshidabad district (Q) · p. 287.

Theft and dacoity

Number of—cases in Midnapore district (Q) : p. 315

Theft of idols (Q) :

p. 366.

Theft

Of image of the goddess "Shibaksha Debi" from the village Amarar-garh in Burdwan district (Q) : p. 675.

Tour

Of a Deputy Minister (Q) : p. 99.

Tourist house

In Murshidabad district (Q) : p. 13.

Tribal College Students

Districtwise—in West Bengal (Q) : p. 13

Tribal School

At Itor and Nagra under Nabagram, Murshidabad (Q) : p. 482

Tribal Welfare Scheme

Expenditure in— p. 618

Truck(s)

Number of—in Calcutta (Q) : p. 686.

Seizure of a—loaded with Sugar at the Darakeswar river ghat (Q) : p. 393.

Tube-well(s)

Bandvabati Municipal area (Q) : p. 182

Of Berhampur Sadar subdivision, Murshidabad (Q) : p. 215

Deep—in the district of Nadia (Q) : p. 283

Deep Irrigation—in Burdwan district (Q) : p. 96

Derelict—in Sadar subdivision of Hooghly district (Q) : p. 373.

In Hooghly Sadar subdivision—1962-63 (Q) : p. 635

Installation of—in police-station Midnapore (Q) : p. 99

In Sankrail police-station, Howrah (Q) : p. 408

Sinking of a free—at Konaipara (Q) : p. 182.

Sinking of—in Haldibari police-station (Q) : p. 21.

Sinking of—under R W S programme in Murshidabad district (Q): p. 103

Sinking and re-sinking of—at Suti (Q): p. 20

Tube-wells, etc.

Total number of active—in West Bengal (Q): p. 576.

Ultadanga Refugee Market (Q) :

p. 643.

Union Relief Committee (Q) :

p. 219.

Uttarpara Public Library (Q) :
p. 566.

Vehicles owned by various department
Number of—(Q): p. 466.

Vested Lands
In Jalpaiguri district (Q): p 474.
Under Jhargram Subdivision (Q): p 465.
In the Malda district (Q): p. 90.

Victoria College, Cooch Behar (Q) :
p. 569.

Vinobaji in West Bengal (Q) .
p. 683.

Water Supply
In certain Municipalities (Q): p. 369.

Wells
Construction of—p. 723.

West Bengal Fire Services
Improvement and expansion of the—(Q): p. 37.
The West Bengal Local Authorities (Postponement of Elections) Repealing Bill, 1963: p. 342.
The West Bengal Warehouses Bill, 1963: pp 227, 325.

White Tigers (Q)
p. 459

Writers' Buildings
Electric meters in—(Q): p. 667.

WBGP-65/6 7334A-700